

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ)
القسم: العقيدة

الكتاب: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت 1285 هـ)
المحقق: محمد حامد الفقي [ت 1378 هـ]
الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر
الطبعة: السابعة، 1377 هـ/1957 م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عدد الصفحات: 518
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

ফাতহুল মাজিদ শারহ কিতাবুত তাওহিদ (আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শেখ)
বিভাগ: আকীদা

গ্রন্থ: ফাতহুল মাজিদ শারহ কিতাবুত তাওহিদ
লেখক: আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত-তামিমি (মৃ. ১২৮৫ হি.)
সম্পাদক: মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকি [মৃ. ১৩৭৮ হি.]
প্রকাশক: মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, কায়রো, মিশর
সংস্করণ: সপ্তম, ১৩৭৭ হি./১৯৫৭ খ্রি.
[গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর মুদ্রণ কপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ]
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৫১৮
শামিলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১

مقدمة

...

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
تأليف: عبد الله بن حسن آل الشيخ
تحقيق: محمد حامد الفقي
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة
والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين،
وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه
أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام "محمد بن عبد
الوهاب" 1 أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم
الحساب قد جاء بديعا في معناه: من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته
لإيضاحه وتبيينه. فصار علما للموحدين، وحجة على الملحدين. فانتفع به الخلق
الكثير، والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره
للحق المبين، الذي بعث الله به المرسلين: من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله
رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته، وقوى
عزيمته، وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد، الذي هو أساس الإسلام والإيمان،
ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور، والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان

بأسحرة والمنجيين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، إلا من استحوذ عليه الشيطان، وكره إليه الإيمان، فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: "إن المسلمين لها قالوا: "لا إله إلا الله" أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها، ويفلجها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير من الدهر في فئام من الناس، لا يعرفونها ولا يقرّون بها".

1 ولد في العيينة سنة 1115 وتوفي بالدرعية سنة 1206 رحمه الله.

ভূমিকা

...

ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ

রচনায়: আব্দুল্লাহ বিন হাসান আল-শেখ

সম্পাদনা: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফিকী

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য, এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। আর সীমালঙ্ঘনকারী—যেমন বিদআতী ও মুশরিকরা—ব্যতীত কারও ওপর কোনো শত্রুতা নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের উপাস্য এবং আসমানসমূহ ও জমিনসমূহের নিয়ন্ত্রক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে

মনোনীত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর, আর যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে। আর তাঁদের ওপর অটল সালাম বর্ষিত হোক।

অতঃপর: নিশ্চয়ই 'কিতাবুত তাওহীদ', যা ইমাম শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রচনা করেছেন—আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁকে ও তাঁর দাওয়াতের আহবানে সাড়া দানকারীদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ক্ষমা করুন—তা এর মর্মার্থে অনন্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে: যেখানে তাওহীদকে এর অকাট্য প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য দলীলসমূহের সমাহার ঘটানো হয়েছে। ফলে এটি তাওহীদপন্থীদের জন্য একটি মাইলফলক এবং সত্যবিমুখদের বিরুদ্ধে একটি দলীলে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে অগণিত মানুষ ও বিশাল জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে। এই ইমাম (রহিমাল্লাহ) তাঁর সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ তাঁর অন্তরকে সেই সুস্পষ্ট সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যা দিয়ে আল্লাহ রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলেন: অর্থাৎ ইবাদতের যাবতীয় প্রকার কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই একনিষ্ঠ করা, এবং অনেক মানুষ যে শিরকে লিপ্ত ছিল তার প্রতিবাদ করা। আল্লাহ তাঁর হিম্মতকে সমুন্নত করেছেন এবং তাঁর সংকল্পকে শক্তিশালী করেছেন, ফলে তিনি নজদবাসীদের সেই তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন যা ইসলাম ও ঈমানের মূল ভিত্তি। তিনি তাঁদেরকে গাছপালা, পাথর, কবর, তাগুত ও মূর্তিপূজা থেকে এবং জাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে নিষেধ করেন। আল্লাহ তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি বিদআত ও ভ্রষ্টতাকে বাতিল করে দেন যার দিকে প্রতিটি শয়তান আহ্বান করে। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জিহাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন এবং এর মাধ্যমে শিরক ও হঠকারিতায় লিপ্ত বিরোধীদের সংশয়সমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করেন। সেই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী, স্থায়ী বাসিন্দা ও মরুবাসী ইসলামের অনুগামী হয় এবং দিগন্তজুড়ে তাঁর দাওয়াত ও রচনাবলী ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যারা বিরোধিতাকারী ছিল তারাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, কেবল তারা ব্যতীত যাদের ওপর শয়তান সওয়ার হয়েছে এবং ঈমানকে তাদের কাছে অপ্রিয় করে দিয়েছে, ফলে তারা হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ওপর অটল থাকে। তাঁর দাওয়াতের ফলে আরব উপদ্বীপের বাসিন্দারা এমন হয়ে গেল যেমন কাতাদা (রহিমাল্লাহ) এই উম্মতের প্রথম যুগের অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন: "মুসলিমরা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, তখন মুশরিকরা তা অস্বীকার করল এবং এটি তাদের কাছে ভারী মনে হলো। ইবলিস ও তার বাহিনী এতে সংকুচিত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ

চাইলেন একে কার্যকর ও প্রকাশ করতে এবং একে বিজয়ী করতে ও সাহায্য করতে তাদের বিরুদ্ধে যারা এর বিরোধিতা করে। এটি এমন এক বাণী, যে এর মাধ্যমে বিতর্ক করে সে জয়ী হয়, আর যে এর মাধ্যমে লড়াই করে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। কেবল এই উপদ্বীপের মানুষরাই একে চিনেছিল, যা একজন আরোহী মাত্র কয়েক রাতে অতিক্রম করে ফেলে, অথচ দীর্ঘকাল ধরে বিশাল এক মানবগোষ্ঠী বিচরণ করলেও তারা একে চিনত না এবং এর স্বীকৃতি দিত না।"

১. তিনি ১১১৫ হিজরীতে উয়াইনাহতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে দিরইয়াহতে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

(ص: 4) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما.
فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير 1 في هذا الشيخ -رحمه الله تعالى:-

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي
ويعبر أركان الشريعة هادما ... مشاهد ضل الناس فيها عن الرشيد
أعادوا بها معنى سواع ومثله ... يغوث وود بئس ذلك من ود
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها ... كما يهتف المضطر بالصمد الفرد
وكم عقروا في سوحها من عقيرة ... أهلت لغير الله جهرا على عبد
وكم طائف حول القبور مقبل ... ومستلم الأركان منهم بالأيدي

وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام -رحمه الله تعالى- فيه: 2
لقد رفع المولى به رتبة الهدى ... بوقت به يعلى الضلال ويرفع
سقاؤه نمير الفهم مولاه فارتوى ... وعام بتيار المعارف يقطع
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه ... وأوهى به من مطلع الشرك مهيع
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها ... سواه ولا حاذى فناها سبيذع
وشمر في منهاج سنة أحمد ... يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع
ينظر بالآيات والسنة التي ... أمرنا إليها في التنازع نرجع
فأضحت به السحاء يبسم ثغرها ... وأمسى محياها يضيء ويلمع

1 ولد بصنعاء سنة 1059 وتوفي في شعبان سنة 1182 وكان إماماً جليلاً، له
المؤلفات الكثيرة النافعة، منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومنحة الغفار على
ضوء النهار، والعدة على شرح العدة لابن دقيق العيد، وشرح التنقيح في علوم
الحديث.
2 قالها في رثاء الشيخ رحمه الله، وهي تسعة وثلاثون بيتاً مذكورة بتمامها في كتاب
"عنوان المجد في تاريخ نجد" في حوادث سنة 1206 (ج 1 ص 95) توفي ابن غنام
سنة 1225 وله ترجمة في عنوان المجد (ج 1 ص 149) .

আল্লাহ অনেক আলেমের অন্তরকে তাঁর দাওয়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁর
আবির্ভাবে আনন্দিত ও সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং গদ্য ও পদ্যে তাঁর প্রশংসা করেছেন।
এর মধ্যে সানা'র আলেম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-আমীর^১ এই শাইখ -আল্লাহ তাআলা
তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন- সম্পর্কে যা বলেছেন তা অন্যতম:
নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে সংবাদ এসেছে যে, তিনি ... যা প্রকাশ করেন তার মাধ্যমে আমাদের
নিকট মহিমাম্বিত শরীয়তকে ফিরিয়ে আনছেন
এবং তিনি প্রকাশ্যে তা প্রচার করছেন যা প্রত্যেক মূর্খ ... ও বিদআতী গোপন করেছিল, ফলে
তা আমার নিকট যা আছে তার সাথে মিলে গেল

তিনি শরীয়তের রুকনসমূহকে আবাদ করছেন ধ্বংস করার মাধ্যমে ... এমন সব মাজার
যেগুলোতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে
তারা এগুলোর মাধ্যমে সুওয়া-এর অর্থকে ফিরিয়ে এনেছে এবং তার মতো ... ইয়াগুস ও
ওয়াদ-এর; কতই না নিকৃষ্ট সেই প্রীতি
বিপদ-আপদের সময় তারা সেগুলোর নাম ধরে ডাক দেয় ... যেমনটি একজন নিরুপায় ব্যক্তি
একক অমুখাপেক্ষী সত্তাকে ডাকে
তারা সেগুলোর প্রাঙ্গণে কতই না পশু বলি দিয়েছে ... যা জেনেবুঝে প্রকাশ্যে আল্লাহ ছাড়া
অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল
কবরের চারধারে কতই না তাওয়াফকারী রয়েছে যারা চুম্বন করছে ... এবং হাত দিয়ে
সেগুলোর কোণা স্পর্শ করছে
আর আমাদের শাইখ আহসা'র আলেম আবু বকর হুসাইন বিন গান্নাম -আল্লাহ তাআলা তাঁর
ওপর রহমত বর্ষণ করুন- তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: ২
নিশ্চয়ই মালিক তাঁর মাধ্যমে হেদায়েতের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন ... এমন এক সময়ে যখন
পথভ্রষ্টতা মাথাচাড়া দিচ্ছিল এবং সমুন্নত হচ্ছিল
তাঁর মালিক তাঁকে বোধশক্তির নির্মল পানীয় পান করিয়েছেন ফলে তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন ...
এবং জ্ঞানের প্রবাহে সাঁতার কেটে পথ চলছেন
তিনি তাঁর মাধ্যমে তাওহীদকে মিটে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করেছেন ... এবং শিরকের
উৎপত্তিস্থল ও পথকে দুর্বল করে দিয়েছেন
তিনি সম্মানের সেই চূড়ায় আরোহণ করেছেন যেখানে ... তিনি ছাড়া আর কেউ পৌঁছাতে
পারেনি এবং কোনো বীরও তার আঙ্গিনায় পৌঁছাতে পারেনি
তিনি আহমাদ (সা.)-এর সুন্নাহর মানহাজে তৎপর হয়েছেন ... যা মিটে গিয়েছিল তা পুনরায়
নির্মাণ ও জীবিত করছেন এবং বুলন্দ করছেন
তিনি আয়াত এবং সুন্নাহর মাধ্যমে বিতর্ক করেন যেগুলোর দিকে ... বিরোধের সময় ফিরে
যাওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
তাঁর কারণে সহজ-সরল দ্বীন হাস্যোজ্জ্বল হয়েছে ... এবং তার অবয়ব উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত
হয়েছে

১ ১০৫৯ হিজরিতে সানায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮২ হিজরির শাবান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন মহান ইমাম ছিলেন, তাঁর অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম: সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম, মিনহাতুল গাফফার আলা দাউইন নাহার, ইবনু দাকীকিল ঈদের শারহুল উমদাহর ওপর টীকা আল-উদাহ এবং শারহুত তানকীহ ফী উলুমিল হাদীস।

২ শাইখের শোকগাথা হিসেবে তিনি এটি বলেছিলেন, এটি ৩৯টি চরণের একটি কবিতা যা পূর্ণাঙ্গভাবে "উনওয়ানুল মাজদ ফী তারিখি নাজদ" কিতাবের ১২০৬ হিজরির ঘটনাবলীতে (১ম খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) বর্ণিত আছে। ইবনে গান্নাম ১২২৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং উনওয়ানুল মাজদ কিতাবে (১ম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা) তাঁর জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وعاد به نهج الغواية طامسا ... وقد كان مسلوكا به الناس ترتع
وجرت به نجد ذيول افتخارها ... وحق لها بالألمعي ترفع
فآثاره فيها سوام سوافر ... وأنواره فيها تضيء وتلمع
وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله: من توحيد العبادة،
وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله
الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه.
وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله
تعالى- 1 فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب
منه ويراد، وسماه "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد".
وحيث أطلق "شيخ الإسلام" فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد
السلام بن تيمية، و "الحافظ" فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني.

ولمّا قرأت شرحه رأيتَه أظنُّب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميماً للفائدة، وسميته "فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد". وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وموصلاً من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

1 كان عالماً فاضلاً بارعاً في الحديث والتفسير والفقه، أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، صادق الاتصال بالله، قتل رحمه الله في آخر سنة 1233، وشي به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها، فأحضره إبراهيم، وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاية للشيخ، ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص جميعاً فمزقوا جسده رحمه الله ورضي عنه. اهـ. (عنوان المجد ج 1 ص 210).

এবং তার মাধ্যমে বিভ্রান্তির পথ বিলুপ্ত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল ... অথচ একসময় মানুষ তাতে যথেষ্ট বিচরণ করত।

নাজদ তার মাধ্যমে তার গর্বের আঁচল টেনেছে ... আর এই প্রখর মেধাবীর কারণে তার উচ্চ মর্যাদা লাভ করাটা যথার্থই।

সেখানে তার কর্ম ও স্মৃতিচিহ্নসমূহ সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ... এবং সেখানে তার নূরসমূহ প্রজ্জ্বলিত ও বিকিরিত হচ্ছে।

আর তার উল্লিখিত কিতাবটির বিষয়বস্তু হলো—আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা বর্ণনা করা: অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদ; এবং কিতাব ও সুন্নাহর দলিলের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করা। এছাড়া তাওহীদের পরিপন্থী শিরকে আকবর (বড় শিরক) এবং ওয়াজিব পূর্ণতার পরিপন্থী শিরকে আসগার (ছোট শিরক) ও এই জাতীয় বিষয়সমূহ এবং যা এর নিকটবর্তী বা এর দিকে ধাবিত করে, তা উল্লেখ করা।

গ্রন্থকারের পৌত্র শেখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—^১ এটি ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এর ওপর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন যাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং অনেক ফায়দা প্রদান করেছেন। এতে তিনি এমন সব বিষয় সুস্পষ্ট করেছেন যা কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। তিনি এর নাম রেখেছেন ‘তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ’।

যেখানেই নিঃশর্তভাবে ‘শাইখুল ইসলাম’ বলা হবে, সেখানে উদ্দেশ্য হবে আবু আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন তাইমিয়াহ। আর ‘আল-হাফিয’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহমদ বিন হাজার আল-আসকালানী।

যখন আমি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি পড়লাম, তখন দেখলাম তিনি কিছু জায়গায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কিছু স্থানে এমন পুনরাবৃত্তি রয়েছে যা সংক্ষেপ করা সম্ভব ছিল, আর তিনি এটি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তাই আমি এটি পরিমার্জন, সহজীকরণ ও সম্পন্ন করার কাজ শুরু করলাম। অনেক সময় ফায়দা পূর্ণ করার লক্ষ্যে এতে কিছু পছন্দনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করেছি। আমি এর নাম দিয়েছি ‘ফাতহুল মাজীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ’।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এর মাধ্যমে প্রত্যেক ইলম অন্বেষণকারী ও উপকৃত ব্যক্তিকে ফায়দা দান করেন এবং একে কেবল তাঁর মহান সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন, আর এর পেছনে প্রচেষ্টাকারীকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে পৌঁছে দেন। সুউচ্চ ও মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই।

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন— বলেন:

১ তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম এবং হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। তিনি সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারী ছিলেন এবং আল্লাহর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। ১২৩৩ হিজরীর শেষ দিকে তিনি শহীদ হন। ইবরাহীম পাশা ইবনে মুহাম্মাদ আলী পাশা দিরিয়াহ-তে প্রবেশ করে তা দখল করার পর কিছু মুনাফিক তাঁর বিরুদ্ধে ইবরাহীম পাশার কাছে চোগলখোরি করে। তখন ইবরাহীম তাকে উপস্থিত করে এবং শেখকে রাগান্বিত করার জন্য তার সামনে বাদ্যযন্ত্র ও গুনাহের সরঞ্জাম প্রদর্শন করে। অতঃপর তাকে কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দেয় যেন সবাই মিলে তাকে গুলি করে। ফলে তারা তাঁর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে—আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইতি।

(উনুয়ানুল মাজদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১০)।

"بسم الله الرحمن الرحيم"

ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملاً بحديث:
" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " 1 أخرجه ابن
حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: " والحديث حسن " 2.
ولأبي داود وابن ماجه: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، أو بالحمد فهو
أقطع " 3.

ولأحمد: " كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتَر أو أقطع " 4. وللدارقطني
عن أبي هريرة مرفوعاً: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع " 5.
والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة، لأنها من أبلغ الثناء والذكر
للحديث المتقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، كما في
كتابه لهرقل عظيم الروم 6. ووقع لي نسخة بخطه -رحمه الله تعالى- بدأ فيها
بالبسملة، وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله.
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما
بعد الحمد يكون مبدوعاً به.

والباء في "بسم الله" متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلاً خاصاً
متأخراً.

أما كونه فعلاً؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال.
وأما كونه خاصاً؛ فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضبر ما جعل البسملة مبدأً له.
وأما كونه متأخراً، فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للوجود؛
ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى.

وذكر العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- لحذف العامل فوائد، منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء باليسلة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصاً.
وباء "بسم الله" للبصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم الله أولف حال

- 1 أبو داود: الأدب (4840) ، وابن ماجه: النكاح (1894) .
- 2 ضعيف جداً: الحديث بهذا اللفظ ليس عند ابن حبان، وإنما الذي عنده بلفظ: "بحمد الله" رقم [(1) ، (2) - الإحسان] وسيأتي تخريجه عند أبي داود وابن ماجه. وإنما أخرجه بهذا اللفظ: الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1210) ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء ص (51) ، ورواه السبكي في طبقات الشافعية (6/1) من طريق الرهاوي الذي أخرجه هو أيضاً في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. وهو حديث ضعيف جداً ضعفه الحافظ كما نقله عنه صاحب الفتوحات الربانية (290/3) . وضعفه السيوطي في الجامع بهذا اللفظ وحسنه بلفظ: "بحمد الله". وقال الألباني في الإرواء رقم (1) "ضعيف جداً ولا تغتر بمن حسنه". اهـ.
- 3 ضعيف: أبو داود: كتاب الأدب (4840) : باب الهدى في الكلام. وابن ماجه: كتاب النكاح (1894) : باب خطبة النكاح وفي رواية أبي داود: "بالحمد فهو أجزم" وأشار إلى أنه مرسل، ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي، وأما الحافظ في الفتح (8/1) فأشار إلى أن في إسناده مقالاً. وضعفه الألباني في الإرواء برقم (2) .
- 4 ابن ماجه: النكاح (1894) ، وأحمد (359/2) .
- 5 ضعيف: أحمد (359/2) . والدارقطني (229/1) وأشار إلى أنه مرسل والحديث هو نفسه الرواية التي مرت بتخريج رقم [2] .
- 6 رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه عن ابن عباس في كتاب بدء الوحي.

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তিনি তাঁর কিতাবটি মহাগ্রন্থের (কুরআন) অনুসরণ করে এবং এই হাদীসের ওপর আমল করে বাসমালাহ দ্বারা শুরু করেছেন:

"যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম) দিয়ে শুরু করা হয় না, তা লেজকাটা।" ১ এটি ইবনে হিব্বান দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সালাহ বলেছেন: "হাদীসটি হাসান।" ২।

আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনায় রয়েছে: "যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা, অথবা আলহামদু দ্বারা শুরু করা হয় না, তা লেজকাটা।" ৩।

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে: "যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর জিকির দ্বারা শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ বা লেজকাটা।" ৪। আর দারাকুতনী আবু হুরায়রা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর জিকির দ্বারা শুরু করা হয় না, তা লেজকাটা।" ৫।

গ্রন্থকার তাঁর কিছু পাণ্ডুলিপিতে কেবল বাসমালার ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছেন, কারণ পূর্বোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে এটিই আল্লাহর অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের প্রশংসা ও জিকির। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিঠিপত্র আদান-প্রদানে বাসমালার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকতেন, যেমন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত তাঁর চিঠিতে দেখা যায় ৬। আমি লেখকের স্বহস্তে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি পেয়েছি -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- যেখানে তিনি বাসমালাহ দিয়ে শুরু করেছেন এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর দরুদ পাঠ করেছেন।

সেই হিসেবে বাসমালাহ দ্বারা সূচনা করা হলো প্রকৃত সূচনা, আর প্রশংসার মাধ্যমে সূচনা করা হলো আপেক্ষিক বা পরোক্ষ সূচনা; অর্থাৎ প্রশংসার পরবর্তী বিষয়ের তুলনায় একেই সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

"বিসমিল্লাহ" বাক্যে 'বা' অক্ষরটি একটি উহ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তীকালের অনেক আলিম একে একটি নির্দিষ্ট এবং শেষে অবস্থিত ক্রিয়া হিসেবে পছন্দ করেছেন।

একে 'ক্রিয়া' হিসেবে গণ্য করার কারণ হলো, মূলত ক্রিয়ার মাধ্যমেই কাজ সম্পাদিত হয়।

একে 'নির্দিষ্ট' বলার কারণ হলো, যে ব্যক্তি কোনো কাজের শুরুতে বাসমালাহ পাঠ করেন, তিনি মনে মনে সেই কাজটিকে নির্দিষ্ট করে নেন যার সূচনা তিনি বাসমালাহ দিয়ে করছেন।

একে 'শেষে অবস্থিত' বলার কারণ হলো, এটি কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে, যা সম্মান প্রদর্শনের জন্য অধিক উপযোগী এবং বাস্তব অবস্থার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ; কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর জিকির দিয়ে শুরু করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- এই উহ্য রাখার (হজফ) পেছনে কিছু উপকারিতা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কিছু আগে আসা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্যটি হলো: ক্রিয়াটি উহ্য থাকলে প্রতিটি কাজ, কথা ও নড়াচড়ার ক্ষেত্রে বাসমালাহ দ্বারা শুরু করা শুদ্ধ হয়, তাই উহ্য রাখাটাই অর্থগতভাবে অধিক ব্যাপক। সংক্ষেপিত আলোচনা সমাপ্ত।

আর "বিসমিল্লাহ" এর 'বা' অক্ষরটি সাহচর্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেছেন: এটি সাহায্য প্রার্থনার জন্য। সেক্ষেত্রে ভাবার্থ হবে: আল্লাহর নামে আমি এটি সংকলন করছি এমন অবস্থায়...

১ আবু দাউদ: আদাব (৪৮৪০), এবং ইবনে মাজাহ: নিকাহ (১৮৯৪)।

২ অত্যন্ত দুর্বল: এই শব্দের হাদীসটি ইবনে হিব্বানের নিকট নেই, বরং তাঁর নিকট "আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা" শব্দে রয়েছে যার নম্বর [(১), (২) - আল-ইহসান] এবং এর তাখরিজ আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনায় সামনে আসবে। এই শব্দে কেবল খতীব আল-জামে লি আখলাকির রাবী (১২১০) গ্রন্থে এবং তাঁর সূত্রে সামআনী আদাবুল ইমলা পৃষ্ঠা (৫১)-তে এটি বর্ণনা করেছেন। সুবকী তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ (১/৬) গ্রন্থে রুহাভীর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং রুহাভী নিজেও এটি তাঁর আল-আরবাঈন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি একাধিক আলিম ইঙ্গিত করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস যাকে হাফিজ দুর্বল বলেছেন যেমনটি ফুতুহাতুর রব্বানিয়াহ (৩/২৯০) এর লেখক তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী এই শব্দের কারণে জামে' গ্রন্থে একে দুর্বল বলেছেন এবং "বিহামদিল্লাহ" শব্দের কারণে একে হাসান বলেছেন। আলবানী ইরওয়া গ্রন্থে ১ নম্বরে বলেছেন: "অত্যন্ত দুর্বল, যারা একে হাসান বলেছেন তাদের দ্বারা প্রতারণিত হবেন না।" সমাপ্ত।

৩ দুর্বল: আবু দাউদ: কিতাবুল আদাব (৪৮৪০): কথার হেদায়াত অধ্যায়। ইবনে মাজাহ: কিতাবুন নিকাহ (১৮৯৪): বিয়ের খুতবা অধ্যায়। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে: "প্রশংসা দ্বারা, ফলে তা পঙ্গু" এবং তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে এটি মুরসাল। তা সত্ত্বেও ইবনে সালাহ, নববী ও

ইরাকী একে হাসান বলেছেন। তবে হাফিজ ফাতহুল বারী (১/৮) গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে এর সনদে ত্রুটি রয়েছে। আলবানী ইরওয়া গ্রন্থে ২ নম্বরে একে দুর্বল বলেছেন।

৪ ইবনে মাজাহ: নিকাহ (১৮৯৪), এবং আহমাদ (২/৩৫৯)।

৫ দুর্বল: আহমাদ (২/৩৫৯)। এবং দারাকুতনী (১/২২৯) এবং তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে এটি মুরসাল এবং হাদীসটি মূলত সেই বর্ণনা যা নম্বর [২] এর তাখরিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬ বুখারী এটি আবু সুফিয়ানের দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যা তিনি ইবনে আব্বাস থেকে কিতাব বদউল ওহী-তে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 7) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

.....

کونی مستعیناً بذکره، متبرکاً به. وأما ظهوره فی: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } 1 وفی: { بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا } 2؛ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى.

والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامة؛ لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم.

قوله: "الله" قال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهزة، وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لا ما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح: أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير، والسييع، والبصير؛ ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرهما في اللفظ والمعنى، لا أنها

متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: أصلاً وفرعاً، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.

قال أبو جعفر ابن جرير: "الله" أصله "الإله" أسقطت الهزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى، فصارتا في اللفظ لهما واحدة مشددة. وأما تأويل "الله" فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: "هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق". لهما وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين". فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلاً في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن العجاج³:

1 سورة العلق آية: 1.

2 سورة هود آية: 41.

3 كذا في الأصل، والعبارة ناقصة. ونصها: فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعاً من العرب فلا، ولكن استدلالاً. فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلاً في فعل يفعل؟ قيل: لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلاً بعبادة الله ويطلب مما عند الله: "تأله فلان" بالصحة ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤبة. إلخ.

.....

তাঁর জিকিরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর মাধ্যমে বরকত লাভ করে। আর "পাঠ করুন আপনার রবের নামে" ১ এবং "আল্লাহর নামেই এর গতি" ২ আয়াতে এর প্রকাশ ঘটীর কারণ হলো যে, প্রেক্ষাপট এরই দাবি রাখে যেমনটি অস্পষ্ট নয়।

'ইসম' (নাম) শব্দটি 'সুমুওয়ুন' থেকে ব্যুৎপন্ন, যার অর্থ উচ্চতা। আবার বলা হয়েছে: এটি 'ওয়াসমুন' থেকে এসেছে, যার অর্থ চিহ্ন; কারণ যাকে নাম দেওয়া হয়, তাকে তার নামের মাধ্যমে উচ্চকিত ও চিহ্নিত করা হয়।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ"; কিসায়ি ও ফাররা বলেন: এর মূল হলো 'আল-ইলাহ', তারা হামজাটি বিলুপ্ত করেছেন এবং এক 'লাম'কে অন্য 'লাম'-এর সাথে সন্ধি (ইদগাম) করেছেন, ফলে তারা একটি তাশদীদযুক্ত ও মোটা উচ্চারণের 'লাম'-এ পরিণত হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহ) বলেন: সঠিক মত হলো এটি ব্যুৎপন্ন (মুশতাক), এবং এর মূল হলো 'আল-ইলাহ', যেমনটি সিবওয়াইহি ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারীদের মত, কেবল বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া। এটি আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ) ও সুউচ্চ গুণাবলির অর্থসমূহকে শামিলকারী। যারা ব্যুৎপত্তির (ইশতিকাক) কথা বলেছেন, তারা মূলত এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটি আল্লাহ তাআলার একটি গুণের ওপর প্রমাণবহ। আর তা হলো 'ইলাহিয়াহ' (উপাস্য হওয়ার গুণ), যেমনটি তাঁর অন্যান্য সুন্দর নামসমূহের ক্ষেত্রে হয়; যেমন সর্বজ্ঞাতা (আল-আলিম), সর্বক্ষমতাবান (আল-কাদির),

সর্বশ্রোতা (আস-সামি), সর্বদ্রষ্টা (আল-বাসির) এবং এই জাতীয় অন্যান্য। কেননা এই নামগুলো নিঃসন্দেহে তাদের মূল ধাতু (মাসদার) থেকে ব্যুৎপন্ন, আর সেগুলো অনাদি-অনন্ত। আমরা ব্যুৎপত্তি বলতে কেবল এটাই বুঝি যে, এগুলো শব্দ ও অর্থের দিক থেকে তাদের মূল ধাতুর সাথে সংগতিপূর্ণ, এমন নয় যে এগুলো মূল থেকে শাখা বের হওয়ার মতো জন্ম নিয়েছে। ব্যাকরণবিদদের পক্ষ থেকে মাসদার (ক্রিয়ামূল) এবং তা থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দকে 'মূল' ও 'শাখা' হিসেবে নামকরণ করার অর্থ এই নয় যে, একটি থেকে অন্যটির জন্ম হয়েছে; বরং এটি কেবল এই বিবেচনায় যে, তাদের একটি অন্যটিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাতে কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকে।

আবু জাফর ইবনে জারির বলেন: "আল্লাহ" শব্দের মূল হলো "আল-ইলাহ", হামজাটি বিলুপ্ত করা হয়েছে যা নামের 'ফা' বর্ণ (প্রথম মূল বর্ণ) ছিল, ফলে নামের 'আইন' বর্ণ (দ্বিতীয় মূল বর্ণ) হিসেবে থাকা 'লাম' এবং অতিরিক্ত সাকিনযুক্ত 'লাম' একত্রিত হয়েছে, অতঃপর একটিকে অন্যটির সাথে সন্ধি (ইদগাম) করে দেওয়া হয়েছে। ফলে উচ্চারণে তারা একটি তাশদীদযুক্ত 'লাম'-এ পরিণত হয়েছে। আর "আল্লাহ" শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি সেই অর্থের ওপর ভিত্তি করে যা আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা, যাঁর ইবাদত করে প্রতিটি বস্তু এবং যাঁর দাসত্ব করে প্রতিটি সৃষ্টি।" তিনি তাঁর সনদে

দাহহাক থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন:
"আল্লাহ হলেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ওপর উলুহিয়াত (উপাস্য হওয়ার গুণ) এবং মাবুদ হওয়ার
অধিকারী।" যদি আমাদের কেউ প্রশ্ন করে: কীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে উলুহিয়াত মানে
ইবাদত এবং ইলাহ মানে মাবুদ (উপাস্য), এবং এর মূল রূপ ক্রিয়াপদে (ফে'ল) বিদ্যমান?
অতঃপর তিনি রু'বাহ বিন আল-আজ্জাজের কবিতা উল্লেখ করেন৩:

১ সূরা আলাক আয়াত: ১।

২ সূরা হুদ আয়াত: ৪১।

৩ মূল কপিতে এমনই রয়েছে, বাক্যটি অপূর্ণ। এর পূর্ণরূপ হলো: যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন
করে: এই নামের কাঠামোর কি ক্রিয়া বা বর্তমান কালের কোনো মূল রূপ রয়েছে? বলা হবে:
আরবদের থেকে শ্রুতির মাধ্যমে এর কোনো প্রমাণ নেই, তবে অনুমানের ভিত্তিতে রয়েছে।
যদি সে প্রশ্ন করে: 'উলুহিয়াত' যে ইবাদত এবং 'ইলাহ' যে মাবুদ এবং ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর যে
মূল রয়েছে তার প্রমাণ কী? বলা হবে: আরবদের বর্ণনায় এর কোনো বাধা নেই যেখানে কেউ
আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে: 'অমুক ব্যক্তি
তাল্লাহ (তাবেদদারি বা ইবাদত) করেছে', এটি সঠিক এবং এতে কোনো দ্বিমত নেই। রু'বাহর
পংক্তিটিও এর অন্তর্ভুক্ত। ইত্যাদি।

(ص: 11) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

لله در الغانيات المدة ... سبحن واسترجعن من تألهي¹
يعني من تعبدني وطلبي الله بعلمي. ولا شك أن التأله التفعّل، من أله يأله، وأن معنى
"أله" إذا نطق به: عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه
بفعل يفعل بغير زيادة. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن
عباس: "أنه قرأ {وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ} 3" قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يعبد ولا

يعبد ". وساق بسند آخر عن ابن عباس: "ويذكرك وآلهتك. قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد". وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا: أن "أله" "عبد" وأن الإلهة مصدره، وساق حديثاً عن أبي سعيد مرفوعاً: 2 " أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة ".

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، وساقها. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلي الله عليه وسلم: 3 " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه؟ فبما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثرة، ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنياً، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات،

1 قال في اللسان: مدحه يمدحه مدها، مثل مدحه، والجمع: المدة، أي المستحقات المدح لحسنهن وجمالهن. والتأله: التنسك والتعبد. واسترجعن: قلن إنا لله وإنا إليه راجعون.

2 موضوع: ابن جرير (42/1). وسيورده المؤلف أيضاً مرفوعاً بلفظ "إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن: رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة" وهو عند ابن جرير أيضاً والحديث موضوع. قال ابن عدي كما في الميزان (153/1): باطل

وحكم ابن الجوزي بوضعه في كتابه الموضوعات (203/1 ، 204) . وأقره السيوطي في
الآل (172/1) . وابن عراق في تنزيه الشريعة (231/1) . والشوكاني في الفوائد
المجموعة (1374) .

3 مسلم: الصلاة (486) ، والترمذي: الدعوات (3493) ، والنسائي: التطبيق
(1100، 1130) ، وأبو داود: الصلاة (879) ، وابن ماجه: الدعاء (3841) ، وأحمد
(58/6) ، ومالك: النداء للصلاة (497) .

সুন্দরীদের জন্য আল্লাহর কতই না অনুগ্রহ! ... তারা বিস্মিত হলো এবং আমার উপাসনা দেখে
'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করল।"১

অর্থাৎ আমার ইবাদত এবং আমার আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। এতে
কোনো সন্দেহ নেই যে, 'তাতাল্লুহ' শব্দটি 'তাফা'উল' ছাঁচ থেকে এসেছে, যা 'আলাহা-ইয়া'লাহু'
থেকে উদ্ভূত। আর যখন 'আলাহা' উচ্চারণ করা হয়, তার অর্থ হয়: সে আল্লাহর ইবাদত
করেছে। এ থেকে এমন একটি ক্রিয়ামূল বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আরবরা অতিরিক্ত
অক্ষর ছাড়াই 'ফা'আলা-ইয়াফ'আলু' ওজনে এর ব্যবহার করত। তা হলো যা আমাদের কাছে
সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইবনে আব্বাস পর্যন্ত সনদটি নিয়ে গেছেন:
"তিনি পাঠ করেছেন {এবং সে আপনাকে ও আপনার উপাসনাকে বর্জন করবে} ৩। তিনি
বললেন: এর অর্থ আপনার ইবাদত। তিনি বলেন: ফেরাউন নিজে উপাসনা করত, তার
উপাসনা করা হতো না।" অন্য একটি সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: "সে আপনাকে ও
আপনার উপাসনাকে বর্জন করবে। তিনি বলেন: ফেরাউন কেবল ইবাদত করত কিন্তু তার
ইবাদত করা হতো না।" মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি বলেন: ইবনে
আব্বাস ও মুজাহিদের এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, 'আলাহা' অর্থ 'ইবাদত করা' এবং
'ইলাহাহ' হলো তার ক্রিয়ামূল। আবু সাঈদ থেকে মারফু সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে: ২
"ঈসাকে তাঁর মা মজ্রবে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা গ্রহণের জন্য। শিক্ষক তাকে বললেন: লিখুন
'আল্লাহর নামে'। ঈসা বললেন: আপনি কি জানেন 'আল্লাহ' কে? আল্লাহ হলেন সকল ইলাহের
ইলাহ।"

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহ) বলেন: এই সম্মানিত নামের দশটি শাব্দিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেন: আর এর অর্থগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সৃষ্টির সর্বাধিক জ্ঞানী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

৩ "আমি আপনার প্রশংসার কোনো সীমা নির্ধারণ করতে পারি না; আপনি তেমনই যেমনটি আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন।" আর আমরা এমন একটি নামের বৈশিষ্ট্য কীভাবে গণনা করব যার অধিকারীর জন্য নিরঙ্কুশ সকল পূর্ণতা, সকল প্রশংসা ও স্তুতি, সকল মহিমা ও গৌরব, সকল গাষ্টীর্ষ ও পূর্ণতা, সকল মর্যাদা ও সৌন্দর্য এবং সকল কল্যাণ, অনুগ্রহ, দান ও বদান্যতা সাব্যস্ত? সবকিছুই তাঁর জন্য এবং তাঁরই পক্ষ থেকে। অল্প জিনিসের সাথে এই নাম স্মরণ করা হলে তা বৃদ্ধি পায়, ভয়ের সময় স্মরণ করলে তা অপসারিত হয়, বিপদের সময় স্মরণ করলে তা মোচন হয়, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সময় স্মরণ করলে তা প্রশমিত হয় এবং সংকীর্ণতার সময় স্মরণ করলে তা প্রশস্ত হয়ে যায়। কোনো দুর্বল ব্যক্তি একে আঁকড়ে ধরলে সে শক্তি পায়, কোনো লাঞ্চিত ব্যক্তি একে অবলম্বন করলে মর্যাদা লাভ করে, কোনো দরিদ্র ব্যক্তি একে ধরলে সে ধনী হয়, কোনো একাকী ব্যক্তি এতে স্বস্তি পায়, কোনো বিজিত ব্যক্তি এর মাধ্যমে সাহায্য ও বিজয় লাভ করে, কোনো নিরুপায় ব্যক্তির কষ্ট এর মাধ্যমে দূরীভূত হয় এবং কোনো আশ্রয়হীন ব্যক্তি এতে আশ্রয় পায়। এটিই সেই নাম যার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়, বরকত নাযিল করা হয়, প্রার্থনা কবুল করা হয়, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হয় এবং মন্দসমূহ প্রতিহত করা হয়।

১ 'লিসানুল আরব' অভিধানে বলা হয়েছে: 'মাদাহাছ ইয়ামদাহুছ মাদহান', যা 'মাদাহাছ' এর সমার্থক। 'আল-মাদেহ' হলো প্রশংসার যোগ্য সুন্দরী নারীরা। 'তাতাল্লুহ' অর্থ ইবাদত ও উপাসনা। 'ইস্তারজাআ' অর্থ হলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করা।

২ জাল (মাওজু): ইবনে জারির (১/৪২)। লেখক এটি মারফু সূত্রে এই শব্দেও উল্লেখ করবেন: "নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মারিয়াম বলেছিলেন: আর-রাহমান হলেন দুনিয়া ও আখিরাতের দয়ালু, আর আর-রাহীম হলেন আখিরাতের দয়ালু।" এটি ইবনে জারিরের কাছেও রয়েছে এবং হাদিসটি জাল। ইবনে আদী যেমনটি 'আল-মিজান' (১/১৫৩) গ্রন্থে বলেছেন: এটি বাতিল। ইবনুল জাওয়ী তাঁর 'আল-মাওজুআত' (১/২০৩, ২০৪) কিতাবে এটি জাল হওয়ার রায় দিয়েছেন। সুয়ুতী 'আল-লাআলী' (১/১৭২), ইবনে ইরাক 'তানজিহুশ শারীআহ' (১/২৩১) এবং শাওকানী 'আল-ফাওয়াইদুল মাজমুআহ' (১৩৭৪) গ্রন্থে এটিকে সমর্থন করেছেন।

৩ মুসলিম: সালাত (৪৮৬), তিরমিযী: দাওয়াত (৩৪৯৩), নাসাঈ: তাতবিক (১১০০, ১১৩০), আবু দাউদ: সালাত (৮৭৯), ইবনে মাজাহ: দুআ (৩৮৪১), আহমাদ (৬/৫৮), মালিক: নিদাউস সালাত (৪৯৭)।

(ص: 12) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه خقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه،

وبه شقي من جهله وترك حقه؛ فهو سر الخلق والأمر. وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئاً منه ومنتهياً إليه. وذلك موجب ومقتضاه {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} 1 إلى آخر كلامه -رحمه الله تعالى-.

قوله: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} 2 قال ابن جرير: حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزمي يقول: "الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين". وساق بسنده عن أبي سعيد - يعني الخدري - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 "إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن: رحمة الآخرة والدنيا. والرحيم: رحمة الآخرة " 4.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 5 " فأسبه "الله" دل على كونه مألوهاً معبوداً. يألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً، ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فعال لمأ يريد، ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص بأسم "الله"، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع "العطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص بأسم الرب"، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللفظ أخص بأسم "الرحمن".

وقال رحمه الله أيضاً: " "الرحمن" دال على الصفة القائمة به سبحانه. "والرحيم" دال

1 سورة آل عمران آية: 191.

2 سورة الفاتحة آية: 1.

3 قطعة من حديث لعائشة رضي الله عنها ص 11 لا أحصي ثناء. رواه مسلم: كتاب الصلاة (486) (222) : باب ما يقال في الركوع والسجود.

4 تقدم تخريجه برقم [4] ص 12 وهو موضوع حديث عيسى عليه الصلاة والسلام.

5 في مدارج السالكين (ج 1 ص 18) .

এবং এর মাধ্যমেই নেকি অর্জিত হয়। এটি সেই নাম যার মাধ্যমেই আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমেই কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, যার মাধ্যমেই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, যার মাধ্যমেই শরীয়তসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে, যার মাধ্যমেই দণ্ডবিধি (হুদুদ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার মাধ্যমেই জিহাদ বৈধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই সৃষ্টিজগত সৌভাগ্যবান ও

দুর্ভাগ্যবান—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমেই মহাসত্য (কিয়ামত) সত্যে পরিণত হয়েছে এবং অনিবার্য ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই ন্যায়ের পাল্লাসমূহ স্থাপন করা হয়েছে এবং পুলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নামের বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই বিশ্বজগতের রবের ইবাদত ও প্রশংসা করা হয়েছে। এর হকের মাধ্যমেই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। কবর এবং পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে এই নাম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর মাধ্যমেই বিতর্ক এবং এর মাধ্যমেই বিচার-ফয়সালা নিষ্পন্ন হয়। এর মাধ্যমেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নির্ধারিত হয়। যে একে চিনেছে এবং এর হক আদায় করেছে সে সৌভাগ্যবান হয়েছে,

আর যে একে না চিনে অজ্ঞ থেকেছে এবং এর হক বর্জন করেছে সে দুর্ভাগ্যবান হয়েছে। এটিই সৃষ্টি ও আদেশের নিগূঢ় রহস্য। এই নামের মাধ্যমেই উভয়টি প্রতিষ্ঠিত ও স্থির রয়েছে এবং এই নামের মাধ্যমেই তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং সৃষ্টি এই নামের মাধ্যমেই, এই নামের দিকেই এবং এই নামের জন্যই। তাই যা কিছু সৃষ্টি, আদেশ, সওয়াব কিংবা আজাব অস্তিত্ব লাভ করেছে, তার সবকিছুর শুরু এখান থেকেই এবং শেষও এখানেই। আর এটিই এর আবশ্যকীয় দাবি ও চাহিদা: {হে আমাদের রব! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। সুতরাং আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন} ১—তাঁর (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) কথার শেষ পর্যন্ত।

তাঁর উক্তি: {পরম করুণাময়, অতি দয়ালু} ২। ইবনে জারীর বলেন: আমাকে আস-সারী ইবনে ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন, তিনি উসমান ইবনে জুফার থেকে, তিনি বলেন, আমি আল-আরযামীকে বলতে শুনেছি: "রহমান সমস্ত সৃষ্টির জন্য, আর রহীম কেবল মুমিনদের জন্য"। তিনি তাঁর সনদে আবু সাঈদ—অর্থাৎ আল-খুদরী—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ও "নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছেন: রহমান হলেন দুনিয়া ও আখিরাতের রহমান, আর রহীম হলেন আখিরাতের রহীম" ৪।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) বলেন: ৫ "তাঁর নাম 'আল্লাহ' নির্দেশ করে তিনি ইলাহ ও মাবুদ হওয়ার ওপর। সৃষ্টিজগত ভালোবাসা, মহিমা ও আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদত করে এবং প্রয়োজন ও বিপদে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। এটি তাঁর রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব) ও রহমতের (করুণা) পূর্ণতাকে আবশ্যক করে, যা রাজত্ব ও প্রশংসার পূর্ণতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁর ইলাহিয়াত (উপাস্যতা), রুবুবিয়াত, রহমানিয়াত এবং রাজত্ব তাঁর সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণের

আবশ্যকীয় দাবি; কারণ যে জীবিত নয়, যে শোনে না, দেখে না, সক্ষম নয়, কথা বলে না, নিজের ইচ্ছামতো কিছু করে না এবং যার কথা ও কাজে কোনো হিকমত বা প্রজ্ঞা নেই, তার ক্ষেত্রে এসব সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রতাপ ও সৌন্দর্যের গুণাবলি 'আল্লাহ' নামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর কর্ম, ক্ষমতা, ক্ষতি ও উপকারের ক্ষেত্রে একক হওয়া, দান ও বঞ্চিত করা, ইচ্ছার বাস্তবায়ন, শক্তির পূর্ণতা এবং সৃষ্টিজগতের কাজ পরিচালনা করার গুণাবলি 'রব' নামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর দয়া, দানশীলতা, কল্যাণ, মমতা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও লতিফ হওয়ার গুণাবলি 'রহমান' নামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।"

তিনি (রহিমাল্লাহ) আরও বলেন: "'রহমান' মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুণের ওপর দালালত (প্রমাণ) করে, আর 'রহীম' দালালত করে

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১।

২. সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ১।

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ, পৃ. ১১ 'আমি আপনার প্রশংসার শেষ করতে পারব না'। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন: সালাত অধ্যায় (৪৮৬) (২২২): রুকু ও সাজদাহয় যা বলতে হয় অনুচ্ছেদ।

৪. এর তাখরীজ পূর্বে পৃ. ১২-এর ৪ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে এবং এটি ঈসা (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নামে বর্ণিত একটি জাল (মওজু) হাদীস।

৫. মাদারিজুস সালিকীন (১ম খণ্ড, পৃ. ১৮)।

(ص: 13) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} 1 {إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ} 2 ولم يجئ قط رحمان بهم".
وقال: "" إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت., فإنها دالة على صفات كماله, فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية, فالرحمن اسمه تعالى ووصفه, فمن حيث هو صفة

جری تابعاً لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع; بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 3". انتهى ملخصاً.

الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 4.

قوله {الْحَمْدُ لِلَّهِ} معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. فموردة: اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. فهو أعم من الحمد متعلقاً، وأخص منه سبباً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سبباً وأخص متعلقاً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.

قوله: "وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم" أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي العالية قال: "صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة". وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه: "جلاء الأفهام"، و"بدائع الفوائد".

قلت: وقد يراد بها الدعاء، كما في المسند عن علي مرفوعاً: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له الله ارحمه" 5.

قوله: "وعلى آله" أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين 6.

1 سورة الأحزاب آية: 43.

2 سورة التوبة آية: 117.

3 سورة طه آية: 5.

4 هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض.

5 صحيح، ص 13 قول علي رضي الله عنه. أحمد (144/1). وقال الهيثمي في

المجمع (36/2): "وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره" 1. هـ.

والحديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري: كتاب الأذان (659)
: باب من جلس ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ومسلم: كتاب المساجد (649)
(273) : باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.
6 انظر تفصيل ذلك في كتاب: "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام" للعلامة
المحقق ابن القيم رحمه الله، فإنه استوفى المذاهب في ذلك، وبين الحق فيها، وأن
المراد من الآل أتباعه الذين آمنوا به.

এর সম্পর্ক রহমতপ্রাপ্তের সাথে। তুমি যদি এটি বুঝতে চাও তবে মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে চিন্তা করো: "তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু" এবং "নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাসীল ও পরম দয়ালু"। আর কখনোই তাদের জন্য 'রহমান' শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসেনি।

তিনি বলেন: "নিশ্চয় মহান রবের নামসমূহ একইসাথে নাম এবং গুণ। কারণ তা তাঁর পূর্ণতার গুণাবলির ওপর প্রমাণ পেশ করে। সুতরাং এতে নাম হওয়া এবং গুণ হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। অতএব, 'আর-রহমান' মহান আল্লাহর নাম এবং গুণ। গুণের দিক থেকে তা 'আল্লাহ' নামের অনুগামী হিসেবে এসেছে, আর নামের দিক থেকে তা কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে; বরং এটি সংজ্ঞাবাচক নাম হিসেবেও এসেছে যেমন মহান আল্লাহর বাণী: 'পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন'।" সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

তাঁর কথা "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য" এর অর্থ হলো সম্মানের সাথে ঐচ্ছিক সুন্দরের ওপর মৌখিক প্রশংসা করা। এর প্রয়োগক্ষেত্র হলো জিহ্বা ও অন্তর। আর শুকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করা হয় জিহ্বা, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'শুকর' শব্দটি 'হামদ' এর চেয়ে ব্যাপক, কিন্তু কারণের দিক থেকে তা বেশি সুনির্দিষ্ট; কারণ তা নেয়ামতের বিনিময়ে হয়। অন্যদিকে 'হামদ' কারণের দিক থেকে ব্যাপক এবং বিষয়ের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট; কারণ তা নেয়ামত ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। সুতরাং এ দুটির মধ্যে একদিক থেকে সাধারণ ও অন্যদিক থেকে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান; তারা এক ক্ষেত্রে একত্রিত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়।

তাঁর কথা: "এবং আল্লাহ মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন" - বান্দার ওপর আল্লাহর সালাত (রহমত বর্ষণ) এর অর্থ সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো যা ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আবুল আলিয়া থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "বান্দার ওপর আল্লাহর সালাত হলো ফেরেশতাদের নিকট তাঁর প্রশংসা করা।" ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) এটি নিশ্চিত করেছেন এবং তাঁর 'জালাউল আফহাম' ও 'বাদায়িউল ফাওয়াইদ' কিতাবদ্বয়ে এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

আমি (লেখক) বলছি: এর দ্বারা কখনও দোয়াও উদ্দেশ্য হয়, যেমনটি মুসনাদে আলী (রা.) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: "ফেরেশতারা তোমাদের কারো জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে তার সালাতের স্থানে অবস্থান করে: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন।"

তাঁর কথা: "এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর" অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের ওপর। ইমাম আহমাদ এখানে এটিই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং অধিকাংশ অনুসারীগণ এর ওপর রয়েছেন। এই মত অনুযায়ী এটি সাহাবীগণ এবং অন্যান্য মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে।

১ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৪৩।

২ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১১৭।

৩ সূরা ত্বহা আয়াত: ৫।

৪ এই বাক্যটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে আছে এবং কোনোটিতে নেই।

৫ সহীহ, পৃ. ১৩ আলী (রা.)-এর উক্তি। আহমাদ (১/১৪৪)। আল-হাইসামি 'আল-মাজমা' (২/৩৬) গ্রন্থে বলেন: "এতে আতা ইবনে সাযিব রয়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তবে জীবনের শেষ দিকে তাঁর স্মৃতিভ্রম ঘটেছিল।" হাদিসটি সহীহ ও সাব্যস্ত যা আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন: আযান অধ্যায় (৬৫৯): যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে তার পরিচ্ছেদ এবং মসজিদের মর্যাদা। মুসলিম: মসজিদ অধ্যায় (৬৪৯) (২৭৩): জামাতে সালাত আদায়ের ফজিলত ও সালাতের প্রতিক্ষা করার পরিচ্ছেদ।

৬ এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আল্লামা মুহাক্কিক ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ)-এর কিতাব: 'জালাউল আফহাম ফি আস-সালাতি আলা খাইরিল আনাম', নিশ্চয় তিনি এতে সকল মত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং সত্য স্পষ্ট করেছেন যে, 'আল' (পরিবারবর্গ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর অনুসারীগণ যারা তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন।

باب: كتاب التوحيد

...

كتاب التوحيد

كتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، ومدار المادة على الجمع. ومنه: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا. والكتيبة لجباة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسي الكتاب كتاباً: لجمعه ما وضع له.

والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: " وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عبود قضاؤه وقدره وحكمته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح؛ كما في أول سورة الحديد، وسورة طه، وآخر الحشر، وأول تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك.

النوع الثاني: ما تضمنته سورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 1، وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} 2. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها. وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به داعية إليه.

فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي
الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو
التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق
التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما
يكرمهم به في الآخرة، فهو

1 سورة الكافرون آية: 1.

2 سورة آل عمران آية: 64.

পরিচ্ছেদ: তাওহীদ অধ্যায়

...

তাওহীদ অধ্যায়

কিতাব: এটি কাতাবা-ইয়াজ্জুবু-কিতাবান-ওয়া-কিতাবাতান-ওয়া-কুতবান ক্রিয়ামূল থেকে
আগত একটি মাসদার (ক্রিয়াবিশেষ্য); এই মূল ধাতুর অর্থ হলো একত্রিত করা। এ থেকেই
বলা হয়: অমুক গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়েছে। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দলকে 'কাতিবাহ'
বলা হয়। আর কলম দিয়ে লেখাকে 'কিতাবাত' বলা হয় কারণ এতে বর্ণ ও শব্দাবলি একত্রিত
করা হয়। আর গ্রন্থকে 'কিতাব' নামকরণ করা হয়েছে কারণ এটি তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে
একত্রিত করে।

তাওহীদ দুই প্রকার: জ্ঞান ও স্বীকৃতির তাওহীদ (তাওহীদ ফিল মা'রিফাতি ওয়াল ইসবাত), যা
হলো রুবুবিয়াহ এবং নাম ও গুণাবলির (আসমা ও সিফাত) তাওহীদ। আর প্রার্থনা ও
সংকল্পের তাওহীদ (তাওহীদ ফিত তালাবি ওয়াল কাসদ), যা হলো উলুহিয়াহ এবং
ইবাদতের তাওহীদ।

আল্লামা ইবনুল কাযিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "রাসূলগণ যে তাওহীদের দিকে দাওয়াত
দিয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তা দুই প্রকার: জ্ঞান ও স্বীকৃতির তাওহীদ
এবং প্রার্থনা ও সংকল্পের তাওহীদ। প্রথমটি হলো: মহান রবের সত্তার বাস্তবতা, তাঁর গুণাবলি,
তাঁর কার্যাবলি, তাঁর নামসমূহ, তাঁর কিতাবসমূহের মাধ্যমে তাঁর কথা বলা এবং তাঁর বান্দাদের
মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর সাথে কথা বলা, এবং তাঁর সামগ্রিক ফয়সালা, তাকদীর ও হিকমতের

(প্রজ্ঞা) স্বীকৃতি প্রদান করা। কুরআন এই প্রকারের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে; যেমনটি রয়েছে সূরা আল-হাদীদ-এর শুরুতে, সূরা ত্বহা-তে, সূরা আল-হাশর-এর শেষে, সূরা আস-সাজদাহ-এর শুরুতে, সূরা আলে ইমরান-এর শুরুতে এবং সম্পূর্ণ সূরা আল-ইখলাস ও অন্যান্য সূরায়।

দ্বিতীয় প্রকার: যা সূরা 'বলুন, হে কাফিরগণ!' ১ এবং মহান আল্লাহর এই বাণীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: 'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম।' ২। এছাড়া সূরা তানজীল আল-কিতাব (সূরা আয-যুমার)-এর শুরুতে ও শেষে, সূরা আল-মু'মিন (সূরা গাফির)-এর শুরুতে, মাঝে ও শেষে, সূরা আল-আ'রাফ-এর শুরুতে ও শেষে, সম্পূর্ণ সূরা আল-আন'আম এবং কুরআনের অধিকাংশ সূরায় এটি বর্ণিত হয়েছে। বরং কুরআনের প্রতিটি সূরাই তাওহীদের উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, এর সাক্ষ্য দেয় এবং এর দিকে আহ্বান জানায়।

কারণ কুরআন হয় আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলি, তাঁর কার্যাবলি ও তাঁর বাণী সম্পর্কে সংবাদ দেয়, যা হলো জ্ঞান ও সংবাদ বিষয়ক তাওহীদ। অথবা তা কেবল তাঁরই ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় তাদের বর্জন করার আহ্বান জানায়, যা হলো সংকল্প ও প্রার্থনা বিষয়ক তাওহীদ। অথবা তা হলো আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ মানার আবশ্যিকতা, যা হলো তাওহীদের অধিকারসমূহ ও এর পরিপূরক বিষয়াবলি। অথবা তা হলো তাওহীদপন্থীদের সম্মান প্রদান এবং দুনিয়াতে তাঁদের সাথে কী করা হয়েছে ও আখিরাতে তাঁদেরকে কী দিয়ে সম্মানিত করা হবে সে সম্পর্কে সংবাদ, যা হলো...

১ সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত: ১।

২ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৪।

جزاء توحيدية. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبي من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم". انتهى. قال شيخ الإسلام: "التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبتته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: {وَالْهَكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} 1، وقال تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} 2، وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} 3، وقال تعالى: {وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} 4. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} 5، وقال عن الشركيين: "{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} 6، {وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرَاكُمْ لَاهِتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} 7 وهذا في القرآن كثير.

وليس المراد بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية. وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد، فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات، ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدًا حتى يشهد أن

لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، و"الإله" هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر "الإله" بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله. وجعل

1 سورة البقرة آية: 163.

2 سورة النحل آية: 51.

3 سورة المؤمنون آية: 117.

4 سورة الزخرف آية: 45.

5 سورة الممتحنة آية: 4.

6 سورة الصافات آية: 35.

7 سورة الصافات آية: 36.

তার তাওহীদের প্রতিদান। অথবা এটি শিরককারীদের সংবাদ এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে যে শাস্তিমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের ওপর যে আযাব আপতিত হবে তার সংবাদ; আর তা হলো সেই ব্যক্তির প্রতিদান যে তাওহীদের বিধান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সুতরাং পুরো কুরআনই তাওহীদ, এর হকসমূহ ও এর প্রতিদান সম্পর্কে, এবং শিরক, শিরককারী ও তাদের প্রতিদান প্রসঙ্গে।" সমাপ্ত। শাইখুল ইসলাম বলেন: "রাসূলগণ যে তাওহীদ নিয়ে এসেছেন তা মূলত আল্লাহর একত্বের (ইলাহিয়াতের) সাব্যস্তকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। তা হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা হবে না, তিনি ছাড়া আর কারো ওপর ভরসা করা হবে না, কেবল তাঁর জন্যই বন্ধুত্ব করা হবে, কেবল তাঁর জন্যই শত্রুতা করা হবে এবং কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই আমল করা হবে। আর এটি আল্লাহ নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন তার সাব্যস্তকরণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন: {আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু} ১, মহান আল্লাহ আরও

বলেন: {আর আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো} ২, মহান আল্লাহ আরও বলেন: {যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, তার হিসাব তো তার রবের কাছেই। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না} ৩, এবং মহান আল্লাহ বলেন: {তোমার আগে আমি যে সব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নির্ধারণ করেছিলাম যাদের ইবাদত করা হবে?} ৪। এবং তিনি প্রত্যেক নবী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার দিকে আহ্বান করেছেন যার কোনো শরিক নেই। তিনি বলেন: {তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যখন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনো} ৫, এবং তিনি মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন: {নিশ্চয়ই যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার করত} ৬, {এবং তারা বলত: আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?} ৭। কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াত অনেক রয়েছে।

তাওহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ (সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একত্ববাদ) নয়; অর্থাৎ আল্লাহ একাই এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন—এমন বিশ্বাস রাখা, যেমনটি ইলমুল কালাম (দর্শনতত্ত্ব) ও তাসাউফপন্থীদের মধ্যকার যারা মনে করে তারা মনে করে থাকে। তারা মনে করে যে, যখন তারা দলীল দ্বারা এটি সাব্যস্ত করে ফেলে, তখনই তারা তাওহীদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। আর যখন তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং এতে লীন (ফানা) হয়ে যায়, তখন তারা তাওহীদের চূড়ান্ত পর্যায়ে লীন হয়ে যায়। অথচ একজন মানুষ যদি মহান রবের প্রাপ্য গুণাবলি স্বীকার করে এবং তাঁকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করে, আর এটিও স্বীকার করে যে তিনি একাই সবকিছুর স্রষ্টা, তবুও সে ততক্ষণ পর্যন্ত মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) হতে পারবে না যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। অর্থাৎ সে এটি স্বীকার করবে যে আল্লাহ একাই ইবাদতের যোগ্য ইলাহ, এবং সে কোনো শরিক ছাড়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিবদ্ধ করবে। আর 'ইলাহ' হলেন তিনি যাকে ভালোবাসা ও

ভক্তিভরে ইবাদত করা হয় এবং যিনি ইবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ' শব্দের অর্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম কোনো সত্তা নয়।

সুতরাং যদি কোনো মুফাসসির 'ইলাহ' শব্দের অর্থ 'সৃষ্টির উদ্ভাবনে সক্ষম' হিসেবে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে এই অর্থটিই ইলাহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এবং এটিকে

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩।

২ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫১।

৩ সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১১৭।

৪ সূরা আজ-জুখরুফ, আয়াত: ৪৫।

৫ সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪।

৬ সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫।

৭ সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৬।

(ص: 13)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

إثبات هذا هو الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء.

وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} 1.

قالت طائفة من السلف: "تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون:

الله. وهم مع هذا يعبدون غيره 2". قال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ

عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ { 3، فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بها أمر به، وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا. قال تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَؤُكَانُوا لَا يَهْدِيكُمْ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ { 4، وقال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ { 5، وقال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ { 6، وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ { 7. ولهذا كان أتباع هؤلاء 8 من يسجد

1 سورة يوسف آية: 106.

2 ذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

3 سورة المؤمنون آية: 84-85-86-87-88-89.

4 سورة الزمر آية: 43-44.

5 سورة يونس آية: 18.

6 سورة الأنعام آية: 94.

7 سورة البقرة آية: 165.

8 أي ممن يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى، كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ويشغل بالسحر الذي هو عبادة الكواكب والشياطين بأنواع العزائم والبخور، وذبح الحيوان الأسود أو الأحمر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله.

এই বিষয়টি সাব্যস্ত করাকেই তাওহীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করা—যেমনটি সিফাতিয়া কালামশাস্ত্রবিদদের একদল করে থাকেন এবং যা তারা আবুল হাসান ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে বলে থাকেন—আসলে তারা সেই তাওহীদের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেননি যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠিয়েছেন। কেননা আরবের মুশরিকরাও স্বীকার করত যে আল্লাহ একাই সবকিছুর স্রষ্টা।

তা সত্ত্বেও তারা মুশরিক ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তবে মুশরিক অবস্থায়।" ১। সালাফদের একটি দল বলেছেন: "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো যে আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে:

আল্লাহ। তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে।" ২। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলো, এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জানো? তারা বলবে, আল্লাহর। বলো, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বলো, সাত আসমানের রব কে এবং মহান আরশের রব কে? তারা বলবে, আল্লাহর। বলো, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলো, কার হাতে সবকিছুর রাজত্ব, যিনি আশ্রয় দেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেওয়া যায় না, যদি তোমরা জানো? তারা বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা কোথা থেকে যাদুগ্রস্ত হচ্ছে?" ৩। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে আল্লাহ তাআলা সবকিছুর রব ও স্রষ্টা, সে যে তাঁর ইবাদতকারী হবে অন্যকে বাদ দিয়ে, তাঁকে আহ্বানকারী হবে অন্যকে বাদ দিয়ে, তাঁর নিকট আশাবাদী ও তাঁকে ভয়কারী হবে অন্যকে বাদ দিয়ে, তাঁর জন্য বন্ধুত্ব ও তাঁর জন্য শত্রুতা করবে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করবে ও তাঁর আদেশ পালন করবে এবং নিষেধ করা বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে—এমনটি আবশ্যিক নয়। সাধারণ মুশরিকরা স্বীকার করত যে আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, এবং তারা সুপারিশকারী সাব্যস্ত করেছিল যাদের তারা আল্লাহর সাথে শরীক করত, এবং তারা তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলো, যদিও তারা কোনো কিছুর মালিক না হয় এবং তারা না বোঝে? বলো, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই অধিকারে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই।" ৪। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তারা আল্লাহকে

ছাড়া এমন কিছু ইবাদত করে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলো, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি আসমানসমূহে ও যমীনে জানেন না? তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।" ৫। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা তো আমার কাছে একা একা এসেছ, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি তোমাদের যা দান করেছিলাম তা তোমরা পেছনে ছেড়ে এসেছ। আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের তোমরা মনে করতে যে তোমাদের (সৃষ্টির) বিষয়ে তারা অংশীদার। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।" ৬। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের ভালোবাসে যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হয়।" ৭। একারণেই এদের অনুসারীরা চ সেজদা করে

১ সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৬।

২ ইবনে কাসীর একে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, শাবি, কাতাদা, দাহহাক এবং আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম থেকে উল্লেখ করেছেন।

৩ সূরা আল-মুমিনুন আয়াত: ৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯।

৪ সূরা আজ-জুমার আয়াত: ৪৩-৪৪।

৫ সূরা ইউনুস আয়াত: ১৮।

৬ সূরা আল-আনআম আয়াত: ৯৪।

৭ সূরা আল-বাকার আয়াত: ১৬৫।

৮ অর্থাৎ যারা এই অর্থে তাওহীদ জানার দাবি করে, যেমন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেকে যারা যাদুবিদ্যায় লিপ্ত, যা বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র, ধূপ, এবং কালো বা লাল পশু জবাই করার মাধ্যমে নক্ষত্র ও শয়তানের ইবাদত করা, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

للشمس والقمر والكواكب ويدعوها، ويصوم وينسك لها ويتقرأ إليها¹. ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك². انتهى كلامه.

وقول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} 2 قوله: " وقول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} " بالجبر عطف على التوحيد؛ ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: " العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على السنة الرسل". وقال أيضا: " العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة".

قال ابن القيم: " ومدارها على خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية".

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.

وقال القرطبي: " أصل العبادة التذلل والخضوع، وسبيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمون بها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى". ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم.

قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية.

قال العباد ابن كثير: "وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحذور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى، المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع". انتهى.

وقال أيضاً في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير

1 أي يذبح لها الذبائح، يصنع الأطعمة، كما يفعل الحاج لبيت الله من المناسك.
2 سورة الذاريات آية: 56.

সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির জন্য এবং সেগুলোকে ডাকে, তাদের উদ্দেশ্যে রোজা রাখে এবং কোরবানি করে এবং তাদের নৈকট্য প্রার্থনা করে। তারপর সে বলে: "নিশ্চয়ই এটি শিরক নয়, বরং শিরক কেবল তখনই হয় যখন আমি বিশ্বাস করব যে এগুলোই আমার পরিচালক; সুতরাং আমি যখন সেগুলোকে কেবল উপায় ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমি মুশরিক নই।" অথচ ইসলাম ধর্ম থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে এটি শিরক।" তাঁর কথা শেষ হলো।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি} ২

তাঁর উক্তি: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি}" এখানে শব্দটির শেষে কাসরা (জের) হওয়া তাওহীদের ওপর আতফ (সম্বয়) হওয়ার কারণে; আর শুরুতে পেশ (রাফা) দিয়ে পড়াও জায়েয।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "ইবাদত হলো আল্লাহর রাসূলগণের মুখে যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা।"

তিনি আরও বলেন: "ইবাদত হলো এমন একটি ব্যাপক নাম, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "এর ভিত্তি পনেরটি মূলনীতির ওপর; যে ব্যক্তি এগুলো পূর্ণ করবে, সে দাসত্বের (উবুদিয়াহ) স্তরসমূহ পূর্ণ করবে।"

এর ব্যাখ্যা হলো: ইবাদত অন্তর, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর বিভক্ত। আর দাসত্বের বিধান পাঁচটি: ওয়াজিব (আবশ্যিক), মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), হারাম (নিষিদ্ধ), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) এবং মুবাহ (বৈধ)। এগুলোর প্রতিটি অন্তর, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আল-কুরতুবী বলেন: "ইবাদতের মূল অর্থ হলো হীনতা ও বশ্যতা প্রকাশ করা। শরীয়তের অর্পিত দায়িত্বসমূহকে ইবাদত বলা হয় কারণ মুকাল্লাফরা (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তির) মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও অনুগত হয়ে সেগুলো পালন ও সম্পাদন করে।"

আয়াতের অর্থ হলো: মহান আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি জিন ও মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; আর এটিই তাদের সৃষ্টির হিকমত (অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য)। আমি বলি: এটি হলো শরয়ী ও দ্বীনি হিকমত।

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর বলেন: "তাঁর ইবাদত হলো আদিষ্ট কাজগুলো করার এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা। আর এটিই হলো ইসলাম ধর্মের হাকিকত (প্রকৃত রূপ); কারণ ইসলামের অর্থ হলো মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, যা চরম আনুগত্য, বিনয় এবং বশ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।" শেষ হলো।

তিনি আরও এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাঁর একত্বের ইবাদত করে, যার কোনো শরিক নেই। সুতরাং যে তাঁর আনুগত্য করবে, তিনি তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন, আর যে তাঁর অবাধ্য হবে, তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি...

১ অর্থাৎ সেগুলোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে এবং খাবার প্রস্তুত করে, যেমনটি আল্লাহর ঘরের হাজীরা হজের বিধানসমূহ পালনকালে করে থাকে।

২ সূরা আয-যারিয়াত আয়াত: ৫৬।

محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: "إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي"? . وقال مجاهد: "إلا لأمرهم وأنهاهم" اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: {أَيُّحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً} 1. قال الشافعي: "لا يؤمر ولا ينهى". وقال في القرآن في غير موضع: {اعْبُدُوا رَبَّكُمْ} {اتَّقُوا رَبَّكُمْ} ، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاً، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه.

قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنٍ} 2. ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول: وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم. الثاني: وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى. ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث.

فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

" يقول الله تعالى لأهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك - أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك " 3 فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه: من توحيده وأن لا يشرك به شيئاً، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.

وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} 4. قال:
وقوله: " {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} "

1 سورة القيامة آية: 36.

2 سورة النساء آية: 64.

3 رواه الإمام أحمد والبخاري.

4 سورة النحل آية: 36.

তাঁর প্রতি তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তারাই সকল অবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনিই তাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "কেবল এজন্য যে, আমি তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা আমার ইবাদত করে এবং আমি তাদের আমার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাব।" মুজাহিদ বলেন: "কেবল এজন্য যে, আমি তাদের আদেশ দেব ও নিষেধ করব।" ইমাম যাজ্জাজ ও শাইখুল ইসলাম এটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: {মানুষ কি মনে করে যে তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে?} ১। ইমাম শাফেয়ী বলেন: "তাকে কোনো আদেশও করা হবে না এবং কোনো নিষেধও করা হবে না।" তিনি কুরআনের একাধিক স্থানে বলেছেন: {তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো}, {তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো}, সুতরাং তিনি তাদের সেই কাজেরই নির্দেশ দিয়েছেন যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর এই অর্থটিই নিশ্চিতভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং এটিই জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মুসলিমগণ বোঝেন ও এর স্বপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন।

তিনি বলেন: এই আয়াতটি মহান আল্লাহর এই বাণীর সদৃশ: {আমি প্রত্যেক রাসূলকেই কেবল এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যেন আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর আনুগত্য করা হয়} ২। অতঃপর কখনো তাঁর আনুগত্য করা হয়, আবার কখনো তাঁর অবাধ্যতা করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি তাদের কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, এরপর কেউ ইবাদত করে আবার কেউ করে না। তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ কথা বলেননি যে, তিনি প্রথম কাজটি (অর্থাৎ সৃষ্টি করা) করেছেন যেন তাদের সকলের মাধ্যমেই দ্বিতীয় কাজটি (অর্থাৎ ইবাদত) সম্পন্ন করেন। বরং

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রথমটি করেছেন যেন তারা দ্বিতীয়টি করে, অর্থাৎ তারাই যেন তা সম্পাদনকারী হয়। ফলে তাদের কর্মের মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং তাদের নিকট থেকে ও তাদের জন্য সেটিই হাসিল হয় যা তিনি পছন্দ করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। সমাপ্ত। আর বহু সংখ্যক মুতাওয়াতির হাদিস এই অর্থের সাক্ষ্য প্রদান করে।

তার মধ্যে একটি হলো: ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"মহান আল্লাহ জাহান্নামিদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আজাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন: যদি তোমার কাছে পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবটুকু এবং সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তবে কি তুমি এর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইতে? সে বলবে: হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার কাছে এর চেয়েও সহজ কিছু চেয়েছিলাম যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আর তা হলো—তুমি আমার সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না—আমার মনে হয় তিনি বলেছেন: এবং আমি তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব না—কিন্তু তুমি শরিক করা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করলে না।" ও সুতরাং এই মুশরিক ব্যক্তি মহান আল্লাহ তার কাছে যা চেয়েছিলেন তার বিরোধিতা করেছে; আর তা হলো তাঁর তাওহিদ এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা। ফলে সে আল্লাহর কাজ্জিত বিষয়ের বিপরীত কাজ করেছে এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরিক করেছে। আর এটিই হলো শরয়ী দ্বীনি ইচ্ছা, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।

সুতরাং শরয়ী দ্বীনি ইচ্ছা এবং কাউনি কদরি (তাকদিরি) ইচ্ছার মধ্যে 'উমুম ওয়া খুসুস মুতলাক' (নিরঙ্কুশ সাধারণ ও বিশেষ) সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুগত মুখলিস (একনিষ্ঠ) ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয় ইচ্ছা একত্রিত হয়, আর অবাধ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল কাউনি কদরি ইচ্ছা পাওয়া যায়। এটি ভালোভাবে অনুধাবন করো, তবেই তুমি ইলমুল কালামের প্রবক্তা ও তাদের অনুসারীদের মূর্খতা থেকে মুক্তি পাবে।

আর আল্লাহর বাণী: {আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো} ৪। তিনি বলেন: এবং তাঁর বাণী: "{আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো}"

১ সূরা আল-কিয়ামাহ আয়াত: ৩৬।

২ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৬৪।

৩ ইমাম আহমাদ ও বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

৪ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৩৬।

(ص: 16) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الطاغوت: مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الطاغوت الشيطان" 1. وقال جابر رضي الله عنه: "الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين" رواها ابن أبي حاتم. وقال مالك: "الطاغوت كل ما عبد من دون الله".

قلت: وذلك المذكور بعض أفرادها، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعاً فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده: من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العال، مر إذا تأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} أي أعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا} 2. وهذا معنى "لا إله إلا الله" فإنها هي العروة الوثقى.

قال العباد ابن كثير في هذه الآية: "كلهم - أي الرسل - يدعوا إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث

الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلي الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} 3، وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

1 ذكره ابن كثير عن حسان بن قائد العبيسي عن عمر قال: "إن الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن تكون غرائز في الرجال" إلخ. ثم قال الحافظ: ومعنى قوله في الطاغوت "أنه الشيطان" قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان، والتحاكم إليها، والاستنصار بها. وكذلك رواه ابن جرير.

2 سورة البقرة آية: 256.

3 سورة الأنبياء آية: 25.

তাগুত: এটি তুগইয়ান শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "তাগুত হলো শয়তান"। এবং জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "তাগুত হলো সেই সব গণক যাদের ওপর শয়তানরা অবতীর্ণ হতো।" ইবন আবি হাতিম উভয়টি বর্ণনা করেছেন। এবং মালিক বলেন: "আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তা-ই তাগুত।"

আমি বলি: উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা তাগুতের কিছু প্রকার মাত্র। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম এর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সারগর্ভ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: বান্দা যাকে ইবাদত করা, অনুসরণ করা বা আনুগত্য করার মাধ্যমে নিজের সীমা অতিক্রম করে, তা-ই তাগুত।

সুতরাং প্রত্যেক জাতির তাগুত হলো সেই সত্তা, যার কাছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে বিচার নিয়ে যায়, অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিল ছাড়াই যার অনুসরণ করে, অথবা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে তা আল্লাহর আনুগত্য কি না। এগুলোই হলো জগতের তাগুতসমূহ। আপনি

যদি এগুলোর দিকে এবং এগুলোর সাথে মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন যে তাদের অধিকাংশ আল্লাহর ইবাদত বিমুখ হয়ে তাগুতের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য ছেড়ে তাগুতের আনুগত্য ও অনুসরণে লিপ্ত হয়েছে।

আর আয়াতের অর্থের ব্যাপারে বলা যায়: আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের প্রতিটি দলের নিকট এই বাণীসহ একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যে: {তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো}। অর্থাৎ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করো এবং তিনি ব্যতীত অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় তা ত্যাগ করো, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ছিঁড়ে যাওয়ার নয়।} আর এটাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ, কারণ এটিই হলো সেই মজবুত হাতল।

ইমাম ইমাদউদ্দীন ইবন কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "তারা সকলে—অর্থাৎ রাসূলগণ—আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কিছু ইবাদত করতে নিষেধ করতেন। আদম সন্তানদের মধ্যে নূহের কওমের সময় যখন থেকে শিরক শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের কাছে এই দাওয়াত নিয়ে রাসূল পাঠাতে থাকেন। নূহ ছিলেন পৃথিবীবাসীর কাছে প্রেরিত প্রথম রাসূল। এই ধারা চলতে থাকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত, যার মাধ্যমে এই সিলসিলার সমাপ্তি ঘটে। তাঁর দাওয়াত পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জিন ও ইনসান সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁরা সবাই তেমনটিই ছিলেন যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আপনার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে—আমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।} এবং আল্লাহ তাআলা এই সম্মানিত আয়াতে বলেছেন: {আর আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে...

১. ইবন কাসীর এটি হাসসান ইবন কায়দ আল-উবাইসি থেকে, তিনি উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই জিবত হলো জাদু এবং তাগুত হলো শয়তান। আর বীরত্ব ও কাপুরুষতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।" ইত্যাদি। অতঃপর হাফিজ বলেন: তাগুত সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি যে "এটি শয়তান"—অত্যন্ত জোরালো। কেননা এটি জাহেলিয়াতের

যুগের লোকদের মূর্তিপূজা, মূর্তির কাছে বিচার চাওয়া এবং মূর্তির কাছে সাহায্য চাওয়া সহ
যাবতীয় মন্দ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ইবন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬।

৩. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫।

(ص: 17) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ { 1 فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن
يقول: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ} 2 فمشيئة الله تعالى الشرعية
عنهم منفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية - وهي
تمكينهم من ذلك قدرا - فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من
الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة
القاطعة، ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار
الرسل، فهذا قال: {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} انتهى.
قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها. وذلك قوله: {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ
مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} فتدبر.

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل، دعوتهم أمهم إلى عبادة الله
وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت
شريعتهم. كما قال تعالى: {لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} 3، وأنه لا بد في
الإيمان من عمل القلب والجوارح.

قال: قوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} 4 قال مجاهد: "قضى" يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. ولا بن جرير عن ابن عباس: "وقضى ربك، يعني أمر".

وقوله تعالى: {أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} المعنى، أن تعبدوه وحده دون ما سواه. وهذا معنى "لا إله إلا الله".

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: والنفي المحض ليس توحيداً، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد.

وقوله: " {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} " أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً، كما قضى، بعبادته وحده لا شريك له. كما قال تعالى في الآية الأخرى {إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} 5. {أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} 6.

1 سورة النحل آية: 36.

2 سورة النحل آية: 35.

3 سورة المائدة آية: 48.

4 سورة الإسراء آية: 23.

5 سورة الإسراء آية: 23-24.

6 سورة لقمان آية: 14.

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।} ১ তবে এরপর মুশরিকদের মধ্য থেকে কারো জন্য এটি বলা কীভাবে বৈধ হয় যে: {আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুই ইবাদত করতাম না} ২ কেননা তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর শরিয়তগত ইচ্ছা

(মাশিয়াত শারইয়্যাহ) অস্বীকৃত; কারণ তিনি তাঁর রাসুলদের মুখে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা (মাশিয়াত কাউনিয়্যাহ) - যা হলো তাদেরকে তাকদিরিভাবে তা করার সামর্থ্য প্রদান করা - এতে তাদের জন্য কোনো দলিল নেই; কারণ মহান আল্লাহ জাহান্নাম এবং এর অধিবাসী শয়তান ও কাফিরদের সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরিতে সম্ভ্রষ্ট নন। এতে তাঁরই জন্য রয়েছে চূড়ান্ত দলিল ও অকাট্য প্রজ্ঞা। অতঃপর মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাসুলদের সতর্কবার্তার পর দুনিয়াতে শাস্তির মাধ্যমে তাদের কৃতকর্মকে অস্বীকার করেছেন (শাস্তি দিয়েছেন), তাই তিনি বলেছেন: {অতএব তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিল} সমাপ্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এই আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসির। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: {অতএব তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের ওপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিল} সুতরাং তা নিয়ে চিন্তা করো।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রাসুলদের প্রেরণের হিকমত বা মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের উম্মতদের এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুই ইবাদত করা থেকে নিষেধ করা। আর এটিই হলো নবী ও রাসুলগণের দ্বীন, যদিও তাঁদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি একটি শরিয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি} ৩। আর ঈমানের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্তরের আমল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল থাকা অপরিহার্য।

তিনি বলেন: মহান আল্লাহর বাণী: {তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করবে} ৪। মুজাহিদ বলেন: "ক্বাযা" (ফয়সালা করেছেন) মানে অসিয়ত করেছেন (নির্দেশ দিয়েছেন)। উবাই বিন কাব, ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্যগণ এভাবেই পাঠ করেছেন। ইবনে জারির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: "তোমার রব ক্বাযা করেছেন, অর্থাৎ আদেশ করেছেন"।

মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না} এর অর্থ হলো, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। আর এটিই হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ।

ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন: কেবলমাত্র না-বোধক (নফি) তাওহিদ নয়, আবার না-বোধক ছাড়া কেবল হ্যাঁ-বোধকও (ইসবাত) তাওহিদ নয়। সুতরাং তাওহিদ ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না তা না-বোধক ও হ্যাঁ-বোধক উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটাই হলো তাওহিদের প্রকৃত রূপ।

তাঁর বাণী: "{পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করবে}" অর্থাৎ তিনি ফয়সালা করেছেন যেন তোমরা পিতামাতার প্রতি সর্বোত্তম সদ্যবহার করো, যেভাবে তিনি কোনো শরিক ছাড়া কেবল তাঁরই ইবাদত করার ফয়সালা করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন: {তাদের একজন বা উভয়ই যদি তোমার কাছে বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা পেতে দাও এবং বলো: হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন} ৫।

{আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে} ৬।

১ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬।

২ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫।

৩ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪৮।

৪ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩।

৫ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪।

৬ সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪।

(ص: 18) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

وقوله: "{إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}"
أي لا تسبعهما قولا سيئا، حتى ولا التأنيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء {ولا

تَنْهَرُهُمَا} أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء ابن أبي رباح: " لا تنفض يديك عليهما".

ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال: {وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: {اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} أي تواضع لهما {وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا} أي في كبرهما وعند وفاتهما {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} .

وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها:

الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين، آمين، آمين. فقالوا: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمين، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل: آمين، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل: آمين، فقلت آمين " 1. وروى الإمام

1 أخرجه عن أنس: ابن أبي شيبه والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عنه، وسلمة ضعيف. ورواه الحاكم في المستدرک وقال: صحيح الإسناد، وابن حبان في ثقاته وصحيحه، والطبراني في الكبير، والبخاري في بر الوالدين، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم عن كعب بن عجرة، ورجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان في الصحيح والثقات والطبراني ورجاله ثقات عن مالك بن الحويرث، ورواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في تهذيبه والدارقطني في الأفراد. وأشار إليه الترمذي وأخرجه النسائي وابن السني في اليوم والليلة، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم عن جابر بن عبد الله. وأخرجه البزار والطبراني عن عمار بن ياسر. وأخرجه البزار عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر.

وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة وهو عند البيهقي في الدعوات مختصراً. وعند الترمذي وأحمد وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الدارقطني في الأفراد، والبزار في مسنده، والطبراني في الكبير عن جابر بن سبرة، وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي عاصم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي.

এবং তাঁর বাণী: "যদি তোমার নিকট তাদের একজন বা উভয়েই বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না।" অর্থাৎ তুমি তাদের কোনো মন্দ কথা শুনিও না, এমনকি 'উফ' শব্দটিও নয় যা মন্দ কথার সর্বনিম্ন পর্যায়। "এবং তাদের ধমক দিও না" অর্থাৎ তোমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যেন কোনো অশোভন আচরণ প্রকাশ না পায়, যেমনটি আতা ইবনে আবি রাবাহ বলেছেন: "তাদের ওপর তোমার হাত ঝাড়া দিও না (বিরক্তি প্রকাশ করো না)।"

যখন তিনি তাকে মন্দ কাজ ও মন্দ কথা হতে নিষেধ করলেন, তখন তাকে উত্তম কাজ ও উত্তম কথার আদেশ দিয়ে বললেন: "এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।" অর্থাৎ শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধার সাথে নরম ও সুন্দর কথা। এবং তাঁর বাণী: "অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়ের ডানা অবনমিত করো" অর্থাৎ তাদের প্রতি বিনয়ী হও "এবং বলো, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন" অর্থাৎ তাদের বার্ষিক্যে ও তাদের মৃত্যুর সময় "যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"

পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে:

আনাস এবং অন্যান্যদের সূত্রে বিভিন্ন পথে বর্ণিত হাদিস যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিস্বরে আরোহণ করলেন, তখন বললেন: আমিন, আমিন, আমিন। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিসের ওপর আমিন বললেন? তিনি বললেন: জিবরীল আমার নিকট এসে বললেন: হে মুহাম্মদ! সেই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক যার নিকট আপনার নাম উল্লেখ করা হলো কিন্তু সে আপনার ওপর দরুদ পাঠ করল না। আপনি বলুন: আমিন। তখন আমি বললাম: আমিন। অতঃপর তিনি বললেন: সেই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক যার নিকট রমজান মাস আসলো অতঃপর তা চলে গেল অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না। আপনি বলুন: আমিন। তখন আমি বললাম: আমিন। অতঃপর তিনি বললেন: সেই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক যে তার পিতামাতা অথবা তাদের একজনকে পেল কিন্তু

তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আপনি বলুন: আমিন। তখন আমি বললাম: আমিন।"

১। এবং ইমাম বর্ণনা করেছেন

১ এটি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন: ইবনে আবি শাইবাহ এবং আল-বাযযার তাঁদের মুসনাদদ্বয়ে সালামাহ ইবনে ওয়ারদান-এর সূত্রে তাঁর থেকে, আর সালামাহ দুর্বল। আল-হাকিম এটি আল-মুস্তাদরাক-এ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এর সনদ সহীহ। এবং ইবনে হিব্বান তাঁর আস-সিকাত ও সহীহ-তে, আত-তাবারানি আল-কাবীর-এ, আল-বুখারী বিররুল ওয়ালিদাইন-এ, আল-বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান-এ, আয-যিয়া আল-মাকদিসি আল-মুখতারাত-এ; তাঁরা সবাই কা'ব ইবনে উজরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান এটি সহীহ ও আস-সিকাত-এ এবং আত-তাবারানি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য মালিক ইবনে আল-হুওয়াইরিস থেকে। আল-বুখারী এটি আল-আদাবুল মুফরাদ-এ, আত-তাবারানি তাহযীব-এ এবং আদ-দারাকুতনী আল-আফরাদ-এ বর্ণনা করেছেন। আত-তিরমিযী এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং আন-নাসায়ী ও ইবনে আস-সুনী আল-ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ-তে এবং আয-যিয়া আল-মাকদিসি আল-মুখতারাত-এ এটি বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সবাই জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে। আল-বাযযার ও আত-তাবারানি আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-বাযযার এটি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আত-তাবারানি এটি ইবনে আব্বাস ও আবু যার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুযাইমাহ ও ইবনে হিব্বান তাঁদের সহীহদ্বয়ে আবু হুরায়রা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি আল-বাইহাকীর নিকট আদ-দাওয়াত-এ সংক্ষেপে রয়েছে। আর তিরমিযী ও আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন: এটি হাসান গরীব। আদ-দারাকুতনী আল-আফরাদ-এ, আল-বাযযার তাঁর মুসনাদে এবং আত-তাবারানি আল-কাবীর-এ জাবির ইবনে সামুরাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-বাযযার, আত-তাবারানি এবং ইবনে আবি আসিম এটি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায আল-যুবাইদী থেকে বর্ণনা করেছেন।

أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٌ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ " 1. قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؛ قُلْنَا: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَكْررها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ " 2 رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطَهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ " 3 رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: " بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سُلَيْمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا " 5 رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله: {اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} 6 قال العماد ابن كثير رحمه الله

-
- 1 مسلم: البر والصلة والآداب (2551) ، وأحمد (346/2) .
 - 2 البخاري: الأدب (5976) ، ومسلم: الإيمان (87) ، والترمذي: البر والصلة (1901) وتفسير القرآن (3019) ، وأحمد (36/5، 38/5) .
 - 3 البخاري: كتاب الأدب (5976) : باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم: كتاب الإيمان (87) (143) : باب بيان الكبائر وأكبرها. الترمذي كتاب البر والصلة (1899) : باب الفضل في رضا الوالدين وابن حبان (2026 - موارد) . والحاكم (151/4 ، 152) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي قال الألباني في الصحيحة

(30/2) : "وهو كما قالاً". وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (13/12) :
"وسنده صحيح" والحق أن الحديث إسناده ضعيف. فإن في إسناده عطاء العامري
وهو مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى كما قال أبو الحسن القطان كما في
التهذيب (220/7) . وقال الذهبي في الميزان (78/3) : "لا يعرف إلا بابنه". وفي
التقريب (23/2) : "مقبول". ولم يرو له مسلم بل روى له البخاري في الأدب وأبو
داود والترمذي والنسائي.
4 سورة النساء آية: 36.

5 أبو داود: الأدب (5142) ، وابن ماجه: الأدب (3664) .
6 قال في قرة العيون: وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضاً. فإنه تعالى قرن
الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة
فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلاً
كما قال تعالى: 88: 6 (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) ، وقال تعالى: 39:
65 ، 66 (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) فتقديم المعبول يفيد
الحصر أي بل الله فاعبده وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: (إياك نعبد وإياك
نستعين) ، وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: 11: 39 (قل إني أمرت أن أعبد الله
مخلصاً له الدين) ، والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال
العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم
المعاد الثاني وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم.

আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস থেকে, তিনি নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন: "নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক, অতঃপর
নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক, অতঃপর নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক সেই ব্যক্তির, যে তার
পিতামাতাকে বার্ষিক্যে পেল—তাদের একজনকে অথবা উভয়কে—অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ

করতে পারল না।" 1. ইমাদ ইবনে কাসির বলেন: আবু বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এই সূত্রটি সহিহ। তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবিরাত গুনাহসমূহ সম্পর্কে জানাব না? আমরা বললাম: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে ছিলেন, এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলা, সাবধান! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। তিনি এটি বারবার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বললাম: যদি তিনি থামতেন।" 2 বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি নিহিত।" 3 তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান ও হাকেম একে সহিহ বলেছেন। উসাইদ আল-সাঈদি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন বনু সালামাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর কি তাঁদের সাথে সদাচরণ করার এমন কিছু অবশিষ্ট আছে যার মাধ্যমে আমি তাঁদের সাথে সদাচরণ করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দোয়া করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা, সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা যা তাঁদের মাধ্যম ছাড়া যুক্ত হয় না এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা।" 5 আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এবং এই মর্মে হাদিসসমূহ সংখ্যায় অনেক।

এবং আল্লাহর বাণী: {তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না} 6? ইমাদ ইবনে কাসির (রাহিমাল্লাহ) বলেছেন—

1 মুসলিম: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব (২৫৫১), এবং আহমদ (২/৩৪৬)।

2 বুখারি: আল-আদাব (৫৯৭৬), মুসলিম: আল-ইমান (৮৭), তিরমিজি: আল-বিররু ওয়াস সিলাত (১৯০১) এবং তাফসিরুল কুরআন (৩০১৯), আহমদ (৫/৩৬, ৫/৩৮)।

3 বুখারি: কিতাবুল আদাব (৫৯৭৬): অধ্যায়—পিতামাতার অবাধ্যতা কবিরাত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম: কিতাবুল ইমান (৮৭) (১৪৩): অধ্যায়—কবিরাত গুনাহ এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের বর্ণনা। তিরমিজি: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাত (১৮৯৯):

অধ্যায়—পিতামাতার সম্ভৃষ্টির ফজিলত। এবং ইবনে হিব্বান (২০২৬ - মাওয়ারিদ)। হাকেম (৪/১৫১, ১৫২) এবং তিনি একে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ বলেছেন এবং জাহাবি তা সমর্থন করেছেন। আলবানি 'আস-সহিহাহ' (২/৩০) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি তেমনই যেমন তাঁরা দুজনে বলেছেন"। আরনাউত 'শারহুস সুন্নাহ' (১২/১৩) এর তাহকিকে বলেছেন: "এর সনদ সহিহ।" তবে সত্য কথা হলো হাদিসটির সনদ দুর্বল। কারণ এর সনদে আতা আল-আমিরি নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন যার অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহুলুল হাল), তাঁর পুত্র ইয়ালা ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি, যেমনটি আবুল হাসান আল-কাত্তান বলেছেন এবং 'আত-তাজিব' (৭/২২০) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। জাহাবি 'আল-মিজান' (৩/৭৮) গ্রন্থে বলেছেন: "তিনি তাঁর পুত্র ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে পরিচিত নন।" 'আত-তাকরিব' (২/২৩) গ্রন্থে আছে: "তিনি মকবুল।" মুসলিম তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি, বরং বুখারি 'আল-আদাব' গ্রন্থে এবং আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাই তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

4 সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬।

5 আবু দাউদ: আল-আদাব (৫১৪২), ইবনে মাজাহ: আল-আদাব (৩৬৬৪)।

6 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এই আয়াতটি সেই ইবাদতকেও স্পষ্ট করে যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ ইবাদতের নির্দেশের সাথে—যা তিনি ফরজ করেছেন—শিরক থেকে নিষেধ করাকেও যুক্ত করেছেন—যা তিনি হারাম করেছেন; আর এটি হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক। সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, শিরক বর্জন করা ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য একটি শর্ত; এটি ছাড়া ইবাদত আদৌ শুদ্ধ হয় না, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (যদি তারা শিরক করত তবে তারা যা করত তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত) [সূরা আল-আন'আম: ৮৮], এবং মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: (আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার আমল অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন) [সূরা আজ-জুমার: ৬৫, ৬৬]। এখানে কর্মকে (মাফ'উল) আগে আনা সীমাবদ্ধতা বা একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে, অর্থাৎ: বরং আপনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করুন অন্য কারো নয়, যেমনটি ফাতিহাতুল কিতাব-এ রয়েছে: (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই)। আল্লাহ তাআলা এই তাওহিদকে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন: (বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আল্লাহর ইবাদত করি তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে) [সূরা আজ-জুমার: ১১]। আর

দ্বীন হলো তাঁর নির্দেশিত কাজ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে ইবাদত করা, যেমনটি আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "দ্বীন হলো আদেশ ও নিষেধ এবং কিয়ামতের দিনের দ্বিতীয় প্রতিদান।" ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এর মূল ও ভিত্তি হলো ইবাদতের তাওহিদ, সুতরাং যা অতিক্রান্ত হয়েছে সে বিষয়ে গাফেল হবেন না।

(ص: 20) فتح الميجيد شرح كتاب التوحيد

في هذه الآية: "يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ". انتهى.

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتبرة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام، ليكون ذكره بعدها أنسب.

وقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} 1 الآيات 2.

1 سورة الأنعام آية: 151.

2 في قرّة العيون: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع فيه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك ديناً، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، واشتد غضبهم لعبوداتهم كما قال تعالى

39: 45 (وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْبَأَتِ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) وَقَالَ تَعَالَى: 46: 17 (وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا) وَقَالَ: 35: 37 ، 36 (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَأَنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) عَلِمُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَنْفِي الشَّرِكِ الَّذِي وَقَعُوا فِيهِ، وَأَنْكَرُوا التَّوْحِيدَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ. فَصَارَ أَوْلَئِكَ الْمُشْرِكُونَ أَعْلَمَ بِمَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" مِنْ أَكْثَرِ مُتَأَخِّرِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، لَا سِوَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الَّذِينَ لَهُمْ دَرَايَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ، فَجَهِلُوا تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ فَوَقَعُوا فِي الشَّرِكِ الْمُنَافِي لَهُ وَزِينَتِهِ، وَجَهِلُوا تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَأَنْكَرُوهُ، فَوَقَعُوا فِي نَفْيِهِ أَيْضًا وَصَنَفُوا فِيهِ الْكُتُبَ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَدْ اشْتَدَّتْ غَرَبَةُ الْإِسْلَامِ حَتَّى عَادَ الْمَعْرُوفُ مَنَكْرًا وَالْمَنَكْرُ مَعْرُوفًا، فَنَشَأَ عَلَى هَذَا الصَّغِيرِ، وَهَرَمَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ" وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاسْتَفْتَرَقَ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّ مِنْ طَرُقٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِمَادُ ابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَفَظِ، وَهُوَ فِي السَّنَنِ وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ فِي كِتَابِ الْإِعْتَصَامِ، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ. فَلِهَذَا عَمَّ الْجَهْلُ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ دِينِ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنْ أَصْلَهُ أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وَقَدْ تَرَكَ هَذَا وَصَارَتْ عِبَادَةُ الْأَكْثَرِينَ مَشُوبَةً بِالشَّرِكِ وَالْبِدْعِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ لَمْ يَخْلُ الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ لَهُ بِحُجْجِهِ، وَدَاعٍ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، لِكَيْلَا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرَسُولِهِ، فَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ.

এই আয়াতে: "আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করে, যার কোনো শরিক নেই। কেননা তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সকল অবস্থায় তাঁর সৃষ্টির ওপর অনুগ্রহকারী। তিনিই তাদের নিকট থেকে এই পাওনা রাখেন যে, তারা তাঁকে একত্রে স্বীকার করবে এবং তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুকে শরিক করবে না।" সমাপ্ত। আর এই আয়াতটিকেই দশটি হকের আয়াত বলা হয়। এই বইটির কিছু নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতে এই আয়াতটি সূরা আনআমের আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে ইবনে মাসউদের (রা.) আগামী বক্তব্য যা সূরা আনআমের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য আমি এটি আগে উল্লেখ করেছি, যাতে তাঁর উল্লেখটি এর পরে আসা অধিক মানানসই হয়।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, এসো আমি তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন তা তিলাওয়াত করে শুনাই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো...} ১ আয়াতসমূহ ২।

১ সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১।

২ কুররাতুল উয়ুন-এ আছে: এই উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষ এমন শিরকে লিপ্ত হয়েছে যা সবচেয়ে বড় হারাম বিষয়, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা লিপ্ত হয়েছিল। তারা কবর, মাজার, গাছপালা, পাথর, তাগুত এবং জিনের ইবাদত করত, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকেরা লাত, উজ্জা, মানাত, হুবালা এবং অন্যান্য মূর্তির উপাসনা করত। তারা এই শিরককে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যখন তাদের তাওহীদের দিকে ডাকা হয় তখন তারা প্রচণ্ড ঘৃণায় বিমুখ হয়। তাদের উপাস্যদের জন্য তাদের ক্রোধ তীব্র হয় যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (৩৯: ৪৫) "আর যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন তিনি ব্যতীত অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দিত হয়।" এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: (১৭: ৪৬) "আর যখন আপনি কুরআনে আপনার রবের একত্বের কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা ঘৃণাভরে পিছন ফিরে চলে যায়।" এবং তিনি বলেছেন: (৩৭: ৩৫, ৩৬) "তাদের অবস্থা এমন ছিল যে যখন তাদের বলা হতো 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই', তখন তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব?" তারা জানত যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেই শিরককে

অস্বীকার করে যাতে তারা লিপ্ত ছিল এবং এটি সেই তাওহীদকে সাব্যস্ত করে যা এটি নির্দেশ করে। ফলে সেই যুগের মুশরিকরা এই উম্মতের পরবর্তী অধিকাংশ মানুষের চেয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিল, বিশেষ করে সেই সব আহলে ইলম (বিদ্যান) যাদের ফিকহী বিধান ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। তারা ইবাদতের তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, ফলে তারা এর পরিপন্থী শিরকে লিপ্ত হয়েছে এবং তাকে সুশোভিত করেছে। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত তাওহীদ সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিল এবং তা অস্বীকার করেছে। ফলে তারা তা নাকচ করার ক্ষেত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং এর সপক্ষে কিতাব রচনা করেছে; তাদের এই বিশ্বাসের কারণে যে এটিই সত্য অথচ তা বাতিল। ইসলামের এই একাকীত্ব এতটাই তীব্র হয়েছে যে ভালো কাজ মন্দ হিসেবে এবং মন্দ কাজ ভালো হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেছে। এর ওপরই ছোটরা বড় হয়েছে এবং বৃদ্ধরা বার্ষক্যে উপনীত হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইসলামের শুরু হয়েছিল একাকী অবস্থায় এবং অচিরেই তা সেই সূচনালগ্নের মতো একাকী অবস্থায় ফিরে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন: "ইয়াহুদিরা একান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, নাসারারা বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এই উম্মত অচিরেই তেয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, যার সবকটিই জাহান্নামে যাবে একটি ব্যতীত। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন: যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর থাকবে।" এই হাদীসটি ইমাম ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য হাফেজগণ যেমনটি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সূত্রে সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, এবং এটি সুনান গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান। মুহাম্মদ বিন নাসর এটি কিতাবুল ইতিসামে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছিলেন তা প্রথম তিন প্রজন্মের পর ঘটে গিয়েছে। এই কারণেই তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যা ইসলামের মূল ভিত্তি; কারণ এর মূল হলো আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না এবং আল্লাহ যেভাবে বিধান দিয়েছেন সেভাবেই কেবল ইবাদত করা হবে। কিন্তু এটি বর্জন করা হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষের ইবাদত শিরক ও বিদআত দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েছে। তবে আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি পৃথিবীকে তাঁর প্রমাণ উপস্থাপনকারী এবং তাঁর দিকে দূরদর্শিতার সাথে আহ্বানকারী থেকে শূন্য রাখেননি, যাতে আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলদের ওপর যে দলিল ও নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছেন তা বাতিল হয়ে না যায়। এজন্য আল্লাহরই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

قال العباد ابن كثير رحمه الله: " يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلي الله عليه وسلم: " قل " لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، وحرّموا ما رزقهم الله، " تعالوا " أي هلموا وأقبلوا " أتل " أقص عليكم { مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } 1 حقاً، لا تخرصاً ولا ظناً، بل وحيًا منه وأمرًا من عنده { مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } وكان في الكلام محذوفاً دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئاً، ولهذا قال في آخر الآية { ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ } اهـ.

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: " ألا تشركوا به شيئاً " سبعة أقوال: أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: بين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما، وهي " وصاكم " وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم قالوا: يقول: " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آبائكم " 2 كما قال أبو سفيان لهرقل 3 وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم لهم!: " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " 4. وقوله تعالى: { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتها وامتثال أمرهما، وإزالة الرق عنها، وترك السلطنة عليهما، و " إحساناً " نصب على المصدرية، ونأصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً.

وقوله: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ } 5 الإملاق: الفقر،

1 سورة الأنعام آية: 151.

2 البخاري: بدء الوحي (7) .

3 رواه البخاري - في بدء الوحي، في حديث أبي سفيان الطويل.

4 صحيح: - أخرجه ابن خزيمة (82/1) ، والبيهقي (76/1) ، والدارقطني (44/3) ،

(45) ، والحاكم (611/2 ، 612) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال شمس الحق آبادي في التعليق المعنى (44/3) : "رواته كلهم ثقات". وفي الباب: عن مدرّك،

رواه الطبراني ورجاله ثقات جميع الزوائد (21/6) وعن شيخ من بني مالك بن كنانة. رواه أحمد (63/4) ، (371/5 ، 376) وقال الهيثمي (22/6) : "رجاله رجال الصحيح".

5 سورة الأنعام آية: 151.

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহ) বলেন: "মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলছেন: 'বলুন' ওইসব মুশরিকদের যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছিলেন তা হারাম করত, 'এসো' অর্থাৎ তোমরা হাযির হও এবং এগিয়ে এসো, 'আমি পাঠ করি' অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করি {তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন} ১ সত্যরূপে, কোনো অনুমান বা ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং তাঁর পক্ষ থেকে আসা ওহী এবং নির্দেশের মাধ্যমে {তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন}। আর এই বাক্যে কিছু শব্দ উহ্য রয়েছে যা প্রসঙ্গের মাধ্যমে বোঝা যায়, যার অর্থ দাঁড়ায়: তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, এই কারণেই আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন {তিনি তোমাদের এই নির্দেশই দিয়েছেন}। সমাপ্ত।"

আমি বলি: তাহলে অর্থটি হবে: তিনি তোমাদের ওপর তা হারাম করেছেন যা পরিহার করতে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা হলো তাঁর সাথে শরিক করা। ইবনে হিশামের 'আল-মুগনী' গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার বাণী "যাতে তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করো" সম্পর্কে সাতটি অভিমত রয়েছে: তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ইবনে কাসীর যা উল্লেখ করেছেন। এরপর দ্বিতীয়টি হলো: তিনি তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করেছেন যাতে তোমরা শরিক না করো; এক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ থেকে একটি বাক্য উহ্য রাখা হয়েছে, যা হলো 'তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন', এবং অন্যটি থেকে অব্যয় ও তার পূর্বের অংশ উহ্য রাখা হয়েছে। এই কারণেই, যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হতো যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কী বলেন, তখন তারা বলত: তিনি বলেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলে তা বর্জন করো" ২ যেমনটি আবু সুফিয়ান হিরাক্লিয়াসকে বলেছিলেন ৩। আর এটাই হলো সেই বিষয় যা আবু সুফিয়ান ও অন্যরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী থেকে বুঝেছিলেন: "তোমরা বলো 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই', তবেই তোমরা সফলকাম হবে" ৪।

আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করো}। আল-কুরতুবী বলেন: পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার হলো তাদের প্রতি সদাচরণ করা, তাদের হেফাজত করা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদের আদেশ পালন করা, তাদের থেকে দাসত্বের বোঝা দূর করা এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটানো ত্যাগ করা। আর 'ইহসানান' (সদ্যবহার) শব্দটি ক্রিয়া-মূল হিসেবে জবর প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর আমলকারী হলো এর সমজাতীয় একটি উহ্য ক্রিয়া, যার রূপ হলো: এবং তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো।

আর তাঁর বাণী: {এবং দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমরাই তাদের এবং তোমাদের রিযিক দেই} ৫। ইমলাক অর্থ: দারিদ্র্য,

১ সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫১।

২ আল-বুখারী: ওহীর সূচনা পর্ব (৭)।

৩ এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন 'ওহীর সূচনা' পর্বে, আবু সুফিয়ানের দীর্ঘ হাদীসে।

৪ সহীহ: এটি ইবনে খুযাইমা (১/৮২), আল-বায়হাকী (১/৭৬), আদ-দারা কুতনী (৩/৪৪, ৪৫) এবং আল-হাকিম (২/৬১১, ৬১২) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (আল-হাকিম) বলেছেন: এর সনদ সহীহ এবং আয-যাহবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। শামসুল হক আজিমাবাদী 'আত-তালীক আল-মুগনী' গ্রন্থে (৩/৪৪) বলেছেন: "এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত"। আর এই অনুচ্ছেদে: মুদ্রিক থেকে বর্ণিত, এটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত, মাজমাউয যাওয়াইদ (৬/২১)। বনু মালিক বিন কিনানার একজন শায়খ থেকেও বর্ণিত। এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন (৪/৬৩), (৫/৩৭১, ৩৭৬) এবং আল-হাইসামী বলেছেন (৬/২২): "এর বর্ণনাকারীরা সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী"।

৫ সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫১।

أي لا تعدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فأني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: " قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك " 1 ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } 2.

وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} 3 قال ابن عطية: " نهى عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي. و "ظهر" و "بطن" حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء ". انتهى.

وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} في الصحيحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " 4

وقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} 5 قال ابن عطية: " ذلكم " إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} {لعل} للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولاً " تعقلون " ثم " تذكرون " ثم " تتقون "؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا.

وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} 6 قال ابن عطية: هذا نهى عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن: التجارة فيه. وقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ،

1 البخاري: الأدب (6001)، ومسلم: الإيثار (86)، والترمذي: تفسير القرآن (3182، 3183)، والنسائي: تحريم الدم (4013، 4014)، وأبو داود: الطلاق (2310)، وأحمد (431/1، 380/1).

2 سورة الفرقان آية: 69-70.

3 سورة الأنعام آية: 151.

4 البخاري: كتاب الديات (6878): باب قول الله تعالى: (أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)، ومسلم: كتاب القسامة (1676) (25): باب ما يباح به دم المسلم.

5 سورة الأنعام آية: 151.

6 سورة الأنعام آية: 152.

অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অভাবের আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের কন্যাদের জীবন্ত কবর দিও না; কারণ আমিই তোমাদের এবং তাদের জীবিকা দান করি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দারিদ্র্যের ভয়ে পুত্রসন্তানদের ক্ষেত্রেও এমনটি করত, যা আল-কুরতুবী উল্লেখ করেছেন। আর সহীহাইন-এ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: তোমার সাথে আহ্বার করবে এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।" ১ এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, আর আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি তা করবে সে

শান্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সে সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

২।

এবং তাঁর বাণী: "তোমরা অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না, চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।" ৩ ইবনে আতিয়াহ বলেন: "এটি সকল প্রকার অশ্লীলতা তথা নাফরমানি থেকে একটি সাধারণ নিষেধ। আর 'প্রকাশ্য' ও 'অপ্রকাশ্য' হলো এমন দুটি অবস্থা যা সেই সব বিষয়ের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে যার জন্য এই অবস্থা দুটি নির্ধারণ করা হয়েছে।" (সমাপ্ত)।

এবং তাঁর বাণী: "আর যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা সেই আত্মাকে হত্যা করো না যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন।" এটি সহীহাইন-এ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদানকারী কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্ত (তাকে হত্যা করা) তিনটি কারণ ছাড়া বৈধ নয়: বিবাহিত ব্যভিচারী, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং নিজের দ্বীন পরিত্যাগকারী যে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।" ৪

এবং তাঁর বাণী: "এভাবেই তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।" ৫ ইবনে আতিয়াহ বলেন: "এটি" (এভাবেই) দ্বারা এই সকল নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং নির্দেশ (ওসিয়ত) হলো সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত আদেশ। আর তাঁর বাণী: "যেন তোমরা বুঝতে পারো" — এখানে "যেন" (লা-আল্লা) কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ আমাদের এই সব নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর পক্ষ থেকে তা বুঝতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করি। তাবারি আল-হানাফির তাফসিরে রয়েছে: তিনি প্রথমে "তোমরা বুঝতে পারো" এরপর "তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো" এবং সবশেষে "তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো" উল্লেখ করেছেন; কারণ তারা যখন বুঝতে পারে, তখন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ফলে তারা ভীত হয় ও তাকওয়া অবলম্বন করে।

এবং তাঁর বাণী: "আর তোমরা এতিমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ শক্তিতে (যৌবনে) পৌঁছায়।" ৬ ইবনে আতিয়াহ বলেন: এটি সেই সব নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নিষেধ যা ব্যবহারের সকল দিককে শামিল করে, এবং এতে অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। এরপর তিনি যা উত্তম সেটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে রেখেছেন,

আর তা হলো এতিমের সম্পদ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। মুজাহিদ বলেন: 'উত্তম পন্থা' হলো তা দিয়ে ব্যবসা করা। আর তাঁর বাণী: "যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছায়" — ইমাম মালিক ও অন্যান্যরা বলেন: এটি হলো সাবালক হওয়ার সাথে সাথে বিবেকবুদ্ধি লাভ করা এবং নির্বুদ্ধিতা দূর হওয়া।

১ আল-বুখারী: আল-আদাব (৬০০১), মুসলিম: আল-ঈমান (৮৬), আত-তিরমিযী: তাফসীরুল কুরআন (৩১৮২, ৩১৮৩), আন-নাসায়ী: তাহরীমুদ দাম (৪০১৩, ৪০১৪), আবু দাউদ: আত-তালাক (২৩১০), এবং আহমাদ (১/৩৮০, ১/৪৩১)।

২ সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৯-৭০।

৩ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৫১।

৪ আল-বুখারী: কিতাবুদ দিয়াত (৬৮৭৮), পরিচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: (প্রাণের বদলে প্রাণ এবং চোখের বদলে চোখ); মুসলিম: কিতাবুল কাসামাহ (১৬৭৬) (২৫), পরিচ্ছেদ: যা দ্বারা মুসলিমের রক্ত বৈধ হয়।

৫ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৫১।

৬ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৫২।

(ص: 23) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
وقوله: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيزَانَ بِالْقِسْطِ} قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء {لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد است فراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه.
وقوله: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفى: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في

الرضى والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يسيل إلى الحبيب والقريب
{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} 1.

وقوله: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها
فأوفوا. وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن يعملوا بكتابه وسنة
رسوله صلي الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره.

وقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه.

وقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ} 2 قال القرطبي: " هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. فإنه نهى وأمر
وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. و "
أن " في موضع نصب. أي أتلو أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. ويجوز أن يكون
خفضاً. أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين
الإسلام. " مستقيماً " نصب على الحال ومعناه مستويًا قبيلاً لا اعوجاج فيه. فأمر
باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلي الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته
الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجاً، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت
به إلى النار. قال الله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} أي تميّل".
انتهى.

1 سورة المائدة آية: 8.

2 سورة الأنعام آية: 153.

অনুরূপ বর্ণনা জায়েদ ইবনে আসলাম, শাবী, রাবিআ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তোমরা ওজন ও পরিমাপ ইনসাফের সাথে পূর্ণ করো।}

ইবনে কাসীর বলেন: মহান আল্লাহ লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়মের নির্দেশ দিচ্ছেন।

{আমি কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিই না} অর্থাৎ হক আদায়

করা এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো চেষ্টার পর; যদি কেউ তার সামর্থ্য বিলিয়ে দেয়ার ও প্রচেষ্টা ব্যয় করার পর ভুল করে ফেলে, তবে তার ওপর কোনো দায় নেই।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর যখন তোমরা কোনো কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে, যদিও তা নিকটাত্মীর ব্যাপারে হয়।} এটি নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকলের ক্ষেত্রে কথা ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ। আল-হানাতী বলেন: বন্ধু ও শত্রু উভয়ের হকের ক্ষেত্রে কথার ইনসাফ সম্ভব কিংবা রাগের সময় পরিবর্তিত হবে না; বরং তা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। এমনকি যদি সে নিকটাত্মীয়ও হয়, তবুও প্রিয়জন বা আত্মীয়ের দিকে ঝুঁকে পড়বে না।

{কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ ত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।} ১।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।} ইবনে জারীর বলেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের যে অসিয়ত (নির্দেশ) দিয়েছেন তা পূর্ণ করো। আর তা পূর্ণ করা হলো তিনি যা আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন সে ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে; এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে। আর এটিই আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ। অন্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।} অর্থাৎ তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যা কিছুতে লিপ্ত ছিলে তা থেকে বিরত থাকো।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর এটিই আমার সোজা পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।} ২ আল-কুরতুবী বলেন: "এটি একটি মহান আয়াত যা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সংযুক্ত। কেননা এতে সহীহ হাদীসসমূহ এবং সালাফদের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে। আল-ফাররা এবং আল-কিসাঈর মতে এখানে 'আল্লা' (নিশ্চয়ই) শব্দটি নসব (উদ্দেশ্যপদ) এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ আমি তিলাওয়াত করছি যে, এটিই আমার পথ। এটি জর (সম্বন্ধপদ) হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ তিনি তোমাদের এর অসিয়ত করেছেন এবং নিশ্চয়ই এটি আমার পথ এর অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেন: 'সিরাত' হলো সেই পথ যা হলো ইসলাম ধর্ম। 'মুস্তাকিমান' শব্দটি হাল (অবস্থা) হিসেবে নসব হয়েছে এবং এর অর্থ হলো সোজা ও সুদৃঢ় যাতে কোনো বক্রতা নেই। সুতরাং তিনি তাঁর সেই পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন যা

তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে এবং শরীয়তে পরিষ্কার করেছেন, যার শেষ গন্তব্য জান্নাত। এ থেকে অনেকগুলো রাস্তা বের হয়েছে; যে ব্যক্তি মূল পথে চলবে সে মুক্তি পাবে, আর যে ঐসব রাস্তায় বের হয়ে যাবে তা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর তোমরা অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে} অর্থাৎ তোমরা বিচ্যুত হবে।" সমাপ্ত।

১ সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৮।

২ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৫৩।

(ص: 24) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم - وصححه - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

" خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه " 1 ثم قرأ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} الآية.

وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشهوات.

قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعبادة موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله، وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة، وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته ولا

يشرك برسوله صلي الله عليه وسلم أحدا في طاعته. فيجرد التوحيد، ويجرد متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا كله

قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلي الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} إلى قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} 2 الآية.

مضمون "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" فأني شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك، أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبه موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به، وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها 3 وقطب راحا. قال: وقال سهل بن عبد الله: "عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلي الله عليه وسلم والافتداء به في جميع أحواله ذموة ونفروا عنه وتبرءوا منه وأذلوه وأهانوه " 4.

1 أحمد (435/1) ، والدارمي: المقدمة (202) .

2 سورة الأنعام آية: 151- 153.

3 الآخية- بالمد والتشديد- حبيب، أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير طرفه كالعروة تشد فيها الدابة، وجمعها: الأواخي.

4 حسن: الترمذي: كتاب التفسير (3070) : باب ومن سورة الأنعام. وقال الترمذي: حديث حسن غريب وهو كما قال: والطبراني في الكبير (10060) أيضا. وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (137/2) .

ইমাম আহমাদ, নাসায়ি, দারিমি, ইবনে আবি হাতিম এবং হাকিম - তিনি একে সহিহ বলেছেন - ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে একটি রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন: এটি আল্লাহর সোজা পথ। এরপর তিনি সেই রেখার ডানে ও বামে আরও কিছু রেখা টানলেন এবং বললেন: এগুলো হলো অনেকগুলো পথ, যার প্রতিটি পথেই একজন শয়তান দাঁড়িয়ে সেদিকে ডাকছে।" ১ অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "আর এটিই আমার সহজ-সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না।" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত: "আর তোমরা অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না", তিনি বলেন: (এর অর্থ হলো) বিদআত এবং কুপ্রবৃত্তি।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: সিরাতুল মুস্তাকিম (সরল পথ) সম্পর্কে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত কথা উল্লেখ করব। কেননা মানুষেরা এর গুণাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বলীর প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, তবে এর হাকিকত বা বাস্তবতা এক। আর তা হলো আল্লাহর পথ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাদের তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর তিনি ব্যতীত তাঁর কাছে পৌঁছানোর কোনো পথ নেই; বরং তাঁর নির্ধারিত পথ যা তিনি তাঁর রাসূলদের মুখে পাঠিয়েছেন তা ব্যতীত সৃষ্টির জন্য সমস্ত পথ রুদ্ধ। তিনি একে আল্লাহর ইবাদতের দিকে পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়েছেন; আর তা হলো ইবাদতে তাঁকে একক করা এবং আনুগত্যে তাঁর রাসূলদের একক করা। সুতরাং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক করবে না এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যেও কাউকে শরিক করবে না। অতএব সে তাওহিদকে বিশুদ্ধ করবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকে একনিষ্ঠ করবে। আর এ সবই হলো

ইবনে মাসউদ বলেন: যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসিয়তনামা দেখতে চায় যাতে তাঁর মোহর লাগানো আছে, সে যেন মহান আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করে: "বলুন, এসো আমি তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন তা তিলাওয়াত করি; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না..." মহান আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: "আর এটিই আমার সহজ-সরল পথ।" ২ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সাক্ষ্য দেওয়ার সারমর্ম। সুতরাং সিরাতুল মুস্তাকিমের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, তা এই দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এর মূল রহস্য

হলো, আপনি তাঁকে আপনার অন্তর দিয়ে ভালোবাসবেন এবং আপনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন। ফলে আপনার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ব্যতীত আর কোনো কিছুর স্থান থাকবে না এবং আপনার কোনো ইচ্ছাই তাঁর সন্তুষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাড়া থাকবে না। প্রথমটি অর্জিত হয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে, আর দ্বিতীয়টি অর্জিত হয় "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। আর এটিই হলো হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন। আর তা হলো সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা; আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা জানা এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। আপনি এ সংক্রান্ত যা ইচ্ছা শব্দ ব্যবহার করুন না কেন, তার মূল ভিত্তি ও অক্ষতত্ব এটাই। তিনি বলেন: সাহল বিন আবদুল্লাহ বলেছেন: "তোমরা আছার (সালাফদের বর্ণনা) ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন কোনো মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখ করলে এবং তাঁর সমস্ত অবস্থায় তাঁর অনুসরণের কথা বললে মানুষ তাকে নিন্দা করবে, তার থেকে দূরে সরে যাবে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তাকে অপদস্থ করবে এবং তাকে অপমানিত করবে।" ৪।

১ আহমাদ (১/৪৩৫), এবং দারিমি: আল-মুকাদ্দিমা (২০২)।

২ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৫১-১৫৩।

৩ আল-আখিয়্যাহ - দীর্ঘ স্বর ও তাসদিদ যুক্ত - এর অর্থ হলো একটি রশি বা ছোট কাষ্ঠখণ্ড যা দেয়ালে স্থাপন করা হয় এবং এর দুই প্রান্ত তাতে গেঁথে দেওয়া হয়, ফলে এর প্রান্তভাগ একটি কড়ার মতো হয় যাতে পশু বেঁধে রাখা হয়; এর বহুবচন হলো: আল-আওয়াখি।

৪ হাসান: তিরমিজি: কিতাবুত তাফসির (৩০৭০): সূরা আল-আনআমের অধ্যায়। ইমাম তিরমিজি বলেন: হাদিসটি হাসান গরিব। আর বিষয়টি তেমনই। আর তাবারানি তাঁর 'আল-কাবির' গ্রন্থেও এটি বর্ণনা করেছেন (১০০৬০)। আর জামিউল উসুলের তাহকিকে আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন (২/১৩৭)।

قوله: "قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ " {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} - إلى قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} الآية".

قوله: "ابن مسعود" هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين، وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة، أمره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين رضي الله عنه.

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ " قل تعالوا " إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: " وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله " 1، وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم يبأيعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: " {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} 2 حتى فرغ من الثلاث الآيات". ثم قال: " من وفي بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً فأكدره الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه " 3. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام 4.

قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه. وفي كتابه الذي أنزله {تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} 5 وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.

1 الترمذي: المناقب (3788) ، وأحمد (14/3، 17/3، 26/3، 59/3) .

2 سورة الأنعام آية: 151.

3 مسلم: كتاب الحج (1218) (147) : باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من

حديث جابر الطويل، والنسائي: البيعة (4161) ، وأحمد (314/5) .

4 ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (191/2) ، والحاكم (318/2) في تفسير

سورة الأنعام. وصححه ووافقه الذهبي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن

أبي إدريس الخولاني عن عبادة به وسفيان بن حسين قال الحافظ في التقريب

(310/1) "ثقة في غير الزهري باتفاقهم".

5 سورة النحل آية: 89.

তাঁর উক্তি: "ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-
এর সেই অসিয়ত বা উপদেশনামা দেখতে চায় যার ওপর তাঁর মোহর রয়েছে, সে যেন পাঠ
করে: 'বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা আমি
তिलाওয়াত করি'—আল্লাহর এই বাণী থেকে: 'আর এটিই আমার সরল পথ'—আয়াতের এই
অংশ পর্যন্ত।"

তাঁর উক্তি: "ইবনে মাসউদ" তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফিল—গাইন এবং
ফা বর্ণসহ—ইবনে হাবিব আল-হুযালি আবু আব্দুর রহমান। তিনি একজন সুমহান সাহাবী, যিনি
ইসলামের প্রাথমিক যুগে গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, এবং বদর, উহুদ, খন্দক ও বায়আতুর
রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী। তিনি সাহাবীদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন
ছিলেন। উমর (রা.) তাঁকে কুফার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি ৩২ হিজরি সনে
ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এই বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন। এছাড়া ইবনুল
মুনযির, ইবনে আবি হাতিম এবং তাবারানিও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উলামাদের কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এমন অসিয়ত বা নির্দেশনামা
দেখতে চায় যা যেন লিখে তার ওপর মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, ফলে তাতে কোনো পরিবর্তন
বা পরিমার্জন ঘটেনি, সে যেন 'বলুন, এসো' থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে। তিনি একে
এমন একটি লিখিত কিতাবের সাথে তুলনা করেছেন যা লিখে মোহর করা হয়েছে, ফলে তাতে
কোনো কিছু বৃদ্ধি বা হ্রাস করার অবকাশ নেই। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছু অসিয়ত করে যাননি, যেমনটি তিনি ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিসে বলেছেন: "আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হলো আল্লাহর কিতাব।" উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কে এই তিনটি আয়াতের ওপর আমার কাছে বায়আত গ্রহণ করবে? এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: 'বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা আমি তিলাওয়াত করি'—এই আয়াত থেকে তিনটি আয়াত শেষ করা পর্যন্ত।" অতঃপর তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি এগুলো পূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায়। আর যে ব্যক্তি এ থেকে কোনো কিছুতে ত্রুটি করবে এবং আল্লাহ দুনিয়াতেই তাকে পাকড়াও করবেন, তবে সেটিই তার শাস্তি। আর যাকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দেবেন, তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন।" এটি ইবনে আবি হাতিম, হাকেম (তিনি একে সহিহ বলেছেন) এবং মুহাম্মদ ইবনে নাসর 'আল-ইতিসাম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আমি বলছি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতকে কেবল সেই বিষয়েরই অসিয়ত করেছেন যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা নবীর জবানে এবং তাঁর অবতীর্ণ কিতাবে দিয়েছেন, যা "প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।" আর এই আয়াতগুলো হলো আল্লাহ তাআলার অসিয়ত এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরও অসিয়ত।

১. তিরমিযী: আল-মানাকিব (৩৭৮৮), এবং আহমাদ (৩/১৪, ৩/১৭, ৩/২৬, ৩/৫৯)।

২. সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৫১।

৩. মুসলিম: কিতাবুল হজ (১২১৮) (১৪৭): জাবির (রা.)-এর দীর্ঘ হাদিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজের বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়; নাসাঈ: বায়আত (৪১৬১), এবং আহমাদ (৫/৩১৪)।

৪. ইবনে আবি হাতিম, যেমনটি ইবনে কাসীরের তাফসিরে (২/১৯১) বর্ণিত হয়েছে; এবং হাকেম (২/৩১৮) সূরা আল-আনআমের তাফসিরে। তিনি একে সহিহ বলেছেন এবং হাফেজ যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। এটি সুফিয়ান ইবনে হুসাইন—যুহরি—আবু ইদ্রিস আল-খাওলানি—উবাদাহ সূত্রে বর্ণিত। সুফিয়ান ইবনে হুসাইন সম্পর্কে হাফেজ ইবনে

হাজার 'আত-তাকরীব' (১/৩১০) গ্রন্থে বলেছেন: "যুহরি ব্যতীত অন্য সবার সূত্রে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য।"

৫. সূরা আন-নাহল আয়াত: ৮৯।

(ص: 26)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: " وعن معاذ بن جبل قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: " يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا " أخرجاه في الصحيحين".

هذا الحديث في الصحيحين من طرق. وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. و"معاذ بن جبل" رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة " 1. 2 أي بخطوة، قال في القاموس: "" والرتوة الخطوة وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة، والفتوة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. والراقي العالم الرباني". انتهى. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم. وقيل: ببيل. وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة ثمانى عشرة بالشام في طاعون عمواس. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.

قوله: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم" فيه جواز الإرداف على الدابة، وفضيلة معاذ رضي الله عنه.

قوله: "على حمار" في رواية: اسمه عفير، قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. وفيه: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافاً لما عليه أهل الكبر.

قوله: "أتدري ما حق الله على العباد" أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع

1 قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من مرسل أبي عون الثقفي، وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن محمد بن الخطاب.

2 صحيح: روي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. أخرجه ابن سعد (348.590/2)، وأبو نعيم في الحلية (228/1) وإسناده ضعيف كما في الصحيحة (82/3)، ومن مراسيل محمد بن كعب وأبي عون والحسن البصري. وهي عند ابن سعد (347/2) وهي مراسيل صحيحة. كما قال الألباني (83/3) الصحيحة ثم قال: "وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف" اهـ.

তার উক্তি: "মু'আয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একটি গাধার পিঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী? আর আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক কী? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন: বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক হলো তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো তিনি এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না। আমি বললাম: হে

আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন: তাদের সুসংবাদ দিও না, কারণ তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে। এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।" এই হাদীসটি সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিম) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর কিছু বর্ণনায় গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন তার কাছাকাছি শব্দ এসেছে।

আর "মু'আয বিন জাবাল" (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হলেন আমার বিন আউস আল-আনসারী আল-খাজরাজীর পুত্র, উপনাম আবু আব্দুর রহমান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বদর এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইলম, আহকাম (বিধান) এবং কুরআনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের অধিকারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মু'আয আলিমদের সামনে এক 'রতওয়া' পরিমাণ দূরত্বে থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।" ১. ২ অর্থাৎ এক ধাপ। 'আল-কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে: "রতওয়া হলো ধাপ, ভূমির উঁচু স্থান, সময়ের সামান্য অংশ, আহ্বান, ফিতরাত, তীরের এক নিক্ষেপ দূরত্ব অথবা প্রায় এক মাইল বা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত দূরত্ব। আর 'আর-রাতী' অর্থ হলো রক্ষানী আলিম।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

'আল-নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি আলিমদের অগ্রভাগে থাকবেন এক 'রতওয়া' অর্থাৎ এক তীর নিক্ষেপ দূরত্ব পরিমাণ। কেউ বলেছেন: এক মাইল পরিমাণ। আবার কেউ বলেছেন: দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। এই তিনটি অর্থই হাদীসের প্রসঙ্গের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। মু'আয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরী আঠারো সনে শামে আমওয়াসের মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মক্কাবাসীদের দ্বীন শেখানোর জন্য তাদের ওপর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন।

তাঁর উক্তি: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে বসা ছিলাম"—এতে পশুর পিঠে আরোহীর পেছনে অন্য কাউকে বসানোর বৈধতা এবং মু'আয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

তাঁর উক্তি: "একটি গাধার পিঠে"—একটি বর্ণনায় এসেছে: এর নাম ছিল 'উফাইর'। আমি বলছি: মিসরের অধিপতি মুকাউকিস এটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

এতে গাধায় আরোহণ এবং পেছনে কাউকে বসানোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় প্রকাশ পায়, যা অহংকারী ব্যক্তিদের আচরণের বিপরীত।

তাঁর উক্তি: "তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী"—এখানে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যে করা হয়েছে যাতে তা অধিক প্রভাব বিস্তার করে...

১ হাফিজ ইবনে হাজার 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থে বলেন: মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবু শাইবা তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এটি আবু আউন আস-সাকাফীর মুরসাল বর্ণনা হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আসাকিরও তাঁর 'তারিখে দামেশক'-এ মুহাম্মাদ বিন খাতাবের বিভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

২ সহীহ: এটি উমর বিন খাতাব থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে সা'দ (২/৩৪৮, ৫৯০) এবং আবু নুআইম 'আল-হিলইয়াহ' (১/২২৮) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ দুর্বল যেমনটি 'আস-সহীহাহ' (৩/৮২) গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এছাড়া মুহাম্মাদ বিন কাব, আবু আউন এবং হাসান বসরী থেকেও মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো ইবনে সা'দ (২/৩৪৭) গ্রন্থে রয়েছে এবং এই মুরসালগুলো সহীহ। যেমনটি আলবানী 'আস-সহীহাহ' (৩/৮৩) গ্রন্থে বলেছেন। এরপর তিনি বলেন: "সারকথা হলো, হাদীসটি এই সকল সূত্রের সমষ্টিতে নিঃসন্দেহে সহীহ; আর যার এই মহান শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান আছে, সে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে না।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

(ص: 27) فتح المجلد شرح كتاب التوحيد

في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. و"حق الله على العباد" هو ما يستحقه عليهم. و "حق العباد على الله" معناه أنه متحقق لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيدهم {وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ} 1.

قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق، إلا أنه أخبر بذلك ووعد صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} 2 لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على

نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم، والقدرية النافية.

قوله: "قلت: الله ورسوله أعلم" فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلمين.

قوله: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً" أي يوحده بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال:

وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هماً قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبان

"ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان" 6

1 سورة الروم آية: 6.

2 سورة الروم آية: 47.

3 البخاري: الجهاد والسير (2856)، ومسلم: الإيمان (30)، والترمذي: الإيمان (2643)، وأحمد (228/5، 230/5). 4 يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق "لا إله إلا الله" البكونة من جبلتين: إحداها نفي والثانية إثبات. فالأولى تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس. والثانية تثبت الإلهية لله وحده. يعني ينبغي أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله.

5 سورة الكافرون آية: 3.

6 في قرّة العيون:

حق الإله عبادة بالأمر لا ... بهوى النفوس فذاك للشيطان
من غير إشراك به شيئاً هماً ... سبب النجاة فحبذا السببان

لم ينج من غضب الله وناره... إلا الذي قامت به الأصلا
والناس بعد فمشرِك بآلهه... أو ذو ابتداع أو له الوصفان
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. ليس على الله حق واجب
بالعقل كما تزعم المعتزلة. لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلاً وإحساناً
على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهباتهم ورغباتهم
ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بآ يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه
وحده والله أعلم.

আত্মার ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী এবং শিক্ষার্থীর উপলব্ধির জন্য অধিকতর স্পষ্ট।
আর "বান্দার ওপর আল্লাহর হুক" হলো যা তিনি তাদের থেকে পাওনা। আর "আল্লাহর ওপর
বান্দার হুক" এর অর্থ হলো এটি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কারণ তিনি তাদের তাওহীদের
প্রতিদানস্বরূপ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। {এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির
খেলাফ করেন না} ১।

শাইখুল ইসলাম বলেন: আনুগত্যকারীর প্রতিদান পাওয়ার বিষয়টি হলো নিয়ামত ও অনুগ্রহের
হুকদার হওয়া, এটি বিনিময় হিসেবে পাওনা নয়—যেমনটি এক মাখলুক (সৃষ্টি) অন্য
মাখলুকের কাছে পাওনা থাকে। কিছু লোক বলে: এই পাওনা হওয়ার কোনো অর্থ নেই, কেবল
এতটুকু যে তিনি এর সংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর
অতিরিক্ত একটি হুক সাব্যস্ত করেন, যেমনটি কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা
বলেন: {মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব} ২। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ বলেন: তিনিই
নিজের ওপর রহমত লিখে নিয়েছেন এবং নিজের ওপর এই হুক আবশ্যক করেছেন, কোনো
মাখলুক তাঁর ওপর এটি আবশ্যক করেনি। মুতাফিলাদের দাবি হলো, এটি মাখলুকের সাথে
তুলনা করে তাঁর ওপর ওয়াজিব হয়েছে, এবং বান্দারাই তাঁকে আনুগত্যকারী বানানোর
পরিবর্তে নিজেরাই আনুগত্য করেছে এবং তিনিই এটি আবশ্যককারী না হওয়া সত্ত্বেও তারা
প্রতিদানের হুকদার হয়েছে; তারা এই বিষয়ে ভুল করেছে। জাবরিয়া, জাহমিয়াদের অনুসারী
কাদারিয়া এবং নাফিয়া কাদারিয়াগণ এই বিষয়ে ভুল করেছে।

তাঁর উক্তি: "আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত" এতে শিক্ষার্থীর শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। এবং যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে না, তার উচিত এটিই বলা; অনর্থক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনকারীদের বিপরীত।

তাঁর উক্তি: "তারা যেন কেবল তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে" অর্থাৎ ইবাদতে তাঁকে একক হিসেবে গণ্য করা। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহ) চমৎকার বলেছেন যেখানে তিনি ইবাদতের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন:

রহমানের ইবাদত হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসার চূড়ান্ত সীমা ... সাথে ইবাদতকারীর চূড়ান্ত বিনয়, এই দুটিই হলো মেরু

আর এদের ওপরই ইবাদতের আকাশ আবর্তিত হয় ... এই মেরুদ্বয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা আবর্তিত হয় না

"আর এর আবর্তন রাসূলের আদেশের মাধ্যমে ... প্রবৃত্তি, নফস ও শয়তানের মাধ্যমে নয়।"

১. সূরা আর-রুম আয়াত: ৬।

২. সূরা আর-রুম আয়াত: ৪৭।

৩. বুখারি: আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার (২৮৫৬), মুসলিম: আল-ঈমান (৩০), তিরমিজি: আল-ঈমান (২৬৪৩), আহমাদ (৫/২২৮, ৫/২৩০)। ৪. অর্থাৎ নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুশরিকদের মধ্যে বিবাদ কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই ছিল যা দুটি বাক্য দ্বারা গঠিত: একটি না সূচক এবং অন্যটি হ্যাঁ সূচক। প্রথমটি মানুষের দাবি করা সকল উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয়টি কেবল আল্লাহর জন্যই ইলাহ হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদতকে বিশুদ্ধ করতে হলে সকল উপাস্যকে অস্বীকার করা আবশ্যিক।

৫. সূরা আল-কাফিরুন আয়াত: ৩।

৬. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে:

পরোয়ারদেগারের হক হলো আদেশের মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা ... নফসের প্রবৃত্তির মাধ্যমে নয়, কারণ সেটি শয়তানের পথ

তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক না করা, এই দুটিই হলো ... নাজাতের উপায়; এই দুটি উপায় কতই না উত্তম!

আল্লাহর ক্রোধ ও আগুন থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই নাজাত পাবে ... যার মধ্যে এই দুটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

আর এরপর মানুষ হয় তার রবের সাথে শরিককারী ... অথবা বিদআতি অথবা উভয় গুণবিশিষ্ট আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হলো তিনি এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না যে তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না। বিবেক অনুযায়ী আল্লাহর ওপর কোনো হক ওয়াজিব নয় যেমনটি মুতায়িলারা দাবি করে। বরং তিনি সুবহানাছ ওয়া তাআলা সেইসব একনিষ্ঠ মুওয়াহহিদদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ এটি নিজের ওপর আবশ্যক করেছেন যারা তাদের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়ে তাঁর ব্যতীত অন্য কারো দিকে দ্রষ্টব্য করেনি এবং তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পাদিত আনুগত্যের দ্বারা কেবল তাঁরই সান্নিধ্য কামনা করেছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

(ص: 28)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولا يشركوا به شيئاً" أي يوحده بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتياً بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله:

"وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه، وفي بعض الآثار الإلهية: "إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحب إليهم بالنعم، ويتبغضون إلي بالمعاصي". قوله: "وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً" قال الحافظ: "اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاعتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة

بِالزُّومِ؛ إِذْ مِنْ كَذِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ اللَّهُ، وَمَنْ كَذَبَ اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ: وَمَنْ تَوَضَّأَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، أَيْ مَعَ سَائِرِ الشُّرُوطِ". اهـ.

قوله: "أَفْلا أَبْشِرُ النَّاسَ" فِيهِ اسْتِحْبَابُ بَشَارَةِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَسْرُهُ، وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِنَ الاسْتِبْشَارِ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ الْمَصْنِفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله: "لَا تَبْشِرْهُمْ فَيَتَكَلَّوْا" أَيْ يَعْتمِدُوا عَلَى ذَلِكَ فَيَتْرَكُوا التَّنَافُسَ فِي الْأَعْمَالِ. وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَخْبِرْ بِهَا مَعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْثِمًا" أَيْ تَحْرِجًا مِنَ الْإِثْمِ. قَالَ الْوَزِيرُ أَبُو الْمَظْفَرِ: "لَمْ يَكُنْ يَكْتُمُهَا إِلَّا عَنْ جَاهِلٍ يَحْمِلُهُ جَهْلُهُ عَلَى سُوءِ الْأَدَبِ بِتَرْكِ الْخِدْمَةِ فِي الطَّاعَةِ، فَأَمَّا الْأَكْيَاسُ الَّذِينَ إِذَا سَبَعُوا بِمِثْلِ هَذَا زَادُوا فِي الطَّاعَةِ، وَرَأَوْا أَنَّ زِيَادَةَ النِّعَمِ تَسْتَدْعِي زِيَادَةَ الطَّاعَةِ، فَلَا وَجْهَ لِكُتْمَانِهَا عَنْهُمْ".

তাঁর বাণী: "এবং তারা যেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে" অর্থাৎ তারা যেন ইবাদতে তাঁকে একক সাব্যস্ত করে। সুতরাং ইবাদতে শিরক থেকে মুক্ত হওয়া অনিবার্য। যে ব্যক্তি শিরক থেকে মুক্ত হয়নি, সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য নয়; বরং সে একজন মুশরিক যে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে। আর এটিই গ্রন্থকারের (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বক্তব্যের মর্মার্থ:

"এতে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদত হলো তাওহীদ; কারণ বিরোধ ছিল এই বিষয়েই। আর কিছু ঐশী বর্ণনায় (আসার) এসেছে: 'আমি এবং জিন ও মানব জাতি এক মহা সংবাদের মধ্যে রয়েছি; আমি সৃষ্টি করি আর ইবাদত করা হয় অন্যের, আমি রিজিক দেই আর শুকরিয়া আদায় করা হয় অন্যের। আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ বান্দাদের দিকে অবতীর্ণ হয়, আর তাদের পক্ষ থেকে মন্দ আমার দিকে আরোহণ করে। আমি নেয়ামত দিয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি, আর তারা পাপাচারের মাধ্যমে আমার প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করে'।"

তাঁর বাণী: "এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের হক হলো, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না।" হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: "এখানে কেবল শিরক নাকচ করার ওপরই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে; কারণ এটি পরোক্ষভাবে তাওহীদকে দাবি করে এবং অনিবার্যভাবে রিসালাতের সত্যতা সাব্যস্ত করাকেও

দাবি করে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল, সে আল্লাহকেই অস্বীকার করল। আর যে আল্লাহকে অস্বীকার করল, সে মুশরিক। এটি কোনো ব্যক্তির এই কথার মতো যে: 'যে ওয়ু করেছে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়েছে', অর্থাৎ অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ হওয়ার সাথে।" সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: "আমি কি মানুষকে সুসংবাদ দেব না?" এতে মুসলিমকে এমন সংবাদ প্রদান করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে যা তাকে আনন্দিত করে। আর এতে সাহাবীগণ এ জাতীয় সংবাদে যেভাবে আনন্দিত হতেন তার প্রমাণও রয়েছে। এটি গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন।

তাঁর বাণী: "তাদের সুসংবাদ দিও না, পাছে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে।" অর্থাৎ তারা কেবল এর ওপর নির্ভর করে সৎকাজে একে অপরের অগ্রগামী হওয়া ছেড়ে দেবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: "মুয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যুর সময় গুনাহের ভয়ে এটি প্রকাশ করেছিলেন।" অর্থাৎ গুনাহ থেকে বাঁচার সতর্কতাস্বরূপ। উজির আবু মুজাফফর বলেন: "তিনি এটি কেবল এমন মূর্খ ব্যক্তি থেকে গোপন রাখতেন যাকে তার অজ্ঞতা ইবাদত বর্জনের মতো শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজে প্ররোচিত করত। পক্ষান্তরে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ যারা এ জাতীয় সংবাদ শুনলে আনুগত্যে আরও বৃদ্ধি পায় এবং মনে করে যে নেয়ামতের বৃদ্ধি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনুগত্য বৃদ্ধির দাবি রাখে, তাদের কাছে এটি গোপন রাখার কোনো কারণ নেই।"

(ص: 29) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، وتحريم عقوقهما. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله: "أخرجاه" أي البخاري ومسلم. و"البخاري" رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح

والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهما. وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفريابي راوي الصحيح. ولد سنة أربع وتسعين ومائة، ومات سنة ست وخمسين ومائتين. و"مسلم" رحمه الله هو ابن حجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح والعلل والوجدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهما، وروى عن البخاري. وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة أربع ومائتين ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمه الله.

এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও আরও কিছু উপকারিতা রয়েছে: আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, এবং শিরকের উপস্থিতিতে তা কোনো উপকারে আসে না, বরং তাকে ইবাদতই বলা যায় না। পিতা-মাতার হকের মাহাত্ম্য এবং তাঁদের অবাধ্য হওয়ার হারম বা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। সূরা আল-আন'আমে বর্ণিত সুদৃঢ় (মুহকাম) আয়াতসমূহের মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিশেষ জনকল্যাণে ইলম বা জ্ঞান গোপন রাখার বৈধতা।

তাঁর উক্তি: "তারা উভয়ে এটি বর্ণনা করেছেন" অর্থাৎ ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম। "বুখারি" (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) হলেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন বারদিজবাহ আল-জু'ফী (তাদের আযাদকৃত দাস), মহান হাফেজ, সহিহ (বুখারি), আত-তারিখ, আল-আদাবুল মুফরাদ এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আল-হুমায়দী, ইবনুল মাদীনী এবং তাঁদের সমপর্যায়ের উলামাগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী এবং সহিহ-এর বর্ণনাকারী আল-ফারাবরী। তিনি একশত চুরানব্বই হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুইশত ছাপ্পান্ন হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আর "মুসলিম" (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) হলেন ইবনুল হাজ্জাজ বিন মুসলিম আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, সহিহ (মুসলিম), আল-ইলাল, আল-উইজদান এবং অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবু খাইসামাহ, ইবনু আবি শাইবাহ এবং তাঁদের সমপর্যায়ের উলামাগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন এবং

তিনি বুখারি থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তিরমিযী, সহিহ-এর বর্ণনাকারী ইব্রাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন। তিনি দুইশত চার হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুইশত একষটি হিজরিতে নিশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন।

(ص: 30) فتح المجلد شرح كتاب التوحيد

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة.

السادسة: أن دين الأنبياء واحد.

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: " {مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} 1.

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل 2. أولها: النهي عن الشرك.

العاشر: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله: " {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا} 3 وختمها بقوله: {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا} 4 ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ} .

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} 5.

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها 6 أكثر الصحابة.
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
السابعة عشرة: استحباب بشاراة المسلم بما يسره.

- 1 سورة البقرة آية: 256.
- 2 التي هي الوصايا العشر. وأولها وأهمها (ألا تشرکوا بالله شيئاً) .
- 3 سورة الإسراء آية: 22.
- 4 سورة الإسراء آية: 39.
- 5 سورة النساء آية: 36.
- 6 لا يعرفها أكثر الصحابة؛ لأن النبي أمر معاذاً أن يكتبها عن الناس مخافة أن يتكلموا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل، فلم يخبر بها إلا عند موته تأثماً. فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ.
- (7) يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين، وإلا لم يجز بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم في قوله: (إن الذين يكتبون ما أنزلنا من

পঞ্চম: রিসালাত (আল্লাহর বার্তা) প্রতিটি উম্মতের জন্য ব্যাপক ছিল।

ষষ্ঠ: নবীদের দ্বীন এক ও অভিন্ন।

সপ্তম: অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো—তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন হয় না। এতে আল্লাহর এই বাণীর অর্থ নিহিত রয়েছে: "{যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে অবশ্যই এক মজবুত হাতল ধারণ করে} ১।"

অষ্টম: আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয়, 'তাগুত' শব্দটি সেই সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নবম: সালাফদের নিকট সূরা আল-আনআমে বর্ণিত তিনটি মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতের মর্যাদা অত্যন্ত মহান; এতে দশটি মাসয়ালা রয়েছে ২। তার প্রথমটি হলো: শিরক থেকে নিষেধাজ্ঞা।

দশম: সূরা আল-ইসরা-তে বর্ণিত মুহকাম আয়াতসমূহ, যাতে আঠারোটি মাসয়ালা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তা শুরু করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে: "{তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ স্থির করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অবহেলিত অবস্থায় বসে পড়বে} ৩।" আর শেষ করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে: "{এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ স্থির করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে} ৪।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাসয়ালাগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে: "{এটি সেই হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার রব তোমার প্রতি ওহী করেছেন}।"

একাদশ: সূরা আন-নিসার সেই আয়াত যাকে 'দশটি হকের আয়াত' বলা হয়। আল্লাহ তাআলা এটি শুরু করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "{তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না} ৫।"

দ্বাদশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় যে অসিয়ত (নির্দেশনা) দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সতর্ক করা।

ত্রয়োদশ: আমাদের ওপর আল্লাহর হক কী তা জানা।

চতুর্দশ: বান্দারা যদি আল্লাহর হক আদায় করে, তবে আল্লাহর ওপর তাদের হক কী তা জানা।

পঞ্চদশ: অধিকাংশ সাহাবী এই মাসয়ালাটি জানতেন না ৬।

ষোড়শ: বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ইলম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা।

সপ্তদশ: মুসলিমকে আনন্দদায়ক সংবাদ প্রদান করা মুস্তাহাব।

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬।

২ যা দশটি অসিয়ত হিসেবে পরিচিত। এর প্রথম ও প্রধান হলো (আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা)।

৩ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২২।

৪ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৯।

৫ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬।

৬ অধিকাংশ সাহাবী এটি জানতেন না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয (রাযি.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তা মানুষের কাছে গোপন রাখেন—পাছে তারা আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার ওপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দেয়। তাই তিনি গুনাহের

ভয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত ছাড়া এটি প্রকাশ করেননি। একারণেই মুআয (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় অধিকাংশ সাহাবী বিষয়টি জানতে পারেননি।

(৭) অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ইলম। অন্যথায় এটি বৈধ হতো না; যার প্রমাণ হলো ইলম গোপনকারীদের প্রতি আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি: (নিশ্চয়ই যারা গোপন করে যা আমি নাখিল করেছি...

(ص: 31) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: "الله ورسوله أعلم".
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم 1 دون بعض.
الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، مع الإرداف عليه.
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.

البيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا). وقوله: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليبلغ الشاهد
منكم الغائب).

আঠারোতম: আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ভয়।

উনিশতম: কোনো কিছু জানা না থাকলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির এ কথা বলা যে: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত"।

বিশতম: অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদানের^১ বৈধতা।

একুশতম: গাধার পিঠে আরোহণ এবং পেছনে অন্যকে বসিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয় প্রকাশ।

বাইশতম: পশুর পিঠে আরোহীর পেছনে অন্যকে বসিয়ে নেওয়ার বৈধতা।

তেইশতম: মুয়ায ইবনে জাবাল-এর মর্যাদা।

চব্বিশতম: এই মাসআলাটির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য।

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও হেদায়েত নাযিল করার পর এবং কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর যারা তা গোপন করে, আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। তবে যারা তওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে এবং সত্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়, তারা ব্যতীত। এবং আল্লাহর বাণী: আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে তা পৌঁছে দেয়।

(ص: 31) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

...

بَاب " فضل التوحيد 1 وما يكفر من الذنوب "

وقول الله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } 2.

قوله: "باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب" "باب" خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. "قلت" ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. و"ما" يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.

قوله: "وقول الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

1 في قرّة العيون: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو أفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. كالدعاء والذبح والنذر ونحوه كما قال تعالى: 40: 14 (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) . وقال تعالى: 40: 65 (فادعوه مخلصين له الدين) .

2 سورة الأنعام آية: 82.

পরিচ্ছেদ: তাওহীদের মর্যাদা এবং এর দ্বারা যে সকল পাপ মোচন হয়

...

পরিচ্ছেদ: "তাওহীদের মর্যাদা এবং এর দ্বারা যে সকল পাপ মোচন হয়"

আল্লাহ তাআলার বাণী: {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।} ২।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: তাওহীদের মর্যাদা এবং এর দ্বারা যে সকল পাপ মোচন হওয়ার বর্ণনা।" "পরিচ্ছেদ" শব্দটি এখানে একটি উহ্য মুবতাদার খবর, যার মূল রূপ হলো "এটি (একটি পরিচ্ছেদ)"। "আমি বলছি" এবং এটি মুবতাদাও হতে পারে যার খবর উহ্য, যার অনুমান হলো "এটি (এই পরিচ্ছেদটি)"। আর "মা" শব্দটি 'মাওসুলা' হওয়ার সম্ভাবনা রাখে যার প্রত্যাবর্তিত সর্বনামটি উহ্য, অর্থাৎ "তাওহীদ যে সকল পাপ মোচন করে তার বর্ণনা"। আবার এটি 'মাসদারিয়াহ' হওয়াও সম্ভব, অর্থাৎ "তাওহীদ কর্তৃক পাপসমূহ মোচন করা"। আর এই দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক স্পষ্ট।

তাঁর উক্তি: "এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে...

১. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: তাওহীদ দ্বারা এখানে ইবাদতের তাওহীদ উদ্দেশ্য, আর তা হলো আল্লাহ তাআলাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে একক সাব্যস্ত করা। যেমন দুআ করা, যবেহ করা, মানত করা এবং এই জাতীয় ইবাদতসমূহ; যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৪০: ১৪ (অতএব তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে)। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৪০: ৬৫ (অতএব তোমরা তাঁকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে)।

২. সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮২।

(ص: 32) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَهُمْ مُهْتَدُونَ} " قَالَ ابْن جَرِير: حَدَّثَنِي الْمِثْنِي - وَسَاق بِسَنَدِهِ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: "الْإِيمَانُ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ وَحْدَهُ".
وَقَالَ ابْن كَثِيرٍ فِي الْآيَةِ: أَيُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا هُمُ الْآمَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُهْتَدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ: هَذَا مِنَ اللَّهِ عَلَى فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ.
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالُوا: فَأَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} 1 ". وَسَاقَهُ الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ 2 فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} 3 قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَا لَا يَظْلَمُ

نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} 4؟ ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: "لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} 5 شق ذلك على أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأين لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} 6 إنما هو الشرك". وعن عمر أنه فسر بالذنوب، فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: "أولئك لهم الأمن، في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا" 7.

قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العباد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلي الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: " {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

1 سورة لقمان آية: 13.

2 في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء.

3 سورة الأنعام آية: 82.

4 البخاري: كتاب الأنبياء (3636) : باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) .

5 سورة الأنعام آية: 82.

6 سورة لقمان آية: 13.

7 صحيح: رواه أحمد (378/1) وسنده صحيح على شرط الشيخين.

এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।" ইবনে জারীর বলেন: আমাকে মুসান্না হাদীস বর্ণনা করেছেন - এবং তিনি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন - রাবী বিন আনাস থেকে, তিনি বলেন: "ঈমান হলো একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা (ইখলাস)।"

ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: অর্থাৎ যারা একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করেছে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি, তারাই কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। য়ায়েদ বিন আসলাম এবং ইবনে ইসহাক বলেন: এটি ইব্রাহিম ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যকার চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত: "যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো, তখন তারা (সাহাবীগণ) বললেন: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করেনি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: বিষয়টি তেমন নয়, তোমরা কি লোকমানের উক্তিটি শোননি: {নিশ্চয়ই শিরক হলো মহা জুলুম} ১।" বুখারী এটি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন^২ এবং বলেছেন: আমাদের নিকট ওমর বিন হাফস বিন গিয়াস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট আমাশ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমার নিকট ইব্রাহিম আলকামা থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "যখন {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি} ও আয়াতটি নাজিল হলো, আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করে না? তিনি বললেন: তোমরা যা বলছ বিষয়টি তেমন নয়; 'তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি' মানে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি। তোমরা কি লোকমান তাঁর পুত্রকে যা বলেছিলেন তা শোননি: {হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শিরক হলো মহা জুলুম}? ৪।

এবং আহমাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন: "যখন {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি} ৫ নাজিল হলো, তখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করে না? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই এটি তেমন নয় যা তোমরা বুঝাতে চাচ্ছ। তোমরা কি শোননি সেই নেককার বান্দা কী বলেছিলেন: {হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শিরক হলো মহা জুলুম} ৬? এটা তো কেবল শিরক।" এবং ওমর থেকে বর্ণিত যে, তিনি এর ব্যাখ্যা 'গুনাহ'

দ্বারা করেছেন, ফলে এর অর্থ হবে: সকল প্রকার আজাব থেকে নিরাপত্তা। হাসান ও কালবী বলেন: "তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে আখিরাতে, আর তারা দুনিয়াতে হেদায়াতপ্রাপ্ত" ৭। শাইখুল ইসলাম বলেন: তাদের জন্য যা কঠিন মনে হয়েছিল তা হলো, তারা ধারণা করেছিলেন যে জুলুমের অনুপস্থিতি এখানে শর্ত করা হয়েছে তা হলো বান্দার নিজের প্রতি জুলুম, আর নিরাপত্তা ও হেদায়াত কেবল তার জন্যই যে নিজের প্রতি জুলুম করেনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এমন কিছু স্পষ্ট করে দিলেন যা তাদের পথ দেখালো যে আল্লাহর কিতাবে শিরককেও জুলুম বলা হয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তা ও হেদায়াত কেবল তারাই লাভ করবে যারা তাদের ঈমানকে এই জুলুমের (শিরকের) সাথে মিশ্রিত করেনি। কারণ যে ব্যক্তি তার ঈমানকে এই জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, সে নিরাপত্তা ও হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি আল্লাহর এই বাণীতে মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: " {অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী বানালাম আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী...

১ সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩।

২ আশ্বিয়াদের কাহিনীতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনায়।

৩ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮২।

৪ বুখারী: কিতাবুল আশ্বিয়া (৩৬৩৬): অধ্যায় আল্লাহর বাণী: (আর আল্লাহ ইব্রাহিমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন)।

৫ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮২।

৬ সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩।

৭ সহীহ: আহমাদ (১/৩৭৮) এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ।

وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ { 1. وهذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} 2 وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلي الله عليه وسلم فقال: " يا رسول الله، أينما لم يعمل سوءاً؟ فقال: يا أبا بكر ألسنت تنصب؟ ألسنت تحزن؟ أليس يصيبك اللاؤاء؟ فذلك ما تجزون به " 3 فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، وليس مراد النبي صلي الله عليه وسلم بقوله: "إنما هو الشرك" أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف؛ لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم؛ من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: "إنما هو الشرك" إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن بما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مرادة جنس الشرك، يقال: ظلم العبد نفسه، كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر. وحب ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصاً 4.

وقال ابن القيم رحمه الله: قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} 5. قال الصحابة: "وأينما يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} 6 " لها أشكل عليهم البراد بالظلم فظنوا

1 سورة فاطر آية: 32.

2 سورة الزلزلة آية: 7-8.

3 صحيح: أحمد (11/1) ، وابن حبان (1734، 1735 - موارد) ، والحاكم (73/4) وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الأرناؤوط في تخريجه لسند أبي بكر الصديق لأبي بكر البروزي (111) لشواهد وطرقه.

4 من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه.

5 سورة الأنعام آية: 82.

6 سورة لقمان آية: 13.

{তাদের মধ্যে কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই হলো মহা অনুগ্রহ।} ১। আর এটি একথার পরিপন্থী নয় যে, তাদের কাউকে তার নিজের নফসের ওপর জুলুম বা গুনাহের কারণে পাকড়াও করা হতে পারে যদি সে তওবা না করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।} ২। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? তিনি বললেন: হে আবু বকর, তুমি কি ক্লান্ত হও না? তুমি কি চিন্তিত হও না? তুমি কি দুঃখ-কষ্টের শিকার হও না? এগুলোই হলো তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়।" ৩। সুতরাং এটি স্পষ্ট হলো যে, মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করলেও দুনিয়াতে তার গুনাহের জন্য বিপদের মাধ্যমে শাস্তি পেতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন প্রকার জুলুম থেকে নিরাপদ থাকল: শিরক, বান্দার ওপর জুলুম এবং শিরকের নিচে থাকা গুনাহের মাধ্যমে নিজের ওপর জুলুম; তার জন্য রয়েছে পূর্ণ

নিরাপত্তা ও পূর্ণ হিদায়াত। আর যে নিজের নফসের ওপর জুলুম থেকে নিরাপদ হতে পারেনি, তার জন্য মৌলিক নিরাপত্তা ও হিদায়াত রয়েছে; যার অর্থ হলো সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেমনটি অন্য আয়াতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হিদায়াত দান করেছেন, যার শেষ পরিণতি হলো জান্নাত। আর নিজের ওপর জুলুম করার মাধ্যমে তার ঈমানের যে ঘাটতি হয়েছে, সেই অনুপাতে তার নিরাপত্তা ও হিদায়াতেও ঘাটতি হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "এটি কেবল শিরক"—একথা দ্বারা উদ্দেশ্য এটি নয় যে, যে ব্যক্তি বড় শিরক করল না, সে-ই পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণ হিদায়াত পাবে। কেননা কুরআনের নসসমূহ ও তাঁর অসংখ্য হাদিস স্পষ্ট করে যে, কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ভয়ের সম্মুখীন; তারা সেই পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণ হিদায়াত লাভ করেনি যার মাধ্যমে তারা সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর হিদায়াতপ্রাপ্ত হতো—যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথে—কোনো আজাব ভোগ করা ছাড়াই। বরং তাদের সাথে এই পথের মৌলিক হিদায়াত রয়েছে এবং আল্লাহর মৌলিক নেয়ামত রয়েছে এবং তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাঁর বাণী: "এটি কেবল শিরক"—যদি বড় শিরক উদ্দেশ্য হয়, তবে তার উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় সে দুনিয়া ও আখেরাতের সেই আজাব থেকে নিরাপদ যা মুশরিকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর যদি শিরকের প্রজাতি উদ্দেশ্য হয়, তবে বলা হবে: বান্দার নিজের ওপর জুলুম করা, যেমন মালের প্রতি ভালোবাসার কারণে কোনো ওয়াজিব কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা, এটি শিরকে আসগর (ছোট শিরক)। এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তাকে এমনভাবে ভালোবাসা যাতে তার প্রবৃত্তি আল্লাহর মহব্বতের ওপর প্রাধান্য পায়, তাও শিরকে আসগর বা অনুরূপ কিছু। ফলে সে সেই অনুপাতে নিরাপত্তা ও হিদায়াত হারালো। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সালাফগণ গুনাহসমূহকে এই শিরকের অন্তর্ভুক্ত করতেন—এখানে সারসংক্ষেপ শেষ হলো। ৪।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহর বাণী: {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।} ৫। সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি? তিনি বললেন: তা হলো শিরক। তোমরা কি নেক বান্দার কথা শোনোনি: {নিশ্চয়ই শিরক হলো মহা জুলুম।}" ৬। যখন জুলুমের অর্থ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মনে করেছিল

১। সূরা ফাতির, আয়াত: ৩২।

২। সূরা যিলযাল, আয়াত: ৭-৮।

৩। সহিহ: আহমাদ (১/১১), ইবনে হিব্বান (১৭৩৪, ১৭৩৫ - মাওয়ারিদ), হাকিম (৪/৭৩) এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। আরনাউত আবু বকর আল-মারওয়াযী সংকলিত মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিকের তাহকীকে (১১১) এর স্বপক্ষীয় বর্ণনা ও সূত্রের কারণে একে সহিহ বলেছেন।

৪। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কিতাবুল ঈমান থেকে।

৫। সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮২।

৬। সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩।

(ص: 34) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أن ظلم النفس داخل فيه.

وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً. أجابهم -صلوات الله وسلامه عليه- بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل؛ فإن الظلم المطلق التأم هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التأم رافع للأمن وللاهداء المطلق التأم، ولا يمنع أن يكون الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمل. فالمطلق للمطلق، والحصة للحصة. اهـ. ملخصاً 1.

قوله: "عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله،

وَأَنَّ عَيْسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ". أخرجاه".

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.

1 قال في قرّة العيون: قال تعالى: 35: 32 (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير) فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فهو تحت مشيئة الله: إن شاء غفر له، وإن شاء أخذ به ذنبه، ونجاة بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علماً وعملاً، فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل، والحصة للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى: 4: 147 (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم)، وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم.

নিজের প্রতি জুলুম করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আর যে ব্যক্তি নিজের প্রতি জুলুম করে, সে যে কোনো ধরনের জুলুমই হোক না কেন, সে নিরাপদ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে না। তিনি (রাসূলুল্লাহ) —তঁার ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক— তাদের উত্তর দিলেন যে, নিরঙ্কুশভাবে নিরাপত্তা ও হিদায়াতকে দূরকারী

জুলুম হলো শিরক। আল্লাহর কসম, এটিই হলো সেই উত্তর যা রোগীকে আরোগ্য দান করে এবং তৃষ্ণার্তকে পরিতৃপ্ত করে; কেননা নিরঙ্কুশ ও পূর্ণাঙ্গ জুলুম হলো শিরক, যা হলো ইবাদতকে তার সঠিক স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে স্থাপন করা। আর নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা ও হিদায়াত হলো: দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হিদায়াত। সুতরাং নিরঙ্কুশ ও পূর্ণাঙ্গ জুলুম নিরঙ্কুশ ও পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ও হিদায়াতকে দূর করে দেয়। তবে জুলুমের কোনো অংশ নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা ও নিরঙ্কুশ হিদায়াতের পথে বাধা হতে পারে না এমনটি নয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন। সুতরাং যা নিরঙ্কুশ তা নিরঙ্কুশের জন্য, আর যা আংশিক তা আংশিকের জন্য প্রযোজ্য। সমাপ্ত। সংক্ষেপিত। ১

তাঁর উক্তি: "উবাদাহ ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আর ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর কালিমা যা তিনি মারইয়ামের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যাই হোক না কেন'। তারা উভয়ই (বুখারী ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেছেন।"

উবাদাহ ইবনুস সামিত ইবনে কাইস আল-আনসারী আল-খাজরাজী আবু আল-ওয়ালিদ, নেতৃস্থানীয়দের (নুকাবাউ) অন্যতম, প্রখ্যাত বদরী সাহাবী। তিনি চৌত্রিশ হিজরীতে বাহাউর বছর বয়সে রামলায় মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন: তিনি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

১ কুররাতুল উয়ুন-এ বলা হয়েছে: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৩৫: ৩২ (অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই তো মহাকল্যাণ)। সুতরাং যে নিজের প্রতি জুলুমকারী সে হলো সেই ব্যক্তি যে নেক আমল ও বদ আমল মিশ্রিত করেছে; সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন: তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে তার পাপের কারণে পাকড়াও করবেন এবং তার তাওহীদের কারণে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। আর মধ্যপন্থী হলো সে যে কেবল আল্লাহর ওয়াজিব করা বিষয়গুলো পালন করেছে এবং হারামগুলো বর্জন করেছে; আর

এটি আবরার বা পুণ্যবানদের অবস্থা। আর অগ্রগামী হলো সে ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যে জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে পূর্ণাঙ্গ ঈমান অর্জন করেছে। এই দুই শ্রেণীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ও পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত রয়েছে। সুতরাং যা পূর্ণাঙ্গ তা পূর্ণাঙ্গের জন্য, আর যা আংশিক তা আংশিকের জন্য; কারণ ঈমানের পূর্ণতা তার অধিকারীকে গুনাহ ও তার শাস্তি থেকে বিরত রাখে। ফলে সে তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে না যে তার কোনো গুনাহ আছে যার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৪: ১৪৭ (আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনো?)। এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে আমি যা উল্লেখ করলাম তা-ই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাল্লাহ) এবং ইবনে আল-কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) এর অর্থের ক্ষেত্রে স্থির করেছেন। আর এটাই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত, যা বিদআতী খাওয়ারিজ ও মুতাযিলা এবং তাদের অনুসারীদের মতের বিপরীত।

(ص: 35) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بها عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، باطناً وظاهراً، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمبدلولها؛ كما قال الله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} 1، وقوله: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} 2. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع 3.

1 سورة محمد آية: 19.

2 سورة الزخرف آية: 86.

3 قال في قرّة العيون: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفياً وإثباتاً، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: (لا إله) ، وأثبتت الإلهية لله بقولك: (إلا الله) قال تعالى: 3: 18 (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) ، فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلّبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك ديناً وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. (*) فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى: 37: 35، 36 (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أنا لتأركو ألّهتنا لشاعر مجنون) ، والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكروه أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من البوتى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول: لا إله إلا الله، وهو يدعو مع الله غيره. سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء، فلا يجهلون شيئاً من معنى التوحيد الذي قرره. وأما هؤلاء الذين فشا فيهم اليوم شرك العبادة فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة، وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم من بعض من كلامية وعامية. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصولييهم أخطأ في فهم معنى الإله في تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) ، فما الظن بمن دونه من علمائهم، دع عامتهم ودهباءهم؟ هل يستغرب منهم الجهل بأن من دعا ميتاً أو صالحاً حياً فيما لا يدعى فيه إلا الله، أو طاف بقبره ونذر له يكون عابداً له ومتخذاً له إلهاً؟!!

তাঁর বাণী: "যে সাক্ষ্য দিল যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এর অর্থ জেনে, এর দাবি অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে আমল করে এটি উচ্চারণ করল। সুতরাং শাহাদাতাইনের (দুই সাক্ষ্যের) ক্ষেত্রে এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস এবং এর মর্মার্থ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই} ১, এবং তাঁর বাণী: {তবে তারা ছাড়া যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তারা তা জানে} ২। আর এর অর্থ না জেনে, দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল—অর্থাৎ শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং কথা ও কাজে একনিষ্ঠতা আনা: অন্তরের কথা ও মুখের কথা, এবং অন্তরের কাজ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ—ব্যতীত শুধু এটি মুখে উচ্চারণ করা সর্বসম্মতিক্রমে কোনো উপকারে আসবে না ৩।

১ সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯।

২ সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৮৬।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ বলা হয়েছে: এই মহান কালেমাটি না-বোধক এবং হ্যাঁ-বোধক উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আপনি যখন বলেন: (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) তখন আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে ইলাহ হওয়ার গুণকে অস্বীকার করলেন, আর যখন বললেন: (একমাত্র আল্লাহ ছাড়া) তখন ইলাহ হওয়ার গুণকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন (৩:১৮): {আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; এবং ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরাও (সাক্ষ্য দিয়েছে), তিনি ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়}। এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কত পথভ্রষ্টই না পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা এর প্রকৃত অর্থকে উল্টে দিয়েছে এবং যে সৃষ্টিদের থেকে ইলাহ হওয়ার গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাদের জন্যই তারা তা সাব্যস্ত করেছে; যেমন কবরের অধিবাসী, মাজারসমূহ, তাগুতসমূহ, গাছপালা, পাথর, জিন এবং অন্যান্য বস্তু। তারা এগুলোকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এগুলোকে সজ্জিত ও চাকচিক্যময় করেছে। তারা তাওহীদকে বিদআত হিসেবে গণ্য করেছে এবং যারা তাদের তাওহীদের দিকে আহ্বান জানায় তাদের তারা প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই কালেমা থেকে তা-ও বুঝতে পারেনি যা কুরাইশ কাফের ও তাদের ন্যায় জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা বুঝেছিল। (*) কেননা তারা এর অর্থ বুঝতে পেরেছিল এবং এটি যে একনিষ্ঠতার দাবি রাখে তা তারা অস্বীকার করেছিল; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন (৩৭:৩৫-

৩৬): {তাদের যখন বলা হতো আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার করত। আর তারা বলত: আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের বর্জন করব?}। এই উম্মতের শেষ দিকের মুশরিকরা ঠিক তা-ই অস্বীকার করেছে যা তাদের পূর্বসূরীরা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের মৃত ব্যক্তি, কবর, মাজার, তাগুত ইত্যাদির ইবাদত বর্জন করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা (পূর্বসূরীরা) এর অর্থ জানত কিন্তু অস্বীকার করত, আর এরা (পরবর্তীরা) এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তা অস্বীকার করে। একারণেই আপনি কাউকে দেখবেন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছে অথচ সে আল্লাহর সাথে অন্যকে ডাকছে। এর কারণ হলো, জাহেলিয়াত যুগের আরবরা ছিল কুরআনের ভাষার অধিকারী এবং বিশুদ্ধভাষী, তাই তাওহীদের যে অর্থের ওপর কুরআন গুরুত্বারোপ করেছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই অজানা ছিল না। পক্ষান্তরে, বর্তমানে যাদের মধ্যে ইবাদতের শিরক ছড়িয়ে পড়েছে তারা এই ভাষার অধিকারী নয়, বরং তারা কালাম শাস্ত্রবিদ ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শোনা পরিভাষার ওপর নির্ভর করে। ফখরুদ্দীন রাজীর মতো ব্যক্তি, যিনি তাদের কালাম শাস্ত্র ও উসুল শাস্ত্রের অন্যতম বড় ইমাম, তিনি যদি মহান আল্লাহর বাণী: {তারা বলল: হে মুসা! তাদের যেমন অনেক ইলাহ আছে, আমাদের জন্য তেমন একটি ইলাহ বানিয়ে দিন}—এর ব্যাখ্যায় 'ইলাহ' শব্দের অর্থ বুঝতে ভুল করেন, তবে তার চেয়ে নিম্নস্তরের আলেমদের অবস্থা কী হতে পারে, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই? এটি কি তাদের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক যে, তারা জানে না যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তিকে অথবা কোনো জীবিত নেককার ব্যক্তিকে এমন বিষয়ে ডাকল যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা যায় না, অথবা তার কবরের চারদিকে তাওয়াফ করল কিংবা তার নামে মানত করল, সে তাকেই ইবাদত করল এবং তাকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করল?!!

(ص: 36) فتح الميجيد شرح كتاب التوحيد

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: "باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة

المرجئة، القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساد، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. وهو باطل قطعاً اهـ. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: "من شهد" فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق.

قال النووي: "هذا حديث عظيم جليل الموقع؛ وهو أجمع - أو من أجمع - الأحاديث المشتبهة على العقائد. فإنه صلي الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدتها. فاقترصر صلي الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم" اهـ.

ومعنى "لا إله إلا الله" لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحاً. قوله: "وحده" تأكيد للإثبات {لا شريك له} 1 تأكيد للنفي. قاله الحافظ. كما قال تعالى: {وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} 2 وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} 3، وقال: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} 4، فأجابوه رداً عليه بقولهم: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} 5، وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 6.

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة. وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه.

فالعبداء بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ورهباً، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئاً لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. "ذكر كلام العلماء في معنى "لا إله إلا الله".

قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: "شهادة أن لا إله

1 سورة الأنعام آية: 163.

2 سورة البقرة آية: 163.

3 سورة الأنبياء آية: 25.

4 سورة الأعراف آية: 65.

5 سورة الأعراف آية: 70.

6 سورة الحج آية: 62.

আল-কুরতুবী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুফহিম'-এ বলেছেন: "অধ্যায়: কেবল শাহাদাতাইন উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক। এই শিরোনামটি চরমপন্থী মুরজিআদের মতবাদের অসারতা সম্পর্কে সতর্কবাণী, যারা বলে যে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট। এই অধ্যায়ের হাদীসগুলো তাদের মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে, বরং শরীয়ত সম্পর্কে যারা অবগত তাদের নিকট এটি একটি সুপরিচিত ভ্রান্ত মতবাদ; কারণ এর দ্বারা মুনাফেকীকে বৈধতা দেওয়া এবং মুনাফেকের ঈমানকে সঠিক বলে গণ্য করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা নিশ্চিতভাবেই বাতিল।" সমাপ্ত। এই হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে, যা হলো তাঁর বাণী: "যে সাক্ষ্য দিল"। কারণ জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস, ইখলাস ও সত্যতা ছাড়া সাক্ষ্য প্রদান সঠিক হয় না।

আন-নববী বলেছেন: "এটি একটি অত্যন্ত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস; এটি আকীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ধারণকারী হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক—বা অন্যতম—সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে এমন সব বিষয় একত্রিত করেছেন যা কুফরী ধর্মসমূহকে তাদের বিভিন্ন ও দূরবর্তী আকীদা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বের করে দেয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দগুলোর মাধ্যমে তাদের সকলের থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।" সমাপ্ত।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। এটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে এবং আল-বিকায়ীর বক্তব্যে তা স্পষ্টভাবে আপনার নিকট

আসবে। তাঁর বাণী: "তিনি একক" এটি ইতিবাচক দিকের তাকিদ বা গুরুত্বারোপ এবং "তাঁর কোনো অংশীদার নেই" এটি নেতিবাচক দিকের তাকিদ। হাফেজ (ইবনে হাজার) এটি বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এবং তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই}। তিনি আরও বলেছেন: {আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকট এই ওহী পাঠাইনি যে, আমি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো}। এবং তিনি বলেছেন: {আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল: হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্য ইলাহ নেই}। তখন তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল: {তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে আমরা যেন কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদত করত তাদের ত্যাগ করি?}। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {তা একারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল, আর আল্লাহই সমুচ্চ ও মহান}।

এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে ইলাহিয়া বা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং কেবল অংশীদারহীন আল্লাহর জন্যই তা সাব্যস্ত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটিই বর্ণনা করে, সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং এর দিকেই পথপ্রদর্শন করে।

সকল প্রকার ইবাদত মূলত ভালোবাসা, আনুগত্য, বিনয়, আশা এবং ভীতির মাধ্যমে অন্তর থেকে উৎসারিত আল্লাহর প্রতি উপাস্যবোধের ফল। এর কোনোটিই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমনটি এই অধ্যায় এবং এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ের দলিলসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এর কোনো অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করল, সে আল্লাহকে প্রতিপক্ষ বা সমকক্ষ নির্ধারণ করল। এমতাবস্থায় কোনো কথা বা কাজ তার উপকারে আসবে না।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থের বিষয়ে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের বর্ণনা।

ইবনে আব্বাসের বক্তব্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। উজির আবু আল-মুজাফফর 'আল-ইফসাহ' গ্রন্থে বলেছেন: তাঁর বাণী: "এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই..."

٢ سূرا آل-بাকارا آيات: ١٦٣।

٣ سূرا آل-آصفيا آيات: ٢٥।

٨ سূرا آل-آراف آيات: ٦٥।

٥ سূرا آل-آراف آيات: ٩٠।

٦ سূرا آل-هافا آيات: ٦٢।

(ص: 37)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

إلا الله" يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} 1 قال: واسم "الله" بعد "إلا" من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.

وقال ابن القيم في البدائع² ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المستثنى منه. قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى؛ إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله: "لا إله إلا الله"؛ لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: "الله إله" ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناه.

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: "لا إله إلا الله": أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق.

وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شوائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده، ولهذا كانت "لا إله إلا الله" أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صحتها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.

1 سورة محمد آية: 19.

2 بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم "ج 3 ص 56" وهو بحث قيم جدا في الاستثناء والمستثنى.

"ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) দাবি করে যে, সাক্ষ্যদানকারীকে অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতএব জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" ১ তিনি বলেন: "ইল্লা" (ব্যতীত) এর পরে "আল্লাহ" নামটি আসার কারণ হলো এই যে, উপাসনা বা উলুহিয়াত কেবল তাঁর জন্যই অবধারিত, সুতরাং তিনি পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়। তিনি আরও বলেন: এর মূল শিক্ষা হলো—আপনাকে জানতে হবে যে, এই কালিমাটি তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা যখন আপনি উপাসনা বা ইলাহ হওয়াকে অস্বীকার করলেন এবং তা মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলেন, তখন আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন যারা তাগুতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।

ইবনুল কাইয়িম 'বাদায়ি' গ্রন্থে তাদের বক্তব্যের খণ্ডন করে বলেন যারা বলে: 'মুস্তাসনা' (ব্যতিক্রমকৃত বিষয়টি) 'মুস্তাসনা মিনছ' (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) থেকে বহির্ভূত। ইবনুল কাইয়িম বলেন: বরং এটি মুস্তাসনা মিনছ এবং এর বিধান উভয়টি থেকেই বহির্ভূত,

ফলে তা মুস্তাসনার অন্তর্ভুক্ত থাকে না; কারণ যদি বিষয়টি এমন হতো, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করত না; কারণ এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর জন্য উলুহিয়াত বা উপাসনা সাব্যস্ত হতো না। অথচ এটি এমন এক মহান কালিমা যা শব্দবিন্যাসের মাধ্যমেই আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার থেকে উপাসনা অস্বীকার করার এবং একক বৈশিষ্ট্যের সাথে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার বিষয়টি ধারণ করে। সুতরাং তাঁর উলুহিয়াত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এই কালিমার প্রমাণ আমাদের এই কথার চেয়েও শক্তিশালী যে, "আল্লাহ একজন উপাস্য"। এ বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। (মর্মার্থ সমাপ্ত)।

আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবি তাঁর তাফসির গ্রন্থে বলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই।

আজ-জামাখশারি বলেন: 'ইলাহ' শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য, যেমন মানুষ এবং ঘোড়া। এটি সত্য বা মিথ্যা সকল উপাস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অতঃপর তা সত্য উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: 'ইলাহ' হলেন সেই মাবুদ বা উপাস্য যার আনুগত্য করা হয়। কারণ 'ইলাহ' হলেন তিনি যাকে উপাসনা করা হয়, আর যাকে উপাসনা করা হয় তিনি হলেন সেই সত্তা যিনি উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। তিনি উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হওয়ার কারণ হলো—তিনি এমন সব গুণে গুণান্বিত যা দাবি করে যে, তিনিই হবেন চূড়ান্ত ভালোবাসার পাত্র এবং যাঁর সামনে চূড়ান্তভাবে মস্তক অবনত করা হবে। তিনি বলেন: কেননা ইলাহ হলেন সেই প্রিয় উপাস্য যাকে অন্তরসমূহ তাদের ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করে, তাঁর সামনে বিনত ও লাঞ্ছিত হয়, তাঁকে ভয় করে, তাঁর কাছে আশা রাখে, বিপদে তাঁর দিকেই ফিরে আসে, প্রয়োজনে তাঁকে ডাকে, কল্যাণের জন্য তাঁর ওপর ভরসা করে, তাঁরই আশ্রয় নেয় এবং তাঁর স্মরণে প্রশান্তি পায় ও তাঁর ভালোবাসায় স্থির হয়। আর এটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নয়। এই কারণেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য বাণী। এর অনুসারীরাই আল্লাহর পরিজন ও তাঁর দল। আর একে অস্বীকারকারীরা তাঁর শত্রু এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির পাত্র। এটি যখন সঠিক হয়, তখন এর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়, অবস্থা ও আধ্যাত্মিক আশ্বাদন সঠিক হয়ে যায়। আর বান্দা যদি এটি সঠিক করতে না পারে, তবে তার জ্ঞান ও কর্মে বিপর্যয় অনিবার্য।

২ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের 'বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ' (৩য় খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা); এটি ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) ও মুস্তাসনা বিষয়ক অত্যন্ত মূল্যবান একটি আলোচনা।

(ص: 38)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال ابن القيم: "الإله" هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة، وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
وقال ابن رجب: "الإله" هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه، وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: "لا إله إلا الله" وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.

وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفاء عظيم أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف.

وقال الطيبي: "الإله" فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم.

فدلت "لا إله إلا الله" على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَكُنْ

نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا { 1، فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتاً، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب.

فقوله في الحديث: "وحده لا شريك له" تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك البنائي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله! فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظاً ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظاً وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، كالحب والتعظيم، والخوف والرجاء، والتوكل والدعاء، وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب،

1 سورة الجن آية: 1-2.

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "ইলাহ" হলেন তিনি, যাঁর প্রতি অন্তরসমূহ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, অনুশোচনা, সম্মান, মহত্ত্ব, দৈন্যতা, বিনয়, ভয়, আশা এবং তাওয়াঙ্কুলের মাধ্যমে অনুরাগী হয়।

ইবনে রজব বলেন: "ইলাহ" হলেন তিনি, যাঁর আনুগত্য করা হয় এবং অবাধ্যতা করা হয় না; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা, ভালোবাসা, ভয় ও আশা, তাঁর ওপর তাওয়াঙ্কুল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা ও দুআর কারণে। আর এই সব কিছু মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য শোভা পায় না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলাহিয়াতের এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনোটিতে কোনো সৃষ্টিকে শরিক করল, তা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার ক্ষেত্রে তার ইখলাসের মধ্যে ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে এবং তার মধ্যে সেই পরিমাণ মাখলুকের দাসত্ব বিদ্যমান থাকবে যতটুকু সে তাতে লিপ্ত হয়েছে। আল-বিকায়ি বলেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ মহান রাজাধিরাজ ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ থাকার বিষয়টিকে চূড়ান্তভাবে নাকচ করা; নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হলো কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে মুক্তিদানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। আর এটি তখনই জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে যখন তা

উপকারী হবে; আর এটি তখনই উপকারী হবে যখন এর সাথে আনুগত্য এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল থাকবে; অন্যথায় এটি নিছক মূর্খতা।

আত-তীবি বলেন: "ইলাহ" শব্দটি 'ফি'আল' ওজনে 'মাফ'উল'-এর অর্থে ব্যবহৃত, যেমন 'কিতাব' শব্দটি 'মাকতুব' (লিখিত)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়; এটি 'আলাহা' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ইবাদত করা। ব্যাখ্যাকার বলেন: এটি আলেমদের বক্তব্যে বহুল প্রচলিত এবং তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত।

অতএব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে ইলাহিয়াতকে নাকচ করার এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইলাহিয়াতকে সাব্যস্ত করার প্রমাণ দেয়, সে সত্তা যাই হোক না কেন। আর এটিই সেই তাওহিদ যার দিকে রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার প্রমাণ দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা জিনদের সম্পর্কে বলেন: "বলুন, আমার প্রতি ওহি পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে এবং বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না।" ১।

সুতরাং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সেই ব্যক্তির কোনো উপকারে আসবে না যে এর না-সূচক ও হাঁ-সূচক অর্থ জানল না, তা বিশ্বাস করল না, গ্রহণ করল না এবং সে অনুযায়ী আমল করল না।

আর যে ব্যক্তি জ্ঞান, বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই এটি বলবে, আলেমদের বক্তব্যে পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে যে এটি নিছক মূর্খতা, ফলে নিঃসন্দেহে এটি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে।

হাদিসে বর্ণিত "তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই" উক্তিটি কালিমার মর্মার্থের তাকিদ ও ব্যাখ্যাস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে নবী ও রাসূলদের কাহিনীর মাধ্যমে এটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবরপূজারীরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ! তারা কতই না বড় শিরকে লিপ্ত হয়েছে যা ইখলাসের কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর পরিপন্থী! নিশ্চয়ই আরবের মুশরিক ও তাদের সমমনারা শব্দগত ও অর্থগতভাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কে অস্বীকার করত, কিন্তু এই মুশরিকরা শব্দগতভাবে এটিকে স্বীকার করলেও অর্থগতভাবে একে অস্বীকার করে। ফলে আপনি তাদের কাউকে দেখবেন যে এটি মুখে বলছে অথচ সে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করছে; যেমন ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন, ভয়, আশা, তাওয়াস্কুল ও দুআ এবং ইবাদতের অন্যান্য প্রকার। বরং তাদের শিরক তো আরবের মুশরিকদের শিরকের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি।

فَإِنْ أَحَدُهُمْ إِذَا وَقَعَ فِي شِدَّةٍ أَخْلَصَ الدُّعَاءَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ أَسْرَعَ
فِرْجًا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، بِخِلَافِ حَالِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَشْرِكُونَ فِي الرِّخَاءِ،
وَأَمَّا فِي الشَّدَائِدِ فَإِنَّمَا يَخْلُصُونَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} 1 الآية. فبهذا يتبين
أَن مُشْرِكِي أَهْلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ أَجْهَلُ بِاللَّهِ وَبِتَوْحِيدِهِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَمِنْ
قَبْلِهِمْ 2.

"وقوله: "وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" أَيُّ وَشَهِدَ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَلَى
نِيَّةِ تَكَرُّارِ الْعَامِلِ، وَمَعْنَى "الْعَبْدُ" هُنَا الْمَبْلُوكُ الْعَابِدُ، أَيُّ أَنَّهُ مَبْلُوكٌ لِلَّهِ تَعَالَى.
وَالْعِبُودِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَصْفُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} 3 فَأَعْلَى مَرَاتِبِ
الْعَبْدِ الْعِبُودِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَالرِّسَالَةُ، فَالْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الْخَلْقَ فِي هَاتَيْنِ
الْصِفَتَيْنِ الشَّرِيفَتَيْنِ. وَأَمَّا الرِّبُوبِيَّةُ وَالْإِلَهِيَّةُ فَهِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، لَا يَشْرِكُهُ فِي شَيْءٍ
مِنْهَا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. وَقَوْلُهُ: "عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" أَتَى بِهِمَا الصِّفَتَيْنِ
وَجَمَعَهُمَا دَفْعًا لِلْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَدْعِي أَنَّهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْرَطَ بِالْغُلُوِّ
قَوْلًا وَفِعْلًا، وَفَرَطَ بِتَرْكِ مُتَابَعَتِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْآرَاءِ الْمُخَالَفَةِ لَهَا جَاءَ بِهِ، وَتَعَسَّفَ فِي
تَأْوِيلِ أَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ بِصَرْفِهَا عَنْ مَدْلُولِهَا وَالصَّدُوفِ عَنِ الْإِنْقِيَادِ لَهَا مَعَ اطِّرَاحِهَا؛
فَإِنَّ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَقْتَضِي الْإِيْيَانَ بِهِ وَتَصْدِيقَهُ فِيهَا أَخْبَرُ، وَطَاعَتَهُ
فِيهَا أَمْرٌ، الْإِنْتِهَاءُ عَمَّا عَنْهُ نَهْيٌ وَزَجْرٌ؛ وَأَن يَعْظُمَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ،

1 سورة العنكبوت آية: 65.

2 في قرّة العيون: "قلت" وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله، وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفتته (لا إله إلا الله) من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلاً منهم، وقد قال تعالى:

39: 2 فاعبد الله مخلصاً له الدين. قال محيي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطوّلة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً وهو باب عظيم، به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثّر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. وقوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحسنت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسييس الحاجة إليه.

3 سورة الزمر آية: 36.

কেননা তাদের কেউ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের প্রতি একনিষ্ঠভাবে দোয়া করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, তা আল্লাহর চেয়ে তাদের জন্য দ্রুততর মুক্তিদানকারী। এটি আদি মুশরিকদের অবস্থার বিপরীত; কেননা তারা সুখের সময় শিরক করত, আর বিপদের সময় তারা একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদতকে একনিষ্ঠ করত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতঃপর তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে। কিন্তু তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখনই তারা শিরক করতে থাকে} ১ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান সময়ের মুশরিকরা আল্লাহ এবং তাঁর তাওহীদ সম্পর্কে আরবের মুশরিক ও তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়েও অধিক অজ্ঞ ২।

এবং তাঁর বাণী: "এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল" অর্থাৎ এর সাক্ষ্য প্রদান করা। এটি পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর অঙ্কিত হয়েছে পূর্বের আমিল (প্রভাবক) পুনরাবৃত্তির নিয়তে। এখানে "বান্দা" শব্দের অর্থ হলো মালিকানাধীন ইবাদতকারী, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তাআলার

মালিকানাধীন। বিশেষ দাসত্ব হলো তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?} ৩। সুতরাং বান্দার সর্বোচ্চ স্তর হলো বিশেষ দাসত্ব এবং রিসালাত (রাসূল হওয়া)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুটি সম্মানিত গুণের ক্ষেত্রে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণতা লাভ করেছেন। আর রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ হক, যার কোনো অংশেই কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবী শরীক হতে পারেন না। তাঁর বাণী: "তাঁর বান্দা ও রাসূল"—এই দুটি গুণ তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এ দুটির সমন্বয় করেছেন বাড়াবাড়ি ও অবহেলা (ইফরাত ও তাফরিত) প্রতিরোধের জন্য। কেননা তাঁর উম্মত হওয়ার দাবিদারদের মধ্যে অনেকেই কথা ও কাজে চরমপন্থার (গুলু) মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করেছে, আবার অনেকে তাঁর অনুসরণ ত্যাগ করে অবহেলা বা শিথিলতা প্রদর্শন করেছে এবং তাঁর আনীত আদর্শের বিপরীত মতামতের ওপর নির্ভর করেছে। তারা তাঁর সংবাদ ও বিধানসমূহকে তার মূল অর্থ থেকে সরিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য করার পরিবর্তে তা বর্জন করেছে। কেননা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য দেওয়ার দাবি হলো যা তিনি সংবাদ দিয়েছেন তাতে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাতে তাঁর আনুগত্য করা এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন ও ধমক দিয়েছেন তা বর্জন করা; এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করা,

১ সূরা আল-আনকাবুত আয়াত: ৬৫।

২ কুররাতুল উইউনে আছে: "আমি বলছি" এই পরবর্তী লোকেরা ইলাহ শব্দের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা অর্থের প্রকৃত রূপকে রুবুবিয়াহর তাওহীদের অর্থের দিকে পরিবর্তন করে ফেলেছে, যা হলো সৃষ্টি করার সক্ষমতা। ফলে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) শিরকের যা কিছু প্রত্যাখ্যান করেছে তারা অজ্ঞতাবশত তা সাব্যস্ত করেছে, আর ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার যে নির্দেশ এটি প্রদান করেছে তা তারা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন (৩৯:২): সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করো দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে। মহিউদ্দিন আন-নববী রহ. বলেছেন: জেনে রাখো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অধ্যায়টি দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে এর খুব সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। এটি একটি মহান অধ্যায়, যার ওপর যাবতীয় বিষয়ের স্থায়িত্ব ও মূল ভিত্তি নির্ভর করে। যখন পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তখন শাস্তি নেককার ও বদকার সকলকে গ্রাস করে। "এই বর্তমান সময়"

বলতে তিনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীকে বুঝিয়েছেন। যদি তখনকার অবস্থা এই হয়, তবে দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ের ব্যাপারে কী ধারণা করা যায়, যখন দ্বীনের অপরিচিতি (গুরবাহ) দৃঢ় হয়ে গেছিল! আমাদের শাইখ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—এই কালিমার ব্যাখ্যায় এক অপূর্ব ও স্পষ্ট আলোচনা করেছেন যার কোনো নজির আগে পাওয়া যায় না, সুতরাং বিশেষ প্রয়োজনে তা দেখে নেওয়া উচিত।
৩ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৩৬।

(ص: 40) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من كان¹. والواقع اليوم وقبله - ممن يتنسب إلى العلم من القضاة والبفتين - .
خلاف ذلك، والله المستعان.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: " إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سيئته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثله، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً² ". قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعباً يقول مثل ما قال ابن سلام³.

قوله: "وأن عيسى عبد الله ورسوله" أي خلافاً لما يعتقد النصارى أنه الله أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ } 4 فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله⁵ على علم ويقين بأنه مملوك لله.

1 في قرّة العيون: وأن لا تعارض بقول أحد؛ لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى، وأمرنا بطاعته والتأسي به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى: 33: 36 (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الآية. وقال: 63: 24 (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك". وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم لا سيما من العلماء كما لا يخفى.

2 صحيح: الدارمي (5/1) في المقدمة: باب صفة النبي في الكتب قبل مبعثه. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب البيوع (2125): باب كراهية السخب في الأسواق ثم أشار إلى رواية ابن سلام هذه. وأخرجه الآجري في الشريعة ص (449) من طريق آخر عن ابن سلام وإسناده صحيح.

3 آخر روايه الدارمي "ج 1 ص 5" وفي الرواية عن كعب: "نجدته مكتوباً في التوراة".
4 سورة المؤمنون آية: 91.

5 في قرّة العيون: فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا: ابن الله، وطائفة قالوا: ثالث ثلاثة. يعنون عيسى وأمه. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله كيلاً) والآيات بعدها.

وقال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) في مواضع من سورة البائدة. وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهدي.

এবং এর ওপর অন্য কারও কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না, তিনি যেই হোন না কেন^১। আর বর্তমানের বাস্তবতা এবং এর পূর্বের বাস্তবতাও—বিচারক এবং মুফতিদের মধ্যে যারা নিজেদের ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করেন—এর বিপরীত, আর আল্লাহই সাহায্যস্থল। আর দারেমি তাঁর মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলি পাই যে: আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং নিরক্ষরদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা এবং রাসূল। আমি আপনার নাম দিয়েছি মুতাওয়াঙ্কিল (নির্ভরকারী)। তিনি কক্কশ নন, কঠোর নন, বাজারে শোরগোলকারী নন। তিনি মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দেন না, বরং ক্ষমা করেন ও মার্জনা করেন। আমি তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দেব না যতক্ষণ না তিনি বক্র মিল্লাতকে সোজা করেন এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; যার মাধ্যমে তিনি অন্ধ চোখ, বধির কান এবং মোহরযুক্ত অন্তরসমূহ খুলে দেবেন^২।" আতা ইবনে ইয়াসার বলেন: এবং আবু ওয়াকিদ আল-লায়সি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি কা'বকে ইবনে সালামের মতো কথা বলতে শুনেছেন^৩। তাঁর উক্তি: "এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল", অর্থাৎ নাসারাদের বিশ্বাসের বিপরীতে যে, তিনি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র, অথবা তিনের তৃতীয়। তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে ও মহান। {আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই}^৪। সুতরাং অবশ্যই ইলম ও ইয়াকিনের সাথে এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে, ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল^৫, এই বিশ্বাসে যে তিনি আল্লাহর মালিকানাধীন বান্দা,

^১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এবং যেন কারও কথার মাধ্যমে (রাসূলের কথার) বিরোধিতা করা না হয়; কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য যে কারও ক্ষেত্রে ভুল হওয়া সম্ভব, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ তাআলা নিষ্পাপ করেছেন এবং আমাদের তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহান আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে: ৩৩: ৩৬ (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে কোনো মুমিন নর বা নারীর সেই বিষয়ে কোনো এখতিয়ার

থাকে না) আয়াত। এবং তিনি বলেছেন: ৬৩: ২৪ (সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক থাকে যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা আসবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব আপতিত হবে)। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হলো শিরক; সম্ভবত সে যখন তাঁর (রাসূলের) কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তখন তার অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে এবং সে ধ্বংস হয়ে যাবে।" অনুসরণের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়েছে এবং তা ছেড়ে দিয়ে যাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের কথাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে আলেমদের পক্ষ থেকে, যা গোপন নয়।

২ সহিহ: দারেমি (১/৫) মুকাদ্দিমায়: অধ্যায়: নবুওয়াতের আগে কিতাবসমূহে নবীর গুণাবলি। আর বুখারি এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে 'কিতাবুল বুয়ু' (২১২৫) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: বাজারে শোরগোল করার অপছন্দনীয়তা, এরপর তিনি ইবনে সালামের এই বর্ণনার দিকে ইশারা করেছেন। আর আজুরি এটি 'আশ-শারিয়াহ' (পৃষ্ঠা ৪৪৯) গ্রন্থে ইবনে সালাম থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহিহ।

৩ দারেমির বর্ণনার শেষ অংশ "১ম খণ্ড, ৫ম পৃষ্ঠা" এবং কা'বের বর্ণনায় রয়েছে: "আমরা তাওরাতে এটি লিখিত পাই।"

৪ সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯১।

৫ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে সেই হকের বর্ণনা রয়েছে যা বিশ্বাস করা ওয়াজিব যেমনটি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে এসেছে, এবং এতে কাফের নাসারাদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা তিনটি দল: একদল বলে: ঈসা নিজেই আল্লাহ, একদল বলে: আল্লাহর পুত্র, এবং একদল বলে: তিনের তৃতীয়। তারা ঈসা ও তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে সত্য বর্ণনা করেছেন এবং বাতিলকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন: (হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া কিছু বোলো না। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ মাত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান আনো এবং বোলো না যে, আল্লাহ তিন। এ থেকে বিরত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তো কেবল এক ইলাহ, তিনি সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট) এবং এর পরের আয়াতসমূহ। এবং আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদার বিভিন্ন স্থানে বলেছেন:

(নিশ্চয়ই তারা কুফরি করেছে যারা বলে যে, আল্লাহই হলেন মারইয়াম তনয় মসীহ), আর মসীহ (আলাইহিস সালাম) দোলনায় থাকা অবস্থায় যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন।

(ص: 41) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} 1 فليس ربا ولا إلها. سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَرًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} 2 . وقال: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا} 3، ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغى، لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه عبد الله ورسوله. قوله: "وكلمته" إنما سبي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى: "كن" كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية 4: "بالكلمة التي ألقاها إلى

1 سورة آل عمران آية: 59.

2 في قرّة العيون: فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلّكه نجا ومن خرج منه هلك. وقال تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المبتدئين) فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا ووافيا، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون.

3 سورة النساء آية: 172.

4 صفحة 20 طبعة عيسى الحلبي وأولاده في باب: ثم إن الجهمي ادعى أمرا فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ قال: قول الله: (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم) وعيسى مخلوق.

তিনি তাকে পুরুষ ব্যতিরেকেই এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বললেন: ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল} ১ সুতরাং তিনি রব নন এবং ইলাহও নন। তারা যা শরিক করে তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর সে (মারইয়াম) তার দিকে ইশারা করল। তারা বলল, ‘যে দোলনায় রয়েছে এমন শিশুর সাথে আমরা কীভাবে কথা বলব?’ সে (শিশু ঈসা) বলল, ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে যতক্ষণ আমি জীবিত থাকি। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আর আমার ওপর শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।’ এই হলেন মারইয়াম-পুত্র ঈসা। সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে। আল্লাহর জন্য কোনো সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নয়, তিনি অতি পবিত্র। যখন তিনি কোনো কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু তাকে বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল পথ} ২। এবং তিনি

বলেছেন: {মসীহ আল্লাহর বান্দা হতে কখনো অবজ্ঞা পোষণ করেন না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও নয়। আর যারা তাঁর ইবাদতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে এবং অহঙ্কার করবে, তিনি তাদের সকলকে অচিরেই তাঁর নিকট একত্র করবেন} ৩। আর মুমিন ব্যক্তি তার শত্রুদের অর্থাৎ ইয়াহুদীদের বক্তব্যের অসারতার ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি (ঈসা) জারজ সন্তান—আল্লাহ তাআলা তাদের লানত করুন। সুতরাং তাদের (ইয়াহুদীদের) বক্তব্য সম্পর্কে অবগত এমন কারো ইসলাম ততক্ষণ সঠিক হবে না যতক্ষণ না সে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উভয় দলের বক্তব্য থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিশ্বাস করবে যে: তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

তাঁর কথা: "এবং তাঁর বাণী (কালিমা)"। ঈসা আলাইহিস সালাম-কে 'কালিমা' (বাণী) বলা হয়েছে কারণ আল্লাহ তাআলার বাণী "হও" (কুন) দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব হয়েছে, যেমনটি পূর্বসূরী (সালাফ) মুফাসসিরগণ বলেছেন। ইমাম আহমাদ জ্যাহমিয়াদের খণ্ডনে ৪ বলেছেন: "সেই কালিমার মাধ্যমে যা তিনি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন..."

১ সূরা আল-ইমরান আয়াত: ৫৯।

২ কুররাতুল উয়ূন-এ রয়েছে: আল্লাহ তাআলা সেই সরল পথ বর্ণনা করেছেন যে তাতে চলবে সে মুক্তি পাবে, আর যে তা থেকে বিচ্যুত হবে সে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বললেন: 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে সরল পথ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর তাওহীদের ওপর তাঁর প্রমাণাদি দাখিল করেছেন, যার ফলে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাতিলকে অসার করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

৩ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৭২।

৪ ঈসা আল-হালাবী ও তাঁর পুত্রদের সংস্করণের ২০ পৃষ্ঠা, এই অধ্যায়ে: তারপর জ্যাহমি একটি দাবি তুলে বলল: আমরা আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াত পেয়েছি যা প্রমাণ করে যে কুরআন সৃষ্ট। আমরা বললাম: কোন আয়াত? সে বলল: আল্লাহর বাণী: (নিশ্চয়ই মসীহ মারইয়াম-পুত্র ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের দিকে নিষ্ক্ষেপ করেছেন) আর ঈসা তো সৃষ্ট।

مريم حين قال له: "كن" فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو "كن"، ولكن بكن كان، فكن من الله تعالى قول، وليس "كن" مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى" انتهى.

قوله: "ألقاها إلى مريم" قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له: "كن فكان"، والروح التي أرسل بها: هو جبريل عليه السلام.

وقوله: "وروح منه"1. قال أبي بن كعب: "عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله

1 الظاهر أن معنى "وروح منه" أنه كغيره من بني آدم الذي يقول الله فيه: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) كما مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم. والله أعلم. وقال في قرّة العيون: أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم كما قال تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) الآية. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال: "نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فأشتملت عليه". وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكبها انتهى مختصرا. فجبريل نفخ والله خلق بقول: "كن" فكان. كما قال تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: (وروح منه) . فقال في الجواب: هذا ليس خاصا بعيسى

عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها. كما قال تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه) أي خلقاً وإيجاداً، وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله؛ فإنهم كانوا هم والنصارى على طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغى، قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضللاً بعيداً، نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب (7: 33) والشورى (42: 13) وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا فقال: (واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل)، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم -صلوات الله وسلامه- عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

মরিয়মকে যখন তিনি বললেন: "হও", তখন 'হও' বাণীর মাধ্যমে ঈসা অস্তিত্ব লাভ করলেন। ঈসা নিজে 'হও' শব্দ নন, বরং 'হও' বাণীর মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি হয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে 'হও' হলো একটি কথা, আর 'হও' শব্দটি সৃষ্টি নয়। ঈসার বিষয়ে নাসারা ও জাহমিয়ারা আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করেছে।" সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: "তিনি তা মরিয়মের কাছে নিষ্ক্ষেপ করেছেন" প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন: তিনি তাকে সেই বাণীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন যা নিয়ে জিবরাঈলকে মরিয়মের নিকট পাঠানো হয়েছিল, অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লার নির্দেশে তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেন। ফলে ঈসা আল্লাহর সম্মতিতে অস্তিত্ব লাভ করেন। সুতরাং তিনি সেই বাণীর ফসল যা তাঁকে বলা হয়েছিল: "হও, ফলে তিনি হলেন।" আর যে রুহ পাঠানো হয়েছিল তা হলো জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।

এবং তাঁর বাণী: "এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ"১। উবাই ইবনে কাব বলেন: "ঈসা হলেন সেই রুহগুলোর একটি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন

১ প্রকাশ্যত "এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ" এর অর্থ হলো তিনি আদম সন্তানদের অন্যান্যদের মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: (অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁ দেব) যেমনটি অন্য আয়াতে তাঁকে আদমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: অর্থাৎ সেই রুহগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা তিনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছিলেন এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তিনি তাদের প্রতিপালক ও উপাস্য, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী রাখলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি) আয়াত। ঈসার রুহ সেই সব রুহেরই অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ইবনে জারীর ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "জিবরাঈল মরিয়মের কামিজের গলায় ফুঁ দিয়েছিলেন যার ফলে সেই ফুঁ জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তিনি গর্ভবতী হন।" সুদী থেকে বর্ণিত যে, ফুঁ তাঁর বক্ষদেশে প্রবেশ করেছিল যার ফলে তিনি গর্ভবতী হন। ইবনে জুরাইজ বলেন: তারা বলে যে কেবল তাঁর কামিজের গলায় ও হাতায় ফুঁ দেওয়া হয়েছিল। সংক্ষেপে সমাপ্ত। জিবরাঈল ফুঁ দিয়েছেন আর আল্লাহ "হও" বাণীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি হয়ে গেলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: (অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁ দেব)। সেই সত্তা পবিত্র যিনি ব্যতীত অন্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। জনৈক নাসারা (খ্রিস্টান) জনৈক মুসলিম আলেমের নিকট আল্লাহর বাণী "এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ" নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন: এটি কেবল ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত সৃষ্টিই অনুরূপ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: (আর তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে)। অর্থাৎ সৃষ্টি ও অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার দিক থেকে। ঈসাও তদ্রূপ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মতোই যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও অস্তিত্ব দান করেছেন। এই হাদীসে আল্লাহর শত্রু এবং তাঁর নবী ও রাসূলদের শত্রু ইহুদিদের খণ্ডন করা হয়েছে; কেননা তারা এবং নাসারারা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিল। তারা তাঁকে ব্যভিচারজাত সন্তান বলে অপবাদ দিয়েছিল, আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তাদের দাবিকে বাতিল করেছেন যেমনটি তিনি নাসারাদের

চরমপন্থীদের দাবিকেও পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে বাতিল করেছেন। কেননা নাসারারা ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি, কুফর ও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে, আর ইহুদিরা তাঁর হকের ক্ষেত্রে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। উভয় দলই সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বহু স্থানে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সত্য ও সঠিক বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মাসীহ আলাইহিস সালামের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন এবং তাঁকে সূরা আহযাব ও সূরা শূরায় বর্ণিত পাঁচজন উলুল আযম রাসূলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন যেন তিনি তাদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করেন, তাই তিনি বলেছেন: (অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাসূলগণ)। তাঁরই নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ রাসূল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁর ওপর এবং সকল নবী ও রাসূলদের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

(ص: 43) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

تعالى واستنطقها بقوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ} 1 بعثه الله إلى مريم فدخل فيها". رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: {سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} 2 فالمعنى أنه كائن منه؛ كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته.

قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.. "3 أخرجاه.

بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره.

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين:

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها؛ فهذا شامل لجميع المخلوقات، كقولهم: سماء الله، وأرض الله. فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه؛ كما خص البيت العتيق لعبادة فيه لا تكون في غيره. وكما يقال في مال الخس والفيء: هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه دينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقها. اهـ ملخصاً.

قوله: " والجنة حق والنار حق " أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدّها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدّها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} 4. وقال تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} 5. وقال تعالى {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

1 سورة الأعراف آية: 172.

2 سورة الجاثية آية: 13.

3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3435) ، ومسلم: الإيمان (28) ، والترمذي: الإيمان (2638) ، وأحمد (313/5، 318/5) . 4 سورة الحديد آية: 21.
5 سورة البقرة آية: 24.

মহান আল্লাহ তাদের বাকশক্তি দান করেন এই বলে: "আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই।" আল্লাহ তাকে (রুহকে) মারইয়ামের নিকট পাঠালেন এবং সেটি তার ভেতরে প্রবেশ করল। এটি বর্ণনা করেছেন আবদ বিন হুমাইদ, মুসনাদের যাওয়াইদ অংশে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, ইবনে জারির, ইবনে আবি হাতিম এবং অন্যান্যরা। হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: তাকে (ঈসাকে) 'তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এর অর্থ হলো তিনি তাঁর পক্ষ থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তিনি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োজিত করেছেন।" সুতরাং অর্থ হলো, এটি তাঁর পক্ষ থেকে অস্তিত্বশীল; যেমন অন্য আয়াতের অর্থ হলো যে, তিনি এই বস্তুগুলোকে তাঁর পক্ষ থেকে অস্তিত্বশীল হিসেবে নিয়োজিত করেছেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর ক্ষমতা ও হিকমতের মাধ্যমে এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব দান করেছেন। শায়খুল ইসলাম বলেন: মহান আল্লাহর দিকে যা কিছু সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তা যদি এমন কোনো অর্থ বা গুণ হয় যা নিজে নিজে অবস্থান করতে পারে না এবং আর জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য; আল্লাহ তাকে তার আমল যাই হোক না কেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটি তারা দুজন (বুখারি ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন। অন্য কোনো সৃষ্টির সাথে (সম্পৃক্ত না হয়ে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়), তবে তা মহান আল্লাহর একটি গুণ হওয়া আবশ্যিক যা তাঁর সত্তায় বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ সৃষ্টি বা রুবুবিয়াতের অধীন কোনো কিছুর সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। আর যদি সম্বন্ধযুক্ত বিষয়টি এমন কোনো সত্তা হয় যা নিজে নিজে অবস্থান করে, যেমন ঈসা ও জিবরাইল (আলাইহিসসালাম) এবং আদম সন্তানদের রুহসমূহ, তবে তা মহান আল্লাহর গুণ হওয়া অসম্ভব; কারণ যা নিজে নিজে অবস্থান করে তা অন্যের গুণ হতে পারে না। তবে মহান আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত সত্তা বা বস্তুসমূহ দুই প্রকার: প্রথমত: আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এ কারণে যে তিনি তা সৃষ্টি ও উদ্ভাবন করেছেন; এটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়: আল্লাহর আকাশ, আল্লাহর জমিন। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর বান্দা এবং সমস্ত সম্পদ আল্লাহর সম্পদ।

দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এমন কোনো বিশেষ অর্থের কারণে যা তিনি পছন্দ করেন, নির্দেশ দেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন; যেমন তিনি বাইতুল আতিককে (কাবা) সেখানে ইবাদত করার জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন যা অন্য কোথাও নেই। এবং যেমন খুমুস ও ফাই-এর সম্পদের ক্ষেত্রে বলা হয়: এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ‘আল্লাহর বান্দা’ বলতে তাদের বোঝায় যারা তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর নির্দেশ পালন করে। সুতরাং এই সম্বন্ধটি তাঁর উলুহিয়াত, শরিয়ত ও দ্বীনকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর পূর্বের সম্বন্ধটি তাঁর রুবুবিয়াত ও সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: "জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য" অর্থাৎ তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে জান্নাত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, তা সত্য; অর্থাৎ তা সুনিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে জাহান্নাম সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, তাও একইভাবে সত্য ও সুনিশ্চিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: "সুতরাং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর

১. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৭২।

২. সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ১৩।

৩. বুখারি: আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম অধ্যায় (৩৪৩৫), মুসলিম: ঈমান অধ্যায় (২৮), তিরমিজি: ঈমান অধ্যায় (২৬৩৮), আহমাদ (৫/৩১৩, ৫/৩১৮)। ৪. সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২১।

৫. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৪।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ { وفي الآيتين ونظائرها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافاً للمبتدعة¹. وفيهما الإيمان بالمعاد.

ولهما في حديث عتبان: " فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " 2.

وقوله: " أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية: " أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء ". قال الحافظ: معنى قوله: " على ما كان من العمل " أي من صلاح أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله: " على ما كان من العمل " أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات.

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره صلي الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.

قال: "ولهما في حديث عتبان:

" فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " 3.

قوله: "ولهما" أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان 3.

1 في قرّة العيون: ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسول؛ فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك.

2 البخاري: الصلاة (425) ، ومسلم: الإيمان (33) .

3 في قرّة العيون: اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: "من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك، والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن لم يكن مخلصاً فهو مشرك ومن لم يكن صادقاً فهو منافق، والمخلص أن يقولها مخلصاً الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى، وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل عليه السلام: (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) . وقالت بلقيس: (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) . وقال الخليل عليه السلام: (إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) . والحنيف: هو الذي ترك الشرك رأساً وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم، وأخلص أعباله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) فأسلام الوجه هو إخلاص العبادة المُنَافِي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجمالاً. فهذا هو الذي يعنيه قوله: (لا إله إلا الله) ، ولهذا قال تعالى: (فقد استمسك بالعروة الوثقى) ، وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق، فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بها يناقضها؛ فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيًا وإثباتًا. والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بها وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له، فإذا انتفى اليقين وقع الشك. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "غير شاك" فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله: "صدقاً من قلبه، خالصاً من قلبه" وكذلك من قالها غير صادق في قوله. فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة

الشرك للإخلاص، ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه، والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله: "لا إله إلا الله" كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون: "لا إله إلا الله" وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه 43: 26، 27، 28: (إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة بأقية في عقبه) وهي "لا إله إلا الله" وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره، وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص، كان قوله لهذه الكلمة كذباً منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعبادة ورضيه لهم.

যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে}। এই দুই আয়াত এবং এর সমজাতীয় অন্যান্য দলিলে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্টি অবস্থায় বিদ্যমান, যা বিভ্রান্ত বিদআতিদের মতের পরিপন্থী। ১ এই উভয় আয়াতে পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় উত্বান বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করেছেন, যে আল্লাহর চেহারার (সম্ভৃষ্টির) প্রত্যাশায় 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' বলে সাক্ষ্য দেয়।" ২

রাসূলুল্লাহর (সা.) বাণী: "আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যেমনই হোক না কেন" - এই বাক্যটি শর্তের জওয়াব হিসেবে এসেছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে: "আল্লাহ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনোটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করাবেন।" হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: "তার আমল যেমনই হোক" কথাটির অর্থ হলো, আমল নেক হোক বা গুনাহ; কারণ তাওহিদপন্থীদের জান্নাতে প্রবেশ অনিবার্য। এর আরও একটি অর্থ হতে পারে যে,

জান্নাতবাসীরা তাদের নিজ নিজ আমলের স্তর অনুযায়ী জান্নাতের বিভিন্ন মাকাম বা স্তরে প্রবেশ করবে।

কাজি ইয়াজ বলেন: উবাদাহ-এর হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উল্লেখ করেছেন তা বলবে এবং শাহাদাতদ্বয়ের সাথে প্রকৃত ইমান ও তাওহিদকে যুক্ত করবে, যা এই হাদিসে এসেছে। ফলে তার এমন পুণ্য অর্জিত হবে যা তার পাপের পাল্লাকে ভারী করে দেবে এবং তা তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা, রহমত ও প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ অনিবার্য করবে।

তিনি বলেন: "বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় উত্বান বর্ণিত হাদিসে এসেছে:

নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করেছেন, যে আল্লাহর চেহারার প্রত্যাশায় 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' বলে।"

"তাদের উভয়ের বর্ণনায়" অর্থাৎ ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তাদের দুই সহিহ গ্রন্থে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি শাইখাইন (বুখারি ও মুসলিম) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ। ৩

১ কুরাতুল উয়ুন গ্রন্থে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর ইমান রাখে না, সে মূলত কুরআন ও রাসূলগণের ওপর কুফরি করল। কেননা আল্লাহ তাআলা জান্নাত এবং তাতে বিদ্যমান চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এটি মুত্তাকিদদের আবাসস্থল। একইভাবে তিনি জাহান্নাম ও তাতে বিদ্যমান আজাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি তা কাফের ও মুশরিকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

২ বুখারি: সালাত অধ্যায় (৪২৫), এবং মুসলিম: ইমান অধ্যায় (৩৩)।

৩ কুরাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: লেখক হাদিসটিকে সংক্ষেপ করেছেন এবং এর থেকে ঐ অংশটি উল্লেখ করেছেন যা পরিচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর তা হলো: "যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারার প্রত্যাশায় আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই বলবে"। এটিই হলো এই বাক্যের সেই প্রকৃত অর্থ যা ইখলাস এবং শিরক বর্জনের ওপর প্রমাণ দেয়। সততা (সিদ্দক) ও নিষ্ঠা (ইখলাস) একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। যদি নিষ্ঠা না থাকে তবে সে মুশরিক, আর যদি সত্যবাদিতা না থাকে তবে সে মুনাফিক। নিষ্ঠাবান বা مخلص ব্যক্তি হলো সে, যে ইলাহত্বকে কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে, যার যোগ্য তিনি ছাড়া

আর কেউ নেই। এই তাওহিদই হলো ইসলামের ভিত্তি যা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: (হে আমাদের রব, আমাদের আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আপনার অনুগত এক উম্মত সৃষ্টি করুন)। বিলকিস বলেছিলেন: (হে আমার রব, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর অনুগত হলাম)। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: (আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরলাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)। হানিফ বা একনিষ্ঠ ব্যক্তি হলো সে, যে শিরককে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং শিরককারীদের থেকে পৃথক হয়ে যায় ও তাদের শত্রু মনে করে। সে তার প্রকাশ্য ও গোপন সকল আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয় এবং সে সৎকর্মশীল হয়, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল)। আল্লাহর কাছে চেহারা বা নিজেকে সঁপে দেওয়ার অর্থ হলো ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদন করা যা শিরক ও নিফাকের পরিপন্থী, এটিই এই আয়াত ও এর সমজাতীয় আয়াতগুলোর সর্বসম্মত অর্থ। "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন: (সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল)। এর বিপরীতে যারা মুখে এই কালিমা বলে কিন্তু মৃত বা অনুপস্থিত কারো কাছে দোয়া করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে—যাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই—তাদের অবস্থা ভিন্ন; যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তারা মুখে এটি বললেও এমন কাজে লিপ্ত যা এই কালিমার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এই কালিমা তার উচ্চারণকারীকে ততক্ষণ কোনো উপকার করবে না যতক্ষণ না সে এর মর্মার্থ সম্পর্কে জ্ঞান (নফি ও ইসবাত বা নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক) লাভ করে। এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি মুখে এটি বললেও কোনো লাভ হবে না, কারণ সে জানে না যে আরবি ভাষায় এই কালিমাটি শিরক দূর করার জন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে যদি কেউ এর অর্থ জানলেও তাতে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) না রাখে, তবে সেখানে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। হাদিসে একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে: "সন্দেহ পোষণ না করে"। সুতরাং এটি কেবল তাকেই উপকৃত করবে যে জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি বলবে। যেমন হাদিসে এসেছে: "অন্তর থেকে সত্য মনে করে, অন্তর থেকে নিষ্ঠার সাথে"। একইভাবে যে ব্যক্তি মুখে বললেও অন্তরে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, তার কোনো উপকার হবে না; কারণ তার অন্তর তার জিহ্বার বিরোধী, যেমনটি ছিল মুনাফিকদের অবস্থা—যারা মুখে তা বলত যা তাদের অন্তরে ছিল না। তদ্রূপ কোনো মুশরিকের পক্ষ থেকেও এটি

কবুল হবে না, কারণ শিরক ও ইখলাস পরস্পরবিরোধী। এই কালিমাটি মূলত শিরক বর্জন ও একমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করার ওপর প্রমাণ দেয়। যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই, তার "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" বলা কোনো কাজে আসবে না। যেমনটি ছিল অনেক মূর্তিপূজারীদের অবস্থা, তারা মুখে কালিমা বললেও এর দাবি অনুযায়ী ইখলাসকে অস্বীকার করত এবং তাওহিদপন্থীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত ও শিরককে সহযোগিতা করত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: (তোমরা যাদের পূজা করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। আর তিনি একে তাঁর বংশধরদের মধ্যে এক চিরন্তন বাণী হিসেবে রেখে গেছেন)। এই চিরন্তন বাণীই হলো "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই"। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর অর্থ ও মর্মার্থ ব্যক্ত করেছিলেন, আর তা হলো শিরক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং কেবল আল্লাহর জন্য ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা। একইভাবে যে ব্যক্তি এই কালিমা বলল কিন্তু এর মর্মার্থ গ্রহণ করল না, তার এই দাবি মিথ্যা। বরং সে এর প্রকৃত অর্থের উল্টো কাজ করল; অর্থাৎ যা বর্জন করার কথা ছিল (শিরক) সেটিকে সে আঁকড়ে ধরল এবং যা সাব্যস্ত করার কথা ছিল (ইখলাস) সেটিকে সে বর্জন করল। আমরা যা উল্লেখ করলাম তা-ই হলো বর্তমান উম্মতের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা, যার মূল কারণ হলো এই কালিমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, যা তাকে সত্য গ্রহণ করা এবং আল্লাহর প্রেরিত তাওহিদ থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

(ص: 45) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

وعتبان بكسر الميم بعدها مثناة فوقية ثم موحدة، ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري، من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور، مات في خلافة معاوية.

আর ইতবান (নামটি) নুকতাহীন বর্ণে (আইন) কাসরা (যের) যোগে, এরপর উপরে দুই নুকতা বিশিষ্ট বর্ণ (তা), অতঃপর এক নুকতা বিশিষ্ট বর্ণ (বা) সহযোগে; তিনি মালিক বিন আমর বিন

আল-আজলান আল-আনসারীর পুত্র, বনু সালিম বিন আউফ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী; তিনি মুয়াবিয়া-এর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

(ص: 46) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: " يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلاثا - قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلموا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثبا " 1 وساق بسند آخر: حدثنا معتبر قال: سمعت أبي، قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: " من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلموا ".

قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص.

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: " خالصا من قلبه غير شك فيها بصدق ويقين " فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث

بأنه: " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة " 2.

وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: "سعت الناس يقولون شيئاً فقلته 3". وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} 4.

1 البخاري: العلم (128)، ومسلم: الإيمان (32).

2 البخاري: التوحيد (7410)، ومسلم: الإيمان (193)، والترمذي: صفة جهنم (2593)، وابن ماجه: الزهد (4312)، وأحمد (116/3، 173/3، 276/3).

3 في حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم في سؤال القبر.

4 سورة الزخرف آية: 23.

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর সনদের মাধ্যমে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আনাস বিন মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুয়ায তাঁর সওয়ারির পেছনে ছিলেন। তিনি বললেন: "হে মুয়ায!" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত ও আপনার সেবায় প্রস্তুত।" তিনি বললেন: "হে মুয়ায!" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত ও আপনার সেবায় প্রস্তুত।" তিনি আবারও বললেন: "হে মুয়ায!" তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত ও আপনার সেবায় প্রস্তুত।" - এভাবে তিনবার হলো - তিনি বললেন: "এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে নিজের অন্তর

থেকে সত্যতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।" মুয়ায (রা.) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি মানুষকে এই সংবাদ দেব না যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?" তিনি বললেন: "তাহলে তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।" মুয়ায (রা.) তাঁর মৃত্যুর সময় পাপের ভয়ে (অর্থাৎ জ্ঞান গোপন করার গুনাহ থেকে বাঁচতে) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন। ১ এবং তিনি অন্য একটি সনদে উল্লেখ করেছেন: মুতামির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আনাসকে বলতে শুনেছি যে, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায বিন জাবালকে বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে সে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" মুয়ায বললেন: "আমি কি মানুষকে সুসংবাদ দেব না?" তিনি বললেন: "না, আমি ভয় করছি যে তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।"

আমি বলছি: এই প্রসঙ্গের মাধ্যমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) সাক্ষ্য প্রদানের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এটিও প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি সত্যতা, দৃঢ় বিশ্বাস এবং একনিষ্ঠতার সাথে এটি বলবে, এর মধ্যে শিরক বর্জন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা বলেছেন: এই হাদিস এবং এই জাতীয় হাদিসগুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এটি বলেছে এবং এর ওপর মৃত্যুবরণ করেছে, যেমনটি শর্তযুক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে: "নিজের অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে, এতে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে, সত্যতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে।" কারণ তাওহীদের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ হলো সামগ্রিকভাবে আত্মার আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্তে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; কারণ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হলো আল্লাহর দিকে অন্তরের এমনভাবে ধাবিত হওয়া যাতে সে গুনাহ থেকে একনিষ্ঠভাবে তওবা করে। যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে তা লাভ করবে। কেননা এটি মুতাওয়াতির হাদিসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত যে: "জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকে বের করা হবে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং যার অন্তরে এক যব পরিমাণ, এক সরিষার দানা পরিমাণ বা একটি অণু পরিমাণও কল্যাণ রয়েছে।" ২।

আরও মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীদের মধ্য থেকে অনেকেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে বের হবে। আরও মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ আদম সন্তানের সিজদার চিহ্নসমূহ ভক্ষণ করা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করত এবং সিজদা করত। এবং এটি মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং যে সাক্ষ্য দিবে যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল', আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। তবে এগুলো অত্যন্ত ভারী শর্তাবলীতে আবদ্ধ। যারা এই কালিমা পাঠ করে তাদের অধিকাংশ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানে না এবং তাদের অধিকাংশ এটি কেবল অন্ধ অনুকরণ বা অভ্যাসগতভাবে পাঠ করে, আর ঈমানের মিষ্টতা তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেনি। আর মৃত্যুর সময় এবং কবরে ফিতনার সম্মুখীন হওয়াদের অধিকাংশ হবে এই পর্যায়ে লোক, যেমনটি হাদিসে এসেছে: "আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি তাই আমিও তা বলেছি" ৩। এদের অধিকাংশ কাজই হলো তাদের অনুরূপ লোকদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ মাত্র। তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর সবচেয়ে নিকটবর্তী লোক: {আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এক আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি} ৪।

১ বুখারী: ইলম (১২৮), মুসলিম: ঈমান (৩২)।

২ বুখারী: তাওহীদ (৭৪১০), মুসলিম: ঈমান (১৯৩), তিরমিযী: সিফাতু জাহান্নাম (২৫৯৩), ইবনে মাজাহ: যুহদ (৪৩১২), আহমাদ (৩/১১৬, ৩/১৭৩, ৩/২৭৬)।

৩ কবরের সওয়াল-জওয়াব সম্পর্কে বারা বিন আযিব (রা.) বর্ণিত হাদিসে যা সুনান গ্রন্থকারগণ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

৪ সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩।

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لها حرم الله، ولا كراهة لها أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص، وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين، لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مصرا على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة¹. فيحرم على النار. ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك؛ فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيدية، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة.

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة، فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر؛ فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف: قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم، أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير

يقين وصدق ويحيون على ذلك، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسا القلب عن قولها، وكرة العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غير الله، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث.

1 سيأتي في صفحة 50.

এমতাবস্থায় হাদিসসমূহের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই; কেননা যখন কেউ পূর্ণ ইখলাস ও ইয়াকিনের সাথে এটি (কালিমা) পাঠ করে, তখন সে অবস্থায় সে কোনো গুনাহের ওপর আদৌ অটল থাকে না। কারণ তার ইখলাস ও ইয়াকিনের পূর্ণতা দাবি করে যে, আল্লাহ তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন। ফলে তার অন্তরে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে না এবং আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি কোনো অপছন্দ থাকে না। আর এই ব্যক্তিই জাহান্নামের জন্য হারাম, যদিও এর আগে তার গুনাহ থেকে থাকে। কেননা এই ইমান, এই ইখলাস, এই তাওবা, এই মহব্বত এবং এই ইয়াকিন তার কোনো গুনাহই অবশিষ্ট রাখে না, বরং তা মুছে দেয় যেভাবে রাত দিনকে মুছে দেয়। সুতরাং সে যখন একে এমন পূর্ণাঙ্গরূপে বলে যা বড় শিরক ও ছোট শিরক থেকে বাধা প্রদান করে, তখন সে কোনো গুনাহের ওপর আদৌ অটল থাকে না; ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। আর যদি সে একে এমনভাবে বলে যার মাধ্যমে সে বড় শিরক থেকে মুক্তি পায় কিন্তু ছোট শিরক থেকে নয়, এবং এরপর এমন কিছু না করে যা এর পরিপন্থী, তবে এই নেকির মোকাবিলায় কোনো গুনাহই টিকতে পারবে না এবং এর দ্বারা নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, যেমনটি 'বিতাকাহ' (চিরকুট) এর হাদিসে এসেছে।

ফলে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়। তবে জান্নাতে তার মর্যাদা গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী হ্রাস পাবে। এটি সেই ব্যক্তির বিপরীত যার গুনাহসমূহ তার নেকির ওপর প্রবল হয়ে গেছে এবং সে তার ওপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছে; কেননা সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। আর যদি কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং এর মাধ্যমে বড় শিরক থেকে মুক্তি পায় কিন্তু সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে, বরং এরপর এমন সব গুনাহ করে যা তার তাওহিদের নেকির ওপর প্রবল হয়ে যায়; তবে সে যখন কালিমাটি বলেছিল তখন সে মুখলিস ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সে

এমন সব গুনাহ করেছে যা সেই তাওহিদ ও ইখলাসকে দুর্বল করে দিয়েছে, এবং গুনাহের আগুন এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে তা একে পুড়িয়ে ফেলেছে। এটি সেই মুখলিস ও ইয়াকিন পোষণকারীর বিপরীত যার নেকিসমূহ গুনাহের ওপর অবশ্যই প্রবল হয় এবং সে গুনাহের ওপর অটল থাকে না; এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মুখলিস ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল এই ভয় থাকে যে, সে এমন কোনো প্রবল গুনাহ করে বসবে যার ফলে তার ইমান দুর্বল হয়ে যাবে এবং সে একে এমন ইখলাস ও ইয়াকিনের সাথে বলবে না যা সমস্ত গুনাহ থেকে বাধা দেয়। তার ব্যাপারে বড় ও ছোট শিরকেরও ভয় থাকে। যদি সে বড় শিরক থেকে বেঁচেও যায়, তবে তার সাথে ছোট শিরক থেকে যেতে পারে; ফলে সে এর সাথে আরও গুনাহ যোগ করে যা এই শিরকের সাথে মিলিত হয় এবং গুনাহের দিকটি ভারী হয়ে যায়। কেননা গুনাহ ইমান ও ইয়াকিনকে দুর্বল করে দেয়, ফলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্তরের ইখলাস বাধাগ্রস্ত হয়। তখন এই কালিমা উচ্চারণকারী প্রলাপকারী বা নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, অথবা ওই ব্যক্তির ন্যায় যে স্বাদের আশ্বাদন ও মিষ্টতা অনুভব ছাড়াই কুরআনের আয়াতের দ্বারা তার কণ্ঠস্বর সুন্দর করে। এরা পূর্ণ সততা ও ইয়াকিনের সাথে এটি বলেনি, বরং তারা এরপর এমন সব গুনাহ করে যা একে নষ্ট করে দেয়; বরং তারা ইয়াকিন ও সততা ছাড়াই এটি বলে এবং সে অবস্থার ওপরই জীবন অতিবাহিত করে ও মৃত্যুবরণ করে; তাদের অনেক গুনাহ থাকে যা তাদের জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয়। সুতরাং যখন গুনাহ বৃদ্ধি পায়, তখন জিহ্বার ওপর এই কালিমা বলা ভারী হয়ে যায়, অন্তর এটি বলা থেকে কঠিন হয়ে পড়ে, নেক আমল অপছন্দনীয় হয়ে যায়, কুরআন শ্রবণ করা তার নিকট ভারী মনে হয়, আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অন্য কিছুতে সে আনন্দিত হয়, বাতিলের ওপর আশ্বস্ত হয় এবং অশীলতাকে সুস্বাদু মনে করে।

১ এটি সামনে ৫০ পৃষ্ঠায় আসবে।

ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله.

قال الحسن: " ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه " وقال بكر بن عبد الله المزني: " ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه ".

فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيدة المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.

وقد ذكر هذا كثير من العلماء، كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث.

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

"تنبيه" قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث "من إيمان" أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح. فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من

الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: "أخرجوا - ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط" - يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. اهـ ملخصاً من شرح سنن ابن ماجه.

এবং গাফেল বা উদাসীনদের সাথে মেলামেশা এবং সত্যপন্থীদের সাথে মেলামেশা অপছন্দ করা; ফলে এই ধরনের ব্যক্তি যখন এটি (কালিমা) বলে, তখন সে তার জিহ্বা দিয়ে এমন কথা বলে যা তার অন্তরে নেই এবং তার মুখ দিয়ে এমন কথা বলে যা তার আমল সত্যায়ন করে না। হাসান বসরী বলেন: "ঈমান কেবল বাহ্যিক ভূষণ বা আকাঙ্ক্ষার নাম নয়, বরং তা হলো যা অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং কর্ম যাকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো কথা বলল এবং ভালো কাজ করল, তার থেকে তা কবুল করা হবে। আর যে ভালো কথা বলল কিন্তু মন্দ কাজ করল, তার থেকে তা কবুল করা হবে না।" বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী বলেন: "আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অধিক রোজা বা অধিক নামাজের মাধ্যমে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হননি, বরং এমন কিছুই মাধ্যমে হয়েছেন যা তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল।"

অতএব, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল কিন্তু এর দাবি অনুযায়ী আমল করল না, বরং এর পাশাপাশি পাপাচার করল এবং সে এটি বলার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তার এমন কিছু গুনাহ ছিল যা তার সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিল, আর এর সাথে আমলি ছোট শিরক যুক্ত হয়েছিল, ফলে এই মন্দ কাজগুলো এই নেক কাজের ওপর প্রধান্য লাভ করল এবং সে গুনাহের ওপর অটল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল; সে ঐ ব্যক্তির বিপরীত যে এটি দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যবাদিতার সাথে বলে। কারণ সে (দ্বিতীয় ব্যক্তি) হয় কোনো মন্দের ওপর অটল থাকে না অথবা তার তাওহীদ—যা তার সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে—তার নেক কাজগুলোকে ভারী করে দেয়। আর যারা এটি বলা সত্ত্বেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারা হয় এটি পূর্ণ সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেনি যা মন্দ কাজগুলোকে অথবা সেগুলোর প্রাধান্যকে প্রতিহত করে, অথবা তারা এটি বলেছিল কিন্তু এরপর এমন সব মন্দ কাজ করেছিল যা তাদের নেক কাজের ওপর প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে তাদের সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং এরপর তারা পূর্ণ সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি বলতে পারেনি; কারণ গুনাহ তাদের অন্তর থেকে সেই সত্যবাদিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তাই এ ধরনের লোকদের পক্ষ থেকে এটি বলা গুনাহসমূহ

মিটিয়ে ফেলার শক্তি রাখে না, ফলে তাদের মন্দ কাজগুলো নেক কাজের ওপর প্রাধান্য লাভ করে। সংক্ষিপ্ত সার শেষ।

অনেক আলেম এটি উল্লেখ করেছেন, যেমন ইবনুল কাইয়িম, ইবনে রজব এবং অন্যান্যরা। আমি বলছি: শাইখুল ইসলাম যা সাব্যস্ত করেছেন তার মাধ্যমেই হাদিসসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটে।

তিনি বলেন: আর এই হাদিসে দলিল রয়েছে যে, বিশ্বাস ছাড়া কেবল মুখে উচ্চারণ করা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয় এবং এর বিপরীতটিও যথেষ্ট নয়।

এতে আরও রয়েছে যে, পূর্ণ তাওহীদপন্থীদের জন্য জাহান্নাম হারাম। আর এতে আরও রয়েছে যে, আমল কেবল তখনই উপকারে আসে যখন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে হয় এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানিতে বর্ণিত শরীয়ত অনুযায়ী হয়।

"সতর্কবার্তা": আল-কুরতুবী তাঁর 'তায়কিরাহ' গ্রন্থে বলেন: হাদিসে উল্লিখিত "ঈমান হতে" কথাটির অর্থ হলো ঈমানের আমলসমূহ থেকে, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। সুতরাং এতে দলিল রয়েছে যে, নেক আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা যা বলেছি তিনি ঈমান দ্বারা সেটাই বুঝিয়েছেন তার দলিল হলো—তিনি কেবল তাওহীদ, অংশীদার অস্বীকার করা এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার ক্ষেত্রে ইখলাসকেই ঈমান হিসেবে বুঝাননি—স্বয়ং হাদিসটির এই অংশ:

"তোমরা বের করে আনো—এরপর মহান আল্লাহ এক মুষ্টি গ্রহণ করবেন এবং এমন এক সম্প্রদায়কে বের করে আনবেন যারা কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি।"—এর মাধ্যমে তিনি আমলহীন নিছক তাওহীদকে বুঝিয়েছেন। সুনানে ইবনে মাজাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত সার শেষ।

(ص: 49) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله " رواه ابن حبان والحاكم وصححه " 1.

أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد، وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين. وقيل: سنة أربع وسبعين. قوله: "أذكرك" أي أثني عليك به "وأدعوك" أي أسألك به. قال: قل: يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، قوله: "قل يا موسى لا إله إلا الله" 2 فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة، ولا على "هو" كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. قوله: "كل عبادك يقولون هذا" ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول "يقول" بالإنفراد مراعاة للفظ "كل"، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى "كل"، ومعنى قوله: "كل عبادك يقولون هذا" أي إنما أريد شيئاً تخصني به من بين عموم عبادك، وفي رواية: - بعد قوله: "كل عبادك يقولون هذا - قل: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئاً تخصني

1 ضعيف: ابن حبان (2324) - موارد، والحاكم (528/1) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع (82/10) بعد ما عزاه لأبي يعلى: "ورجاله وثقوا على ضعف فيهم". وضعفه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (55/5).

2 قَالَ فِي قُرَّةِ الْعَيُونِ: فَلَا نَافِيَةَ لِلْجِنْسِ نَفِيًّا عَامًّا إِلَّا مَا اسْتَثْنَيْ، وَخَبَرَهَا مُحذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ تَعَالَى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) ، فَإِلَهِيَّتُهُ تَعَالَى هِيَ الْحَقُّ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْإِلَهِاتِ فَإِلَهِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَنَظَائِرُهَا. فَهَذِهِ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَكَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ، وَهِيَ الَّتِي قَامَتْ بِهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَشَرَعَتْ لِتَكْمِيلِهَا السَّنَةُ وَالْفَرَضُ، وَلَأَجْلِهَا جَرَدَتْ سَيُوفُ الْجِهَادِ، وَبِهَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّطِيحِ وَالْعَاصِي مِنَ الْعِبَادِ. فَمَنْ قَالَهَا وَعَمِلَ بِهَا صَدَقًا وَإِخْلَاصًا وَقَبُولًا، وَمَحَبَّةً وَانْقِيَادًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: "আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন: হে রব, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যার মাধ্যমে আমি আপনার যিকর করব এবং আপনাকে ডাকব। তিনি বললেন: হে মূসা, বল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন: আপনার সমস্ত বান্দাই তো এটি বলে। তিনি বললেন: হে মূসা, যদি সাত আসমান এবং আমি ছাড়া তার সমস্ত অধিবাসী এবং সাত জমিন এক পাল্লায় থাকে, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্য পাল্লায় থাকে, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র পাল্লাটি ভারী হয়ে যাবে।" এটি ইবনে হিব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহীহ বলেছেন।" ১।

আবু সাঈদ: তাঁর নাম সাদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান ইবনে উবাইদ আল-আনসারী আল-খায়রাজী। তিনি একজন মহান সাহাবী এবং তাঁর পিতাও তাই ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের সময় আবু সাঈদ অল্পবয়স্ক ছিলেন, এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি মদিনায় ৬৩, ৬৪ অথবা ৬৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ৭৪ হিজরীতে।

তাঁর কথা: "আপনার যিকর করব" অর্থাৎ এর মাধ্যমে আপনার প্রশংসা করব, এবং "আপনাকে ডাকব" অর্থাৎ এর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করব।

তিনি বললেন: বল: হে মূসা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন: হে রব, আপনার সমস্ত বান্দাই তো এটি বলে। তিনি বললেন: হে মূসা, যদি সাত আসমান এবং আমি ছাড়া তার সমস্ত অধিবাসী এবং সাত জমিন এক পাল্লায় থাকে,

তাঁর কথা: "হে মুসা, বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ২; এতে প্রমাণ রয়েছে যে, যিকরকারী পুরো বাক্যটিই পাঠ করবে। সে শুধু মহিমাম্বিত শব্দ 'আল্লাহ' অথবা 'হু' শব্দের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে না, যেমনটি চরমপন্থী মূর্খ সূফীরা করে থাকে। কারণ এটি বিদআত ও পথভ্রষ্টতা।

তাঁর কথা: "আপনার সমস্ত বান্দাই এটি বলে"; এটি গ্রন্থকারের হস্তলিপিতে বহুবচনে রয়েছে। তবে মূল পাঠগুলোতে "সবাই বলে" একবচনে রয়েছে "কুল" (সবাই) শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে। আর মুসনাদে আহমাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে এটি বহুবচন শব্দেই রয়েছে, যা গ্রন্থকার "কুল" শব্দের অর্থ অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা: "আপনার সমস্ত বান্দাই এটি বলে" এর অর্থ হলো: আমি এমন কিছু চাই যা আপনার সাধারণ বান্দাদের মাঝ থেকে শুধু আমার জন্যই বিশেষ হবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে—"আপনার সমস্ত বান্দাই এটি বলে"—কথাটির পর: আপনি বলুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন: হে আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আমি তো কেবল এমন কিছু চেয়েছি যা আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেবে।

১. দুর্বল: ইবনে হিব্বান (২৩২৪) - মাওয়ারিদ; হাকেম (১/৫২৮) এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল-হাইতামী 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে (১০/৮২) আবু ইয়াল্লা-র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য বলা হলেও তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।" আর আল-আরনাউত একে 'শারহুস সুন্নাহ' (৫/৫৫) এর তাহকীকে দুর্বল বলেছেন।

২. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এখানে 'লা' হচ্ছে 'নাফিয়া লিল জিনস' যা সাধারণ অস্বীকৃতি বুঝায়, শুধুমাত্র যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা ছাড়া। আর এর 'খবর' বা বিধেয় এখানে উহ্য রয়েছে যার অর্থ দাঁড়াবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই'। মহান আল্লাহ বলেন: "এটি এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা, আর আল্লাহই তো সমুচ্চ, মহান।" সুতরাং মহান আল্লাহর ইলাহ হওয়াই একমাত্র সত্য এবং তিনি ছাড়া অন্য যত উপাস্য রয়েছে তাদের ইলাহ হওয়া মিথ্যা, যেমনটি এই আয়াতে এবং এর সমজাতীয় আয়াতগুলোতে রয়েছে। এটি একটি মহান কালিমা, এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় হাতল, তাকওয়ার কালিমা এবং ইখলাসের কালিমা। এর ওপর ভিত্তি করেই আসমান ও জমিন দণ্ডায়মান রয়েছে এবং একে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই সুন্নাহ ও ফরয বিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে। এর জন্যই জিহাদের তরবারি কোষমুক্ত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই বান্দাদের

মধ্যে অনুগত ও অবাধ্যদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি বলবে এবং সত্যতা, ইখলাস, কবুলিয়ত, ভালোবাসা ও আনুগত্যের সাথে এর ওপর আমল করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যাই হোক না কেন।

(ص: 50) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

به."

ولما كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجوداً، وأيسرها حصولاً، وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات البتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله: "وعامرهن غيري" 1 هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السموات

1 قال في قرّة العيون: أي كل من في السماوات والأرض. وقوله: "غيري" استثنى من في السماوات نفسه؛ لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى: 255: 2 (وهو العلي العظيم)، علو القهر

...তার দ্বারা।"

যেহেতু মানুষের—বরং সমগ্র জগতের—জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রয়োজনীয়তা অসীম, তাই এটি জিকিরসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্যমান, সহজে অর্জনযোগ্য এবং অর্থে সবচেয়ে মহান। কিন্তু সাধারণ ও মূর্খ লোকেরা এটি বর্জন করে এমন সব নবউদ্ভাবিত (বিদআতি) দু'আর দিকে ধাবিত হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাঁর বাণী: "আমি ব্যতীত সেগুলোর আবাদকারীগণ" ১ এটি 'নসব' অবস্থায় 'আসমানসমূহ' শব্দের ওপর সংযোজিত (আতফ), অর্থাৎ যদি আসমানসমূহ...

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ বলা হয়েছে: অর্থাৎ আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সবাই। আর তাঁর বাণী: "আমি ব্যতীত" দ্বারা তিনি আসমানসমূহে অবস্থানকারীদের থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন; কারণ তিনি সুউচ্চ, সমুন্নত এবং তিনি মহান ও পবিত্র, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান) [২:২৫৫], যা তাঁর পরাক্রমের উচ্চতা নির্দেশ করে।

(স: 51) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن، وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى، مالت بهن لا إله إلا الله. =وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله " 1.

قوله: "في كفة" هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله: "مالت بهن" أي رجحت. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك، وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال. وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها، واستقام على ذلك، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} 2.

ودل الحديث على أن "لا إله إلا الله" أفضل الذكر. كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى:

5: 20 (الرحمن على العرش استوى) 59: 25 (ثم استوى على العرش الرحمن)
الآية. في سبعة مواضع من كتابه (53: 7 و 3: 1 و 13: 2 و 32: 4 و 47: 4) كما قال
تعالى: 10: 35 (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال تعالى: 50:
16 (يخافون ربهم من فوقهم) وقال تعالى: 4: 70 (تخرج الملائكة والروح إليه في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 55: 3 (إني متوفيك ورافعك إلي) وأمثال هذه
الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة، وأحد
في أسبائه وصفاته ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها
وهو الله تعالى. لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتي بقيودها
التي قيدت بها في الكتاب والسنة، وقد ذكر الله سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا
من يقولها ولم ينفعهم قولها، كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم
في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. (فمنهم) من يقولها
جاهلا بها وضعت له، وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، والصدق
والإخلاص وغيرها. كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل
بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر.
(ومنهم) من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير
ذلك من الأسباب وهي كثيرة، منها: قوله تعالى: 24: 9 (قل إن كان آبائكم وأبنائكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين). وأما أهل الإيمان الخالص فهم الذين أتوا
بهذه الكلمة، واجتنبوا لهم قيودها التي قيدت بها علما وبقينا، وصدقوا وإخلاصا
ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم
الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم،
وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى: 100: 9 (والسابقون الأولون من

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) ، فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل "لا إله إلا الله"، وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملًا، وترك ما يكرهه خشية ورجاء، واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وما هم فيه من التفاوت البعيد؛ تبين له خطأ المغرورين؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني".

1 صحيح: أحمد (2/225، 170، 169) . وصححه الحاكم (1/48، 49) ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي (4/220) : "ورجال أحمد ثقات" اهـ. وقال الألباني في الصحيحة (1/210) : "وسنده صحيح" اهـ.
2 سورة الأحقاف آية: 13.

সাত আকাশ এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তাতে বসবাসকারীগণ এবং সাত জমিন ও তাতে যা কিছু আছে, যদি পাল্লায় এক পাশে রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্য পাশে রাখা হয়, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেগুলোর চেয়ে ভারী হবে।

ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নূহ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন: আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নির্দেশ দিচ্ছি, কেননা সাত আকাশ ও সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্য এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেগুলোর চেয়ে ভারী হবে। আর যদি সাত আকাশ ও সাত জমিন একটি নিরেট বলয় হতো, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত।" ১।

তাঁর উক্তি: "পাল্লায়" (ফি কিফফাতিন) শব্দটি 'কাফ' বর্ণে কাসরা এবং 'ফা' বর্ণে তাশদিদ সহযোগে গঠিত, যার অর্থ দাঁড়িপাল্লার পাল্লা।

তাঁর উক্তি: "সেগুলোর চেয়ে ভারী হবে" এর অর্থ হলো এটি পাল্লায় ঝুঁকে পড়বে বা প্রাধান্য পাবে। আর এটি এজন্য যে, এই কালিমা শিরকের অপনোদন এবং আল্লাহর তাওহীদকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা শ্রেষ্ঠতম আমল এবং মিল্লাত ও দ্বীনের ভিত্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি বলবে এবং এর দাবি, আবশ্যিকতা ও হক অনুযায়ী আমল করবে এবং তার ওপর অবিচল থাকবে, তবে এই নেকির সমতুল্য আর কিছু হবে না; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয়ই যারা বলে যে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না} ২।

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্রেষ্ঠতম জিকির। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের মারফু হাদীসে এসেছে। এতে আল্লাহর মর্যাদার উচ্চতা এবং তাঁর সত্তার উচ্চতাও প্রমাণিত হয়। এই তিনটিই আল্লাহর সিফাত বা গুণ যা তাঁর পূর্ণতাকে প্রকাশ করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ২০: ৫ (পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন) ২৫: ৫৯ (অতঃপর পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন) এই আয়াত। তাঁর কিতাবের সাতটি স্থানে এমনটি রয়েছে (৭: ৫৩, ১০: ৩, ১৩: ২, ২০: ৫, ২৫: ৫৯, ৩২: ৪, এবং ৫৭: ৪)। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৩৫: ১০ (পবিত্র কথা তাঁরই দিকে আরোহণ করে এবং সৎ কাজ তাকে উন্নীত করে) এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: ১৬: ৫০ (তারা তাদের রবকে ভয় করে যিনি তাদের উপরে রয়েছেন) এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: ৭০: ৪ (ফেরেশতাগণ এবং রুহ তাঁর দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর) ৩: ৫৫ (নিশ্চয়ই আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার কাছে তুলে নেব) এবং এই জাতীয় আরও অনেক আয়াত। সুতরাং যে ব্যক্তি সৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার উচ্চতাকে অস্বীকার করল, সে কিতাব ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধিতা করল এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিকৃতি সাধন করল। এই বাণীর মর্মার্থ হলো: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যা কিছু আছে তা থেকে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অস্বীকার করা। তবে এই মহান কালিমার ভারী হওয়া কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন কোনো ব্যক্তি এর সেই শর্তাবলি পূরণ করবে যা কিতাব ও সুন্নাহতে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা সূরা বারাহা (তাওবা) ও অন্যান্য সূরায় এমন অনেকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা এটি মুখে বলত কিন্তু তাদের এই বলা কোনো উপকারে আসেনি, যেমন আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের অবস্থা—তাদের সংখ্যাধিক্য এবং নিফাকের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও। তাদের সেই শর্তাবলি ত্যাগ করার কারণে এই কালিমা তাদের উপকারে আসেনি। (তাদের মধ্যে) কেউ এটি বলে এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যেজন্য এটি প্রণয়ন করা

হয়েছে, আর এটি শিরক বর্জন ও তা থেকে মুক্ত হওয়া, সত্যবাদিতা এবং একনিষ্ঠতা প্রভৃতির যে প্রমাণ দেয় সে সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। যেমন যারা জ্ঞান ও আমলের সাথে এর দাওয়াত কবুল করেনি এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করার আনুগত্য ত্যাগ করেছে—অতীত ও বর্তমানে যারা এটি পাঠ করে তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমনই, তবে এই উম্মতের শেষ যুগে এটি আরও বেশি। (আবার তাদের মধ্যে) এমনও কেউ আছে যাকে এর প্রতি ভালোবাসা এবং সে অনুযায়ী আমল করা থেকে তার অন্তরে থাকা অহংকার বা প্রবৃত্তি অথবা অন্য কোনো কারণ বাধা দেয়। এর অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: ৯: ২৪ (বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা যার মন্দা পড়ার তোমরা ভয় পাও এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান—আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না)। আর খাঁটি ঈমানদার তো তারাই যারা এই কালিমা নিয়ে এসেছে এবং এর জন্য নির্ধারিত জ্ঞান, একীন, সত্যবাদিতা, ইখলাস, মহব্বত, কবুলিয়ত ও আনুগত্যের শর্তাবলি পূরণ করেছে; তারা আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করে, আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব করে, আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করে। আল্লাহ তাআলা সূরা বারাহা ও অন্যান্য স্থানে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষভাবে তাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের ক্ষমা করেছেন, তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন এবং তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৯: ১০০ (আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য)। সুতরাং এরাই এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তারাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত অনুসারী। এছাড়াও অন্যান্য আয়াতে তাদের প্রশংসা এবং পরকালে তাদের জন্য যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে চিন্তা করবে এবং আল্লাহর মহব্বত, তাঁর তাওহীদ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর নাফরমানি থেকে পলায়ন এবং তাঁর পছন্দনীয় বিষয়কে আকাজ্জা ও আমলের মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া ও তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়কে ভয় ও আশার কারণে বর্জন করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যকার পার্থক্য বুঝবে; আর মানুষের অবস্থা, কথা, কাজ ও নিয়তের পার্থক্য এবং তাদের মধ্যকার বিশাল

ব্যবধান বিবেচনা করবে, তবে তার কাছে বিভ্রান্তদের ভুল স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, আর অক্ষম সেই যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহর কাছে বৃথা আশা পোষণ করে।"

১ সহীহ: আহমাদ (২/১৬৯, ১৭০, ২২৫)। হাকেম একে সহীহ বলেছেন (১/৪৮, ৪৯) এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাইসামী (৪/২২০) বলেছেন: "আহমাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য"। আলবানী 'সিলসিলাতুস সহীহা' গ্রন্থে (১/২১০) বলেছেন: "এর সনদ সহীহ"।

২ সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৩।

(ص: 52) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

"خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" 1 رواه أحمد والترمذي، وعنه أيضاً مرفوعاً: "يصالح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة" رواه الترمذي

وحسنه. والنسائي وابن حبان والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح 2.

قال ابن القيم رحمه الله: "فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العاملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه". قوله: "رواه ابن حبان والحاكم" ابن حبان اسمه محمد بن حبان - بكسر الميملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن معاذ، أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف: كالصحيح، والتاريخ، والضعفاء، والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون الميملة -. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.

وللترمذي - وحسنه - عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة " 3.

وأما الحاكم فأسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وصنف التصانيف، كالاستدرك وتاريخ نيسابور وغيرها، ومات سنة خمس وأربعمائة.

1 الترمذي: الدعوات (3585) .

2 صحيح: الترمذي: كتاب الإيمان (2639) : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وقال حسن غريب. وابن ماجة: كتاب الزهد (4300) : باب ما يرجى

من رحمة الله يوم القيامة، وابن حبان (2524 - موارد) ، والحاكم (6/1) ،
(188/2 ، 189) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الألباني في
الصحيحة (213/1) : "وهو كما قالوا" اهـ. والحديث ليس في سنن النسائي كما عزاه
المؤلف وراجع تحفة الأشراف (342/6) .
3 صحيح: الترمذي: كتاب الدعوات (3540) : باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر
من رحمة الله لعباده. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. والحديث صحيح
لشواهده الكثيرة، وقد شرحه العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم "الحديث
الثاني والأربعين" وقد أفردناه بالشرح والتحقيق وأسبيناه أسباب المغفرة فليراجع
التخريج هناك.

"সর্বোত্তম দোয়া হলো আরাফার দিনের দোয়া। আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব কেবল তাঁরই এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকেই মারফু হিসেবে আরও বর্ণিত হয়েছে: "কিয়ামতের দিন সৃষ্টির সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে ডাকা হবে। অতপর তার জন্য নিরানন্দের দপ্তর (আমলনামা) উন্মোচন করা হবে, প্রতিটি দপ্তর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর বলা হবে: তুমি কি এর মধ্য থেকে কিছু অস্বীকার করো? আমার সংরক্ষণকারী লেখক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর জুলুম করেছে? সে বলবে: না, হে আমার প্রতিপালক। তারপর বলা হবে: তোমার কি কোনো ওজর বা কোনো নেকি আছে? তখন লোকটি ভীত হয়ে পড়বে এবং বলবে: না। তখন বলা হবে: অবশ্যই, আমাদের কাছে তোমার একটি নেকি রয়েছে এবং আজ তোমার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। তখন তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে যাতে রয়েছে: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। তখন সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! এই দপ্তরগুলোর সামনে এই সামান্য কার্ডের কী বা মূল্য আছে? তখন বলা হবে: তোমার ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। তখন দপ্তরগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কার্ডটি অন্য পাল্লায় রাখা হবে। ফলে দপ্তরগুলো হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডটি ভারী হবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন। এছাড়া নাসাঈ, ইবনে

হিব্বান ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন: এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ এবং আয-যাহবী তাঁর সংক্ষিপ্তসারে একে সহীহ বলেছেন।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "আমলসমূহ কেবল তাদের বাহ্যিক রূপ এবং সংখ্যার মাধ্যমে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পায় না, বরং অন্তরের অবস্থার ভিন্নতার কারণে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পায়। ফলে দুটি আমলের বাহ্যিক রূপ এক হতে পারে কিন্তু তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য আসমান ও জমিনের পার্থক্যের মতো হতে পারে।" তিনি বলেন: "সেই কার্ডের হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করুন যা এক পাল্লায় রাখা হবে এবং তার বিপরীতে নিরানব্বইটি দণ্ডের থাকবে যার প্রতিটি দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু কার্ডটি ভারী হবে এবং দণ্ডগুলো হালকা হয়ে যাবে, ফলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। এটি জানা কথা যে, প্রত্যেক তাওহীদপন্থীর কাছেই এই কার্ড রয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে অনেকে তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

তাঁর বক্তব্য: "ইবনে হিব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন।" ইবনে হিব্বানের নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (হারফটির নিচে কাসরা এবং পরের হারফটিতে তাশদীদ সহ) ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান ইবনে মুআয, আবু হাতিম আত-তামীমী আল-বুসতী আল-হাফিজ। তিনি আস-সহীহ, আত-তারীখ, আদ-দুআফা, আত-সিকাত এবং আরও অনেক গ্রন্থের লেখক। হাকেম বলেছেন: তিনি ফিকহ, ভাষা, হাদিস এবং নসিহতের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আধার ছিলেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৩৫৪ হিজরীতে বুসত শহরে (বা-তে পেশ এবং সিন-এ সাকিন সহ) মৃত্যুবরণ করেন।

এটি ইবনে হিব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহীহ বলেছেন।

আনাস (রা.) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তাআলা বলেছেন: হে আদম সন্তান! তুমি যদি জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো, অতপর আমার সাথে কাউকে শরিক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তবে আমিও তোমার কাছে সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসব।"

আর হাকেমের নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নিশাপুরী আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ, তিনি ইবনুল বাই' হিসেবে পরিচিত। তিনি ৩২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল-মুস্তাদরাক ও নিশাপুরের ইতিহাসসহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৪০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

১. তিরমিযী: আদ-দাওয়াত (৩৫৮৫)।

২. সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান (২৬৩৯): যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এই সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে তার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ; এবং তিনি বলেছেন এটি হাসান গারীব। ইবনে মাজাহ: কিতাবুজ জুহদ (৪৩০০): কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের আশা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ। ইবনে হিব্বান (২৫২৪ - মাওয়ারিদ), এবং হাকেম (১/৬), (২/১৮৮, ১৮৯) এবং তিনি বলেছেন: এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ এবং আয-যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। আল-আলবানী আস-সহীহাহ (১/২১৩) গ্রন্থে বলেছেন: "বিষয়টি তেমনই যেমনটি তাঁরা দুজন বলেছেন।" সমাপ্ত। হাদিসটি সুনানে নাসাঈতে নেই যেভাবে লেখক একে নির্দেশ করেছেন, দেখুন তুহফাতুল আশরাফ (৬/৩৪২)।

৩. সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুদ দাওয়াত (৩৫৪০): তওবা ও ইস্তিগফারের মর্যাদা এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনুচ্ছেদ। তিরমিযী বলেছেন: হাদিসটি হাসান গারীব। হাদিসটি এর অসংখ্য শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) এর কারণে সহীহ। আল্লামা ইবনে রজব জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম-এ (বিয়াল্লিশতম হাদিস) এর ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা একে পৃথক ব্যাখ্যা ও তাহকীকসহ প্রকাশ করেছি এবং এর নাম দিয়েছি 'আসবাবুল মাগফিরাহ' (ক্ষমার কারণসমূহ), সেখানে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখে নিন।

(ص: 53) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف رحمه الله: "وللترمذي; وحسنه، عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم; إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة 1 " ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم; إنك ما

دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي; يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني " الحديث.

فيه مسائل:

الأولى: سعة فضل الله.

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام.

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.

الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن سورة - بفتح المهيمة - ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى، صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضريير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة تسع وسبعين ومائتين.

وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين، وقال له: " اللهم أكثر ماله وولده، وأدخله الجنة " 2 مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة.

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر ببعناه، وهذا لفظه: " ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة 3 " ورواه مسلم، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف: وقيل بكسرهما والضم أشهر وهو

1 في قرّة العيون: في هذا الحديث ما يبين معنى " لا إله إلا الله " التي رجحت بجميع المخلوقات، وجميع السيئات; وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده، وأتى بها تقتضيه كلمة

الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى: (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). الشعراء 88 و 89.

2 البخاري: الدعوات (6334)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (660) وفضائل الصحابة (2480، 2481)، والترمذي: البنائب (3827)، وأحمد (108/3، 188/3).

3 صحيح: الطبراني في الكبير (12346) والصغير (20/2، 21) وقال الهيثمي (216/10): "رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـ. والحديث صحيح لغيره وذلك لشواهد كثيرة وراجع تخريج رقم [37].

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে এবং তিনি একে হাসান বলেছেন, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহ তাআলা বলেন: হে আদম সন্তান; তুমি যদি প্রায় পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হও, অতঃপর আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তবে আমি তোমার নিকট সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব।' ১"

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) হাদীসের শেষ অংশটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: হে আদম সন্তান; যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট আশা রাখবে, তোমার থেকে যা-ই প্রকাশ পাক না কেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি আমার নিকট উপস্থিত হও..." হাদীসটি।

এতে কয়েকটি মাসআলাহ রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহর অনুগ্রহের প্রশস্ততা।

দ্বিতীয়: আল্লাহর নিকট তাওহীদের সওয়াবের প্রাচুর্য।

তৃতীয়: এর মাধ্যমে গুনাহ মাফ হওয়া।

চতুর্থ: সূরা আল-আনআমে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা।

পঞ্চম: উবাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

তিরমিযী: তাঁর নাম মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ (সীন বর্ণে ফাতহা সহ) বিন মূসা বিন আদ-দাহহাক আস-সুলামী আবু ঈসা। তিনি 'আল-জামি' (সুনান তিরমিযী) এর রচয়িতা এবং অন্যতম হাফেজ। তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন। তিনি কুতাইবাহ, হান্নাদ, বুখারী এবং আরও অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাতাশ ও দুইশত (২৭৯) হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আনাস: তিনি হলেন আনাস বিন মালিক বিন আন-নাদর আল-আনসারী আল-খায়রাজী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাদেম ছিলেন। তিনি দশ বছর তাঁর খিদমত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন: "হে আল্লাহ, আপনি তাঁর সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিন এবং তাঁকে জান্নাতে দাখিল করুন।" ২ তিনি বিরানব্বই (৯২) মতান্তরে তিরানব্বই (৯৩) হিজরীতে একশত বছরের বেশি বয়সে ইন্তেকাল করেন।

এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস থেকে একই অর্থে বর্ণনা করেছেন, যার শব্দ হলো: "যে ব্যক্তি পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ করল, অতঃপর আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল, আমি তার জন্য সমপরিমাণ ক্ষমা নির্ধারণ করব।" ৩ ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। তাবারানী ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন: "যদি তুমি আমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ (গুনাহ) নিয়ে আসো।" এখানে 'কুরাব' শব্দটির 'ক্বাফ' বর্ণে পেশ (যম্মা) দিয়ে পড়তে হবে; কেউ কেউ এটি যের (কাসরা) দিয়েও পড়েছেন, তবে পেশই অধিক প্রসিদ্ধ। এবং এটি হলো—

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এই হাদীসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে যা সমস্ত সৃষ্টিজগত এবং সমস্ত পাপের চেয়ে ভারী। আর তা হলো ছোট-বড় সকল শিরক বর্জন করা। এটি পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের দাবি রাখে। সুতরাং শিরক থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই মুক্ত থাকতে পারে যে তার তাওহীদকে সুদৃঢ় করেছে এবং এই ইখলাসের বাণীর দাবি অনুযায়ী জ্ঞান, ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস), সত্যবাদিতা, ইখলাস, ভালোবাসা, কবুল করা এবং আনুগত্য

ইত্যাদি নিয়ে এসেছে, যা এই মহান বাণীর দাবি; যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যেদিন ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্মতি কোনো কাজে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।" (সূরা আশ-শুআরা: ৮৮-৮৯)।

২ বুখারী: আদ-দাওয়াত (৬৩৩৪), মুসলিম: আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাহ (৬৬০) এবং ফাদাইলুস সাহাবাহ (২৪৮০, ২৪৮১), তিরমিযী: আল-মানাকিব (৩৮২৭), আহমাদ (৩/১০৮, ৩/১৮৮)।

৩ সহীহ: তাবারানী ফিল কাবীর (১২৩৪৬) ওয়া সাগীর (২/২০, ২১)। হাইতামী (১০/২১৬) বলেছেন: "তাবারানী এটি তিন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ইবরাহীম বিন ইসহাক আস-সীনী ও কায়স বিন আর-রাবী রয়েছে এবং উভয়ের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ভিন্নমত আছে, তবে অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।" সমাপ্ত। হাদীসটি অন্যান্য সমর্থক বর্ণনার কারণে 'সহীহ লি-গাইরিহি'; বিস্তারিত দেখুন তাহকীক নম্বর [৩৭]।

(ص: 54)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ملؤها أو ما يقارب ملئها.

قوله: "ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً" شرط ثقیل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك: كثيرة وقليله، صغيرة وكبيرة. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} 1.

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: "لا إله إلا الله"، وتبين لك خطأ المغرورين 2.

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقرب الأرض خطياً لقيه الله بقربها مغفرة - إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه

ولسانه وبجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله: محبة وتعظيم، وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياها كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. اهـ ملخصاً.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في معنى الحديث: "ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً ألبته ربه بقرب الأرض خطياً أتاه بقرباً مغفرة؛ ولا يحصل هذا لمن نقص توحيدة؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه، وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي". اهـ.

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد، وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر، ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال: هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

1 سورة الشعراء آية: 88-89.

2 كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" فيظنون بأن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة، وليس كذلك، فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم "لا إله إلا الله" لأنه لم يتدبرها. إذ أن حقيقة معناها: البراءة من كل معبود، والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده، والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فمن لم يقم بحقها من العبادة.

أو قام ببعض أنواع العبادة، ثم عبد مع الله غيره من دعاة الأولياء والصالحين والنذر لهم ونحو ذلك؛ فإنه يكون هادماً لها، فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئاً. ولو كان مجرد قولها كافياً لم يقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته. قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) - وقال - (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ، فمن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ. وكل من جعل شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها، أو كاذب في ادعائه الإيذان، وأولئك هم المغرورون (الآخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .

তা পূর্ণ করে অথবা তার পূর্ণতার কাছাকাছি।

তাঁর বাণী: "অতঃপর তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে এমতাবস্থায় যে আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনি" - এটি ক্ষমা প্রাপ্তির ওয়াদার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী শর্ত। আর তা হলো শরিক থেকে নিরাপদ থাকা: এর অধিক ও সামান্য, ছোট ও বড় সব থেকে। আর আল্লাহ তাআলা যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতীত অন্য কেউ এর থেকে নিষ্কৃতি পায় না। আর তা হলো 'কলবে সালিম' বা সুস্থ অন্তর, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, তবে সে ব্যতীত যে আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে।" ১

ষষ্ঠ বিষয়: আপনি যখন একে ইতবানের হাদিস ও তার পরবর্তী হাদিসগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখবেন, তখন আপনার কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মর্মার্থ স্পষ্ট হবে এবং মোহগ্রস্তদের ভুলও আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। ২

ইবনে রাজাব বলেছেন: যে ব্যক্তি তাওহিদের সাথে পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসবে, আল্লাহ তার সাথে পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন - এই পর্যন্ত যে তিনি বলেছেন - যদি বান্দার তাওহিদ ও তাতে আল্লাহর জন্য ইখলাস পূর্ণ হয়, এবং সে তার অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অথবা মৃত্যুর সময় অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা তার শর্তসমূহ পূরণ করে, তবে তা পূর্ববর্তী সকল গুনাহের ক্ষমাকে অবধারিত করে এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে। যার অন্তরে তাওহিদের কালিমা যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর মহব্বত, সম্মান, মর্যাদা, গান্ধীর্ষ, ভয় ও তাওয়াঙ্কুল বের হয়ে যায়। আর

তখনই তার সমস্ত গুনাহ ও অপরাধ পুড়ে যায়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো হয়।

(সংক্ষেপিত)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - হাদিসের অর্থে বলেছেন:

"খাঁটি তাওহিদপন্থীগণ যারা তাওহিদকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের এমন সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যা অন্যদের জন্য করা হয় না। সুতরাং যে মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে বিন্দুমাত্র শরিক করেনি, সে যদি তার রবের সাথে পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করে, তবে তিনি তার নিকট পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হবেন। আর এটি তার জন্য অর্জিত হবে না যার তাওহিদে ঘাটতি রয়েছে; কেননা যে বিশুদ্ধ তাওহিদের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ নেই তার সাথে কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ তা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর মহিমা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র তাঁরই ভয় ও আশাকে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যা গুনাহসমূহকে ধুয়ে দেওয়াকে আবশ্যিক করে দেয়, যদিও তা পৃথিবী পূর্ণ হয়। কেননা নাপাকি হলো একটি আগন্তুক বিষয় আর তা দূর করার শক্তি অত্যন্ত প্রবল।"

আর এই হাদিসে রয়েছে: তাওহিদের সওয়াবের আধিক্য, আল্লাহর দান, মহানুভবতা ও রহমতের প্রশস্ততা এবং সেই খাওয়ারিজদের প্রতিবাদ যারা গুনাহের কারণে মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করে। আর সেই মুতাজিলাদেরও প্রতিবাদ যারা "দুই অবস্থানের মাঝামাঝি এক অবস্থান" (আল-মানজিলাতু বাইনাল মানজিলাতাইন) এর কথা বলে, যা হলো ফাসিকি; তারা বলে যে সে মুমিনও নয় কাফিরও নয় এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে। আর সঠিক মত হলো আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য: তার থেকে ঈমানের নাম ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, আবার তাকে ঢালাওভাবে পূর্ণ ঈমানদারও বলা হবে না। বরং বলা হবে: সে একজন পাপিষ্ঠ মুমিন, অথবা সে তার ঈমানের কারণে মুমিন এবং কবীরা গুনাহের কারণে ফাসিক। কিতাব, সুন্নাহ এবং উম্মতের সালাফদের ইজমা এর ওপরই দালিল প্রদান করে।

১ সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ৮৮-৮৯।

২ অনেক মানুষ "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" - এই হাদিসগুলো বুঝতে ভুল করে। তারা মনে করে যে কেবল এটি মুখে উচ্চারণ করাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। বিষয়টি তেমন নয়। কারণ যারা এমনটি মনে করে তারা সেই মোহগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বুঝতে পারেনি, যেহেতু তারা

এটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেনি। কারণ এর প্রকৃত অর্থ হলো: সমস্ত উপাস্য থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং ইবাদতের সকল প্রকারকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিবেদন করার অঙ্গীকার করা এবং তা পালন করা এমন পদ্ধতিতে যা তিনি পছন্দ করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে এর হুক আদায় করেনি, অথবা ইবাদতের কিছু প্রকার আদায় করেছে কিন্তু অতঃপর আল্লাহর সাথে অন্যদের ইবাদত করেছে যেমন তথাকথিত ওলি ও নেককারদের ডাকা, তাদের নামে মানত করা ইত্যাদি; সে ব্যক্তি এই কালিমাকে ধ্বংসকারী হিসেবে গণ্য হবে। তার এই দাবি তার কোনো উপকারে আসবে না এবং তা থেকে সে কিছুই লাভ করবে না। যদি কেবল এটি মুখে বলাই যথেষ্ট হতো তবে মুশরিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ ও শত্রুতার মতো ঘটনা ঘটত না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (সুতরাং জেনে নিন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই) - এবং তিনি বলেছেন - (তবে তারা ব্যতীত যারা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং তারা অবগত)। সুতরাং যে ব্যক্তি এর হুক পূরণ করবে না এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করবে না, তার কেবল মুখে উচ্চারণে কোনো ফায়দা হবে না। যে ব্যক্তি ইবাদতের কোনো প্রকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নিবেদন করে, সে হয় এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা ঈমানের দাবিতে মিথ্যুক। আর তারাই হলো সেই মোহগ্রস্ত ব্যক্তি (যাদের আমলসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, দুনিয়ার জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পথভ্রষ্ট হয়েছে অথচ তারা মনে করছে যে তারা ভালো কাজই করছে)।

(ص: 55) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً: المقحّمات "1 رواه مسلم.
قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس

1 مسلم: الإيمان (173) ، والترمذي: تفسير القرآن (3276) ، والنسائي: الصلاة (451) ، وأحمد (387/1) .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নৈশভ্রমণ করানো হলো, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁকে তিনটি বিষয় প্রদান করা হলো: তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রদান করা হলো, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ প্রদান করা হলো এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না, তাদের জন্য 'মুফহিমাত' (ধ্বংসাত্মক বড় গুনাহসমূহ) ক্ষমা করে দেওয়া হলো।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেছেন: ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং নাসাই আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন

১ মুসলিম: ঈমান (১৭৩), তিরমিযী: তাফসীরুল কুরআন (৩২৭৬), নাসাই: সালাত (৪৫১), আহমাদ (১/৩৮৭)।

(ص: 56)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بن مالك قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْبَغْفَرَةِ} 1 وقال: " قال ربكم: أنا أهل أن أتنق فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلاً أن أغفر له2".

قال المصنف رحمه الله: "تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله: "لا إله إلا الله". وتبين لك خطأ المغرورين.

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل "لا إله إلا الله"، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافاً للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط".

1 سورة المدثر آية: 56.

2 أحمد (142/3 ، 243) . والترمذي: كتاب التفسير (3328) : باب ومن سورة الحشر، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (139/1) ، وابن ماجه: كتاب الزهد (4299) : باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وضعفه الترمذي بقوله: "هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث" اهـ. وسهيل هو ابن أبي حزم القطيعي ضعيف كما في التقريب (338/1) .

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করলেন: {তিনিই তাকওয়ার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমার অধিকারী} ১ এবং বললেন: "তোমাদের রব বলেছেন: আমিই এর যোগ্য যে আমাকে ভয় করা হবে, সুতরাং আমার সাথে যেন অন্য কোনো ইলাহ সাব্যস্ত করা না হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোনো ইলাহ সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকবে, আমি তাকে ক্ষমা করার যোগ্য হবো ২"। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেন: "উবাদাহর হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করুন, কেননা আপনি যদি সেই হাদিস এবং ইতবানের হাদিসের মধ্যে সমন্বয় করেন, তবে আপনার নিকট 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনার নিকট বিভ্রান্তদের ভুলও প্রকাশ পাবে।

এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্যাদা এবং সমস্ত সৃষ্টির বিপরীতে এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে নবীদেরও সচেতন করার প্রয়োজন হয়, অথচ এই কালিমা পাঠকারী অনেকেরই নেকির পাল্লা হালকা হবে। এতে মুয়াত্তিলাদের (আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকারকারীদের) মতের বিপরীতে আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করার প্রমাণ রয়েছে। এতে

আরও রয়েছে যে, আপনি যখন আনাসের হাদিস এবং ইতবানের হাদিসে বর্ণিত তাঁর এই বাণীটি জানবেন যে: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করেছেন যে আল্লাহর চেহারা (সম্ভ্রষ্ট) লাভের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে', তখন আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে শিরক বর্জন করা কেবল মুখে এই কালিমা উচ্চারণ করার নাম নয়"।

১ সূরা আল-মুদাসসির, আয়াত: ৫৬।

২ আহমাদ (৩/১৪২, ২৪৩)। তিরমিজি: কিতাবুত তাফসির (৩৩২৮): সূরা আল-হাশর অধ্যায়; নাসায়ি তাঁর 'আল-কুবরা' গ্রন্থে যেমনটি তুহফাতুল আশরাফ (১/১৩৯) এ রয়েছে; ইবনে মাজাহ: কিতাবুজ জুহদ (৪২৯৯): কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রহমত থেকে যা আশা করা যায় অধ্যায়। তিরমিজি একে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: "এটি একটি গারীব হাদিস, এবং সুহাইল হাদিস বর্ণনায় শক্তিশালী নন" সমাপ্ত। সুহাইল হলেন ইবন আবি হাযম আল-কুতাইবি, তিনি দুর্বল যেমনটি তাকরিব (১/৩৩৮) এ বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 57)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السابعة: التنبيه للشرط في حديث عتبان 1.

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.

العاشر: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات.

الحادية عشرة: أن لهن عمارا.

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية.

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: " فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان.

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه.

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.

الثامنة عشرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل".

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.

العشرون: معرفة ذكر الوجه.

1 هو قوله: "يبتغي بها وجه الله" ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل ويخلص عمله لله.

সপ্তম: ইতবান (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত শর্তের প্রতি সতর্কীকরণ ১।

অষ্টম: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ফযীলতের বিষয়ে নবীদেরও সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা।

নবম: সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সতর্কীকরণ, যদিও এটি পাঠকারী অনেকের পাল্লাই হালকা হবে।

দশম: আসমানসমূহের ন্যায় যমীনও যে সাতটি, সে বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা।

একাদশ: সেগুলোর অধিবাসী রয়েছে।

দ্বাদশ: আশআরী মতবাদের বিপরীতে আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করা।

ত্রয়োদশ: আপনি যখন আনাস (রা.)-এর হাদীসটি জানবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, ইতবানের হাদীসে তাঁর উক্তি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সেই ব্যক্তিকে হারাম করেছেন যে আল্লাহর চেহারা কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে" - এর অর্থ হলো শিরক বর্জন করা, কেবল মুখে বলা নয়।

চতুর্দশ: ঈসা ও মুহাম্মদ (আলাইহিমা সালাম) উভয়েই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়টি একত্রে অনুধাবন করা।

পঞ্চদশ: ঈসা (আ.) আল্লাহর বাণী হওয়ার বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া।

ষোড়শ: তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রূহ হওয়ার বিষয়টি জানা।

সপ্তদশ: জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার ফযীলত জানা।

অষ্টাদশ: তাঁর উক্তি: "আমল যাই হোক না কেন" - এর মর্মার্থ জানা।

উনবিংশ: মিজানের যে দুটি পাল্লা রয়েছে তা জানা।

বিংশ: আল্লাহর চেহারার উল্লেখ সম্পর্কে জানা।

১ এটি তাঁর উক্তি: "এর দ্বারা সে আল্লাহর চেহারা কামনা করে"। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় এটি বলবে, তাকে অবশ্যই আমল করতে হবে এবং আল্লাহর জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করতে হবে।

(ص: 57)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب "من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب"

قوله: "باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب" أي ولا عذاب.
"قلت": تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 1.

1 في قرّة العيون: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان
الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه
السلام: 24: 12 (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين)
بفتح اللام، وفي قراءة (المخلصين) بكسرها، وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي

آخرها هم الغرباء، وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: 6: 78 ، 79 (قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق (حنيفاً) أي في حال كوني حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: (وما أنا من المشركين) ، ونظائر هذه الآية في القرآن كثير. كقوله: (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً) ، وقال تعالى: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) . قال العباد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبراً عن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه، ولهذا قال: (وهو محسن) أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. فدلّت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه ومن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا.

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি তাওহীদকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে, সে হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে

তাঁর উক্তি: "অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি তাওহীদকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে, সে হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে" অর্থাৎ কোনো প্রকার শাস্তি ছাড়াই।

"আমি বলি": তাওহীদের তাহকীক বা বাস্তবায়ন হলো একে শিরক, বিদআত এবং পাপাচারের কলুষতা থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করা ১।

১ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: উম্মতের মধ্যে তাওহীদের বাস্তবায়ন অত্যন্ত দুর্লভ; এটি কেবল সেই খাঁটি ঈমানদারদের মধ্যেই পাওয়া যায় যাদের আল্লাহ একনিষ্ঠ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, যেমনটি মহান আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন: (এভাবেই, যাতে আমি তাঁর থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে ফিরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি

আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) [১২: ২৪] এখানে 'লাম' বর্ণে যবর সহকারে একটি পাঠ রয়েছে, আর অন্য কিরাআতে 'লাম' বর্ণে যের সহকারে 'আল-মুখলিসীন' পাঠিত হয়েছে। এই উম্মতের প্রথম যুগে তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, কিন্তু শেষ যুগে তারা বিরল (গুরাবা), এবং তাদের সংখ্যা কমে গেছে; তবে আল্লাহর নিকট তারা মর্যাদায় অত্যন্ত মহান। মহান আল্লাহ তাঁর খলীল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন: (তিনি বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা কিছু আল্লাহর শরীক করো তা থেকে আমি মুক্ত। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরিয়েছি যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই") [৬: ৭৮, ৭৯]। অর্থাৎ আমি আমার দ্বীনকে একনিষ্ঠ করেছি এবং আমার ইবাদতকে কেবল সেই সত্তার জন্য নির্দিষ্ট করেছি যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ কোনো পূর্ব নমুনা ছাড়াই তিনি সেগুলোকে সৃষ্টি ও উদ্ভাবন করেছেন। (হানীফ) অর্থাৎ হানীফ অবস্থায়, যার অর্থ হলো শিরক থেকে বিমুখ হয়ে তাওহীদের দিকে ঝোঁকা। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)। কুরআনে এই আয়াতের সমতুল্য আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী: (আর দ্বীনের দিক থেকে তার চেয়ে উত্তম কে, যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয়, আর সে ইবরাহীমের আদর্শকে অনুসরণ করে যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয়, তবে সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল)। আল-ইমাদ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে, অর্থাৎ সে তার আমলকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করেছে, তাঁর আদেশের আনুগত্য করেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুসরণ করেছে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (এবং সে সৎকর্মশীল), অর্থাৎ তার আমল করার ক্ষেত্রে এবং যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ ও যা নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করার ক্ষেত্রে। সুতরাং এই মহান আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ইখলাসের পূর্ণতা কেবল শিরক বর্জন এবং শিরক ও শিরককারীর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়, যেমনটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

قال الله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 1
وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد:
الأولى: أنه كان أمة؛ أي قدوة وإماماً معلماً للخير. وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر
واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين.
الثانية: قوله: "قانتاً" قال شيخ الإسلام: "القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال
قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً
وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} 4 " اهـ ملخصاً.
الثالثة: أنه كان حنيفاً "قلت" قال العلامة ابن القيم: "الحنيف" المقبل على الله،
المعرض عن كل ما سواه". اهـ.
الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه، وبعده عن
الشرك 3.

1 سورة النحل آية: 120.

2 سورة الزمر آية: 9.

3 قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الوجه 147 من فضل
العلم: "إن الله أثنى على إبراهيم خليله بقوله: (إن إبراهيم كان أمة) الآية. فهذه
أربعة أنواع من الثناء، افتتحها بأنه "أمة" وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن
مسعود: "الأمة: المعلم للخير" وهي فعلة- بضم الفاء- من الائتنام كالقدوة، وهو
الذي يقتدى به. والفرق بين "الأمة" و "الإمام" من وجهين: أحدهما: أن الإمام
كل ما يؤتم به، سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سبي الطريق إماماً. كقوله
تعالى: (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين) أي

بطريق واضح لا يخفى على السالك. ولا يسمى الطريق أمة. الثاني: أي "الأمة" فيه زيادة معنى. وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل، وهو الذي بقي فيها فرداً وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه، وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ "الأمة" يشعر بهذا المعنى، لما فيه من اليم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله. فإن الضمة من الواو ومخرجها، فيضم عند النطق بها. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث: "إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده" فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم، لأنهم الناس مجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. الثاني: قوله: "قانتاً" قال ابن مسعود: "القانت": المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث: قوله: "حنيفاً" والحنيف: المقبل على الله. ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنيف، لا أنه موضوعه لغة. الرابع: قوله: "شاكراً لأنعمه" والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكراً إلا بهذه الثلاثة. والمقصود: أنه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بهوجهه وتعليمه ونشرة، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بهوجهه ودعوة الخلق إليه". اهـ. وقال في قرّة العيون: قال العباد ابن كثير - رحمه الله تعالى -: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء: بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. و"الأمة" هو الإمام الذي يقتدى به. و"القانت" هو الخاشع المطيع، والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: (ولم يك من المشركين). وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمناً وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قلت: وكلا القولين حق. فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد - والله أعلم - لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام،

فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين; كما قال تعالى: 41: 19 ، 42 (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً) الآيات (43-50) وقوله 83: 37 ، 84 (وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم) الآيات (85-113) فهذا - والله أعلم - كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث. وقوله: (ولم يك من المشركين) فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه. كما قال تعالى: 131: 12 (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) وأنت تجد أكثر من يقول "لا إله إلا الله" ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته. بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم، ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، وبعضهم لا يعد التوحيد علماً ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته فאלله المستعان.

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত (আদর্শ নেতা), আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।} ১ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এমন সব গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে যা তাওহীদ অর্জনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়: প্রথমত: তিনি ছিলেন একজন 'উম্মত'; অর্থাৎ কল্যাণের শিক্ষক এবং অনুসরণের যোগ্য ইমাম বা নেতা। এটি সম্ভব হয়েছে সবার (ধৈর্য) ও ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)—এই দুই স্তরের পূর্ণতা লাভের মাধ্যমে, যার দ্বারা দ্বীনের ক্ষেত্রে ইমামত বা নেতৃত্ব অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর বাণী: "ক্বনিত" (অনুগত)। শাইখুল ইসলাম বলেন: "কুনূত হলো আনুগত্যের ধারাবাহিকতা। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যখন তার কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু বা সাজদাহ দীর্ঘ করেন, তখন তিনি ক্বনিত বা অনুগত। মহান আল্লাহ বলেন: {ব্যক্তি কি তার সমান, যে রাতের

প্রহরে প্রহরে সাজদাহরত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত আশা করে?} ৪" - ইতি (সংক্ষেপিত)।

তৃতীয়ত: তিনি ছিলেন "হানিফ" (একনিষ্ঠ)। "আমি (লেখক) বলছি" আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "হানিফ হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর অভিমুখী এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ।" ইতি।

চতুর্থত: তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁর ইখলাসের বিশুদ্ধতা, সত্যবাদিতার পূর্ণতা এবং শিরক থেকে তাঁর দূরবর্তী অবস্থানের কারণে তিনি এমন ছিলেন ও।

১ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২০।

২ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯।

৩ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিফতাহ দারিস সাআদাহ' গ্রন্থের ১৪৭তম পরিচ্ছেদে ইলমের ফজিলত বর্ণনায় বলেন: "আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল ইবরাহীমের প্রশংসা করেছেন এই বলে: (নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত...) -আয়াত। এখানে প্রশংসার চারটি ধরণ রয়েছে, যার সূচনা হয়েছে তাঁকে 'উম্মত' হিসেবে অভিহিত করার মাধ্যমে। উম্মত মানে এমন ইমাম বা নেতা যাকে অনুসরণ করা হয়। ইবনে মাসউদ বলেন: 'উম্মত মানে কল্যাণের শিক্ষক।' এটি ইত্তি মাম (অনুসরণ করা) থেকে 'ফু'লাহ' ওজনে গঠিত—যেমন 'কুদওয়াহ'—যাকে অনুসরণ করা হয়। 'উম্মত' এবং 'ইমাম' এর মধ্যে পার্থক্য দুটি দিক থেকে: এক. ইমাম হলো যা কিছু অনুসরণ করা হয়, চাই তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হোক বা না হোক; এজন্য পথকেও ইমাম বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: (নিশ্চয় আইকার অধিবাসীরা ছিল জালিম, ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি, আর এ উভয় জনপদই স্পষ্ট ইমাম (উন্মুক্ত পথ) এর ওপর অবস্থিত) অর্থাৎ এমন এক স্পষ্ট পথ যা পথিকের কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু পথকে 'উম্মত' বলা হয় না। দুই. 'উম্মত' শব্দের মধ্যে অর্থের আধিক্য রয়েছে। উম্মত তিনিই যিনি জ্ঞান ও আমলের সকল পূর্ণতা নিজের মধ্যে একত্রিত করেছেন এবং এতে তিনি একাই অবশিষ্ট রয়েছেন। তিনি এমন সব গুণের সমষ্টি যা অন্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। তাঁর মধ্যে এসবের একত্র হওয়া এবং অন্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন থাকা বা না থাকার কারণে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। 'উম্মত' শব্দটির গঠনশৈলী এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে; কারণ এতে 'মীম' বর্ণটি দ্বিত্ব বা তাসদীদযুক্ত যা নির্গত হওয়ার সময় এবং উচ্চারণের পুনরাবৃত্তির সময় একত্রিত করার অর্থ প্রদান করে। তদ্রূপ শব্দের শুরুতে পেশ (যম্মাহ) প্রদান করা হয়েছে, যা

'ওয়াও' থেকে নির্গত। আর উচ্চারণের সময় মুখ গোল করে একত্রিত করতে হয়। আবার একবচন বোঝাতে শেষে 'তা' যুক্ত করা হয়েছে যেমন 'গুরফাহ' বা 'লুকমাহ' শব্দে থাকে। এ অর্থেই হাদিসে এসেছে: 'নিশ্চয় যাকে ইবনে আমর ইবনে নুফাইল কিয়ামতের দিন একাই একটি উম্মত হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন।' সুতরাং একত্রিত হওয়া এবং সমষ্টির অর্থ উম্মত শব্দের জন্য অপরিহার্য। এই অর্থ থেকেই একদল মানুষকে 'উম্মত' বলা হয়, যারা কোনো এক দ্বীন বা এক সময়ের ওপর একত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর বাণী: 'ক্বনিত'। ইবনে মাসউদ বলেন: 'ক্বনিত' মানে অনুগত। ক্বনূতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যার সবগুলোর মূল নির্যাস হলো ইবাদত বা আনুগত্যের স্থায়িত্ব। তৃতীয়ত: আল্লাহর বাণী: 'হানিফ'। হানিফ হলো আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তি। এই অর্থের অপরিহার্য দাবি হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ হওয়া। বিমুখতা হলো হানিফ শব্দের অপরিহার্য অর্থ, মূল আভিধানিক অর্থ নয়। চতুর্থত: আল্লাহর বাণী: 'তাঁর নেয়ামতরাজির শোকরকারী'। নেয়ামতের শোকর তিনটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত: নেয়ামতকে স্বীকার করা, তা দাতার দিকে সম্বন্ধ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে ও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা। এই তিনটি বিষয় ছাড়া কোনো বান্দা শোকরকারী হতে পারে না। উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর খলীলকে এমন চারটি গুণে প্রশংসা করেছেন যার সবকটিই ইলম, ইলম অনুযায়ী আমল, শিক্ষা দান এবং তা প্রচারের দিকে ফিরে যায়। সুতরাং সমস্ত পূর্ণতা ইলম, আমল এবং তার দিকে সৃষ্টির দাওয়াত দেওয়ার মধ্যেই নিহিত।" ইতি।

কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে বলা হয়েছে: ইমাদ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা, রাসূল এবং একনিষ্ঠদের ইমাম খলীল ইবরাহীমের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, তিনি মুশরিকদের থেকে এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) ধর্ম থেকে মুক্ত ছিলেন। 'উম্মত' হলেন সেই ইমাম যাকে অনুসরণ করা হয়। 'ক্বনিত' হলেন বিনীত ও অনুগত ব্যক্তি। আর 'হানিফ' হলেন যিনি শিরক থেকে মুখ ফিরিয়ে সচেতনভাবে তাওহীদের দিকে অগ্রসর হন; এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন: (এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না)। মুজাহিদ বলেন: ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত অর্থাৎ তিনি একাই মুমিন ছিলেন এবং তৎকালীন সময়ে অন্য সব মানুষ ছিল কাফের। আমি (লেখক) বলছি: উভয় উক্তিই সত্য। খলীল আলাইহিস সালাম এমনই ছিলেন। মুজাহিদের উক্তিটি—আল্লাহই ভালো জানেন—খলীল আলাইহিস সালামের দাওয়াত, নবুওয়াত এবং রিসালাতের সূচনালগ্নের অবস্থা বর্ণনা করে। তখন আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেন এই বলে যে তিনি মুশরিকদের থেকে মুক্ত ছিলেন;

যেমন আল্লাহ তাআলা মারইয়াম সূরার ৪১-৫০ আয়াতে এবং আস-সাফফাত সূরার ৮৩-১১৩ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতের শুরুতে ভূপৃষ্ঠে তিনি ছাড়া আর কোনো মুসলিম ছিল না—আল্লাহই ভালো জানেন। হাদিসেও এমনটি এসেছে। আর আল্লাহর বাণী: (এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না) এর অর্থ হলো তিনি অন্তর, মুখ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর ইবাদতে তাদের কৃত শিরক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মূর্তিসমূহ ভেঙেছিলেন। আল্লাহর পথে আসা বিপদে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এটিই হলো তাওহীদের প্রকৃত অর্জন যা দ্বীনের ভিত্তি ও প্রধান বিষয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {স্মরণ করো, যখন তার রব তাকে বললেন: 'আত্মসমর্পণ করো', সে বলল: 'আমি জগতসমূহের রবের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম'}। অথচ আপনি দেখবেন যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং ইসলামের দাবি করে, তাদের অধিকাংশ আল্লাহর ইবাদতে শিরক করে। তারা মৃত ব্যক্তি, অনুপস্থিত লোক, তাগুত ও জিনদের নিকট দুআ করে, যারা কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। তারা এদের ভালোবাসে, এদের সাথে বন্ধুত্ব করে, এদের ভয় করে এবং এদের নিকট আশা পোষণ করে। আর কেউ যখন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং অন্য সব কিছুর ইবাদত ত্যাগ করার দাওয়াত দেয়, তখন তারা তার বিরোধিতা করে। তারা দাবি করে যে এটিই বিদআত ও ভ্রষ্টতা এবং যারা তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে ও তা ভালোবাসে এবং শিরককে ঘৃণা ও বর্জন করে, তাদের সাথে তারা শত্রুতা পোষণ করে। তাদের কেউ কেউ তো তাওহীদকে কোনো ইলম মনে করে না এবং এর প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না; এর কারণ হলো তাদের মূর্খতা এবং তাওহীদের প্রতি তাদের মহব্বত না থাকা। আল্লাহই সাহায্যকারী।

(ص: 59) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

قلت: يوضح هذا قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} 1
أي على دينه من إخوانه المرسلين، قاله ابن جرير - رحمه الله تعالى -: {إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ { 2. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا { 3 فهذا هو تحقيق التوحيد. وهو البراءة من الشرك وأهله، واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان.

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} 4 لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين {قَانِتًا لِلَّهِ} لا للملوك ولا للتجار المترفين {حَنِيفًا} لا يميل يميناً ولا شمالاً; كفعل العلماء المفتونين {لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 5 خلافاً لمن

كثير سوادهم وزعم أنه

1 سورة الممتحنة آية: 4.

2 سورة الممتحنة آية: 4.

3 سورة مريم آية: 48-49.

4 سورة النحل آية: 120.

5 سورة النحل آية: 120.

আমি বলি: মহান আল্লাহর এই বাণী এটি স্পষ্ট করে দেয়: {তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ} ১ অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর ভ্রাতৃবন্দ রাসূলগণ। এটি ইবনে জারির (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেছেন: {যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার উপাসনা করো তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেল চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তবে ইব্রাহিমের তাঁর পিতাকে বলা কথাটি ব্যতিক্রম: ‘আমি

অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য আমার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই’} ২। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন: {আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আর আমি আমার রবের কাছে দুআ করব; আশা করি আমার রবের কাছে দুআ করে আমি বঞ্চিত হব না। অতঃপর যখন তিনি তাদের থেকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখন আমরা তাঁকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করলাম এবং তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম} ৩। আর এটিই হলো তাওহীদের প্রকৃত বাস্তবায়ন। আর তা হলো শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের থেকে পৃথক হওয়া, তাদেরকে অস্বীকার করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: {নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিলেন এক উম্মাহ} ৪ যাতে সত্য পথের পথিক পথিকের স্বল্পতায় একাকীত্ব অনুভব না করে; {আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত} বাদশাহদের কিংবা বিলাসপ্রিয় ব্যবসায়ীদের অনুগত নয়; {একনিষ্ঠ} ডানে কিংবা বামে হেলে পড়ে না; যেমনটি ফিতনাগ্রস্ত আলেমদের কাজ; {তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না} ৫ তাদের বিপরীতে যারা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং দাবি করে যে সে...

১ সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪।

২ সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৪।

৩ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪৮-৪৯।

৪ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২০।

৫ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২০।

(ص: 60) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من المسلمين". اهـ.

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} 1 على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره.

قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم: من أنه كان إماماً يقتدى به في الخير. قال: وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} 23.

1 سورة النحل آية: 120.

2 سورة المؤمنون آية: 57-58-59.

3 في قرّة العيون: قال العباد ابن كثير: أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله وخائفون وجلون من مكره بهم; كما قال الحسن البصري: "المؤمن من جمع إحساناً وشفقاً، والمنافق من جمع إساءة وأمناً". (والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) ، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم: 12: 66 (وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) ، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمراً فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهياً فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبراً فهو حق.

মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সমাপ্ত)।

ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহর এই বাণীর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন:

"নিশ্চয় ইব্রাহিম ছিলেন এক উম্মাত" ১ ইসলামের ওপর। এবং তাঁর সময়ে তিনি ছাড়া ইসলামের ওপর অন্য কেউ ছিল না।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এর সাথে পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে তার কোনো বৈপরীত্য নেই: যে তিনি কল্যাণের ক্ষেত্রে একজন অনুকরণীয় ইমাম ছিলেন।

তিনি বলেন: এবং মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত-সম্ভ্রান্ত, আর যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে এবং যারা তাদের রবের সাথে শরিক করে না" ২

১. সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২০।

২. সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৫৭-৫৮-৫৯।

৩. 'কুররাতুল উয়ুন'-এ আছে: আল-ইমাদ ইবনে কাসির বলেছেন: অর্থাৎ তাদের সদাচার ও নেক আমল থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর ভয়ে কম্পিত এবং তাঁর কৌশলের ব্যাপারে শঙ্কিত; যেমন হাসান বসরী বলেছেন: "মু'মিন ব্যক্তি সদাচার ও ভয়কে একত্রিত করে, আর মুনাফিক ব্যক্তি পাপাচার ও নিষ্ঠুরতাকে একত্রিত করে।" (আর যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে), অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরিয়তগত নিদর্শনাবলির ওপর ঈমান আনে, যেমন মহান আল্লাহ মারইয়াম সম্পর্কে বলেছেন (৬৬: ১২): (এবং তিনি তাঁর রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত), অর্থাৎ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন যে, যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর তকদির ও ফয়সালা অনুযায়ী হয়। আর আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা যদি আদেশ হয় তবে তা এমন বিষয় যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও তাতে সন্তুষ্ট হন, আর যদি নিষেধ হয় তবে তা এমন বিষয় যা তিনি অপছন্দ করেন ও প্রত্যাখ্যান করেন, আর যদি কোনো সংবাদ হয় তবে তা সত্য।

(ص: 61)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها: أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدر في إسلامه: من شرك جلي أو خفي، نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت بهم أعمالهم وكملت ونفعتهم.

قلت: قوله: "حسنت وكملت" هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال شارح: صحت لكان أقوم.

قال ابن كثير: {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحّدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له 1.

قال البصنف: عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، فقال: "أيكم رأى الكوكب الذي انقض البأرحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحبيب أنه قال: " لا رقية إلا من عين أو حمة " قال قد أحسن من انتهى إلى ما سيع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقبل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقبل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1 في قرّة العيون: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب) ، وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق.

জান্নাতে অগ্রগামী মুমিনদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের এমন গুণাবলির প্রশংসা করা হয়েছে যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো: তারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না। যেহেতু মানুষের মাঝে এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারে যা তার ইসলামের ক্ষতি করে—তা প্রকাশ্য শিরক হোক বা গোপন শিরক—তাই তাদের থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে। আর এটাই হলো তাওহীদের প্রকৃত বাস্তবায়ন যার মাধ্যমে তাদের আমলসমূহ সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এবং তাদের উপকারে এসেছে।

আমি বলছি: তাঁর কথা "সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে"—এটি তাদের ছোট শিরক থেকে মুক্ত থাকার বিবেচনায় বলা হয়েছে। আর বড় শিরক বর্জন করার ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয় না, সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখুন। যদি ব্যাখ্যাকার বলতেন "শুদ্ধ হয়েছে", তবে তা আরও যথাযথ হতো। ইবনে কাসীর বলেন: {এবং যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না} অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করে না, বরং তারা তাঁর একত্ববাদ সাব্যস্ত করে এবং জানে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক, অমুখাপেক্ষী। তিনি কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।^১

গ্রন্থকার বলেন: হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সাঈদ ইবনে জুবায়রের নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "গত রাতে যে নক্ষত্রটি খসে পড়তে দেখেছে তোমাদের মধ্যে সে কে?" আমি বললাম: "আমি।" তারপর বললাম: "তবে আমি সালাতরত ছিলাম না, বরং আমাকে দংশন করা হয়েছিল।" তিনি বললেন: "তবে তুমি কী করলে?" আমি বললাম: "আমি ঝাড়ফুঁক করিয়েছি।" তিনি বললেন: "তোমাকে কিসে এতে উদ্বুদ্ধ করল?" আমি বললাম: "একটি হাদীস যা শাবী আমাদের শুনিয়েছেন।" তিনি বললেন: "তিনি তোমাদের কী শুনিয়েছেন?" আমি বললাম: "তিনি আমাদের নিকট বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'নজর লাগা বা বিষাক্ত দংশন ব্যতীত ঝাড়ফুঁক নেই'।" তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি যা শুনেছে তা অনুযায়ী আমল করেছে সে ভালো করেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস আমাদের নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

"আমার সামনে উম্মতদের উপস্থাপন করা হলো। আমি একজন নবীকে দেখলাম যার সাথে একটি ছোট দল রয়েছে, একজন নবীকে দেখলাম যার সাথে মাত্র এক বা দুইজন লোক রয়েছে এবং এমন নবীকেও দেখলাম যার সাথে কেউ নেই। হঠাৎ আমার সামনে একটি বিশাল জামাত পেশ করা হলো। আমি ধারণা করলাম যে তারা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হলো: 'ইনি মূসা ও তাঁর কওম'। এরপর আমি তাকালাম এবং একটি বিশাল কালো জামাত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো: 'এটি আপনার উম্মত এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার এমন ব্যক্তি রয়েছে যারা হিসাব ও আযাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।" এরপর তিনি উঠে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা ঐ ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলোচনায় মগ্ন হলো। তাদের কেউ কেউ বলল: "সম্ভবত তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভকারী সাহাবীগণ।"

১ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: শিরক বর্জন করা তাওহীদের পূর্ণতা, হাকীকত অনুযায়ী তা চেনা, তাকে ভালোবাসা ও কবুল করা এবং তার দিকে দাওয়াতের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (বলুন, আমি কেবল আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে শিরক না করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁর দিকেই ডাকি এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন)। এই আয়াতটি তাওহীদের পূর্ণতা ও তা বাস্তবায়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর আল্লাহর মাধ্যমেই তাওফীক অর্জিত হয়।

(ص: 62)فتح المجید شرح کتاب التوحید

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها عكاشة".

هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصراً ومطولاً، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي.

عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن جبير، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟

قوله: "عن حصين بن عبد الرحمن" هو السلمي، 1 أبو الهذيل الكوفي. ثقة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، وله ثلاث وتسعون سنة.

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة. وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين.

قوله: "انقض" هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط. "والبارحة" هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة، وبعد الزوال: رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال.

قوله: "أما إني لم أكن في صلاة" قال في مغنى اللبيب: "أما" بالفتح والتخفيف على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة "ألا" فإذا وقعت "أن" بعدها كسرت. الثاني: أن تكون بمعنى حقاً، أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهزة للاستفهام و "ما" اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق، فإلغى أحق هذا؟ وهو الصواب. و "ما" نصب على الظرفية، وهذه تفتح "أن" بعدها". انتهى.

والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حصين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه

1 في قرّة العيون: الحارثي، من تابعي التابعين. عن الشعبي.

এবং তাদের কেউ কেউ বললেন: সম্ভবত তারা হলেন সেই সব লোক যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেননি, এবং তারা আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং তারা তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন: "তারা হলো ঐসব লোক যারা ঝাড়ফুক প্রার্থনা করে না, লোহা পুড়িয়ে দাগ দেয় না, কুলক্ষণ মানে না এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে।" তখন উকাশাহ বিন মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন: আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: "উকাশাহ তোমার অগ্রগামী হয়েছে।"

গ্রন্থকার এটি এভাবেই কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারি এটি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং শব্দগুলো তাঁরই, এছাড়া তিরমিজি ও নাসাঈও এটি বর্ণনা করেছেন।

হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে ছিলাম। তিনি বললেন: গত রাতে যে নক্ষত্রটি খসে পড়েছিল তা তোমাদের মধ্যে কে দেখেছে? আমি বললাম: আমি। এরপর আমি বললাম: তবে আমি সে সময় নামাজে ছিলাম না, বরং আমাকে দংশন করা হয়েছিল। তিনি বললেন: তবে তুমি কী করেছিলে? আমি বললাম: আমি ঝাড়ফুঁক করিয়েছিলাম। তিনি বললেন: তোমাকে কিসে এমনটি করতে উদ্বুদ্ধ করল?"

তাঁর উক্তি: "হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে": তিনি হলেন আস-সুলামি, ১ আবুল হুযাইল আল-কুফি। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, তিনি একশত ছত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর বয়স হয়েছিল তিরানব্বই বছর।

আর সাঈদ বিন জুবাইর: তিনি হলেন ইমাম ও ফকিহ, ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম। আয়েশা ও আবু মুসা থেকে তাঁর বর্ণনা 'মুরসাল' পর্যায়ে। তিনি বনু আসাদ গোত্রের আজাদকৃত একজন কুফাবাসী ছিলেন। তিনি পঁচানব্বই হিজরিতে হাজ্জাজের সামনে নিহত হন এবং তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়নি।

তাঁর উক্তি: "খসে পড়া" (ইনকাদা): এটি রুফ এবং দাদ বর্ণযোগে গঠিত, যার অর্থ হলো পড়ে যাওয়া। "গত রাত" (আল-বারিহা): এটি নিকটতম অতিবাহিত রাতকে বোঝায়। আবু আব্বাস সা'লাব বলেন: সূর্য ঢলার আগে বলা হয়: 'আমি আজ রাত দেখেছি', আর সূর্য ঢলার পর বলা হয়: 'আমি গত রাত দেখেছি'। অন্যগণও অনুরূপ বলেছেন। এটি 'বারাহা' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ অপসৃত হওয়া।

তাঁর উক্তি: "তবে আমি নামাজে ছিলাম না": 'মুগনী আল-লাবিব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যবর এবং হালকা উচ্চারণে 'আম্মা' শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়: প্রথমত: এটি প্রারম্ভিক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার মর্যাদা 'আলা' এর মতো। এর পরে যদি 'আন্না' আসে তবে তা জের দিয়ে (ইন্না) পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত: এটি 'সতিয়ই' বা 'এটি কি সত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যগণ বলেছেন: এটি মূলত দুটি শব্দ—হামজাটি প্রশ্নবোধক এবং 'মা' হলো কোনো বিষয় অর্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য, অর্থাৎ 'সেই বিষয়টি কি সত্য?' এর অর্থ দাঁড়ায়—'এটি কি সত্য?' আর এটিই সঠিক। এখানে 'মা' শব্দটি কালবাচক বিশেষ্য হিসেবে নসব প্রাপ্ত হয়েছে, আর এমতাবস্থায় এর পরবর্তী 'আন্না' শব্দটি যবর দিয়ে পড়তে হয়। সমাপ্ত।

এখানে প্রথম দিকটিই অধিক উপযুক্ত। আর বক্তা হলেন হুসাইন; তিনি এ আশঙ্কায় এটি বলেছিলেন যেন উপস্থিত ব্যক্তির এমনি মনে না করেন যে, তিনি নামাজরত অবস্থায় নক্ষত্রটি দেখেছিলেন।

১. কুররাতুল উইউন গ্রন্থে রয়েছে: আল-হারিসি, তিনি তাবে-তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত। শা'বি থেকে বর্ণিত।

(ص: 63)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهو يصلي، فنفي عن نفسه إبهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.

قوله: "ولكنني لدغت" بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السبوم، إذا أصابته بسبها، وذلك بأن تأبّره بشوكتها.

قوله: "قلت: ارتقيت" لفظ مسلم: "استرقيت" أي طلبت من يرقيني.

قوله: "فما حملك على ذلك" فيه طلب الحجة على صحة المذهب.

قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة" قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قوله: "حديث حدثناه الشعبي" اسمه: عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم 1 مات سنة ثلاث ومائة.

قوله: "عن بريدة" بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة. ابن الحصيب - بضم الحاء وفتح الصاد البهملتين - ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ.

قوله: " لا رقية إلا من عين أو حمة ". وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعاً. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعاً. قال الهيثمي: "رجال أحمد ثقات" 2.

والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه. والحمة - بضم المبهلة وتخفيف الميم - سم العقرب وشبهها.

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشقى وأولى من رقية العين والحمة، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى.

قوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما سيع" أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل، أولاً يعمل بما يعلم؛ فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم 3.

1 روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم. وعن أبي هريرة وعائشة وجريير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. يعني أنه كان معتنياً بالحفظ.

2 صحيح: أحمد (436/4). وأبو داود: كتاب الطب (3384): باب في تعليق التماائم: والترمذي: كتاب الطب (2057): باب ما جاء في الرخصة في الرقية عن عمران بن حصين وإسناده صحيح كما قال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (162/12). وصححه الألباني في صحيح الجامع (7373) وتخريج المشكاة (4557) ورواه مسلم (220) (374) عن بريدة موقوفاً. وهو عند ابن ماجه عنه (3513) مرفوعاً وفي إسناده أبو جعفر الرازي "سيئ".

3 في قرّة العيون: فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئاً سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتدياً أم لا؟ ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له

بِأَفْعَلِهِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمَقْلَدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
فَتَفْطِنُ لِهَذَا.

তিনি সালাত আদায় করছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি নিজের থেকে ইবাদতের অস্পষ্টতাকে দূর করেছেন। এটি সালাফদের মর্যাদা, ইখলাসের প্রতি তাঁদের একাগ্রতা এবং রিয়া (লোকদেখানো) ও যা তাঁদের মাঝে নেই তা দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করা থেকে তাঁদের দূরে থাকার প্রমাণ দেয়।

তাঁর উক্তি: "বরং আমি দংশিত হয়েছিলাম" এর প্রথম বর্ণে পেশ এবং দ্বিতীয় বর্ণে যের হবে।

ভাষাবিদগণ বলেন: বিচ্ছু বা বিষধর প্রাণী যখন কাউকে দংশন করে তখন বলা হয়

'লাদাগাতহু', যখন সে তার বিষ দ্বারা আক্রান্ত করে, আর তা হয় তার হুল ফোটানোর মাধ্যমে।

তাঁর উক্তি: "আমি বলেছি: আমি ঝাড়ফুক গ্রহণ করেছি" মুসলিমের শব্দ হলো: "ইস্তারাকাইতু" অর্থাৎ আমি এমন কাউকে খুঁজেছি যে আমাকে ঝাড়ফুক করে দেবে।

তাঁর উক্তি: "কিসে তোমাকে এতে উদ্বুদ্ধ করল?" এতে কোনো মতের সঠিকতার সপক্ষে দলীল তলব করার বিষয়টি রয়েছে।

আমি বললাম: একটি হাদীস যা আশ-শা'বী আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি বললেন: তিনি তোমাদের কী শুনিয়েছেন? আমি বললাম: তিনি আমাদের বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নজর লাগা অথবা বিষক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ঝাড়ফুক নেই।" তিনি বললেন: যে ব্যক্তি যা শুনেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে সে অবশ্যই ভালো করেছে।

তাঁর উক্তি: "একটি হাদীস যা আশ-শা'বী আমাদের শুনিয়েছেন" তাঁর নাম: আমির ইবনে শারাহিল আল-হামদানী। তিনি উমরের খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য তাবেঈদের একজন এবং তাঁদের মধ্যকার ফকীহ। তিনি ১০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উক্তি: "বুরাইদাহ থেকে" এর প্রথম বর্ণে পেশ এবং দ্বিতীয় বর্ণে যবর হবে যা 'বুরদাহ' শব্দের তাসগীর (ক্ষুদ্রার্থ)। ইবনুল হুসাইব—হাতে পেশ এবং সোয়াদে যবর—ইবনুল হারিস আল-আসলামী, একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ৬৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে সা'দ এটি উল্লেখ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "নজর লাগা অথবা বিষক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ঝাড়ফুক নেই।" আহমাদ ও ইবনে মাজাহ এটি তাঁর থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ, আবু দাউদ ও

তিরমিযী ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে এটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী বলেন: "আহমাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।"

নজর (আইন): দৃষ্টিদানকারী কর্তৃক অন্যকে নিজ দৃষ্টির মাধ্যমে আকৃষ্ট করা। আর হুমা—হাতে পেশ এবং মীমে তাশদীদহীন—বিচ্ছু ও অনুরূপ প্রাণীর বিষ।

খাত্তাবী বলেন: হাদীসের অর্থ হলো: নজর লাগা এবং বিষক্রিয়ার ঝাড়ফুঁকের চেয়ে অধিক আরোগ্যদায়ক ও অধিক উত্তম কোনো ঝাড়ফুঁক নেই। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁকেও ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি যা শুনেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে সে ভালো করেছে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কাছে পৌঁছানো ইলমকে গ্রহণ করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে সে উত্তম কাজ করেছে, তার বিপরীতে যে ব্যক্তি মূর্খতাবশত আমল করে অথবা যা জানে সে অনুযায়ী আমল করে না; সে তো মন্দ কাজকারী ও পাপিষ্ঠ। এতে সালাফদের ইলমের মর্যাদা ও তাঁদের সুন্দর আদব প্রকাশ পেয়েছে।

১. তিনি উমর, আলী ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁদের থেকে সরাসরি শোনে ননি। এছাড়া আবু হুরায়রা, আয়েশা, জারীর, ইবনে আব্বাস ও আরও অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন। আশ-শা'বী বলেন: আমি সাদা কাগজে কালো কালিতে কোনো কিছু লিখিনি। অর্থাৎ তিনি মুখস্থ রাখার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

২. সহীহ: আহমাদ (৪/৪৩৬)। আবু দাউদ: কিতাবুত তিব্ব (৩৩৮৪): অধ্যায়- তামীমাহ ঝুলানো সম্পর্কে। তিরমিযী: কিতাবুত তিব্ব (২০৫৭): অধ্যায়- ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে ঝাড়ফুঁকের অনুমতির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ সহীহ যেমনটি আরনাউত 'শারহুস সুন্নাহ' (১২/১৬২)-এর তাহকীকে বলেছেন। আলবানী একে 'সহীহুল জামে' (৭৩৭৩) এবং 'তখরীজুল মিশকাত' (৪৫৫৭)-এ সহীহ বলেছেন। মুসলিম বুরাইদাহ থেকে এটি মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (২২০) (৩৭৪)। ইবনে মাজার নিকট এটি তাঁর থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত (৩৫১৩) এবং এর সনদে আবু জাফর আর-রাযী আছেন যিনি 'দুর্বল সূতিসম্পন্ন'।

৩. কুররাতুল উয়ূনে রয়েছে: এতে ইলম ও আহলে ইলমদের সাথে উত্তম আদব রক্ষার বিষয়টি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো কাজ করল, তাকে তার কাজের দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সে কি কারো অনুসরণ করেছে কি না? যার কাছে কোনো শরয়ী দলীল নেই, তার কাজের জন্য কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণেই ইবনে আব্দুল বার সেই ইজমার

কথা উল্লেখ করেছেন যে, মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) ইলম ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিষয়টি অনুধাবন করুন।

(ص: 64)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولكن حدثنا ابن عباس" هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلي الله عليه وسلم. دعا له فقال: "اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" 1 فكان كذلك. مات بالطائف سنة ثمان وستين.

قال المصنف رحمه الله "وفيه عمق علم السلف لقوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما سيع" ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني".

قوله: "عرضت علي الأمام" وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن "أن ذلك كان ليلة الإسراء" 2. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظاً كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضاً. "قلت" وفي هذا نظر 3.

النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقليل لي: هذا موسى وقومه،

قوله: "فرايت النبي ومعه الرهط" والذي في صحيح مسلم "الرهيط" بالتصغير لا غير; وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي.

قوله: "والنبي ومعه الرجل والرجلان; والنبي وليس معه أحد" فيه الرد على من احتج بالكثرة 4.

1 رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.

2 صحيح: الترمذي: كتاب صفة القيامة (2446) : باب (16) وقال الترمذي: حسن صحيح والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (410/4) .

3 في قرّة العيون: فالله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثلها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم. فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم نوح: 71: 2 (قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) فعبادته وتوحيده وطاعته بامثال ما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه، وطاعة رسوله. هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فعلا وتركاً، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه.

4 في قرّة العيون: أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى: 15: 10 (ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطبائع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا; كما قال تعالى: 6: 16 (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال: 101: 7 (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) وقال: 42: 30 (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين) وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والناجون- وإن كانوا أقل القليل- فهم السواد الأعظم؛ فإنهم الأعظمون قدراً عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم، اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله.

তাঁর উক্তি: "কিন্তু ইবনে আব্বাস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন", তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

চাচাতো ভাই। তিনি তাঁর জন্য দুআ করে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করুন এবং তাকে ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) শিক্ষা দিন।" ১ ফলে তিনি তেমনই হয়েছিলেন। তিনি আটষটি হিজরীতে তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "এতে সালাফদের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তাঁর উক্তি: 'যে ব্যক্তি যা শুনেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে সে উত্তম কাজ করেছে', কিন্তু অমুক অমুক বিষয়। ফলে জানা গেল যে, প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয়টির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।"

তাঁর উক্তি: "আমার সামনে উম্মতদের উপস্থাপন করা হয়েছে"; তিরমিযী এবং নাসাইতে আবসার ইবনে আল-কাসিমের বর্ণনায় হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "তা ছিল মিরাজের রাতে"। ২ হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: যদি এটি সংরক্ষিত (সহীহ) হয়, তবে এটি মিরাজ একাধিকবার হওয়ার পক্ষে যারা মত পোষণ করেন তাদের জন্য একটি প্রমাণ হতে পারে, এবং এটি মদীনাতেও ঘটেছিল। "আমি বলি" এতে সংশয় রয়েছে। ৩

একজন নবী যার সাথে একদল লোক ছিল, একজন নবী যার সাথে একজন বা দুইজন লোক ছিল, এবং একজন নবী যার সাথে কেউ ছিল না। অতঃপর আমার সামনে একটি বিশাল জামাত (কালো ছায়া) তোলা হলো, আমি মনে করলাম তারা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হলো: এটি মূসা এবং তাঁর কওম।

তাঁর উক্তি: "আমি একজন নবীকে দেখলাম যার সাথে একদল লোক (রাহাত) ছিল", আর সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় কেবল "রুহাইত" (ক্ষুদ্রার্থে) এসেছে; আর তারা দশজনের কম একদল লোক। ইমাম নববী এটি বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "একজন নবী যার সাথে একজন বা দুইজন লোক ছিল, এবং একজন নবী যার সাথে কেউ ছিল না।" এতে ঐ ব্যক্তির খণ্ডন রয়েছে যে সংখ্যাধিক্য দিয়ে দলিল দেয়। ৪

১ ইমাম বুখারী তাঁর সহীহের একাধিক স্থানে এটি বর্ণনা করেছেন।

২ সহীহ: তিরমিযী: কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ (২৪৪৬): অধ্যায় (১৬) এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন; আর নাসাই আল-কুবরা-তে বর্ণনা করেছেন যেমনটি তুহফাতুল আশরাফ (৪/৪১০)-এ এসেছে।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহই ভালো জানেন কখন এটি উপস্থাপন করা হয়েছে, আর উপস্থাপনের অর্থ হলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁকে তাদের নমুনা দেখিয়েছেন যখন নবীরা এবং তাদের অনুসারীরা আসবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে

এবং তাঁর নবী ও রাসূলগণ যে দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন যা আল্লাহ তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা পালনের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে; আর তা হলো একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা যার কোনো শরিক নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত ত্যাগ করা, এবং তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা ও যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা নূহ (আ.)-এর কওম সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো" (৭১: ২-৩)। সুতরাং তাঁর ইবাদত, তাওহীদ এবং তাঁর আনুগত্য হলো তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। এটাই দ্বীন, যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা হবে না এবং আল্লাহ যেভাবে বিধান দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া তাঁর ইবাদত করা হবে না—তা করা বা বর্জনের মাধ্যমেই হোক, এবং নিজের পছন্দ ও প্রবৃত্তির ওপর তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৪ কুররাতুল উয়ুন-এ বর্ণিত হয়েছে: অর্থাৎ তিনি তাঁর কওমের মধ্যে প্রেরিত হবেন কিন্তু তাদের কেউ তাঁর অনুসরণ করবে না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি আপনার পূর্বেও পূর্ববর্তী দলগুলোর মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি। আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসতেন না যাদের নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না" (১৫: ১০-১১)। এতে দলিল রয়েছে যে, উম্মতদের মধ্যে নাজাতপ্রাপ্তরা সংখ্যায় অল্প এবং অধিকাংশের ওপর তাদের মানবীয় প্রবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে, ফলে তারা রাসূলগণের অবধ্য হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে" (৬: ১১৬)। আরও বলেছেন: "আমি তাদের অধিকাংশের মধ্যেই অঙ্গীকার পালনের কোনো আগ্রহ পাইনি বরং তাদের অধিকাংশকেই পাপাচারী পেয়েছি" (৭: ১০২)। আরও বলেছেন: "বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল; তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক" (৩০: ৪২)। কুরআনে এ ধরনের আয়াত অনেক রয়েছে। আর নাজাতপ্রাপ্তরা—যদিও তারা সংখ্যার দিক থেকে অত্যন্ত নগণ্য—তবুও তারাই 'সাওয়াদে আজম' (মহা জনগোষ্ঠী); কেননা তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ যদিও তারা সংখ্যায় কম। সুতরাং একজন মুসলিম যেন সংখ্যাধিক্য দেখে প্রতারণিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকে, অথচ তাদের দ্বারা অনেকেই প্রতারণিত

হয়েছে এমনকি ইলম দাবিদার কেউ কেউ তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত মূর্খদের বিশ্বাসকেই ধারণ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন তার প্রতি অক্ষিপ করেনি।

(ص: 65)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "إذ رفع لي سواد عظيم" المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد.
قوله: "فظننت أنهم أمتي"؛ لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم: "ولكن انظر إلى الأفق" ولم يذكره المصنف؛ فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه. والله أعلم.
قوله: "ف قيل له: هذا موسى وقومه" أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه: اتباعه على دينه من بني إسرائيل.
فنظرت فإذا سواد عظيم، ف قيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون

1 في قرّة العيون: فيه فضيلة اتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسول. والكتب التي أنزلها الله: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود، وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جداً، وقد قال تعالى: 45: 16 (فضلناهم على العالمين)، أي في زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقاً لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. فضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى

محتجاً به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف.

তাঁর বাণী: "যখন আমার সামনে এক বিশাল কালো অবয়ব তুলে ধরা হলো" - এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ব্যক্তি যাকে দূর থেকে দেখা যায়।

তাঁর বাণী: "আমি ধারণা করলাম যে তারা আমার উম্মত"; কারণ দিগন্তে যেসব ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাদের কেবল অবয়বই উপলব্ধি করা সম্ভব। আর সহীহ মুসলিমে রয়েছে: "কিন্তু তুমি দিগন্তের দিকে তাকাও", যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি; সম্ভবত যে মূল উৎস থেকে তিনি হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে তা বাদ পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাঁর বাণী: "তাঁকে বলা হলো: ইনি মূসা এবং তাঁর কওম" অর্থাৎ মূসা ইবনে ইমরান, যিনি রহমানের সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন; আর তাঁর কওম বলতে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে ১।

অতঃপর আমি তাকালাম এবং দেখলাম এক বিশাল কালো জনসমষ্টি। আমাকে বলা হলো: এরা আপনার উম্মত এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তি রয়েছে যারা প্রবেশ করবে...

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে মূসার সেইসব অনুসারীদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে যারা রাসূলগণের ওপর এবং আল্লাহ নাযিলকৃত কিতাবসমূহ—তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, ফুরকান এবং অন্যান্যগুলোর ওপর ঈমান এনেছিল। বিভক্তির পূর্বে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের মধ্যে বহু নবী ছিলেন। এরপর ইহুদীদের মধ্যে যা ঘটীর তা ঘটল। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ৪৫: ১৬ (এবং আমি তাদেরকে বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম), অর্থাৎ তাদের সমসাময়িক কালে। এর কারণ হলো, তাদের সময়ে এবং তার আগে অসংখ্য মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করত, যেমন জালুত ও বুখতুনাসসার এবং তাদের মতো অন্যান্য দলগুলো। ফলে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ঈমানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং তারা তাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে নবীগণের অবাধ্যতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া সংক্রান্ত যা যা আল্লাহ সূরা আল-বাকারাহ ও অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করেছেন, তা সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুফরি করা ইহুদীদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে এটি

উল্লেখ করেছেন। অতএব, মতভেদের পর তাদের যে অবস্থার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো।

(ص: 66)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "فنظرت فإذا سواد عظيم، فقليل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"، أي لتحقيقهم التوحيد، وفي رواية ابن فضيل: "ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً". وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: "أنهم تضيء وجوههم إضاءة القبر ليلة البدر". وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: "فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً". قال الحافظ: وسنده جيد¹².

قوله: "ثم نهض" أي قام. قوله: "فخاض الناس في أولئك" خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون، الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه حرصهم على الخير. ذكره المصنف³.

قوله: "فقال: هم الذين لا يسترقون" هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد. وفي رواية لمسلم: "ولا يرقون" قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

1 صحيح: أحمد (359/2) : وقال الحافظ في الفتح (410/11) : "وسنده جيد" ا. ه وصححه الألباني في الصحيحة (1486) لشواهده.

2 في قرّة العيون: فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم، واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فبأزالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة البفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في مسائله: ((وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم)).

3 في قرّة العيون: وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقول: لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.

তাঁর উক্তি: "অতঃপর আমি তাকালাম এবং দেখলাম এক বিশাল জনসমাবেশ, তখন আমাকে বলা হলো: এটি আপনার উম্মত এবং তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা কোনো হিসাব ও আযাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে", অর্থাৎ তাদের তাওহীদকে সুদৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করার কারণে। ইবনে ফুযাইলের বর্ণনায় রয়েছে: "এবং এই সত্তর হাজার লোক আপনার উম্মত থেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আর সহীহায়নে আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।" ইমাম আহমাদ ও বায়হাকী আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণনা করেছেন: "আমি আমার রবের কাছে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রার্থনা করলাম, তখন তিনি আমাকে প্রতি হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার বৃদ্ধি করে দিলেন।" হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: এর সনদ উত্তম।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর তিনি উঠলেন" অর্থাৎ তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর উক্তি: "অতঃপর লোকেরা তাদের ব্যাপারে আলোচনায় লিপ্ত হলো", এখানে 'খাদ্বা' শব্দটি 'খা' এবং 'দাদ' বর্ণ সহযোগে গঠিত। এর মধ্যে উপকার লাভ ও সত্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে শরীয়তের দলীলসমূহ নিয়ে বিতর্ক ও পর্যালোচনার বৈধতা রয়েছে।

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন: সম্ভবত তারা ঐ সকল লোক যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করেনি, এছাড়া তারা আরও অনেক কিছু উল্লেখ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং তারা তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তখন তিনি বললেন: তারা ঐ সকল লোক যারা ঝাড়ফুক কামনা করে না,

উপকার লাভ ও সত্য প্রকাশ, আর এতে সালাফদের ইলমের গভীরতা প্রকাশ পায় যে তারা জানতেন আমল ছাড়া কেউ তা অর্জন করতে পারবে না। এতে কল্যাণের প্রতি তাঁদের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এটি উল্লেখ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর তিনি বললেন: তারা ঐ সকল লোক যারা ঝাড়ফুক কামনা করে না" – সহীহায়নে এভাবেই সাব্যস্ত হয়েছে এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে মাসউদের হাদীসেও অনুরূপ রয়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে:

"এবং তারা ঝাড়ফুক করে না", শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন:

১ সহীহ: আহমাদ (২/৩৫৯)। হাফেজ ইবনে হাজার 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে (১১/৪১০) বলেছেন: "এর সনদ উত্তম।" এবং আলবানী এর শাহিদ বর্ণনাসমূহের কারণে 'আস-সহীহা' গ্রন্থে (১৪৮৬) একে সহীহ বলেছেন।

২ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এতে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং এটিও যে তারা তাদের নবীর অনুসারীদের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক হবে। সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও তারা গ্রাম, নগর ও জনপদসমূহ পূর্ণ করে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে ইলমের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন উপকারী ইলমের সমাবেশ ঘটে। এই উম্মত প্রথম তিন শ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে সুন্যাহর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু শেষ জামানায় তারা সংখ্যায় কমে গেছে। আমাদের শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মাসায়েল গ্রন্থে বলেছেন: "এতে এই উম্মতের সংখ্যাগত ও গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সংখ্যাগত বলতে আধিক্যকে বোঝানো হয়েছে, আর গুণগত বলতে তাদের গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝানো হয়েছে।"

৩ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এতে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ইলমী মুজাকারা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট যা বর্ণনা করতেন তা আমলের উদ্দেশ্যে বুঝার প্রতি তাঁদের গভীর আগ্রহের প্রমাণ মেলে। এতে যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল নেই সেখানে ইজতিহাদের বৈধতা পাওয়া যায়; কেননা তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা নিজ ইজতিহাদ থেকেই বলেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের তা অস্বীকার করেননি। তবে মুজতাহিদ যখন কোনো স্পষ্ট দলীল না পান, তখন নিজের সঠিক হওয়ার ব্যাপারে অটল সিদ্ধান্ত দেওয়া জায়েয নয়, বরং বলা উচিত: সম্ভবত হুকুমটি এমন ও এমন হবে, যেমনটি এই হাদীসে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ বলেছিলেন।

(ص: 67)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "ولا يرقون"، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن الرقي -: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" 1 وقال: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" 2 قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 3 قال: والفرق بين الراقي والمسترقى: أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل; فلا يسألون غيرهم أن يرقئهم ولا يكوئهم. وكذا قال ابن القيم 4. قوله: "ولا يكتون" أي لا يسألون غيرهم أن يكوئهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقئهم; استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء.

قلت: والظاهر أن قوله: "لا يكتون" أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه "5. وفي صحيح البخاري عن أنس: 6 " أنه كوى من ذات الجنب 7 والنبي صلى الله عليه

1 رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه.

2 رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك.

3 رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من السحر; كما في البخاري من حديث عائشة. وقد ثبت في البخاري وغيره رقى كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأنس وابن مسعود وغيرهم.

4 في قرّة العيون: فتركوا الشرك رأساً، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فيما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله، وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه. فلا يرغبون إلا إلى ربهم، ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفرعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: 12: 86 (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) .

5 مسلم: السلام (2207) ، وأبو داود: الطب (3864) ، وابن ماجة: الطب (3493) ، وأحمد (315/3) .

6 مسلم: كتاب السلام (2207) (73) : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

7 قال في النهاية: ((ذات الجنب: الدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل. وقلماً يسلم صاحبها)) اهـ. ولعلها: السل والله أعلم.

এই অতিরিক্ত অংশটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে একটি ভ্রম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "এবং তারা ঝাড়ফুক করে না" কথাটি বলেননি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন তার উপকার করে।" ১ এবং তিনি বলেছেন: "ঝাড়ফুঁক করাতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না তা শিরক হয়।" ২ তিনি বলেন: তাছাড়া জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের ঝাড়ফুঁক করেছেন। ৩ তিনি আরও বলেন: ঝাড়ফুঁককারী এবং ঝাড়ফুঁকপ্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য হলো—ঝাড়ফুঁকপ্রার্থী হলো যাঞ্চকারী ও অনুগ্রহপ্রার্থী, যার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে ধাবিত হয়; পক্ষান্তরে ঝাড়ফুঁককারী হলো পরোপকারী। তিনি বলেন: মূলত সত্তর হাজারের বর্ণনায় উদ্দেশ্য হলো তাদের পূর্ণ তাওয়াস্কুলের গুণ বর্ণনা করা; তাই তারা অন্যদের কাছে ঝাড়ফুঁক বা আগুনের ছাঁকা দেওয়ার অনুরোধ করে না। ইবনুল কায়্যিমও অনুরূপ বলেছেন। ৪

তাঁর বক্তব্য: "এবং তারা আগুনের ছাঁকা নেয় না" অর্থাৎ তারা অন্যদের কাছে আগুনের ছাঁকা দেওয়ার অনুরোধ করে না, যেমনটি তারা অন্যদের কাছে ঝাড়ফুঁক করার অনুরোধ করে না; তাকদিরের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং বিপদে তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে।

আমি বলি: প্রকাশ্য বিষয় এই যে, "তারা আগুনের ছাঁকা নেয় না" কথাটি অন্যের কাছে অনুরোধ করা বা নিজ ইচ্ছায় তা গ্রহণ করা—উভয় বিষয়ের চেয়েও ব্যাপক। তবে মূলত আগুনের ছাঁকা দেওয়া জায়েজ, যেমন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এসেছে: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উবাই ইবনে কাবের নিকট একজন চিকিৎসক পাঠালেন, যিনি তাঁর একটি রগ কেটে দিলেন এবং সেখানে আগুনের ছাঁকা দিলেন।" ৫ সহিহ বুখারিতে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে: ৬ তিনি পার্শ্বশূল (জাতুল জানব) ৭ রোগের কারণে আগুনের ছাঁকা নিয়েছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...

১ মুসলিম, ইমাম আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ এটি জাবির (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২ মুসলিম ও আবু দাউদ এটি আওফ বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জাদুর প্রভাবে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন; যেমনটি বুখারিতে আয়েশার বর্ণিত হাদিসে এসেছে। এছাড়া আয়েশা, আনাস, ইবনে মাসউদ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীতে অনেক ঝাড়ফুঁকের বিষয় বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রমাণিত আছে।

৪ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে এসেছে: তারা শিরক সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতে তারা কারো শরণাপন্ন হয় না যে তারা ঝাড়ফুক বা তদুর্ধ্ব কিছুর যাঞ্চা করবে। তারা আরোগ্য লাভের মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও আগুনের ছাঁকা বর্জন করেছে। তাদের এই কাজের প্রেরণা হলো আল্লাহর ওপর তাদের সুদৃঢ় তাওয়াঙ্কুল বা নির্ভরতা, এবং তাদের যাবতীয় বিষয় তাঁর ওপর সোপর্দ করা। আর তাদের অন্তর যেন তাঁর নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদিরের বাইরে অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না হয়। ফলে তারা কেবল তাদের রবের নিকটই প্রার্থনা করে এবং কেবল তাঁকেই ভয় করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ওপর যা আপতিত হয় তা তাঁর নির্ধারিত তাকদির ও পছন্দের মাধ্যমেই হয়। তাই তারা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য কেবল তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: ১২: ৮৬ (আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ কেবল আল্লাহর নিকটই নিবেদন করছি)।

৫ মুসলিম: আস-সালাম (২২০৭), আবু দাউদ: আত-তিব্ব (৩৮৬৪), ইবনে মাজাহ: আত-তিব্ব (৩৪৯৩), আহমাদ (৩/৩১৫)।

৬ মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২০৭) (৭৩): অধ্যায়: প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব।

৭ 'নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: ((জাতুল জানব হলো একটি বড় ধরনের ফোঁড়া যা পাঁজরের ভেতরের অংশে দেখা দেয় এবং ভেতরেই ফেটে যায়। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি খুব কমই রক্ষা পায়))। সম্ভবত এটি যক্ষ্মা রোগ, আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 68) فتح المجلد شرح كتاب التوحيد

وسلم حي " وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كوى
أسعد بن زرارة من الشوكة " 12.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: " الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة
محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي " 3. وفي لفظ: " وما أحب أن أكتوي " 4.

قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:
"أحدها" فعله.

"والثاني" عدم محبته.

"والثالث" الثناء على من تركه.

"والرابع" النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة.

قوله: "ولا يتطيرون" أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها.

قوله: "وعلى ربهم يتوكلون" ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف: من المحبة والرجاء والخوف، والرضا به رباً وإلهاً، والرضا بقضائه.

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً؛ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، لا انفكاك لأحد عنه؛ بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} 5 أي كافيته. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلوا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً، لا سبباً ومريضاً يتشبث - فيما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت.

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه، فغير قاذح في التوكل، فلا

1 قال في النهاية، الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد.

- 2 صحيح: الترمذي: كتاب الطب (2050) : باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وقال الترمذي: حديث حسن غريب وابن حبان (1404- موارد) . وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (101/3) : "إسناده ثقات" اهـ.
- 3 البخاري: الطب (5680) ، وابن ماجه: الطب (3491) ، وأحمد (245/1) .
- 4 البخاري: كتاب الطب (5680) ، (5681) : باب الشفاء في ثلاث.
- 5 سورة الطلاق آية: 3.

তিরমিযী ও অন্যান্যরা আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসআদ বিন যুরারাহ-কে 'শাওকাহ' (এক ধরনের চর্মরোগ) এর কারণে আগুনের ছাঁকা বা দহন দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "তিনটি জিনিসে আরোগ্য রয়েছে: মধুর পানে, শিঙা লাগানোয় এবং আগুনের ছাঁকা নেওয়ায়; তবে আমি আমার উম্মাতকে আগুনের ছাঁকা নিতে নিষেধ করছি।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "আমি আগুনের ছাঁকা নেওয়া পছন্দ করি না।"

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আগুনের ছাঁকা (দহন) সম্পর্কিত হাদীসগুলো চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে:

"প্রথমত" তাঁর নিজের এটি করা।

"দ্বিতীয়ত" এটি পছন্দ না করা।

"তৃতীয়ত" যে এটি বর্জন করে তার প্রশংসা করা।

"চতুর্থত" এটি থেকে নিষেধ করা। আল্লাহর প্রশংসার সাথে বলা যায় যে, এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই; কারণ তাঁর কাজটি এর বৈধতা প্রমাণ করে, আর তাঁর এটি পছন্দ না করা এটি নিষিদ্ধ হওয়াকে প্রমাণ করে না। আর বর্জনকারীর প্রশংসা প্রমাণ করে যে, এটি বর্জন করাই উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। আর এটি থেকে নিষেধ করার বিষয়টি ঐচ্ছিক এবং অপছন্দনীয় (কারাহাত) হওয়ার অর্থে।

তাঁর উক্তি: "এবং তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না" অর্থাৎ তারা পাখি বা এই জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করে না। ইনশাআল্লাহ তাআলা 'তিয়ারা' (কুলক্ষণ) এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা নির্দিষ্ট অধ্যায়ে সামনে আসবে।

তাঁর উক্তি: "এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে" — এখানে সেই মূল ও সমন্বিত বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে এই সকল কাজ ও গুণাবলী উৎসারিত হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল (ভরসা) করা, তাঁর কাছে একনিষ্ঠভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং অন্তরের সাথে তাঁর ওপর নির্ভর করা; যা তাওহীদের প্রকৃত রূপ অর্জনের চূড়ান্ত পর্যায়। এটি প্রতিটি মহান স্তরের ফল দান করে: যেমন ভালোবাসা, আশা, ভয় এবং রব ও ইলাহ হিসেবে তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি এবং তাঁর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্টি।

জেনে রাখুন যে, হাদীসটি এটি বুঝায় না যে তারা আদৌ কোনো উপায়-উপকরণ (আসবাব) গ্রহণ করেন না; কেননা সাধারণভাবে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা একটি সৃষ্টিগত ও অপরিহার্য বিষয়, যা থেকে কেউই মুক্ত নয়। বরং তাওয়াঙ্কুল স্বয়ং একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় গ্রহণ করা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" অর্থাৎ তিনি তার জন্য যথেষ্ট। বরং উদ্দেশ্য হলো, তারা তাদের প্রয়োজনে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর ভরসার কারণে অপছন্দনীয় বিষয়গুলো বর্জন করেন; যেমন আগুনের ছাঁকা নেওয়া এবং ঝাড়ফুক চাওয়া; এগুলো বর্জন করার কারণ হলো এটি একটি অপছন্দনীয় মাধ্যম, বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তি যখন—যা সে আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে—মাকড়সার জালের মতো দুর্বল আশাকেও আঁকড়ে ধরে। আর উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা এবং এমন পন্থায় চিকিৎসা করা যাতে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই, তা তাওয়াঙ্কুলের পরিপন্থী নয়, সুতরাং...

১. 'নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'শাওকাহ' হলো লাল আভা যা মুখমণ্ডল ও শরীরে প্রকাশ পায়।
২. সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুত তিব্ব (২০৫০): এ বিষয়ে অনুমতির অধ্যায়। তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব এবং ইবনে হিব্বান (১৪০৪ - মাওয়ারিদ)। ইবনে মুফলিহ 'আদাবুশ শারইয়্যাহ' (৩/১০১) গ্রন্থে বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য"।
৩. বুখারী: তিব্ব (৫৬৮০), ইবনে মাজাহ: তিব্ব (৩৪৯১), আহমদ (১/২৪৫)।
৪. বুখারী: কিতাবুত তিব্ব (৫৬৮০), (৫৬৮১): তিন জিনিসে আরোগ্যের অধ্যায়।
৫. সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৩।

يكون تركه مشروعاً، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عليه من علمه، وجهله من جهله " 1 وعن أسامة بن شريك قال: " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ قال: نعم. يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم " رواه أحمد 2.

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينفيه دفع ألم الجوع والعطش، والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدر في نفس التوكل، كما يقدر في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزاً".

وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل، أو مستحب، أو واجب؟.

فالمشهور عن أحمد: الأول؛ لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه.

وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجب طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد".

فقوله: "فقام عكاشة بن محصن" هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الهمزة وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حريثان - بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة -

1 ابن ماجه: الطب (3438) ، وأحمد (377/1) .

2 البخاري: كتاب الطب (5678) ; باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وليس عنده جملة "علمه من علمه وجهله من جهله) . وإنما هي عند أحمد (377/1 ، 413 ، 453) من طرق وصححها الألباني في الصحيحة (451) . وأما مسلم: فقد رواه من حديث جابر بلفظ: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله) . مسلم: كتاب السلام (2204) (69) : باب لكل داء دواء.

চিকিৎসা বর্জন করা বৈধ হতে পারে, কারণ সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: "আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার নিরাময় তিনি অবতীর্ণ করেননি; যে তা জেনেছে সে জেনেছে, আর যে তা থেকে অজ্ঞ থেকেছে সে অজ্ঞ থেকেছে।" ১ এবং উসামা ইবনে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম এবং মরুবাসীরা এল। তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো; কারণ মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার নিরাময় তিনি নির্ধারণ করেননি, একটি রোগ ছাড়া।' তারা বলল: 'সেটি কী?' তিনি বললেন: 'বার্ধক্য'।" আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন ২।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ তাআলা) বলেন: "এই হাদীসগুলো কার্যকারণ (আসবাব) ও তার ফলাফল (মুসাব্বাত) সাব্যস্তকরণ এবং যারা এগুলো অস্বীকার করে তাদের মতবাদ বাতিল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়াও এতে চিকিৎসার নির্দেশ রয়েছে এবং এটিও স্পষ্ট হয় যে, এটি তাওয়াক্কুলের (আল্লাহর ওপর ভরসা) পরিপন্থী নয়, যেমনটি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গরম ও শীতের

কষ্টকে সেগুলোর বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে দূর করা তাওয়াস্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং তাওহীদের হাকীকত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সেসব উপায় বা কারণসমূহ অবলম্বন করা হয় যা আল্লাহ তাআলা তকদীরগতভাবে এবং শরীয়তগতভাবে ফলাফলের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই কারণসমূহকে অকেজো ঘোষণা করা খোদ তাওয়াস্কুলেরই পরিপন্থী, যেমনটি তা মহান আল্লাহর আদেশ ও হিকমতের ক্ষেত্রেও ত্রুটিস্বরূপ। যে ব্যক্তি কারণসমূহ বর্জন করে সে মনে করে যে এটি তাওয়াস্কুলের জন্য অধিক শক্তিশালী, অথচ এটি তাকে দুর্বল করে দেয়। কারণ আসবাব বর্জন করা হলো এক প্রকার অক্ষমতা যা তাওয়াস্কুলের পরিপন্থী। তাওয়াস্কুলের প্রকৃত অর্থ হলো বান্দার দীন ও দুনিয়ার যা উপকারী তা অর্জন এবং যা অপকারী তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভর করা। আর এই নির্ভরতার সাথে অবশ্যই উপায় বা আসবাব অবলম্বন করতে হবে, অন্যথায় সে হিকমত ও শরীয়তকে অকার্যকর করল। সুতরাং বান্দা যেন তার অক্ষমতাকে তাওয়াস্কুল না বানায় এবং তার তাওয়াস্কুলকে অক্ষমতা হিসেবে গণ্য না করে।"

চিকিৎসা গ্রহণ কি মুবাহ (বৈধ) এবং তা বর্জন করা উত্তম, নাকি এটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), নাকি ওয়াজিব (আবশ্যিক)—এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন।

ইমাম আহমদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো প্রথমটি (মুবাহ); এই হাদীস এবং সমার্থক অন্যান্য দলিলের কারণে। শাফেয়ীদের নিকট প্রসিদ্ধ হলো দ্বিতীয়টি (মুস্তাহাব)। এমনকি ইমাম নববী 'শারহে মুসলিম'-এ উল্লেখ করেছেন যে, এটিই তাদের মাযহাব এবং সালাফদের জুমহুর (অধিকাংশ) ও সাধারণ খালাফদের মাযহাব। উযীর আবু মুযাফফর এটিই পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন: ইমাম আবু হানীফার মাযহাব হলো এটি সুনিশ্চিত (মুয়াক্কাদ), এমনকি তা ওয়াজিবের কাছাকাছি। তিনি আরও বলেন: ইমাম মালিকের মাযহাব হলো চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং না করা উভয়ই সমান; কারণ তিনি বলেছেন: চিকিৎসা গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই এবং তা বর্জনেও কোনো সমস্যা নেই।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "অধিকাংশ ইমামদের মতে এটি ওয়াজিব নয়, বরং শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর অনুসারীদের একটি ক্ষুদ্র দল এটিকে ওয়াজিব বলেছেন।"

তাঁর বক্তব্য: "অতঃপর উক্বাশাহ ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে গেলেন"—এখানে উক্বাশাহ শব্দটি 'আইন' বর্ণে পেশ এবং 'কাফ' বর্ণে তাশদীদ সহকারে। আর মিহসান শব্দটি 'মীম' বর্ণে যের, 'হা' বর্ণে সাকিন এবং 'সদ' (বিন্দুহীন) বর্ণে যবর সহকারে। তিনি ইবনে হারসান—এখানে 'হা' বর্ণে পেশ, 'রা' বর্ণে সাকিন এবং এরপর 'সা' (তিন নুজাবিশিষ্ট) বর্ণ।

১ ইবনে মাজাহ: অধ্যায়: তিব (চিকিৎসা) (৩৪৩৮), এবং আহমদ (১/৩৭৭)।

২ বুখারী: কিতাবুত তিব (৫৬৭৮); পরিচ্ছেদ: আল্লাহ এমন কোনো রোগ অবতীর্ণ করেননি যার নিরাময় তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাঁর কাছে "যে তা জেনেছে সে জেনেছে এবং যে তা থেকে অজ্ঞ থেকেছে সে অজ্ঞ থেকেছে" এই অংশটুকু নেই। এটি কেবল আহমদের বর্ণনায় রয়েছে (১/৩৭৭, ৪১৩, ৪৫৩) বিভিন্ন সূত্রে এবং আলবানী এটি 'সিলসিলাতুস সহীহা'-তে (৪৫১) সহীহ বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় এটি জাবির (রা.)-এর হাদীস থেকে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে: "প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে; যখন রোগের সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর নির্দেশে তা আরোগ্য লাভ করে।" মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২০৪) (৬৯): পরিচ্ছেদ: প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে।

(ص: 70)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الأُسدي: من بني أَسَد بن خزيمة. كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال. هاجر وشهد بدرا وقَاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأُسدي سنة اثنتي عشرة. ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد ابن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: "فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم" وللبخاري في رواية: "فقال: اللهم اجعله منهم". وفيه: طلب الدعاء من الفاضل 1. قوله: "ثم قام رجل آخر" ذكره مبهماً ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه 2. قوله: "فقال: سبقك بها عكاشة" قال القرطبي: "لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه؛ إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك". اهـ.

فيه مسائل:

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.

الثانية: ما معنى تحقيقه.

الثالثة: ثناءؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين.

1 في قرّة العيون: فيه أن شفاعّة الحي لمن سأله الدعاء إنّها كانت بدعائه، وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتاً أو غائباً فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله، وكل من سأل أحداً ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله نداً لله كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى 2: 22 (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهراً وباطناً فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. وقوله: "أنت منهم" لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث: "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".

2 في قرّة العيون: والظاهر أنه أراد - صلوات الله وسلامه عليه - سد الذريعة؛ لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلاً له. وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.

আল-আসাদি: বনু আসাদ বিন খুজাইমাহ গোত্রীয়। তিনি ইসলামের অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যতম সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি হিজরত করেছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও লড়াই করেছিলেন। বারো হিজরিতে খালিদ বিন ওয়ালিদেদের সাথে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তলাইহা আল-আসাদির হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে তলাইহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাসের সাথে কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং প্রসিদ্ধ জিসরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর বক্তব্য: "অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন: আপনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।" বুখারির এক বর্ণনায় রয়েছে: "তিনি বললেন: হে আল্লাহ, তাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" এতে রয়েছে: কোনো ফযিলতপূর্ণ ব্যক্তির কাছে দোয়ার আবেদন করা। ১

তাঁর বক্তব্য: "অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন" - এখানে তাঁর নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে এবং তাঁর নাম অনুসন্ধান করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। ২

তাঁর বক্তব্য: "তিনি বললেন: উক্বাশাহ আপনার অগ্রগামী হয়েছেন।" কুরতুবি বলেন: "দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে সেই অবস্থা বিদ্যমান ছিল না যা উক্বাশাহর মধ্যে ছিল, একারণেই তিনি তাকে উত্তর দেননি; কেননা যদি তাকে উত্তর দিতেন, তবে উপস্থিত প্রত্যেকেই তা প্রার্থনা করার সুযোগ পেত এবং বিষয়টি ক্রমধারা হিসেবে চলতেই থাকত, ফলে তিনি উক্ত কথার মাধ্যমে সেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।" সমাপ্ত।

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি: তাওহীদের ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদার স্তরসমূহ জানা।

দ্বিতীয়টি: এটি বাস্তবায়ন করার অর্থ কী।

তৃতীয়টি: ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর প্রশংসা করে সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন যে, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে বোঝা যায় যে, জীবিত ব্যক্তির সুপারিশ মূলত তাঁর দোয়ার মাধ্যমেই হয়। মৃত্যুর পর বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়ে এমন সব কারণে যা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করে, সে মূলত এমন কিছু চাইল যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয়। আর যে ব্যক্তি কারো কাছে এমন কিছু চায় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয়, সে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করল, যেমনটি মুশরিকরা করত। মহান আল্লাহ বলেছেন (২:২২): "অতএব তোমরা আল্লাহর কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করো না, অথচ তোমরা জানো" যে, তিনিই তোমাদের রব, তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তোমাদের ওপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, বরং অল্প হোক বা বেশি—সব ধরনের ইবাদত তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করো। আর তাঁর বাণী: "আপনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত"—এটি ছিল তাঁর ঈমান, ফযিলত ও জিহাদ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর অবগতির কারণে, যেমনটি হাদিসে এসেছে: "হয়তো আল্লাহ বদরবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

২ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: প্রকাশ্যত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেতনার পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন; যাতে মানুষ একে একে তা চাইতে না থাকে এবং এমন ব্যক্তিও চেয়ে না বসে যে তার উপযুক্ত নয়। তাঁর পক্ষ থেকে এটি ছিল এক ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা, যা অস্পষ্ট নয়।

(ص: 71) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الرابعة: ثناءه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
الثامنة: حرصهم على الخير.
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكيفية والكيفية.
العاشر: فضيلة أصحاب موسى.
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه – عليه الصلاة والسلام.
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
الخامسة عشرة: ثرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القبلة.

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحنة.
السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: " قد أحسن من انتهى إلى ما سيع. ولكن
كذا وكذا". فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
التاسعة عشرة: قوله: "أنت منهم" علم من أعلام النبوة.
العشرون: فضيلة عكاشة.
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.
الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.

চতুর্থ: শিরক থেকে মুক্ত থাকার কারণে আউলিয়াদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাঁর প্রশংসা।
পঞ্চম: রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক) ও কাই (দাগ দেওয়া) বর্জন করা তাওহীদ পূর্ণতা পাওয়ার
অন্তর্ভুক্ত।
ষষ্ঠ: এই গুণাবলিগুলোকে একত্রকারী বিষয়টি হলো তাওয়াঙ্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)।
সপ্তম: সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা; কারণ তাঁরা জানতেন যে আমল ব্যতীত এই
মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়।
অষ্টম: কল্যাণের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ।
নবম: সংখ্যা এবং গুণগত মান—উভয় দিক থেকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব।
দশম: মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব।
একাদশ: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উম্মতসমূহকে পেশ করা।
দ্বাদশ: হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীর সাথে আলাদাভাবে সমবেত হবে।
ত্রয়োদশ: নবীদের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারীদের সংখ্যা কম হওয়া।
চতুর্দশ: যাঁদের আহ্বানে কেউ সাড়া দেয়নি, সেই নবীগণ একাকী উপস্থিত হবেন।
পঞ্চদশ: এই ইলমের শিক্ষা হলো—সংখ্যার আধিক্য দেখে প্রতারিত না হওয়া এবং অল্প
সংখ্যার কারণে বিমুখ না হওয়া।
ষোড়শ: নজর লাগা এবং বিষাক্ত দংশনের ক্ষেত্রে রুকইয়াহ করার অনুমতি।

সপ্তদশ: পূর্বসূরিদের (সালাফ) জ্ঞানের গভীরতা; কারণ তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি যা শুনেছে তা অনুযায়ী আমল করেছে সে ভালো কাজ করেছে, তবে অমুক অমুক বিষয় রয়েছে..." এখান থেকে জানা গেল যে, প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয়টির বিরোধী নয়।

অষ্টাদশ: মানুষের মধ্যে যা নেই তা দিয়ে তাকে প্রশংসা করা থেকে সালাফগণের দূরে থাকা।

উনবিংশ: তাঁর বাণী: "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত"—এটি নবুওয়াতের অন্যতম একটি নিদর্শন।

বিংশ: উকাশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

একবিংশ: দ্ব্যর্থবোধক শব্দের (ইঙ্গিতময় কথা) ব্যবহার।

দ্বাবিংশ: তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তম চরিত্র।

(ص: 72) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب الخوف من الشرك.

وقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 1

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: "وفيه استعمال المعارض وحسن خلقه صلي الله عليه وسلم".

قوله: باب "الخوف من الشرك" وقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} .

قال ابن كثير: "أخبر تعالى أنه {لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} أي من الذنوب لمن يشاء من عباده". انتهى.

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به،

وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به؛ كما قال تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} 2، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، منافع له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلي الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " 3 رواه مسلم 4 ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية: من ملك الضر والنفع، والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، شبيهاً بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، واليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لها أعطى ولا معطي لها منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي

1 سورة النساء آية: 48.

2 سورة الأنعام آية: 1.

3 مسلم: الإيمان (148)، والترمذي: الفتن (2207)، وأحمد (107/3، 162/3، 201/3، 259/3، 268/3).

4 مسلم: كتاب الإيمان (148) (234): باب ذهاب الإيمان آخر الزمان.

মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এছাড়া যা আছে তা যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন।} ১

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— বলেন: "এতে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহারের বৈধতা এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্রের প্রমাণ রয়েছে।"

তাঁর উক্তি: "শিরক হতে ভীতি প্রদর্শন" অধ্যায় এবং মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে এছাড়া যা আছে তা যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন।} ইবনে কাসীর বলেন: "আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, {নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না} অর্থাৎ এমন বান্দাকে তিনি ক্ষমা করবেন না যে শিরক করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে, {তবে এছাড়া যা আছে তা যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন} অর্থাৎ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তিনি অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" সমাপ্ত।

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ; কারণ আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শিরক থেকে তওবা না করে মারা যায় তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। আর শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে তা বহনকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন, আর চাইলে শাস্তি দেবেন। এটি আল্লাহর নিকট শিরকের এমন ভয়াবহ অবস্থানের কারণে বান্দার মনে শিরক সম্পর্কে তীব্র ভীতি সৃষ্টি করা আবশ্যিক করে। কারণ শিরক হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট মন্দ কাজ এবং চরম জুলুম। এটি বিশ্বজগতের রবের জন্য অবমাননাকর, তাঁর একচ্ছত্র অধিকার অন্যকে প্রদান করা এবং অন্যকে তাঁর সমান করা; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর যারা কুফরি করে, তারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে} ২। কারণ এটি সৃষ্টি ও আদেশের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং সব দিক থেকে এর বিরোধী। এটি বিশ্বজগতের রবের সাথে চরম শত্রুতা এবং তাঁর আনুগত্য, তাঁর সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন; অথচ এগুলি ছাড়া পৃথিবীর কোনো কল্যাণ নেই। যখন পৃথিবী এগুলো থেকে শূন্য হয়ে যাবে, তখন তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিয়ামত কায়েম হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীতে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলা বন্ধ হয়ে যায়।" ৩ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত ৪। কারণ শিরক হলো সৃষ্টিকে স্রষ্টা তাআলার সাথে তুলনা করা এবং ইলাহিয়াতের বৈশিষ্ট্য অংশীদার করা: যেমন ক্ষতি ও উপকার করা এবং দান করা ও বঞ্চিত করার মালিকানা, যা দুআ, ভয়, আশা, তাওয়াঙ্কুল এবং সব ধরনের ইবাদতকে একমাত্র

আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করাকে আবশ্যিক করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করল, সে তাকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করল। সে এমন সত্তাকে —যিনি নিজের জন্য কোনো ক্ষতি, মৃত্যু, জীবন বা পুনরুত্থানের মালিক নন— তাঁর সদৃশ সাব্যস্ত করল যাঁর জন্য সকল প্রশংসা, যাঁর সকল সৃষ্টি, যাঁর সার্বভৌমত্ব, যাঁর কাছে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তন করে এবং যাঁর হাতে সকল কল্যাণ নিহিত। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে—সুবহানাছ—এবং সবকিছুর প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছে। তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। তিনি যা দান করেন তা কেউ আটকাতে পারে না, আর যা আটকে দেন তা কেউ দিতে পারে না। তিনি মানুষের জন্য রহমতের যে দ্বার উন্মুক্ত করেন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর যা তিনি বন্ধ করেন তা কেউ উন্মুক্ত করতে পারে না; আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সুতরাং সবচেয়ে নিকৃষ্ট তুলনা হলো সত্তাগতভাবে অক্ষম ও মুখাপেক্ষীকে সত্তাগতভাবে সক্ষম ও অমুখাপেক্ষীর সাথে তুলনা করা। আর ইলাহিয়াতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সব দিক থেকে পরম পূর্ণতা, যা

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৪৮।

২ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১।

৩ মুসলিম: ঈমান (১৪৮), তিরমিযী: ফিতান (২২০৭), আহমাদ (৩/১০৭, ৩/১৬২, ৩/২০১, ৩/২৫৯, ৩/২৬৮)।

৪ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৪৮) (২৩৪): শেষ যামানায় ঈমান চলে যাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

(ص: 73)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده،
والتعظيم والإجلال، والخشية والدعاء، والرجاء والإنابة؛ والتوكل والتوبة
والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون
لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره

فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له، ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله.

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.

ولا يجوز أن يحمل قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} 1 على التائب؛ فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} 2 فهنا عمو وأطلق؛ لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق؛ لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام 3.

قوله: "وقال الخليل عليه السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} 4"
الصنم

1 سورة النساء آية: 48.

2 سورة الزمر آية: 53.

3 في قرّة العيون: قال النووي - رحمه الله تعالى -: ((أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار، ثم أخرج منها وأدخل الجنة)). اهـ. قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من

الشرك؛ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فخصص وقيد فيها دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه فلا يرجي له معه نجاة، إن لم يتب معه قبل الوفاة.
4 سورة إبراهيم آية: 35.

কোনো দিক থেকেই তাঁর কোনো ত্রুটি নেই। আর এটিই অনিবার্য করে যে, সকল ইবাদত কেবল তাঁর একার জন্যই হবে, আর সম্মান ও মর্যাদা, ভয় ও দুআ, আশা ও প্রত্যাবর্তন; এবং তাওয়াঙ্কুল ও তওবা এবং সাহায্য প্রার্থনা, এবং চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে চূড়ান্ত ভালোবাসা। বুদ্ধি, শরিয়ত এবং ফিতরাত (প্রবৃত্তি) অনুযায়ী এই সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া ওয়াজিব এবং বুদ্ধি, শরিয়ত ও ফিতরাত অনুযায়ী অন্য কারো জন্য হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো কিছু অন্য কারো জন্য করবে, সে মূলত সেই অন্যকে এমন একজনের সাথে তুলনা করল যার কোনো সদৃশ নেই, কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং কোনো সমকক্ষ নেই। আর এটিই হলো নিকৃষ্টতম ও বাতিলতম তুলনা। এসব কারণে এবং অন্যান্য কারণে মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি এটি ক্ষমা করবেন না, যদিও তিনি নিজের উপর রহমত বা দয়াকে অবধারিত করেছেন। এটিই ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাল্লাহ)-এর কথার সারমর্ম।
আর এই আয়াতের মধ্যে খারিজিদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা গোনাহের কারণে কাফির সাব্যস্ত করে। আর মুতাযিলাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ রয়েছে যারা বলে যে, কবিরাত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, আর তারা তাদের নিকট মুমিনও নয় আবার কাফিরও নয়।

আর আল্লাহর বাণী: {তিনি শিরক ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন} ১-এটিকে তাওবাকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়; কারণ শিরক থেকে তাওবাকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন} ২। এখানে বিষয়টিকে ব্যাপক ও নিঃশর্তভাবে বলা হয়েছে কারণ এখানে তাওবাকারীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আগের আয়াতে বিশেষায়িত ও শর্তযুক্ত করা হয়েছে কারণ সেখানে

এমন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে তাওবা করেনি। এটিই শায়খুল ইসলামের ৩ কথার সারসংক্ষেপ।

তাঁর উক্তি: "আর খলিল (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: {আর আপনি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন} ৪"

প্রতিমা (বা মূর্তি)

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮।

২ সূরা আজ-জুমার, আয়াত: ৫৩।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা) বলেছেন: ((মুশরিকের জাহান্নামে প্রবেশের বিষয়টি ব্যাপক অর্থেই প্রযোজ্য, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিষ্টান এবং মূর্তিপূজারি ও অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। সত্যপন্থীদের (আহলে হক) নিকট হঠকারী কাফির এবং অন্যদের মাঝেও কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি ইসলামি মিল্লাতের বিরোধিতাকারী এবং যারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা দাবি করার পর তাদের অস্বীকার বা অন্য কোনো কারণে কুফরের ফয়সালা হয়েছে, তাদের মাঝেও কোনো পার্থক্য নেই। আর যে ব্যক্তি শিরক না করে মারা গেছে তার জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত, তবে যদি সে এমন কবির গোনাহের অধিকারী হয় যা সে ছাড়েনি এবং ওই অবস্থায় মারা যায়, তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। যদি তাকে ক্ষমা করা হয় তবে সে শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অন্যথায় তাকে জাহান্নামে আজাব দেওয়া হবে, তারপর সেখান থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।)) সমাপ্ত। আমি (লেখক) বলছি: এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। আর এই আয়াতটি শিরক থেকে ভয় পাওয়ার অন্যতম বড় কারণ; কেননা আল্লাহ তায়ালা মুশরিকের জন্য ক্ষমা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার জন্য জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকা অবধারিত করেছেন এবং একে নিঃশর্ত রেখেছেন, কোনো শর্ত যুক্ত করেননি। এরপর তিনি বলেছেন: (তিনি শিরক ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন), সুতরাং তিনি শিরকের নিচের গোনাহগুলোকে নির্দিষ্ট ও শর্তযুক্ত করেছেন। অতএব, যে গোনাহের অবস্থা এমন, তা থেকে যে কেউ এতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করবে না এমন হতে পারে না, এবং মৃত্যুর আগে তাওবা না করলে এর সাথে মুক্তিরও আশা করা যায় না।

৪ সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৫।

مَا كَانَ مَنْحُوتًا عَلَى صُورَةٍ، وَالْوُثْنُ مَا كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ عَنْ
مَجَاهِدٍ.

قلت: وقد يسمى الصنم وثنًا كما قال الخليل 1 عليه السلام {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا} 2 الآية ويقال: إن الوثن أعم، وهو قوي، فالأصنام أوثان
كما أن القبور أوثان.

قوله: {وَأَجُنَّبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} 3 أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة
الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، وجعل بنيه أنبياء،
وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: {رَبِّ إِنَّهُنَّ
أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ} 4 فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا
وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام: أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيها وقع
فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.

قال إبراهيم التيمي: "من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟" رواه ابن جرير وابن أبي
حاتم.

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه: من العلم بالله،
وبما بعث به رسوله من توحيدة، والنهي عن الشرك به 5.

1 الخلة: أخص من المحبة، ولذلك اختص الله بها الخليلين: إبراهيم ومحمدا عليهما
من الله أفضل الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا
أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن الله اتخذني خليلا" رواه البخاري.

2 سورة العنكبوت آية: 17.

3 سورة إبراهيم آية: 35.

4 سورة إبراهيم آية: 36.

5 في قرّة العيون: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، وابتلاه بكلمات فأتتهن، وقال: (وإبراهيم الذي وفي) وأمر بذبح ولده فامتلأ أمر ربه، وكسر الأصنام واشتد نكيرة على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلبه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه. وقد وقع فيه الأذكىاء من هذه الأمة بعد القرون البفضلة فاتخذت الأصنام وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون البفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك ديناً، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده (*) فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس)، وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبلة وبعده. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهاي عنه والوعيد على فعله، والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن، وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى عن عيسى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)، رد أمرهم إلى الله كما رده محمد عليه السلام، وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي 41: 42 (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

(*) فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْأَقْطَابَ الْأَرْبَعَةَ وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْقُطْبُ الْغُوثُ
يَتَصَرَّفُونَ فِي الْكَوْنِ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَالرِّزْقِ وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ وَأَنَّ مَجْلِسَ أَوْلِيَائِهِمْ
تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَأْنُ الْعَالَمِ. اقْرَأْ كِتَابَ الشَّعْرَانِي، وَ "الْإِبْرِيْز" لِلدَّبَّاحِ، وَكُتِبَ
الْتِيْجَانِيَّةُ وَغَيْرَهَا مِنْ كُتُبِ أَوْلِيَّائِكَ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ، تَجِدُ الشَّرْكَ الَّذِي مَا كَانَ يَخْطُرُ
عَلَى بَالِ أَبِي حَهِلٍ وَإِخْوَانِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِوَقَاحَةِ هَؤُلَاءِ وَفُجُورِهِمْ.

যা কোনো প্রতিকৃতি বা অবয়বে খোদাই করা হয় তা-ই মূর্তি, আর যা এর বাইরে অন্য
কোনোভাবে স্থাপিত হয় তা-ই প্রতিমা। তাবারী এটি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।
আমি বলি: মূর্তিকে কখনও প্রতিমাও বলা হয়, যেমনটি খলীল আলাইহিস সালাম বলেছেন,
"তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ"
(আয়াত)। আর বলা হয় যে, 'প্রতিমা' শব্দটি অধিক ব্যাপক এবং এই মতটিই শক্তিশালী।
সুতরাং সব মূর্তিও প্রতিমার অন্তর্ভুক্ত, ঠিক যেমন কবরসমূহও (ইবাদতের স্থান হিসেবে)
প্রতিমা।

আল্লাহর বাণী: "এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন" - অর্থাৎ
আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজার সংস্পর্শ থেকে একপাশে রাখুন এবং আমাদের
ও মূর্তিপূজার মাঝে দূরত্ব বজায় রাখুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছেন; তিনি তাঁর
সন্তানদের নবী বানিয়েছেন এবং তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখেছেন। তিনি এই ভয়ের
কারণ স্পষ্ট করে বলেছেন: "হে আমার রব! নিশ্চয় এই মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট
করেছে।" আর এটিই প্রতিটি যুগে ঘটে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন জানবে যে, বহু মানুষ
শিরকে আকবারে লিপ্ত হয়েছে এবং মূর্তিপূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন এটি তাকে সেই
শিরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভীত করবে যাতে অনেকেই লিপ্ত হয়েছে, যা আল্লাহ ক্ষমা করেন
না।

ইবরাহিম আত-তাইমি বলেন: "ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর পর কে শিরকের ফিতনা
থেকে নিরাপদ বোধ করতে পারে?" এটি ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা
করেছেন।

সুতরাং শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই নিজেকে নিরাপদ মনে করে যে শিরক
সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যা তাকে শিরক থেকে মুক্তি দিতে পারে সে সম্পর্কেও অজ্ঞ। আর তা হলো

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর রাসূল যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সেই তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান ও তাঁর সাথে শিরক করা থেকে নিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১. খুল্লাত (বিশেষ বন্ধুত্ব): এটি মহম্মদ বা ভালোবাসার চেয়েও উচ্চতর ও বিশেষ এক স্তর। এই কারণেই আল্লাহ তাঁর দুই খলীল ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ (তাঁদের ওপর আল্লাহর সর্বোত্তম রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-কে এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমি যদি কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম; কিন্তু আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।" (সহীহ বুখারী)।

২. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৭।

৩. সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৫।

৪. সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৬।

৫. কুররাতুল উয়ুন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে: খলীল ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থীদের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও, যাকে আল্লাহ একাই একটি উম্মত হিসেবে গণ্য করেছেন, যাকে আল্লাহ বিভিন্ন কথা বা পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি তা পূর্ণ করেছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: (এবং ইবরাহিম, যে পূর্ণ করেছে), যিনি স্বীয় পুত্রকে জবেহ করার আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন, মূর্তি ভেঙেছেন এবং শিরকপন্থীদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন—এতৎসত্ত্বেও তিনি মূর্তিপূজারূপী শিরকে লিপ্ত হওয়ার ভয় করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, আল্লাহর হেদায়েত ও তাওফীক ছাড়া কেউ শিরক থেকে ফিরে থাকতে পারে না; মানুষের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সুতরাং এটি এমন এক বিষয় যা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। অথচ এই উম্মতের বুদ্ধিমান দাবিদার অনেকেই শ্রেষ্ঠ যুগসমূহের (সালাফে সালাহীনদের যুগ) পর এতে লিপ্ত হয়েছে এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছে। খলীল আলাইহিস সালাম নিজের ও স্বীয় সন্তানদের জন্য যা ভয় করতেন, এই উম্মতের অধিকাংশ মানুষ শ্রেষ্ঠ যুগগুলোর পর তাতে নিপতিত হয়েছে। কবরের ওপর মসজিদ ও মাজার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে নানা প্রকার ইবাদত উৎসর্গ করা হয়েছে। একেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ এগুলো নূহ আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তি এবং লাত, উযযা ও মানাতের মতোই প্রতিমা ও মূর্তি। এই উম্মতের শেষ দিকে যা ঘটছে তা জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কার্যের সাথে কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ! এমনকি রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রেও এর চেয়ে বড় শিরক সংঘটিত হয়েছে যা বর্ণনা করা দীর্ঘসাধ্য। (*) অতঃপর তিনি (ইবরাহিম আ.)

নিজের ও বংশধরদের জন্য ভয়ের কারণ উল্লেখ করে বলেছেন: (হে আমার রব! নিশ্চয় এগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে)। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের যুগে এবং তার আগে ও পরে অনেক জাতিই মূর্তিপূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে সৃষ্টির অবস্থা এবং তারা যে ভয়াবহ শিরকে লিপ্ত হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারবে, যা থেকে নিষেধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে, সে ধ্বংস হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে ইসলামের ওপর অটল থাকার এবং তাওহীদের ওপর মৃত্যু লাভের তাওফীক প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি এর অভিভাবক এবং এর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন: (আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা আপনার বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। তিনি তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করেছেন যেমন মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা নাজিল করেছেন তাতে মুশরিকদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন না। সুতরাং এখানে কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহ তাঁর মহান কিতাবে তাদের বিধান স্পষ্ট করেছেন, যেখানে (বাতিল এর সামনে বা পেছন কোনো দিক দিয়েই আসতে পারে না, এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ)। (*) কেননা অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে, চার কুতুব এবং তাদের প্রধান 'গাউস' জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া, রিজিক দেওয়া এবং ক্ষতি ও উপকারের মাধ্যমে মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন এবং তাদের আওলিয়াদের মজলিসে বিশ্বের যাবতীয় বিষয় পেশ করা হয়। আপনি শারানী-র বই, দাব্বাগ-এর 'আল-ইবরিজ', তিজানিয়াদের কিতাবসমূহ এবং ঐসব পথভ্রষ্টদের কিতাবসমূহ পাঠ করলে এমন শিরক খুঁজে পাবেন যা আবু জাহেল ও তার সাথীদের কল্পনাতেও ছিল না; কারণ তারা এই লোকদের মতো এত নির্লজ্জ ও পাপাচারী ছিল না।

وفي الحديث: " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء " 1.

قال المصنف: "وفي الحديث: " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء " أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو. وقد رواه الإمام أحمد والطبراني

والبيهقي، وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ " 2.

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ.

- 1 أحمد (428/5) ، والطبراني في الكبير (4301) . وصححه الألباني في الصحيحة (951) وصحيح الجامع (1551) .
2 مسند أحمد (428/5، 429/5) .

হাদিসে এসেছে: "আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। অতঃপর এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: রিয়া।" ১।

গ্রন্থকার বলেছেন: "হাদিসে এসেছে: 'আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। অতঃপর এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: রিয়া'।" গ্রন্থকার এই হাদিসটি সংক্ষিপ্ত আকারে এবং কোনো উৎসের উদ্ধৃতি ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ, তাবারানি এবং বায়হাকি বর্ণনা করেছেন। আহমাদের শব্দমালা নিম্নরূপ:

ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি লাইস থেকে, তিনি ইয়াজিদ—অর্থাৎ ইবনুল হাদ—থেকে, তিনি আমর থেকে, তিনি মাহমুদ ইবনে লাবিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপর যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।" তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, ছোট শিরক কী? তিনি বললেন: "রিয়া। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেবেন, তখন তিনি বলবেন: তোমরা তাদের কাছে যাও যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে দেখতে, এরপর দেখো তোমরা তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না।" ২।

মুনজিরি বলেছেন: মাহমুদ ইবনে লাবিদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছেন, তবে আমার মতে তাঁর থেকে সরাসরি শ্রবণ করা প্রমাণিত নয়। ইবনে আবি হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, বুখারি বলেছেন: তাঁর সাহচর্য (সাহাবিয়াত) রয়েছে এবং ইবনে আব্দুল বার ও হাফিজ একেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. আহমাদ (৫/৪২৮), এবং তাবারানি আল-কাবিরে (৪৩০১)। আলবানি একে আস-সহিহাহ (৯৫১) এবং সহিহুল জামি'-তে (১৫৫১) সহিহ বলেছেন।
২. মুসনাদে আহমাদ (৫/৪২৮, ৫/৪২৯)।

(ص: 76) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة ست وتسعين، وقيل سنة سبع وتسعين. وله تسع وتسعون سنة. قوله: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" هذا من شفقتة صلي الله عليه وسلم بأمرته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه؛ كما قال صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعمله لهم -

الحديث 1". فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ خصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله².

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار " 3 رواه البخاري.

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل " الحديث. وفيه: " أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان

1 جزء من حديث رواه مسلم: كتاب الإمارة (1844) (46) : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.

2 في قرّة العيون: فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة، ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: "حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان" وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه ديناً مع ظهور الآيات المحكمات، والأحاديث الصحيحة في النهي

عنه والتخويف منه كما قال تعالى: 72: 5 (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) ، وقال: 30: 22 ، 31 (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به) ، وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عبادة من الشرك: (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) . ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه.

3 البخاري: تفسير القرآن (4497) ، وأحمد (1/374 ، 1/402 ، 1/407 ، 1/462 ، 1/464) .

তাবারানি এটি মাহমুদ ইবনে লাবিদ থেকে, তিনি রাফে ইবনে খাদিজ থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। মাহমুদ ছিয়ানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন, আর কেউ কেউ বলেন সাতানব্বই হিজরিতে। তাঁর বয়স হয়েছিল নিরানব্বই বছর।

তাঁর বাণী: "আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।" এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের প্রতি মমতা, দয়া এবং করুণার বহিঃপ্রকাশ। কোনো কল্যাণই এমন নেই যা তিনি তাদের দেখিয়ে দেননি এবং তার নির্দেশ দেননি, আর কোনো অকল্যাণই এমন নেই যা তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করেননি, সে সম্পর্কে অবহিত করেননি এবং তা থেকে নিষেধ করেননি; যেমনটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে বলেছেন: "আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যার ওপর তাঁর জানা সর্বোত্তম কল্যাণ সম্পর্কে উম্মতকে পথনির্দেশ করা কর্তব্য ছিল না - হাদিস ১।" সুতরাং, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের পূর্ণ জ্ঞান এবং শক্তিশালী ঈমান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য ছোট শিরকের আশঙ্কা করা হয়, তবে যারা জ্ঞান ও ঈমানের দিক থেকে তাঁদের চেয়ে অনেক স্তরে নিচে, তারা কেন এটি এবং এর চেয়ে বড় কিছুকে ভয় করবে না? বিশেষ করে যখন জানা যায় যে, বর্তমানের শহরগুলোর অধিকাংশ আলেম তাওহীদের কেবল ততটুকুই বোঝেন যা মুশরিকরা স্বীকার করত, আর তারা সেই ইলাহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার প্রকৃত অর্থ বোঝেননি যা ইখলাসের কালিমা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে নাকচ করে দিয়েছে ২।

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সমকক্ষ হিসেবে ডাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল" ৩। এটি বুখারি বর্ণনা করেছেন।

আবু ইয়াল্লা এবং ইবনুল মুনজির হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে, তিনি আবু বকর থেকে এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "শিরক পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও অধিক গোপন।" আবু বকর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বা আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকার নামই কি শিরক নয়? তিনি বললেন: "তোমার মা তোমাকে হারাক (হে আবু বকর), তোমাদের মাঝে শিরক পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও অধিক গোপন।" হাদিসটির অবশিষ্টাংশ। এতে আরও রয়েছে: "তুমি এভাবে বলবে যে, আমাকে আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি দিয়েছেন; আর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা হলো মানুষের এমন বলা যে: যদি অমুক না থাকত..."

১ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের অংশ: কিতাবুল ইমারাহ (১৮৪৪) (৪৬): খলিফাদের বায়াত পূর্ণ করার আবশ্যিকতা অধ্যায়।

২ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সেই সাহাবীদের জন্য শিরক ভয় করেন যারা ইবাদতে আল্লাহকে একক মেনেছেন এবং তাঁর প্রতি ও তাঁর নির্দেশিত আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, ফলে তাঁরা হিজরত করেছেন এবং যারা কুফরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, আর তাঁরা জানতেন নবী তাঁদের কিসের দিকে আহ্বান করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে ইখলাস ও শিরক থেকে বিমুক্ত থাকার বিষয়ে কী নাজিল করেছেন, তবে এমন ব্যক্তির কেন ভয় থাকবে না যার জ্ঞান বা আমলের দিক থেকে তাঁদের সাথে কোনো তুলনাই চলে না, অথচ বিষয়টি এর চেয়েও গুরুতর? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের মধ্যে বড় শিরক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন পরবর্তীতে উল্লিখিত সাওবান (রা.) এর হাদিসে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "এমনকি আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মতের একদল মূর্তি পূজা করবে।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছিলেন তা বাস্তবে ঘটেছে এবং অধিকাংশ জনপদে এই বিপদ ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি তারা একে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ এটি নিষেধ করা এবং এ থেকে ভয় প্রদর্শন করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আয়াত ও সহিহ হাদিস বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন (৫:৭২): "নিশ্চয়ই যে আল্লাহর

সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" এবং তিনি বলেছেন (২২:৩০, ৩১): "সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজারূপ অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে।" আর এটিই হলো তাওহীদের প্রকৃত রূপ যেমনটি এর আগের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের শিরক থেকে সতর্ক করে বলেছেন: "আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" যে ব্যক্তিকে এই আয়াতগুলো ভয় দেখায় না এবং ইবাদতে শিরক থেকে বিরত রাখে না যখন সে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে, তবে তার জন্য আর কোনো উপায় নেই।

৩ বুখারি: তাফসিরুল কুরআন (৪৪৯৭), এবং আহমাদ (১/৩৭৪, ১/৪০২, ১/৪০৭, ১/৪৬২, ১/৪৬৪)।

(ص: 77) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

قتلني فلان " اه من الدر 1.

قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: " من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار " 2 رواه البخاري 3.

قال ابن القيم رحمه الله: "الند الشبيه، يقال: فلان ند فلان، وند يده، أي مثله

وشبيهه" اه. قال تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 4.

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لقي

الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار " 5.

قوله: " من مات وهو يدعو من دون الله ندا" أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه

ويسأله ويستغيث به دخل النار.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

والشرك فأحذره فشرک ظاهر ... ذا القسم ليس بقابل الغفران

وهو اتخاذ الند للرحمن أياً ... كان من حجر ومن إنسان

يدعوه، أو يرجوه ثم يخافه ... ويحبه كمحبة الديان

واعلم أن اتخاذ الند على قسمين:

الأول: أن يجعله الله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر.

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله

وأنت. وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: " ما

شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده " 6رواه أحمد وابن أبي

شيبه والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل

التوحيد.

1 صحيح: أبو يعلى ص (19، 20) مصورة المکتب الإسلامي. وابن المنذر كما في الدر

المنثور (54/4). والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر (17) وذلك

لشواهد كثيرة.

2 البخاري: تفسير القرآن (4497)، وأحمد (462/1).

3 في قرة العيون: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضاً والتخويف منه.

والند: المثل والشبيه، فمن دعا ميتاً أو غائباً وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه

ورغبة منه سواء سأل أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، ولهذا حرم

الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار؛ لكونه ينافي

الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه للشفيع في كل ما يخافه العبد ويرجوه

ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض

بوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.

4 سورة البقرة آية: 22.

5 مسلم: الإيمان (93) ، وأحمد (325/3 ، 344/3 ، 374/3 ، 391/3) .

6 حسن: أحمد (214/1 ، 224 ، 283 ، 347) والبخاري في الأدب المفرد (783) والنسائي في عمل اليوم والليلة (995) . وابن ماجة: كتاب الكفارات (2117) : باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر (ص55) . وحسنه الألباني في الصحيحة (139) .

১। "...অমুক আমাকে হত্যা করেছে।" - আদ-দুরর থেকে সমাপ্ত।

গ্রন্থকার বলেন: ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে তাকে ডাকা অবস্থায় মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" ২। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন ৩।

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "নিদ হলো সদৃশ। বলা হয়: অমুক অমুকের নিদ, অর্থাৎ তার সমতুল্য ও সদৃশ।" সমাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন: "অতএব তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।" ৪।

আর মুসলিম জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" ৫।

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে তাকে ডাকা অবস্থায় মারা গেল" অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য কোনো সমকক্ষ স্থির করল, যাকে সে ডাকে, যার কাছে যাত্রা করে এবং যার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করে; সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

আর শির্ক থেকে সতর্ক থাকো, কারণ শির্ক প্রকাশ্য ... এই প্রকারটি ক্ষমার অযোগ্য

আর তা হলো দয়াময় (রহমান)-এর জন্য সমকক্ষ গ্রহণ করা, তা যা-ই ... হোক না কেন,

পাথর কিংবা মানুষ

সে তাকে ডাকে, অথবা তার কাছে আশা পোষণ করে, অতঃপর তাকে ভয় পায় ... এবং তাকে ভালোবাসে মহাপ্রতিদানকারী আল্লাহর ভালোবাসার মতো

জেনে রেখো যে, সমকক্ষ গ্রহণ করা দুই প্রকার:

প্রথম: তাকে ইবাদতের বিভিন্ন প্রকারে বা এর কোনো অংশে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে; আর এটি হলো বড় শির্ক।

দ্বিতীয়: যা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যেমন কোনো ব্যক্তির কথা: "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন" এবং "যদি আল্লাহ এবং আপনি না থাকতেন"। আর সামান্য লোকদেখানো ইবাদত (রিয়া)। এটি প্রমাণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন এক ব্যক্তি বলল: "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন", তখন তিনি বললেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন।" ৬।

আহমদ, ইবনে আবি শাইবা, বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। 'তাওহীদের ফযীলত' অধ্যায়ে এর বিধান বর্ণিত হয়েছে।

১ সহীহ: আবু ইয়াল্লা পৃষ্ঠা (১৯, ২০) মাকতাবুল ইসলামীর পাণ্ডুলিপি। আর ইবনুল মুনযির যেমনটি আদ-দুররুল মানসুর (৪/৫৪)-এ রয়েছে। হাদীসটিকে আরনাউত 'মুসনাদে আবু বকর' (১৭)-এর তাহকীকে সহীহ বলেছেন এর অনেক শাহেদ বা সমর্থক বর্ণনার কারণে।

২ বুখারী: তাফসীরুল কুরআন (৪৪৯৭), এবং আহমদ (১/৪৬২)।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ আছে: এই হাদীসে শির্ক থেকে সতর্কতা ও ভীতি প্রদর্শনও রয়েছে।

'নিদ' অর্থ হলো সদৃশ ও সমতুল্য। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকল এবং তার প্রতি নিজ চেহারা ও অন্তর দিয়ে রুজু হলো আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি নিয়ে—সে তার কাছে প্রার্থনা করুক বা না করুক—এটাই সেই শির্ক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সুপারিশকারী গ্রহণ করা হারাম করেছেন এবং যারা এটি করে তাদের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন; কারণ এটি ইখলাসের পরিপন্থী, যা হলো দাসের প্রতিটি ভয় ও আশার ক্ষেত্রে এবং সে যা দিয়ে নৈকট্য ও আনুগত্য লাভ করে সে ক্ষেত্রে তার অন্তর ও চেহারাকে সুপারিশকারীর দিকে নিবিষ্ট করা। এটি সর্বজনবিদিত যে, যখন সে সুপারিশকারীর দিকে ফিরে তাকে প্রার্থনা করে, তখন সে তার চেহারা ও অন্তরকে আল্লাহ তাআলা থেকে ফিরিয়ে নেয় এবং তা ইখলাসের পরিপন্থী। ইনশাআল্লাহ 'শাফাআত' অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

৪ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২২।

৫ মুসলিম: আল-ঈমান (৯৩), এবং আহমদ (৩/৩২৫, ৩/৩৪৪, ৩/৩৭৪, ৩/৩৯১)।
৬ হাসান: আহমদ (১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭) এবং বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (৭৮৩)
এবং নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (৯৯৫)। ইবনে মাজাহ: কিতাবুল
কাফফারাআত (২১১৭): "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন" বলা নিষেধ হওয়া
অনুচ্ছেদ। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস। আরনাউত 'মুসনাদে
আবু বকর' (পৃষ্ঠা ৫৫)-এ এটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী 'আস-সাহীহা' (১৩৯)-তে এটিকে
হাসান বলেছেন।

(ص: 78) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة
من الأموات؛ فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن
للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي
تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
فيه مسائل:

الأولى: الخوف من الشرك.

الثانية: أن الرياء من الشرك.

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.

الخامسة: قرب الجنة والنار.

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل
النار، ولو كان من أعبد الناس.

الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : "ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: " من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً
دخل النار ".

جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بهمليتين - الأنصاري ثم السلمي -
بفتحيتين - صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما -1 مات
بالمدينة بعد السبعين، وقد كف بصره، وله أربع وتسعون سنة.

قوله: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً" قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكاً في
الإلهية، ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند
أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل
ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله
من الله رحمة، ويخلد في النار أبداً الآباد، من غير انقطاع عذاب ولا تصرف آماد.

التاسعة: اعتبارها بحال الأكثر لقوله: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ} 2.

العاشرة: فيه تفسير " لا إله إلا الله " كما ذكره البخاري.

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.

وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومته، فيدخلها ويخلد فيها، ولا
فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا
فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين
من انتسب إليها ثم

1 كان عبد الله والد جابر من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة
العقبة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني سلمة. ثم حضر بدرًا. وقتل يوم

أحد، فأخذ يبكي عليه ولده جابر وأخته فاطمة بنت عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تبكيه أو لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته".
2 سورة إبراهيم آية: 36.

এতে রয়েছে: এই বর্ণনা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয় এমন বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা প্রকাশ্য শিরক, যেমন মৃতদের কাছে সুপারিশ কামনা করা; কারণ এটি মহান আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর হাতে, এতে অন্য কারো হাতে কিছুই নেই। তিনিই সুপারিশকারীকে সেই সব কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেন যারা ইখলাস ও তাওহীদের সাথে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে, যেমনটি সুপারিশের অধ্যায়ে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত হবে।

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: শিরকের ভয়।

দ্বিতীয়: রিয়া (লোকদেখানো আমল) শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়: এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ: নেককার ব্যক্তিদের জন্য এটি সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয়।

পঞ্চম: জান্নাত ও জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া।

ষষ্ঠ: একটি হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের নৈকট্যকে একত্র করা।

সপ্তম: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে শরিক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যদিও সে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারীও হয়।

অষ্টম: এক মহান মাসআলা, খলীল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য মূর্তিপূজা থেকে সুরক্ষার প্রার্থনা।

গ্রন্থকার - মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন - বলেন: "মুসলিম শরীফে জাবির (রা.)

থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে শরিক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।"

জাবির: তিনি হলেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম আনসারী, অতঃপর সালামী। তিনি এবং তাঁর পিতা উভয়েই মহান সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতার অনেক প্রসিদ্ধ

মর্যাদা রয়েছে - মহান আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি সত্তরের পরে মদীনায মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন এবং তাঁর বয়স ছিল চুরানব্বই বছর। তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে"— ইমাম কুরতুবী বলেন: অর্থাৎ তিনি উলুহিয়াত (উপাসনা), সৃষ্টি বা ইবাদতে তাঁর সাথে কোনো শরিক গ্রহণ করেননি। আহলুস সুন্নাহর নিকট সর্বসম্মত শারয়ী বিধান অনুযায়ী এটি সুবিদিত যে: যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এর পূর্বে তার ওপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও পরীক্ষা নেমে আসে। আর যে ব্যক্তি শরিক অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রহমতও পাবে না, সে অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে, যে শাস্তির কোনো বিচ্ছেদ নেই এবং যার মেয়াদের কোনো শেষ নেই।

নবম: অধিকাংশ লোকের অবস্থার প্রেক্ষিতে এর গুরুত্বের বিবেচনা, মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "হে আমার রব! নিশ্চয়ই এগুলো (মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।" ২।

দশম: এতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তাফসীর রয়েছে যেমনটি বুখারী উল্লেখ করেছেন।

একাদশ: শরিক থেকে মুক্ত থাকার মর্যাদা।

ইমাম নববী বলেন: মুশরিকের জাহান্নামে প্রবেশের বিষয়টি সাধারণ ও ব্যাপক, সুতরাং সে সেখানে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল থাকবে; এক্ষেত্রে আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রিষ্টান এবং মূর্তিপূজারী ও অন্যান্য কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সত্যপন্থীদের নিকট সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফের এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অথবা যে ইসলামের মিল্লাতের বিরোধিতা করে এবং যে এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অতঃপর (কুফরি করে)— তাদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

১ আবদুল্লাহ (জাবিরের পিতা) ছিলেন তাদের একজন যারা আকাবার বায়আতে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বনু সালামাহ-এর নকীব (প্রধান) নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর শোকে তাঁর পুত্র জাবির ও বোন ফাতেমা বিনতে আমর কাঁদতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি কাঁদো বা না কাঁদো, ফেরেশতারা অনবরত তাদের ডানা দিয়ে তাকে ছায়া দিচ্ছিল যতক্ষণ না তোমরা তাকে তুলে নিয়েছ।"

(ص: 79) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

حكم بكفره بجحده وغير ذلك 1.

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً. وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة. فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولاً، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة.

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاعتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي مع سائر الشروط، فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به إجمالاً في الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي 2 انتهى.

1 يعني أنهم مستوون في الخلود في النار، ولكنهم متفاوتون في دركاتهما. ولا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة.

2 يعني خالطت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه فأثرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وإلا فكم من مدع لهذا الإيمان الإجمالي والتفصيلي وهو عري عنه إجمالاً وتفصيلاً.

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তার জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি সুনিশ্চিত। তবে যদি সে এমন কোনো কবির গুনাহের অধিকারী না হয় যার ওপর সে অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছে, তবে সে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি সে এমন কবির গুনাহের অধিকারী হয় যার ওপর অটল থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে, তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। অতঃপর আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা করে দেন, তবে সে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্যথায় তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: কেবল শিরক অস্বীকার করার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে কারণ এটি অনিবার্যভাবে তাওহীদকে দাবি করে এবং আবশ্যিকভাবে রিসালাত সাব্যস্ত করাকেও দাবি করে; কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলগণকে অস্বীকার করল, সে মূলত আল্লাহকেই অস্বীকার করল; আর যে আল্লাহকে অস্বীকার করল, সে একজন মুশরিক। এটি তোমার এই কথার মতো: ‘যে ওয়ু করল, তার সালাত শুদ্ধ হলো’। অর্থাৎ অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকার সাথে। সুতরাং উদ্দেশ্য হলো: যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে সে এমন সবকিছুর প্রতি ঈমান পোষণকারী ছিল যার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব; সংক্ষেপে জানার বিষয়ে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিত জানার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ২। সমাপ্ত।

১ অর্থাৎ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সমান, কিন্তু তারা জাহান্নামের স্তরের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।

২ অর্থাৎ এই ঈমানের মিষ্টতা তার হৃদয়ের প্রফুল্লতার সাথে মিশে গেছে, ফলে তা সৎ আমল এবং উত্তম চরিত্রের ফল দান করেছে। অন্যথায় এমন কত দাবিদার রয়েছে যারা এই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ঈমানের দাবি করে অথচ তারা সংক্ষেপে এবং বিস্তারিত উভয়ভাবেই তা থেকে শূন্য।

باب "الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله"
وقول الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 1.

قوله: "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله"
لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله، وما يوجب الخوف من ضده. نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} 2 فقال: "هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، وقال: إنني من المسلمين. هذا خليفة الله" 3.

قال رحمه الله: وقوله: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 4.
قال أبو جعفر ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم " قل " يا محمد " هذه " الدعوة التي أَدْعُو إليها، والطريقة التي أنا عليها، من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص

1 سورة يوسف آية: 108.

2 سورة فصلت آية: 33.

3 ذكره العماد ابن كثير في تفسير الآية (33) من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله. ويعني الحسن بذلك: أن الصدق في حب الله

وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه. لأن من أحب الله
أحب كل ما أحبه الله وكل من أحب الله، وكره كل ما كرهه ومن كرهه، وأحب أن يكون
الناس كلهم معه في حب الله.
4 سورة يوسف آية: 108.

অধ্যায়: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান করা
এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, এটিই আমার পথ। আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ
করেছে তারা জাগ্রত জ্ঞান বা দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। আল্লাহ অতি
পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।} ১।

তাঁর কথা: "অধ্যায়: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান করা"
লেখক (রহিমাহুল্লাহ) যখন তাওহীদ ও এর ফজিলত এবং এর বিপরীত বিষয় (শিরক) থেকে
ভয় পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি এই শিরোনামের মাধ্যমে সতর্ক
করেছেন যে, যিনি এটি জানবেন তার পক্ষে কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং
তার ওপর আবশ্যিক হলো প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান
করা, যেমনটি ছিল রাসূলগণের এবং তাদের অনুসারীদের পথ। যেমন হাসান বসরী মহান
আল্লাহর বাণী: {ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে
এবং বলে যে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত} ২ তিলাওয়াত করে বলেছিলেন: "তিনি আল্লাহর
প্রিয়তম বান্দা, তিনি আল্লাহর বন্ধু, তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা,
তিনি জমিনবাসীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তিনি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া
দিয়েছেন এবং মানুষকে সেই দিকে আহ্বান করেছেন যদিকে তিনি নিজে আল্লাহর আহ্বানে
সাড়া দিয়েছিলেন, আর তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৎকর্ম করেছেন এবং বলেছেন: আমি
মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। ইনিই আল্লাহর প্রতিনিধি।" ৩।

তিনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, এটিই আমার পথ। আমি এবং
যারা আমাকে অনুসরণ করেছেন তারা জাগ্রত জ্ঞান বা দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান
করি। আল্লাহ অতি পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।} ৪।

আবু জাফর ইবনে জারীর বলেন: "মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-কে বলছেন: হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, আমি যেটির দিকে আহ্বান করছি এটিই

সেই দাওয়াত এবং যেটির ওপর আমি অটল রয়েছি এটিই সেই পথ; আর তা হলো আল্লাহর তাওহীদ এবং ইখলাসের দিকে আহ্বান..."

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮।

২. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩।

৩. ইমাদ ইবনে কাসীর সূরা ফুসসিলাতের ৩৩ নং আয়াতের তাফসীরে এটি আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি মা'মার হতে এবং তিনি হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরী এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে: আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার দাবি হলো এর দিকে আহ্বান করা এবং এ পথে জিহাদ করা অপরিহার্য। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহ যা ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের সবাইকে ভালোবাসে; আর আল্লাহ যা অপছন্দ করেন এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও ঘৃণা করে। আর সে পছন্দ করে যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে তার সাথে शामिल হোক।

৪. সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮।

(ص: 81)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاة إلى طاعته وترك معصيته " سبيلي " طريقتي ودعوتي، "ادْعُوا إِلَى اللَّهِ" تعالى وحده لا شريك له " على بصيرة " بذلك ويقين علم مني به " أنا " ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي. {وَسُبْحَانَ اللَّهِ} 1 " يقول له تعالى ذكره: وقل: تنزيهاً لله تعالى وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 2 يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني". انتهى.

قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المري إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} 3 أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: "من اتبعني" عطف على المرفوع في "أدعو" أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وعلى القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. قال المصنف رحمه الله: "فيه مسائل: منها التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة من الفرائض. ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسببة. ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسببة لله تعالى. ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك" اهـ.

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في معنى قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} 4 الآية ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق. لكن لو عرفه أثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. انتهى.

قال: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث

1 سورة يوسف آية: 108.

2 سورة يوسف آية: 108.

3 سورة يوسف آية: 108.

4 سورة النحل آية: 125.

উপাস্য ও মূর্তিদের বাদ দিয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর আনুগত্যে ধাবিত হওয়া ও তাঁর অবমাননা ত্যাগ করা। "আমার পথ" অর্থাৎ আমার পদ্ধতি ও আমার দাওয়াত। "আমি আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাই" যিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। "সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার (বসিরাত) সাথে" অর্থাৎ সে সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। "আমি" এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে, তারাও সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার সাথে তাঁর প্রতি আহ্বান জানায়। {এবং আল্লাহ পবিত্র} ১ আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে বলছেন: আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করছি এই বিষয় থেকে যে, তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক থাকবে অথবা তাঁর কর্তৃত্বে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকবে। {এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই} ২ তিনি বলছেন: আমি আল্লাহর সাথে শিরককারীদের থেকে মুক্ত, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই এবং তারাও আমার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সমাপ্ত।

শারহুল মানাজিল-এ বলা হয়েছে: তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আপনি আপনার দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ইলমের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবেন, আর তা হলো 'বসিরাত' (সুনিশ্চিত প্রজ্ঞা), যেখানে হৃদয়ের কাছে জ্ঞাত বিষয়ের অবস্থা ঠিক তেমনই হয় যেমন চোখের কাছে দৃশ্যমান বস্তুর অবস্থা। আর এটিই সেই বৈশিষ্ট্য যা সাহাবায়ে কেরামকে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় বিশিষ্ট করেছে এবং এটিই আলেমদের সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন: {বলুন, এটিই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারা সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি} ৩ অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীরা সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ বলেন: "যারা আমার অনুসরণ করেছে" অংশটি "আমি আহ্বান করি" ক্রিয়ার অন্তর্গত কর্তাবাচক সর্বনামের সাথে যুক্ত, অর্থাৎ আমি সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও একইভাবে আল্লাহর দিকে সুনিশ্চিত প্রজ্ঞার সাথে আহ্বান জানায়। উভয় মত অনুযায়ী: আয়াতটি নির্দেশ করে যে, তাঁর অনুসারীরাই হলো সুনিশ্চিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন; আর যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়,

সে প্রকৃত সত্য ও ঐকমত্যের দিক থেকে তাঁর অনুসারী নয়, যদিও সে পরিচয় ও দাবির দিক থেকে তাঁর অনুসারী হতে পারে।

গ্রন্থকার (রাহিমাছল্লাহ) বলেন: "এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে: তার মধ্যে একটি হলো ইখলাসের বিষয়ে সতর্ক করা; কারণ অনেকে হকের দিকে দাওয়াত দিলেও মূলত সে নিজের দিকেই দাওয়াত দেয়। দ্বিতীয়টি হলো: সুনিশ্চিত প্রজ্ঞা বা বসিরাত অর্জন করা ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়টি হলো: তাওহীদের সৌন্দর্যের একটি প্রমাণ হলো যে এটি আল্লাহ তাআলাকে গালিগালাজ বা অবমাননা থেকে পবিত্র করে। চতুর্থটি হলো: শিরকের কুৎসিত রূপের একটি প্রমাণ হলো এটি আল্লাহ তাআলাকে গালিগালাজ করার নামাস্তর। পঞ্চমটি হলো: একজন মুসলিমকে মুশরিকদের থেকে দূরে রাখা, যাতে সে শিরক না করলেও তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়।" সমাপ্ত।

আল্লামা ইবনুল কাযিম (রাহিমাছল্লাহ) আল্লাহ তাআলার বাণী: {আপনার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন} ৪ আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাওয়াতের স্তরসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং দাওয়াতকৃত ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী একে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন: প্রথমত, সে যদি সত্যের অন্বেষী হয়, একে ভালোবাসে এবং এটি জানতে পারলে অন্য সবকিছুর ওপর একে প্রাধান্য দেয়, তবে তাকে হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে; তার ক্ষেত্রে উপদেশ বা বিতর্কের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, সে যদি হকের বিপরীত কাজে লিপ্ত থাকে, কিন্তু হক জানতে পারলে তা গ্রহণ করবে ও অনুসরণ করবে, তবে তাকে উৎসাহ ও ভীতির মাধ্যমে উত্তম উপদেশের প্রয়োজন রয়েছে। তৃতীয়ত, সে যদি হঠকারী ও বিরোধীতাকারী হয়, তবে তার সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে হবে। যদি সে ফিরে আসে তবে ভালো, অন্যথায় সম্ভব হলে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হবে। সমাপ্ত।

তিনি বলেন: "ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রেরণ করলেন

১ সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৮।

২ সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৮।

৩ সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৮।

৪ সূরা আন-নাহল আয়াত: ১২৫।

معاذاً إلى اليمين قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله - " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " أخرجاه¹.

قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمين سنة عشر، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف - يعني البخاري في أواخر المغازي - وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمين إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها.

قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمين مبلغاً عنه، ومفقهاً ومعلماً وحاكماً.

قوله: " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب " قال القرطبي: "يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمين أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتنبهوا لمناظرتهم.

وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لجمع هبته عليها".

قوله: " فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله " 2 "شهادة" رفع على أنه اسم "يكن" مؤخر. و "أول" خبرها مقدم. ويجوز العكس.

1 البخاري: كتاب المغازي (4347) : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم: كتاب الإيمان (19) (29) : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.

2 في قرة العيون: وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم "لا إله إلا الله" لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفتته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة

মুআযকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় তিনি বললেন: "তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাই তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত যেন হয় এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" - অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "যেন তারা আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠা করে" - "যদি তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের সর্বোত্তম মালসমূহ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে। আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো, কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই।" এটি তারা উভয়ে (বুখারি ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন। ১।

হাফিয় (ইবনে হাজার) বলেন: মুআযকে ইয়ামেনে পাঠানোর ঘটনাটি ছিল দশম হিজরীতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের পূর্বে, যেমনটি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন - অর্থাৎ বুখারি 'মাগাযী' অধ্যায়ের শেষ দিকে। অন্য মতে বলা হয়েছে: এটি নবম হিজরীর শেষ দিকে ছিল, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। ওয়াকিদী তাঁর সনদে কা'ব বিন মালিক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে তাঁর থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। সকলে একমত যে, তিনি ইয়ামেনে অবস্থান

করেছিলেন যতক্ষণ না আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ফিরে আসেন। এরপর তিনি শামের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খুল ইসলাম বলেন: মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর ফযিলতসমূহের মধ্যে একটি হলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইয়ামেনে তাঁর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক, ফকীহ, শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর বাণী: "তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।" কুরতুবী বলেন: "এর দ্বারা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে, কারণ ইয়ামেনে তারা আরবের মুশরিকদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক বা প্রভাবশালী ছিল। তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে যাতে তিনি তাদের সাথে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।"

হাফিয বলেন: "এটি ছিল উপদেশের ভূমিকা স্বরূপ, যাতে তিনি পূর্ণ মনোযোগের সাথে বিষয়টি গ্রহণ করেন।"

তাঁর বাণী: "তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত যেন হয় এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" ২ "শাহাদাত" শব্দটি পেশযুক্ত (রাফা) হয়েছে কারণ এটি 'ইয়াকুন' এর পরবর্তী ইসম (কর্তা)। আর 'আউওয়ালা' শব্দটি এর অগ্রবর্তী খবর (বিধেয়)। এর বিপরীত হওয়াও ব্যাকরণগতভাবে বৈধ।

১ বুখারি: কিতাবুল মাগাযী (৪৩৪৭): বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা ও মুআযকে ইয়ামেনে পাঠানোর অধ্যায়। মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৯) (২৯): দুই সাক্ষ্য এবং ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি দাওয়াতের অধ্যায়।

২ 'কুররাতিল উয়ুন' গ্রন্থে এসেছে: তারা এই কালিমা বলত কিন্তু এর মর্মার্থ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল, যা মূলত একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা এবং অন্য সব কিছুর ইবাদত বর্জন করার দাবি রাখে। তাই তাদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা কোনো উপকারে আসত না এই কালিমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। যেমন অবস্থা এই উম্মতের অধিকাংশ পরবর্তী যুগের লোকদের। তারা এটি মুখে বলত ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে মৃত ব্যক্তি, অনুপস্থিত সত্তা, তাগুত এবং মাজারসমূহের ইবাদতের মাধ্যমে শিরক করত। ফলে তারা এমন কাজ করত যা এই কালিমার পরিপন্থী। তারা তাদের বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে সেই শিরককেই সাব্যস্ত করত যা এই কালিমা নাকচ করে দিয়েছে, আর সেই ইখলাস বা একনিষ্ঠতাকে অস্বীকার করত যা এই কালিমা সাব্যস্ত করেছে। তারা ধারণা করেছিল যে এর অর্থ হলো সৃষ্টি করার ক্ষমতা।

قوله: "وفي رواية: إلى أن يوحّدوا الله" هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى "شهادة أن لا إله إلا الله"; فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله" وذلك هو الكفر بالطّاعوت والإيمان بالله. كما قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا} 1 والعروة الوثقى هي "لا إله إلا الله". وفي رواية للبخاري فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله". قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي للكذب. السابع: المحبة المنافية لئذاها.

1 سورة البقرة آية: 256.

তাঁর উক্তি: "এবং এক বর্ণনায় এসেছে: যতক্ষণ না তারা আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করে" - এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে সুসাব্যস্ত। গ্রন্থকার এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার মাধ্যমে "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এই সাক্ষ্য দেওয়ার" অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন; কেননা এর অর্থ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করা। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "তুমি তাদের প্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিবে তা হলো আল্লাহর ইবাদত।" আর এটাই হলো তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করল, যা ছিঁড়ে যাওয়ার নয়} ১ আর মজবুত হাতল হলো "আল্লাহ ছাড়া কোনো

সত্য উপাস্য নেই"। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দেওয়ার দিকে আহ্বান করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।"

আমি বলি: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই"—এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাতটি শর্ত থাকা অপরিহার্য, যা এর পাঠকারীর জন্য কেবল তখনই উপকারে আসবে যখন তার মাঝে এগুলোর সমন্বয় ঘটবে: প্রথমটি: জ্ঞান, যা অজ্ঞতার বিপরীত। দ্বিতীয়টি: দৃঢ় বিশ্বাস, যা সন্দেহের বিপরীত। তৃতীয়টি: গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত। চতুর্থটি: আনুগত্য, যা ত্যাগের বিপরীত। পঞ্চমটি: একনিষ্ঠতা, যা শিরকের বিপরীত। ষষ্ঠটি: সত্যবাদিতা, যা মিথ্যার বিপরীত। সপ্তমটি: ভালোবাসা, যা এর বিপরীত বিষয়ের পরিপন্থী।

১ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২৫৬।

(ص: 84)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} 1 وقال نوح: {أَلَا تَعْبُدُوا اللَّهَ} 2 وفيه معنى "لا إله إلا الله" مطابقة 3.

قال شيخ الإسلام: "وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، قال: وأما إذا لم يتكلم

بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا، عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء " اهـ.

1 سورة المؤمنون آية: 32.

2 سورة هود آية: 2.

3 في قرّة العيون: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة: (أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: 21: 25 (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ، وقال تعالى: 14: 10 (قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض) .

قال العباد ابن كثير - رحمه الله تعالى -: ((هذا يحتمل شيئين: "أحدهما" أفي وجوده شك؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. "والمعنى الثاني" أفي إلهيته وتفردّه بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى)) اهـ.

قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. روى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضاً تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره.

وتقدم أن "لا إله إلا الله" قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال. منها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، والكفر بما يعبد من دون

الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة. وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعلم. فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى.

এর মধ্যে এই মর্মে দলিল রয়েছে যে, তাওহীদ - যা হলো কোনো শরিক ছাড়া এককভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত বর্জন করা - হলো প্রথম ওয়াজিব (আবশ্যকীয় কর্তব্য)। আর এ কারণেই রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) সর্বপ্রথম যার দাওয়াত দিয়েছিলেন তা হলো: {তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই} ১ এবং নূহ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: {তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না} ২। আর এর মধ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান ৩।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দ্বীন থেকে অকাট্যভাবে জানা গেছে এবং উম্মত এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সৃষ্টিজগতকে সর্বপ্রথম যা নির্দেশ দেওয়া হয় তা হলো: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এর মাধ্যমেই একজন কাফির মুসলিমে পরিণত হয়, শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয় এবং যার রক্ত ও সম্পদ (আগে) বৈধ ছিল, তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়। এরপর যদি তা তার অন্তর থেকে হয়, তবে সে ঈমানে প্রবেশ করল; আর যদি সে তা অন্তরের বিশ্বাস ছাড়াই কেবল মুখে বলে, তবে সে বাহ্যিকভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হলো, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি আরও বলেন: আর যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে তা উচ্চারণ না করে, তবে উম্মতের সালাফ, আইম্মাহ এবং জমহুর ওলামাদের ঐকমত্যে সে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই কাফির বলে গণ্য হবে।" সমাপ্ত।

১ সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৩২।

২ সূরা হূদ, আয়াত: ২।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: মুতাকাল্লিমিন (ইলমুল কালামের পণ্ডিতগণ) ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য যে, 'প্রথম ওয়াজিব হলো চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহকে চেনা', আসলে তা একটি সহজাত বিষয় (ফিতরাত) যার ওপর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন।

এ কারণেই রাসূলগণের দাওয়াতের সূচনা ছিল তাদের উম্মতদের প্রতি ইবাদতের তাওহীদের আহ্বান: (তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। আল্লাহ তাআলা বলেন: (আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি এই ওহীই নাযিল করেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো) [সূরা আযিয়া ২১:২৫]। এবং আল্লাহ তাআলা বলেন: (তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে?) [সূরা ইবরাহীম ১৪:১০]।

ইমাদ ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ((এটি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: 'প্রথমত' তাঁর অস্তিত্বে কি কোনো সন্দেহ আছে? কেননা মানুষের ফিতরাত (সহজাত প্রকৃতি) তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তা স্বীকার করে নেওয়ার ওপরই সৃষ্টি হয়েছে; সুস্থ ফিতরাতে আল্লাহকে স্বীকার করে নেওয়া একটি অনিবার্য বিষয়। 'দ্বিতীয় অর্থ' হলো তাঁর উলুহিয়াত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত প্রাপ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো সন্দেহ আছে? অথচ তিনিই সমস্ত মখলুকাতের স্রষ্টা, তাই তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। অধিকাংশ জাতি স্রষ্টাকে স্বীকার করত, কিন্তু তাঁর সাথে এমন কিছু মাধ্যমকে উপাসনা করত যাদের সম্পর্কে তারা ধারণা করত যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে)) সমাপ্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি প্রথমটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আবু জাফর ইবনে জারীর তাঁর সনদে ইকরিমা, মুজাহিদ এবং আমির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেছেন: এমন কেউ নেই যে জানে না যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এটিই ছিল তাদের ঈমান। ইকরিমা থেকে আরও বর্ণিত যে, আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন: কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে: আল্লাহ। এটিই তাদের ঈমান, অথচ তারা অন্যদের ইবাদত করে।

পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ইলম (জ্ঞান), ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস), ইখলাস (একনিষ্ঠতা), সিদক (সত্যবাদিতা), মহব্বত (ভালোবাসা), কবুল (গ্রহণ করা), ইনকিয়াদ (অনুগত্য) এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করা। যখন কোনো পাঠকারীর মধ্যে এই শর্তগুলো একত্রিত হবে, তখন এই কালিমা তাকে উপকার দেবে। আর যদি এই শর্তগুলো একত্রিত না হয়, তবে তা তাকে কোনো উপকার দেবে না। মানুষ এই

কালিমার জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের; তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে এটি পাঠ করা উপকার দেয়, আবার এমন কেউ আছে যাকে উপকার দেয় না, যা কারো অজানা নয়।

(ص: 85)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

" فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَٰذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَٰذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فِتْرَةً عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : " وفيه أن الإنسان قد يكون عالماً 1 وهو لا يعرف معنى " لا إله إلا الله " أو يعرفه ولا يعمل به ". قلت: فما أكثر هؤلاء - لا أكثرهم الله تعالى - .

قوله: " فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَٰذَلِكَ " أي شهدوا وانقادوا لذلك. " فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ " فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة البأمور به والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. اهـ.

قوله: " فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فِتْرَةً عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ". 2 فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء؛ لأن حقهم في الزكاة أكد من

1 يعني عالماً بعلوم الدنيا؛ أو عالماً حافظاً لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته؛ لأنه تعلمها للدنيا وليقال عالم. فهو محترف العلم، وقد يكون بارعاً حاذفاً في هذه الحرفة ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمه؛ لأن علمه في ناحية وعقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى، وهذا حال أكثر العلماء الراسخين اليوم أصلحهم الله.

2 في قرّة العيون: فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: 5: 98 (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة). فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوماً. قال تعالى: 9: 5 (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). قال أنس في الآية: "توبتهم: خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة". وعن ابن مسعود مرفوعاً: "أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يترك فلا صلاة له".

যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদেব থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

গ্রন্থকার —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন— বলেন: "এতে এটি প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি আলেম হতে পারে অথচ সে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর অর্থ জানে না, অথবা সে তা জানে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না।"

আমি বলি: এদের সংখ্যা কতই না বেশি —আল্লাহ তাআলা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন—।
তাঁর উক্তি: "যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে" অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এর প্রতি অনুগত হয়। "তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত

সালাত ফরজ করেছেন" এতে প্রমাণিত হয় যে: দুই শাহাদাতের পর সালাত হলো মহানতম ওয়াজিব। ইমাম নববী এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেন: এটি প্রমাণ করে যে, দুনিয়াতে ফরজ বিধানসমূহ পালনের দাবি কেবল ইসলাম গ্রহণের পরেই করা হবে। তবে এর দ্বারা এটি আবশ্যিক হয় না যে, তারা এগুলোর দ্বারা সম্বোধিত নয়; বরং পরকালে এগুলোর কারণে তাদের আজাব বৃদ্ধি করা হবে। সঠিক মত হলো, কাফেররা শরীয়তের শাখা-প্রশাখা তথা আদেশ ও নিষেধের বিধানসমূহের দ্বারা সম্বোধিত। এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা ফরজ করেছেন যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।" এতে দলিল রয়েছে যে, সালাতের পর যাকাত হলো রোকনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ফরজ, এবং তা ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দরিদ্রদের কথা নির্দিষ্ট করেছেন কারণ যাকাতের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার অন্যদের চেয়ে বেশি জোরালো...

১. অর্থাৎ সে দুনিয়াবি বিদ্যায় পারদর্শী; অথবা সে দ্বীনি ইলম মুখস্থকারী একজন আলেম কিন্তু সেই ইলম তার অন্তর বা আকিদাকে স্পর্শ করেনি; কারণ সে তা দুনিয়া হাসিলের জন্য এবং তাকে আলেম বলা হবে এই উদ্দেশ্যে শিখেছে। সে ইলমকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে; সে হয়তো এই পেশায় অত্যন্ত দক্ষ ও নিপুণ, কিন্তু সে নিজে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না। কারণ তার ইলম এক প্রান্তে, আর তার আকিদা ও দ্বীন সাধারণ মানুষ ও জনসমষ্টির অন্ধ অনুকরণের সাথে অন্য প্রান্তে। এটিই বর্তমানের অধিকাংশ দাপ্তরিক আলেমদের অবস্থা, আল্লাহ তাদের সংশোধন করুন।

২. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এতে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত কেবল তারই উপকারে আসে যে আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠা করে এবং সালাতসমূহ তার শর্ত, রোকন ও ওয়াজিবসমূহসহ আদায় করে। আল্লাহর কিতাবে যাকাত হলো সালাতের সাথী। এই বিষয়ের ওপর আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রমাণ পেশ করে: (৯৮: ৫) "তাদের তো কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে, এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে; আর এটাই সঠিক দ্বীন।" সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো পালন করবে, সে অন্যান্য রোকনগুলোও পালন করবে কারণ এর প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল; কেননা এগুলো অবশ্যস্বাভাবিকভাবে অন্যগুলো পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (৯: ৫) "কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" আনাস (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "তাদের তওবা হলো: মূর্তি বর্জন করা, তাদের রবের ইবাদত করা, সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা।" ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "আমাকে সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত দেবে না, তার কোনো সালাত নেই।"

(স: ৪৬)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

حق بقية الأصناف الثمانية.
وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها: إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهراً.
وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب مالك وأحمد.
وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور؛ عبوم الحديث.
قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس، كنظائره. كما قرره شيخ الإسلام.
قوله: "إياك وكرائم أموالهم" بنصب "كرائم" على التحذير، وجمع كريمة. قال صاحب المطالع: "هي الجامعة للكمال المسكن في حقها: من غزارة لبن، وجمال صورة، وكثرة لحم وصوف". ذكره النووي "قلت" وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثبناً.
وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز2.

قوله: " وائق دعوة المظلوم " 3 أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم،
وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنياً وأخرى. وفيه تنبيه على
التحذير من جميع أنواع الظلم.

1 البخاري: الزكاة (1395، 1458، 1496) والمغازي (4347) والتوحيد (7372)،
ومسلم: الإيمان (19)، والترمذي: الزكاة (625)، والنسائي: الزكاة (2435)، وأبو
داود: الزكاة (1584)، وابن ماجه: الزكاة (1783)، وأحمد (233/1)، والدارمي:
الزكاة (1614).

2 في قرّة العيون: تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو
أخذها من أوساط البال؛ لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما
زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا أصل ينبغي التفطن له.

3 في قرّة العيون: يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالماً لمن أخذ ذلك
منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. فعلى العامل
أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق، ولا يحايي بترك
شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم.

অবশিষ্ট আটটি শ্রেণির হক।

এতে রয়েছে: ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হলেন তিনি, যিনি জাকাত গ্রহণ ও তা ব্যয়ের দায়িত্ব পালন করবেন; হয় তিনি নিজে অথবা তাঁর প্রতিনিধি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর কাছে জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাবে, তার থেকে তা জোরপূর্বক গ্রহণ করা হবে।

হাদিসটিতে এই বিষয়ে দলিল রয়েছে যে, জাকাত কেবল একটি শ্রেণিতে প্রদান করাই যথেষ্ট, যেমনটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের মাযহাব।

এতে আরও রয়েছে: ধনী ব্যক্তিকে এবং ‘মুয়াল্লাফ’ (যাদের অন্তর জয় করা উদ্দেশ্য) ব্যতীত অন্য কোনো কাফেরকে জাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। আর শিশু ও পাগলের সম্পদে জাকাত

ওয়াজিব, যেমনটি জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামায়ে কেরামের মত; হাদিসের ব্যাপকতার কারণে।

আমি বলি: ‘ফকির’ শব্দটিকে যখন এককভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তা ‘মিসকিন’কেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর বিপরীতটাও সত্য; এর সমজাতীয় শব্দগুলোর মতোই। যেমনটি শাইখুল ইসলাম স্থির করেছেন।

তাঁর উক্তি: "তাদের উৎকৃষ্ট মানের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকো" - এখানে ‘কারায়িম’ শব্দটি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নসব (মানসুব) হয়েছে, যা ‘কারিমা’ শব্দের বহুবচন। আল-মাতালি’ গ্রন্থের লেখক বলেন: "এটি এমন সম্পদ যা তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পূর্ণতা সম্পন্ন: যেমন প্রচুর দুধ, সুন্দর আকৃতি এবং অধিক মাংস ও পশমবিশিষ্ট হওয়া।" ইমাম নববী এটি উল্লেখ করেছেন। "আমি বলি" এটি হলো সম্পদের সেরা, সবচেয়ে মূল্যবান এবং উচ্চ মূল্যের অংশ।

এতে রয়েছে: জাকাত আদায়কারীর জন্য সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করা হারাম এবং সম্পদ মালিকের জন্য নিকৃষ্ট অংশ প্রদান করা হারাম। বরং মধ্যম মানের সম্পদ প্রদান করবে। তবে যদি সে স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্ট সম্পদ প্রদান করে, তবে তা জায়েয।

তাঁর উক্তি: "আর মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো" অর্থাৎ ইনসাফ কায়েম এবং জুলুম বর্জনের মাধ্যমে নিজের ও তার বদদোয়ার মাঝে একটি প্রতিরক্ষা তৈরি করো। আর এই দুটি বিষয় যাকে দান করা হয়েছে, তা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। এতে সব ধরনের জুলুম থেকে সতর্ক থাকার প্রতি নির্দেশ রয়েছে।

১ বুখারি: জাকাত (১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬), মাগাজি (৪৩৪৭), তাওহিদ (৭৩৭২); মুসলিম: ইমান (১৯); তিরমিজি: জাকাত (৬২৫); নাসায়ি: জাকাত (২৪৩৫); আবু দাউদ: জাকাত (১৫৮৪); ইবনে মাজাহ: জাকাত (১৭৮৩); আহমাদ (১/২৩৩); দারেমি: জাকাত (১৬১৪)।

২ ‘কুররাতুল উয়ুন’ গ্রন্থে রয়েছে: এটি জাকাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা বিধিবদ্ধ করেছেন তার সীমা লঙ্ঘন করা থেকে তাঁর (মুয়াযের) প্রতি সতর্কবাণী, আর তা হলো মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করা; কারণ এটি সন্তুষ্ট চিত্তে ও সঠিক নিয়তে জাকাত প্রদানের কারণ হয়। আর শরয়ি বিধানের অতিরিক্ত কোনো কিছুতেই কল্যাণ নেই। এটি এমন একটি মূলনীতি যা অনুধাবন করা উচিত।

৩ ‘কুররাতুল উয়ুন’ গ্রন্থে রয়েছে: এটি প্রমাণ করে যে, আমেল (জাকাত আদায়কারী) যদি শরয়ি বিধানের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে সে যার থেকে তা নিয়েছে তার প্রতি জালেম

হিসেবে গণ্য হবে। আর মজলুমের বদদোয়া কবুলযোগ্য, তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা বা অন্তরায় নেই যা তা কবুল হতে বাধা দেয়। সুতরাং আমেলকে তার উপর অর্পিত দায়িত্বে ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। সে হকের অতিরিক্ত গ্রহণ করে জুলুম করবে না, আবার কোনো অংশ ছেড়ে দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করবে না। বরং উভয় পক্ষের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখাই তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 87) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "فإنه" أي الشأن "ليس بينها وبين الله حجاب" هذه الجملة مفسرة لضير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضاً قبول خبر الواحد العدل، ووجوب العمل به. وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة. وأنه يعظ عباله وولاته، ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم، وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف.

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم.

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكلك ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد؛ مثل حديث وفد عبد القيس 1 حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك، ولكن عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة.
فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج، كعادة
الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة.

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل
عليها: كالصلاة والزكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر
تارة الصلاة والزكاة والصوم. فإما أن يكون قبل فرض الحج؛ وإما أن يكون المخاطب
بذلك

1 روى البخاري ومسلم عن ابن عباس: "أن عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة. قال: مرحباً بالوفد غير خزايا ولا
ندامى. فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نصل
إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به
الجنة. فقال: آمركم بأربع: وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم" - الحديث وكان وفد عبد
القيس في سنة تسع. (*) .

(*) (وكان وفد عبد القيس في سنة تسع) في هذا نظر والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح
مكة لقولهم: (إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) ، ومعلوم أن أهل مكة هم
رؤوس كفار مضر وقادتها، وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة ثمان، وقد استنبط
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية، هذا المعنى من هذا السياق - والله
أعلم - .

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই তা" অর্থাৎ বিষয়টি হলো "তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই"। এই বাক্যটি বিষয়-সর্বনামের (দমীর আশ-শ্যান) ব্যাখ্যা প্রদানকারী, অর্থাৎ তা আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে কোনো বাধাগ্রস্ত হয় না বরং তিনি তা কবুল করেন।

এই হাদীসে আরও প্রমাণিত হয় যে, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির একক সংবাদ (খবরে ওয়াহিদ) গ্রহণযোগ্য এবং সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আরও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আদায়ের জন্য ইমামের পক্ষ থেকে কর্মচারী নিয়োগ করা বৈধ। ইমাম তাঁর কর্মচারী ও গভর্নরদের নসীহত করবেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেবেন, তাঁদেরকে দীন শিক্ষা দেবেন, জুলুম করতে নিষেধ করবেন এবং জুলুমের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাঁদেরকে সতর্ক করবেন। এছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ধারা বজায় রাখার প্রতিও এতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। গ্রন্থকার এমনটিই বলেছেন।

আমি বলব: অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে পরের বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে।

জেনে রাখুন, এই হাদীসে সিয়াম ও হজ্জের উল্লেখ নেই, যা অনেক আলেমের নিকট বেশ জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: কিছু লোক উত্তর দিয়েছেন যে, বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত করেছেন, কিন্তু বিষয়টি আসলে তেমন নয়। কারণ এমনটি বলা বর্ণনাকারীদের ওপর এক প্রকার দোষারোপের শামিল; কেননা সংক্ষেপকরণের বিষয়টি কেবল একটি হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে; যেমন আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের হাদীস (১), যেখানে কোনো বর্ণনাকারী সিয়ামের কথা উল্লেখ করেছেন আবার কেউ করেননি। কিন্তু দুটি ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। তবে এর দুটি উত্তর রয়েছে:

প্রথমটি হলো: এটি ফরযসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায়ক্রম অনুযায়ী হয়েছে। আল্লাহ প্রথমে দুই শাহাদাত ফরয করেছেন, এরপর সালাত। কেননা ওহীর শুরুর দিকেই সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একারণেই অধিকাংশ হাদীসের ন্যায় এখানেও হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়নি; এটি কেবল পরবর্তী সময়ের হাদীসসমূহে এসেছে।

দ্বিতীয় উত্তর: তিনি প্রতিটি স্থানে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উল্লেখ করতেন।

কখনো তিনি সেই ফরযগুলো উল্লেখ করতেন যেগুলোর জন্য লড়াই করা হয়, যেমন সালাত ও যাকাত। আবার কখনো যার ওপর যাকাত ফরয নয়, তার জন্য সালাত ও সিয়ামের কথা

উল্লেখ করতেন। আবার কখনো সালাত, যাকাত ও সিয়াম তিনটিরই উল্লেখ করতেন। সুতরাং এটি হয় হজ্জ ফরয হওয়ার আগের ঘটনা; নতুবা যাকে সম্বোধন করা হয়েছে...

১. বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: "আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কোন গোত্র? তারা বলল: রবীআহ গোত্র। তিনি বললেন: এই প্রতিনিধি দলকে স্বাগতম, যারা লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত না হয়েই এসেছে। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও আপনার মাঝে মুদার গোত্রের কাফেরদের এই জনপদটি অবস্থিত, আর আমরা নিষিদ্ধ মাস ছাড়া আপনার কাছে পৌঁছাতে পারি না। তাই আপনি আমাদের এমন কিছু অকাট্য আদেশ দিন যা আমরা পালন করব এবং আমাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকেও জানাব এবং যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি বললেন: আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার আদেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কী? তা হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানের সিয়াম পালন করা এবং গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা" - হাদীস। আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের আগমন ছিল নবম হিজরীতে। (*) .

(*) (আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের আগমন ছিল নবম হিজরীতে) - এই তথ্যে সংশয় আছে। অধিকতর স্পষ্ট মত হলো তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই এসেছিল, কারণ তাদের বক্তব্য ছিল: (আমাদের ও আপনার মাঝে মুদার গোত্রের কাফেরদের এই জনপদটি অবস্থিত)। আর এটি সর্বজনবিদিত যে মক্কাবাসীরাই ছিল মুদার গোত্রের কাফেরদের প্রধান ও নেতা, অথচ তারা মক্কা বিজয়ের বছর অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া'-তে এই বর্ণনাপ্রবাহ থেকে এই অর্থই গ্রহণ করেছেন - আল্লাহই ভালো জানেন।।

لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حديثه وجنابته، وهو يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة¹ نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذًا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم؛ لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه².

قوله: "أخرجاه" أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

قال: "ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: "لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع،

1 هـا قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) الآية الخامسة. ومثلها الآية الحادية عشرة، وخاتمتها: (فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون).

2 ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث. وليس في ذلك طعن في الرواة؛ لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات. فقد

تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض. وذلك كثير جدا;
كما تراه في البخاري وغيره - والله أعلم -.

তার ওপর হজ ফরজ নয়। আর সালাত ও জাকাতের বিষয়টি এমন যা অন্য কোনো ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে নেই। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এই দুটির জন্য লড়াই করার কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ এগুলো প্রকাশ্য ইবাদত। কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম, কেননা তা অজু ও অপবিত্রতা থেকে গোসল করার মতোই একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোর জন্য বান্দাকে আমানতদার বানানো হয়েছে। কেননা মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব যে সে রোজার নিয়ত করবে না এবং গোপনে পানাহার করবে, যেমনটা তার পক্ষে সম্ভব তার অপবিত্রতা বা জানাবাতের বিষয়টি গোপন রাখা। অথচ তিনি এখানে ঐ সকল প্রকাশ্য আমল নিয়ে আলোচনা করছেন যার ভিত্তিতে মানুষের সাথে লড়াই করা হয় এবং যা পালনের মাধ্যমে তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এই কারণেই বিষয়টিকে সালাত ও জাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, রোজার সাথে নয়, যদিও রোজা ফরজ; যেমনটি সুরা বারআতের দুটি আয়াতে এসেছে যা মানুষের ঐকমত্য অনুসারে রোজা ফরজ হওয়ার পর নাজিল হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি যখন মুআজকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাদিসে রোজার কথা উল্লেখ করেননি; কারণ তা অনুগামী ও অভ্যন্তরীণ বিষয়। হজও উল্লেখ করেননি; কারণ এর আবশ্যিকতা বিশেষ, সাধারণ নয় এবং জীবনে মাত্র একবারই তা ফরজ হয়। এর অর্থ সমাপ্ত হলো।

তাঁর উক্তি: "তারা দুজন এটি বর্ণনা করেছেন" অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিম। এছাড়াও এটি আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: "তাদের উভয়ের বর্ণনায় সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের দিন বলেছিলেন: 'আগামীকাল আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাঁর হাতের মাধ্যমে বিজয় দান করবেন।' লোকেরা সারা রাত এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল যে, তাদের মধ্যে কাকে তা দেওয়া হবে। যখন ভোর হলো, তারা সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন, প্রত্যেকেই আশা করছিলেন যে তাকেই এটি দেওয়া হবে। তিনি বললেন: আলী ইবনে আবি তালিব কোথায়? বলা হলো: তাঁর চোখে ব্যথা করছে। তিনি বললেন: তাঁর

কাছে লোক পাঠাও। এরপর তাঁকে আনা হলো এবং তিনি তাঁর চোখে থুতু দিলেন ও তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এতে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর কোনো ব্যথাই ছিল না,

১. আয়াত দুটি হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: (অতঃপর যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) এটি পঞ্চম আয়াত। অনুরূপ এগারোতম আয়াতটিও, যার শেষাংশ হলো: (তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি)।

২. সম্ভবত সঠিক উত্তর হলো যা কোনো কোনো আলেম দিয়েছেন যে, রাবি বা বর্ণনাকারী হাদিসটিকে সংক্ষেপ করেছেন। এতে বর্ণনাকারীদের ওপর কোনো দোষ আসে না; কারণ তাঁরা পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী হাদিস বর্ণনা করতেন। কখনও কোনো প্রেক্ষাপট হাদিসের কিছু অংশের দাবি রাখে, ফলে তিনি শুধু সেই অংশের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতেন। আর এটি অতি পরিচিত বিষয়; যেমনটি আপনি বুখারি ও অন্যান্য কিতাবে দেখতে পান—আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 89) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فأعطاه الراية، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم " 1.

"يدوكون" أي يخوضون.

قوله: "عن سهل بن سعد" أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبي العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضاً، مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة.

قوله: "قال يوم خيبر" وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال:

" كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلي الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمداً، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلي الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال صلي الله عليه وسلم: لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غداً رجل يحب الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلي الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه " 2.

قوله: "لأعطين الراية" قال الحافظ: في رواية بريدة: "إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله" وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: "كانت راية رسول الله صلي الله عليه وسلم سوداء، ولواءه أبيض" 3 ومثله عند الطبراني عن.

الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلي الله عليه وسلم كلهم

بريدة. وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: "مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله" 4.

قوله: " يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقى يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل؛ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يهتوت كافراً.

1 البخاري: الجهاد والسير (2975) ، ومسلم: فضائل الصحابة (2407) ، وأحمد (51/4) .

2 البخاري: كتاب فضائل الصحابة (3702) : باب مناقب علي بن أبي طالب.
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة (3407) (35) : باب من مناقب علي بن أبي طالب.
3 الترمذي: الجهاد (1681) ، وابن ماجه: الجهاد (2818) .

4 البخاري: كتاب فضائل الصحابة (3701) : باب مناقب علي بن أبي طالب.
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة (2406) (34) : باب من فضائل علي بن أبي طالب.
وقال: حديث حسن غريب، والطبراني (1161) عن بريدة. وقال في المجمع (5/321) : "وفيه حيّان بن عبيد الله. قال الذهبي: بيض له ابن أبي حاتم فهو مجهول وبقيّة رجال أبي يعلى ثقات " اهـ. والحديث حسنه الأرنؤوط في تخريج شرح السنة (404 /10) وزيادة "مكتوب فيه لا إله إلا الله " عند الطبراني في الأوسط كما قال الهيثمي في المجمع (5/321) عن ابن عباس وفيها حيّان بن عبيد الله أيضاً.

এরপর তিনি তাঁকে পতাকাটি প্রদান করলেন এবং বললেন: "স্থিরভাবে এগিয়ে যাও যতক্ষণ না তুমি তাদের সীমানায় পৌঁছাও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং সেখানে তাদের উপর আল্লাহর যে হুকুম বা অধিকার ওয়াজিব রয়েছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করো। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন মাত্র মানুষকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।" ১.

"ইয়াদুকুনা" অর্থাৎ তারা গভীর আলোচনা বা শোরগোল করছিল।

তাঁর উক্তি: "সাহল বিন সা'দ হতে বর্ণিত" অর্থাৎ ইবনে মালিক বিন খালিদ আল-আনসারী আল-খাজরাজি আস-সায়েদি, আবু আল-আব্বাস; তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং তাঁর পিতাও একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি ৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর বয়স ১০০ বছর অতিক্রম করেছিল।

তাঁর উক্তি: "খায়বারের যুদ্ধের দিন তিনি বলেছিলেন" এবং সহীহাইনে সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খায়বার যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যাওয়া হতে পিছিয়ে ছিলেন, কারণ তাঁর চোখের অসুখ ছিল। তখন তিনি বললেন: আমি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যাওয়া হতে পিছিয়ে থাকব? অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। যখন সেই রাত এল যার সকালে আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্যই আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব - অথবা বলেছিলেন: অবশ্যই আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে - যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালোবাসেন, অথবা তিনি বলেছিলেন: যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা আলীকে দেখতে পেলাম অথচ আমরা তা আশা করছিলাম না। তারা বলল: এই তো আলী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পতাকা প্রদান করলেন এবং আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করলেন।" ২.

তাঁর উক্তি: "অবশ্যই আমি পতাকা প্রদান করব" হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: বুরাইদাহর বর্ণনায় এসেছে: "নিশ্চয়ই আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট ঝান্ডা অর্পণ করব যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।" একদল ভাষাবিদ শব্দ দুটির (পতাকা ও ঝান্ডা) সমার্থক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তবে আহমদ ও তিরমিজি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পতাকা ছিল কালো এবং তাঁর ঝান্ডা ছিল সাদা।" ৩ এবং অনুরূপ বর্ণনা তাবারানিতেও রয়েছে।

লোকজন সারারাত এই আলোচনায় মগ্ন রইল যে, তাদের মধ্যে কাকে তা দেওয়া হবে। যখন ভোর হলো, তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলো। বুরাইদাহ হতে বর্ণিত। ইবনে আদীর নিকট আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত এবং তিনি আরও বৃদ্ধি করেছেন: "তাতে লেখা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" ৪.

তাঁর উক্তি: "সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালোবাসেন" এর মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এক মহান ফযিলত রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: এই গুণটি কেবল আলীর জন্য বা ইমামদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিনকে ভালোবাসেন যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। কিন্তু এই হাদিসটি নাওয়াসিবদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, যারা তাঁকে অভিভাবক হিসেবে মানে না, কিংবা তাঁকে কাফের মনে করে

বা ফাসেক গণ্য করে, যেমন খারেজীরা। কিন্তু এই দলীলাদি রাফেজিদের মতানুসারে পূর্ণ হয় না, যারা মনে করে যে সাহাবীদের ফযিলত বর্ণনাকারী বর্ণনাগুলো তাদের ধর্মত্যাগের পূর্বের। কেননা খারেজীরা আলীর ব্যাপারেও একই কথা বলে থাকে। কিন্তু এটি বাতিল বা অসার; কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এমন ব্যক্তির ব্যাপারে সাধারণভাবে এই ধরনের প্রশংসা করেন না যার ব্যাপারে আল্লাহ জানেন যে সে কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে।

-
১. আল-বুখারী: আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার (২৯৭৫), এবং মুসলিম: ফাযাইলুস সাহাবা (২৪০৭), এবং আহমদ (৪/৫১)।
 ২. আল-বুখারী: সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় (৩৭০২): আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা পরিচ্ছেদ। মুসলিম: সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় (৩৪০৭) (৩৫): আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা পরিচ্ছেদ।
 ৩. তিরমিজি: জিহাদ (১৬৮১), এবং ইবনে মাজাহ: জিহাদ (২৮১৮)।
 ৪. আল-বুখারী: সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় (৩৭০১): আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা পরিচ্ছেদ। মুসলিম: সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় (২৪০৬) (৩৪): আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা পরিচ্ছেদ। তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান গরীব। তাবারানি (১১৬১) বুরাইদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। আল-মাজমা' (৫/৩২১) গ্রন্থে বলা হয়েছে: "এতে হাইয়ান বিন উবাইদুল্লাহ রয়েছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন: ইবনে আবি হাতিম তাঁর ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, তাই তিনি অজ্ঞাত; তবে আবু ইয়া'লার অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।" হাদিসটিকে শুয়াইব আরনাউত শারহুস সুন্নাহ-এর তাহকিকে (১০/৪০৪) হাসান বলেছেন এবং "তাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখা ছিল" অতিরিক্ত অংশটি তাবারানি আল-আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি হাইসামি আল-মাজমা' গ্রন্থে (৫/৩২১) ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন এবং এতেও হাইয়ান বিন উবাইদুল্লাহ রয়েছেন।

وفيه إثبات صفة المحبة خلاقاً للجهمية ومن أخذ عنهم 1. قوله: "يفتح الله على يديه" صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة.

قوله: "فبات الناس يدوكون ليلتهم" بنصب "ليلتهم" و "يدوكون" قال المصنف: يخوضون. أي فيمن يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به، وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.

قوله: "أيهم" هو برفع "أي" على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله: "فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها". وفي

يرجو أن يعطاها". فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ ف قيل: هو يشتكي عينيه. رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: "ما أحببت الإمارة إلا يومئذ" 2. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاته المؤمنين له، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس 3 وعبد الله بن سلام 4 وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر 5.

1 في قرّة العيون: وفيه فضيلة لعلي رضي الله عنه بما خصه من إعطاء الراية، ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام؛ وقتالهم إذا لم يقبلوا. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام.

2 مسلم: كتاب فضائل الصحابة (5 0 24) (33): باب من فضائل علي بن أبي طالب.

3 قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ حِينَ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ حَزِينًا عِنْدَ نَزُولِ (لَا تَرْفَعُوا صَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) وَكَانَ ثَابِتٌ رَفِيعَ الصَّوْتِ، فَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي- الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (ج 3 ص 137) ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ. فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ حَدِيثٌ 187.

4 عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: "مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

5 رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يَسْمَى عَبْدَ اللَّهِ وَيُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يَضْحَكُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيُؤْتِي بِهِ فَيَقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَلَعَنَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" الْحَدِيثُ.

এতে আল্লাহর ভালোবাসার গুণাবলি প্রমাণিত হয়, যা জাহমিয়াহ এবং তাদের অনুসারীদের মতের পরিপন্থী। 1.

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ তাঁর দুই হাতের মাধ্যমে বিজয় দান করবেন" এটি বিজয় অর্জিত হওয়ার সুসংবাদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, তাই এটি নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর লোকেরা তাদের সারা রাত ধরে আলোচনা করতে লাগল", এখানে "লিলাতাহুম" শব্দটি নসব অবস্থায় এবং "ইয়াদুকুন" শব্দের অর্থ সম্পর্কে লেখক বলেছেন: তারা লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ, কার হাতে পতাকাটি অর্পণ করা হবে তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত ছিল। এতে সাহাবায়ে কেরামের কল্যাণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও গুরুত্বারোপ এবং ইলম ও ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর উক্তি: "আইয়ুহুম", এখানে "আইয়ু" শব্দটি রফ্ হয়েছে ইদাফত হওয়ার কারণে এবং এর সিলাহ-এর প্রথমংশ উহ্য থাকার কারণে তা মাবনী হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর যখন ভোর হলো, তারা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আশা করছিলেন যে পতাকাটি তাকেই দেওয়া হবে।" এবং

আশা করছিলেন তাকেই এটি দেওয়া হবে।" তখন তিনি বললেন: আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? বলা হলো: তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছেন।

মুসলিমের নিকট বর্ণিত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "আমি সে দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিন নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি।" 2.

শাইখুল ইসলাম বলেন: এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আলীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ঈমানের সাক্ষ্য রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রমাণ এবং মুমিনদের ওপর তাঁকে ভালোবাসার আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোনো সাক্ষ্য দেন বা দুআ করেন, তখন অনেক মানুষই আকাঙ্ক্ষা করেন যেন তাদের জন্যও অনুরূপ সাক্ষ্য বা দুআ হয়; যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু মানুষের জন্য এ ধরনের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং দুআ করেছেন। এটি সাবিত ইবনে কায়স 3 এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালামের 4 জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়ার মতোই, যদিও তিনি অন্যদের জন্যও জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর এটি সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার সাক্ষ্য দেওয়ার মতো যাকে মদ পানের কারণে প্রহার করা হয়েছিল 5।

1 কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা প্রমাণিত হয় কারণ তাঁকে বিশেষভাবে পতাকা প্রদান করা হয়েছিল; এবং খায়বারবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং তারা তা গ্রহণ না করলে যুদ্ধের বিধান প্রমাণিত হয়। এতে ইসলামের দিকে দাওয়াতের বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

2 মুসলিম: সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অধ্যায় (৫/২৪) (৩৩): আলী ইবনে আবু তালিবের মর্যাদাহানি বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

3 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: "সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ যখন তিনি এই আয়াত নাযিলের পর বিষণ্ণ হয়ে ঘরে বসে ছিলেন: (তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না, পাছে তোমাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যায় আর তোমরা তা টেরও না পাও)। সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠস্বর ছিল

উচ্চ, তাই তিনি বলেছিলেন: আমিই সেই ব্যক্তি যে কণ্ঠস্বর উঁচু করত- হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা) ও ইমাম মুসলিম ঈমান অধ্যায়ে (হাদীস ১৮৭) বর্ণনা করেছেন।

4 সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী আর কারো সম্পর্কে 'সে জান্নাতবাসী' বলতে শুনিনি একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ব্যতীত।" এটি ইমাম বুখারী মানাকিবুল আনসার অধ্যায়ে এবং মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

5 ইমাম বুখারী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আবদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি ছিল যাকে 'হিমার' (গাধা) উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাত। সে মদ পান করত, তাই তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার ওপর হৃদ কার্যকর করতেন। একদা জনৈক সাহাবী তাকে লানত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তাকে লানত করো না, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।'।" -হাদীস।

(ص: 91) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "فقال أين علي ابن أبي طالب" فيه سؤال الإمام عن رعيته; وتفقد أحوالهم.
قوله: "ف قيل هو يشتكي عينيه" أي من الرمء، كما في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص فقال:

" ادعوا لي علياً فأتي به أرمد " 1. الحديث، وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: " ف قيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه " مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: " فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد ".

قوله: "فبصق" بفتح الصاد، أي تفل.

قوله: " ودعا له فبرأ " هو بفتح الراء والهزة، أي عوفي في الحال، عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر.

وعند الطبراني من حديث علي: " فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلي الله عليه وسلم إلي الراية ". وفيه دليل على الشهادتين².

قوله: " فأعطاه الراية " قال المصنف: " فيه الإيذان بالقدر لحصولها لمن لم يسع; ومنعها عن سعي ".
وفيه: أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل.

قوله: " وقال: انفذ على رسلك " بضم الفاء. أي امض، و " رسلك " بكسر الراء وسكون السين، أي على رفئك من غير عجلة. و " ساحتهم " فناء أرضهم وهو ما حولها.

وفيه: الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، والأصوات التي لا حاجة إليها.

-
- 1 مسلم: كتاب فضائل الصحابة (2404) (32) : باب من فضائل علي بن أبي طالب.
 - 2 حسن. الحديث بهذا اللفظ قال عنه الهيثمي في المجمع (122/9) . " رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى وحديثها مستقيم " اهـ. أما رواية الطبراني عن علي فهي بنحو هذه الرواية وقال عنها الهيثمي (122/9) أن إسناده حسن.

তাঁর কথা: "তিনি বললেন, আলী ইবনে আবি তালিব কোথায়?" এতে ইমামের (নেতার) পক্ষ থেকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর কথা: "বলা হলো, তিনি তাঁর দুই চোখের ব্যথায় ভুগছেন" অর্থাৎ চোখের প্রদাহের (রমেদ) কারণে, যেমনটি সহীহ মুসলিমে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

"আমার কাছে আলীকে ডেকে আনো, এরপর তাঁকে নিয়ে আসা হলো এমতাবস্থায় যে তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছিলেন।" ১. হাদীস। গ্রন্থকারের হস্তলিপিতে একটি বিশুদ্ধ কপিতে রয়েছে: "বলা হলো: তিনি তাঁর দুই চোখের ব্যথায় ভুগছেন, এরপর তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠালেন।" এখানে 'পাঠালেন' শব্দটি কর্তৃবাচ্যে (মাবনি লিল ফায়িল) ব্যবহৃত হয়েছে, যার উহ্য কর্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরেছে। আবার এটি কর্মবাচ্য (মাবনি লিমা লাম ইউসাম্মা ফাঈলুহু) হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। ইমাম মুসলিমের অন্য বর্ণনায় ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনুল আকওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তিনি (রাসূলুল্লাহ) আমাকে আলীর কাছে পাঠালেন, এরপর আমি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসলাম আর তিনি চোখের ব্যথায় ভুগছিলেন।"

তাঁর কথা: "এরপর তিনি থুতু দিলেন" - সদ্দে ফাতহা (যবর) যোগে, অর্থাৎ তিনি থুতু দিলেন। তাঁর কথা: "এবং তিনি তাঁর জন্য দুআ করলেন, ফলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।" 'বারাউ' শব্দটি র এবং হামজায় ফাতহা (যবর) যোগে, অর্থাৎ তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ সুস্থতা লাভ করলেন, যেন তাঁর চোখের প্রদাহজনিত কোনো ব্যথা বা দৃষ্টির দুর্বলতা কখনো ছিলই না।

তাবারানীতে বর্ণিত আলীর হাদীসে রয়েছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পতাকা প্রদান করার পর থেকে আমার আর কখনো চোখ ওঠেনি এবং মাথা ব্যথা হয়নি।" এতে দুই শাহাদাতের (কালিমায়ে শাহাদাত) প্রমাণ রয়েছে। ২.

তাঁর কথা: "এরপর তিনি তাঁকে পতাকা দিলেন" - গ্রন্থকার বলেন: "এতে তাকদীরের প্রতি ঈমানের প্রমাণ রয়েছে; কারণ এটি এমন ব্যক্তি লাভ করেছেন যিনি এর জন্য চেষ্টা করেননি, আর তাকে দেওয়া হয়নি যিনি এর জন্য চেষ্টা করেছিলেন।"

এতে আরও রয়েছে যে: বৈধ, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের (আল্লাহর ওপর ভরসা) পরিপন্থী নয়।

তাঁর কথা: "এবং তিনি বললেন: তুমি ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যাও" - ফা বর্ণে পেশ যোগে, অর্থাৎ অগ্রসর হও। আর 'রিসলিকা' শব্দটি র-এ যের এবং সীন-এ সুকুন যোগে, অর্থাৎ তাড়াহুড়ো না করে ধীরস্থিরভাবে। 'সাহাতিহিম' অর্থ হলো তাদের প্রাঙ্গণ বা তার আশপাশের এলাকা।

এতে যুদ্ধের সময়ের শিষ্টাচার, তাড়াহুড়ো ও অস্থিরতা বর্জন এবং অপ্রয়োজনীয় শোরগোল পরিহার করার শিক্ষা রয়েছে।

১. মুসলিম: কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবাহ (২৪০৪) (৩২): আলী ইবনে আবি তালিবের মর্যাদা সংক্রান্ত অধ্যায়।

২. হাসান। এই শব্দে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী 'মাজমাউয যাওয়াইদ' (৯/১২২) গ্রন্থে বলেন: "আহমাদ ও আবু ইয়ালা এটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ-এর বর্ণনাকারী, উম্মে মূসা ব্যতীত; আর তাঁর বর্ণিত হাদীস সঠিক।" সমাপ্ত। আর তাবারানীর আলী থেকে বর্ণিত রিওয়াযাতটি এই রিওয়াযাতের অনুরূপ, যার সনদ সম্পর্কে হাইসামী (৯/১২২) বলেছেন যে, সেটি হাসান।

(ص: 92) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وفيه: أمر الإمام عبّاله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عزيزة; كما يشير إليه قوله: " ثم ادعهم الى الإسلام " 1 أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص الطاعة لرسوله صلي الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} 2.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له. كذا قال أهل اللغة.

وقال - رحمه الله تعالى -: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسوله: هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم

يكن مسلماً، وفي الأصل: هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى.

فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله؛ كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا} 3.

وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون4. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة

1 في قرعة العيون: هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم.

2 سورة آل عمران آية: 64.

3 سورة نوح آية: 3.

4 الغار: الغافل. وقال البخاري: غزوة بني المصطلق من خزاعة. وهي البريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الباء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث". وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة. وسبب غزوهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أباً جويرية يجمع

الناس ويستعد لقتاله. ففاجأهم رسول الله وهم غافلون، وأسر منهم أكثرهم وأسلم
الحارث بن ضرار.

এতে রয়েছে: ইমামের পক্ষ থেকে তাঁর কর্মকর্তাদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে এবং সংকল্পে ভাটা না ফেলে কোমলতা অবলম্বনের নির্দেশ; যেমনটি তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে: "অতঃপর তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করো," অর্থাৎ যা হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ। আপনি যদি চান তবে বলতে পারেন ইসলাম হলো: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, এবং এই দুই সাক্ষ্য যা দাবি করে—অর্থাৎ ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করা। এখান থেকেই হাদীসটি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে, যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলের প্রতি বলেছেন: "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।"

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইসলাম হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আর তা হলো তাঁর প্রতি বিনীত হওয়া এবং তাঁর ইবাদত করা। ভাষাবিদগণ এমনই বলেছেন। তিনি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: আর ইসলাম ধর্ম যা আল্লাহ পছন্দ করেছেন এবং যা দিয়ে তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন তা হলো: কেবল তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করা, যার মূল হলো অন্তরে। আর অন্য কাউকে বাদ দিয়ে কেবল তাঁরই ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর ইবাদত করল এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহেরও ইবাদত করল সে মুসলিম নয়; আর যে তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করল সেও মুসলিম নয়। মূলত এটি আমল বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত, যা অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। পক্ষান্তরে ঈমানের মূল হলো অন্তরের সত্যায়ন, স্বীকৃতি ও পরিচয়; সুতরাং তা অন্তরের উক্তির অন্তর্ভুক্ত যা অন্তরের আমলকে শামিল করে। সমাপ্ত।

সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, ইসলামের মূল হলো তাওহীদ এবং ইবাদতে শিরককে অস্বীকার করা, আর এটিই সকল রাসূলের দাওয়াত। এটি হলো তাওহীদের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট

আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর রাসূলদের মুখে যা তিনি আদেশ করেছেন তাতে আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর অনুগত হওয়া; যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত প্রথম রাসূল নূহ সম্পর্কে বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।" এবং তিনি এতে আল্লাহর যে হুক তাদের ওপর ওয়াজিব তা তাদের অবহিত করেছেন। এতে রয়েছে: যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াতের বৈধতা, তবে যদি তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গিয়ে থাকে তবে সরাসরি তাদের আক্রমণ করা বৈধ; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুস্তালিকের ওপর আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অসতর্ক অবস্থায় ছিল। আর যদি তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে—

১. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: এটিই শিরোনামের প্রমাণ, আর মুসলিমদের জন্য এমন হওয়া উচিত যে তাদের জিহাদের উদ্দেশ্য হবে সৃষ্টিকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করা এবং এতে প্রবেশ করানো। আর শাসকবর্গের উচিত এটিকে তাদের নির্ভরতা, উদ্দেশ্য ও নিয়ত বানানো।

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬৪।

৩. সূরা নূহ, আয়াত: ৩।

৪. আল-গার: অসতর্ক বা গাফেল। বুখারী রহ. বলেছেন: খুযাআ গোত্রের বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, যা মুরাইসী'র যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইবনে ইসহাক বলেছেন: এটি ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। মূসা ইবনে উকবা বলেছেন: এটি চতুর্থ হিজরীর ঘটনা। নুমান ইবনে রাশিদ যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুস্তালিকের ওপর আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অসতর্ক ছিল এবং তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেন এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করেন। সেদিন তিনি জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতুল হারিসকে লাভ করেন।" বনু মুস্তালিক খুযাআ গোত্রের একটি প্রসিদ্ধ শাখা। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছায় যে, তাদের সরদার ও জুওয়াইরিয়্যার পিতা হারিস ইবনে দ্বিরার লোকবল সংগ্রহ করছে এবং তাঁর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ করেন যখন তারা অসতর্ক ছিল। তিনি তাদের অধিকাংশকে বন্দী করেন এবং পরবর্তীতে হারিস ইবনে দ্বিরার ইসলাম গ্রহণ করেন।

وجبت دعوتهم.

قوله: " وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه " 12 أي في الإسلام إذا أجابوك

1 البخاري: المناقب (3701) ، ومسلم: فضائل الصحابة (2406) ، وأبو داود: العلم (3661) ، وأحمد (333/5) .

2 في قرّة العيون: فيه مما أمر به وشرعه من حقوق "لا إله إلا الله" وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافاً للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول. وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة؛ لأن الدين ما أمر الله به فعلاً وما نهى عنه تركاً. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره. وقد خد الأخاديد وأضرّمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقدّه هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم. فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك، وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار (*). وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات فبما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد؛ وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعبية قبر دانيال لباً وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا

بالشرك; ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان; وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل، وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 43: 43 (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم) فكذاك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره؛ فإنه الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة من قبلهم. (*) هو عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته. والقصة في البخاري. وفيه: من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام; وذلك من الإيمان. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله; والدين ما شرعه الله، فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص، وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرم الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه، فقد قام بما وجب. وبالله التوفيق.

তাদের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে।

তাঁর বাণী: "আর তাদের জানিয়ে দিন এতে মহান আল্লাহর হকের মধ্য থেকে যা তাদের ওপর ওয়াজিব" ১২ অর্থাৎ ইসলামে, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়

১ আল-বুখারি: আল-মানাকিব (৩৭০১), এবং মুসলিম: ফাদায়িলুস সাহাবা (২৪০৬), এবং আবু দাউদ: আল-ইলম (৩৬৬১), এবং আহমাদ (৫/৩৩৩)।

২ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে তাকে যা আদেশ করা হয়েছে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর হকসমূহের মধ্য থেকে যা শরিয়তভুক্ত করা হয়েছে তা বিদ্যমান। এটি প্রমাণ করে যে, আমল বা কাজ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; আশআরি এবং মুরজিআদের মতের বিপরীতে, যারা বলে: এটি কেবল মৌখিক স্বীকৃতি। তারা দাবি করেছে যে, ঈমান হলো কেবল অন্তরের সত্যায়ন, এবং তারা কিতাব ও সুন্নাহর দলিলসমূহ বর্জন করেছে; কারণ দ্বীন হলো তা-ই যা আল্লাহ পালন করার আদেশ দিয়েছেন এবং যা বর্জন করার নিষেধ করেছেন। এতে ঐসব মুশরিকদের খণ্ডন করা হয়েছে যারা আউলিয়াদের কারামতের মাধ্যমে শিরকের স্বপক্ষে দলিল পেশ করে এবং মনে করে এটি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আমীরুল মুমিনীন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন সব কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন যা অন্য কারও ভাগ্যে জোটেনি। তিনি গর্ত খনন

করেছিলেন এবং তাতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তারপর যারা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছিল বা তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করেছিল যা এই মুশরিকরা আহলে বাইত ও অন্যদের সম্পর্কে বিশ্বাস করে, তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে তিনি শিরক থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী এবং শিরককারীদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর সাহাবীদের একজন হলেন, এমনকি তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। একইভাবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যে কারামত দান করা হয়েছিল, তা তাঁকে শিরক ও শিরকের মাধ্যমসমূহ থেকে সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তারা কারামতের অধিকারী সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, কিন্তু তা তাঁদের তাওহীদে কেবল দৃঢ়তা এবং শিরক ও প্রতিমা পূজারীদের প্রতি কঠোরতাই বৃদ্ধি করেছিল। যেমনটি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যখন তিনি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অসীলায় বৃষ্টির প্রার্থনা করেছিলেন এবং দানিয়ালের কবরকে অস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যখন সাহাবায়ে কেরাম সেটি হরমুজানের বায়তুল মালে পেয়েছিলেন। যেমনভাবে মুজিহাসমূহ নবীদের তাওহীদের দাওয়াত এবং শিরককারীদের প্রতি কঠোরতা, তাদের অস্বীকার ও জিহাদে কেবল শক্তিই বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু শয়তানি অবস্থা বা কুপ্ররোচনা কখনও কখনও এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটতে পারে যাকে শয়তান গ্রাস করেছে এবং তাকে তার রবের স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে, যা এমন সব মূর্খদের কাছে বিভ্রান্তিকর হতে পারে যারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে; তারা মনে করে সেগুলো কারামত, অথচ সেগুলো শয়তানের চক্রান্ত এবং পথভ্রষ্টতা তাদের জন্য যারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য জানে না। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেছেন: ৪৩: ৪৩ (অতএব আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন, নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথে রয়েছেন।)। তেমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হলো কোরআন অনুধাবনের মাধ্যমে সত্য অন্বেষণ করা; কেননা এটিই সরল পথ। শয়তান যা সুশোভিত করেছে সেদিকে লক্ষ্যপ না করা, যেমন তাদের পূর্বের এই উম্মতের বিভ্রান্তরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। (*) তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইয়াহুদি এবং তার অনুসারীরা। ঘটনাটি বুখারিতে রয়েছে। এতে আরও রয়েছে: শরয়ী পন্থায় ফরজসমূহ আদায় করা এবং আল্লাহ হালাল ও হারামের মাঝে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা লঙ্ঘন না করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল, এবং যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম; আর দ্বীন হলো তা-ই যা আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন। অতএব যখন কেউ ইসলামকে গ্রহণ করে যা হলো তাওহীদ ও ইখলাস, এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল মনে করে আর যা হারাম করেছেন তা

হারাম মনে করে, এবং সে অনুযায়ী আদেশ দেয় ও তার ওপর জিহাদ করে, তবে সে তার ওপর যা ওয়াজিব ছিল তা পালন করল। আল্লাহর কাছেই তাওফিক কামনা করছি।

(ص: 94) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم " 1.

إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها: كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: " فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " 2 ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: " كيف تقاتل النساء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها".

وفيه: بعث الإمام الدعوة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: " ألا إني والله ما أرسل عباي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم " 3.

قوله: " فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم " "أن" مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، و (أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر (خير) و (حمر) بضم البهيملة وسكون الميم، جمع

أحمر، و (النعم) بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي
أنفس أموال العرب.

فيه مسائل:

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.

1 البخاري: المناقب (3701) ، ومسلم: فضائل الصحابة (2406) ، وأبو داود:
العلم (3661) ، وأحمد (333/5) .

(1 و 2) رواهما البخاري ومسلم وغيرهما.

3 إسناده ضعيف: أحمد (41/1) . وقال الهيثمي في المجمع (5/ 211) : "رواه أحمد
في حديث طويل وأبو فراس لم أر من جرحه ولا وثقه، وبقية رجاله ثقات " اهـ. وأبو
فراس النهدي قال في الميزان (4/ 561) : لا يعرف وفي التقريب (2/ 462) مقبول.

আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে
তা আপনার জন্য লাল উট লাভের চেয়েও উত্তম। ১.

তাঁর প্রতি, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর সেই অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করণ যা পালন
করা তাদের জন্য অপরিহার্য; যেমন: সালাত ও জাকাত। যেমনটি আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণিত
হাদিসে এসেছে: "যখন তারা তা করবে, তখন তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের রক্ত ও
জানমালকে সুরক্ষিত করে ফেলবে, এর হক ব্যতীত।" ২ আর যখন উমর (রাযি.) আবু বকর
(রাযি.)-কে জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বলেছিলেন: "আপনি
কীভাবে লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমাকে নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা বলে—আল্লাহ ছাড়া কোনো
সত্য উপাস্য নেই। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের রক্ত ও
জানমালকে সুরক্ষিত করে ফেলবে, এর হক ব্যতীত।" আবু বকর (রাযি.) বললেন: "নিশ্চয়ই
জাকাত হলো মালের হক। আল্লাহর শপথ, যদি তারা আমাকে একটি মেঘশাবক দিতেও

অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রদান করত, তবে তা অস্বীকার করার কারণে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

এতে আরও রয়েছে: ইমাম বা নেতার পক্ষ থেকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানকারীদের প্রেরণ করা, যেমনটি নবী (সা.) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন করতেন। যেমনটি মুসনাদ গ্রন্থে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর খুতবায় বলেছেন: "জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ, আমি আমার কর্মকর্তাদের তোমাদের কাছে এজন্য পাঠাই না যে তারা তোমাদের শরীরে প্রহার করবে কিংবা তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেবে। বরং আমি তাদের তোমাদের কাছে পাঠাই যাতে তারা তোমাদের দীন ও সুন্নাহর শিক্ষা দান করে।" ও তাঁর বাণী: "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে তা আপনার জন্য লাল উট লাভের চেয়েও উত্তম।" এখানে 'আন' (أَنْ) মাসদারিয়াহ এবং তার পূর্বের 'লাম' বর্ণটি ফাতহাযুক্ত, কারণ এটি শপথের লাম। 'আন' এবং তার পরবর্তী ক্রিয়াটি (ফেল) মাসদারের অর্থে 'মুবতাদা' হিসেবে পেশযুক্ত এবং 'খাইরুন' (خَيْرٌ) হলো তার খবর। 'হুমর' (حَمْرٌ) শব্দটি হা বর্ণে পেশ এবং মিম বর্ণে সুকুন যোগে গঠিত, যা 'আহমার' (লাল) শব্দের বহুবচন। আর 'আন-না'আম' (النَّعْمَ) নুন ও আইন বর্ণে ফাতহা যোগে গঠিত, যার অর্থ হলো লাল উট, যা আরবদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।

এতে কতিপয় মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথমত: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসারীদের পথ।

দ্বিতীয়ত: ইখলাস বা নিষ্ঠার ব্যাপারে সতর্কতা প্রদান; কেননা অনেক ক্ষেত্রে কেউ সত্যের দিকে দাওয়াত দিলেও সে মূলত নিজের দিকেই দাওয়াত দিয়ে থাকে।

১. বুখারি: আল-মানাকিব (৩৭০১), মুসলিম: ফাযায়িলুস সাহাবা (২৪০৬), আবু দাউদ: আল-ইলম (৩৬৬১), আহমাদ (৫/৩৩৩)।

(১ ও ২) বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

৩. এর সনদ দুর্বল: আহমাদ (১/৪১)। হাইসামি 'আল-মাজমা' (৫/২১১) গ্রন্থে বলেছেন:

"আহমাদ এটি একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন এবং আবু ফিরাসের ব্যাপারে আমি এমন কাউকে পাইনি যিনি তাকে দোষারোপ করেছেন বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে বাকি বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।" ইতি। আবু ফিরাদ আন-নাহদী সম্পর্কে 'আল-মিয়ান' (৪/৫৬১)

গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি অপরিচিত এবং 'আত-তাকরীব' (২/৪৬২) গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি মাকবুল (গ্রহণযোগ্য)।

(ص: 95)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

- الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
- الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة.
- الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
- السادسة: - وهي أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم، ولو لم يشرك.
- السابعة: كون التوحيد أول واجب.
- الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلاة.
- التاسعة: أن معنى " أن يوحدوا الله " لا معنى: شهادة أن لا إله إلا الله.
- العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
- الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
- الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.
- الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
- الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
- الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.
- السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.
- السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.

مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر "خير". و "حمر" بضم الميملة وسكون الميم، جمع أحمر. و "النعم" بفتح النون والعين الميملة، أي خير لك من الإبل الحمر. وهي أنفس أموال العرب.

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.

তৃতীয়: অন্তর্দৃষ্টি (বসীরাত) অর্জন করা অন্যতম ফরজ।

চতুর্থ: তাওহীদের সৌন্দর্যের অন্যতম প্রমাণ হলো: এটি আল্লাহ তাআলাকে গালি বা অপবাদ থেকে পবিত্র করার নামাস্তর।

পঞ্চম: শিরকের জঘন্যতার একটি কারণ হলো এটি আল্লাহর প্রতি গালি স্বরূপ।

ষষ্ঠ: —এবং এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ— মুসলিমকে মুশরিকদের থেকে দূরে রাখা যাতে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়, যদিও সে নিজে শিরক না করে।

সপ্তম: তাওহীদই হলো প্রথম ওয়াজিব বা আবশ্যিক কর্তব্য।

অষ্টম: সালাতসহ সবকিছুর আগে তাওহীদ দিয়ে শুরু করতে হবে।

নবম: "আল্লাহকে একত্ববাদী করা"-র অর্থ হলো: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই) সাক্ষ্য প্রদান করা।

দশম: কোনো ব্যক্তি আহলে কিতাব বা কিতাবধারী হওয়া সত্ত্বেও এটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে, অথবা এটি জেনেও সে অনুযায়ী আমল না করতে পারে।

একাদশ: পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দান করার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ।

দ্বাদশ: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ধারাবাহিকভাবে শুরু করা।

ত্রয়োদশ: জাকাত ব্যয়ের খাত।

চতুর্দশ: আলিম কর্তৃক শিক্ষার্থীর সংশয় নিরসন করা।

পঞ্চদশ: (জাকাত হিসেবে) মানুষের অতি মূল্যবান সম্পদ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ।

ষোড়শ: মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকা।

সপ্তদশ: এই সংবাদ প্রদান যে, মজলুমের বদদোয়ার সামনে কোনো পর্দা থাকে না।

এটি মাসদারিয়া এবং এর পূর্বের 'লাম' অক্ষরটি জবরবিশিষ্ট, কারণ এটি শপথের 'লাম'। 'আন' এবং এর পরবর্তী ক্রিয়াটি মাসদারের (ক্রিয়ামূল) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা 'মুবতাদা' হিসেবে পেশযুক্ত এবং এর 'খবর' হলো 'খাইর'। 'হুমুর' শব্দটি নোকতাহীন 'হা' বর্ণে পেশ এবং 'মীম' বর্ণে সাকিন সহযোগে গঠিত, যা 'আহমার' (লাল) শব্দের বহুবচন। 'আন-না'আম' শব্দটি 'নূন' এবং নোকতাহীন 'আইন' বর্ণে জবর সহযোগে গঠিত, যার অর্থ: এটি তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। আর লাল উট ছিল আরবদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

অষ্টাদশ: তাওহীদের একটি প্রমাণ হলো রাসূলগণের সরদার এবং অলিগণের সরদারদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হওয়া কঠিন কষ্ট, ক্ষুধা ও মহামারী।

(ص: 96) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

التاسعة عشرة: قوله: " لأعطين الراية " ألخ علم من أعلام النبوة.

العشرون: تفلّه في عينيه علم من أعلامها أيضاً.

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه.

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوّكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارّة الفتح.

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عن سعي.

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: " على رسلك ".

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: " أخبرهم بها يجب ".

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.

الثلاثون: الحلف على الفتيا

قال النووي: "وتشبيهه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام; وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها".
وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.

উনবিংশতম: তাঁর বাণী: "আমি অবশ্যই এই ঝাণ্ডাটি প্রদান করব"—এটি নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি নিদর্শন।

বিংশতম: তাঁর চোখে থুথু দেওয়াও নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

একবিংশতম: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা।

দ্বাবিংশতম: সেই রাতে সাহাবীগণের অস্থিরতা এবং বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত থাকার মধ্যে তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ পায়।

ত্রয়াবিংশতম: তাকদীরের ওপর ঈমান আনা; কেননা তা এমন ব্যক্তি লাভ করেছেন যিনি এর জন্য সচেষ্টি ছিলেন না এবং এমন ব্যক্তিকে তা দেওয়া হয়নি যিনি এর জন্য সচেষ্টি ছিলেন।

চতুর্বিংশতম: "তুমি তোমার স্বাভাবিক গতিতে চলো"—তাঁর এই বাণীর মধ্যে শিষ্টাচার নিহিত।

পঞ্চবিংশতম: যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা।

ষড়বিংশতম: এটি তাদের জন্যও শরীয়তসম্মত যাদের ইতিপূর্বে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে।

সপ্তবিংশতম: প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দেওয়া; কারণ তিনি বলেছিলেন: "তাদেরকে যা আবশ্যিক সে সম্পর্কে অবহিত করো"।

অষ্টবিংশতম: ইসলামে আল্লাহর হুক সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া।

উনত্রিংশতম: যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হিদায়াত পায় তার প্রতিদান।

ত্রিংশতম: ফতোয়ার বিষয়ে কসম খাওয়া।

ইমাম নববী বলেন: "আখিরাতে বিষয়াবলিকে দুনিয়ার বিষয়ের সাথে তুলনা করা কেবল উপলব্ধির কাছাকাছি করার জন্য; অন্যথায় আখিরাতে সামান্য অণু পরিমাণও সমগ্র পৃথিবী এবং এর সমপরিমাণ আরও যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।"

এতে আরও রয়েছে: যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হিদায়াত লাভ করে তার মর্যাদা এবং কোনো সংবাদ বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে কসম না চাওয়া সত্ত্বেও কসম খাওয়ার বৈধতা।

بَاب " تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله "

قوله: " بَاب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ".
قلت: هذا من عطف الدال على البدلول 1.

1 في قرّة العيون: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث؛ لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غلط في معنى " لا إله إلا الله " من أهل الجهل والإلحاد.

পরিচ্ছেদ: তাওহীদের ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এই সাক্ষ্য প্রদান

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: তাওহীদের ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এই সাক্ষ্য প্রদান।"

আমি বলছি: এটি হলো নির্দেশকের সাথে নির্দেশিতের সংযোজন। ১

১. ‘কুররাতুল উয়ুন’ গ্রন্থে রয়েছে: কেননা তাওহীদই হলো এই মহান বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আর লেখক যেসব আয়াত ও হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়; কারণ তাতে রয়েছে বিষদ ব্যাখ্যা এবং অস্পষ্ট বিষয়ের নিরসন, আর জাহেল ও পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থের ব্যাপারে ভুল করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন।

فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى "لا إله إلا الله" وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} 1 وسابقتها ولاحقها. وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعواهم ويسألهم؛ لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى {قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ} 2. أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه، والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي، كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد، وينافي شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له. و"الدعاء مخ العبادة" 3.

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان، ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبياً أو ملكاً. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائناً من كان؛ لأن دعوته تجعل داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وقوله تعالى: {أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} 45 يبين أن هذا

1 سورة الإسراء آية: 23.

2 سورة الإسراء آية: 56.

3 ضعيف: لفظ حديث ضعيف أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات (3371) : باب ما جاء في فضل الدعاء وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في تخريج

المشكاة (1 233) وضعيف الجامع (3003) . (*) رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

4 سورة الإسراء آية: 57.

5 في قرّة العيون: أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كاليسوع وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) ، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر، وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: (ويرجون رحمته ويخافون عذابه) ، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من الشرك، ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه، والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الأمر، وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه معنى قوله: 35: 14 (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) وقوله: 46: 6 (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) . وفيه: الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضرر هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد، وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت فيمن يعبد الملائكة واليسوع وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) . ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم

أقرب) وقدم المعبول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث به الله أنبياءه ورسله، وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: 7: 180 (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وكما ورد في الأذكار الباثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام) ، وقوله: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: (سبحان الله عما يشركون) وقوله: (سبحان الله وما أنا من المشركين) وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء 10: 18 (قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) . وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عبادة بإخلاص العبادة له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته كما قد جرى على الأمم الكذب للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك. فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم؛ فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح: 11: 27 (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) . وقالوا لهود: 11: 53 (ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلِهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) الآيات. وقالوا لصالح: 11: 62 (قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) . وقالوا لشعيب 11: 87 (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) . فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم؛ فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال: "كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم". فإنه

لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله ولياً من الأولين
والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية: "وهذه
الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة
والجن أو من البشر.

যদি প্রশ্ন করা হয়: কিতাবের শুরুতে এমন কিছু আয়াত অতিক্রান্ত হয়েছে যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ এবং এতে তাওহীদের যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা বর্ণনা করে, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {আর আপনার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না} এবং এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতসমূহ। অনুরূপভাবে এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাও। তাহলে এই শিরোনামের উপকারিতা কী?

উত্তরে বলা হয়: এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতগুলোতে "কালিমায়ে ইখলাস" (একনিষ্ঠতার বাক্য)-এর অর্থ এবং ইবাদতের তাওহীদের ওপর এটি যা নির্দেশ করে সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে যারা নবী ও নেককারদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের ডাকে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে; কারণ এটিই এসব আয়াতের কোনো কোনোটি নাযিলের কারণ ছিল, যেমন প্রথম আয়াতটি: {বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে তাদের ডাকো}। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই আয়াতটি তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ঈসা, তাঁর মা, উযাইর এবং ফেরেশতাদের ইবাদত করত। আল্লাহ তাআলা এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যেমনটি এই আয়াতে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকা আল্লাহর সাথে শিরক, যা তাওহীদের পরিপন্থী এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্যের বিপরীত; কারণ তাওহীদ হলো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও না ডাকা। কালিমায়ে ইখলাস এই শিরককে নাকচ করে দিয়েছে, কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা হলো তাকে ইলাহ বানানো এবং তার ইবাদত করা।

আর "দুআ হলো ইবাদতের মজ্জা" ।

এই আয়াতে রয়েছে: যাকে ডাকা হয় সে তার আহ্বানকারীর কোনো ক্ষতি দূর করার বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা এক অবস্থায় থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি সেই আহ্বানকৃত ব্যক্তি যদি কোনো নবী বা ফেরেশতাও হন। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য

যাকেই ডাকা হোক না কেন তার অসারতা প্রমাণ করে, সে যেই হোক না কেন; কারণ তাকে ডাকা তাকে আহ্বানকারীকে আরও বেশি অভাবগ্রস্ত করে তোলে; কেননা সে আল্লাহর সাথে এমন সত্তাকে শরীক করেছে যে তার কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। এই আয়াত তাওহীদ এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম সন্ধান করে} এটি স্পষ্ট করে যে এটি

১ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩।

২ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬।

৩ দুর্বল: হাদিসের এই শব্দগুলো দুর্বল, তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন: দুআ অধ্যায় (৩৩৭১): দুআর মর্যাদা বিষয়ক অনুচ্ছেদ; এবং তিরমিযী বলেছেন: এই হাদিসটি গরীব। আলবানী এটিকে মিশকাতের তাহকীকে (১/২৩৩) এবং যাদ্ঈফুল জামে'-তে (৩০০৩) দুর্বল বলেছেন।

(*) তিরমিযী এটি আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে নবী (সা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭।

৫ "কুররাতুল উয়ুন"-এ রয়েছে: অর্থাৎ যাদেরকে মুশরিকরা আহ্বান করে তারা ফেরেশতা, নবী বা নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যারা ক্ষতি দূর করার বা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না, যেমন ঈসা, তাঁর মা এবং উযাইর। তাদের দ্বীন হলো তাওহীদ, যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা তাদের ডাকে তাদের বিপরীত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: (তারা তাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে বেশি নিকটবর্তী হতে পারে), অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর আদেশের আনুগত্য ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চায়। আর মহানতম নৈকট্য হলো তাওহীদ, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং এর ওপর আমল করা ও এর দিকে দাওয়াত দেওয়া তাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন। এটিই তাদের আল্লাহর দিকে অর্থাৎ তাঁর ক্ষমা ও সম্ভূতির দিকে নিকটবর্তী করে। আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন এই বলে: (এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় পায়)। তারা তিনি ছাড়া আর কারো আশা করে না এবং অন্য কাউকে ভয় পায় না, আর এটিই হলো তাঁর তাওহীদ; কারণ এটি তাদের শিরক থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর রহমতের আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর শাস্তি থেকে পলায়ন তাদের জন্য অপরিহার্য করে তোলে। আর এমতাবস্থায় তাদের আহ্বানকারী বিষয়টি উল্টো করে ফেলেছে এবং তাদের কাছে এমন কিছু চেয়েছে যা তারা

আল্লাহর সাথে শিরক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করত। এতে মহান আল্লাহর এই বাণীর অর্থ রয়েছে: (সূরা ফাতির, আয়াত ১৪): (কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে) এবং মহান আল্লাহর বাণী (সূরা আহকাফ, আয়াত ৬): (আর যখন মানুষকে হাশরে সমবেত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে)। এতে তাদের রদ করা হয়েছে যারা দাবি করে যে মুশরিকদের শিরক কেবল মূর্তিপূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকার প্রতিবাদ করেছেন, তারা নবী, নেককার ব্যক্তি, ফেরেশতা বা অন্য যে কেউ হোক না কেন। আর উপকার লাভ বা ক্ষতি দূর করার জন্য মৃত ও অনুপস্থিতদের ডাকা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, এবং এটি "কালিমায়ে ইখলাস" যা নির্দেশ করে তার পরিপন্থী। অতএব, এই মহান আয়াতটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনার কাছে তাওহীদ এবং এর পরিপন্থী শিরক ও সমকক্ষ নির্ধারণের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কেননা এটি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা ফেরেশতা, ঈসা, তাঁর মা এবং উযাইরের ইবাদত করত। মহান আল্লাহর এই বাণীর উদ্দেশ্য তারাই: (বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে তাদের ডাকো, তারা তোমাদের কষ্ট দূর করার বা পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা রাখে না)। অতঃপর আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, এই মুশরিকরা যাদের ডাকত তাদের দ্বীনের বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ বলেছেন: (ওরা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে বেশি নিকটবর্তী)। এখানে কর্মপদকে আগে আনা হয়েছে কারণ এটি সীমাবদ্ধতা বোঝায়, অর্থাৎ তারা তাদের রবের কাছেই মাধ্যম বা উসিলা সন্ধান করে, অন্য কারো কাছে নয়। আর আল্লাহর কাছে মহানতম উসিলা বা মাধ্যম হলো তাওহীদ, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং যার জন্য সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে উসিলা ধরার অন্যতম মাধ্যম হলো তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে উসিলা ধরা, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৮০): (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো)। এবং যেমনটি বর্ণিত যিকরসমূহে দুআর মধ্যে এসবের মাধ্যমে উসিলা ধরার কথা এসেছে, যেমন নবী (সা.)-এর বাণী: (হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই উসিলায় যে, সকল প্রশংসা আপনারই, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি পরম দাতা, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, হে মহিমাময় ও মহানুভব)। এবং তাঁর বাণী: (হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই উসিলায় যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি একক,

অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যাঁকে জন্ম দেওয়া হয়নি, আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই)। এছাড়া আরও অন্যান্য খাঁটি নেক আমল যাতে শিরকের সংমিশ্রণ নেই। সুতরাং আল্লাহর কাছে উসিলা ধরা হবে সেই জিনিসের মাধ্যমে যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন; এমন জিনিসের মাধ্যমে নয় যা তিনি অপছন্দ করেন এবং শিরক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ শিরক থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করে বলেছেন: (তারা যা শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র)। আরও বলেছেন: (আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)। যারা সুপারিশকারী গ্রহণ করে তাদের প্রতিবাদে তিনি বলেছেন (সূরা ইউনুস, আয়াত ১৮): (বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র এবং তারা যা শিরক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে)। কুরআনে এই ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। আর এর শাস্তিকে তিনি বড় করেছেন যেমনটি রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী উম্মতদের ক্ষেত্রে ঘটেছে যারা তাওহীদ ও শিরক বর্জনের দাওয়াত অমান্য করেছিল। আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি আপতিত করেছেন যেমনটি নূহ, আদ ও সামুদ এবং তাদের মত অন্যদের ক্ষেত্রে হয়েছিল; কারণ তারা তাওহীদের নির্দেশের ক্ষেত্রে রাসূলদের নাফরমানি করেছিল এবং শিরককে আঁকড়ে ধরেছিল। তারা নূহকে বলেছিল (সূরা হুদ, আয়াত ২৭): (আমরা তো দেখছি না যে, আমাদের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ বিবেকসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ আপনার অনুসরণ করছে)। তারা হুদকে বলেছিল (সূরা হুদ, আয়াত ৫৩): (আপনি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনেননি এবং আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্যদের বর্জন করব না এবং আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না)। তারা সালেহকে বলেছিল (সূরা হুদ, আয়াত ৬২): (হে সালেহ, এর আগে আপনি আমাদের কাছে আশার পাত্র ছিলেন; আপনি কি আমাদের সেই জিনিসের ইবাদত করতে নিষেধ করছেন যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষরা করত?)। তারা শুআইবকে বলেছিল (সূরা হুদ, আয়াত ৮৭): (আপনার সালাত কি আপনাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত আমাদের তা বর্জন করতে হবে?)। অতএব, আল্লাহ তাঁর কিতাবে রাসূলদের দাওয়াত এবং যারা তাদের অবাধ্য হয়েছে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে সে সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন; কারণ আল্লাহ এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুশরিকের ওপর প্রমাণ কায়ম করেছেন। আর ইবনে মাসউদ থেকে আয়াতের অর্থ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "একদল মানুষ একদল

জিনের ইবাদত করত, অতঃপর জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু ঐ মানুষেরা তাদের পূর্বের দ্বীন আঁকড়ে ধরে থাকে।" এটি পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপন্থী নয়; কারণ এই আয়াতটি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রমাণ যারা আল্লাহর সাথে অতীত বা বর্তমানের কোনো অলি-আউলিয়াকে ডাকে। যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন: "এই সকল উক্তিই সত্য; কারণ এই আয়াতটি তাদের সবাইকে শামিল করে যাদের উপাস্য ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতকারী ছিল, সে ফেরেশতা, জিন বা মানুষ যাই হোক না কেন।"

(ص: 98) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ 1
سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قَالَ قَتَادَةُ: " تقربوا إليه
بطاعته والعمل بما يرضيه "

1 سورة الإسراء آية: 57.

...তাদের মধ্যে কে কত বেশি নিকটবর্তী হতে পারে, আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের আযাব অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ১।

নবী ও রাসূলগণ এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসরণ করেছেন এটিই তাঁদের পথ। কাতাদাহ বলেন: "তোমরা তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর সন্তোষজনক কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য তালাশ করো।"

১ সূরা আল-ইসরা আয়াত: ৫৭।

وقرأ ابن زيد {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} 1. قال العباد ابن كثير: "وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين". وذكره عن عدة من أئمة التفسير.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء التقرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلي الله عليه وسلم: "والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة" وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق 2 من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 3 وهذا معنى قوله تعالى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}

1 يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوه المشركون ويستغِيثون بهم إما توسلاً إلى الله ليقضي حوائجهم، وإما استقلالاً، بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف، أولئك الصالحون مشغولون بأنفسهم يدعون الله لها ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين خائفين عذابه راجين رحمته، وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا دفع ضرر، فكيف يملكون لغيرهم ضراً أو نفعاً؟.

2 الصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق، واحديثها صوة - كقوة- أراد أن للإسلام طرائق وأعلاماً يهتدى بها.

3 حسن: أحمد (3/5) "من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه وليس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما وهم ابن القيم وإسناده حسن". أفاده الدوسري في النهج السديد (328) ورواه الحاكم (1/ 21) ببعناه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في الصحيحة لطرقة (333) وفي تخريج الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رقم (3).

ইবনে যাইদ পাঠ করেছেন, {তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে অসীলা (নৈকট্য লাভের মাধ্যম) তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে} ১। ইমাদ ইবনে কাসীর বলেন: "মুফাসসিরগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।" এবং তিনি এটি বেশ কয়েকজন ইমাম থেকে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম -রাহিমাহুল্লাহু তাআলা- বলেন: এই আয়াতে তিনটি মাকাম (স্তর) উল্লেখ করা হয়েছে: ভালোবাসা, যা হলো তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করা; সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর প্রতি অসীলা গ্রহণ করা; এবং আশা ও ভয়। আর এটাই হলো তাওহীদের হাকিকত এবং ইসলাম ধর্মের বাস্তবতা, যেমনটি মুসনাদে বাহয ইবনে হাকিম থেকে তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে আসিনি যতক্ষণ না আমি আমার এই হাতের আঙ্গুলগুলোর সমপরিমাণ শপথ করেছিলাম যে আমি আপনার কাছে আসব না। সুতরাং সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাকে কী দিয়ে পাঠিয়েছেন?" তিনি বললেন: "ইসলাম।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "ইসলাম কী?" তিনি বললেন: "তোমার অন্তরকে সমর্পণ করা, তোমার চেহারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করা, ফরজ নামাজগুলো আদায় করা এবং নির্ধারিত জাকাত প্রদান করা।" মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী খালিদ ইবনে মা'দান থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই ইসলামের জন্য পথের চিহ্নের মতো সুউচ্চ চিহ্ন ও মিনার রয়েছে ২ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো যে, তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, নামাজ কয়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের

রোজা রাখবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" ও আর এটাই মহান আল্লাহর এই বাণীর অর্থ: {যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজের চেহারা আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে, সে তো এক মজবুত হাতল ধারণ করল; আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর দিকেই নিহিত।}

১ অর্থাৎ, মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করে এবং যাদের কাছে উদ্ধার কামনা করে—হয়তো আল্লাহর কাছে তাদের অসীলা হিসেবে যাতে আল্লাহ তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, অথবা স্বতন্ত্রভাবে তাদের কাছেই প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায় এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষমতা দান করেছেন—সেই সকল নেককার ব্যক্তিরাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর অসীলা তালাশ করে। তারা কেবল তাঁর জন্যই দীনকে একনিষ্ঠ করে, তাঁর আজাবকে ভয় পায় এবং তাঁর রহমতের আশা করে। এমতাবস্থায় যখন তারা নিজেদের জন্যই কোনো উপকার বা অপকার রোধ করার মালিক নয়, তখন তারা কীভাবে অন্যদের জন্য উপকার বা অপকারের মালিক হতে পারে? .

২ ‘সুয়া’ (الصوى): জনমানবহীন প্রান্তরে রাস্তা চেনার জন্য পাথর দিয়ে স্থাপিত চিহ্নসমূহ, এর একবচন হলো ‘সুওয়াহ’। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ইসলামের এমন কিছু পথ ও নিদর্শন রয়েছে যার মাধ্যমে সঠিক পথ পাওয়া যায়।

৩ হাসান: আহমাদ (৫/৩) "আবু কাযাআ আল-বাহিলী থেকে, তিনি হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি বাহয ইবনে হাকিম তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত নয়, যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম ভুলবশত উল্লেখ করেছেন। এর সনদ হাসান।" আদ-দাওসারী ‘আন-নাহজুস সাদীদ’ (৩২৮) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। আল-হাকিম (১/২১) আবু হুরায়রা থেকে একই মর্মে এটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী ‘আস-সহীহাহ’ (৩৩৩) গ্রন্থে এর বিভিন্ন সূত্রের কারণে একে সহীহ বলেছেন এবং আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালামের ‘তাকরীজুল ঈমান’ ৩ নং হাদিসে এটি বর্ণিত হয়েছে।

(وقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ} 1 أي "لا إله إلا الله".

فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له 2 من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج: كالكوكب والهيكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره، وهو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} 4. فكل عبادة يقصد بها غير الله: من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله، قال تعالى: {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيَنْ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ} 5.

وقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

1 سورة الزخرف آية: 26-27-28.

2 في قرّة العيون: فعبر عن المنفي بها قوله: (إنني براء مما تعبدون) وعبر عما أثبتته بقوله: (إلا الذي فطرني) فقصر العبادة على الله وحده، ونفاهاً عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فبما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العباد ابن كثير في قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) : أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله؛ جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه (لعلهم يرجعون) أي إليها. قال عكرمة

ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) .
يعني "لا إله إلا الله" لا يزال في ذريته من يقولها.

3 سورة التوبة آية: 31.

4 سورة الحج آية: 62.

5 سورة غافر آية: 73-74.

(এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; কেবল তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি আমাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবেন'। আর তিনি একে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণী হিসেবে রেখে গেছেন।} ১ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই"।

সুতরাং চিন্তা করে দেখুন, খলিল আলাইহিস সালাম কীভাবে এই মহান বাণীটিকে তার অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যার দিকে এটি নির্দেশ করে এবং যার জন্য এটি সাব্যস্ত হয়েছে; আর তা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় সেসব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা: যেমন নক্ষত্রপুঞ্জ, মন্দির এবং সেইসব প্রতিমা যা নুহের সম্প্রদায় নেককার ব্যক্তিদের আকৃতিতে তৈরি করেছিল: ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর এবং অন্যান্য মূর্তিপূজা ও সমকক্ষরা যাদের মুশরিকরা সরাসরি উপাসনা করত। তিনি সমস্ত উপাস্যের মধ্যে কেবল তাকেই ব্যতিক্রম করেছেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি হলেন একক আল্লাহ যার কোনো শরিক নেই। এটিই সেই বিষয় যার প্রতি ইখলাসের বাণী (কালিমা) হুবহু নির্দেশ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {এটি এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল।} ৪। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিটি ইবাদত: দোয়া হোক বা অন্য কিছু, তা বাতিল এবং এটিই সেই শরিক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন: {অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদের তোমরা শরিক করতে—আল্লাহর পরিবর্তে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে; বরং আমরা পূর্বে মূলত কিছুই ডাকতাম না।' এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন।} ৫।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মসিহকেও...

১ সূরা আয-যুখরুফ আয়াত: ২৬-২৭-২৮।

২ ‘কুররাতুল উয়ুন’ গ্রন্থে আছে: তিনি এই কালিমার না-সূচক অংশকে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন: (তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই) এবং এর ইতিবাচক বা সাব্যস্তকারী অংশকে প্রকাশ করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: (কেবল তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন); এর মাধ্যমে তিনি ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কহীনতার মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে তা অস্বীকার করেছেন। এই কালিমার ব্যাখ্যা কতই না উত্তম এবং কতই না মহান! ইমাদ ইবনে কাসির মহান আল্লাহর বাণী (আর তিনি একে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণী হিসেবে রেখে গেছেন) সম্পর্কে বলেছেন: অর্থাৎ এই বাণীটি হচ্ছে—একক আল্লাহর ইবাদত করা যার কোনো শরিক নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল মূর্তিকে বর্জন করা, আর তা হলো ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই’; তিনি তাঁর বংশধরদের মধ্যে এটি রেখে গেছেন যাতে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে যাদের আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন তারা এ বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করে, (যাতে তারা ফিরে আসে) অর্থাৎ এই বাণীর দিকে। ইকরামা, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদাহ, সুদ্দি ও অন্যান্যগণ (আর তিনি একে তাঁর বংশধরদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণী হিসেবে রেখে গেছেন) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: এর অর্থ হলো “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই”, তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন কেউ থাকবে যারা এই কথা বলবে।

৩ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৩১।

৪ সূরা আল-হাজ্জ আয়াত: ৬২।

৫ সূরা গাফির আয়াত: ৭৩-৭৪।

(ص: 101) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ابن مَرِيَمَ {1} 2 وفي الحديث الصحيح:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: " يا رسول الله، لسنّا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم " 34.

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أرباباً، كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المباني للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله.

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لبنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} 5 فكل من اتخذ ندا لله يدعو من دون الله، ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته - كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم

1 الأحبار: هم العلماء. والرهبان: هم العباد. قال السدي: استنصحو الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى في الآية: (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) فصار ذلك عبادة لهم. وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله؛ فاتخذوهم بذلك أرباباً؛ لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. وقال تعالى: 3: 80 (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

2 في قرّة العيون: أي اتخذوه رباً بعبادتهم له من دون الله. وقال تعالى: 5: 116، 117 (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين

من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد). فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى "لا إله إلا الله"، وتبين له التوحيد الذي جحدته أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة، وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد، وبنيت لهم المشاهد، فأتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس" وفي رواية: "يصلحون ما أفسد الناس".

3 حسن: الترمذي: كتاب التفسير (3095): باب ومن سورة التوبة. والبيهقي (10/116) وعزو الحديث لأحمد وهم كما أفاده الدوسري. والحديث حسنه الألباني في غاية المرام ص (20).

4 رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير مطولا.

5 سورة البقرة آية: 165.

মরিয়ম-তনয় ১} ২ এবং সহীহ হাদীসে এসেছে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদী ইবনে হাতিম আত-তায়ী-এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন তিনি (আদী) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। তিনি বললেন: আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা কি তা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয় না, আর তোমরাও কি তা হালাল মনে করো না? আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা তোমাদের জন্য হারাম করে দেয় না, আর তোমরাও কি তা হারাম মনে করো না? তিনি

বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটাই তাদের ইবাদত" ৩৪।

অতঃপর নাফরমানির কাজে তাদের আনুগত্য করা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত হলো এবং এর মাধ্যমেই তারা তাদেরকে রক্ষা হিসেবে গ্রহণ করল, যেমনটি এই উম্মতের মধ্যে বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর এটি সেই শিরকে আকবর যা তাওহীদের পরিপন্থী, যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শাহাদাতের মূল অর্থ।

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, ইখলাসের বাণী (কালিমা) এই সব কিছুকে অস্বীকার করেছে, কারণ এগুলো এই কালিমার মর্মার্থের বিরোধী। অথচ তারা শিরকের সেই সব বিষয়কে সাব্যস্ত করেছে যা কালিমা নাকচ করেছে, আর তাওহীদের সেই বিষয়কে বর্জন করেছে যা কালিমা সাব্যস্ত করেছে।

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থির করে, তারা তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে} ৫। সুতরাং যে ব্যক্তিই আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে গ্রহণ করে তাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে ডাকে, তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও বিপদ-আপদ দূরীকরণে তার কাছে প্রত্যাশা করে—যেমনটি কবরপূজারী, তাগুতপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের অবস্থা—তখন অবধারিতভাবেই সে তাদের সম্মান করে ও ভালোবাসে।

১ আহবার: তারা হলেন ওলামায়ে কেরাম। রুহবান: তারা হলেন ইবাদতগুজারগণ। সুদী বলেন: তারা মানুষদের উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবকে তাদের পিঠের পেছনে নিক্ষেপ করেছিল। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা আয়াতে বলেছেন: (তাদেরকে কেবল এক ইলাহের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র)। ফলে এটি তাদের ইবাদতে পরিণত হলো। তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করা এবং হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে বিধানদাতা বানিয়ে নিয়েছিল; এভাবে তারা তাদেরকে রক্ষা হিসেবে গ্রহণ করল। কেননা বিধান প্রদান করা রুবুবিয়্যাতে বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইবাদত রুবুবিয়্যাতে প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন (৩: ৮০): (এবং তিনি তোমাদেরকে ফেরেশতা ও নবীদেরকে রক্ষা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না; তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরির নির্দেশ দেবেন?)।

২ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে তাকে তারা রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন (৫: ১১৬, ১১৭): (যখন আল্লাহ বললেন, হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো? তিনি বললেন, আপনি পবিত্র! আমার জন্য শোভা পায় না এমন কথা বলা যার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম তবে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—এই যে, তোমরা আমার রব্ব ও তোমাদের রব্ব আল্লাহর ইবাদত করো। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের ওপর পর্যবেক্ষক, আর আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী)। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করবে, তার কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে, এবং তার কাছে সেই তাওহীদ স্পষ্ট হবে যা এই যুগের এবং এর আগের পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ জ্ঞান দাবিদাররা অস্বীকার করেছে। তিন শ্রেষ্ঠ যুগের পর মূর্ততার এই মুসিবত ছড়িয়ে পড়ে যখন আহলে বাইত ও অন্যদের কবরের ব্যাপারে অতিরঞ্জন শুরু হয় এবং সেগুলোর ওপর মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করা হয়। ফলে বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং তাওহীদ-পরিপন্থী শিরকের ফিতনা ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন মৃতদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও ইবাদতের মাধ্যমে তাদের সম্মান প্রদর্শন শুরু হয়। এই সব কাজের মাধ্যমে যা অধিকাংশ মানুষ করে থাকে, ভালো কাজ মন্দে এবং মন্দ কাজ ভালোতে পরিণত হয়েছে, বিদআত সুন্নাহে এবং সুন্নাহ বিদআতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই অবস্থার ওপরই ছোটরা বড় হয়েছে এবং বৃদ্ধরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে যেমনটি শুরু হয়েছিল। সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য যারা মানুষেরা পথভ্রষ্ট হলে সংশোধন করবে"। অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যারা মানুষের নষ্ট করা বিষয়গুলোকে সংশোধন করবে"।

৩ হাসান: তিরমিযী: তাফসীর অধ্যায় (৩০৯৫); অনুচ্ছেদ: সূরা আত-তাওবাহ থেকে। বায়হাকী (১০/ ১১৬); হাদীসটি আহমদের দিকে সম্বন্ধ করা ভুল যেমনটি দাওসারী বর্ণনা করেছেন। আলবানী গায়াতুল মারাম (পৃ. ২০) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪ ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন এবং ইবনে জারীর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

৫ সূরা আল-বাকারাত: ১৬৫।

(102: ص) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

لذلك؛ فَإِنَّهُمْ أَحِبُّوهُمْ مَعَ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا يَحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَى 1. ويقولون "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بِاللَّهِ فِي الْمَحَبَّةِ بِمَحَبَّةٍ غَيْرِهِ وَعِبَادَةٍ غَيْرِهِ. فَاتَّخَذَهُمُ الْإِنْدَادُ يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يَبْطُلُ كُلُّ قَوْلٍ يَقُولُونَهُ وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُكَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ. وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ قَالُوا: "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَقَدْ تَرَكَوْا كُلَّ قَيْدٍ قِيدَتْ بِهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ: مِنَ الْعِلْمِ بِمَدْلُولِهَا؛ لِأَنَّ الْمَشْرُكَ جَاهِلٌ بِمَعْنَاهَا، وَمَنْ جَهِلَهُ بِمَعْنَاهَا جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكَاً فِي الْمَحَبَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا هُوَ الْجَهْلُ الْمَنَافِي لِلْعِلْمِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ، وَلَمْ يَكُنْ صَادِقاً فِي قَوْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفِ مَا نَفَتْهُ مِنَ الشَّرْكِ، وَلَمْ يَثْبِتْ مَا أَثْبَتَتْهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، وَتَرَكَ الْيَقِينَ أَيْضاً؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ مَعْنَاهَا وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لِأَنكَرِهِ أَوْ شَكِّ فِيهِ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ وَهُوَ الْحَقُّ، وَلَمْ يَكْفِرْ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. بَلْ آمَنَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِاتِّخَاذِهِ النَّدَى وَمَحَبَّتِهِ لَهُ وَعِبَادَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} 2؛ لِأَنَّهُمْ أَخْلَصُوا لَهُ الْحُبَّ فَلَمْ يَحِبُّوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَيَحِبُّونَ مَنْ أَحَبَّ وَيَخْلَصُونَ أَعْمَالَهُمْ جَمِيعاً لِلَّهِ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَبُولِهِ دَلَالَةَ هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ عَلَى مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ مَعْنَاهَا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ جَمِيعُ الْمُرْسَلِينَ. فَتَدَبَّرْ.

1 هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة؛ لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله بأسبائه وصفاته. ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه ندا. وليس معنى (كحب الله) أي كحبهم لله. ولكن معناها - والله أعلم - : يحبونهم حباً من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله. وهو حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء والدعاء والضراعة وطلب تفريج الكرب ونحوها، مما يجرده المؤمن لله وحده وهم أشد حباً لله، والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله، ولا يرجون الله وقارا. وقال في قرّة العيون: الأنداد: الأمثال والنظراء، كما قال العباد ابن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئاً لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه، فقد اتخذته ندا لله؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ((فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرّة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله وسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا تكون محبته لغير الله، فلا يحب إلا الله؛ كما في الحديث الصحيح: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب البرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار" ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة البرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئاً، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه.

وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة؛ كما لا مثيل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان، ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركاً لا يغفره الله كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله). والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأناداهم؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يباثلها محبة مخلوق أصلاً، كما لا يباثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرّة عين في محبته. انتهى.

2 سورة البقرة آية: 165.

এজন্য; তারা আল্লাহর সাথে সাথে তাদেরকেও ভালোবাসত, যদিও তারা মহান আল্লাহকে ভালোবাসত ১।

এবং তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলত, সালাত কায়েম করত এবং সিয়াম পালন করত, তবুও তারা অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে এবং অন্যের ইবাদত করার মাধ্যমে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। সুতরাং তাদের সমকক্ষ নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা তাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে বাতিল করে দেয়; কারণ মুশরিকের কোনো আমল কবুল হয় না এবং তা সঠিকও হয় না। আর তারা যদিও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তবুও তারা এই মহান বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শর্তই বর্জন করেছে: যেমন এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা; কারণ মুশরিক এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। আর এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই সে ভালোবাসা ও অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারণ করেছে। এটিই হলো সেই মূর্খতা যা এই কালিমা নির্দেশিত ইখলাসের (নিষ্ঠার) পরিপন্থী জ্ঞানের বিপরীত। সে এই কালিমা পাঠে সত্যবাদী ছিল না; কারণ এই কালিমা যে শিরককে অস্বীকার করেছে সে তা অস্বীকার করেনি, আর যে ইখলাসকে এটি সাব্যস্ত করেছে সে তা সাব্যস্ত করেনি। সে ইয়াকীনও (দৃঢ় বিশ্বাস) বর্জন করেছে; কারণ সে যদি এর অর্থ ও নিহিতার্থ জানত, তবে হয়তো সে তা অস্বীকার করত

অথবা এতে সন্দেহ করত। সে সত্য হওয়া সত্ত্বেও একে গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তাকে কুফরি (প্রত্যাখ্যান) করেনি; যেমনটি হাদিসে এসেছে। বরং সে সমকক্ষ গ্রহণ করার মাধ্যমে, তাকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তার ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় তার প্রতি ঈমান এনেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত দৃঢ়} ২; কারণ তারা তাদের ভালোবাসাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করেছে, তাই তারা তিনি ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না। তারা তাকেই ভালোবাসে যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাদের সকল আমল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করে এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তাকে তারা অস্বীকার করে।

সুতরাং এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ যাকে সত্য জানা ও কবুল করার তাওফিক দিয়েছেন, তার কাছে এই মহান আয়াতসমূহের সেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায় যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্যের অর্থ এবং সেই তাওহীদের ওপর প্রমাণ বহন করে যার দিকে সকল রাসূল দাওয়াত দিয়েছেন। অতএব চিন্তা করুন।

১ প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভালোবাসেনি; কারণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কেবল তাঁর নাম ও গুণাবলি (সিফাত) সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, সে কখনোই তাঁর সাথে কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করতে পারে না। আর (আল্লাহর ভালোবাসার মতো) কথাটির অর্থ এটি নয় যে, তারা যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে সেইভাবে; বরং এর অর্থ হলো—আল্লাহই ভালো জানেন—তারা তাদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যা কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত ছিল। আর তা হলো ইবাদতগত ভালোবাসা: যা চূড়ান্ত বিনয় ও সম্মানের সাথে চরম ভালোবাসা। এটিই সেই ভালোবাসা যা থেকে দুআ, আশ্রয় প্রার্থনা, মিনতি এবং বিপদ মুক্তির আবেদন ইত্যাদি উৎসারিত হয়, যা মুমিনগণ কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করেন এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত দৃঢ়। আর মুশরিকরা তা তাদের ওলিদের জন্য নিবেদিত করে অথবা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। ‘কুররাতুল উয়ুন’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: আন্দাদ (সমকক্ষ) অর্থ হলো সদৃশ ও সমতুল্য, যেমনটি ইমাদ ইবনে কাসীর ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদতের কোনো অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদিত করল—তা পাওয়ার আশায় হোক বা ভয়ের

কারণে—সে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিল; কারণ সে এমন বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করল যার অধিকার অন্য কারো নেই। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: ((মাহবুব বা প্রিয়পাত্রের তাওহীদ হলো—সে যেন আল্লাহর সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে তার প্রিয়পাত্রকে একাধিক না করে। আর ভালোবাসার তাওহীদ হলো—তার হৃদয়ে যেন ভালোবাসার কোনো অবশিষ্টাংশ না থাকে যা সে তাঁর (আল্লাহর) জন্য ব্যয় করবে না। এই ভালোবাসা যদিও ‘ইশক’ (চরম আসক্তি) নামে অভিহিত হয়, তবুও তা বান্দার চূড়ান্ত সংশোধন, নেয়ামত ও চোখের শীতলতা। তার হৃদয়ের সংশোধন ও সুখ কেবল তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হবেন এবং তার ভালোবাসা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য না হয়, সে যেন কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে; যেমনটি সহিহ হাদিসে এসেছে: “তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করা যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।” আর তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা তাঁরই ভালোবাসার অংশ, এবং কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা তাঁরই ভালোবাসার অংশ। কিন্তু যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য (স্বতন্ত্রভাবে) ভালোবাসা হয়, তবে তা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে খাটো করে ও দুর্বল করে দেয়। এই ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন তার প্রিয়পাত্রের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয়—অর্থাৎ কুফরি—তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো বা তার চেয়েও বেশি অপছন্দনীয় হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা; কেননা মানুষ নিজের জীবনের চেয়ে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয় না। সুতরাং যখন সে নিজের জীবনের ওপর আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়, এমতাবস্থায় যে তাকে যদি কুফরি করা অথবা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়, তবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই বেছে নেবে তবুও কুফরি করবে না, তখন তা তার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় সাব্যস্ত হয়। আর এই ভালোবাসা প্রেমিকদের তাদের প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসার চেয়েও উর্ধ্বে, বরং এই ভালোবাসার কোনো নজির নেই; যেমনটি যার সাথে এই ভালোবাসা সংশ্লিষ্ট তাঁরও কোনো উপমা নেই। এটি এমন এক ভালোবাসা যা নিজের জান, মাল ও সন্তানের ওপর প্রিয়পাত্রকে প্রাধান্য দেওয়া দাবি করে এবং চূড়ান্ত বিনয়, আনুগত্য, সম্মান, মর্যাদা ও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আনুগত্য দাবি করে। কোনো সৃষ্টির ভালোবাসায় এর কোনো নজির নেই, সেই সৃষ্টি যেই হোক না কেন। এই কারণেই যে

ব্যক্তি বিশেষ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তা এমন এক শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার মতো ভালোবাসে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত দৃঢ়)। সঠিক কথা হলো আয়াতের অর্থ: যারা ঈমান এনেছে তারা সমকক্ষ গ্রহণকারীদের তাদের সমকক্ষদের প্রতি ভালোবাসার চেয়েও আল্লাহকে অধিক ভালোবাসে; যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রবের প্রতি মুমিনদের ভালোবাসার সাথে কোনো সৃষ্টির ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না, যেমন তাদের প্রিয়পাত্রের (আল্লাহর) সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। অন্যের ভালোবাসায় প্রতিটি কষ্ট তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় নেয়ামতস্বরূপ, আর অন্যের ভালোবাসায় প্রতিটি অপছন্দনীয় বিষয় তাঁর ভালোবাসায় চোখের শীতলতাস্বরূপ।)) সমাপ্ত।

২ সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫।

(ص: 103)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال: وقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} 1 الآية. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} 2. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: " قل " يا محمد 3 للمشركين الذين عبدوا غير الله {ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ} من الأصنام والأنداد، وارغبوا إليهم؛ فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية " ولا تحويلا " أي ولا أن يحولوه إلى غيركم.

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر.
قال العوفي عن ابن عباس في الآية: "كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة
والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون. يعني الملائكة والمسيح وعزيرا".

1 سورة الإسراء آية: 57.

2 سورة الإسراء آية: 56.

3 يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرا; تفسيرا لخطاب الله. ولكن يلاحظ أن الله
لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب "يا محمد"، بل كل خطاب الله "يا
أيها النبي يا أيها الرسول" فينبغي أن يكون ذلك كذلك; والله أعلم.

তিনি বলেন: মহান আল্লাহর বাণী: "তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তাদের রবের নৈকট্য
লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটতর হবে।" ১ আয়াত। এই
আয়াতের অর্থ এর পূর্ববর্তী আয়াতের উল্লেখের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, আর তা হলো মহান আল্লাহর
বাণী: "বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে (উপাস্য) মনে করো তাদের আহ্বান করো;
তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার অথবা তা পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা রাখে
না।" ২।

ইবনে কাসীর (রাহিমাল্লাহ) বলেন: মহান আল্লাহ বলছেন: "বলুন" হে মুহাম্মদ ও ঐসব
মুশরিকদের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত, "তোমরা যাদেরকে আল্লাহর
পরিবর্তে (উপাস্য) মনে করো তাদের আহ্বান করো" অর্থাৎ মূর্তিসমূহ ও সমকক্ষদেরকে, এবং
তাদের নিকট প্রার্থনা করো; কেননা তারা তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ক্ষমতা রাখে না,
অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে, "এবং পরিবর্তন করারও না" অর্থাৎ তারা তা তোমাদের থেকে সরিয়ে অন্য
কারো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে না।

আর এর অর্থ হলো: এই কাজে সক্ষম কেবল আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোনো শরিক নেই,
সৃষ্টি ও নির্দেশ যাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার। আউফী ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এই
আয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেন: "মুশরিকরা বলত: আমরা ফেরেশতাগণ, মসীহ এবং উযাইরের
ইবাদত করি; আর তারাই হলো ঐসব সত্তা যাদেরকে তারা আহ্বান করত। অর্থাৎ
ফেরেশতাগণ, মসীহ এবং উযাইর।"

১. সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭।

২. সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬।

৩. মুফাসসিরগণ আল্লাহর সম্বোধনের ব্যাখ্যা হিসেবে এই সম্বোধনটি প্রচুর ব্যবহার করেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে একবারের জন্যও "হে মুহাম্মদ" বলে সম্বোধন করেননি, বরং আল্লাহর সকল সম্বোধন ছিল "হে নবী", "হে রাসূল"; সুতরাং বিষয়টি এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 104)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: " كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتسك هؤلاء بدينهم "1.

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } 2

وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: "عيسى وأمه وعزير". وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: "هم عيسى وعزير والشمس والقمر". وقال مجاهد: "عيسى وعزير والملائكة".

وقوله: {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} 3 لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك: فإما أن يكون خائفاً وإما أن يكون راجياً، وإما أن يجتمع فيه الوصفان.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في هذه الآية، لما ذكر أقوال المفسرين: "وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأل: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفاً. فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تناول من دعا الملائكة والجن؛ فقد نهى الله تعالى من دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع، كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: {وَلَا تُحْوِيلَا} فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة، فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله" اهـ.

وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحاً ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئاً، الشرك عبادة الأصنام.

قال: وقوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي}

1 أما الرواية الأولى فهي في البخاري: كتاب التفسير (4715) : باب (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) . وأما الرواية الثانية: ففي البخاري: كتاب التفسير (4714) : باب "قل ادعوا الذين زعمتم من دونه".

2 سورة الزخرف آية: 26-27-28.

3 سورة الإسراء آية: 57.

বুখারি এই আয়াতের ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "জিনের একদল ছিল যাদের ইবাদত করা হতো, অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "মানুষের কিছু লোক জিনের কিছু লোকের ইবাদত করত, অতঃপর জিনরা ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু ওই সকল মানুষ তাদের পূর্বের ধর্মেই অটল থাকল" ১।

ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যটি প্রমাণ করে যে, 'উসিলা' হলো ইসলাম, আর উভয় বক্তব্য অনুযায়ী বিষয়টি এমনই।

এবং আল্লাহর বাণী: "আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: নিশ্চয় আমি তোমাদের সেসব উপাস্য থেকে বিচ্ছিন্ন যাদের তোমরা ইবাদত করো, কেবল তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেননা তিনি অবশ্যই আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর তিনি এটাকে তার উত্তরসূরিদের মধ্যে একটি স্থায়ী বাণী হিসেবে রেখে গেছেন যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে" ২

সুদ্দি আবু সালিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াতের বর্ণনায় বলেছেন: "তারা হলো ঈসা, তার মাতা এবং উজাইর।" মুগিরা ইব্রাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস এই আয়াতে বলতেন: "তারা হলো ঈসা, উজাইর এবং সূর্য ও চন্দ্র।" মুজাহিদ বলেছেন: "ঈসা, উজাইর এবং ফেরেশতাগণ।"

এবং আল্লাহর বাণী: "এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে" ৩ ভয় এবং আশা ছাড়া ইবাদত পূর্ণতা পায় না। সুতরাং প্রত্যেক আহ্বানকারী যে ইবাদতের দুআ করে অথবা সাহায্য প্রার্থনা করে, তার জন্য এই বিষয়গুলো থাকা আবশ্যিক: হয় সে ভীত হবে, অথবা সে আশাবাদী হবে, কিংবা তার মাঝে এই উভয় গুণই একত্রিত হবে।

শায়খুল ইসলাম (রহিমাল্লাহু তাআলা) এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসসিরদের অভিমতগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন: "এই সকল বক্তব্যই সত্য; কেননা এই আয়াতটি এমন প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করে যার উপাস্য আল্লাহর ইবাদতকারী ছিল, চাই সে ফেরেশতা হোক বা জিন কিংবা মানুষ। সালাফগণ তাদের তাফসিরের ক্ষেত্রে আয়াতের উদ্দেশ্যকে এক ধরনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, যেমনটি একজন দোভাষী তাকে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তিকে বলে: রুটির অর্থ কী? তখন সে তাকে একটি রুটি দেখিয়ে বলে: এটি। এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য থাকে ওই প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করা, নির্দিষ্ট ওই বস্তুটির দিকে নয়। তাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে আয়াতের ব্যাপকতা থেকে কোনো প্রকারকে নির্দিষ্ট করা নয়। সুতরাং আয়াতটি এমন

প্রত্যেকের প্রতি সম্বোধন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করে, অথচ যাকে আহ্বান করা হচ্ছে সে আল্লাহর নিকট উসিলা অন্বেষণ করে, তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। সুতরাং নবী ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে যে ব্যক্তিই আহ্বান করল, চাই তা সাহায্যের (ইস্তিগাসা) শব্দে হোক বা অন্য কিছুতে, এই আয়াতটি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, যেভাবে ফেরেশতা ও জিনদের আহ্বানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের আহ্বান করতে নিষেধ করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, তারা আহ্বানকারীদের থেকে কোনো কষ্ট দূর করার বা তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। তারা একে পুরোপুরি দূর করতে পারে না এবং এর অবস্থাও পরিবর্তন করতে পারে না, যেমন এর বৈশিষ্ট্য বা পরিমাণ পরিবর্তন করা। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "এবং পরিবর্তন করারও (ক্ষমতা রাখে না)", এখানে শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা সকল প্রকার পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অথবা ফেরেশতাদের আহ্বান করে, সে মূলত তাকেই আহ্বান করল যে তাকে সাহায্য করতে পারে না এবং কষ্ট দূর করার বা তা পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা রাখে না।" সমাপ্ত।

এই আয়াতে ওই ব্যক্তির প্রতিবাদ রয়েছে যে কোনো নেককার ব্যক্তিকে আহ্বান করে আর বলে: আমি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করছি না, শরিক তো কেবল মূর্তিপূজা। তিনি বলেন: এবং আল্লাহর বাণী: "আর স্মরণ করুন যখন ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: নিশ্চয় আমি তোমাদের সেসব উপাস্য থেকে বিচ্ছিন্ন যাদের তোমরা ইবাদত করো, কেবল তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন"

১ প্রথম বর্ণনাটি বুখারিতে রয়েছে: কিতাবুত তাফসির (৪৭১৫): পরিচ্ছেদ (ওই সকল লোক যাদের তারা আহ্বান করে তারা তাদের রবের দিকে উসিলা অন্বেষণ করে)। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি: বুখারি: কিতাবুত তাফসির (৪৭১৪): পরিচ্ছেদ "বলুন, তোমরা তাদের আহ্বান করো যাদের তোমরা তিনি ছাড়া (উপাস্য) মনে করত।"

২ সুরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭-২৮।

৩ সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭।

الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليفه إمام الحنفاء،
 ووالد من بعث بعده من الأنبياء، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها
 ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: {إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا
 تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}
 1 أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي
 "لا إله إلا الله" 2 جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم
 عليه السلام {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي إليها.
 قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً
 فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} يعني "لا إله إلا الله" لا يزال في ذريته من يقولها.
 وروى ابن جرير عن قتادة {إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} قال: كانوا
 يقولون: الله ربنا. {وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} 3 فلم يبرأ من ربه. رواه
 عبد بن حبيد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} 4 قال: "الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله
 ويوحده". قلت: فتبين أن معنى "لا إله إلا الله" توحيد الله بإخلاص العبادة له
 والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله "وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه
 الموالاتة، هي شهادة أن لا إله إلا الله". وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن
 القيم رحمه الله في الكافية الشافية:

وإذا تولاه امرؤ دون الورى ... طرا تولاه العظيم الشان"

قال: وقوله تعالى: {اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} 5 الآية.
 الأحبار: هم العلماء. والرهبان: هم العباد. وهذه الآية قد فسرهما رسول الله صلى

الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلماً دخل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت:
"إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى. إنهم حرموا عليهم

1 سورة الزخرف آية: 26-27.

2 فإن " لا إله إلا الله " مطابقة لقوله: (إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى) ؛
لأن كليهما مركبة من جملتين: نفى، وهي "لا إله" و"إنني براء مما تعبدون"
وإثبات: وهي "إلا الله" و"الذي فطرنى" فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة
الشهادة ذلك ويحققه علماً وعملاً.

3 سورة الزخرف آية: 87.

4 سورة الزخرف آية: 28.

5 سورة التوبة آية: 31.

আয়াত। ইবনে কাসীর বলেন: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দা, রাসূল ও খলীল (বন্ধু), একনিষ্ঠ
তাওহীদবাদীদের ইমাম এবং তাঁর পরে প্রেরিত নবীদের পিতা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, যাঁর
সাথে কুরাইশরা তাদের বংশ ও মতাদর্শের দিক থেকে সম্পৃক্ত। তিনি (ইবরাহীম) তাঁর পিতা ও
তাঁর জাতির মূর্তিপূজা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে বলেছিলেন: "তোমরা যাদের ইবাদত করো
তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কথা আলাদা;
কারণ তিনি অবশ্যই আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর তিনি এই কথাটিকে তাঁর
উত্তরসূরীদের মাঝে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন, যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।" ১ অর্থাৎ
এই বাণীটি—যা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা যাঁর কোনো শরীক নেই, এবং আল্লাহ
ব্যতীত অন্যান্য মূর্তিদের বর্জন করা। আর তা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। ২ তিনি এটি তাঁর
বংশধরদের মধ্যে রেখে গেছেন, যাতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে
আল্লাহ যাদের হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে। "যাতে তারা ফিরে
আসে" অর্থাৎ এর (তাওহীদের) দিকে ফিরে আসে।

ইকরিমা, মুজাহিদ, দাহহাক, কাতাদাহ, সুদী এবং অন্যান্যগণ মহান আল্লাহর বাণী: "আর তিনি এই কথাটিকে তাঁর উত্তরসূরীদের মাঝে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন, যাতে তারা ফিরে আসে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন লোক থাকবে যারা এই কথা বলবে।

ইবনে জারীর কাতাদাহ থেকে "আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন যাদের তোমরা ইবাদত করো, তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কথা ভিন্ন" এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তারা (মুশরিকরা) বলত: আল্লাহ আমাদের রব। "যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" ৩ তাই তিনি তাঁর রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এটি আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনিফির কাতাদাহ থেকে "আর তিনি এই কথাটিকে তাঁর উত্তরসূরীদের মাঝে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন, যাতে তারা ফিরে আসে" ৪ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "ইখলাস ও তাওহীদ—তাঁর বংশধরদের মধ্যে সর্বদা এমন কেউ থাকবে যে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করবে।" আমি বলছি: এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হলো একনিষ্ঠ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, এই সম্পর্কহীনতা এবং এই আনুগত্যই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য।" এই অর্থেই আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ কাব্যে বলেন:

যদি কোনো ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের সকলকে ত্যাগ করে একমাত্র তাঁকে (আল্লাহকে) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তবে মহান মহিমাময় সত্তা তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন: এবং মহান আল্লাহর বাণী: "তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" ৫ এই আয়াতে 'আহবার' অর্থ হলো উলামায়ে কেরাম এবং 'রুহ্বান' অর্থ হলো আবিদ বা ইবাদতগুজারগণ। এই আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদি বিন হাতিমের নিকট বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি মুসলিম হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন, তখন রাসূল তাঁর সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন। তিনি (আদি) বললেন:

"তারা তো তাদের ইবাদত করত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্যই করত। তারা তাদের উপর হারাম করে দিত

১ সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭।

২ কেননা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ তাআলার বাণী "আমি তাদের থেকে সম্পর্কহীন যাদের তোমরা ইবাদত করো, তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কথা ভিন্ন"-এর সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ উভয়টিই দুটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত: নফি বা অস্বীকৃতি—যা হলো "লা ইলাহা" এবং "আমি তাদের থেকে সম্পর্কহীন যাদের তোমরা ইবাদত করো"; এবং ইসবাত বা স্বীকৃতি—যা হলো "ইল্লাল্লাহ" এবং "যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন"। অতএব একজন মুসলিমের উচিত শাহাদাহ কালিমা উচ্চারণের সময় বিষয়টি লক্ষ্য করা এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।

৩ সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭।

৪ সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৮।

৫ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১।

(ص: 106)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الحلال وحللو لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حبيد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق 1.

قال السدي: استنصحو الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: {أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} 2، فَإِنَّ "الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله".

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله. وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذها رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله"؛ فَإِنَّ

الإله هو المعبود، وقد سى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، وسبأهم أرباباً، كما قال تعالى: {وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً} 3 أي شركاء الله تعالى في العبادة {يَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 4 وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا؛ كما قال تعالى في آية الأنعام: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} 5. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} 6 والله أعلم.

قال شيخ الإسلام في معنى قوله: {اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} : "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؛ اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركاً مثل هؤلاء.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الطاعة في المعروف " 7.

1 تقدم تخريجه برقم (80) .

2 سورة التوبة آية: 31.

3 سورة آل عمران آية: 80.

4 سورة آل عمران آية: 80.

5 سورة الأنعام آية: 121.

6 سورة الشورى آية: 21.

7 البخاري: كتاب المغازي (4340) : باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. كتاب أخبار الآحاد (7257) : باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد، كتاب الأحكام (7145) : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ومسلم: كتاب الإمارة (1840) (40) : باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية الله.

"...বৈধকে অবৈধ করত এবং অবৈধকে তাদের জন্য বৈধ করত, অতঃপর তারা তাদের অনুসরণ করত। আর এটাই ছিল তাদের ইবাদত।" এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান বলেছেন, আর আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবি হাতিম এবং তাবারানি বিভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুদী বলেন: তারা মানুষের উপদেশ গ্রহণ করত এবং আল্লাহর কিতাবকে তাদের পিঠের পেছনে নিক্ষেপ করত। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তাদেরকে কেবল এক ইলাহের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি পবিত্র} ২, কারণ "হালাল তা-ই যা আল্লাহ হালাল করেছেন, হারাম তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং দীন তা-ই যা আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন।"

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্যের আনুগত্য করল এবং আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল করতে কিংবা আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহ গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হলো, আর আল্লাহর নাফরমানিতে তাঁর আনুগত্য করল এবং আল্লাহ যে বিষয়ে অনুমতি দেননি তাতে তার অনুসরণ করল, তবে সে তাকেই রব ও মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাকে আল্লাহর শরিক বানাল। এটি সেই তাওহীদের পরিপন্থী যা আল্লাহর দীন এবং যার প্রতি ইখলাসের বাণী "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" নির্দেশ করে; কারণ 'ইলাহ' মানেই হলো মাবুদ।

আল্লাহ তাআলা তাদের আনুগত্যকে তাদের ইবাদত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তাদেরকে 'রব' নামে অভিহিত করেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর তিনি তোমাদের নির্দেশ দেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করো} ৩ অর্থাৎ

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক হিসেবে। {তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদের কুফরির নির্দেশ দেবেন?} ৪ আর এটাই হলো শিরক। সুতরাং প্রত্যেক মাবুদই রব, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা প্রবর্তন করেছেন তা ব্যতীত অন্য বিষয়ে যারই আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়, সেই অনুসারী ব্যক্তি তাকে রব ও মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে; যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আনআমে বলেছেন: {আর তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক} ৫। এটাই হলো শিরোনামের সাথে আয়াতের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দিক। অর্থের দিক থেকে এই আয়াতের সদৃশ হলো আল্লাহর বাণী: {নাকি তাদের এমন কিছু শরিক আছে যারা তাদের জন্য দীনের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?} ৬ আর আল্লাহই ভালো জানেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লাহর এই বাণীর অর্থে বলেন: {তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের রবরূপে গ্রহণ করেছে}: "আর যারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এভাবে যে, তারা আল্লাহর হারাম করাকে হালাল করা এবং আল্লাহর হালাল করাকে হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা দুই প্রকারের হতে পারে। এক: তারা জানত যে এরা আল্লাহর দীন পরিবর্তন করেছে, তবুও তারা এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে; ফলে তারা তাদের নেতাদের অনুসরণে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল এবং আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম বলে বিশ্বাস করত—একথা জানা সত্ত্বেও যে তারা রাসূলদের দীনের বিরোধিতা করেছে। এটি কুফর, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল একে শিরক হিসেবে গণ্য করেছেন, যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করত না কিংবা সিজদা করত না। সুতরাং যে ব্যক্তি দীনের বিরোধিতা করার বিষয়ে জেনেও অন্যের অনুসরণ করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর পরিবর্তে সেই ব্যক্তির কথাকে বিশ্বাস করল, সে এদের মতোই মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: হারামকে হারাম জানা এবং হালালকে হালাল জানার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান অটুট ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজে তাদের আনুগত্য করেছে; যেমন একজন মুসলিম বিভিন্ন গুনাহের কাজ করে থাকে যেগুলোকে সে গুনাহ বলেই বিশ্বাস করে। এদের বিধান হলো এদের মতো অন্যান্য গুনাহগারদের মতো, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আনুগত্য কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজের ক্ষেত্রে" ৭।

১ পূর্বে ৮০ নং ক্রমিকে এর উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

২ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১।

৩ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৮০।

৪ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৮০।

৫ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১।

৬ সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১।

৭ বুখারী: কিতাবুল মাগাযী (৪৩৪০): আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী-এর সারিয়াহ

অধ্যায়। কিতাবু আখবারিল আহাদ (৭২৫৭): একক সংবাদ বৈধ হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

কিতাবুল আহকাম (৭১৪৫): নাফরমানি না হওয়া পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও আনুগত্য করা

সংক্রান্ত অধ্যায়। এবং মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ (১৮৪০) (৪০): আল্লাহর নাফরমানি ছাড়া

আমিরদের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

(ص: 107)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذ الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان، مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا

يؤاخذ بها عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} 1. وقوله: {وَإِذَا سَبَّحُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} 2 الآية. وقوله: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} 3. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله: من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبله.

وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق؟ فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقטיפه والخميصة؛ فإن ذلك لها أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: "إن يسير الرياء شرك" وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب" 4. انتهى.

وقال أبو جعفر ابن جرير في معنى قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا} 5 "أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله". انتهى.

قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.

قال: وقوله {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} 6 الآية.

1 سورة آل عمران آية: 199.

2 سورة المائدة آية: 83.

3 سورة الأعراف آية: 159.

4 صحيح. جزء من حديث طويل رواه ابن ماجة: كتاب الفتن (3989) : باب من ترجى له السلامة من الفتن. وإسناده ضعيف كما في الصحيحة (185/4) . وأخرجه الحاكم (4/1) من طريق آخر وقال: صحيح لا علة له ووافقه الذهبي. وهو كما قاله وراجع النهج السديد ص (329) .

5 سورة فصلت آية: 9.

6 سورة البقرة آية: 165.

অতঃপর সেই ব্যক্তি, যে হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে, সে যদি এমন একজন মুজতাহিদ হন যার উদ্দেশ্য হলো রাসুলদের অনুসরণ করা, কিন্তু প্রকৃত সত্য তার কাছে অপ্রকাশিত থেকে যায় এবং তিনি সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করেছেন, তবে আল্লাহ তাকে তার ভুলের জন্য পাকড়াও করবেন না। বরং তিনি তাকে তার সেই ইজতিহাদের জন্য পুরস্কৃত করবেন যার মাধ্যমে তিনি তার রবের আনুগত্য করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জানে যে, রাসুল যা নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে ওই ব্যক্তি ভুল করেছেন, তবুও সে তার ভুলের অনুসরণ করে এবং রাসুলের বাণী থেকে বিমুখ হয়, তবে আল্লাহর নিন্দিত এই শিরকের একটি অংশ তার মধ্যেও রয়েছে। বিশেষ করে যদি সে এ ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং হাত ও জিহ্বা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, অথচ সে জানে যে এটি রাসুলের পরিপন্থী, তবে এটি এমন শিরক যার অধিকারী শাস্তির যোগ্য। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, যখন সত্য জানা হয়ে যায়, তখন তার বিপরীতে কারো তাকলীদ করা জায়েজ নয়। তারা কেবল সেই ব্যক্তির তাকলীদ করার বৈধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম। আর যে ব্যক্তি তার জানা সত্য প্রকাশ করতে অক্ষম, তার অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মতো যে জানে ইসলাম ধর্ম সত্য কিন্তু সে নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) মাঝে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় সে সত্যের মধ্য থেকে যতটুকু পালনে সক্ষম তা করলে, যা করতে সে অক্ষম তার জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। এরা নাজ্জাশী ও অন্যদের মতো। আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তাঁর কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যেমন আল্লাহর বাণী: {আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের

মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখে} ১। এবং তাঁর বাণী: {আর রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা তা শোনে, তখন তুমি তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখবে সত্য উপলব্ধি করার কারণে} ২ (আয়াত)। এবং তাঁর বাণী: {আর মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে} ৩। আর যদি মুজতাহিদের অনুসারী ব্যক্তি বিস্তারিতভাবে সত্য জানতে অক্ষম হয় এবং সে তার সাধ্যমতো ইজতিহাদ করে কাউকে অনুসরণ করে থাকে, তবে ভুল করলে তাকে পাকড়াও করা হবে না, যেমনটি কিবলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের অন্যদের ছেড়ে কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং সত্য তার সাথে আছে কি না তা না জেনেই হাত ও জিহ্বা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, তবে সে জাহিলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যদি তার অনুসৃত ব্যক্তি সঠিক পথেও থাকে, তবুও তার কাজ নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে না; আর যদি তার অনুসৃত ব্যক্তি ভুল পথে থাকে, তবে সে গুনাহগার হবে। ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে কুরআন সম্পর্কে নিজ মনগড়া মত প্রকাশ করে; যদি সে সঠিকও বলে তবুও সে ভুল করল, আর যদি সে ভুল করে তবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। এরা সেই যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের শ্রেণিভুক্ত যাদের ব্যাপারে ইতিপূর্বে সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে এবং দীনার, দিরহাম ও শৌখিন বস্ত্রের গোলামদের মতো; কারণ সে যখন সম্পদকে ভালোবাসল, তখন তা তাকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিরত রাখল এবং সে তার দাসে পরিণত হলো। একইভাবে এদের মধ্যেও ছোট শিরক বিদ্যমান এবং সেই অনুযায়ী তাদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে। হাদীসে এসেছে: "নিশ্চয়ই সামান্য রিয়া (লোকদেখানো আমল) শিরক।" আর এটি সেই সব দলিলের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যেখানে অনেক গুনাহের ওপর কুফর ও শিরক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ৪। সমাপ্ত।

আবু জাফর ইবনে জারীর আল্লাহর বাণী: {এবং তোমরা তাঁর জন্য সমকক্ষ স্থির করো} ৫-এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "অর্থাৎ তোমরা তাঁর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; আর তারা হলো মানুষের মধ্য থেকে এমন সব সমকক্ষ যাদের তোমরা আল্লাহর নাফরমানিতে আনুগত্য করো।" সমাপ্ত।

আমি (লেখক) বলি: যেমনটি বর্তমানে অনেক কবর পূজারীদের ক্ষেত্রে বাস্তবে দেখা যায়।

তিনি বলেন: এবং আল্লাহর বাণী {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে} ৬।

১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৯।

২ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৮৩।

৩ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৯।

৪ সহীহ। এটি ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ: কিতাবুল ফিতান (৩৯৮৯): ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভের আশা রাখা সংক্রান্ত অধ্যায়। এর সনদ যয়ীফ যেমনটি আস-সহীহাহ (৪/১৮৫) তে বর্ণিত। তবে হাকিম (১/৪) অন্য সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: সহীহ, এতে কোনো ত্রুটি নেই এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। বিষয়টি তেমনই যেমন তারা বলেছেন। দেখুন: আন-নাহজুস সাদীদ, পৃ: ৩২৯।

৫ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৯।

৬ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫।

(ص: 108)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال العباد ابن كثير رحمه الله: "يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له، ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: "يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك " 1.

وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} 2 ولحبهم لله تعالى وتبام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه.

ويلجئون في جميع أمورهم إليه. ثم توعّد تعالى المشركين به، الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} 3. قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاً، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه {وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} 4. كما قال تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} 5. يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهاوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين. فقال تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} 6 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة 7: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} 8. ويقولون:

1 تقدم تخريجه برقم (15) .

2 سورة البقرة آية: 165.

3 سورة البقرة آية: 165.

4 سورة البقرة آية: 165.

5 سورة الفجر آية: 25-26.

6 سورة البقرة آية: 166.

7 قال العباد ابن كثير في تفسير سورة القصص: ((وقوله تعالى: (وقال الذين حق عليهم القول) يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر (ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) فشهدوا عليهم أنهم أغووههم، ثم تبرأوا من عبادتهم)) اهـ. والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم ممن كانوا رؤساء وشيوخاً لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية، فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفر بالله ورسوله. فإن أساس طرقهم الشيطانية:

أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر. وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه. ويعظمونهم بأنواع الطاعة العبياء أحياء وأمواتا- كما هو مدون في كتبهم- من شروط المريد وما يسبونه العهد الوثيق. وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراي. وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكفرون بشرك المشركين: هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم، واتخذوا قبورهم أوثاناً، وما كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به; من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم، والإمام الشافعي في مصر، وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم، فإنهم يتبرأون يوم القيامة من أولئك المشركين.

8 سورة القصص آية: 63.

ইমাদ ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহ) বলেন: "আল্লাহ দুনিয়াতে মুশরিকদের অবস্থা এবং পরকালে তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করছেন, যেখানে তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ এমন সব দৃষ্টান্ত ও সদৃশ সাব্যস্ত করেছে যাদেরকে তারা আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদত করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদের ভালোবাসে। অথচ তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়?' তিনি বললেন: 'আল্লাহর জন্য কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'" ১

আর তাঁর বাণী: {এবং যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অত্যন্ত সুদৃঢ়} ২ এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা, তাঁর সম্পর্কে তাদের পূর্ণ জ্ঞান, সম্মান এবং তাওহীদের কারণে তারা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না; বরং তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করে, তাঁরই ওপর ভরসা করে এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ে তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককারী এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ওপর যুলুমকারীদের ভয় দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: {আর যারা যুলুম করেছে তারা যদি দেখতে পেত—যখন

তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে—যে সমস্ত শক্তি কেবল আল্লাহরই জন্য} ৩। কেউ কেউ বলেছেন: বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো: তারা যদি আযাব চাক্ষুষ দেখত, তবে সেই সময় তারা জানতে পারত যে সমস্ত শক্তি কেবল আল্লাহরই, অর্থাৎ ফয়সালা কেবল তাঁরই জন্য, তাঁর কোনো শরীক নেই; কেননা সকল বস্তু তাঁরই দমন, আধিপত্য এবং কর্তৃত্বের অধীন {এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর আযাবদানকারী} ৪। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {সুতরাং সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি আর কেউ দিবে না এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ দিবে না} ৫। তিনি বলছেন: তাদের শিরক ও কুফরের কারণে সেখানে তারা যে ভয়াবহ কষ্টের সম্মুখীন হবে এবং তাদের ওপর যে জঘন্য, অগ্রহণযোগ্য ও বিভীষিকাময় বিষয় আপতিত হবে, তা যদি তারা জানত তবে তারা বর্তমানে যে গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে বিরত থাকত। এরপর তিনি তাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে তাদের কুফরী এবং অনুসারীদের থেকে অনুসৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: {যখন অনুসৃত ব্যক্তিরে তাদের অনুসারীদের থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে} ৬। যারা দুনিয়াতে ফেরেশতাদের ইবাদত করত বলে দাবি করত, ফেরেশতারা তাদের থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে। ফেরেশতারা বলবে ৭: {আমরা আপনার সমীপে তাদের থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি; তারা আমাদের ইবাদত করত না} ৮। এবং তারা বলবে:

১ এর তাখরীজ পূর্বে ১৫ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

২ সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৬৫।

৩ সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৬৫।

৪ সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৬৫।

৫ সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২৫-২৬।

৬ সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৬৬।

৭ ইমাদ ইবনে কাসীর সূরা আল-কাসাস-এর তাফসীরে বলেন: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: (এবং যাদের বিরুদ্ধে কথাটি অবধারিত হয়েছে) অর্থাৎ শয়তান, অবাধ্য জিন এবং কুফরীর দিকে আহ্বানকারীরা (তারা বলবে: হে আমাদের রব! এরা তারাই যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম; আমরা তাদের সেভাবেই পথভ্রষ্ট করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সমীপে তাদের থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি; তারা আমাদের ইবাদত করত না)। তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট

করেছিল, এরপর তারা তাদের ইবাদত থেকে দায়মুক্ত হবে।" সমাপ্ত। আর কুফরীর দিকে আহ্বানকারীরা হলো আদম সন্তানদের মধ্য থেকে তারা, যারা ঐ পথভ্রষ্টদের নেতা ও শায়খ ছিল, যেমন সূফী তরীকাসমূহের প্রবর্তকগণ; কারণ তারাই তাদের মুরিদ ও অনুসারীদের জন্য আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে শিরক ও কুফরীকে সুশোভিত করেছিল। কেননা তাদের শয়তানি তরীকাগুলোর ভিত্তি হলো: মুরিদ তার পীরকে বিভিন্ন প্রকার সম্মান ও ভয়ের মাধ্যমে ইবাদত করবে এবং এই বিশ্বাস রাখবে যে পীর তার অন্তরের গোপন খবর জানেন, তিনি অন্তরে প্রবেশ করেন ও বের হন অথচ মুরিদ তা টেরও পায় না। আরও এই যে, আল্লাহর যিকির করার আগে সে অন্তরে পীরকে হাজির করবে। তারা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের সম্মান করে—যেমনটি তাদের কিতাবসমূহে মুরিদের শর্তাবলী এবং যেটিকে তারা 'আহদে ওয়াসীক' (দৃঢ় অঙ্গীকার) বলে থাকে তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আপনি এই কুফর ও গোমরাহীর অধিকাংশই আশ-শা'রানীর কিতাবসমূহে পাবেন। আর সূরা আল-আহকাফের আয়াতসমূহ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, যারা মুশরিকদের শিরক অস্বীকার করবে তারা আল্লাহর ঐসব নেক বান্দা যাদেরকে মানুষ তাদের মৃত্যুর পর ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের কবরগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করেছে, অথচ তারা তা ভালোবাসতেন না এবং তাতে সন্তুষ্টও ছিলেন না; যেমন হুসাইন, তাঁর ভাইগণ, তাঁর পিতা এবং তাঁদের সন্তানগণ, মিসরে ইমাম শাফেয়ী, বাগদাদে আবু হানীফা ও আব্দুল কাদের এবং তাঁদের সমগোত্রীয় ব্যক্তিবর্গ; নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাঁরা ঐসব মুশরিকদের থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবেন।

৮ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৩।

(ص: 109)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

{سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ} 1.
والجن أيضاً يتبرأون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ

مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ { 2 " انتهى كلامه. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} 3 مباحاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} 4 من الكفار لأوثانهم. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: "ومن الأمور البينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ " اهـ.

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذة ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} 5. وقوله: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ} 6 المراد بالظلم هنا الشرك. كقوله: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} 7 كما تقدم. فمن أحب الله وحده، وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 8 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كرب، لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. فكلية الإخلاص "لا إله إلا الله" تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وثبتت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن "الإله هو البألوه الذي تأله

- 1 سورة سبأ آية: 41.
- 2 سورة الأحقاف آية: 5-6.
- 3 سورة البقرة آية: 165.
- 4 سورة البقرة آية: 165.
- 5 سورة البقرة آية: 167.
- 6 سورة البقرة آية: 165.
- 7 سورة الأنعام آية: 82.
- 8 سورة البقرة آية: 21-22.

"আপনি অতি পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা জিনের ইবাদত করত এবং তাদের অধিকাংশ তাদের প্রতি ঈমান রাখত।" ১. এবং জিনরাও তাদের থেকে দায়মুক্ত হবে এবং তাদের কৃত ইবাদতকে অস্বীকার করবে, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্পর্কে বেখবর। আর যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।" ২ তাঁর কথা এখানেই শেষ।

ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে মহান আল্লাহর বাণী: "তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে" ৩ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এটি হলো অংশীদারদের মাধ্যমে সত্য সত্তা মহান পবিত্র আল্লাহর সাথে গর্ব করা এবং সদৃশ করা। "আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অনেক বেশি দৃঢ়," ৪ কাফিররা তাদের মূর্তিদের যতটুকু ভালোবাসে তার চেয়েও বেশি।

গ্রন্থকার - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - বলেন: "তাওহীদের ব্যাখ্যা এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্যের বিষয়টি সুস্পষ্টকারী বিষয়গুলোর মধ্যে সূরা বাকারার সেই আয়াতটি অন্তর্ভুক্ত যা কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'তারা কখনোই আগুন থেকে বের হতে পারবে না'। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাদের অংশীদারদের আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসত। এটি প্রমাণ করে যে তারা আল্লাহকেও অনেক বড় ভালোবেসেছিল, তবুও তারা ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনি। তাহলে

তার অবস্থা কেমন হবে যে অংশীদারকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে? আর তার অবস্থাই বা কেমন হবে যে কেবল অংশীদারকেই ভালোবাসে?" সমাপ্ত।

অতএব আয়াতে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভালোবাসার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করল, সে তাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক বানিয়ে ফেলল এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করল। আর এটিই সেই শরিক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যেমনটি আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "তারা কখনোই আগুন থেকে বের হতে পারবে না" ৫। এবং তাঁর বাণী: "আর যদি জালিমরা যখন আযাব দেখবে তখন দেখত" ৬ এখানে 'জুলুম' দ্বারা শরিক উদ্দেশ্য। যেমন তাঁর বাণী: "এবং তারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি" ৭ যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহকে ভালোবাসল এবং তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসল সে হলো মুখলিস (একনিষ্ঠ), আর যে তাঁকে ভালোবাসল এবং তাঁর সাথে অন্যকেও ভালোবাসল সে হলো মুশরিক; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনেগুনো আল্লাহর জন্য কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।" ৮

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) এর কথার মর্ম হলো: যে ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণ বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট আকুল আবেদন জানাল, এটি আবশ্যিক করে যে সে তাকে ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসাই হলো এর মূল ভিত্তি। সমাপ্ত। অতএব ইখলাসের বাণী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ইবাদতের যে কোনো প্রকারের সকল শরিককে অস্বীকার করে এবং ইবাদতের প্রতিটি অংশকে মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। আর ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে "ইলাহ তিনিই যাকে উপাসনা করা হয় এবং যার প্রতি অনুরাগী হওয়া হয়..."

১ সূরা সাবা আয়াত: ৪১।

২ সূরা আল-আহকাফ আয়াত: ৫-৬।

৩ সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৬৫।

8 سূরা آل-বাকারā আয়াত: ১৬৫।

৫ সূরা আল-বাকারā আয়াত: ১৬৭।

৬ সূরা আল-বাকারā আয়াত: ১৬৫।

৭ সূরা আল-আনআম আয়াত: ৮২।

৮ সূরা আল-বাকারā আয়াত: ২১-২২।

(ص: 110)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة" فلا إله إلا الله، نفت ذلك كله عن غير الله، وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقادها وقبوله، والعمل به باطنا وظاهرا والله أعلم.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب - وإن سمي عشقا - فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرّة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: " ثلاث من كن فيه " 1 الحديث 2. ومحبة رسول الله صلي الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كنت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها، ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين

الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقي في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه، وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة؛ كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً. وهذا لا نظير له في محبة المخلوق، ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا يغفره الله؛ كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} 3. والصحيح: أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاً، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في محبة غيره فهو قرّة عين في محبته. ومن ضرب لمحبيته

1 البخاري: الإيمان (16)، ومسلم: الإيمان (43)، والترمذي: الإيمان (2624)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (4987، 4988، 4989)، وابن ماجه: الفتن (4033)، وأحمد (103/3، 113/3، 172/3، 174/3، 176/3، 206/3، 230/3، 248/3، 251/3، 272/3، 275/3، 278/3، 288/3).

2 رواه البخاري عن أنس بلفظ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها، وأن يحب البر لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار".

3 سورة البقرة آية: 165.

"ভালোবাসা এবং অন্যান্য সকল প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরসমূহকে [পরিচালিত করা]," সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই সবকিছুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবার থেকে অস্বীকার করেছে

এবং কেবল আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করেছে। এটিই হলো সেই বিষয় যা কালিমায়ে ইখলাস সরাসরি নির্দেশ করে। অতএব, এর অর্থ জানা, এতে বিশ্বাস রাখা, তা গ্রহণ করা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সেই অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লামাহ ইবনুল কায়্যিম -রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা- বলেছেন: "মাবুব বা প্রিয়তমের তাওহীদ হলো এই যে, আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রিয়তম যেন একাধিক না হয়। আর ভালোবাসার তাওহীদ হলো এই যে, হৃদয়ে যেন ভালোবাসার সামান্য অবশিষ্টাংশও অবশিষ্ট না থাকে যা সে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেনি। এই ভালোবাসা -যদিও একে 'ইশক' (গাঢ় প্রেম) বলা হয়- বান্দার চরম কল্যাণ, নেয়ামত ও চোখের শীতলতা। তার অন্তরের জন্য আর কোনো কল্যাণ বা নেয়ামত নেই যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি তার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী হয়। ফলে সে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে, যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে: 'তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে' ১ হাদীস ২। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই অংশ। কোনো ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে তাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হয়, তবে তা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ঘাটতি ও তাকে দুর্বল করার কারণ। এই ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণিত হয় তার প্রিয়তমের কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় অর্থাৎ কুফরকে অপছন্দ করার মাধ্যমে, যা হবে আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়াকে অপছন্দ করার মতো বা তার চেয়েও কঠিন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটিই হলো মহানতম ভালোবাসা। কারণ মানুষ নিজের প্রাণ এবং জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু মনে করে না। সুতরাং সে যখন আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভালোবাসাকে নিজের জীবনের চেয়ে প্রাধান্য দেয়, এভাবে যে যদি তাকে কুফর এবং আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়, তবে সে আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়াকেই বেছে নেবে কিন্তু কুফরী করবে না, তখন ঈমান তার কাছে নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভালোবাসা পার্থিব প্রেমিকরা তাদের প্রিয়তমের প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করে তার চেয়েও উর্ধ্বে; বরং এই ভালোবাসার কোনো নজির নেই, যেমন যাঁর সাথে এই ভালোবাসা সম্পৃক্ত তাঁরও কোনো উপমা নেই। এটি এমন এক ভালোবাসা যা প্রিয়তমকে নিজের জান, মাল এবং সম্ভানের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার দাবি রাখে। এটি পূর্ণ হীনতা, বিনয়, সম্মান, মর্যাদা, আনুগত্য এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে বশ্যতা স্বীকারের দাবি রাখে। সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে এর

কোনো দৃষ্টান্ত নেই, সৃষ্টি যে-ই হোক না কেন। এই কারণেই যে ব্যক্তি এই বিশেষ ভালোবাসায় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে, সে এমন এক শরিকে লিপ্ত হবে যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অনেক বেশি দৃঢ়} ৩। সঠিক মত হলো এই যে, আয়াতের অর্থ: মুমিনরা আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে, তা অংশীবাদীরা তাদের উপাস্যদের প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুমিনদের তাদের রবের প্রতি ভালোবাসার সাথে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার কোনো তুলনাই হয় না, যেমন তাদের প্রিয়তমের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। অন্য কারো ভালোবাসায় যে কোনো কষ্ট পাওয়া যায়, আল্লাহর ভালোবাসায় তা নেয়ামত হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কারো ভালোবাসায় যা কিছু অপ্রীতিকর, আল্লাহর ভালোবাসায় তা চোখের শীতলতায় পরিণত হয়। আর যে তাঁর ভালোবাসার জন্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়...

১ বুখারী: ঈমান (১৬), মুসলিম: ঈমান (৪৩), তিরমিযী: ঈমান (২৬২৪), নাসাঈ: ঈমান ও এর বিধানসমূহ (৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯), ইবনে মাজাহ: ফিতনা (৪০৩৩), আহমাদ (৩/১০৩, ৩/১১৩, ৩/১৭২, ৩/১৭৪, ৩/১৭৬, ৩/২০৬, ৩/২৩০, ৩/২৪৮, ৩/২৫১, ৩/২৭২, ৩/২৭৫, ৩/২৭৮, ৩/২৮৮)।

২ বুখারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হন, সে কাউকে ভালোবাসলে যেন কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং কুফর থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে সে যেন আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করে।"

৩ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৬৫।

الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصل، والهجر والتجني بلا سبب من المحب، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت". انتهى.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله " قوله في الصحيح: أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

وأبو مالك: اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم - بالعمجة والمثناة التحتية وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: "لم يرو عنه غير ابنه".

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسبعته يقول للقوم: " من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل " ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي - الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر "لا إله إلا الله".

قوله: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله " اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصبة البأل والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول: قول "لا إله إلا الله" عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى. بل لا بد من قولها والعمل بها¹.

قلت: وفيه معنى {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا} 2.

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : "وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله؛ فإنه لم يجعل

1 في قرّة العيون: فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله، وكفر بها يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بها يعبد من دون الله قدمه وماله حلال؛ لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، ولم ينغه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع.

2 سورة البقرة آية: 256.

সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির ভালোবাসার যে উদাহরণসমূহ রয়েছে: যেমন মিলন, বিচ্ছেদ এবং প্রেমিকের পক্ষ থেকে কোনো কারণ ছাড়াই অবিচার করা—এসব থেকে আল্লাহ অত্যন্ত উর্ধ্ব। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগ করে, সে জঘন্যতম ও নিকৃষ্টতম ভুলকারী এবং সে বিতাড়ন ও ঘৃণার উপযুক্ত।" শেষ হলো।

আর সহীহ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই) বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করল, তার সম্পদ ও রক্ত (হানি) হারাম হয়ে গেল এবং তার হিসাব আল্লাহর নিকট।" তাঁর কথা "সহীহ গ্রন্থে" এর অর্থ হলো সহীহ মুসলিম, যা আবু মালিক আল-আশজায়ি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু মালিক: তাঁর নাম সা'দ বিন তারিক, তিনি কুফার একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, যিনি আনুমানিক একশত চল্লিশ হিজরীর দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা তারিক বিন আশয়াম—আহমার শব্দের ওজনে (শীন এবং ইয়া বর্ণসহ)—বিন মাসউদ আল-আশজায়ি, তিনি একজন সাহাবী যাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন: "তাঁর পুত্র ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি।"

আর মুসনাদে ইমাম আহমাদে আবু মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তাঁকে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করল এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করল, তার সম্পদ ও রক্ত হারাম হয়ে গেল এবং তার হিসাব

মহান আল্লাহর নিকট।" ইমাম আহমাদ এটি ইয়াজিদ বিন হারুনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবু মালিক আল-আশজায়ি তাঁর পিতা থেকে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ এটি আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রিস থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু মালিককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম—পুরো হাদীস। এই শব্দে হাদীসের বর্ণনাটি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে।

তাঁর কথা: "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করল"—জেনে রাখুন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সম্পদ ও রক্তের নিরাপত্তাকে দুটি বিষয়ের সাথে যুক্ত করেছেন: প্রথমত: ইলম (জ্ঞান) ও ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) সহকারে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করা। সুতরাং তিনি অর্থহীন কেবল শব্দের উচ্চারণের ওপর নির্ভর করেননি; বরং এটি বলা এবং এর ওপর আমল করা অপরিহার্য। ১।

আমি (লেখক) বলছি: এর মধ্যে মহান আল্লাহর এই বাণীর অর্থ নিহিত রয়েছে: {সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ছিঁড়ে যাওয়ার নয়}। ২।

গ্রন্থকার—রহিমাহুল্লাহ তা'আলা—বলেন: "এটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ স্পষ্টকারী সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত; কারণ তিনি কেবল..."

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সম্পদ ও রক্ত হারাম হবে না যতক্ষণ না সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করা হয় তাকে অস্বীকার করবে। যদি সে এটি বলে কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদতকে অস্বীকার না করে, তবে তার রক্ত ও সম্পদ হালাল; কারণ সে শিরককে অস্বীকার ও কুফরী করেনি এবং শিরককে সেভাবে নাকচ করেনি যেভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নাকচ করে। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন, কারণ এটি অত্যন্ত উপকারী।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২৫৬।

التلفظ بها عاصياً للدم والبال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع! " انتهى.

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: "لا إله إلا الله" فلا يصح قولها بدون هذا الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلاً. قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} 1.

وقال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} 2 أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعبالهم لله تعالى، ويقيوا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" 3 وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيوا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال، وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال: "لا إله إلا الله" ولم يعتقد معناها ولم يعمل بفتضاها، أنه يقاتل حتى يعمل بها دلت عليه من النفي والإثبات.

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان، دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: "لا إله إلا الله"، ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف".

وقال القاضي عياض: اختصاص عصية المال والنفس بمن قال: "لا إله إلا الله" تعبير عن الإجابة إلى الإيذان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في عصيته بقول: "لا إله إلا الله"؛ إذ كان بقولها في كفره. انتهى ملخصاً.

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيذان بجميع ما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم،

1 سورة الأنفال آية: 39.

2 سورة التوبة آية: 5.

3 البخاري: الجهاد والسير (2946)، ومسلم: الإيمان (21)، والترمذي: الإيمان (2606)، والنسائي: الجهاد (3090، 3095) وتحريم الدم (3971، 3972، 3974)، 3976، 3977، 3978)، وأبو داود: الجهاد (2640)، وابن ماجه: المقدمة (71) والفتن (3927، 3928)، وأحمد (11/1، 377/2، 423/2، 502/2، 528/2، 300/3، 332/3، 339/3، 394/3).

কেবল এটি উচ্চারণ করা রক্ত ও সম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়, এমনকি শব্দের সাথে এর অর্থ জানাও যথেষ্ট নয়, এমনকি কেবল এটি স্বীকার করাও যথেষ্ট নয়, এমনকি সে যদি একক ও অংশীদারহীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নাও ডাকে—তবুও তা যথেষ্ট হবে না; যতক্ষণ না এর সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু উপাসনা করা হয় তার সাথে কুফরি করা বা সেগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি যুক্ত হয়। যদি সে এতে সন্দেহ বা দ্বিধা পোষণ করে, তবে তার সম্পদ ও রক্ত নিরাপদ হবে না। এটি কতই না মহান একটি মাসআলা, কতই না সুস্পষ্ট একটি বর্ণনা এবং বিরোধীদের জন্য কতই না অকাট্য একটি দলিল! সমাপ্ত।

আমি বলছি: এটিই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীটি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। সুতরাং গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) যে পাঁচটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো ছাড়া এই কালেমা পাঠ করা মোটেও শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" ১।

তিনি আরও বলেছেন: "অতঃপর মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের বন্দী করো, তাদের অবরোধ করো এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" ২। এখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা শিরক থেকে তওবা করে, তাদের আমলসমূহ মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে। যদি তারা এর কোনো একটি বা কিছু অংশ থেকে বিরত থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই' এবং আমার প্রতি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনে। যখন তারা তা করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে, তবে হকের দাবি ছাড়া; আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট।" ৩। সহিহাইন (বুখারি ও মুসলিম)-এ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই' এবং 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল', আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। যখন তারা তা করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে, তবে হকের দাবি ছাড়া; আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট।" এই হাদিস দুটি পূর্বোক্ত দুটি আয়াতের (সূরা আনফাল ও সূরা বারআত) ব্যাখ্যাস্বরূপ। ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে কিন্তু এর অর্থ বিশ্বাস করবে না এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করবে না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না সে এই কালিমার না-বাচক ও হাঁ-বাচক দিকগুলো যা নির্দেশ করে, তদনুযায়ী আমল করে।

আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবি (রহিমাল্লাহ) "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে" —এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "এটি জানা কথা যে, এখানে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ছাড়া কেবল মূর্তিপূজারীদের উদ্দেশ্য করা

হয়েছে; কারণ আহলে কিতাবরা তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেই থাকে, তা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের ওপর থেকে তলোয়ার তুলে নেওয়া হয় না।"

কাজী আইয়ায বলেছেন: রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া হলো ঈমানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার একটি বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে আরবের মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের বোঝানো হয়েছে। তবে যারা আগে থেকেই তাওহিদ স্বীকার করে, তাদের ক্ষেত্রে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা তাদের জান-মাল নিরাপদ করার জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ সে তার কুফরি অবস্থায় থাকাকালীনও এটি বলত। সংক্ষেপিত সমাপ্ত। ইমাম নববী বলেছেন: এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক।

১ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৯।

২ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫।

৩ বুখারি: আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার (২৯৪৬), মুসলিম: আল-ঈমান (২১), তিরমিজি: আল-ঈমান (২৬০৬), নাসায়ি: আল-জিহাদ (৩০৯০, ৩০৯৫) এবং তাহরিমুদ দাম (৩৯৭১, ৩৯৭২, ৩৯৭৪, ৩৯৭৬, ৩৯৭৭, ৩৯৭৮), আবু দাউদ: আল-জিহাদ (২৬৪০), ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমাহ (৭১) এবং আল-ফিতান (৩৯২৭, ৩৯২৮), আহমাদ (১/১১, ২/৩৭৭, ২/৪২৩, ২/৫০২, ২/৫২৮, ৩/৩০০, ৩/৩৩২, ৩/৩৩৯, ৩/৩৯৪)।

(ص: 113)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

كما جاء في الرواية: "ويؤمنوا بي وبما جئت به".
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: "كل طائفة ممتنعة عن التزام
شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا
شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل

أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأياً طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، أو الأموال، أو الخمر أو البيسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد

ومنها: قول الخليل عليه السلام - للكفار: {إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} 1 فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاتة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} 2.

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} 3 ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، 4 فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر 5 من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ولم يحب الله؟ في جودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجودها. فإن الطائفة المبتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام". انتهى.

قوله: "وحسابه على الله" أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بها ينافيه ظاهراً والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: "لا إله إلا الله" ولا يكفر بها يعبدون ومنها: قوله صلي الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله" 6 وهذا من أعظم ما يبين معنى: "لا إله

إِلاَّ اللهَ" فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُظَ بِهَا عَاصِماً لِلذَّمِّ وَالْمَالِ، بَلْ وَلَا مَعْرِفَةً مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا، بَلْ وَلَا الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ، بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لَا يَحْرُمُ مَالَهُ وَدَمَهُ حَتَّى يَضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الْكُفْرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ لَمْ يَحْرُمِ مَالَهُ وَدَمَهُ.

فِيهَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا أَعْظَمُهَا وَأَجْلُهَا! وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمِنَازَعِ!.

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتْ بِمَا يَعَصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَاتُ الْبَحْكَمَاتُ وَالْأَحَادِيثُ.

قَوْلُهُ: "وَشَرَحَ هَذِهِ التَّرْجُمَةَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ" 7 قُلْتُ: وَذَلِكَ أَنَّ مَا بَعْدَهَا

1 سورة الزخرف آية: 26-27.

2 سورة الزخرف آية: 28.

3 سورة البقرة آية: 167.

4 الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى: أَنَّهُمْ يَحِبُّونَ أُنْدَادَهُمْ مِنْ جِنْسِ حُبِّ اللَّهِ الَّذِي هُوَ حُبُّ التَّعْظِيمِ وَالذَّلِّ وَالْخُضُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ حُبٍّ يَكُونُ عِبَادَةً حَتَّى يَكُونَ فِيهِ تَعْظِيمٌ وَخُضُوعٌ. وَلِذَلِكَ قَالَ: "كُحِبَّ اللَّهُ" وَلَمْ يَقُلْ: كُحِبَهُمُ اللَّهُ. فَهَمَّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِبُّونَهُمْ أَعْظَمَ الْحُبِّ، يَخَافُونَهُمْ أَشَدَّ الْخَوْفِ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُمْ يَخْلِفُونَ عَلَيْهِمْ خَيْرًا مِمَّا يَنْذَرُونَهُ لَهُمْ، وَيَذْبَحُونَهُ لَهُمْ مِنْ طَيِّبِ مَا لَهُمْ وَيَرْجُونَ مِنْهُمْ الْمُسَاعَدَةَ وَالْمَعُونَةَ عَلَى كَشْفِ الضَّرِّ وَدَفْعِ الْبَأْسَاءِ، وَيَحْذَرُونَ انْتِقَامَهُمْ بِحَرْقِ زَرْعِهِمْ وَإِهْلَاكِ أَوْلَادِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَيُرَوِّونَ عَنْ سَدَنَتِهِمْ رَوَايَاتٍ مَكْذُوبَةً فِي تَأْيِيدِ دَعَاوِيهِمْ تَهْوِيلًا عَلَيْهِمْ وَتَبْكِينًا لِلضَّلَالِ وَالشَّرْكِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَهَمَّ لَا يَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا كَمَا يَرْجُونَ لَهُمْ، وَلَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ كَمَا يَخْشَوْنَهُمْ. فَتَجَرَّدَ أَنْفُسُهُمْ بِسَخَاءٍ فِي سَبِيلِ التَّقَرُّبِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْبُوتَى مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ بِمَا لَا تَجُودُ بَعِثَرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ بَرًّا لِلْوَالِدَيْنِ أَوْ صِلَةً

للأرحام أو إطعاماً لجار بائس، أو مسكين من أهل قريته. هذا شأن عباد القبور والموتى اليوم. دقق في أحوالهم وطبقها على آيات المشركين في القرآن تجدهم زادوا على مشركي الجاهلية الأولى. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

5 إن من تحقق محبة مشركي زماننا لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء يعلم يقيناً أنهم يحبونها أكثر من محبتهم لله؟ ويتصدقون لوجوهها بما لا يقدر أن يتصدقوا بعشرة لوجه الله.

6 مسلم: الإيمان (23)، وأحمد (472/3، 394/6).

7 في قرّة العيون: فقد ذكر فيها - رحمه الله تعالى - ما يبين التوحيد وما ينأفیه، وما يقرب منه، وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك، وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر.

وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع، فتدبره تجد ذلك بيناً. وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.

যেমন বর্ণনায় এসেছে: "এবং তারা যেন আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনে।"

শাইখুল ইসলামকে যখন তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: "এই গোষ্ঠী বা অন্য কেউ যদি ইসলামের প্রকাশ্য বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যতক্ষণ না তারা ইসলামের বিধানসমূহ মেনে নেয়। যদিও তারা এর পাশাপাশি দুই শাহাদাত পাঠ করে এবং ইসলামের কিছু বিধান মেনে চলে; যেমন আবু বকর এবং সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তী ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। তিনি বলেন: সুতরাং যে কোনো গোষ্ঠী যদি ফরজ সালাতসমূহ, সিয়াম, হজ, কিংবা রক্তপাত, সম্পদ, মদ বা জুয়া অথবা মাহরামদের বিবাহের হাররাম হওয়া মেনে নিতে অস্বীকার করে, কিংবা কাফেরদের

বিরুদ্ধে জিহাদের বাধ্যবাধকতা বা দ্বীনের অন্য কোনো ওয়াজিব ও হারাম বিষয়গুলো মেনে নিতে অস্বীকার করে—যে বিষয়ে কারো কোনো ওজর (অজুহাত) নেই—

এর মধ্যে রয়েছে: কাফেরদের প্রতি খলিল (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি: {তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তবে তিনি ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন} ১ সুতরাং তিনি উপাস্যদের মধ্য থেকে তাঁর রবকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, এই সম্পর্কহীনতা (বারা) এবং এই আনুগত্য (মুয়ালাত)-ই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যা। তিনি বলেন: {এবং তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে এক চিরন্তন বাণী হিসেবে রেখে গেছেন, যাতে তারা ফিরে আসে} ২।

এর মধ্যে রয়েছে: সূরা বাকারার আয়াত, সেই কাফেরদের বিষয়ে যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: {এবং তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না} ৩ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের সমকক্ষদের আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে ৪ এটি প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহকেও ভীষণ ভালোবাসত, কিন্তু তা তাদের ইসলামে দাখিল করেনি। তবে সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে তার সমকক্ষকে আল্লাহর চেয়েও বড় ৫ ভালোবাসে? আর সেই ব্যক্তির অবস্থাই বা কী হবে যে কেবল সমকক্ষকেই ভালোবাসে, আল্লাহকে ভালোবাসে না? এসব বিষয় অস্বীকার করা বা বর্জন করার ক্ষেত্রে, যার কোনো একটি অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। সুতরাং অবাধ্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করা হবে যদিও তারা তা স্বীকার করে। এটি এমন একটি বিষয় যাতে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি বলেন: মুহাক্কিক আলেমদের মতে এরা বিদ্রোহী (বুগাত) স্তরের নয়, বরং তারা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত।" সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "এবং তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়" অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সেই ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করবেন যে মুখে এই শাহাদাত পাঠ করে। যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তিনি তাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত দান করবেন, আর যদি সে মুনাফিক হয় তবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর দুনিয়াতে বিচার হবে প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদ গ্রহণ করল এবং প্রকাশ্যে এর পরিপন্থী কিছু করল না এবং ইসলামের বিধানসমূহ মেনে চলল, তার ওপর আক্রমণ বন্ধ করা ওয়াজিব।

আমি বলি: হাদিসটি এই ফায়দা দেয় যে, মানুষ হয়তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে কিন্তু তারা যাদের ইবাদত করে তাদের অস্বীকার করবে না—

এর মধ্যে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় তাদের অস্বীকার করল, তার জান ও মাল হারাম (সুরক্ষিত) হয়ে গেল এবং তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায়।" ৬ এটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে অন্যতম মহান দলিল। কেননা তিনি কেবল এই কালেমা উচ্চারণ করাকেই জান ও মালের রক্ষাকবচ করেননি, এমনকি শব্দের সাথে তার অর্থ জানাও নয়, আবার কেবল এর স্বীকৃতি দেওয়াও নয়, এমনকি কেবল লা-শরীক আল্লাহর কাছে দোয়া করাও নয়, বরং তার জান ও মাল ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম হবে না যতক্ষণ না এর সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করার বিষয়টি যুক্ত হবে। যদি কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে বা দ্বিধা করে, তবে তার জান ও মাল হারাম হবে না।

হায়! এটি কতই না এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা! আর এটি কতই না স্পষ্ট বর্ণনা এবং বিরোধিতাকারীর জন্য কতই না অকাট্য দলিল!

আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় (তাদের অস্বীকার করেনি), ফলে সে এমন কিছু নিয়ে আসেনি যা তার রক্ত ও সম্পদ রক্ষা করবে, যেমনটি অকাট্য আয়াতসমূহ ও হাদিসসমূহ প্রমাণ করে।

তাঁর উক্তি: "এবং এই শিরোনামের ব্যাখ্যা হলো পরবর্তী অধ্যায়সমূহ" ৭ আমি বলি: তা একারণে যে পরবর্তী অংশ...

১ সূরা আয-যুখরুফ আয়াত: ২৬-২৭।

২ সূরা আয-যুখরুফ আয়াত: ২৮।

৩ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৬৭।

৪ প্রকাশ্য অর্থ হলো: তারা তাদের সমকক্ষদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে, যা হলো সম্মান, দৈন্য ও আনুগত্যের ভালোবাসা; কারণ প্রতিটি ভালোবাসাই ইবাদত নয় যতক্ষণ না তাতে সম্মান ও আনুগত্য মিশে থাকে। একারণেই তিনি বলেছেন: "আল্লাহর ভালোবাসার মতো", তিনি "আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার মতো" বলেননি। তারা তাদের যখন চরম ভালোবাসে, তখন তাদের ভীষণ ভয়ও পায়। তারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের জন্য যা মানত করে বা তাদের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ থেকে যা জবাই করে, তার বিনিময়ে তারা তাদের কল্যাণ করবে। তারা বিপদ দূর করতে এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। তারা তাদের ফসল পুড়িয়ে ফেলা বা তাদের সন্তান ও

নিজেদের ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের প্রতিশোধের ভয় পায়। তারা তাদের খাদেমদের কাছ থেকে তাদের দাবির সমর্থনে বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে যাতে তাদের ওপর ত্রাস সৃষ্টি করা যায় এবং তাদের অন্তরে গোমরাহি ও শিরককে বদ্ধমূল করা যায়। ফলে তারা আল্লাহর মর্যাদাকে সেভাবে সম্মান করে না যেভাবে তাদের করে, আর তারা আল্লাহকে সেভাবে ভয় পায় না যেভাবে তাদের ভয় পায়। ফলে তারা তাদের সেই মৃত ওলিদের নৈকট্য অর্জনের পথে উদারভাবে নিজেদের বিলিয়ে দেয়, যার দশভাগের একভাগও তারা আল্লাহর পথে খরচ করে না; না পিতামাতার সেবায়, না আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়, না পাড়ার কোনো আর্ত প্রতিবেশী বা মিসকিনকে খাওয়ানোর কাজে। এটাই বর্তমান যুগের কবর ও মৃত ব্যক্তিদের পূজারীদের অবস্থা। তাদের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের আয়াতের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন তারা প্রথম জাহেলিয়াতের মুশরিকদের চেয়েও এগিয়ে গেছে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়, আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

৫ আমাদের জামানার মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের—যাদের তারা ওলি নামে ডাকে—প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তা যে যাচাই করবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে তারা তাদের আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তারা তাদের সন্তুষ্টির জন্য এমন কিছু সদকা করে যার দশভাগের একভাগও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদকা করতে সক্ষম হয় না।

৬ মুসলিম: ঈমান (২৩), এবং আহমাদ (৩/৪৭২, ৬/৩৯৪)।

৭ কুররাতুল উইউন গ্রন্থে রয়েছে: তিনি (রহিমাহুল্লাহ তায়ালা) এতে এমন সব বিষয় উল্লেখ করেছেন যা তাওহীদকে স্পষ্ট করে এবং যা তার পরিপন্থী, যা তার নিকটবর্তী এবং যেসব মাধ্যম সেখানে পৌঁছে দেয়। এছাড়া সালাফরা ইবাদতে শিরক থেকে কত দূরে ছিলেন এবং শিরকের প্রতি তাদের তীব্র অস্বীকৃতি ও এর বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ বর্ণনা করেছেন। এই কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদ বর্ণনায় এমন সব বিষয় একত্রিত করেছে যা জেনে নেওয়া এবং মনোযোগ ও চিন্তাভাবনার সাথে অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে কারো কোনো ওজর থাকবে না। তেমনিভাবে এটি সমস্ত প্রবৃত্তি পূজারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। সুতরাং যে ব্যক্তি এটি মুখস্থ করবে এবং উপস্থিত রাখবে, সে এটি খুঁজে পাবে এবং যে কোনো বিদআতির জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। সুতরাং এটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন, তবে আপনি তা স্পষ্টভাবে পাবেন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হবে।

من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى "لا إله إلا الله". وفيه أيضاً: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر ما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون "لا إله إلا الله"، فمن عرف ذلك وتحققه، تبين له معنى "لا إله إلا الله" وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء، فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر البناني للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحّد حقاً، وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجنب تعرف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه.

وفيه أيضاً من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله

এর অধ্যায়সমূহের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তাওহীদকে সুস্পষ্ট করে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ ব্যাখ্যা করে। এতে আরও রয়েছে: ছোট ও বড় শিরকের অনেক বিষয়ের বর্ণনা এবং বাড়াবাড়ি ও বিদআত থেকে যা সেদিকে ধাবিত করে, যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর মূল মর্মের পরিপন্থী। সুতরাং যে ব্যক্তি তা জানবে এবং সে বিষয়ে নিশ্চিত হবে, তার কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অর্থ এবং এটি ইখলাস ও শিরক বর্জনের যে দিকনির্দেশনা দেয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে; কারণ বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই কোনো বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অতএব, ছোট শিরক চেনার মাধ্যমে তার চেয়ে ভয়াবহ বড় শিরক সম্পর্কে জানা যায় যা তাওহীদের পরিপন্থী। আর ছোট শিরক কেবল তাওহীদের পূর্ণতাকে নষ্ট করে; সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিহার করে, সেই প্রকৃতপক্ষে মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী)। আর শিরকের মাধ্যমসমূহ এবং সেগুলো বর্জনের জন্য যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা জানার মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যসমূহ চেনা যায় যেগুলোর কারণে মাধ্যমগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এগুলোর সবটুকু বর্জন করা তাওহীদ ও ইখলাসকে অপরিহার্য করে, বরং এরই দাবি রাখে।

এতে তাওহীদের প্রমাণস্বরূপ সিফাতসমূহ (গুণাবলি) সাব্যস্ত করা এবং মহান রবকে তাঁর মহিমার অযোগ্য বিষয়াদি থেকে পবিত্র ঘোষণা করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি এবং তাঁর রুবুবিয়াতের (প্রভুত্বের) প্রমাণাদির মাধ্যমে যা কিছু জানা যায়, তার সবই নির্দেশ করে যে তিনিই একমাত্র মাবুদ (উপাস্য), এবং ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই উপযুক্ত। আর এটাই হলো তাওহীদ এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যের প্রকৃত অর্থ।

(স: 116) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: "من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه"
 وقوله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} 1.

قوله: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لرفع البلاء أو دفعه" رفعه:
 إزالته بعد نزوله. دفعه: منعه قل نزوله.

قال: "وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} ".
 قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئاً من الأمر {قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ} أي الله كافي من توكل عليه {عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: {إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ} وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ { 2. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها³.

1 سورة الزمر آية: 38.

2 سورة هود آية: 54-55-56.

3 في قرّة العيون: فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضرر أرادة الله بعبده، أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوماً لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حابه في الله فقال: 2: 258 (أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين). فأقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى: 22: 73 (يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب). وقال تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون). وقال: (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون). ذكر العباد ابن كثير - رحمه الله تعالى - في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاً: "احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه

الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

অধ্যায়: বিপদ দূর করা বা তা প্রতিরোধ করার জন্য কড়া (আংটি), সুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা কি আমার কোনো ক্ষতি দূর করতে পারবে যদি আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চান? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে চান, তবে তারা কি সেই রহমত আটকে রাখতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাওয়াঙ্কুলকারীরা কেবল তাঁরই ওপর তাওয়াঙ্কুল করে} ১।

তাঁর কথা: "অধ্যায়: বিপদ দূর করা বা তা প্রতিরোধ করার জন্য কড়া, সুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" 'রফে' বা দূর করা: বিপদ আপতিত হওয়ার পর তা অপসারণ করা। 'দফ' বা প্রতিরোধ করা: বিপদ আপতিত হওয়ার আগেই তা বাধা দেওয়া।

তিনি বলেন: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা কি আমার কোনো ক্ষতি দূর করতে পারবে যদি আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চান? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে চান, তবে তারা কি সেই রহমত আটকে রাখতে পারবে?}"।

ইবনে কাসীর বলেন: অর্থাৎ তারা কোনো বিষয়েরই কোনো ক্ষমতা রাখে না। {বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট} অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। {তাওয়াঙ্কুলকারীরা কেবল তাঁরই ওপর তাওয়াঙ্কুল করে} যেমনটি হুদ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যখন তাঁর সম্প্রদায় বলেছিল: {আমরা তো কেবল এই বলি যে, আমাদের কোনো উপাস্য তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেকে যে, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত যা তোমরা তাঁর সাথে শরিক করো। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করেছি, যিনি আমার ও তোমাদের

পালনকর্তা। এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই যার ললাটদেশে তিনি ধারণ করে নেই। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা সঠিক পথে আছেন} ২। মুকাতিল এই আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এটি জিজ্ঞেস করলে তারা চুপ হয়ে যায়। অর্থাৎ কারণ তারা ঐসবের (মূর্তিদের) ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করত না ৩।

১. সূরা আয-জুমার, আয়াত: ৩৮।

২. সূরা হুদ, আয়াত: ৫৪-৫৫-৫৬।

৩. 'কুররাতুল উযুন' গ্রন্থে রয়েছে: তাদের উপাস্যরা যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ডাকে, যদি আল্লাহর ইচ্ছা করা কোনো ক্ষতি দূর করার বা আল্লাহর পাঠানো কোনো রহমত আটকে রাখার ক্ষমতা তাদের না থাকে, তবে তাদের জন্য অবধারিতভাবে এটিই আবশ্যিক হয় যে, আল্লাহ তাআলাই হবেন তাদের একমাত্র উপাস্য, যা থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে অনুরূপ প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ককারীকে বলেছিলেন: (আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহিম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে এসো। ফলে যে কুফরি করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না— ২:২৫৮)। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে এমন দলীল কায়েম করেছেন যা আল্লাহর সাথে তাদের শিরক করা এবং ইবাদতে অন্যকে আল্লাহর সমতুল্য করার বিষয়টিকে বিভিন্ন উপমা ও অন্য কিছু মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। কুরআনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী: (হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হলো, তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো, তারা কক্ষনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এজন্য সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তা উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী এবং যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল— ২২:৭৩)। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো, যে ঘর তৈরি করেছে। আর ঘরগুলোর মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল, যদি তারা জানত! নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ছাড়া যা কিছুকে ডাকে আল্লাহ তা জানেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর এসব উপমা আমি মানুষের জন্য পেশ করি, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই তা বোঝে)। তিনি আরও বলেন: (আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না,

বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা মৃত, জীবিত নয়; আর তারা জানে না কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে)। ইমাদ ইবনে কাসীর—রাহিমাহুল্লাহ—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আবি হাতিম বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যা কাইস ইবনে হাজ্জাজ হতে হানাস আস-সানআনির সূত্রে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত: "তুমি আল্লাহর (বিধানের) সংরক্ষণ করো, তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহর হকের হিফাজত করো, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে চিনে রাখো, তিনি তোমাকে কঠিন সময়ে চিনবেন। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জেনে রেখো, যদি সমস্ত উম্মত তোমার কোনো উপকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকুই উপকার করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলমগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফাগুলো শুকিয়ে গেছে। আর আল্লাহর জন্য ইয়াকিনের সাথে শোকরগোয়ারি করে আমল করো। জেনে রেখো, তোমার অপছন্দনীয় বিষয়ের ওপর সবার করার মাঝে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। আর নিশ্চয়ই সবারের সাথেই সাহায্য আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং কষ্টের সাথেই স্বস্তি আসে।"

(ص: 117)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عن عمران بن حصين رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً " 1 رواه أحمد بسند لا بأس به. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر، ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده. كما قال تعالى: {إذا

مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ { 2.

قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله. والتوحيد ضد ذلك. وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.

1 ابن ماجه: الطب (3531) ، وأحمد (445/4) .
2 سورة النحل آية: 53-54.

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি আংটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? সে উত্তর দিল: এটি ওয়াহিনাহ (এক প্রকার দুর্বলতা) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তিনি বললেন: এটি খুলে ফেলো, কারণ এটি তোমার কেবল দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে। আর তুমি যদি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যাও, তবে কখনোই সফল হতে পারবে না।" ১ এটি ইমাম আহমদ এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোনো দোষ নেই।

বস্তুত তারা এগুলিকে আল্লাহর নিকট কেবল মাধ্যম এবং সুপারিশকারী মনে করেই ডাকত; তারা যে স্বয়ং বিপদ দূর করতে সক্ষম কিংবা বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দেয়—এমন বিশ্বাস থেকে নয়। কারণ তারা জানত যে, এ ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "অতঃপর যখন তোমাদের কোনো দুঃখ-বিপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁর কাছেই আর্তনাদ করো। এরপর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ-বিপদ দূর করে দেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে বসে।" ২

আমি বলি: এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ উপকার লাভ বা অপকার দূর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অন্তরের সম্পর্ক রাখাকে বাতিল সাব্যস্ত করে এবং এটি যে আল্লাহর সাথে শিরক তাও স্পষ্ট করে। এই আয়াতে এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহ

তাআলা মুশরিক সম্প্রদায়কে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের প্রতি প্রত্যাশা পোষণ করার মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন। আর তাওহীদ হলো এর বিপরীত। তা হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে না ডাকা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো কিছু কামনা না করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর ভরসা না করা। অনুরূপভাবে সকল প্রকার ইবাদতের কোনো অংশই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করা সিদ্ধ নয়; যেমনটি কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১ ইবনে মাজাহ: কিতাবুত তিব্ব (৩৫৩১); এবং আহমদ (৪/৪৪৫)।

২ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৫৩-৫৪।

(ص: 118)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال: "وعن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" رواه أحمد بسند لا بأس به".

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة - قال: أراها من صفر - فقال: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهناً. انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" 1 رواه ابن حبان في صحيحه فقال: "فإنك إن مت وكت إليها". والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.

وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سيع من عمران. وقوله في الإسناد:
"أخبرني عمران" يدل على ذلك².

قوله: "عن عمران بن حصين" أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد - بنون
وجيم - مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة اثنتين وخمسين
بالبصرة.

قوله: "رأى رجلاً" في رواية الحاكم: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟" الحديث. فالبهم في رواية أحمد هو عمران
راوي الحديث. قوله: "ما هذه" يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها،
ويحتمل أن يكون للإنكار، وهو أشهر.

قوله: "من الواهنة" قال أبو السعادات: 3 الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد
كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء⁴
وإنما نهى عنها؛ لأنه إنما اتخذها على أنها تعصبه من الألم، وفيه اعتبار بالمقاصد⁵.
قوله: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً" النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا
تنفعه بل تضره وتزيده ضعفاً. وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالباً وإن نفع
بعضه فضره أكبر من نفعه.

قوله: "فإنك لو مت وهي عليك ما أفدحت أبداً" لأنه شرك. والفلاح هو الفوز والظفر
والسعادة.

1 ابن ماجه: الطب (3531) ، وأحمد (445/4) .

2 أحمد (445 /4) واللفظ له، وابن حبان (1411- موارد) ، والحاكم (4 /216)
وإسناده ضعيف. وابن ماجه (3531) بنحوه وراجع النهج السديد (100) .

3 هو ابن الأثير، ولد سنة 544 وتوفي سنة 606 له عدة تأليف. منها النهاية في
غريب الحديث.

4 ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره. يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم. ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها.

5 في قرّة العيون: وإنما نهاه عنها لكونه أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا؛ فإن المشرك يعامل بنقيض قصده؛ لأنه علق قلبه بها لا ينفعه ولا يدفع عنه، فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بها هو أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل.

তিনি বলেন: "ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোকের হাতে একটি পিতলের আংটা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? সে বলল: এটি ওয়াহিনাহ (এক প্রকার ব্যধি) থেকে বাঁচার জন্য। তিনি বললেন: এটি খুলে ফেলো, কারণ এটি তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না। আর যদি তুমি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যাও, তবে কখনোই সফল হতে পারবে না।" আহমদ এটি এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম আহমদ বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন খালাফ ইবনুল ওয়ালিদ, তিনি মুবারাক থেকে, তিনি হাসান থেকে। হাসান বলেন: আমাকে ইমরান ইবনুল হুসাইন সংবাদ দিয়েছেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির বাহুতে একটি আংটা দেখতে পেলেন— বর্ণনাকারী বলেন: আমি মনে করি তিনি এটিকে পিতলের বলেছিলেন—তখন তিনি বললেন: তোমার দুর্ভোগ হোক! এটি কী? সে বলল: এটি ওয়াহিনাহ-এর কারণে। তিনি বললেন: জেনে রেখো, এটি তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না। এটি তোমার কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলো; কারণ যদি তুমি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যাও, তবে কখনোই সফল হতে পারবে না।" ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "কারণ যদি তুমি মারা যাও, তবে তোমাকে এর উপরই সোপর্দ করা হবে।" এবং আল-হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এর সনদ সহীহ। আর আয-যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

আল-হাকিম বলেন: আমাদের অধিকাংশ উস্তাদ মনে করেন যে হাসান ইমরান থেকে সরাসরি শুনেছেন। আর সনদে তাঁর উক্তি: "আমাকে ইমরান সংবাদ দিয়েছেন" এটিই তার প্রমাণ। তাঁর উক্তি: "ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে" অর্থাৎ ইবনে উবাইদ ইবনে খালাফ আল-খুজায়ী, আবু নুজাইদ—নুনের উপর পেশ এবং জীমের উপর যবর সহযোগে ক্ষুদ্রার্থক শব্দ—তিনি একজন সাহাবী এবং সাহাবীর পুত্র। তিনি খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৫২ হিজরীতে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উক্তি: "একজন লোককে দেখলেন" আল-হাকিমের বর্ণনায় এসেছে: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম এবং আমার বাহুতে একটি পিতলের আংটা ছিল। তিনি বললেন: এটি কী?" সুতরাং আহমদের বর্ণনায় যে ব্যক্তির নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে তিনি স্বয়ং হাদিসের বর্ণনাকারী ইমরান। তাঁর উক্তি: "এটি কী" হতে পারে প্রশ্নটি ছিল কেন এটি পরিধান করা হয়েছে তা জানার জন্য, আবার হতে পারে তা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্য, আর এটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

তাঁর উক্তি: "ওয়াহিনাহ থেকে" আবুস সা'আদাত বলেন: ওয়াহিনাহ হলো এমন একটি রগ যা কাঁধ এবং পুরো হাতে ব্যপ্ত থাকে, যার জন্য ঝাড়ফুঁক করা হয়। বলা হয়েছে: এটি একটি রোগ যা বাহুতে হয় এবং এটি পুরুষদের হয়, নারীদের নয়। মূলত এটি নিষেধ করা হয়েছে কারণ সে এটি এই বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিল যে এটি তাকে ব্যথা থেকে রক্ষা করবে। এতে নিয়তের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

তাঁর উক্তি: "এটি খুলে ফেলো, কারণ এটি তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না" খুলে ফেলা বলতে শক্তির সাথে টেনে সরানো বোঝায়। তিনি সংবাদ দিলেন যে এটি তাকে উপকার করবে না বরং ক্ষতি করবে এবং তার দুর্বলতা বাড়িয়ে দেবে। তেমনিভাবে প্রতিটি বিষয় যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা সাধারণত কোনো উপকার বয়ে আনে না; আর যদি তাতে কিছুটা উপকার থাকেও, তবে তার ক্ষতি উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।

তাঁর উক্তি: "কারণ যদি তুমি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যাও, তবে কখনোই সফল হতে পারবে না" কারণ এটি শিরক। আর ফালাহ (সফলতা) হলো মুক্তি, বিজয় এবং পরম সৌভাগ্য।

১ ইবনে মাজাহ: তিব্ব (৩৫৩১), এবং আহমদ (৪/৪৪৫)।

২ আহমদ (৪/৪৪৫) শব্দগুলো তাঁরই, ইবনে হিব্বান (১৪১১- মাওয়ারিদ), এবং আল-হাকিম (৪/২১৬) তবে এর সনদ দুর্বল। ইবনে মাজাহ (৩৫৩১) এর কাছাকাছি এবং দেখুন আন-নাহজুস সাদীদ (১০০)।

৩ তিনি হলেন ইবনুল আসীর, ৫৪৪ হিজরীতে জন্ম এবং ৬০৬ হিজরীতে মৃত্যু। তাঁর অনেক সংকলন রয়েছে, তার মধ্যে 'আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস' অন্যতম।

৪ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো: বর্তমান যুগের জাহিলরা তাদের সন্তানদের লোহার খাড়া ইত্যাদি পরিধান করায়; তারা বিশ্বাস করে যে এটি তাদের সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে যা তাদের পূর্ববর্তী সন্তানদের কেড়ে নিয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো বরকতের জন্য বা অর্শ রোগ প্রতিরোধের জন্য রূপার আংটা পরা এবং জীন ও অন্যান্য বিপদ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ পাথরযুক্ত আংটা পরা।

৫ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: তিনি তাকে এটি থেকে নিষেধ করেছিলেন কারণ সে মনে করেছিল এটি তার রোগ প্রতিরোধ করবে বা দূর করবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং জানালেন যে এটি কেবল তার দুর্বলতাই বাড়াবে। কারণ শিরককারীকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলাফল দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়; যেহেতু সে তার অন্তরকে এমন কিছুর সাথে লটকে দিয়েছে যা তার কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও দূর করতে পারে না। যদি পিতলের আংটার অবস্থা এই হয়, তবে সে সম্পর্কে কী ধারণা করা যায় যা এর চেয়েও ভয়াবহ ও জঘন্য? যেমনটি কবর ও মাজার পূজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, যা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছেও গোপন নয়।

(ص: 119) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : "فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك".
قوله: "رواه أحمد بسند لا بأس به" هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن

قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدّهم ورعاً ومتابعةً للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالمأضين ما كان أشبهه، أتنه الدنيا فأبأها، والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة تسع وسبعين، فسمع من هشيم وجريير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتز بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابنه صالح وعبد الله، والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي والدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر - رحمه الله تعالى -.

গ্রন্থকার - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - বলেন: "এতে সাহাবীগণের বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে: ছোট শিরক হলো কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এবং অজ্ঞতার কারণে এতে কোনো ওজর বা অব্যাহতি নেই। আর এতে এমন কাজ যে করে তার ওপর কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বিষয়টিও রয়েছে।"

তাঁর কথা: "আহমাদ এটি এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোনো অসুবিধা নেই" - তিনি হলেন ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল ইবন আসাদ ইবন ইদরিস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাসান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আনাস ইবন আওফ ইবন কাসিত ইবন মাজিন ইবন শায়বান ইবন যুহল ইবন সা'লাবা ইবন উকাবাহ ইবন সাব ইবন আলী ইবন বকর ইবন ওয়াইল ইবন কাসিত ইবন হানব ইবন আফসা ইবন দু'মী ইবন জাদিইলাহ ইবন আসাদ ইবন রাবিআহ ইবন নিযার ইবন মা'দ ইবন আদনান; তিনি ইমাম, আলিম, আবু আব্দুল্লাহ আদ-দুহলী, অতঃপর আশ-শায়বানী আল-মারওয়াযী, এরপর আল-বাগদাদী। তিনি তাঁর যুগের ইমাম এবং ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। পরহেজগারী ও সুন্নাহর অনুসরণে তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর। তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর কেউ কেউ বলেন: দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি কতই না ধৈর্যশীল ছিলেন এবং পূর্ববর্তীদের সাথে তাঁর কতই না সাদৃশ্য ছিল! দুনিয়া তাঁর নিকট এসেছিল কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সংশয়পূর্ণ বিষয়সমূহ তাঁর নিকট এসেছিল কিন্তু তিনি তা দূর করে দিয়েছেন। তিনি গর্ভস্থ অবস্থায় মার্ভ থেকে বের হন এবং ১৬৪ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। আহমাদ ইলম অন্বেষণ শুরু করেন ইমাম মালিকের মৃত্যুর বছর ১৭৯ হিজরিতে। তিনি হুশাইম, জারীর ইবন আব্দুল হামিদ, সুফিয়ান ইবন উইয়াইনাহ, মুতামির ইবন সুলায়মান, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান, মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস আশ-শাফিযী, ইয়াযিদ ইবন হারুন, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী এবং মক্কা, বসরা, কুফা, বাগদাদ, ইয়ামেন ও অন্যান্য জনপদের অসংখ্য আলিমের নিকট থেকে হাদিস শুনছেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর দুই পুত্র সালিহ ও আব্দুল্লাহ, এবং বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইব্রাহীম আল-হারবী, আবু যুরআহ আর-রাযী আদ-দামেশকী, আব্দুল্লাহ ইবন আবিদ দুনইয়া, আবু বকর আল-আছরাম, উসমান ইবন সাঈদ আদ-দারিমি এবং আবুল কাসিম আল-বাগাভী বর্ণনা করেছেন; আর বাগাভীই ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণনাদানকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবন মাহদী ও আসওয়াদ ইবন আমির তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াহইয়া ইবন মাঈন তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী বলেন: রবিউল আউয়াল মাসের দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আহমাদ অসুস্থ হন এবং বারো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শুক্রবার দিন ইন্তেকাল করেন। হাম্বল বলেন: তিনি ২৪১ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের শুক্রবার দিন ইন্তেকাল করেন

এবং তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং ফাদল ইবন যিয়াদ বলেন: তিনি রবিউস সানি মাসের বারো তারিখে ইন্তেকাল করেন - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

(ص: 120)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: " من تعلق تبيمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " 1 وفي رواية: " من تعلق تبيمة فقد أشرك " 2.

قوله: "وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: " من تعلق تبيمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " وفي رواية 3:

" من تعلق تبيمة فقد أشرك " 4. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضاً أبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: "وفي رواية" أي من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد ابن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تبيمة فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: من تعلق تبيمة فقد أشرك " ورواه الحاكم بنحوه. ورواته ثقات.

ولابن أبي حاتم عن حذيفة " أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحى فقطعه، قوله: "عن عقبة بن عامر" صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين، ومات قريباً من الستين. قوله: " من تعلق تبيمة " 5 أي علقها متعلقاً بها

قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: "خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى".
وقال أبو السعادات: "التبائم جمع تبيمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام".
قوله: " فلا أتم الله له " دعاء عليه.
قوله: " ومن تعلق ودعة " بفتح الواو وسكون المبهلة. قال في مسند الفردوس:
"شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين".
قوله: " فلا ودع الله له " بتخفيف الدال. أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: "وفي رواية: من تعلق تبيمة فقد أشرك" قال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.

-
- 1 أحمد (154/4) ، والحاكم (4/216 ، 417) ، وابن حبان (1413- موارد) .
وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني في الصحيحة (1/810) .
 - 2 أحمد (156/4) ، والحاكم (4/219) وقال المنذري في الترغيب (4/307) ،
والهيثمي في المجمع (5/103) : "ورواة أحمد ثقات" اهـ. وصححه الألباني في الصحيحة (492) .
 - 3 ضعيف. أحمد (4/154) والحاكم (4/216 ، 417) وابن حبان (1413- موارد)
وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني في الصحيحة (1/810) .
 - 4 في قرّة العيون: وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التبائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضاً ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله؛ لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله: (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) . فكمال

التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم، فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضاً فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره كما قال تعالى: 3: 18.

5 أحمد (154/4).

ইমাম আহমদের বর্ণনায় উকবাহ বিন আমের থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন। আর যে ব্যক্তি সামুদ্রিক কড়ি ঝোলালো, আল্লাহ যেন তাকে শান্তিতে না রাখেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো, সে শিরক করল।"

তাঁর (ইমাম আহমদের) বর্ণনা উকবাহ বিন আমের থেকে মারফু সূত্রে: "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন। আর যে ব্যক্তি সামুদ্রিক কড়ি ঝোলালো, আল্লাহ যেন তাকে শান্তিতে না রাখেন।" এবং অন্য এক বর্ণনায়:

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো, সে শিরক করল।" প্রথম হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যেমনটি লেখক উল্লেখ করেছেন, আর এটি আবু ইয়ালা এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন: এটি সহিহ সনদে বর্ণিত এবং যাহাবি তা সমর্থন করেছেন। "অন্য এক বর্ণনায়"

অর্থাৎ অপর একটি হাদিস যা আহমদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুস সামাদ বিন আব্দুল ওয়ারিস, তিনি বলেন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুল আজিজ বিন মুসলিম, তিনি বলেন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ ইবনে আবি মনসুর, দুজাইন আল-হাজরি থেকে, তিনি উকবাহ বিন আমের আল-জুহানি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একদল লোক আসল। তিনি তাদের মধ্য থেকে নয়জনের বায়াত গ্রহণ করলেন এবং একজনের বায়াত গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নয়জনের বায়াত নিলেন এবং এই ব্যক্তির বায়াত নিলেন না? তিনি বললেন: তার শরীরে একটি তাবিজ রয়েছে। এরপর তিনি তাঁর হাত ঢুকিয়ে সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং তার বায়াত নিলেন এবং বললেন: যে ব্যক্তি তাবিজ

ঝোলালো, সে শিরক করল।" হাকেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

ইবনে আবি হাতেম হুজাইফাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের কারণে বাঁধা একটি সুতা দেখলেন, তখন তিনি সেটি কেটে ফেললেন।"

উক্তি: "উকবাহ বিন আমের থেকে" — তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী, বিজ্ঞ ফকিহ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিন বছর মিশরের গভর্নর ছিলেন এবং ষাট হিজরির কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। উক্তি: "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো" — অর্থাৎ যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ দূর করার উদ্দেশ্যে নিজের অন্তরকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে তা ঝোলালো। মুনজিরি বলেছেন: "এটি এমন এক প্রকার পুঁতি যা তারা ঝোলাত এবং বিশ্বাস করত যে এটি তাদের থেকে বিপদ-আপদ দূর করবে। এটি মূর্খতা ও গোমরাহি; কারণ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো অনিষ্ট প্রতিহতকারী বা দূরকারী নেই।"

আবু সা'দাত বলেন: "তামিমাহ (তাবিজ) এর বহুবচন হলো তামায়িম। এটি মূলত কিছু পুঁতি যা আরবরা তাদের সন্তানদের গলায় ঝোলাত। তাদের ধারণা ছিল এটি বদনজর থেকে রক্ষা করবে। ইসলাম এই প্রথা বাতিল করেছে।"

উক্তি: "আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন" — এটি তার বিরুদ্ধে একটি বদদোয়া।

উক্তি: "আর যে ব্যক্তি সামুদ্রিক কড়ি ঝোলালো" — এটি সমুদ্র থেকে সংগৃহীত ঝিনুকের মতো এক প্রকার বস্তু যা তারা বদনজর থেকে বাঁচতে ব্যবহার করত।

উক্তি: "আল্লাহ যেন তাকে শান্তিতে না রাখেন" — অর্থাৎ আল্লাহ তাকে স্বস্তি ও প্রশান্তিতে না রাখুন। আবু সা'দাত বলেন: এটিও তার বিরুদ্ধে একটি বদদোয়া। উক্তি: "অন্য এক বর্ণনায়: যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো সে শিরক করল" — আবু সা'দাত বলেন: এটিকে শিরক গণ্য করা হয়েছে কারণ তারা তাদের জন্য নির্ধারিত তাকদিরকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করেছিল, অথচ একমাত্র আল্লাহই বিপদ দূরকারী।

১. আহমদ (৪/১৫৪), হাকেম (৪/২১৬, ৪১৭) এবং ইবনে হিব্বান (১৪১৩- মাওয়ারিদ)। এর সনদ দুর্বল যেমনটি আলবানি 'আস-সহিহাহ' (১/৮১০) গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন।

২. আহমদ (৪/১৫৬), হাকেম (৪/২১৯)। মুনজিরি 'আত-তারগিব' (৪/৩০৭) গ্রন্থে এবং হাইসামি 'আল-মাজমা' (৫/১০৩) গ্রন্থে বলেছেন: "আহমদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।" আলবানি 'আস-সহিহাহ' (৪৯২) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।

৩. দুর্বল। আহমদ (৪/১৫৪), হাকেম (৪/২১৬, ৪১৭), ইবনে হিব্বান (১৪১৩- মাওয়ারিদ)। এর সনদ দুর্বল যেমনটি আলবানি 'আস-সহিহাহ' (১/৮১০) গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন।

৪. কুরাত আল-উয়ুন গ্রন্থে বলা হয়েছে: এই হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে তাবিজ ঝোলানো শিরক। কারণ যে ব্যক্তি তা ঝোলায় সে এর মাধ্যমে ক্ষতি দূর করার বা কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য পোষণ করে। এটি ইখলাসের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মূল অর্থ। কারণ মুখলিস ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ দূর করার জন্য ধাবিত হয় না, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে: "তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার হতে পারে যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে এবং সে সৎকর্মশীল।" সুতরাং তাওহিদের পূর্ণতা এটি বর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও এটি ছোট শিরক, তবুও তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। নবুয়তের যুগে যদি এই বিষয়টি কোনো কোনো সাহাবীর কাছে অস্পষ্ট থেকে থাকে, তবে পরবর্তীকালে যখন বিদআত ও শিরক ছড়িয়ে পড়েছে, তখন ইলম ও ঈমানের দিক থেকে তাদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের লোকদের কাছে এটি অস্পষ্ট থাকাটাই স্বাভাবিক। যেমনটি সহিহ হাদিসসমূহে এসেছে এবং ইতিপূর্বে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থকেও স্পষ্ট করে, কারণ তা ছোট-বড় সকল প্রকার শিরককে নাকচ করে দেয়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন (৩:১৮)।

৫. আহমদ (৪/১৫৪)।

(ص: 121)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف رحمه الله: "ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحى فقطعه، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} 1".

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: " دخل حذيفة على مريض، فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} ".

وابن أبي حاتم: مر هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} 2".
فيه مسائل:

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر؛ لقوله " لا تزيدك إلا وهناً".

الرازي التميمي الحنظلي الحافظ، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

وحذيفة: هو ابن اليمان. واسم اليمان: حسيل بمهلتين مصغرا، ويقال: حسل - بكسر ثم سكون - العبسي بالوحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له: صاحب السر 3 وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين.

قوله: " رأى رجلا في يده خيط من الحى " أي عن الحى. وكان الجهال يعلقون التمام

1 سورة يوسف آية: 106.

2 سورة يوسف آية: 106.

3 لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه في عودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا عندها؛ لينفروا راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقع عنها فيموت. فأطلع الله على ما بيتوا وأعلمه بأسبائهم. فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسبائهم إذ ناداهم بأسبائهم حين حاذاهم. ثم استكنتم حذيفة أسبائهم اتقاء الفتنة. ولم يكن عند حذيفة سر في الدين، كما يدعي الضالون من الصوفية. لأن الإسلام علانية لا سر فيه، وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسسها ورهبانيتها.

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেন: "ইবনু আবি হাতিম হুয়াইফাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাতে জ্বরের কারণে একটি সুতা বাঁধা ছিল। তিনি তা কেটে ফেললেন এবং মহান আল্লাহর এই বাণী তেলাওয়াত করলেন: {তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তবে তারা মুশরিক} ১"।

ইবনু আবি হাতিম বলেন: মুহাম্মাদ বিন আল-হুসাইন বিন ইবরাহিম বিন আশকাব আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি ইউনুস বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি আসিম আল-আহওয়াল থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "হুয়াইফাহ (রা.) একজন রোগীর নিকট প্রবেশ করলেন এবং তার বাহুতে একটি চামড়ার ফিতা দেখতে পেলেন। তিনি তা কেটে ফেললেন অথবা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন: {তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তবে তারা মুশরিক}।"

আর ইবনু আবি হাতিম হলেন ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবি হাতিম মুহাম্মাদ বিন ইদরিস।

এবং তিনি তাঁর (আল্লাহর) বাণী তেলাওয়াত করলেন: {তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তবে তারা মুশরিক} ২"।

এতে কিছু মাসআলাহ (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে:

প্রথম: এই ধরনের উদ্দেশ্যে বালা, সুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধানের ব্যাপারে কঠোরতা।

দ্বিতীয়: কোনো সাহাবী যদি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যেতেন, তবে তিনি সফল হতেন না।

এতে সাহাবীদের এই কথার প্রমাণ রয়েছে যে: ছোট শিরক কাবিরাহ গুনাহর চেয়েও বড়।

তৃতীয়: তাকে অজ্ঞতার ওজরের কারণে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

চতুর্থ: এটি দুনিয়াতে কোনো উপকার করে না, বরং ক্ষতি করে; কারণ তাঁর উক্তি হলো: "এটি তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করবে না।"

আর-রাজি আত-তামিমি আল-হানজালি আল-হাফিজ, আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল ও তাফসির এবং অন্যান্য গ্রন্থের লেখক, তিনি ৩২৭ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আর হুয়াইফাহ হলেন: ইবনুল ইয়ামান। ইয়ামানের নাম হলো: হুসাইল (দুইটি 'স' বর্ণসহ), তাকে হুসল-ও বলা হয়। তিনি আল-আবসি, আনসারদের মিত্র এবং অগ্রবর্তী মহান সাহাবীদের একজন। তাঁকে 'রাসূলের গোপন তথ্যের অধিকারী' ও বলা হয় এবং তাঁর পিতাও একজন সাহাবী ছিলেন। হুয়াইফাহ (রা.) আলী (রা.)-এর খিলাফতের শুরুতে ৩৬ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উক্তি: "তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাতে জ্বরের কারণে একটি সুতা ছিল," অর্থাৎ জ্বরের উপশমের জন্য। জাহিলরা তাবিয বা কবজ লটকাতো।

১ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬।

২ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬।

৩ কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সাথে নিয়েছিলেন যখন তিনি সেই গিরিপথ (আকাবাহ) দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুনাফিকরা ওৎ পেতে ছিল; যাতে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটকে উত্তেজিত করে ফেলে দেয় এবং তিনি পড়ে গিয়ে মারা যান। আল্লাহ তাঁকে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাদের নাম জানিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুয়াইফাহকে তাদের নাম জানিয়ে দেন যখন তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি ফেতনার আশঙ্কায় হুয়াইফাহকে তাদের নাম গোপন রাখতে বলেন। দ্বীনের ব্যাপারে হুয়াইফার কাছে এমন কোনো গোপন বিষয় ছিল না যা পথভ্রষ্ট সুফিরা দাবি করে থাকে। কারণ ইসলাম প্রকাশ্য, এতে কোনো গোপন রহস্য নেই। গোপনীয়তা তো কেবল খ্রিস্টধর্ম, তাদের গির্জা, পাদ্রী এবং বৈরাগ্যবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

والخيوط ونحوها لدفع الحي 1 وروى وكيع عن حذيفة: " أنه دخل على مريض
يعوده فليس عضده، فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه
وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك ". وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه
سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها.
وأما التباءم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك
يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه.
قوله: "وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} 2" استدل حذيفة
رضي الله عنه

1 ولا يزال هذا معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية، يتخذون خيوطاً يعقدونها
بأيدي من اسمه محمد، وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة، وبعض ذلك يعملونه على
مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه أربعين عقدة من أسبأؤهم محمد، ويقرأون عند
كل عقدة قل هو الله أحد، ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم، فلا تلبسه
عقيم في زعمهم إلا وتحمل. وهذا من أعظم الانحطاط إلى أخط دركات البكم والصمم
والعمى، بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط. ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب
تعلق في كيس مع سرّة الطفل وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسبون بأسماء إسلامية،
وهم من أجهل المشركين الشرك الأكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

2 سورة يوسف آية: 106.

সূতা এবং এ জাতীয় বস্তু জ্বর দূর করার জন্য। ১ এবং ওয়াকি' ছয়ায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন
যে: "তিনি এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন, তখন তিনি তার বাহু স্পর্শ করলেন এবং
সেখানে একটি সূতা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? সে বলল: এটি এমন
কিছু যাতে আমার জন্য ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে। তখন তিনি সেটি কেটে ফেললেন এবং বললেন:

যদি তুমি এটি পরিহিত অবস্থায় মারা যেতে, তবে আমি তোমার জানাযার সালাত পড়তাম না।" এর মধ্যে এ জাতীয় বিষয়ের প্রতি ঘোর আপত্তি রয়েছে, যদিও সে মনে করে যে এটি একটি মাধ্যম। কারণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে কেবল সেগুলোই জায়েয যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল বৈধ করেছেন, তবে সেগুলোর ওপর মোটেও নির্ভর করা যাবে না। আর তাবীজ, সুতা, কবজ, তিলিসমাতি এবং এ জাতীয় যা কিছু অজ্ঞরা লটকে থাকে, তা শিরক। কথা ও কাজের মাধ্যমে একে অস্বীকার করা এবং দূর করা ওয়াজিব, যদিও এর মালিক এতে অনুমতি না দেয়। তাঁর উক্তি: "এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন: {তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু তারা শিরককারী।} ২" হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

১ দ্বিতীয় জাহেলিয়াতের অনুসারীদের মধ্যে এটি এখনও বিশ্বাস হিসেবে রয়ে গেছে; তারা মুহাম্মাদ নামের ব্যক্তিদের হাতে সুতা গিঁট দিয়ে বেঁধে দেয়। এর কিছু তারা জুমআর দিনে করে, আর কিছু কাবার দরজার মাঝে তৈরি করে তারপর মুহাম্মাদ নামের ব্যক্তিদের মাধ্যমে চল্লিশটি গিঁট দেয়। প্রতিটি গিঁটের সময় তারা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ে। তারা ধারণা করে যে, এই সুতা বন্ধ্যাত্ব দূর করতে উপকারী। তাদের ধারণা মতে, কোনো বন্ধ্যাত্ব নারী এটি পরিধান করলে সে গর্ভধারণ করবে। এটি হচ্ছে মূক, বধির ও অন্ধত্বের নিম্নতম স্তরে এবং এমনকি পশুতুল্য স্তরে অধঃপতনের চরম বহিঃপ্রকাশ যে, সুতার ওপর এমন বিশ্বাস রাখা হচ্ছে। এরই অনুরূপ হলো সাত প্রকারের শস্যদানা শিশুর নাভির সাথে একটি থলিতে করে লটকানো। এই জাতীয় আরও অনেক কিছু সেই সব লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে যারা নিজেদেরকে ইসলামী নামে পরিচয় দেয়, অথচ তারা বড় শিরকে লিপ্ত থাকা মূর্খতম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

২ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬।

(ص: 123) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه¹.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تسمية فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحصى من ذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
العاشر: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تسمية أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع² الله له. أي ترك الله له.

بالآية على أن هذا شرك³ ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر؛ لشمول الآية له ودخول في معنى الشرك، وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره. والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافي به أو ينافي كماله.

1 إنما وكله الله إليه؛ لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف بل نسيك بلا شيء، فوكله إلى ما تمسك به فلم ينفعه شيئاً.
2 ودع: فسر المصنف بترك أي فلا ترك الله له ما يحب. وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا يجعله الله في دعة ولا سكون. 3 في قرّة العيون: فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة، فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيراً من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم على طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك؛ وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة، وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل

جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده، والنهي عن الشرك به، وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش: (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) عرفوا معناها الذي وضعت له وما أريد منها فقالوا: 38: 5 و 6 و 7 (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) الآيات. وقال تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون). وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (فماذا يأمركم قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آبائكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة).

পঞ্চম: যে ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করে তার ওপর কঠোরভাবে আপত্তি করা।

ষষ্ঠ: স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি (তাবিয হিসেবে) কোনো কিছু ঝোলায়, তাকে সেই জিনিসের ওপরই সোপর্দ করা হয়। ১

সপ্তম: স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি তামিমা (তাবিয) ঝোলায়, সে শিরক করল।

অষ্টম: জ্বরের কারণে সুতা ঝোলানোও এর অন্তর্ভুক্ত।

নবম: হুযাইফা কর্তৃক আয়াতটি পাঠ করা এই কথার দলিল যে, সাহাবায়ে কিরাম বড় শিরক সম্পর্কিত আয়াতগুলো ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও দলিল হিসেবে পেশ করতেন, যেমনটি ইবনে আব্বাস সূরা বাকারার আয়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন।

দশম: নজর লাগা থেকে বাঁচতে কড়ি ঝোলানোও এর অন্তর্ভুক্ত।

একাদশ: যে ব্যক্তি তামিমা ঝোলায় তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করা যে, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন; আর যে ব্যক্তি কড়ি ঝোলায় আল্লাহ যেন তাকে স্বস্তিতে না রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে ছেড়ে দেন। ২

আয়াতের মাধ্যমে এটি শিরক হওয়ার সপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এতে বড় শিরক সম্পর্কে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে ছোট শিরকের ওপর দলিল প্রদানের

বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়; কারণ আয়াতটি একেও শামিল করে এবং এটি শিরকের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস ও অন্যদের থেকে শাইখুল ইসলাম ও অন্যদের বক্তব্যে এই আয়াতের অর্থ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। সাহাবায়ে কিরামের এই আছারসমূহের (বর্ণনা) মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা তাওহীদ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পূর্ণতা এবং যা তাওহীদের পরিপন্থী বা এর পূর্ণতার পরিপন্থী সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞানকে স্পষ্ট করে।

১ আল্লাহ তাকে সেই জিনিসের ওপরই সোপর্দ করে দেন; কারণ সে তার রবের রহমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়েছে এবং অত্যন্ত দুর্বল উসীলা আঁকড়ে ধরেছে, বরং সে মূলত ভিত্তিহীন কিছুই আঁকড়ে ধরেনি। ফলে তিনি তাকে সেই জিনিসের ওপরই সোপর্দ করে দেন যা সে আঁকড়ে ধরেছিল, যা তার কোনো উপকারে আসেনি।

২ 'ওয়াদা' (৬১): লেখক এর ব্যাখ্যা করেছেন 'ছেড়ে দেওয়া' হিসেবে, অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে তার পছন্দনীয় অবস্থায় ছেড়ে না দেন। অন্যরা এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া— আল্লাহ যেন তাকে প্রশান্তি ও স্বস্তিতে না রাখেন। ৩ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: যদি সেই সর্বোত্তম যুগগুলোতে এ জাতীয় ঘটনা ঘটে থাকে, তবে এর চেয়েও বড় কিছু ঘটার ব্যাপারে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়? কিন্তু এ বিষয়ে মূর্খতার ব্যাপকতার কারণে তাদের পক্ষ থেকে জাহেলী যুগের আরবের মুশরিক ও অন্যদের থেকেও বড় ধরনের শিরক প্রকাশ পেয়েছে যা ইতিপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি এই যুগগুলোর অনেক আলেম সেই ব্যক্তির ওপর কঠোরভাবে আপত্তি জানায় যে বড় শিরকের প্রতিবাদ করে। ফলে তারা এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। সাহাবীগণ সামান্য শিরকেরও প্রতিবাদ করতেন; আর এরা বড় শিরকের প্রতিবাদকারীর ওপর আপত্তি জানায় এবং এই শিরক থেকে নিষেধ করাকে বিদআত ও গোমরাহি মনে করে। সমস্ত নবী ও রাসূলগণের সাথে তাদের উম্মতদের অবস্থাও এমন ছিল যখন তারা আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা এবং তাঁর সাথে শিরক করা থেকে নিষেধের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই দাওয়াত দিয়েই প্রেরণ করেছেন যা দিয়ে ইতিপূর্বে অন্যদের প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এই পরবর্তীকালের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.) আরব মুশরিক ও অন্যদের যে দাওয়াত দিয়েছিলেন তার বিপরীত কাজ করেছে। রাসূল (সা.) যে শিরক থেকে নিষেধ করেছিলেন এরা তাকেই চরমভাবে সাহায্য করেছে এবং তিনি যে

তাওহীদ নিয়ে এসেছিলেন তাকেই চরমভাবে অস্বীকার করেছে। কারণ তিনি যখন কুরাইশদের বলেছিলেন: (তোমরা বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তবেই সফল হবে), তারা এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিল এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা জানতে পেরেছিল। তাই তারা বলেছিল: (সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? এ তো এক আশ্চর্য বিষয়!) - আয়াতসমূহ। আল্লাহ তাআলা বলেন: (তাদের যখন বলা হতো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন তারা অহংকার করত)। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে হিরাক্লিয়াস কর্তৃক আবু সুফিয়ানকে নবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসার বিবরণে রয়েছে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন: (তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন? আমি বললাম: তিনি বলেন: তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যা বলে তা বর্জন করো; আর তিনি আমাদের সালাত, সততা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দেন)।

(ص: 124)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: ما جاء في الرق والتائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه " أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "1.

قوله: "باب ما جاء في الرق والتائم".

أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك.

قوله: "في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: "أن لا يبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " هذا الحديث في الصحيحين.

قوله: "عن أبي بشير" بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة.

قوله: "في بعض أسفاره" قال الحافظ: لم أقف على تعيينه.

قوله: "فأرسل رسولا" هو زيد بن حارثة. روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ.

قوله: "أن لا يبقين" بالمثلثة التحتية والقاف المفتوحتين، و"قلادة" مرفوع على أنه فاعل. و "الوتر" بفتحيتين، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلوق الوتر أبدلوه بغيرة وقلدوا به الدواب؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين³.

قوله: "أو قلادة إلا قطعت" معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر

-
- 1 البخاري: الجهاد والسير (3005)، ومسلم: اللباس والزينة (2115)، وأبو داود: الجهاد (2552)، وأحمد (216/5)، ومالك: الجامع (1745).
 - 2 أبو داود: الطب (3883)، وابن ماجه: الطب (3530)، وأحمد (381/1).
 - 3 وأصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء، والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاده به. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والخوانيت من حدوة حمار أو حصان، وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي، وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء.

পরিচ্ছেদ: রুকয়া (ঝাড়ফুক) এবং তামায়েম (কবচ/তবিজ) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে
সহীহ গ্রন্থে আবু বাশির আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, "তিনি
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো এক সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তখন

তিনি (রাসুলুল্লাহ) একজন বার্তাবাহক পাঠালেন যে, উটের গলায় ধনুকের রশি দিয়ে তৈরি কোনো মালা বা অন্য কোনো মালা যেন বাকি না থাকে, বরং তা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে।"

১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: রুকয়া এবং তামায়েম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।"

অর্থাৎ এ বিষয়ে যে নিষেধ এবং সলফদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর কথা: "সহীহ গ্রন্থে আবু বাশির আল-আনসারী থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো এক সফরে তাঁর সাথে ছিলেন, তখন তিনি একজন বার্তাবাহক পাঠালেন: 'উটের গলায় ধনুকের রশি দিয়ে তৈরি কোনো মালা বা অন্য কোনো মালা যেন বাকি না থাকে, বরং তা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে।' এই হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।"

তাঁর কথা: "আবু বাশির থেকে", এর প্রথম বর্ণটি ফাতহা (যবর) এবং এর পরের বর্ণটি কাসরা (যের) যোগে। বলা হয়েছে যে তাঁর নাম হলো কাইস বিন উবাইদ, ইবনে সাদ এটি বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন: তাঁর কোনো সঠিক নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তিনি একজন সাহাবী যিনি খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং ষাট হিজরির পর ইন্তেকাল করেন। বলা হয় যে তিনি একশ বছর অতিক্রম করেছিলেন।

তাঁর কথা: "তাঁর কোনো এক সফরে।" আল-হাফিয বলেন: সফরটি নির্দিষ্ট করে আমি জানতে পারিনি।

তাঁর কথা: "তিনি একজন বার্তাবাহক পাঠালেন।" তিনি হলেন যায়িদ বিন হারিসাহ। আল-হারিস ইবনে আবি উসামাহ তাঁর মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন, যা আল-হাফিয উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কথা: "যে অবশ্যই যেন বাকি না থাকে", এটি ইয়া এবং কাফ বর্ণদ্বয়ে ফাতহা (যবর) যোগে। আর "মালা" (কিলাদাহ) শব্দটি এখানে কর্তৃপদ (ফায়েল) হিসেবে পেশযুক্ত।

"ওয়াতার" শব্দটি দুই ফাতহা বিশিষ্ট, যা ধনুকের রশি (আওতার)-এর একবচন। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা যখন ধনুকের রশি পুরনো হয়ে যেত, তখন তারা সেটি বদলে নতুন রশি লাগাত এবং পুরনোটি পশুর গলায় মালা হিসেবে ঝুলিয়ে দিত; এই বিশ্বাস থেকে যে, এটি পশুকে কুদৃষ্টি (নজর) থেকে রক্ষা করবে ৩।

তাঁর কথা: "অথবা কোনো মালা যেন অবশ্যই কেটে ফেলা হয়।" এর অর্থ হলো: বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে তাঁর উস্তাদ কি "ধনুকের রশির মালা" বলেছিলেন...

১. বুখারি: আল-জিহাদ ওয়াস সিয়্যার (৩০০৫), মুসলিম: আল-লিবাস ওয়াস যিনাহ (২১১৫), আবু দাউদ: আল-জিহাদ (২৫৫২), আহমাদ (৫/২১৬), মালিক: আল-জামি (১৭৪৫)।
২. আবু দাউদ: আত-তিব্ব (৩৮৮৩), ইবনে মাজাহ: আত-তিব্ব (৩৫৩০), আহমাদ (১/৩৮১)।
৩. কিলাদাহ শব্দের মূল অর্থ হলো: নারীদের অলঙ্কার বা সাজসজ্জার জন্য যা গলায় পরা হয় এবং পশুকে পরিচালনা করার জন্য তার গলায় যে রশি লাগানো হয়। বর্তমান সময়ে কিছু লোক গাড়িতে বানর বা এই জাতীয় কিছুর ছবি ঝোলায়, আবার কেউ ঘরের দরজায় বা দোকানে গাধা বা ঘোড়ার নাল লাগিয়ে রাখে, অথবা গমের শীষ বা এই জাতীয় যা কিছু ঝোলায়—এসবই জাহেলি যুগের কাজ যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে এটিই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি ও অনিষ্ট প্রতিরোধ করে।

(ص: 125) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أَوْ قَالَ: قِلَادَةٌ وَأُطْلِقَ وَلَمْ يَقْيِدْهُ؟ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الْقِلَادَةِ؟ فَقَالَ: "مَا سَمِعْتُ بِكَرَاهَتِهَا إِلَّا فِي الْوَتْرِ". وَلَأَبِي دَاوُدَ: "وَلَا قِلَادَةٌ" بِغَيْرِ شَكٍّ. قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ: "تَأْوُلُ مَالِكٌ أَمْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَطْعِ الْقِلَائِدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْدُونَ تِلْكَ الْأَوْتَارَ وَالتَّبَائِمَ وَيَعْلِقُونَ عَلَيْهَا الْعُودَ، يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِمُهُمْ مِنَ الْآفَاتِ، فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئًا".

قال أبو عبيد: "كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلالاً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً". وكذا قال ابن الجوزي وغيره.

قال الحافظ: "ويؤيده حديث عقبة بن عامر، رفعه: "من تعلق تميمه فلا أتم الله له " 1 رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك". انتهى.

قال البصنف: "وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقي والتبائم والتولة شرك" رواه أحمد وأبو داود".

وفيه قصة. ولفظ أبي داود: "عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: "إن عبد الله رأى في عنقي خيطاً؛ فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك² سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقي والتبائم والتولة شرك فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقي سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه

الله عليه

-
- 1 تقدم تخريجه برقم (91). وهو ليس موجوداً عند أبي داود كما عزا المؤلف.
 - 2 من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التبائم. وهو عند ابن ماجة بلفظ: "كانت عجوز تدخل علينا من الحبرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوماً، فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسنى فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت رقي لي فيه من الحصى، فجذبه فقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ".

অথবা তিনি কি বলেছেন: 'হার' এবং একে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন, একে সীমাবদ্ধ করেননি? প্রথম বিষয়টিকে সমর্থন করে যা মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: তাঁকে হার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বললেন: "ধনুকের গুণ (তন্ত্রী) ব্যতীত অন্য কোনো হারের ক্ষেত্রে আমি অপছন্দনীয় হওয়ার কথা শুনি।" আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে: "এবং কোনো হার নয়" কোনো সন্দেহ ছাড়াই।

বাগাওয়া 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেছেন: "মালিক হার কেটে ফেলার ব্যাপারে তাঁর (عليه الصلاة والسلام) নির্দেশকে বদনজরের কারণে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা এই জন্য যে, তারা সেই ধনুকের গুণ এবং তামায়েম (কবজ) বাঁধত এবং সেগুলোর ওপর ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র লটকাত, এই ধারণায় যে এগুলো তাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। ফলে নবী (صلي الله عليه وسلم) তাদের এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাদের অবগত করেছেন যে, এগুলো আল্লাহর ফয়সালার বিপরীতে কিছুই প্রতিহত করতে পারে না।"

আবু উবাইদ বলেছেন: "তারা উটের গলায় ধনুকের গুণ পরাত যাতে তাকে বদনজর স্পর্শ না করে, তাই নবী (صلي الله عليه وسلم) তাদের সেগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাদের জানানো যায় যে ধনুকের গুণ কোনো কিছুই প্রতিহত করে না।" ইবনুল জাওয়াযী এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

হাফিজ (ইবনে হাজার) বলেছেন: "একে উকবাহ বিন আমির থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সমর্থন করে: 'যে ব্যক্তি তামায়েম (কবজ) ঝুলাল, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দান করবেন না।' ১ এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো বদনজর এবং অনুরূপ বিষয়ের ভয়ে লটকানো হার।" সমাপ্ত।

গ্রন্থকার বলেছেন: "ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত: আমি রাসূলুল্লাহ (صلي الله عليه وسلم)-কে বলতে শুনেছি: 'নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, কবজ এবং তিওয়ালাহ (মোহিনী বিদ্যা) হলো শিরক।' এটি আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।"

এতে একটি ঘটনা রয়েছে। আবু দাউদের শব্দ হলো: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আবদুল্লাহ আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পেলেন; তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কী? আমি বললাম: এটি একটি সুতা যাতে আমার জন্য ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে। যয়নব বলেন: অতঃপর তিনি সেটি নিয়ে কেটে ফেললেন এবং বললেন: তোমরা আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত ২। আমি রাসূলুল্লাহ (صلي الله عليه وسلم)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, কবজ এবং তিওয়ালাহ হলো শিরক। আমি বললাম: আমার চোখ থেকে

পানি পড়ত, আর আমি অমুক ইহুদির কাছে যাতায়াত করতাম, যখন সে ঝাড়ফুক করত তখন তা শান্ত হয়ে যেত। তখন আবদুল্লাহ বললেন: ওটি তো ছিল শয়তানের কাজ, সে নিজের হাত দিয়ে তাতে খোঁচা দিচ্ছিল, যখন সে বিরত হতো তখন তা বন্ধ হয়ে যেত। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে তুমি তা-ই বলতে যা রাসূলুল্লাহ (صلي الله عليه وسلم) বলতেন...

১৯১ নম্বর হাদীসের অধীনে এর তথ্যরীজ করা হয়েছে। এটি আবু দাউদে নেই যেমনটি লেখক উল্লেখ করেছেন।

২ হাদীসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ‘সুনানে আবু দাউদ’-এর ‘তামায়েম (কবজ) লটকানো’ অধ্যায়ে নেই। এটি ইবনে মাজাহ-তে এই শব্দে রয়েছে: "একজন বৃদ্ধা আমাদের নিকট ‘হুমরা’ (এক প্রকার চর্মরোগ)-এর কারণে আসতেন। আমাদের একটি লম্বা পায়া বিশিষ্ট খাট ছিল। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) যখন ঘরে আসতেন তখন গলা পরিষ্কার করতেন এবং শব্দ করতেন। একদিন তিনি ঢুকলেন, আমি যখন তাঁর শব্দ শুনলাম তখন পর্দা করে নিলাম। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করে একটি সুতার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। তিনি বললেন: এটি কী? আমি বললাম: আমার জ্বরের জন্য এতে ঝাড়ফুক করা হয়েছে। তখন তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর বললেন: অবশ্যই আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (صلي الله عليه وسلم)-কে বলতে শুনেছি ... ইত্যাদি।"

(ص: 126) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وسلم يقول: أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً "ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي 1. قوله: "إن الرقى". قال المصنف: "هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من العين والحمية" يشير

إلى أن الرقي الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته؛ والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب.

قوله: "فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحة" كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقي من غيرها؛ كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً" 2 وفي الباب أحاديث كثيرة.

قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقى، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله شرك. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي.

وقال شيخ الإسلام: "كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً عن أن يدعو به، ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام" 3.

1 صحيح: أحمد (381/1) وأبو داود: كتاب الطب (3883) : باب في تعليق التائم وابن ماجة كتاب الطب (3530) : باب في تعليق التائم، والحاكم (418،417/4) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن حبان (1412- موارد) . وصححه الألباني في الصحيحة (331) .

2 مسلم: السلام (2200) ، وأبو داود: الطب (3886) .

3 وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم: "كركدن كرددن دهنه، أصباءوات أهيا شراھيا جـلجـلوت" وأمثالها مما يقولون عنه أنه ذكر الله، فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء؛ لأن الإسلام عربي متين، وهذا وغيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعاً وأحزاباً، وملأوا قلوبهم من الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية. فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة الإسلامية.

...এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন: "হে মানুষের রব! আপনি কষ্ট দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত অন্য কোনো আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।" এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান এবং হাকেম; তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। ১

তাঁর উক্তি: "নিশ্চয়ই রুকইয়াহসমূহ (ঝাড়ফুক)"। গ্রন্থকার বলেন: "এগুলোকে আযাইম (মন্ত্রপূত ঝাড়ফুক) বলা হয়। দলিল দ্বারা শিরকমুক্ত রুকইয়াহকে এর বাইরে রাখা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদনজর এবং বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন।" তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, শিরক হিসেবে বর্ণিত রুকইয়াহ হলো সেগুলো যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্য চাওয়া হয়। আর যদি তাতে কেবল আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলি ও তাঁর আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয় এবং যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তবে তা উত্তম ও বৈধ অথবা মুস্তাহাব।

তাঁর উক্তি: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদনজর এবং বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন" যেমনটি তাওহীদ বাস্তবায়নকারী সংক্রান্ত অধ্যায়ে গত হয়েছে।

অনুরূপভাবে এগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও রুকইয়াহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; যেমন সহীহ মুসলিম-এ আউফ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত: "আমরা জাহিলী যুগে রুকইয়াহ করতাম।

আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন:

তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো। রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই যতক্ষণ না তাতে শিরক থাকে।" ২ এই অধ্যায়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

খাত্তাবী বলেন: নবী আলাইহিস সালাম নিজে রুকইয়াহ করেছেন এবং তাঁকে রুকইয়াহ করা হয়েছে, তিনি এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে বৈধ রেখেছেন। সুতরাং যদি তা কুরআন এবং আল্লাহর নামসমূহ দ্বারা হয়, তবে তা বৈধ অথবা আদিষ্ট। মূলত অপছন্দনীয়তা এবং নিষেধাজ্ঞা এসেছে এমন রুকইয়াহর ক্ষেত্রে যা আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় করা হয়; কারণ সম্ভবত তাতে কুফর অথবা এমন কথা থাকতে পারে যাতে শিরক প্রবেশ করে। আমি (গ্রন্থকার) বলি: এর অন্তর্ভুক্ত হলো জাহিলী যুগের পদ্ধতিসমূহ যা তারা অনুসরণ করত এবং মনে করত যে এগুলো তাদের থেকে আপদ-বিপদ দূর করে এবং তারা বিশ্বাস করত যে এটি জিনের পক্ষ থেকে এবং তাদের সহযোগিতায় ঘটে। খাত্তাবীও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খুল ইসলাম বলেন: "প্রত্যেক অজ্ঞাত নাম—তা দ্বারা রুকইয়াহ করা কারো জন্য জায়েজ নয়, প্রার্থনা করার তো প্রশ্নই আসে না; যদিও তার অর্থ জানা থাকে। কেননা আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় প্রার্থনা করা মাকরুহ। কেবল তার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে আরবিতে পারদর্শী নয়। তবে অনারবি শব্দসমূহকে শিয়ার বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা ইসলামের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।" ৩

১ সহীহ: আহমাদ (১/৩৮১) এবং আবু দাউদ: চিকিৎসা অধ্যায় (৩৮৮৩): তামায়েম (তাবিজ) লটকানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এবং ইবনে মাজাহ চিকিৎসা অধ্যায় (৩৫৩০): তামায়েম লটকানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, এবং হাকেম (৪/৪১৭, ৪১৮) এবং তিনি একে শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহবী তা সমর্থন করেছেন। আর ইবনে হিব্বান (১৪১২-মাওয়ারিদ)। আলবানী একে সহীহাহ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন (৩৩১)।

২ মুসলিম: আস-সালাম (২২০০), এবং আবু দাউদ: চিকিৎসা (৩৮৮৬)।

৩ এটি সুফী তরীকার অনুসারীদের তাদের ওযীফাসমূহে পঠিত বক্তব্যের মতো, যেমন: "কারকাদান কারদাদান দাহদাহ, আসবাওয়াত আহয়া শারাহিয়া জালজালুত" এবং এই জাতীয় অন্যান্য কথা যা সম্পর্কে তারা বলে যে এটি আল্লাহর যিকর। অথচ এগুলোর কোনোটিই ইসলামের দ্বীনের কোনো অংশ নয়; কারণ ইসলাম হলো সুদৃঢ় আরবি। এটি এবং অন্যান্য বিষয় প্রমাণ করে যে, এই সুফী তরীকাগুলোর মূল হলো ইহুদি, হিন্দু, পারস্য ও গ্রিকদের ধোঁকা। তারা এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করেছে এবং তাদের অন্তরকে উলুহিয়াতের শিরক এবং রুবুবিয়াতের শিরক

দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যে লক্ষ্য ছিল তাতে পৌঁছেছে।

(ص: 127)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال السيوطي: "قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى".

قوله: "والتبائم". قال المصنف: "شيء يعلق على الأولاد من العين". وقال الخلخالي: التبائم جمع تبيمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.

فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. و"الرقى": هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحنة

قال المصنف: "لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود".

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التبائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص¹، وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا الحديث على التبائم التي فيها شرك.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين، منهم: أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختاره كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه².

1 الرواية بذلك ضعيفة، ولا تدل على هذا؛ لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبار. ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تسمية، والتسمية تكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله، وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

2 في قرّة العيون: والمقصود ببيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكمال علمهم بها دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع الضرر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بها هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة، فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر.

আস-সুযুতী বলেন: "তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকলে রুকইয়াহ (ঝাড়ফুক) বৈধ হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন: তা আল্লাহর কালাম অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে হতে হবে, আরবি ভাষায় এবং যার অর্থ বোঝা যায় এমন হতে হবে, এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে রুকইয়াহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো প্রভাব ফেলে না, বরং তা মহান আল্লাহর ফয়সালায় হয়।"

তাঁর উক্তি: "এবং তামায়েম (কবজ/মাদুলি)"। গ্রন্থকার বলেন: "নজর লাগা থেকে বাঁচতে যা শিশুদের ওপর লটকানো হয়।" আল-খালখালি বলেন: তামায়েম হলো তামীমাহ-এর বহুবচন, আর তা হলো নজর লাগা দূর করার জন্য শিশুদের গলায় লটকানো পুঁতি ও হাড়। এটি নিষিদ্ধ; কেননা আল্লাহ ছাড়া কোনো বিপদ দূরকারী নেই, আর ক্ষতিকারক বিষয়াদি দূর করার প্রার্থনা কেবল আল্লাহর নিকট এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমেই করতে হয়।

সলফদের কেউ কেউ এতে শিথিলতা দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ একে নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন এবং অনুমতি দেননি, যাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম। আর "রুকইয়াহ" হলো যাকে 'আযায়িম' বলা হয়, আর দলিল দ্বারা একে শিরকমুক্ত বিষয়ের সাথে খাস করা হয়েছে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজর লাগা ও বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন।

গ্রন্থকার বলেন: "কিন্তু লটকানো বস্তুটি যদি কুরআন থেকে হয়, তবে সলফদের কেউ কেউ তাতে অনুমতি দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ তা অনুমোদন করেননি এবং একে নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ অন্যতম।"

জেনে রাখুন যে, সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাদের পরবর্তী আলেমগণ কুরআন এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্বলিত তামীমাহ (কবজ) লটকানোর বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

একদল বলেছেন: এটি জায়েজ, যা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস-এর অভিমত এবং আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ এটিই নির্দেশ করে। আবু জাফর আল-বাকির এবং একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদও এই মত পোষণ করেছেন। তারা সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোকে শিরকযুক্ত তামীমাহ-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

অন্য একদল বলেছেন: এটি জায়েজ নয়। ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস এই মত দিয়েছেন। এটিই হুযাইফা, উকবা ইবনে আমির এবং ইবনে উকাইমের উক্তির বাহ্যিক অর্থ। তাবেয়ীদের একটি জামাতও এই মত পোষণ করেছেন, যাদের মধ্যে ইবনে মাসউদের সাথীবৃন্দ অন্যতম। একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদও এটি বলেছেন এবং তাঁর অনেক অনুসারী একে গ্রহণ করেছেন, আর পরবর্তী আলেমগণ এটিকেই অকাট্য মনে করেছেন। তারা এই হাদিস এবং এর সমর্থক অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

১ এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি দুর্বল এবং এটি উক্ত বিষয়ে প্রমাণ হয় না; কারণ এতে উল্লেখ আছে যে ইবনে আমর তাঁর বড় সন্তানদের তা মুখস্থ করাতেন এবং তখতিতে লিখে ছোটদের গলায়

ঝুলিয়ে দিতেন। সুতরাং স্পষ্টত তিনি তা তথ্যটিতে ঝোলাতেন যাতে ছোটরা তা মুখস্থ করতে পারে, তামীমাহ (কবজ) হিসেবে নয়। আর তামীমাহ সাধারণত কাগজে লেখা হয়, তথ্যটিতে নয়। তাঁর প্রমাণ হলো তিনি বড়দের মুখস্থ করাতেন। তা যাই হোক, এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের একটি ব্যক্তিগত আমল, যার কারণে রাসূলুল্লাহর হাদিস এবং প্রবীণ সাহাবীদের আমল ত্যাগ করা যাবে না, যারা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের মতো এমন আমল করেননি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

২ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: উদ্দেশ্য হলো এটি স্পষ্ট করা যে, এই শিরকী বিষয়গুলো যদিও সূক্ষ্ম বা অস্পষ্ট হয়, তবুও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ তা নিষেধ করেছেন। কারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিরকের সামান্য বা অধিক সকল প্রকারকে নাকচ করে—এ বিষয়ে তাঁদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। কেননা এর মাধ্যমে ক্ষতি দূর করা বা কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে সম্পৃক্ত করা হয়। অথচ এর চেয়ে বহুগুণ বড় বিষয়ের মাধ্যমে ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুই অধ্যায়ে উল্লিখিত শিরকী বিষয়গুলো জানতে পারবে, সে এর চেয়ে বড় যে বিষয়গুলো সমাজে ঘটছে তাও চিনতে পারবে যেমনটি আগে আলোচিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক শিরক থেকে সতর্কীকরণ এবং তা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও তা শিরকে আসগর (ছোট শিরক) হয়, তবুও তা কবির গুনাহের চেয়েও বড়।

(ص: 128)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قلت: هذا هو الصحيح لوجه ثلاثة تطهر للمتأمل: الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. والثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: و"التولة": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. أنه إذا علق فلا بد أن يمتنه البعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك¹.

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف -رضي الله تعالى عنهم- يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها، والإقبال إليها بالقلب والوجه، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَاً مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} 2 ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.

قوله: "التولة". قال المصنف: "هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته". وبهذا فسرهما ابن مسعود راوي الحديث: كما في صحيح ابن حبان

1 ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله، ومناقضة لما جاءت به. (*) ومحادثة لله ولرسوله، فإن الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لما في الصدور ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. ولم ينزل القرآن ليتخذ حجباً وتبائماً، ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمناً قليلاً، والذين يقرءونه على المقابر وأمثال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن، وجراً الرؤساء على ترك الحكم به. (*) قوله: (ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله، ومناقضة لما جاءت به) إلخ. أقول: هذه فيها نظر، والصواب أن تعليق التبائم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر، ومن التشبه بالجاهلية، وقد يكون شركاً أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها، وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل، وما أشبه هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن

ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن الله سبحانه لم يجعلها سبباً، بل نهى عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها، ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كفراً وردة عن الإسلام، كما قال الله عز وجل: (قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) الآية. ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال: إن تعليق التمايم استهزاء بآيات الله، ولأن الواقع من المعلقين يخالف ذلك؛ فإنهم إنما يعلقون التمايم من القرآن والسنة رجاء نفعها وبركتها، لا لقصد الاستهزاء بها، وهذا بين واضح لمن تأمل. والله المستعان.

2 سورة يونس آية: 106-107.

আমি বলি: তিনটি কারণে এটিই সঠিক যা চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়: প্রথমত: নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতা এবং এই ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করার মতো কোনো দলিল নেই। দ্বিতীয়ত: হারামের পথ বন্ধ করা; কারণ এটি এমন বিষয় লটকে দেওয়ার দিকে নিয়ে যায় যা বৈধ নয়। তৃতীয়ত: এবং "তিওয়ালাহ": এটি এমন একটি বস্তু যা তারা তৈরি করে এবং দাবি করে যে এটি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে এবং স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছে প্রিয় করে তোলে। যে ব্যক্তি এটি লটকান, তিনি যখন শৌচকর্ম বা ইস্তিজ্জা এবং এই জাতীয় কাজ করেন তখন এটি সাথে রাখার ফলে এর অবমাননা করা অবধারিত হয়ে পড়ে। এই হাদিসগুলো এবং পূর্বসূরিগণ (সালাফ) -আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন- কিসের ওপর ছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করুন। এর মাধ্যমে আপনার কাছে ইসলামের একাকিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিশেষ করে যদি আপনি জানেন যে পছন্দনীয় যুগসমূহের পরে অনেক লোক কবরের অতিভক্তি, কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ, অন্তর ও চেহারা দিয়ে কবরের দিকে মনোনিবেশ করা এবং অধিকাংশ দোয়া, আকাজ্জা, ভীতি ও বিভিন্ন প্রকার ইবাদত—যা আল্লাহ তাআলার হুক—তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো কত বড় ভয়াবহ বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি তা করো, তবে অবশ্যই তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো

বিপদে ফেলেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করার নেই। আর তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান তবে তাঁর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} এবং কুরআনে এর অনুরূপ উদাহরণ গণনার বাইরে।

তাঁর উক্তি: "তিওয়ালাহ"। গ্রন্থকার বলেছেন: "এটি এমন একটি বস্তু যা তারা তৈরি করে এবং দাবি করে যে এটি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে এবং স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছে প্রিয় করে তোলে।" হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ এভাবেই এর ব্যাখ্যা করেছেন, যেমনটি সহিহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে।

১ এবং যেহেতু এটি করা আল্লাহর আয়াতের প্রতি চরম উপহাস এবং যা নিয়ে আসা হয়েছে তার পরিপন্থী। এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। কেননা আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষের হিদায়াত হিসেবে, হিদায়াত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ এবং অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য হিসেবে। আর এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। এটি মুতাকিদের জন্য উপদেশ। আর এটি কাফেরদের জন্য আক্ষেপ। আর এটি ঈশ্বর সত্য। কুরআন এজন্য অবতীর্ণ হয়নি যে একে কবচ বা মাদুলি হিসেবে গ্রহণ করা হবে, কিংবা এটি নিয়ে তারা খেলা করবে যারা এর মাধ্যমে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর তারা যারা একে কবরের কাছে তিলাওয়াত করে এবং অনুরূপ কাজ করে যা কুরআনের মর্যাদা নষ্ট করে এবং শাসকদের এর বিধান বর্জন করতে প্ররোচিত করে। তাঁর কথা: (এবং যেহেতু এটি করা আল্লাহর আয়াতের প্রতি চরম উপহাস এবং যা নিয়ে আসা হয়েছে তার পরিপন্থী) ইত্যাদি। আমি বলি: এতে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। সঠিক কথা হলো মাদুলি লটকানো দ্বীনের প্রতি উপহাস নয়, বরং এটি শিরকে আসগর এবং জাহিলিয়াতের সাদৃশ্য অবলম্বন। কখনো কখনো লটকানকারীর অন্তরে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে এটি আল্লাহ ছাড়া স্বয়ং উপকার বা অপকার করতে পারে, তবে তা শিরকে আকবার হতে পারে। কিন্তু যদি সে বিশ্বাস করে যে এটি নজর লাগা বা জিন থেকে বাঁচার একটি মাধ্যম মাত্র, তবে এটি শিরকে আসগর; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একে মাধ্যম বানাননি, বরং তিনি তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে এর থেকে নিষেধ করেছেন, সতর্ক করেছেন এবং একে শিরক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি এজন্য যে, লটকানকারীর অন্তর এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর সাথে লিপ্ত হয়। যদি এটি লটকানো আল্লাহর আয়াতের সাথে উপহাস হতো, তবে তা কুফরি এবং ইসলাম

থেকে মুরতাদ হওয়া গণ্য হতো। যেমন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেছেন: (বলো, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? ওজর পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছো)। আমরা কোনো আলেম সম্পর্কে জানি না যিনি বলেছেন যে মাদুলি লটকানো আল্লাহর আয়াতের সাথে উপহাস। কারণ যারা লটকায় তাদের বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত; তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাদুলি লটকায় এর উপকার ও বরকতের আশায়, উপহাসের উদ্দেশ্যে নয়। যারা চিন্তা করেন তাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট। আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।

২ সূরা ইউনুস আয়াত: ১০৬-১০৭।

(ص: 129)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والحاكم: " قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتبائم قد عرفناها. فما التولة؟ قال: شيء نصنعه للنساء يتحبن به إلى أزواجهن " 1 قال الحافظ: " التولة - بكسر الميم - فتحة الواو واللام مخففاً - شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر 2 والله أعلم."

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف: " وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: " من تعلق شيئاً وكل إليه " رواه أحمد والترمذي". ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم الميم مصغراً، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم البدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج.

قوله: " من تعلق شيئاً وكل إليه " التعلق يكون بالقلب، ويكون بالفعل، ويكون بهما³. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وأنزل

1 تفسير ابن مسعود راوي الحديث عند ابن حبان (1412-موارد) ، والحاكم (418/4) وصححه ووافقه الذهبي.

2 وإن زعم الذين يصنعونها للنساء أنهم مسلمون ومتدينون، وأن ما يكتبونه من القرآن وأسماء الله؛ فإنهم يفعلون ذلك تضليلاً بالقرآن والحادا فيه؛ لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفاً مقطعة وببداد خاص، ويمزجونه بأدعية جاهلية وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه، كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان، وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله. وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون التائم والتولات، ويزعمون أن للحروف والأسماء خداماً يقومون بها يطلب منهم من الأعمال السحرية، ويتخذون أنواعاً من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحى بها شياطينهم، وكل ذلك من الكفر العظيم.

3 في قرّة العيون: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد ، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله، وخروج عن دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل.

এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন: "তারা বললেন: হে আবু আবদুর রহমান, এই ঝাড়ফুক এবং তাবিয় তো আমরা চিনিছি। তবে 'তিওয়ালাহ' কী? তিনি বললেন: এটি এমন কিছু যা আমরা

নারীদের জন্য তৈরি করি যাতে তারা তাদের স্বামীদের কাছে প্রিয় হতে পারে।" হাফেজ বলেন: "তিওয়ালাহ — প্রথম বর্ণে কাসরা (জের), পরের বর্ণে ফাতহা (জবর) এবং লাম লঘু উচ্চারণে — এমন এক বস্তু যা দ্বারা নারী তার স্বামীর ভালোবাসা আকর্ষণ করত, আর এটি এক প্রকারের যাদু। আল্লাহই ভালো জানেন।"

আর এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত ছিল কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে ক্ষতি দূর করা এবং কল্যাণ লাভ করার ইচ্ছা করা হতো।

গ্রন্থকার বলেন: "আবদুল্লাহ বিন উকাইম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 'যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে সেই বস্তুর কাছেই সোপর্দ করে দেওয়া হবে।' এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।" এবং এটি আবু দাউদ ও হাকেমও বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন উকাইম-এর নাম পেশ দিয়ে তাসগীর হিসেবে পড়তে হবে, আর তাঁর উপনাম আবু মা'বাদ আল-জুহানি আল-কুফি। বুখারি বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল পেয়েছেন, তবে তাঁর থেকে কোনো সহীহ শ্রবণ সাব্যস্ত নয়। আবু হাতিমও অনুরূপ বলেছেন। খতিব বলেন: তিনি কুফায় বসবাস করতেন এবং হুজায়ফার জীবদ্দশায় মাদায়েনে এসেছিলেন, আর তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। ইবনে সাদ অন্যের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাজ্জাজের শাসনকালে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর কথা: "যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে তাকে সেই বস্তুর কাছেই সোপর্দ করে দেওয়া হবে" — এই ঝুলে থাকা বা লটকে থাকা হৃদয়ের মাধ্যমে হতে পারে, কাজের মাধ্যমে হতে পারে, আবার উভয়টির মাধ্যমেও হতে পারে। তাকে সেই জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে অর্থাৎ আল্লাহ তাকে সেই বস্তুর কাছেই ন্যস্ত করবেন যার সাথে সে নিজেকে লটকে নিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করল এবং (নিজের প্রয়োজন) পেশ করল

১. ইবনে হিব্বান (১৪১২-মাওয়ারিদ) এবং হাকেম (৪/৪১৮) হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদের এই তাফসীর উল্লেখ করেছেন; হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।

২. যারা নারীদের জন্য এগুলো তৈরি করে তারা নিজেদের মুসলিম ও ধর্মপ্রাণ বলে দাবি করলেও, এবং তারা যা লেখে তা কুরআন ও আল্লাহর নাম হলেও; তারা মূলত কুরআনের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং এতে বিকৃতি ঘটায়। কারণ তারা এগুলো ইহুদিদের পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক বর্ণে এবং বিশেষ কালিতে লেখে। তারা একে জাহেলি দুআ এবং এমন কিছু

রেখার সাথে মিশ্রিত করে যেগুলোকে তারা সুলায়মানি আংটির নকশা বলে দাবি করে, যাতে নাকি তাঁর রাজত্বের রহস্য ছিল। যেমনটি ইহুদিরা দাবি করে যারা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর কুফরিতে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে তিনি আল্লাহর মোজেজা দ্বারা নয় বরং যাদুর মাধ্যমে জিনদের বশীভূত করেছিলেন। এই ইহুদি আকিদার উপর ভিত্তি করেই সেই প্রতারকরা তাবিয় ও তিওয়ালাহ লিখে থাকে। তারা দাবি করে যে এসব বর্ণ ও নামের কিছু খাদেম রয়েছে যারা তাদের নির্দেশিত যাদুবিদ্যার কাজগুলো সম্পাদন করে। তারা বিভিন্ন প্রকার ধূপ ও বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে যা তাদের শয়তানরা প্ররোচনা দেয়। আর এ সবই বড় কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

৩. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে আছে: লটকে থাকা বা সম্পৃক্ত হওয়া হৃদয়ের মাধ্যমে হয় এবং তা থেকে কথা ও কাজ সৃষ্টি হয়। আর তা হলো আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়ের এমন কিছু দিকে ঝুঁকে পড়া যা সম্পর্কে সে বিশ্বাস করে যে তা তাকে উপকার করবে অথবা তার ক্ষতি দূর করবে, যেমনটি এ অধ্যায়ের ও এর আগের অধ্যায়ের হাদিসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর পরিপন্থী: "অবশ্যই, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার প্রতিদান তার রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" যদি তা ছোট শিরক হয় তবে তা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী, আর যদি বড় শিরক হয় যেমন কবরের পূজা করা, মাজার বা তাগুত ইত্যাদির ইবাদত করা, তবে তা আল্লাহর সাথে কুফরি এবং ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর সাথে কোনো কথা বা কাজই সঠিক হবে না।

(ص: 130) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

حوائج به والتجأ إليه، وفوض أمره إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتبائبه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} 1.

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: " لقيت وهب بن منبه -وهو يطوف بالبيت- فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيدة السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجاً. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأى أوديتها هلك "

قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن رويغ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا رويغ؛ لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجد برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه " الحديث. رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شبيب بن بيتان قال: حدثنا رويغ بن ثابت قال: " كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. " ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شبيب بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني - الحديث 2 ابن لهيعة فيه مقال.

1 سورة الطلاق آية: 3.

2 الحديث رواه أبو داود في باب ما ينهى عنه أو يستنجد به: حدثنا يزيد بن خالد

بن عبد

নিজের প্রয়োজন তাঁর কাছে পেশ করে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁর নিকট নিজের বিষয়াবলী সোপর্দ করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার জন্য প্রতিটি দূরবর্তী বিষয়কে নিকটবর্তী করে দেন ও প্রতিটি কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত হয় অথবা নিজের রায় (মতামত), বুদ্ধি, ঔষধ, কবচ কিংবা এই জাতীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাকে সেই জিনিসের দিকেই সোপর্দ করে দেন এবং তাকে লাঞ্চিত করেন। এটি শরয়ী দলীল এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুপরিচিত। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।" ১।

ইমাম আহমাদ বলেন: আমাদের কাছে হিশাম বিন কাসিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের কাছে আবু সাঈদ আল-মুয়াদ্দিব বর্ণনা করেছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি আতা আল-খুরাসানিকে বলতে শুনেছেন: "আমি ওয়াহাব বিন মুনাঈহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম—যখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন—তখন আমি বললাম: আমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আমি আপনার থেকে এই স্থানে অবস্থানকালে মুখস্থ রাখতে পারি এবং তা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন: হে দাউদ! আমার মর্যাদা ও মহানত্বের কসম, আমার বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দা যখন আমার সৃষ্টিজগতকে ছেড়ে কেবল আমাকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমি তার নিয়ত সম্পর্কে অবগত থাকি, অতঃপর সাত আসমান ও তাতে যারা আছে এবং সাত জমিন ও তাতে যারা আছে তারা যদি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে আমি তাদের মধ্য থেকে তার জন্য বের হওয়ার পথ করে দিই। আর আমার মর্যাদা ও মহানত্বের কসম, আমার বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দা যখন আমাকে ছেড়ে কোনো সৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমি তার নিয়ত সম্পর্কে অবগত থাকি, তবে আমি তার হাত থেকে আসমানের সমস্ত উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দিই এবং তার পায়ের নিচ থেকে জমিনকে ধসিয়ে দিই। অতঃপর সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হলো তাতে আমি পরোয়া করি না।"

গ্রন্থকার বলেন: ইমাম আহমাদ রুয়াইফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে রুয়াইফি! সম্ভবত তোমার জীবন দীর্ঘ হবে, সুতরাং মানুষকে জানিয়ে দিও যে, যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিঁট দিল অথবা ধনুকের তন্তুর মালা পরিধান করল অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিজা করল, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার থেকে মুক্ত।" —হাদীসটি। ইমাম আহমাদ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন

ইসহাক এবং হাসান বিন মুসা আল-আশইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে ইবন লাহিয়াহ থেকে। এতে একটি কাহিনী রয়েছে যা গ্রন্থকার সংক্ষেপ করেছেন। আর এই শব্দগুলো উত্তম: আমাদের কাছে ইবন লাহিয়াহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের কাছে আইয়াশ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন শুয়াইম বিন বিতান থেকে, তিনি বলেন: আমাদের কাছে রুয়াইফি' বিন সাবিত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমাদের কেউ তার ভাইয়ের উট গ্রহণ করত এই শর্তে যে, সে গনীমত (রণলব্ধ সম্পদ) থেকে যা পাবে তার অর্ধেক তাকে দিবে এবং অর্ধেক নিজের জন্য রাখবে। এমনকি আমাদের কারো ভাগে পড়ত তীরের ফলা ও পালক, আর অন্যের ভাগে পড়ত তীরের দণ্ড।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন— (হাদীসের অবশিষ্টাংশ)। এরপর আহমাদ এটি ইয়াহইয়া বিন গাইলান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আইয়াশ বিন আব্বাস আমাদের বর্ণনা করেছেন যে শুয়াইম বিন বিতান তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি শায়বান আল-কুতবানি থেকে শুনেছেন— হাদীস ২। ইবন লাহিয়াহ-এর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

১. সূরা আত-ত্বলাক, আয়াত: ৩।

২. হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ 'যা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন: আমাদের কাছে ইয়াযিদ বিন খালিদ বিন আবদ... বর্ণনা করেছেন।

(ص: 131)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني، قيل: فيه مجهول. وبقية رجالها ثقات. قوله: "فأخبر الناس" دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصاً برويغ، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن

اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.

قوله: " لعل الحياة ستطول بك " فيه علم من أعلام النبوة؛ فإن رويها طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار، وقيل مات سنة ثلاث وخمسين.

قوله: "أن من عقد لحيته" بكسر اللام لا غير، والجمع لحي بالكسر والضم قاله الجوهري.

قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا. ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجدد، وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع.

দ্বিতীয় সনদটিতে শাইবান আল-কুতবানী রয়েছে, বলা হয়েছে: তিনি অজ্ঞাত। আর উভয়ের বাকি বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তাঁর বক্তব্য: "মানুষকে সংবাদ দাও" এটি মানুষকে সংবাদ দেওয়ার ওয়াজিব হওয়ার দলিল। এটি কেবল রুয়াইফির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়, বরং যার নিকট এমন ইলম রয়েছে যা অন্য কারো কাছে নেই এবং যা মানুষের প্রয়োজন, তা মানুষকে জানানো ওয়াজিব। যদি সেই ইলম জানার ক্ষেত্রে সে এবং অন্য কেউ শরিক থাকে, তবে তা পৌঁছে দেওয়া ফরজে কিফায়া। আবু জুরআ 'শারহু সুনানে আবি দাউদ'-এ কথাটি বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "সম্ভবত তোমার জীবন দীর্ঘ হবে", এতে নবুয়তের অন্যতম নিদর্শন রয়েছে; কেননা রুয়াইফির হায়াত ছাপ্পান্ন হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল এবং তিনি মিসরের অন্তর্ভুক্ত বারকাহ নামক স্থানে সেখানকার আমির থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তিষ্পান্ন হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর বক্তব্য: "যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিঁট দিল" এখানে 'লাম' বর্ণটি কেবল জের (কাসরা) দিয়ে পড়তে হবে। এর বহুবচন 'লিহা' জের (কাসরা) এবং পেশ (দাম্মা) উভয়ভাবে হয়—আল-জাওহারি এমনটিই বলেছেন।

খাত্তাবি বলেন: দাড়ি গিঁট দেওয়ার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: প্রথমত: যুদ্ধের সময় তারা যা করত; তারা তাদের দাড়িতে গিঁট দিয়ে রাখত, আর এটি ছিল অনারবদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত, তারা তা পাকাতো এবং গিঁট দিত। আবুস সাআদাত বলেন: অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা বশত তারা এমনটা করত। দ্বিতীয়ত: এর অর্থ হলো চুলকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে তা কুঁচকানো বা পেঁচানো হয়ে যায়, আর এটি ছিল নারীসুলভ কাজ। আবু জুরআ ইবনে আল-ইরাকি বলেন: উত্তম হলো একে সালাতের মধ্যে দাড়িতে গিঁট দেওয়ার ওপর প্রয়োগ করা, যেমনটি মুহাম্মদ ইবনে আর-রাবি'র বর্ণনা নির্দেশ করে।

(ص: 132)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفيه: "أن من عقد لحيته في الصلاة"1.
قوله: "أو تقلد وترا" أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي رواية محمد بن الربيع: "أو تقلد وترا- يريد تميمة". فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟
قوله: "أو استنجد برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه" قال النووي: أي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له.

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن " 2 وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبیر قال: " من قطع تيمية من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: " كانوا يكرهون التبائم كلها، من القرآن وغير القرآن ".
فيه مسائل:

الأولى: تفسير الرقي والتبائم.

الثانية: تفسير التولة.

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التيمية إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تيمية من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجد بعظم أو روث، وقال: إنها لا يطهران " 3.

قوله: " وعن سعيد بن جبیر قال: " من قطع تيمية من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع " هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلًا؛ لأن سعيدًا تابعي⁴ وفيه فضل قطع التبائم لأنها شرك.

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة.
قوله: "وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمايم كلها من القرآن وغير القرآن
"

- 1 في قرّة العيون: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من قتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ من شارب فليس منا) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح: (خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحي) وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك.
- 2 مسلم: كتاب الصلاة (1450) (150): باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.
- 3 إسناده ضعيف: الدارقطني (56/1) وقال: إسناده صحيح، وفي إسناده الحسن بن الفرات منكر الحديث كما قال أبو حاتم وراجع النهج السديد (115).
- 4 في قرّة العيون: فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمايم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه، فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى.

এতে রয়েছে: "যে ব্যক্তি সালাতে তার দাড়িতে গিঁট দিল"।

তাঁর বাণী: "অথবা ধনুকের ছিলা পরিধান করল" অর্থাৎ একে নিজের গলায় অথবা তার পশুর গলায় হারের মতো পরিধান করল। মুহাম্মদ ইবনে রাবি'র বর্ণনায় রয়েছে: "অথবা ধনুকের ছিলা পরিধান করল—অর্থাৎ তামীমা (তাবিজ)"। সুতরাং যদি এই হুকুম সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে

হয় যে ধনুকের ছিলা পরিধান করল, তবে তাদের অবস্থা কেমন হবে যারা মৃত ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করে, যে বিষয়ে মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতসমূহে নিষেধ ও কঠোর সতর্কতা এসেছে?

তাঁর বাণী: "অথবা পশুর বিষ্ঠা বা হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করল, তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তার থেকে দায়মুক্ত" ইমাম নববী বলেন: অর্থাৎ তার কাজ থেকে দায়মুক্ত। এটি প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত। ইমাম নববী প্রায়ই হাদিসগুলোকে তাদের প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে ব্যাখ্যা (তাবীল) করেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন।

সহীহ মুসলিমে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "তোমরা গোবর বা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করো না, কেননা তা তোমাদের জিন ভাইদের খাবার।" আর এর ভিত্তিতে এ দুটি দ্বারা ইস্তিনজা করা যথেষ্ট হবে না, যেমনটি ইমাম আহমদের মাযহাবের প্রকাশ্য মত; কারণ ইবনে খুজাইমা ও দারা কুতনী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন—

সাইদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো মানুষের দেহ থেকে একটি তামীমা (তাবিজ) কেটে ফেলল, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।" ওয়াকী এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর (ওয়াকীর) নিকট ইব্রাহিম (নাখায়ী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তারা (সাহাবীগণ) কুরআন থেকে হোক বা কুরআন ছাড়া অন্য কিছু থেকে হোক—সব ধরনের তামীমাকেই (তাবিজ) অপছন্দ করতেন।"

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: রুকইয়াহ এবং তামীমার ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: তিওয়ালার ব্যাখ্যা।

তৃতীয়: এই তিনটি বিষয়ই কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ: বদনজর এবং বিষক্রিয়ার জন্য সত্য কথার মাধ্যমে রুকইয়াহ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চম: তামীমা যদি কুরআন থেকে হয়, তবে আলেমগণ কি এর অন্তর্ভুক্ত কি না তা নিয়ে মতভেদ করেছেন।

ষষ্ঠ: পশুর ওপর বদনজর থেকে বাঁচতে ধনুকের ছিলা ঝুলানো এর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম: যে ব্যক্তি ধনুকের ছিলা লটকায় তার জন্য কঠোর হুমকি।

অষ্টম: কোনো মানুষের শরীর থেকে তামীমা (তাবিজ) ছিঁড়ে ফেলার সওয়াবের ফজিলত।

নবম: ইব্রাহিমের কথা পূর্ববর্তী মতভেদের বিরোধী নয়; কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হলো আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর সাথীগণ।

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাড় বা গোবর দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: এ দুটি পবিত্র করে না।"

তাঁর বাণী: "সাদ্দ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'যে ব্যক্তি কোনো মানুষের দেহ থেকে একটি তামীমা (তাবিজ) কেটে ফেলল, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।' ওয়াকী এটি বর্ণনা করেছেন।" এটি আহলে ইলমদের নিকট মারফু-এর হুকুম রাখে; কারণ এই ধরনের কথা নিজস্ব রায়ের (মতামতের) ভিত্তিতে বলা যায় না। এটি মুরসাল হিসেবে গণ্য হবে, কারণ সাদ্দ একজন তাবিঈ। এতে তামীমা (তাবিজ) কেটে ফেলার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, কারণ তা শিরক।

ওয়াকী: তিনি হলেন ইবনুল জাররাহ বিন ওয়াকী আল-কুফি, একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম এবং 'আল-জামি' সহ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা। ইমাম আহমদ ও তাঁর সমসাময়িকগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একশত সাতানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বাণী: "তাঁর নিকট ইব্রাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'তারা কুরআন থেকে হোক বা কুরআন ছাড়া অন্য কিছু থেকে হোক—সব ধরনের তামীমাকেই (তাবিজ) অপছন্দ করতেন।'"

১. কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: আমি বলি, অনেক মানুষ মোচ পাকিয়ে এর দুই প্রান্ত লম্বা রাখে যা এর একটি অংশ—এটি তার সদৃশ। যায়িদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার মোচ থেকে কিছু অংশ কাটল না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" আহমদ, নাসাঈ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (তিরমিজি) একে সহীহ বলেছেন। সহীহ (বুখারি ও মুসলিম) গ্রন্থে রয়েছে: "তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, মোচ খাটো করো এবং দাড়ি লম্বা করো।" এটি ওয়াজিব হওয়ার ওপর দলিল প্রদান করে। ইবনে হাজম উল্লেখ করেছেন যে এটি ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, সুতরাং তা থেকে নিষেধ করা অবধারিত।

২. মুসলিম: সালাত অধ্যায় (১৪৫০) (১৫০): ফজর সালাতে কিরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়া এবং জিনদের ওপর কিরাত পাঠের অনুচ্ছেদ।

৩. এর সনদ দুর্বল: দারা কুতনী (১/৫৬) এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন, তবে এর সনদে হাসান বিন ফুরাত রয়েছেন যিনি মুনকারুল হাদিস, যেমনটি আবু হাতিম বলেছেন। দেখুন: আন-নাহজ আস-সাদীদ (১১৫)।

৪. কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এই ভিত্তিতে তামীমা ঝুলানো থেকে নিষেধ করা এবং তা কেটে ফেলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা ওয়াজিব। এতে পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে এটিও রয়েছে যে এটি শিরক। এছাড়া শিরকের প্রতি—তা কম হোক বা বেশি—সালাফ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কঠোরতা এবং তা থেকে নিষেধ করার বিষয়টির বর্ণনা রয়েছে। যখন এই উম্মতের শেষ সময়ে ইসলামের অপরিচিতি (গুরবাহ) প্রকট হলো, তখন এটি এবং এর চেয়ে বড় বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা সবচাইতে বড় মন্দ কাজে পরিণত হলো, এমনকি যারা ইলমের দিকে সম্বন্ধ রাখে তাদের কাছেও, যা গোপন নয়।

(ص: 133)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وإبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة، ولم يثبت له سماع معها. مات سنة ست وتسعين، وله خمسون سنة أو نحوها. قوله: "كانوا يكرهون التباثم" إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، كعلقمة، والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد، وعبدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم، وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره.

এবং ইব্রাহিম হলেন ইমাম ইব্রাহিম ইবনে ইয়াজিদ আন-নাখয়ী আল-কুফি, যার উপনাম আবু ইমরান। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং শ্রেষ্ঠ ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত। আল-মিযযী বলেছেন: তিনি আয়িশার নিকট প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর থেকে কোনো কিছু শ্রবণ করার

বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তিনি ছিয়ানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর বা তার কাছাকাছি।

তাঁর বক্তব্য: "তাঁরা তাবীজ অপছন্দ করতেন" শেষ পর্যন্ত—এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথীবর্গ, যেমন আলকামা, আল-আসওয়াদ, আবু ওয়াইল, হারিস ইবনে সুওয়াইদ, উবাইদাহ আস-সালমানী, মাসরুক, রাবি ইবনে খুসাইম, সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ এবং অন্যান্যরা। তাঁরা ছিলেন তাবিঈদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ইব্রাহিম তাঁদের বক্তব্য বর্ণনার ক্ষেত্রে এই শব্দরীতি ব্যবহার করে থাকেন, যেমনটি হাফেজ ইরাকী ও অন্যান্যরা স্পষ্ট করেছেন।

(ص: 133)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما"
وقول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} 1.

قوله: "بَاب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما" كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك.

1 سورة النجم آية: 19-20.

পরিচ্ছেদ: "যে ব্যক্তি কোনো গাছ, পাথর বা অনুরূপ কোনো কিছুর মাধ্যমে বরকত হাসিল করে"

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?} ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি কোনো গাছ, পাথর বা অনুরূপ কোনো কিছুর মাধ্যমে বরকত
হাসিল করে" যেমন কোনো স্থান, কবর এবং অনুরূপ কিছু; অর্থাৎ সে মুশরিক।

১ সূরা আন-নাজম আয়াত: ১৯-২০।

(ص: 134) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "قول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} الآيات". وكانت اللات
لثقيف، والعزى لقريش وبنى كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت
لهذيل وخزاعة.
فأما "اللات" فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد
وحبيد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء.
فعلى الأولى قال الأعمش: سبوا اللات من الإله، والعزى من العزيز. قال ابن جرير:
وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن
قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز.
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار
وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلي
الله عليه وسلم البغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
وعلى الثانية قال ابن عباس: "كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على
قبره" ذكره البخاري. قال ابن عباس: "كان يبيع السويق والسمن عند صخرة

ويسلّوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبتت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق "1 وعن مجاهد نحوه وقال: " فلما مات عبوده". رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنهم عبوده" وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم.

قلت: لا منافاة بين القولين؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيها.

1 وفي النهاية: السلاء السمن. وفي فتح الباري (ج 8 ص 433) : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس -ولفظه في زيادة- " وكان يلت السويق على الحجر، فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبوده". واختلف في اسم هذا الرجل، فعن مجاهد: "كان رجلاً في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم فكان يسلّو من رسلها. ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيساً ويطعم من يمر به من الناس. فلما مات عبوده". وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب. اهـ مختصراً.

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ তাআলার বাণী: {তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাভ ও উযযা সম্পর্কে, এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?} আয়াতসমূহ।" লাভ ছিল সাকীফ গোত্রের জন্য, উযযা ছিল কুরাইশ ও বনী কিনানা গোত্রের জন্য এবং মানাত ছিল বনী হিলাল গোত্রের জন্য। ইবনে হিশাম বলেন: এটি হুযাইল ও খুযাআ গোত্রের জন্য ছিল।

'লাভ' শব্দটির ক্ষেত্রে জমহূর (অধিকাংশ) কিরাত পাঠকারীগণ 'তা' বর্ণটি হালকাভাবে (তাসদীদ ছাড়া) পড়েছেন। আর ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, মুজাহিদ, হুমাইদ, আবু সালিহ ও রুওয়াইস 'তা' বর্ণটিতে তাসদীদ যোগে (আল-লাত্বু) পড়েছেন।

প্রথম কিরাত অনুযায়ী আমাশ বলেন: তারা 'ইলাহ' শব্দ থেকে 'লাভ' এবং 'আযীয' শব্দ থেকে 'উযযা' নামকরণ করেছে। ইবনে জারীর বলেন: তারা এর নাম আল্লাহ তাআলার নাম থেকে উদ্ভূত করেছিল; তারা বলত: 'লাভ' হলো তাঁর (আল্লাহর নামের) স্ত্রীবাচক রূপ—তাদের এই উক্তি থেকে আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহান। তিনি বলেন: অনুরূপভাবে 'আযীয' থেকে 'উযযা' নাম রাখা হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন: লাত ছিল একটি সাদা খোদাইকৃত পাথর, যার ওপর তায়েফে একটি ঘর নির্মিত ছিল। সেখানে পর্দা এবং খাদেম ছিল। এর চারপাশে একটি প্রাঙ্গণ ছিল যা তায়েফবাসীদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। তারা ছিল সাকীফ গোত্র এবং তাদের অনুসারীরা; কুরাইশদের পর আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোর ওপর তারা এটি নিয়ে গর্ব করত। ইবনে হিশাম বলেন: অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শু'বাকে পাঠালেন, তিনি সেটি ধ্বংস করেন এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন।

দ্বিতীয় কিরাত অনুযায়ী ইবনে আব্বাস বলেন: "সে ছিল একজন ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলিয়ে দিত। যখন সে মারা গেল, তখন তারা তার কবরের ওপর অবস্থান গ্রহণ করল (উপাসনা শুরু করল)।" এটি বুখারী উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস আরও বলেন: "সে একটি পাথরের কাছে ছাতু ও ঘি বিক্রি করত এবং পাথরের ওপর ঘি ঢালত। যখন সেই লোকটি মারা গেল, তখন সাকীফ গোত্র সেই ছাতু প্রস্তুতকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ঐ পাথরের পূজা শুরু করল।" মুজাহিদ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "যখন সে মারা গেল, তারা তার ইবাদত শুরু করল।" এটি সাঈদ ইবনে মানসুর বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে আবী হাতিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: "তারা তার ইবাদত করেছিল।" একদল আলেম অনুরূপ কথা বলেছেন।

আমি বলি: এই দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই; কেননা তারা পাথর এবং কবর উভয়কেই উপাস্য বানিয়ে ও সম্মান প্রদর্শন করে পূজা করত।

১. 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'সিলা' অর্থ হলো ঘি। 'ফাতহুল বারী' (৮ম খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)-তে আছে: ইবনে আবী হাতিম আমার ইবনে মালিকের সূত্রে আবুল জাওয়া থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন—যার শব্দাবলিতে কিছুটা অতিরিক্ত আছে— "সে পাথরের ওপর ছাতু গুলাত, যে ব্যক্তিই তা পান করত সে মোটা হয়ে যেত, ফলে তারা তার পূজা শুরু করে।" এই লোকটির নাম নিয়ে মতভেদ আছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত: "জাহেলিয়াতের যুগে তায়েফের একটি পাথরের ওপর এক ব্যক্তি থাকত যার কিছু বকরি ছিল, সেগুলোর দুধ থেকে সে ঘি বের করত। আর সে তায়েফের কিশমিশ ও পনির নিয়ে তা দিয়ে 'হাইস' (এক প্রকার খাবার) তৈরি করত এবং পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী লোকদের খাওয়াত। যখন সে মারা গেল, তারা তার ইবাদত শুরু করল।" কেউ কেউ দাবি করেছেন যে সে ছিল আমির ইবনে যারব। সমাপ্ত (সংক্ষিপ্ত)।

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام.

وأما "العزى" فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة - بين مكة والطائف - كانت قريش يعظمونها. كما قال أبو سفيان يوم أحد: "لنا العزى ولا عزى لكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم " 1. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 2. "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة - وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات - فقطع السمرات، وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً، فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: تلك العزى " قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.

وأما "مناة" فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها: من اسم الله المنان، وقيل: لكثرة ما يبنى - أي يراق - عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة "رضي الله عنها: "إنها صنم بين مكة والمدينة". قال ابن هشام: " فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فهدمها عام الفتح ". فمعنى الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذفاً تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة، أنفعت أو ضرت، حتى تكون شركاء لله تعالى؟.

وقوله: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى} 3 قال ابن كثير: تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} 4 أي جور وباطلة. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها فتزهدون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله: {إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَاءٌ سَيِّئُئُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} 5 أي من تلقاء أنفسكم {مَا أُنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} أي من حجة {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} 6 أي ليس لهم مستند إلا

1 البخاري: الشروط (2734) ، وأبو داود: الجهاد (2765) .

2 البخاري: كتاب المغازي (4043) : باب غزوة أحد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

3 سورة النجم آية: 21.

4 سورة النجم آية: 22.

5 سورة النجم آية: 23.

6 سورة النجم آية: 28.

এই ধরনের কাজের জন্যই কবরের উপর মাজার ও গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে। এতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, জাহিলিয়াত আমলের লোকেরা নেককার লোক এবং মূর্তিদের পূজা করত।

আর "উযযা" প্রসঙ্গে ইবনে জারীর বলেন: এটি ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে একটি গাছ, যার ওপর একটি ঘর ও পর্দা ছিল। কুরাইশরা একে সম্মান করত। যেমন ওহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান বলেছিল: "আমাদের জন্য উযযা আছে আর তোমাদের কোনো উযযা নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা বলো: আল্লাহ আমাদের অভিভাবক আর তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।" ১. আর নাসায়ী এবং ইবনে মারদুওয়াহ আবু তুফাইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ২. "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন, তখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নাখলা অভিমুখে পাঠালেন—সেখানে উযযা ছিল এবং সেটি তিনটি বাবুল গাছের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তিনি

গাছগুলো কেটে ফেললেন এবং তার ওপর নির্মিত ঘরটি ভেঙে ফেললেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন: ফিরে যাও, কারণ তুমি কিছুই করোনি। খালিদ ফিরে গেলেন। রক্ষীরা যখন তাকে দেখতে পেল, তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যেতে লাগল আর বলতে লাগল: হে উযযা! হে উযযা! খালিদ সেখানে পৌঁছে দেখলেন একজন নগ্ন নারী, যার চুলগুলো ছিল আলুথালু এবং সে তার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছে। তিনি তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন: সেটিই ছিল উযযা।" আমি (লেখক) বলি: এই সবই এবং এর চেয়েও জঘন্য বিষয় বর্তমানে মৃতদের সমাধি ও মাজারগুলোতে ঘটছে।

আর "মানাত" ছিল মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক স্থানের নিকটবর্তী মুশাল্লাল নামক এলাকায়। খুযাআহ, আওস এবং খায়রাজ গোত্রের লোকেরা একে সম্মান করত এবং হজ্জের জন্য এখান থেকেই ইহরাম বাঁধত। এর নামকরণের উৎস হলো: আল্লাহর নাম আল-মান্নান থেকে। আবার কেউ বলেছেন: বরকত লাভের আশায় সেখানে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত (কুরবানি) করা হতো বলে একে মানাত বলা হয়। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত উরওয়ার হাদীসে বলেন: "এটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি মূর্তি ছিল।" ইবনে হিশাম বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর আলীকে এটি ধ্বংস করার জন্য পাঠালেন এবং তিনি তা ধ্বংস করেন।" আয়াতের অর্থ সম্পর্কে যেমনটি কুরতুবী বলেছেন: এখানে একটি অংশ উহ্য রয়েছে যার অর্থ হলো: তোমরা কি এই উপাস্যদের দেখেছ, তারা কি কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পেরেছে যে তারা মহান আল্লাহর অংশীদার হবে?

আর আল্লাহর বাণী: {তোমাদের জন্য কি পুত্র সন্তান আর তাঁর জন্য কন্যা সন্তান?} ৩ ইবনে কাসীর বলেন: তোমরা কি তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করছ এবং তাঁর সন্তানকে কন্যা বানাচ্ছ, অথচ নিজেদের জন্য পুত্র পছন্দ করছ? মহান আল্লাহর বাণী: {তবে তো এটি এক অন্যায় বণ্টন} ৪ অর্থাৎ এটি অবিচার এবং বাতিল। তোমরা কীভাবে তোমাদের রবের সাথে এমন বণ্টন করছ, যা দুজন সৃষ্টির মাঝে হলেও তা হতো অবিচার ও নির্বুদ্ধিতা? তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে অসম্মানজনক মনে করছ অথচ আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করছ। আর মহান আল্লাহর বাণী: {এগুলো তো কেবল কিছু নাম যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ} ৫ অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে এগুলো তৈরি করেছ {আল্লাহ এ ব্যাপারে

কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি} অর্থাৎ কোনো প্রমাণ পাঠাননি {তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে} ৬ অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই কেবল...

১ বুখারী: আশ-শুরুত (২৭৩৪), এবং আবু দাউদ: আল-জিহাদ (২৭৬৫)।

২ বুখারী: কিতাবুল মাগাযী (৪০৪৩): বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ওহুদ যুদ্ধের অধ্যায়।

৩ সূরা আন-নাযম, আয়াত: ২১।

৪ সূরা আন-নাযম, আয়াত: ২২।

৫ সূরা আন-নাযম, আয়াত: ২৩।

৬ সূরা আন-নাযম, আয়াত: ২৮।

(ص: 136)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم 1 {وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ} وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم
عن أبي واقد الليثي قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين
ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركون سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها
أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات
أنواط كما لهم ذات
الأقدمين. قوله: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} 2 قال ابن كثير: " ولقد أرسل
الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم
به ولا انقادوا له " اهـ.

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة معها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركاتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبور الصالحين كالات، وبالأشجار كالعزى ومناة 3 من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان.

قوله: " عن أبي واقد الليثي قال: " خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال:

1 الظن هنا: ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب؛ فإنهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق حواسهم، ولا من خبر صادق، وإنما هو مما يشيعه السدنة ترويجاً لتجارتهن الخاسرة. ويزيد الجاهلين تعلقاً بأوليائهم من دون الله: ما تهوى أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب الكونية، فهم يعظمون أولئك الموقى لهوى أنفسهم وقضاء وطهرهم لا حبا في الإيمان والمؤمنين. ولذلك تراهم يتنقلون من ميت إلى آخر إذا لم يجدوا مسألتهم قضيت عند الأول. وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي الذي كان في نظرهم كبيرا أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات. والله يقول: إن هؤلاء جميعاً لا يتبعون إلا هوى أنفسهم وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب الأولياء والصالحين.

2 سورة النجم آية: 23.

3 ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة، وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة من العزى التي كانت امرأة يزعمون أنها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات.

وكذلك مناة. ولذلك سبوا الأشجار العزى والحجر مناة؛ كما يسي الناس اليوم
النحاس الذي يقام على القبر حسيناً وزينب وغيرهما من الصالحين، فهم يتبركون
بها على هذه العقيدة الجاهلية.

তাদের সেই সকল পিতৃপুরুষদের প্রতি সুধারণা পোষণ, যারা তাদের পূর্বে এই ভ্রান্ত পথ
অবলম্বন করেছিল {এবং যা প্রবৃত্তি কামনা করে}, তাদের নেতৃত্ব লাভ এবং পিতৃপুরুষদের
মহিমাম্বিত করার মাধ্যমে কেবল নিজেদের নফসের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম, তখন আমরা কুফর ত্যাগ করে
নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল যার কাছে তারা ইতিকাফ করত
এবং তাতে তাদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত, তাকে 'জাতু আনওয়াত' বলা হতো। আমরা একটি
কুল গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি 'জাতু
আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন, যেমন তাদের একটি 'জাতু আনওয়াত' রয়েছে।"

পূর্ববর্তীদের। তাঁর বাণী: {এবং অবশ্যই তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত
এসেছে} ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাদের কাছে উজ্জ্বল সত্য এবং
অকাট্য দলিলসহ রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, তা সত্ত্বেও তারা যা নিয়ে আসা হয়েছে তার
অনুসরণ করেনি এবং তার প্রতি অনুগত হয়নি।" সমাপ্ত।

অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াতগুলোর মিল এই দিক থেকে যে, এই প্রতিমাগুলোর
পূজারীরা বিশ্বাস করত যে সেগুলোকে সম্মান করা, তাদের কাছে দুআ করা, সাহায্য প্রার্থনা
করা এবং যা আশা করা হয় তা অর্জনে সেগুলোর ওপর নির্ভর করার মাধ্যমে বরকত হাসিল
হয়; তারা সেগুলোর বরকত ও সুপারিশের আশা করত। তাই লাতেফ ন্যায় নেককারদের
কবরের মাধ্যমে এবং উযযা ও মানাতের ন্যায় গাছের মাধ্যমে বরকত অন্বেষণ করা সেই
মুশরিকদের মূর্তিপূজার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করবে এবং কোনো কবর,
পাথর বা গাছের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করবে, সে এই মূর্তিপূজারীদের শিরকের
অনুকরণ করল; বরং এই মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের সাথে যা করছে তা পূর্ববর্তীদের কর্মের
চেয়েও বড়। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

তাঁর উক্তি: "আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হলাম, তখন আমরা কুফর

ত্যাগ করে নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল যার কাছে তারা ইতিকার করত এবং তাতে তাদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত, তাকে বলা হতো:

১. এখানে 'ধারণা' বলতে তাদের ওলীদের সম্পর্কে মুশরিকদের এমন ধারণা বুঝানো হয়েছে যে, তারা ডাক শুনে এবং সাড়া দেয়; অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, না ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, না কোনো সত্য সংবাদের মাধ্যমে। বরং এটি খাদেমদের (মাজার সেবকদের) রটানো প্রপাগান্ডা যাতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা সচল থাকে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তীদের তাদের ওলীদের প্রতি আসক্তি বাড়িয়ে দেয় যা তাদের প্রবৃত্তি কামনা করে—জাগতিক কারণসমূহ ছাড়াই তাদের প্রয়োজন পূরণ হওয়া। তারা ঈমান এবং মুমিনদের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়, বরং তাদের নফসের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেই মৃতদের সম্মান করে। এ কারণেই আপনি দেখবেন যখন তারা প্রথম জনের কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণ হতে দেখে না, তখন তারা এক মৃত ব্যক্তি থেকে অন্য জনের কাছে চলে যায়। একইভাবে মাজারের খাদেমদের দেখবেন, যখন তারা এক ওলীর দায়িত্ব থেকে অন্য ওলীর কাছে যায় যাকে তারা বড় মনে করত, তখন যে কবরে তারা স্থানান্তরিত হয়েছে তাকে বেশি বরকতময় ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করতে থাকে। আল্লাহ বলেন: তারা সবাই কেবল তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তারা ওলী ও নেককারদের ভালোবাসার দাবিতে চরম মিথ্যাবাদী।

২. সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৩।

৩. তারা উযযা ও মানাতের মাধ্যমে শুধু নিছক পাথর হিসেবে বরকত অন্বেষণ করত না; বরং তারা মনে করত বরকত আসে সেই উযযা থেকে, যাকে তারা একজন নারী মনে করত যাকে ওলী বলে দাবি করা হতো এবং এই গাছগুলোর কাছে দাফন করা হয়েছিল। মানাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। এই কারণেই তারা গাছগুলোকে উযযা এবং পাথরকে মানাত নামে নামকরণ করেছিল; যেমন বর্তমান যুগে মানুষ কবরের ওপর নির্মিত তামার কাঠামোকে হোসাইন, যয়নাব বা অন্যান্য নেককারদের নামে অভিহিত করে। তারা এই জাহেলী বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এগুলোর মাধ্যমে বরকত অন্বেষণ করে।

لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن قلتم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ { لتركبن سنن من كان قبلكم " رواه الترمذي وصححه 1.

أبو واقد: اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه.

قوله: "عن أبي واقد" قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة.

قوله: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين" وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف" الحديث.

قوله: "ونحن حدثاء عهد بكفر" أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف رحمه الله.

قوله: "وللمشركين سدرة يعكفون عندها". العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} 2، وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيماً لها 3. وفي حديث عمرو: "كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله".

قوله: "وينوطون بها أسلحتهم" أي يعلقونها عليها للبركة.

1 صحيح: الترمذي: كتاب الفتن (2180) : باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلکم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأحمد (218/5) ، وابن جرير (31/9) ، (32) ، والطبراني في الكبير (3290) ، (3294) . وصححه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (34/10) .

2 سورة الأنبياء آية: 52.

3 كما يعكف اليوم عباد القبور عندها ويجاورون، معتقدين أن لهم بذلك الزلفى والقربى، ويعتقد الجاهلون لهم ذلك فيعاونونهم بالندور لتلك القبور والصدقات قرابة لأولئك البوتى. وكل ذلك من الشرك الأكبر.

তাদের একটি 'জাতু আনওয়াত' (লটকানোর বৃক্ষ) ছিল। আমরা একটি কুল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্যও একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের একটি 'জাতু আনওয়াত' রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আল্লাহ্ আকবার! এ তো পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি। তোমরা সে কথাই বললে, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, বনী ইসরাঈল মূসাকে যা বলেছিল: {আমাদের জন্য একজন উপাস্য নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের অনেক উপাস্য রয়েছে। তিনি (মূসা) বললেন: তোমরা তো এক অজ্ঞ জাতি।} তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন।^১

আবু ওয়াকিদ: তাঁর নাম হারিস ইবনে আউফ। এই অধ্যায়ে আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা তিরমিযী উল্লেখ করেছেন। আর এটি আহমাদ, আবু ইয়ালা, ইবনে আবি শায়বাহ, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনিয়র, ইবনে আবি হাতিম এবং তাবারানী অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "আবু ওয়াকিদ হতে" - তাঁর নামের উল্লেখ তিরমিযীর বক্তব্যে ইতিপূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, যিনি ৬৮ হিজরীতে পঁচাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উক্তি: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুনাইনের দিকে বের হলাম।" আমর ইবনে আউফের হাদীসে—যা ইবনে আবি হাতিম, ইবনে মারদুওয়াইহ এবং তাবারানীর নিকট বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেন: "আমরা মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধে বের হলাম, তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু বেশি, এমনকি যখন আমরা হুনাইন ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছালাম" - হাদীসটি।

তাঁর উক্তি: "আমরা কুফরের জমানার নিকটবর্তী ছিলাম" অর্থাৎ কুফর ত্যাগের সময়টি আমাদের নিকটবর্তী ছিল। এতে এই দলিল রয়েছে যে, অন্যান্য সাহাবীগণ যারা অগ্রেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। আর যে ব্যক্তি বাতিল থেকে ফিরে এসেছে যাতে তার অন্তর অভ্যস্ত ছিল, সে নিরাপদ নয় যে তার অন্তরে সেই অভ্যাসের অবশিষ্টাংশ থেকে যাবে। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এটি উল্লেখ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল যার নিকট তারা অবস্থান (ইতিকাফ) করত।" অবস্থান বা 'আকুফ' হলো কোনো স্থানে কোনো জিনিসের ওপর নিবিষ্ট হয়ে থাকা। এ থেকেই খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি: {যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: এই মূর্তিগুলো কী যাদের সামনে তোমরা নিবিষ্ট হয়ে অবস্থান (আকুফ) করছ?} ২। আর সেই কুল গাছের নিকট মুশরিকদের অবস্থান ছিল বরকত লাভের আশায় এবং সেটিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৩। আমরের হাদীসে আছে: "তাতে অশ্লিশস্ত্র লটকানো হতো বিধায় একে 'জাতু আনওয়াত' বলা হতো এবং আল্লাহর পরিবর্তে সেটির ইবাদত করা হতো।"

তাঁর উক্তি: "এবং তারা তাতে তাদের অশ্লিশস্ত্র লটকিয়ে রাখত" অর্থাৎ বরকতের জন্য তারা সেগুলো তাতে ঝুলিয়ে রাখত।

১ সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুল ফিতান (২১৮০): অনুচ্ছেদ: তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে। তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ (৫/২১৮), ইবনে জারীর (৯/৩১, ৩২), তাবারানী কাবীর (৩২৯০), (৩২৯৪)। আরনাউত জামেউল উসুল (১০/৩৪) এর তাখরীজে একে সহীহ বলেছেন।

২ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫২।

৩ যেমন আজ কবুর পূজারীরা কবরের নিকট অবস্থান করে এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে, এই বিশ্বাসে যে এর মাধ্যমে তাদের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ হবে। আর মূর্খরা তাদের প্রতি

এমন বিশ্বাস পোষণ করে, ফলে তারা সেই মৃতদের নৈকট্য লাভের আশায় কবরের জন্য মানত ও সদকা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করে। এসবই শিরকে আকবার (বড় শিরক)।

(ص: 138) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أنواط. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن قلتم، والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها.

قوله: " فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط " قال أبو السعادات: سأله أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نوط، وهو مصدر سبي بها المنوط. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر " وفي رواية: " سبحان الله ". والبراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيماً لله وتنزيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية.

قوله: " إنها السنن " بضم السين أي الطرق.

قوله: " قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة " شبه مقلتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له

مَا يَأْلُهُ وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَإِنْ اِخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، فَتَغْيِيرُ الْاسْمِ لَا يَغْيِرُ الْحَقِيقَةَ.

ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور، من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله.

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث: "ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في

আনওয়াত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ্ আকবার! এটিই হলো পূর্ববর্তীদের পথ। তোমরা তো সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তা-ই বললে যা বনী ইসরাঈল মুসাকে বলেছিল: {আমাদের জন্যও একজন উপাস্য বানিয়ে দিন যেমন তাদের অনেক উপাস্য রয়েছে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এক অজ্ঞ জাতি}।

আমি বলি: এর মধ্যে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তাদের সেই গাছের ইবাদত ছিল সম্মান প্রদর্শন, সেখানে অবস্থান গ্রহণ এবং বরকত লাভের মাধ্যমে। আর এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমেই গাছপালা এবং এই জাতীয় বস্তুসমূহের ইবাদত করা হয়েছে।

তাঁর কথা: "আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি জাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন।" আবুস সাআদাত বলেন: তারা তাঁর কাছে অনুরোধ করেছিল যেন তাদের জন্যও সেরূপ একটি গাছ নির্ধারণ করে দেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আর 'আনওয়াত' হলো 'নাওত' এর বহুবচন, যা মূলত একটি মূল শব্দ (মাসদার) যা দিয়ে বুলন্ত বস্তুকে বোঝানো হয়। তারা ধারণা করেছিল যে এটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় একটি বিষয় এবং এর মাধ্যমে তারা নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য করেছিল। অন্যথায়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার ইচ্ছা পোষণ করা থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।

তাঁর কথা: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহু আকবার।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "সুবহানাল্লাহ"। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার মহিমা ঘোষণা করা এবং যেকোনো প্রকার শিরক থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া বা অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করা বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্যান্বিত হওয়ার সময় আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাকবীর ও তাসবীহ ব্যবহার করতেন যখনই তিনি কারো কাছ থেকে এমন কিছু শুনতেন যা আল্লাহর শানে বেমানান, যাতে রুবুবিয়াত বা উলুহিয়াতের অমর্যাদা ঘটে।

তাঁর কথা: "এটিই হলো সুন্নাহ বা পথসমূহ", সীন বর্ণে পেশ যোগে, অর্থাৎ পথসমূহ।

তাঁর কথা: "তোমরা তো সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তা-ই বললে যা বনী ইসরাঈল মূসাকে বলেছিল: আমাদের জন্য একজন উপাস্য বানিয়ে দিন যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে।" তিনি তাদের এই উক্তিকে বনী ইসরাঈলের উক্তির সাথে তুলনা করেছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, উভয় দলই আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছু প্রার্থনা করেছে যাকে তারা উপাস্য বানাবে এবং ইবাদত করবে। যদিও শব্দ দুটি ভিন্ন, কিন্তু অর্থ একই। সুতরাং নাম পরিবর্তন হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেয় না।

এর মধ্যে শিরকের ব্যাপারে ভীতি রয়েছে। আর এটিও প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ কখনো কখনো এমন কিছুকে ভালো মনে করতে পারে যা সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে ধারণা করে, অথচ সেটি তাকে আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে। বর্তমানে অনেক আলেম ও ইবাদতকারীর কবরের অধিপতিদের নিয়ে যে বাড়াবাড়ি এবং তাদের জন্য ইবাদতের অধিকাংশ উৎসর্গ করার বিষয়টি যে জানে না, সে এর প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে পারবে না। তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে, অথচ এটি এমন এক পাপ যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

হাফেয আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আশ-শাফেয়ী, যিনি ইবনে আবি শামা নামে পরিচিত, তাঁর 'আল-বিদা ওয়াল হাওয়াদিস' গ্রন্থে বলেন: "এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত আরও কিছু বিষয় রয়েছে যার পরীক্ষায় সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। শয়তান তাদের সামনে দেয়াল ও খুঁটিতে সুগন্ধি মাখানো এবং প্রতিটি জনপদের বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রদীপ জ্বালানোকে সুশোভিত করে তুলেছে। তাদের কাছে কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করে যে, সে দেখেছে..."

منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضییعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعويضة الحصى خارج باب توما، والعبود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فبما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث 1 انتهى.

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فبما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر؛ أي تقل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المندور له، وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلي الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " 2.

وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً، وطلبوه من النبي صلي الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} 3 فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم عظم الشرك في الإلهية والربوبية، فأكبروا فعله واتخذوه قربة.

1 وفي مصر كذلك من هذه القبور البنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهما، وكثير مما يسمى بالأربعين، بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى، وهي عقيدة أن الولي يتشكل في أربعين جسماً. وزعم الدباغ مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي ثلاثمائة وستون جسماً، وكم في غير مصر من هذه البواضع الشريكة من قبور وأشجار وأحجار، عجل الله بتطهير البلاد منها كما طهر الحجاز بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، مد الله في حياته، ووفق أبناءه للقيام بمثل عمله الصالح وأعلى بهم منار الإسلام.

2 البخاري: الفرائض (6764)، ومسلم: الفرائض (1614)، والترمذي: الفرائض (2107)، وأبو داود: الفرائض (2909)، وابن ماجه: الفرائض (2729، 2730)، وأحمد (200/5، 201/5، 202/5، 208/5، 209/5)، والدارمي: الفرائض (2998، 3000، 3001).

3 سورة الأعراف آية: 138.

তাদের স্বপ্নে এমন কাউকে দেখেছে যারা নেককার ও ওলী হিসেবে পরিচিত, তাই তারা তা করে এবং এর হিফাজত করে অথচ আল্লাহর ফরযসমূহ ও তাঁর সুন্নাতসমূহকে তারা নষ্ট করে। তারা মনে করে যে এর মাধ্যমে তারা নৈকট্য অর্জন করছে। এরপর তারা এর সীমা অতিক্রম করে ঐসব স্থানের প্রভাব তাদের অন্তরে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, ফলে তারা সেগুলোকে সম্মান করে এবং তাদের রোগীদের আরোগ্য ও প্রয়োজন পূরণের আশা করে সেখানে মানত করার মাধ্যমে; অথচ সেগুলো ঝরনা, গাছ, দেয়াল বা পাথর মাত্র। দামেস্ক শহরে এর বহু স্থান রয়েছে, যেমন বাব তুমা-র বাইরের হাইম্মার ঝরনা, বাব আস-সাগিরের ভেতরের সুগন্ধিযুক্ত স্তম্ভ এবং বাব আন-নাসরের বাইরের অভিশপ্ত গাছটি যা রাস্তার ঠিক মাঝখানেই অবস্থিত; আল্লাহ তাআলা এটি কাটা এবং একে সমূলে উপড়ে ফেলা সহজ করে দিন। হাদীসে বর্ণিত 'জাতু আনওয়াত'-এর সাথে এর কতই না মিল রয়েছে। (সমাপ্ত)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহ) আবু শামাহ যা উল্লেখ করেছেন অনুরূপ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন: শিরকপন্থীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রতিমা গ্রহণে কতই না তৎপর, চাই তা যা-ই হোক না কেন। তারা বলে: এই পাথর, এই গাছ এবং এই ঝরনা মানত

গ্রহণ করে; অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা ইবাদত গ্রহণ করে। কেননা মানত হলো একটি ইবাদত এবং নৈকট্য লাভের মাধ্যম যার দ্বারা মানতকারী যার জন্য মানত করা হয় তার নৈকট্য কামনা করে। এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট আলোচনা সামনে আসবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী আলোচিত হবে: "হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে এমন প্রতিমা বানাবেন না যার ইবাদত করা হয়।"

এই বাক্যের মধ্যে বেশ কিছু ফায়দা রয়েছে: যারা গাছ, কবর ও পাথরের প্রতি ভক্তি রাখে, তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করা, সেখানে অবস্থান করা এবং সেখানে পশু জবাই করা হলো শিরক। সাধারণ মানুষ ও মূর্খদের আধিক্য দেখে ধোকায় পড়া উচিত নয়। উম্মতের মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করা যাবে না। কেননা যদি কিছু সাহাবী একে ভালো মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করেন যে তাদের এই চাওয়া বনী ইসরাঈলের এই কথার মতো: {আমাদের জন্য একজন ইলাহ বানিয়ে দিন যেমন তাদের অনেক ইলাহ রয়েছে।} তাহলে জ্ঞান ও মর্যাদায় তাদের চেয়ে বহুগুণ পিছিয়ে থাকা এবং মূর্খতা ও নবুওয়তের যুগ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারীদের কাছে তা কীভাবে অস্পষ্ট থাকবে না?! বরং তাদের কাছে উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের বড় বড় শিরকও অস্পষ্ট থেকে গেছে, ফলে তারা সেগুলোকে বড় কাজ মনে করেছে এবং নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

১. মিশরেও অনুরূপ স্থানে দেখা কবর এবং এই জাতীয় স্থান রয়েছে যেমন হুসাইন ও যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-র কবর এবং 'আরবাস্টিন' (চল্লিশ) নামে পরিচিত অনেক কিছু। এটি জাহেলিয়াতের যুগের লোকদের আকিদার চেয়েও জঘন্য আকিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; আর তা হলো ওলী একই সাথে চল্লিশটি অবয়ব ধারণ করতে পারেন। আর দাব্বাগ চরম নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর সাথে দাবি করেছে যে, একজন ওলীর তিনশ ঘাটটি শরীর হতে পারে। মিশর ছাড়াও এমন বহু শিরকের স্থান রয়েছে যেমন কবর, গাছ ও পাথর। আল্লাহ যেন অতি দ্রুত দেশগুলোকে এ থেকে পবিত্র করেন যেমনটি তিনি পবিত্র হিজায়কে মহামান্য রাজা আব্দুল আজিজ আল সৌদের হাতে পবিত্র করেছেন; আল্লাহ তার হায়াত দীর্ঘ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার মতো নেক আমল করার তাওফিক দান করুন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামের মিনারকে সমুন্নত করুন।

২. বুখারী: আল-ফারায়েয (৬৭৪), মুসলিম: আল-ফারায়েয (১৬১৪), তিরমিযী: আল-ফারায়েয (২১০৭), আবু দাউদ: আল-ফারায়েয (২৯০৯), ইবনে মাজাহ: আল-ফারায়েয (২৭২৯, ২৭৩০), আহমাদ (৫/২০০, ৫/২০১, ৫/২০২, ৫/২০৮, ৫/২০৯), দারেমী: আল-ফারায়েয (২৯৯৮, ৩০০০, ৩০০১)।

৩. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৮।

(ص: 140)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سبوا ذات أنواط. فالشرك مشرك وإن سبى شركه ما سباه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سباه ما سباه. وقس على ذلك.

قوله: " لتركبن سنن من كان قبلكم " بضم 1 الموحدة وضم السين أي طرقهم

1 أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا كما هو في الأحاديث الصحيحة، كحديث: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟" وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه _ . وفي رواية: "ومن الناس إلا أولئك؟".

এর মধ্যে রয়েছে: বিধানের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থ ও মর্মার্থ, নাম নয়। আর এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দাবিকে বনী ইসরাঈলের দাবির মতো

গণ্য করেছেন এবং তারা এর নাম 'জাতু আনওয়াত' রেখেছিল বলে সেদিকে ভ্রমক্ষেপ করেননি। সুতরাং মুশরিক মুশরিকই, সে তার শিরকের যাই নাম দিক না কেন। যেমন কেউ মৃতদের নিকট দোয়া করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে জবেহ ও মানত করা এবং এই জাতীয় কাজগুলোকে সম্মান ও ভালোবাসা নাম দেয়; মূলত এটিই শিরক, যদিও সে এর যাই নাম দিক না কেন। অন্য সব কিছুকে এর ওপরই কিয়াস (অনুমান) করুন।

তাঁর বাণী: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে"

(লতারকাবান্না শব্দে) এক নুক্তা বিশিষ্ট বর্ণে (বা-তে) পেশ এবং 'সুনান' শব্দে 'সিন' বর্ণে পেশ সহকারে, অর্থাৎ তাদের পথসমূহ।

১ অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছিলেন তা এই উম্মতের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। ফলে তারা আমাদের উল্লিখিত পূর্ববর্তীদের পথে চলেছে, যেমনটি সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে। যেমন হাদীস: "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বিঘত-বিঘত ও হাত-হাত (পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে) অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি ইয়াহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন: "তবে আর কারা?" এটি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: "ঐ সকল লোক ছাড়া আর কারা?"।

(ص: 141)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الأفراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح.
والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له.
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلي الله عليه وسلم.

وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

এবং তাদের কর্মপন্থা। আর 'সিন' বর্ণটিতে ফাতহাহ (যবর) দিয়ে একবচন হিসেবে পাঠ করাও বৈধ, যার অর্থ তাদের পথ। এটি একটি সহীহ সংবাদ। এই উম্মতের অনেকের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এর মধ্যে নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন রয়েছে, যেহেতু বিষয়টি সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে যেভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছিলেন।

এই হাদিসে জাহিলিয়াত যুগের লোক এবং আহলে কিতাবদের কৃত কর্মকাণ্ডে তাদের অনুকরণ বা সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে; তবে সেই বিষয়গুলো ব্যতীত যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(ص: 142)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية النجم.

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.

الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه.

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعود بالمغفرة ما ليس لغيرهم.

السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله: "

الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم " فغلظ الأمر بهذه الثلاث.

الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا} 2.

التاسعة: أن نفى هذا من معنى " لا إله إلا الله " مع دقته وخفائه على أولئك.

العاشر: أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة.

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا 3.

الثانية عشرة: قولهم: " ونحن حدثاء عهد بكفر " فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.

التابعون من ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول

الله صلي الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلي الله عليه وسلم في حال الحياة

خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره.

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خلافاً لمن كرهه.

الرابعة عشرة: سد الذرائع.

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: " إنها السنن ".

الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر.

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناهما على الأمر، فصار فيه التنبيه على

مسائل القبر، أما " من ربك "؟ فواضح. وأما " من نبيك؟ " فمن إخباره بأنباء

الغيب. وأما " ما دينك؟ " فمن قولهم: " اجعل لنا " إلى آخره.

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في

قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد كفر.

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى.

1 يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه من دون الله؛ لأنهم كانوا
أجل وأعقل من ذلك، وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي فيها فيتبركون بها
ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها، فبين لهم أن ما طلبوا من
التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صياماً ولا صدقة هو الشرك بعينه. وفيه إبطال لشبهة
مشركي هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به.

2 سورة الأعراف آية: 138.

3 ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لبا جعله النبي نظير قول نبي
إسرائيل (اجعل لنا إلهاً) وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه
بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم؛ لأنهم حدثاء عهد بالإسلام؛
ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي فتأمل.

এতে কতগুলো মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথম: সূরা আন-নাজমের আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়: তারা যে বিষয়টি দাবি করেছিল তার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা।

তৃতীয়: তারা সেই কাজটি শেষ পর্যন্ত লিপ্ত হয়নি।

চতুর্থ: তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিল; কারণ তারা মনে করেছিল যে
আল্লাহ এটি পছন্দ করেন।

পঞ্চম: তারা যদি এই বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে পারেন, তবে অন্যরা অজ্ঞতার শিকারে পরিণত
হওয়ার ব্যাপারে আরও বেশি অগ্রগণ্য।

ষষ্ঠ: তাদের জন্য এমন সব নেক আমল এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা অন্যদের নেই।

সপ্তম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে তাদেরকে ক্ষমা বা অজুহাত দেওয়ার
সুযোগ দেননি, বরং তাদের প্রতিবাদ করে বলেছেন: "আল্লাহু আকবার, নিশ্চয়ই এগুলো
পূর্ববর্তীদের রীতি, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতির অনুসরণ করবে।" তিনি
এই তিনটি বাক্যের মাধ্যমে বিষয়টিকে কঠোরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

অষ্টম: বড় বিষয়টি হলো, আর এটিই মূল উদ্দেশ্য: তিনি খবর দিয়েছেন যে তাদের এই দাবিটি বনী ইসরাঈলের দাবির মতোই ছিল, যখন তারা মূসাকে বলেছিল: "আমাদের জন্য একজন ইলাহ বানিয়ে দিন"।

নবম: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থের মধ্যে এই বিষয়টির অস্বীকৃতিও शामिल রয়েছে, যদিও বিষয়টি সূক্ষ্ম ছিল এবং তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল।

দশম: তিনি ফতোয়া দেওয়ার সময় শপথ করেছেন, আর তিনি কোনো বিশেষ কল্যাণ ছাড়া শপথ করেন না।

একাদশ: শিরকের মধ্যে বড় ও ছোট শিরক রয়েছে; কারণ তারা এই দাবির কারণে ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ হয়ে যাননি।

দ্বাদশ: তাদের উক্তি: "আমরা তখন কুফরের যুগ থেকে নতুন ফিরেছিলাম" - এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে অন্যরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ নয়। এবং তাদের ইলম ও দ্বীনের সরদারগণ অনুসরণের যোগ্য। উম্মতের কাউকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তুলনা করা জায়েয নেই, এবং নবীর জীবদ্দশায় এমন অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে অন্য কেউ শরিক হতে পারে না।

ত্রয়োদশ: বিস্ময়ের সময় তাকবীর বলা; যারা এটিকে অপছন্দ করেন তাদের মতের পরিপন্থী।

চতুর্দশ: শিরকের পথ বা মাধ্যমগুলো বন্ধ করা।

পঞ্চদশ: জাহেলিয়াতের যুগের লোকদের সাদৃশ্য গ্রহণে নিষেধ করা।

ষোড়শ: শিক্ষা দেওয়ার সময় রাগান্বিত হওয়া।

সপ্তদশ: তাঁর উক্তি "নিশ্চয়ই এগুলো রীতি" - এর মাধ্যমে একটি ব্যাপক মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়া।

অষ্টাদশ: এটি নবুওয়াতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি; কারণ তিনি যেমন খবর দিয়েছিলেন বিষয়টি বাস্তবে তেমনই ঘটেছে।

উনবিংশ: কুরআনে আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যেসব কাজের নিন্দা করেছেন, তা আমাদের সতর্ক করার জন্যই।

বিংশ: এটি তাদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে ইবাদতের ভিত্তি হলো নির্দেশের ওপর। এতে কবরের সওয়াল-জওয়াবের বিষয়েও সতর্কবার্তা রয়েছে। "তোমার রব কে?" - এটি স্পষ্ট।

"তোমার নবী কে?" - এটি গায়েবের সংবাদ প্রদান থেকে প্রমাণিত। "তোমার দ্বীন কী?" - এটি তাদের উক্তি "আমাদের জন্য বানিয়ে দিন" ইত্যাদি থেকে নির্গত।

একবিংশ: আহলে কিতাবদের রীতিও মুশরিকদের রীতির মতো নিন্দনীয়।

দ্বাবিংশ: যে ব্যক্তি বাতিল পথ থেকে ফিরে এসেছে যাতে তার অন্তর অভ্যস্ত ছিল, তার অন্তরে সেই অভ্যাসের অবশিষ্টাংশ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়; কারণ তাদের উক্তি ছিল: "আমরা কুফরের যুগ থেকে নতুন ফিরেছিলাম।"

আরও রয়েছে: এই বিষয়ে নিষেধ করার মধ্যে শিরকের পথ বন্ধ করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে, যা অত্যন্ত স্পষ্ট।

১ অর্থাৎ, তারা তাঁর কাছে এমন কোনো ইলাহ চায়নি যাকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করবে; কারণ তারা এর চেয়েও মর্যাদা সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ছিলেন। বরং তারা এমন একটি গাছের অনুমতি চেয়েছিল যাতে তারা বরকত হাসিল করতে পারে এবং তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতে পারে, সেখানে কোনো সালাত আদায় বা দান-সদকা করার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করলেন যে, বরকত হাসিলের জন্য তারা যা চেয়েছে, তা-ই শিরক, যদিও সেখানে সালাত, সিয়াম বা সদকা নেই। এতে বর্তমান সময়ের মুশরিকদের সেই সংশয় বাতিল প্রমাণিত হয় যারা দাবি করে যে, তারা যা করছে তা কেবল বরকত এবং সম্মান প্রদর্শন, এতে কোনো দোষ নেই।

২ সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৮।

৩ তারা যা চেয়েছিল তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যদি তা-ই হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে বনী ইসরাঈলের উক্তি "আমাদের জন্য একজন ইলাহ বানিয়ে দিন" এর সমতুল্য করতেন না এবং এর ওপর শপথ করতেন না। বরং এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন বনী ইসরাঈল যা চেয়েছিল তা বড় শিরক ছিল। তারা এই দাবির কারণে কাফের হয়ে যাননি কারণ তারা নতুন মুসলিম ছিলেন; এবং তারা যা দাবি করেছিলেন তা বাস্তবে রূপদান করেননি বরং তারা কেবল নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

بَاب: " مَا جَاء فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ "

قال المصنف رحمه الله: " وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك؟ فواضح، وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك؟ فمن قولهم اجعل لنا إلهاً إلخ. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره " قاله المصنف رحمه الله

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه:

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة؛ وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله
وقول الله تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } 1.

قوله "باب ما جاء في الذبح لغير الله" من الوعيد وأنه شرك بالله.

1 سورة الأنعام آية: 162-163.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে"

লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এতে কবরের প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে সতর্কতা রয়েছে। 'তোমার রব কে?'—এই বিষয়টি স্পষ্ট। 'তোমার নবী কে?'—এটি তাঁর অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের বিষয়

হতে গৃহীত। আর 'তোমার দ্বীন কী?'—এটি তাদের 'আমাদের জন্য একজন ইলাহ বানিয়ে দিন' ইত্যাদি উক্তি হতে গৃহীত। এতে আরও রয়েছে: যারা এর বিপরীত দাবি করে তাদের মতের বিপরীতে এই উম্মতের মধ্যে অবশ্যই শিরক সংঘটিত হবে। শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া এবং আল্লাহ ইয়াহুদি ও নাসারাদের যে বিষয়গুলোর কারণে নিন্দা করেছেন, তা আমাদের সতর্ক করার জন্যই বলেছেন।"—এটি লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

পরবর্তী যুগের কেউ কেউ যে দাবি করেছেন যে, নেককারদের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা বরকত গ্রহণ করা বৈধ—তা কয়েকটি কারণে নিষিদ্ধ:

তার মধ্যে একটি হলো: সাহাবীগণের মধ্যে অগ্রবর্তী প্রথম দল এবং তাদের পরবর্তীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রে এমনটি করতেন না—তাঁর জীবদ্দশায়ও নয় এবং তাঁর ইন্তেকালের পরেও নয়। যদি এতে কোনো কল্যাণ থাকত, তবে তারা অবশ্যই আমাদের আগে তা করতেন। আর সাহাবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে কেউই এই মহৎ ব্যক্তিবর্গের কারও সাথে এমনটি করেননি, আর না এটি করেছেন...

আল্লাহ তাআলার বাণী: {বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানি (জবাই), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।} ১।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে জবাই করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে"— অর্থাৎ এ বিষয়ে যে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে এবং এটি যে আল্লাহর সাথে শিরক।

১. সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬২-১৬৩।

قوله: "وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} الآية".

قال ابن كثير: "يأمره الله تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله وبذبحون له: بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة". وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي} أي وما آتية في حياتي، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح {لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 3 خالصاً لوجهه {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ} الإخلاص {أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} أي من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم.

قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} 4 وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عبادة بأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات؛ فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع

1 في قرّة العيون: يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة، وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعاً "*" قرره شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله تعالى -. (*) وهي مأخوذة من "الصلة"؛ لأنها الصلة والمنحة التي

وصل الله بها حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومنحه إياها في ليلة الوصل الأعظم:
ليلة المعراج. وهي أقوى صلة بين العبد وبين ربه؛ لأنه فيها يناجي ربه كما في
الأحاديث، ومن ثم كانت قرّة عين رسول الله – صلى الله عليه وسلم وكانت مفزعه
عند كل أمر يهيمه. وكانت الفارق بين المسلم والكافر. فمن تركها فلا حظ له في
الإيمان بالله وحبّه، ولا صلة بينه وبين ربه مهما حاول.

3 سورة الأنعام آية: 162.

4 سورة الأنبياء آية: 25.

তাঁর বাণী: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত ১ এবং আমার কুরবানি,
আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের রব আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনো শরিক নেই}
আয়াতটি"।

ইবনে কাসীর বলেন: "মহান আল্লাহ তাঁকে (রাসূলকে) নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি সেই
মুশরিকদের সংবাদ দেন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ
করে: যে তিনি তাঁর সালাত ও জবেহকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করেছেন; কারণ
মুশরিকরা মূর্তিদের ইবাদত করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে জবেহ করে। তাই মহান আল্লাহ তাঁকে
তাদের বিরোধিতা করার, তারা যে পথে রয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং সংকল্প, নিয়ত
ও দৃঢ় ইচ্ছার সাথে মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতায় মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুজাহিদ বলেন: নুসুক হলো হজ ও উমরার জবেহ।"

সাওরী সুদী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবারের থেকে বর্ণনা করেন: এবং আমার নুসুক অর্থাৎ
আমার জবেহ। যাহ্বাকও অনুরূপ বলেছেন। অন্যরা বলেছেন: {আমার জীবন ও আমার মরণ}
অর্থাৎ আমি আমার জীবনে যা করি এবং ঈমান ও নেক আমলের ওপর আমার যে মৃত্যু হবে
{জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য} ও একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে {তাঁর কোনো শরিক নেই,
আর এরই} একনিষ্ঠতার {নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মুসলিম} অর্থাৎ
এই উম্মতের মধ্য থেকে; কারণ প্রত্যেক নবীর ইসলামই অগ্রবর্তী ছিল।

ইবনে কাসীর বলেন: এটি তেমনই যেমনটি তিনি বলেছেন: কেননা তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর
দাওয়াত ছিল ইসলামের প্রতি, আর তা হলো অংশীদারহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {আপনার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যার প্রতি

এই ওহী পাঠাইনি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো} ৪ এবং তিনি এই মর্মে আরও আয়াত উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায়ের সাথে আয়াতের সামঞ্জস্যের দিকটি হলো: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নুসুকের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করে, যেমন তিনি তাদের সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে ইবাদত করতে বলেছেন; নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা সকল প্রকার

১ কুররাতুল উয়ুন-এ বলা হয়েছে: এটি ফরজ ও নফল উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সকল সালাতই ইবাদত এবং এটি দুই প্রকার দুআকে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রার্থনামূলক দুআ ও ইবাদতমূলক দুআ। এর মধ্যে যা কিছু প্রার্থনা ও চাওয়া সম্পর্কিত তা হলো প্রার্থনামূলক দুআ, আর যা কিছু প্রশংসা, সানা, তাসবিহ, রুকু, সিজদা এবং অন্যান্য রুকন ও ওয়াজিবাত সম্বলিত তা হলো ইবাদতমূলক দুআ। সালাত নামকরণের ক্ষেত্রে এটিই সঠিক বিশ্লেষণ; কেননা এটি উভয় প্রকার দুআকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আভিধানিক ও শরিয়ী উভয় দিক থেকেই সালাত। শাইখুল ইসলাম ও ইবনুল কায়্যিম -আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করুন- এটিই সাব্যস্ত করেছেন। এটি 'সিলাহ' (সংযোগ) শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে; কারণ এটি সেই সংযোগ ও উপহার যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যুক্ত করেছেন এবং মহান সংযোগের রাত: মিরাজের রাতে তাঁকে তা উপহার দিয়েছেন। এটি বান্দা ও তার রবের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংযোগ; কারণ এতে সে তার রবের সাথে নিভূতে কথা বলে যেমনটি হাদিসসমূহে এসেছে। একারণেই এটি ছিল রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখের শীতলতা এবং যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর আশ্রয়স্থল। এটিই ছিল মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব যে ব্যক্তি এটি ত্যাগ করল, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর মহব্বতে তার কোনো অংশ নেই এবং সে যতই চেষ্টা করুক না কেন তার ও তার রবের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই।

৩ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬২।

৪ সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত: ২৫।

العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة. فقد جعلوا لله شريكا في عبادته. ظاهر في قوله: {لَا شَرِيكَ لَهُ} 1 نفى أن يكون الله تعالى شريك في هذه العبادات. وهو بحمد الله واضح 2.

قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} 3 قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عده، عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} - الآية. والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه؛ فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية: الصلاة؛ وأجل العبادات البالية: النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، كثير النحر". اهـ.

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير، والتسبيح والقراءة، والتسبيح والثناء، والقيام والركوع، والسجود والاعتدال، وإقامة الوجه لله تعالى، والإقبال عليه بالقلب؛ وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -.

قوله: وعن علي ابن أبي طالب قال: " حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع

1 سورة الأنعام آية: 163.

2 في قرّة العيون: والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائناً من كان، فمن صرف منها شيئاً لغير الله فقد وقع فيها نفاه تعالى من الشرك بقوله: (وما أنا من المشرّكين).
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه.
3 سورة الكوثر آية: 2.

ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য, অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে। অতএব, তারা যদি যবেহ বা অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নৈকট্য কামনা করে, তবে তারা আল্লাহর ইবাদতে শরিক সাব্যস্ত করল। এটি তাঁর বাণীতে সুস্পষ্ট: {তাঁর কোনো শরিক নেই} ১। এখানে আল্লাহ তাআলা এই সব ইবাদতে কোনো শরিক থাকাকে অস্বীকার করেছেন, আর আল্লাহর প্রশংসায় এটি অত্যন্ত স্পষ্ট ২।

তাঁর বাণী: {অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন} ৩। শাইখুল ইসলাম —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— বলেছেন: "আল্লাহ তাঁকে এই দুটি ইবাদত অর্থাৎ সালাত ও কুরবানিকে একত্রে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটি ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য লাভ, বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, সুধারণা, দৃঢ় ইয়াকিন এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি অন্তরের প্রশান্তির প্রমাণ দেয়। এটি অহংকারী ও বিমুখ ব্যক্তিদের এবং আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষী মনোভাব পোষণকারীদের অবস্থার বিপরীত, যাদের সালাতে তাদের রবের প্রতি কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং যারা দারিদ্র্যের ভয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানি করে না। এই কারণেই তিনি তাঁর বাণীতে এ দুটিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন: {বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত ও আমার কুরবানি} —আয়াত। আর নুসুক (কুরবানি) হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর উদ্দেশ্যে যবেহ করা; কারণ এই দুটি কাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তিনি এখানে 'ফা' (অব্যয়) ব্যবহার করেছেন যা কারণ নির্দেশ করে; কারণ এই কাজগুলো করা আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে 'কাওসার' দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায়ের একটি মাধ্যম। শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সালাত; আর আর্থিক ইবাদতসমূহের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কুরবানি। সালাতে বান্দার যা অর্জিত হয় তা অন্য কিছুতে হয় না, যেমনটি জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারীরা জানেন। আর কুরবানির ক্ষেত্রে যখন ঈমান ও ইখলাস যুক্ত হয়, তখন তা থেকে যে দৃঢ় বিশ্বাস ও সুধারণা অর্জিত হয় তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচুর সালাত আদায় করতেন এবং প্রচুর কুরবানি দিতেন।" সমাপ্ত।

আমি বলি: সালাত অনেক প্রকারের ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: দোয়া, তাকবির, তাসবিহ, তিলাওয়াত, তাসমি' (রুকু থেকে উঠার সময় প্রশংসা করা), সানা (স্তুতি), কিয়াম, রুকু, সিজদা, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, আল্লাহর উদ্দেশ্যে চেহারা নিবদ্ধ করা এবং অন্তরের মাধ্যমে তাঁর অভিमुखী হওয়া; এ ছাড়াও সালাতে যা যা বিধিবদ্ধ রয়েছে। এই সব বিষয়ই ইবাদতের প্রকারভেদ যার কোনো অংশই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে কুরবানিও ইবাদতের বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যেমনটি শাইখুল ইসলাম —আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন— এর বক্তব্যে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর বাণী: আলী ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে চারটি কথা বলেছেন...

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬৩।

২ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে বান্দার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করা জায়েজ নয়, সে যেই হোক না কেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করল, সে ঐ শিরকে লিপ্ত হলো যা আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে অস্বীকার করেছেন: (আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)। আর সমগ্র কুরআনই তাঁর ইবাদতে এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠা, এর ব্যাখ্যা এবং শিরক বর্জন ও তা থেকে দায়মুক্তির বর্ণনায় পূর্ণ।

৩ সূরা আল-কাওসার আয়াত: ২।

كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله; ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثاً; ولعن الله من غير منار الأرض " رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال: " قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسرّه إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أسر إلي شيئاً كتبه الناس; ولكن سيعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعنى المنار " 1.

وعلي ابن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء; كان من أسبق السابقين الأولين، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين.

قوله: "لعن الله" اللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والبلعون من حقت عليه اللعنة، أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء.

قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} 3 وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا} 4 وقال: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا} 5. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى

جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. وجبريل سبعة منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم. فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب، كما دل على ذلك الكتاب والسنة; وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: "لم يزل الله متكلماً إذا شاء".

قوله: "من ذبح لغير الله" قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: " {وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} 67 ظاهرة: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا

1

3 سورة الأحزاب آية: 43-44.

4 سورة الأحزاب آية: 64.

5 سورة الأحزاب آية: 61.

6 سورة البقرة آية: 173.

7 وفي سورة المائدة الآية الثالثة. وسورة الأنعام الآية (145) ، وسورة النحل الآية (115) (وما أهل لغير الله به) وأصل الإهلال: رفع الصوت والإعلام. فالمقصود بها أهل به لغير الله: ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله. سواء كان هذا الإهلال والإعلام قبل الذبح كأن يقال: هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان، فيعرف الناس ذلك، وأنها مهل بها لغير الله ولو سى الذابح باسم الله، فإن هذه التسمية اللفظية لاغية، والعبرة بالإهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصد التقرب، به لغير الله. (وكذلك أيضاً ما سى من الطعام أو الشراب أو غيره نذراً وقربة لغير الله. فكل طعام ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت) (*) بأسبها وعلى بركتها هو ميا أهل به لغير الله.

বাণীসমূহ: "আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করে; আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়; আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে কোনো বিদআতিকে (বা দুষ্কৃতকারীকে) আশ্রয় দেয়; এবং আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে।" এটি মুসলিম বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এতে একটি ঘটনা রয়েছে।

ইমাম আহমাদও একইভাবে আবু তুফাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমরা আলীকে বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে গোপনে বলেছেন এমন কিছু আমাদের জানান। তিনি বললেন: তিনি আমার কাছে এমন কিছু গোপনে বলেননি যা মানুষের কাছে গোপন রেখেছেন; তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: 'আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করে, আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে কোনো বিদআতিকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, এবং আল্লাহ লানত করেছেন তাকে যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে, অর্থাৎ চিহ্নসমূহ'।" ১। আর আলী ইবনে আবি তালিব: তিনি হলেন ইমাম, আমীরুল মুমিনীন, আবুল হাসান আল-হাশিমী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা আজ-জাহরার স্বামী; তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দিকের অগ্রগামীদের একজন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বায়আতুর রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের একজন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন, এবং চার খলিফায়ে রাশেদীনের চতুর্থজন। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সুবিদিত, আল্লাহ তাঁর ওপর সমুদ্র হোন। তাঁকে খারেজী ইবনে মুলজাম চল্লিশ হিজরীর রমজান মাসে হত্যা করে।

তাঁর বাণী: "আল্লাহ লানত করেছেন" লানত (অভিশাপ) হলো: রহমতের স্থান ও ক্ষেত্রসমূহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। বলা হয়েছে: লানতপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত হলো সেই ব্যক্তি যার ওপর লানত সাব্যস্ত হয়েছে অথবা যার বিরুদ্ধে লানতের দুআ করা হয়েছে। আবুস সাআদাত বলেছেন: লানতের মূল অর্থ হলো: আল্লাহর পক্ষ থেকে বিতাড়ন ও দূর করে দেওয়া, আর সৃষ্টির পক্ষ থেকে গালি দেওয়া এবং বদ দুআ করা।

শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) এর অর্থের সারমর্ম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে বাণীর মাধ্যমে লানত করেন যে লানতের যোগ্য, ঠিক যেভাবে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা রহমতের যোগ্য তাদের ওপর রহমত (সালাত) বর্ষণ করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও (তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে), যাতে তিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন; আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম।" ৩ এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।" ৪ এবং তিনি আরও বলেছেন: "অভিশপ্ত অবস্থায় তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।"

৫। আর কুরআন হলো মহান আল্লাহর কালাম, যা তিনি জিবরীল আলাইহিস সালামের কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং জিবরীল তা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। জিবরীল এটি তাঁর (আল্লাহর) কাছ থেকে শুনেছেন, যেমনটি সালাত অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আসবে। সুতরাং সালাত হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রশংসা, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই রহমত দানকারী এবং তিনিই পুরস্কার প্রদানকারী, যেমনটি কুরআন ও সুন্নাহ এর প্রমাণ দেয়; এবং উম্মতের সালাফে সালাহীন এর ওপরই ছিলেন। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ সর্বদা কথা বলেন যখন তিনি চান।"

তাঁর বাণী: "যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করে" শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "{আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে} ৬ ৭ এর প্রকাশ্য অর্থ হলো: যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করা হয়েছে, যেমন কেউ বলল: এটি অমুকের জন্য জবেহকৃত।"

وإذا كان هذا

১

৩ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৪৩-৪৪।

৪ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৬৪।

৫ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৬১।

৬ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৭৩।

৭ এবং সূরা আল-মায়িদাহ এর তৃতীয় আয়াতে, সূরা আল-আনআম এর ১৪৫ নম্বর আয়াতে, সূরা আন-নাহল এর ১১৫ নম্বর আয়াতে (আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে)। 'ইহলাল' শব্দের মূল অর্থ হলো: উচ্চস্বরে আওয়াজ করা এবং ঘোষণা দেওয়া। সুতরাং 'যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে' বলতে উদ্দেশ্য হলো: যার ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা হয়েছে। এই ঘোষণা বা ইহলাল জবেহ করার আগে হোক—যেমন বলা হলো: এটি অমুক মহোদয়ার বা অমুক মহোদয়ের ভেড়া, ফলে মানুষ তা জেনে গেল যে এটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত—যদিও জবেহকারী জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়, তবুও এই শাদিক নামকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে। আসল বিচার্য বিষয় হলো প্রকৃত উৎসর্গ (ইহলাল), যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের

নৈকট্য লাভের নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (অনুরূপভাবে যে খাবার বা পানীয় বা অন্য কিছুকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত বা নৈকট্য লাভের উপায় বলা হয়, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই সব মাজার বা তাগুতদের পাশে অবস্থানকারীদের মাঝে তাদের নামে এবং তাদের বরকত কামনায় বিতরণের জন্য যে খাবার তৈরি করা হয়, তাও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত বা ইহলালকৃত খাবারের অন্তর্ভুক্ত।) (*)

(ص: 146)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه
للحم وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان
أذكي وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم
المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك
أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح
لغير الله متقرباً إليه يحرم 1 وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من
منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك 2 وإن
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول:
أنه مما أهل به لغير الله. والثاني: أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب: ما يفعله
الجاهلون بمكة من الذبح للجن، 3 ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن ذبائح الجن". 4هـ.

قال الزمخشري: "كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً
أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك". وذكر إبراهيم المروزي: أن ما
ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه، أفق أهل بخارى

1 بل يكون هذا الذبح شركاً أكبر. (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) .

2 وهم الذين يكتبون الحجب والتبائم والتعاوين ونحوها، فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات، ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا ونحو كذا، وهم في البلاد الإسلامية كثير - لا أكثرهم الله -، ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى، مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التبائم والحجب، ومتخذون آيات الله هزواً، ومتقربون بهذه المناسك لغير الله. فيا لله ما أشد غربة الإسلام! وإنا لله وإنا إليه راجعون.

3 وفي غير مكة باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالإنس. ويدقون لذلك الطبول. (*) قوله: (وكذلك أيضاً ما يسي من الطعام والشراب أو غيره نذراً أو قرابة لغير الله، فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت) إلخ. أقول: هذا البقام فيه تفصيل: فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبياً ولا غيره، ولا ريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للأصنام ونحوها رغبة ورهبة، داخل في عبادة غير الله؛ لأن العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله، أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها، فذلك غير صحيح؛ لأنها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها، وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها، كالذي يتركه الزارع وجذاذ النخل من السنابل والتبر للفقراء، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن اللات، وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي، ولم ير تقديمها

للات مانعاً من أخذها عند القدرة عليها. ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشرّكين أن ينكر عليه، ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها إن أخذ منها شيئاً دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه، ولأن الشرك أعظم المنكرات فوجب إنكاره على من فعله، لكن إذا كان الطعام مصنوعاً من لحوم ذبائح المشركين أو شحبهما أو مرقها فإنه حرام؛ لأن ذبيحتهم في حكم البيّنة فتحرّم، وينجس بها ما خالطته من الطعام، بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين فإنه حل لمن أخذه، وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم.

4 موضوع: رواه البيهقي في سننه (314/9) عن أبي هريرة مرفوعاً وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة (240) وقال: "والعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة والله أعلم" ا. هـ.

এটিই উদ্দেশ্য, তাই মুখে উচ্চারণ করা হোক বা না হোক। এর নিষিদ্ধতা সেই পশুর নিষিদ্ধতার চেয়েও বেশি স্পষ্ট যা কেবল মাংস খাওয়ার জন্য যবেহ করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে: 'মসীহের নামে' অথবা অনুরূপ কিছু। যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমরা যা যবেহ করি তা কেবল মাংস খাওয়ার জন্য আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা পশুর চেয়ে অধিক পবিত্র ও মহান। সুতরাং মসীহ বা শুক্র গ্রহের নামে যা বলা হয়েছে তা যদি হারাম হয়, তবে যা মসীহ বা শুক্র গ্রহের সন্তুষ্টির জন্য বা সেই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা হারাম হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত; কারণ গাইরুল্লাহর ইবাদত করা গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার চেয়ে বড় কুফরি। এই ভিত্তিতে, যদি কেউ গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করে তবে তা হারাম হবে যদিও সে তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, যেমনটি এই উম্মতের একদল মুনাফিক করে থাকে যারা নক্ষত্ররাজির নৈকট্য লাভের জন্য যবেহ, ধূপদান এবং অনুরূপ কাজ করে^২। যদিও তারা মুরতাদ এবং তাদের যবেহকৃত পশু কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। তবে এই যবেহকৃত পশুর ক্ষেত্রে দুটি প্রতিবন্ধকতা একত্রিত হয়েছে: প্রথমত, এটি গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি একজন মুরতাদের যবেহ। এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলো মক্কার জাহেলরা জিনের সন্তুষ্টির জন্য যা যবেহ করে^৩, আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি 'জিনের যবেহ' (জিনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু) থেকে নিষেধ করেছেন।" সমাপ্ত^৪।

যামাখশারী বলেন: "তারা যখন কোনো বাড়ি ক্রয় করত বা নির্মাণ করত অথবা কোনো প্রস্রবণ খনন করত, তখন জিনের অনিষ্টের ভয়ে তারা পশু যবেহ করত, তাই সেই যবেহকে তাদের (জিনের) দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।" ইব্রাহিম আল-মারওয়াযী উল্লেখ করেছেন: সুলতানকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় তার নৈকট্য লাভের জন্য যা যবেহ করা হয়, সে সম্পর্কে বুখারার আলিমগণ ফতোয়া দিয়েছেন...

১ বরং এই যবেহ শিরকে আকবর বা বড় শিরক। (যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল হয় জাহান্নাম; আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই)।

২ তারা সেই সব লোক যারা হিজাব, তামীমা (কবজ) এবং তাবীজ ইত্যাদি লেখে। তারা এগুলো করার জন্য শনিবারের অমুক সময় বা অন্য কোনো দিন বা সময় অনুসন্ধান করে। তারা অমুক নক্ষত্র অমুক মঞ্জিলে অবতরণ করার সময় যবেহ করে ও ধূপ জ্বালায়। মুসলিম দেশগুলোতে তাদের সংখ্যা অনেক—আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন—এবং সাধারণ মানুষ তাদের নেককার ও পরহেজগার মনে করে, অথচ তারা মুশরিক, মুরতাদ এবং তাদের তামীমা ও হিজাব সম্বন্ধীয় প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের বিবেক ধ্বংসকারী। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই সকল উপাসনার মাধ্যমে গাইরুল্লাহর নৈকট্য তালাশ করে। হায় আল্লাহ! ইসলামের একাকীত্ব আজ কতই না প্রকট! আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

৩ মক্কার বাইরে একে 'যার' বলা হয় এবং মানুষের ওপর ভর করা জিন তাড়ানোর নামে এটি করা হয়। এর জন্য তারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে থাকে। (*) তার কথা: (অনুরূপভাবে যেসব খাবার, পানীয় বা অন্য কিছুকে গাইরুল্লাহর নামে মানত বা নৈকট্য লাভের উপায় বলা হয়, তাই সেই সকল খাবার যা এই কবর ও মূর্তিগুলোর কাছে অবস্থানকারীদের মাঝে বিতরণের জন্য তৈরি করা হয়) ইত্যাদি। আমি বলি: এই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে: যদি এর উদ্দেশ্য হয় যে এই শিরকটি গাইরুল্লাহর ইবাদত ও তার নৈকট্য লাভের জন্য হওয়ার কারণে শিরক, তবে তা সঠিক; কারণ কোনো ইবাদতের মাধ্যমে গাইরুল্লাহর ইবাদত করা কারো জন্যই বৈধ নয়, চাই তিনি নবী হোন বা অন্য কেউ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মৃত নবী,

ওলি বা অন্য কারো জন্য অথবা মূর্তির জন্য আশা বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে খাবার, পানীয়, অর্থকড়ি ইত্যাদি পেশ করা গাইরুল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহর ইবাদত হলো তা-ই যার নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দিয়েছেন। কিন্তু যদি শেখ হামিদের উদ্দেশ্য এই হয় যে, নবী, ওলি বা অন্যদের জন্য মালিকরা যে অর্থ, খাদ্য, পানীয় ও জীবিত পশু পেশ করেছে তা গ্রহণ করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম, তবে তা সঠিক নয়। কারণ এগুলো এমন সম্পদ যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং এর মালিকরা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। এগুলো মৃত পশুর (মাইতাহ) হুকুমে নয়, তাই যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে তার জন্য তা হালাল হওয়া আবশ্যিক, যেমন অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে হয় যা মালিকরা ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ছেড়ে দেয়; যেমন কৃষক বা খেজুর পাড়ানিরা গরিবদের জন্য শস্যের শীষ বা খেজুর রেখে দেয়। এর দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'লাত' মূর্তির ভাঙারে থাকা সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা দিয়ে উরওয়া ইবনে মাসউদ আস-সাকাফীর ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। তিনি লাত-এর কাছে তা পেশ করাকে তা হস্তগত করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা মনে করেননি। তবে যারা এই কাজ করে এমন জাহেল ও মুশরিকদের দেখা মাত্রই তাদের প্রতিবাদ করা এবং তাদের কাছে এটি যে শিরক তা স্পষ্ট করা ওয়াজিব, যাতে কেউ এমন ধারণা না করে যে, তার নীরবতা বা সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করা সেটিকে বৈধ সাব্যস্ত করে অথবা গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টিকে জায়েজ করে। কারণ শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ, তাই যে এটি করে তাকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু খাবার যদি মুশরিকদের যবেহকৃত পশুর মাংস, চর্বি বা ঝোল দিয়ে তৈরি হয়, তবে তা হারাম; কারণ তাদের যবেহকৃত পশু মৃত পশুর (মাইতাহ) হুকুমে হওয়ায় তা হারাম এবং তার সাথে মিশে থাকা খাবারকেও নাপাক করে দেয়। তবে রুটি বা অনুরূপ খাবারের ক্ষেত্রে যদি মুশরিকদের যবেহকৃত পশুর কোনো অংশ না মিশে থাকে, তবে তা গ্রহণকারীর জন্য হালাল। একইভাবে অর্থকড়ি ও অনুরূপ জিনিসের বিধান যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৪ জাল বা বানোয়াট: বায়হাকী তাঁর 'সুনান' (৯/৩১৪) গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে মারফু সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওয়াযী এটি 'মাওজুআত' (জাল হাদিসসমূহ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলবানী 'সিলসিলাতুদ জয়ীফাহ' (২৪০) গ্রন্থে একে জাল বলে রায় দিয়েছেন এবং বলেছেন: "এই ধরনের যবেহ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণের (তিয়ারা) নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।" সমাপ্ত।

بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله.

قوله: " لعن الله من لعن والديه " يعني أباه وأمه وإن علياً. وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه " 1.

قوله: " لعن الله من آوى محدثاً " أي منعه من أن يؤخذ معه الحق الذي وجب عليه. و"آوى" بفتح الهزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل، وأويت غيري؛ وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي.

وأما "محدثاً" فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم".

قوله: "ولعن الله من غير منار الأرض" بفتح الهم علامت حدودها. قال أبو السعادات في النهاية - في مادة "تخم" -: ملعون من غير تخوم الأرض أي معالمها واحدودها، وحدها تخم قيل: أراد حدود الحرم خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق. وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماً. قال: ويروى "تخوم" بفتح التاء على الأفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء". اهـ.

وتغيرها: أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي
صلي الله عليه وسلم:

" من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين " 2 ففيه جواز لعن
أهل الظلم من غير تعيين.

1 مسلم: كتاب الإيمان (90) (146) : باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث عبد
الله بن عمرو رضي الله عنهما.

2 رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة، وعن سعيد بن زيد
رضي الله عنهما.

...এর হারাম হওয়ার কারণে; কেননা এটি এমন যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা
হয়েছে।

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।" অর্থাৎ
তার বাবা ও মাকে, তারা যত উপরের স্তরের হোক না কেন। এবং সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে,
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"কোনো ব্যক্তির নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরাত্ত গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তারা
জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কি তার নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়?
তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয়;
এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।" ১।

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো বিদআতী বা অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ
দেন।" অর্থাৎ তাকে সেই হক আদায় করা থেকে বিরত রাখা যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে।
আর "আওয়া" হামজার উপর ফাতহা ও মদসহ, যার অর্থ হলো তাকে নিজের সাথে যুক্ত করা
এবং তাকে সুরক্ষা প্রদান করা।

আবুস সা'আদাত বলেন: আমি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি, এবং আমি অন্যকে আশ্রয় দিয়েছি;
আর 'আওয়াইতুহ' (অন্য রূপ)। কেউ কেউ এর সংক্ষিপ্ত (মাকসুর) রূপটিকে সাকরাক
(মুতা'আদী) হিসেবে অস্বীকার করেছেন।

আর "মুহদিসান" সম্পর্কে আবুস সা'আদাত বলেন: এটি 'দাল' বর্ণে কাসরা এবং ফাতহা উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, যা যথাক্রমে কর্তৃবাচক এবং কর্মবাচক অর্থ প্রদান করে।

কাসরা বা 'মুহদিস' অর্থ হলো: যে ব্যক্তি কোনো অপরাধীকে সাহায্য করে, তাকে আশ্রয় দেয় এবং তার শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষা দেয়, আর তার ও তার থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর ফাতহা বা 'মুহদাস' অর্থ হলো: স্বয়ং নব উদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত)। এমতাবস্থায় আশ্রয় দেওয়ার অর্থ হবে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করা; কেননা যখন কেউ কোনো বিদআতে সন্তুষ্ট থাকে, তার সম্পাদনকারীকে স্বীকৃতি দেয় এবং তার প্রতিবাদ না করে, তখন সে তাকে আশ্রয় দিল।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বলেন: "এই কবির গুনাহর স্তরসমূহ অপরাধের বা বিদআতের স্তরের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অপরাধ বা বিদআত নিজে যত বড় হবে, এই কবির গুনাহও তত বেশি মারাত্মক হবে।"

তাঁর বাণী: "আর আল্লাহ অভিশাপ দেন তাকে, যে জমির সীমানা পরিবর্তন করে।" 'মিম' বর্ণে ফাতহাসহ (মানার), যার অর্থ হলো সীমানা নির্ধারণকারী চিহ্নসমূহ। আবুস সা'আদাত 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে 'তখম' ধাতুর অধীনে বলেন: অভিশাপ সেই ব্যক্তি যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে, অর্থাৎ এর নিদর্শন ও সীমানাসমূহ। এর একবচন হলো 'তখম'। বলা হয়েছে: এর দ্বারা কেবল হারামের সীমানা উদ্দেশ্য। আবার বলা হয়েছে: এটি সমস্ত জমিনের ক্ষেত্রে সাধারণ, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই সব চিহ্ন যা দ্বারা পথে চলাচলের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। আরও বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি অন্যের মালিকানাধীন জমিতে প্রবেশ করে জুলুমের মাধ্যমে তা দখল করে নেওয়া। তিনি বলেন: 'তখুম' শব্দটিকে 'তা' বর্ণে ফাতহাসহ একবচন হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে, আর এর বহুবচন হলো 'তখুম' তা ও খা বর্ণে পেশসহ। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

আর তা পরিবর্তন করা হলো: সেগুলোকে সামনে এগিয়ে নেওয়া বা পেছনে সরিয়ে দেওয়া। এটি হবে জমিন আত্মসাতের সেই জুলুমের অন্তর্ভুক্ত যে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।" ২। এতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি ছাড়াই সাধারণভাবে জালেমদের উপর লানত বা অভিশাপ দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (৯০) (১৪৬): আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীস হতে কবির গুনাহ এবং এর মধ্যে বড় গুনাহসমূহের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়।

২ ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্যগণ আয়েশা এবং সাঈদ ইবনে য়ায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 148) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَأَمَّا لَعْنُ الْفَاسِقِ الْمَعِينِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. قَوْلُهُ: "وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ. قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنْمٌ لَا يَجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْرَبَ لَهُ شَيْئًا. قَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَقْرَبُ. قَالُوا: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا. فَخَلَا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْرَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ " رواه أحمد " 1.

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ 2 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ " - الْحَدِيثُ.

وَطَارِقُ بْنُ شَهَابٍ: هُوَ الْبَجَلِيُّ الْأَحْمَسِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَجُلٌ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: نَزَلَ الْكُوفَةَ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ الْحَافِظُ: إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ

صحائي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايتة عنه مرسل صحائي وهو مقبول على
الراجح؛ وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث وثمانين.
قوله: " دخل الجنة رجل في ذباب " أي من أجله.
قوله: " قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ " كأنهم تقالوا ذلك، وتعجبوا منه. فبين
لهم

1 صحيح موقوفاً: رواه أحمد في الزهد (15 ، 16) ، وأبو نعيم في الحلية (203/1)
عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح أفاده الدوسري في
النهج السديد.

2 الحديث في كتاب الزهد ص 15 س 18، وفي الحلية ج 1 ص 203 موقوفاً فيهما كليهما
على سليمان في الزهد وعلى سلمان في الحلية. وهو خطأ في الحلية؛ لأن الحافظ ابن
حجر قال في تعجيل المنفعة: ((سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب،
وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت، وثقه ابن معين. وقال ابن حبان في ثقات
التابعين: روى عن طارق بن شهاب وله صحبة، وقال ابن خلفون في الثقات: وثقه
العجلي ويحيى والنسائي)). اهـ.

আর নির্দিষ্ট কোনো ফাসিককে লানত করার বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত, এটি
জায়েজ। ইবনুল জাওয়ী এবং অন্যরা এটি পছন্দ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এটি জায়েজ নয়। আবু
বকর আব্দুল আজিজ এবং শাইখুল ইসলাম এটি পছন্দ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "তারেক ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন: 'একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আর একটি মাছির কারণে
এক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তা
কীভাবে? তিনি বললেন: 'দুই ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাদের একটি
প্রতিমা ছিল, যার সামনে কোনো কিছু উৎসর্গ না করে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। তারা
তাদের একজনের কাছে দাবি করল: কিছু উৎসর্গ করো। সে বলল: উৎসর্গ করার মতো আমার

কাছে কিছু নেই। তারা বলল: একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করো। অতঃপর সে একটি মাছি উৎসর্গ করল। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। এরপর তারা অপর ব্যক্তিকে বলল: তুমিও কিছু উৎসর্গ করো। সে বলল: মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে আমি কোনো কিছু উৎসর্গ করার পাত্র নই। ফলে তারা তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করল।' আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।" ১।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাল্লাহ বলেন: ইমাম আহমাদ রহিমাল্লাহ ২ বলেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন মায়সারা থেকে, তিনি তারেক ইবন শিহাব থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে: "এক ব্যক্তি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে..." — হাদীসটি।

আর তারেক ইবন শিহাব হলেন: বাজালী আল-আহমাসী, আবু আব্দুল্লাহ। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। আল-বাগাবী বলেন: তিনি কুফায় বসবাস করতেন। আবু দাউদ বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। হাফেজ বলেন: যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তবে তিনি একজন সাহাবী। আর যদি এটি প্রমাণিত হয় যে তিনি তাঁর থেকে কিছু শুনেননি, তবে তাঁর বর্ণনা 'মুরসাল সাহাবী' হিসেবে গণ্য হবে, যা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ইবন হিব্বানের নিশ্চিত মতানুসারে তিরিশি হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর উক্তি: "এক ব্যক্তি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে" অর্থাৎ এর কারণে।

তাঁর উক্তি: "তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তা কীভাবে?" যেন তাঁরা বিষয়টিকে অতি সামান্য মনে করেছেন এবং এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলেন।

১ মাওকুফ হিসেবে এটি সহীহ: আহমাদ এটি 'যুহদ' গ্রন্থে (১৫, ১৬) এবং আবু নুয়াইম 'হিলয়া' গ্রন্থে (১/২০৩) তারেক ইবন শিহাব থেকে, তিনি সালমান আল-ফারিসী থেকে মাওকুফ হিসেবে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন; যা আদ-দাওসারী 'আন-নাহজ আস-সাদীদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২ হাদীসটি 'কিতাবুজ যুহদ'-এর ১৫ পৃষ্ঠা ১৮ লাইনে এবং 'হিলয়া' গ্রন্থের ১খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠায় উভয় স্থানেই মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে; 'যুহদ' গ্রন্থে সুলাইমানের সূত্রে এবং 'হিলয়া' গ্রন্থে

সালমানের সূত্রে। এটি 'হিলয়া' গ্রন্থের একটি ভুল; কারণ হাফেজ ইবন হাজার 'তাজীলুল মানফায়া' গ্রন্থে বলেছেন: ((সুলাইমান ইবন মায়সারা আল-আহমাসী তারেক ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ ও হাবীব ইবন আবু সাবিত। ইবন মাঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবন হিব্বান 'সিকাতুত তাবিঈন' গ্রন্থে বলেছেন: তিনি তারেক ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। ইবন খালফুন 'আস-সিকাত' গ্রন্থে বলেছেন: ইবন আল-ইজলী, ইয়াহইয়া এবং আন-নাসায়ী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন))। সমাপ্ত।

(ص: 149)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

صنم لا يجوزهُ أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل: فضربوا عنقه فدخل الجنة " رواه أحمد.

فيه مسائل: الأولى: تفسير {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} 1.

الثانية: تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأُحْزَ} 2.

لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيماً يستحق هذا عليه الجنة، ويستوجب الآخر عليه النار.

قوله: " فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم " الصنم: ما كان منحوتاً على صورة، ويطلق عليه الوثن كما مر 3.

قوله: " لا يجاوزهُ " أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئاً وإن قل.

قوله: " قالوا له: قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا سبيله; فدخل النار " في هذا بيان عظمة الشرك، ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار 4. كما قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} 5. وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً، وإنما فعله تخلصاً من شر أهل الصنم.

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.

الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثاً، وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.

السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقل وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العبوم.

الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شرهم 6.

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم

يوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً لم يقل " دخل النار في ذباب ".

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح " الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك

نعله، والنار مثل ذلك " 7.

وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلماً لم يقل دخل النار في ذباب.

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه.

1 سورة الأنعام آية: 162.

2 سورة الكوثر آية: 2.

3 قال في النهاية: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له: صنم.

4 في قرّة العيون: لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقأد بعمله فوجبت له النار، ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعاً: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار". فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذباباً فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبد من دون الله، من ميت أو غائب، أو طاغوت أو مشهد أو شجر، أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبد من دون الله؛ وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه.

5 سورة المائدة آية: 72.

6 الظاهر أنه ليس متخلصاً وإلا لم يدخل النار؛ (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).

7 البخاري: الشهادات (2650)، ومسلم: الهبات (1623)، والنسائي: النحل (3681، 3682، 3683)، وأحمد (273/4).

একটি মূর্তি যার সামনে দিয়ে কিছু উৎসর্গ না করে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। তারা তাদের একজনের উদ্দেশ্যে বলল: উৎসর্গ করো। সে বলল: উৎসর্গ করার মতো আমার কাছে কিছু নেই। তারা বলল: একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করো। অতঃপর সে একটি মাছি উৎসর্গ করল, তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। অন্যজনকে তারা বলল: উৎসর্গ করো। সে বলল: আমি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোনো কিছু উৎসর্গ করার লোক নই। অতঃপর তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করল। এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে: প্রথমটি: {বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত ও আমার কুরবানি} এই আয়াতের তাফসীর। ১

দ্বিতীয়টি: {সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো ও নহর (কুরবানি) করো} এই আয়াতের তাফসীর। ২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এই নগণ্য বিষয়টি কত মহান তা বর্ণনা করেছেন যার কারণে একজন জান্নাতের উপযুক্ত হয়েছে এবং অন্যজন জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "তিনি বললেন: দুজন ব্যক্তি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যাদের একটি মূর্তি ছিল"। 'সনাম' (মূর্তি) বলতে এমন কিছু বোঝায় যা কোনো আকৃতিতে খোদাই করা হয়েছে, আর একে 'ওয়াসান'ও বলা হয় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। ৩
তাঁর বক্তব্য: "কেউ তা অতিক্রম করত না" অর্থাৎ এর পাশ দিয়ে কেউ যেত না এবং একে পার হতো না যতক্ষণ না তার উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করত, তা পরিমাণে নগণ্য হলেও।

তাঁর বক্তব্য: "তারা তাকে বলল: একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করো। অতঃপর সে একটি মাছি উৎসর্গ করল, তারা তাকে ছেড়ে দিল; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল"। এতে শিরকের ভয়াবহতার বর্ণনা রয়েছে, যদিও তা সামান্য বিষয়ে হয়, এবং এটি যে জাহান্নাম অবধারিত করে। ৪ যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে আগুন। আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই}। ৫

এই হাদীসে শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কবাণী রয়েছে এবং এও জানা যায় যে মানুষ তাতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে অথচ সে জানেও না যে এটি এমন শিরক যা জাহান্নাম অবধারিত করে।

এতে আরও রয়েছে যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এমন এক কারণে যা সে মূলত প্রথমে উদ্দেশ্য করেনি, বরং মূর্তিপূজারীদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতেই সে তা করেছিল।

তৃতীয়টি: আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহকারীর প্রতি লানত বা অভিশাপের মাধ্যমে শুরু করা।

চতুর্থটি: পিতা-মাতাকে অভিশাপ দানকারীর ওপর লানত; যার অন্তর্ভুক্ত হলো তুমি অন্য কোনো ব্যক্তির পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে ফলে সে তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিল।

পঞ্চমটি: অপরাধী বা বিদআত সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে আশ্রয় দানকারীর ওপর লানত। সে হলো এমন ব্যক্তি যে এমন কিছু ঘটায় যাতে আল্লাহর কোনো হুকু আদায় করা ওয়াজিব হয়, অতঃপর সে এমন কারো নিকট আশ্রয় নেয় যে তাকে তা থেকে রক্ষা করে।

ষষ্ঠটি: ভূমির সীমানা চিহ্ন পরিবর্তনকারীর ওপর লানত; যা তোমার হুকু ও তোমার প্রতিবেশীর হকের মধ্যে পার্থক্যকারী সীমানা। তুমি একে আগে বা পিছে সরিয়ে পরিবর্তন করলে।

সপ্তমটি: নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে লানত করা এবং সাধারণভাবে পাপাচারীদের লানত করার মধ্যে পার্থক্য।

অষ্টমটি: এই মহান কাহিনী, যা মাছির কাহিনী।

নবমটি: সেই মাছির কারণে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা যা সে মূলত লক্ষ্য বানায়নি, বরং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তা করেছিল। ৬

দশমটি: মুমিনদের হৃদয়ে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে উপলব্ধি; কীভাবে ঐ ব্যক্তি নিহত হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করল কিন্তু তাদের দাবিতে সম্মতি দেয়নি, যদিও তারা শুধুমাত্র বাহ্যিক একটি কাজের দাবি করেছিল।

একাদশতম: যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে সে মুসলিম ছিল; কেননা সে যদি কাফির হতো তবে বলা হতো না যে "সে একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে"।

দ্বাদশতম: এতে সহীহ হাদীসের সাক্ষ্য রয়েছে: "জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে এবং জাহান্নামও তদ্রূপ"। ৭

এতে আরও রয়েছে যে: ঐ ব্যক্তি এর আগে মুসলিম ছিল, অন্যথায় সে যদি মুসলিম না হতো তবে এ কথা বলা হতো না যে সে একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

এতে আরও রয়েছে যে: অন্তরের কাজই হলো প্রধান লক্ষ্য, এমনকি মূর্তিপূজারীদের নিকটও; গ্রন্থকার এর মর্মার্থ উল্লেখ করেছেন।

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬২।

২ সূরা আল-কাওসার আয়াত: ২।

৩ নিহায়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় বরং আল্লাহ থেকে বিমুখকারী প্রতিটি বিষয়কেই 'সনাম' (মূর্তি) বলা হয়।

৪ কুরাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: কেননা সে তার অন্তর দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে অথবা তার কাজের মাধ্যমে তাদের অনুগামী হয়েছে ফলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। এতে মুসলিমের সেই হাদীসের অর্থ রয়েছে যা পূর্বে শিরকের ভয় অধ্যায়ে জাবির থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে: "যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করেনি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে শরিক করা অবস্থায় সাক্ষাত করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। সুতরাং এটি যদি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যে মূর্তির জন্য মাছি উৎসর্গ করেছে, তবে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে উট, গরু ও ছাগলকে হুণ্টপুণ্ট করে যাতে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে—মৃত ব্যক্তি, অনুপস্থিত ব্যক্তি, তাগুত, মাজার বা গাছ, পাথর অথবা অন্য কিছুর জন্য নহর বা জবেহ করে নৈকট্য লাভ করতে পারে? এই উম্মতের শেষ যামানার এই মুশরিকরা সেটিকে শরীয়ত নির্ধারিত কুরবানির সময়ের কুরবানির চেয়েও উত্তম মনে করত। সম্ভবত তাদের কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত তাদের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সম্মান ও আশার কারণে কুরবানি করা বাদ দিয়ে একেই যথেষ্ট মনে করত; এই পরীক্ষা বা মুসিবত এবং এর চেয়েও বড় বিষয়গুলো আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

৫ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৭২।

৬ প্রকাশ্যত সে নিছক বাঁচার জন্য এটি করেনি নতুবা সে জাহান্নামে প্রবেশ করত না; (কেননা যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল রয়েছে তার জন্য ছাড় আছে)।

৭ বুখারী: শাহাদাত (২৬৫০), মুসলিম: হিবাত (১৬২৩), নাসাঈ: নিহল (৩৬৮১, ৩৬৮২, ৩৬৮৩), আহমাদ (৪/২৭৩)।

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان.
قوله: " وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل "
ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص 1.

1 في قرة العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه
وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي - إن شاء
الله تعالى -: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان"، وفيه: "وأن يكره أن يعود في
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار". وفيه: تفاوت الناس في
الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار
قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم.

তেরোতম: অন্তরের আমলই যে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, এমনকি মূর্তিপূজকদের নিকটও, তা
অনুধাবন করা।

তাঁর উক্তি: "এবং তারা অপর ব্যক্তিকে বলল: কিছু উৎসর্গ করো। সে বলল: মহান আল্লাহ
ব্যতীত আমি অন্য কারো নিকট কোনো কিছু উৎসর্গ করার লোক নই।" এতে তাওহীদ ও
ইখলাসের ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে। ১

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এতে মুমিনদের অন্তরে শিরকের ভয়াবহতা উপলব্ধি, শিরকের
প্রতি তাদের ঘৃণা এবং ইখলাসের ওপর তাদের অটল থাকার বিষয়টি ফুটে উঠেছে, যেমনটি
আনাস বর্ণিত হাদীসে এসেছে যা বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে এবং সামনে ইনশাআল্লাহ তা
আসবে: "তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে", এবং তাতে রয়েছে:
"আল্লাহ তাকে কুফর থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে সে তেমন অপছন্দ
করবে যেমন সে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অপছন্দ করে।" এতে আরও রয়েছে: ঈমানের ক্ষেত্রে
মানুষের মধ্যকার তারতম্য; কারণ যে ব্যক্তি মাছি উৎসর্গ করেছিল, এই মূর্তির সাথে সে যা
করেছিল তার পূর্বে তার এমন কোনো আমল ছিল না যার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশের

উপযোগী হতো, যেমনটি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয়, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

(স: 151) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف رحمه الله: "وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر".

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: "এর মধ্যে মুমিনদের অন্তরে শিরকের ভয়াবহতা অনুধাবনের বিষয় রয়েছে যে, কীভাবে তিনি হত্যার শিকার হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং তাদের দাবির সাথে একমত হননি, যদিও তারা তাঁর নিকট বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবি করেনি।"

(স: 151) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله"
وقول الله تعالى: { لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ } 1.

قوله: "باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى" 2.

"لا" نافية ويحتمل انها للنهي وهو أظهر. قوله: "وقول الله تعالى: { لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا } 3 الآية" قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جميعاً للكلمة المؤمنين، ومعقلاً ومنزلاً

1 سورة التوبة آية: 108.

2 في قرّة العيون: أشار - رحمه الله تعالى - إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكاناً مخصوصاً في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية. فله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين.

3 سورة التوبة آية: 108.

পরিচ্ছেদ: "যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবেহ করা হয়, সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জবেহ করা যাবে না"

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আপনি সেখানে কখনোই দাঁড়াবেন না। প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে, সেটিই আপনার দাঁড়ানোর (সালাত আদায়ের) অধিকতর যোগ্য। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।} ১।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবেহ করা হয়, সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জবেহ করা যাবে না" ২।

"না" শব্দটি না-বোধক, তবে এটি নিষেধসূচক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে এবং সেটিই অধিক স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আপনি সেখানে কখনোই দাঁড়াবেন না} ৩ আয়াতটি সম্পর্কে" মুফাসসিরগণ বলেন: মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মসজিদে জিরারে সালাত

আদায় করতে নিষেধ করেছেন, আর উম্মত এই নির্দেশে তাঁরই অনুসারী। এরপর তিনি তাঁকে মসজিদে কুবা-তে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহিত করেছেন, যা প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য এবং মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল হওয়া।

১ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১০৮।

২ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) নজদ ও অন্যান্য অঞ্চলে তাওহীদের দাওয়াতের পূর্বে মানুষেরা যা করত সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন; তারা তাদের রোগীদের আরোগ্যের জন্য জিনদের উদ্দেশ্যে জবেহ করত এবং তাদের ঘরে জবেহ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করত। মহান আল্লাহ এই ইসলামি দাওয়াতের মাধ্যমে শির্ককে দূরীভূত করেছেন। সুতরাং রব্বুল আলামীনের তাওহীদের দিকে আহ্বানকারীর আগমনে শির্ক, বিদআত ও ফাসাদ দূর হওয়ার জন্য আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।

৩ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১০৮।

(ص: 152)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

للإسلام وأهله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجد قباء كعبرة " 1 وفي الصحيح.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكباً ومشياً " 2. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس، وعروة؛ وعطية، والشعبي، والحسن وغيرهم.
قلت: ويؤيده قوله في الآية: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا} 3 وقيل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحديث أبي سعيد قال: " تمارى رجلان في المسجد

الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا4 " رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} 5 فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: " إنا على سفر؛ ولكن إذا رجعنا - إن شاء الله - فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة؛ ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. "67

وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله،

1 صحيح: الترمذي: كتاب الصلاة (324) : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. وحسنه وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة (1411) : باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء والحاكم (487/1) من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (344/2) لشواهد.

- 2 البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1193) : باب من أتى مسجد قباء كل سبت. ومسلم: كتاب الحج (1399) (515) : باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
- 3 سورة التوبة آية: 108.
- 4 مسلم: كتاب الحج (1398) (514) : باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
- 5 سورة التوبة آية: 107.
- 6 ضعيف. رواه إسحاق كما في تفسير ابن كثير (388/2) ، وابن جرير (17،18/11) عن جماعة من التابعين مرسلًا وفيه عنعنات ابن إسحاق. أفاده الدوسري في النهج السديد (71) .
- 7 كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد، يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده هرقل ومناه. فأرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم، فبنوا هذا المسجد، والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي.

ইসলাম এবং এর অনুসারীদের জন্য; আর একারণেই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কুবা মসজিদে সালাত আদায় করা একটি উমরার সমান" ১ এবং সহীহ গ্রন্থে আছে।

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরোহী এবং পদব্রজে কুবায় যেতেন" ২। সালাফদের একদল বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত মসজিদটি হলো কুবা মসজিদ; তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে আব্বাস, উরওয়াহ, আতিয়াহ, শা'বী, হাসান এবং অন্যান্যরা।

আমি বলি: একে সমর্থন করে আয়াতের এই অংশ: {সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে} ৩। আর বলা হয়েছে যে: এটি হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদ; আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসের কারণে, তিনি বলেছেন: "প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিতর্ক হলো। এক ব্যক্তি বলল: এটি কুবা মসজিদ। অন্যজন বলল: এটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদ। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: এটি হলো আমার এই মসজিদটি ৪"। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এটি উমর, তাঁর পুত্র (ইবনে উমর), যায়েদ ইবনে সাবিত এবং অন্যান্যদের অভিমত। ইবনে কাসীর বলেছেন: এটি সহীহ। আর আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ যদি কুবা মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদ আরও বেশি অগ্রগণ্য। আর এটি 'মসজিদে দিরার'-এর বিপরীত যা আল্লাহর অবাধ্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে তার গোপন আড্ডা হিসেবে ব্যবহারের জন্য, তারা অবশ্যই কসম খাবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী} ৫। এই সকল কারণেই আল্লাহ তাঁর নবীকে সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। যারা এটি নির্মাণ করেছিল তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তবুক যুদ্ধে বের হওয়ার আগে তাঁর কাছে এসেছিল এবং প্রার্থনা করেছিল যেন তিনি সেখানে সালাত আদায় করেন, আর তারা বলেছিল যে তারা এটি কেবল শীতের রাতে দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য নির্মাণ করেছে। তিনি বললেন: "আমরা সফরে আছি; কিন্তু যখন আমরা ফিরে আসব - ইনশাআল্লাহ -"। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনা ফিরে আসছিলেন এবং তাঁর ও মদীনার মাঝে মাত্র একদিন বা দিনের কিছু অংশ বাকি ছিল, তখন এই মসজিদের খবর নিয়ে ওহী নাযিল হলো। তখন তিনি লোক পাঠালেন এবং তিনি মদীনা পৌঁছানোর আগেই তা ধ্বংস করে দিলেন ৬ ৭।

অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াতের সামঞ্জস্যের দিকটি হলো: যেসব স্থান গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) উদ্দেশ্যে যবাই করার জন্য নির্ধারিত, সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই করা থেকেও বিরত থাকা ওয়াজিব।

১ সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুস সালাত (৩২৪): অনুচ্ছেদ: কুবা মসজিদে সালাত আদায়ের বর্ণনা। তিনি একে হাসান বলেছেন এবং ইবনে মাজাহ: কিতাব ইকামাতুস সালাত (১৪১১): অনুচ্ছেদ: কুবা মসজিদে সালাত আদায়ের বর্ণনা এবং হাকেম (১/৪৮৭) উসাইদ ইবনে যুহায়ের আল-আনসারী থেকে বর্ণিত হাদীস। আরনাউত 'শারহুস সুন্নাহ'র তাহকীকে (২/৩৪৪) এর শাহেদ (সমর্থক) বর্ণনা থাকায় সহীহ বলেছেন।

২ বুখারী: কিতাব ফাদলুস সালাত ফি মাসজিদি মক্কা ওয়াল মদীনা (১১৯৩): অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসত। মুসলিম: কিতাবুল হাজ্জ (১৩৯৯) (৫১৫): অনুচ্ছেদ: কুবা মসজিদের মর্যাদা এবং সেখানে সালাত আদায়ের ফযীলত, ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস।

৩ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮।

৪ মুসলিম: কিতাবুল হাজ্জ (১৩৯৮) (৫১৪): অনুচ্ছেদ: প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি যে মদীনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদ তার বর্ণনা।

৫ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৭।

৬ যযীফ (দুর্বল)। ইসহাক বর্ণনা করেছেন যেমনটি ইবনে কাসীরের তাফসীরে (২/৩৮৮) এবং ইবনে জারীর (১১/১৭, ১৮) একদল তাবেয়ী থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে ইবনে ইসহাকের 'আনআনা' রয়েছে। আল-দাওসারী 'আন-নাহজ আস-সাদীদ' (৭১) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

৭ পাপিষ্ঠ আবু আমির আল-খাজরাজী উহুদ যুদ্ধের পর হেরাক্লিয়াসের কাছে গিয়েছিল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে। হেরাক্লিয়াস তাকে প্রতিশ্রুতি ও আশা দিয়েছিল। ফলে সে তার গোত্রের একদল মুনাফিক ও সন্দেহ পোষণকারীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং আশা দেখিয়ে বার্তা পাঠাল যে সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসবে যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করবে, তাকে পরাজিত করবে এবং তার বর্তমান অবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে দেবে। আর সে তাদের নির্দেশ দিয়েছিল যেন তারা তার জন্য একটি দুর্গ তৈরি করে যেখানে তার পক্ষ থেকে আগত ব্যক্তির তাকে চিঠিপত্র পৌঁছে দিতে পারে এবং যখন সে তাদের কাছে আসবে তখন তা যেন তার জন্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ফলে তারা এই মসজিদটি নির্মাণ করে। আর

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশে যারা এটি ধ্বংস ও ভস্মীভূত করেছিলেন তারা হলেন বনী সালিম বিন আউফের ভাই মালিক বিন দুখশুম এবং মান বিন আদি অথবা তার ভাই আমির বিন আদি।

(ص: 153) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.

قوله: {فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} 1 روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فبا هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا " وفي رواية عن جابر وأنس: " هو ذاك فعليكموه " رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم 2.

قوله: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ} 3 قال أبو العالية: إن الطهور بالباء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة، خلافاً للأشاعرة ونحوهم.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: " نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرک؛ فإنه لا وفاء

قوله: "وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل 4 أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أوف بنذرِك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " 5 رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.

قوله: "عن ثابت بن الضحاك" أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين.

قوله: "ببوانة" بضم الباء وقيل بفتحها. قال البخاري: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.

قوله: " فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله.

قوله: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟".

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 6 "العيد:

لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.

1 سورة التوبة آية: 108.

2 حسن: أحمد (422/3) وابن خزيمة (83) ، والطبراني في الكبير (140/17) وفي الصغير (23/2) ، والحاكم (155/1) وصححه ووافقه الذهبي. والرواية الأخرى من حديث جابر وأنس عند ابن ماجة كتاب الطهارة (355) : باب الاستنجاء بالماء. والدارقطني (62/1) ، والحاكم (55/1) ، (334/2) وصححها ووافقه الذهبي. والحديث حسن لغيره لكثرة شواهد وطرقه وراجع النهج السديد ص (71: 73) .

3 سورة التوبة آية: 108.

4 روى أبو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقفي أنها قالت: سمعت ميمونة بنت كرم قالت: "خرجت مع أبي في حجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبعت الناس يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليهِ أبي وهو على ناقة، ومعه درة كدرة الكتاب، فسبعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية. فدنا إليهِ أبي فأخذ بقدمه، قالت فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين - فقال رسول الله: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوف بها نذرت لله - الحديث".

5 صحيح: أبو داود: كتاب الأيمان والنذور (3313) : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. وصححه الحافظ في التلخيص (180/4) وصححه الألباني في تخريج المشكاة (3437) وصحيح الجامع (2548) .

6 في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.

ঠিক যেমন এই মসজিদটি আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তাই এটি সেই কারণে আল্লাহর ক্রোধের স্থানে পরিণত হয়েছে; ফলে এতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। এটি একটি সঠিক কিয়াস (যৌক্তিক তুলনা), যা পরবর্তী সাবিত ইবনুল দাহহাক-এর হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

তাঁর বাণী: {সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে} ১ ইমাম আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ এবং অন্যান্যরা উওয়াইম ইবনে সা'ইদাহ আল-আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে কুবা-তে তাঁদের কাছে আসলেন এবং বললেন: আল্লাহ তোমাদের মসজিদের কাহিনীতে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে তোমাদের সুন্দর প্রশংসা করেছেন। তবে সেই পবিত্রতা কী যা তোমরা অর্জন করো? তাঁরা বললেন: আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এটুকু জানি যে, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশী ছিল, তারা মলত্যাগের পর তাদের মলদ্বার পানি দিয়ে ধৌত করত, তাই আমরাও তাদের মতো ধৌত করি।" জাবির এবং

আনাস-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "এটাই সেই কাজ, সুতরাং তোমরা এটি আঁকড়ে ধরো।" ইবনু মাজাহ, ইবনু আবী হাতিম, দারাকুতনী এবং হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন ২। তাঁর বাণী: {আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন} ৩ আবুল আলীয়াহ বলেন: পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম, তবে তাঁরা মূলত গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী। এতে আল্লাহর 'ভালোবাসা' (মাহাব্বাহ) গুণের সাব্যস্তকরণ রয়েছে, যা আশআরী ও তাদের সমমনাদের মতের বিপরীত।

সাবিত ইবনুল দাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি বুওয়ানাহ নামক স্থানে উট কুরবানী করার মানত করল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: সেখানে কি জাহিলী যুগের কোনো মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো? তারা বলল: না। তিনি বললেন: সেখানে কি তাদের কোনো উৎসব পালিত হতো? তারা বলল: না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার মানত পূর্ণ করো; কেননা কোনো মানত পূর্ণ করা যাবে না..."

তাঁর বক্তব্য: "এবং সাবিত ইবনুল দাহহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি ৪ বুওয়ানাহ নামক স্থানে উট কুরবানী করার মানত করল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: সেখানে কি জাহিলী যুগের কোনো মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো? তারা বলল: না। তিনি বললেন: সেখানে কি তাদের কোনো উৎসব পালিত হতো? তারা বলল: না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার মানত পূর্ণ করো; কেননা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজে কোনো মানত পূর্ণ করা যাবে না, আর আদম সন্তান যার মালিক নয় তাতেও কোনো মানত পূর্ণ করা যাবে না।" ৫ এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

তাঁর বক্তব্য: "সাবিত ইবনুল দাহহাক থেকে বর্ণিত" অর্থাৎ ইবনে খলীফা আল-আশহালী, তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী। তাঁর থেকে আবু কিলাবাহ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তিনি চৌষটি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বক্তব্য: "বুওয়ানাহ-তে" প্রথম বর্ণ 'বা'-তে পেশ যোগে, আবার কেউ কেউ যবর যোগেও বলেছেন। বাগাভী বলেন: এটি মক্কার নিচু ভূমিতে ইয়ালামলামের নিকটবর্তী একটি স্থান। আবুস সা'আদাত বলেন: এটি ইয়ানবুর ওপারে একটি উঁচু ভূমি।

তাঁর বক্তব্য: "সেখানে কি জাহিলী যুগের কোনো মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো?" এতে ঐ স্থানে মানত পূর্ণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যেখানে কোনো মূর্তি ছিল, যদিও সেই মূর্তি বর্তমানে অপসারিত হয়ে থাকে। গ্রন্থকার রাহিমাহুল্লাহ এ কথা বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "সেখানে কি তাদের কোনো উৎসব পালিত হতো?"

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ৬ "ঈদ বা উৎসব হলো: আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজে কোনো মানত পূর্ণ করা যাবে না, আর আদম সন্তান যার মালিক নয় তাতেও কোনো মানত পূর্ণ করা যাবে না।" আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

১ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮।

২ হাসান: আহমাদ (৩/৪২২), ইবনু খুযাইমাহ (৮৩), তাবারানী তার 'কাবীর' (১৭/১৪০) ও 'সাগীর' (২/২৩) গ্রন্থে, এবং হাকেম (১/১৫৫); তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। জাবির ও আনাস-এর হাদীস থেকে বর্ণিত অন্য বর্ণনাটি ইবনু মাজাহ-এর পবিত্রতা অধ্যায়ে (৩৫৫) রয়েছে: পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা অনুচ্ছেদ। এছাড়া দারাকুতনী (১/৬২), হাকেম (১/৫৫), (২/৩৩৪) এটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন, আয-যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। হাদীসটি এর অনেক সমর্থক বর্ণনা ও সূত্রের কারণে হাসান লিগাইরিহি। বিস্তারিত দেখুন আন-নাহজুস সাদীদ পৃ. (৭১: ৭৩)।

৩ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮।

৪ আবু দাউদ এই হাদীসের পর সারাহ বিনতে মিকসাম আস-সাকাফী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন: আমি মাইমুনাহ বিনতে কারদামকে বলতে শুনেছি: "আমি আমার পিতার সাথে তাঁর হজ্জে বের হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম এবং মানুষকে বলতে শুনলাম: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। আমি তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম। আমার পিতা একটি উটনীতে চড়ে তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তাঁর হাতে মক্তবের শিক্ষকদের লাঠির মতো একটি লাঠি ছিল। আমি গ্রাম্য আরব ও সাধারণ মানুষকে 'তাবতাবিয়াহ তাবতাবিয়াহ' বলতে শুনলাম। আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং তাঁর পা ধরলেন। বর্ণনাকারী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর কথা শুনলেন। তখন পিতা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি মানত করেছি যে, যদি আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মায় তবে আমি বুওয়ানাহর চূড়ায় কয়েকটি ছাগল

কুরবানী করব—বর্ণনাকারী বলেন: আমি জানি না সম্ভবত তিনি পঞ্চাশটি বলেছিলেন—
রাসূলুল্লাহ বললেন: সেখানে কি কোনো মূর্তি আছে? তিনি বললেন: না। রাসূলুল্লাহ বললেন:
তবে আল্লাহর জন্য যা মানত করেছ তা পূর্ণ করো—হাদীসটি শেষ পর্যন্ত"।

৫ সহীহ: আবু দাউদ: শপথ ও মানত অধ্যায় (৩৩১৩): মানত পূর্ণ করার নির্দেশ সংক্রান্ত
পরিচ্ছেদ। হাফেজ ইবনে হাজার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (৪/১৮০) একে সহীহ বলেছেন এবং
আলবানী 'তখরীজুল মিশকাত' (৩৪৩৭) ও 'সহীহুল জামি' (২৫৪৮) গ্রন্থে একে সহীহ
বলেছেন।

৬ 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম' গ্রন্থে।

(ص: 154)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

اسم لها يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الأسبوع أو
الشهر أو نحو ذلك 1 والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية.
فالعید يجمع أموراً منها يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه،
ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد
يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً. فالزمان كقول النبي صلى الله
عليه وسلم في يوم الجمعة: "إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً" 2.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم" 3 والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبوري عيداً" 4.
وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى
الله عليه وسلم "دعها يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً" 5 انتهى 6.

1 وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكرانات التي ملأت البلاد باسم الأولياء، وهي نوع من العبادة لهم (*) وتعظيمهم. ولذلك لا يذكر الناس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكرانات ولو كان أجهل خلق الله وأفسقهم. فكلما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قام السدنة بهذا العيد لتحيا في نفوس العامة عبادته وتكثر الهدايا والقرايين باسمه. وقد امتلأت البلاد الإسلامية بهذه الذكرانات، وعبت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم ينج منها إلا نجد والحجاز فيما نعلم بفضل الله ثم بفضل آل سعود الذين قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب.

2 ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1098)، ومالك: الطهارة (146).
3 البخاري: الجمعة (962)، ومسلم: صلاة العيدين (884، 886)، والنسائي: صلاة العيدين (1569)، وأبو داود: الصلاة (1142)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1273)، وأحمد (1220/1، 1226/1، 1232/1، 1286/1، 1331/1، 1345/1، 1368/1)، والدارمي: الصلاة (1603، 1610).
4 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (780)، والترمذي: فضائل القرآن (2877)، وأبو داود: المناسك (2042)، وأحمد (367/2).
5 البخاري: كتاب العيدين (952): باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ومسلم كتاب صلاة العيدين (892) (16): باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد من حديث عائشة رضي الله عنها.

6 في قرّة العيون: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسبونها عيداً كمولد البدوي بمصر وغيره. بل هي أعظم لها يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالندى بكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلاً للعبادة؛ لكونها صارت محلاً لها حرم الله من الشرك

والمعاصي، والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلاً لها يسخط الله تعالى، فبهذا صار الحديث شاهداً للترجمة والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجداً. والجواب والله أعلم: أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثناً، كما كان يفعل فيه أولاً فجعله مسجداً والحالة هذه ينسى فيها ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكيفية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. (*) قوله: (وهي نوع من العبادة لهم) إلخ. أقول: هذا فيه إجمال، والصواب التفصيل بأن يقال: من أقام المولد لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته، أو لكي يدفع عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك، فهذا تعتبر إقامته المولد عبادة لصاحبه، فإن دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيئاً من بقية أنواع العبادة، صار ذلك شركاً إلى شرك، وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للحسين رضي الله عنه أو للبدوي أو غيرهم. أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظناً منه أن ذلك من العبادات التي يحبها الله، فهذا لا يكون عابداً لصاحب المولد إذا لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولد، ولكنه قد أتى بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان قصده حسناً؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بشيء منها إلا بتشريع من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ولقد عظمت المصيبة بهذه الموالد وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصى إلا الله عز وجل، فإننا لله وإننا إليه راجعون، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم لاتباع السنة وترك البدعة إنه سميع قريب.

এটি এমন একটি নাম যা সাধারণ সমাবেশের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত পন্থায় বারবার ফিরে আসে, চাই তা বাৎসরিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা এজাতীয় অন্য কিছু হোক।^১ আর এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহেলি যুগের অধিবাসীদের প্রথাগত সমাবেশ। সুতরাং 'ঈদ' কয়েকটি বিষয়ের সমষ্টি: ফিরে আসা দিন—যেমন ঈদুল ফিতর ও জুমার দিন; সেখানে একত্র হওয়া; এবং ইবাদত ও প্রথাগত কর্মকাণ্ড যা এর অনুগামী হয়। কখনও ঈদ একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে খাস হতে পারে, আবার কখনও তা নিঃশর্ত হতে পারে। এই প্রতিটি বিষয়কেই 'ঈদ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সময়ের ক্ষেত্রে যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন সম্পর্কে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দিনটিকে মুসলমানদের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।"^২ আর সমাবেশ ও আমলের ক্ষেত্রে যেমন ইবনে আব্বাস বলেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদে উপস্থিত হয়েছি।"^৩ আর স্থানের ক্ষেত্রে যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমরা আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) বানিও না।"^৪ অনেক সময় 'ঈদ' শব্দটি দিন এবং তাতে সম্পাদিত আমল—উভয়ের সমষ্টির নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটাই অধিক প্রচলিত, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "হে আবু বকর, ওদের ছেড়ে দাও, কারণ প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে।"^৫ সমাপ্ত।^৬

১ সেটিই যাকে মানুষ বর্তমানে মাওলিদ (জন্মোৎসব) ও যিক্রানাত বলে থাকে, যা ওলিদের নামে জনপদগুলোকে পূর্ণ করে ফেলেছে। এটি তাদের জন্য এক প্রকার ইবাদত(*) এবং তাদের প্রতি অতি-সম্মান প্রদর্শন। এ কারণেই মানুষ সেই ব্যক্তিকেই চেনে ও স্মরণ করে যার জন্য এসব যিক্রানাত বা অনুষ্ঠান পালন করা হয়, যদিও সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ ও পাপাচারী হয়ে থাকে। যখনই এসকল তাগুতের বাজার মন্দা হয়, তখনই খাদেমরা এই ঈদের আয়োজন করে যাতে সাধারণ মানুষের মনে তার ইবাদত পুনর্জীবিত হয় এবং তার নামে উপটোকন ও মানত বৃদ্ধি পায়। মুসলিম দেশগুলো এসব অনুষ্ঠানে পূর্ণ হয়ে গেছে, এর মাধ্যমে বিপদ ব্যাপক হয়েছে এবং জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম দেশগুলোতে ফিরে এসেছে। আল্লাহ ছাড়া কোনো সামর্থ্য ও শক্তি নেই। আমাদের জানামতে কেবল নজদ ও হেজাজ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং পরবর্তীতে আল-সৌদের কল্যাণে এ থেকে রক্ষা পেয়েছে, যারা শেখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াত সংরক্ষণে দাঁড়িয়েছেন।

২ ইবনে মাজাহ: ইক্বামাতুস সালাত ওয়াস সুন্নাতু ফিহা (১০৯৮), এবং মালিক: আত-তাহারাহ (১৪৬)।

৩ বুখারি: আল-জুমুআ (৯৬২), এবং মুসলিম: সালাতুল ঈদাইন (৮৮৪, ৮৮৬), এবং নাসাঈ: সালাতুল ঈদাইন (১৫৬৯), এবং আবু দাউদ: আস-সালাত (১১৪২), এবং ইবনে মাজাহ: ইকামাতুস সালাত ওয়াস সুন্নাতু ফিহা (১২৭৩), এবং আহমাদ (১/২২০, ১/২২৬, ১/২৩২, ১/২৮৬, ১/৩৩১, ১/৩৪৫, ১/৩৬৮), এবং দারেমি: আস-সালাত (১৬০৩, ১৬১০)।

৪ মুসলিম: সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরুহা (৭৮০), এবং তিরমিজি: ফাদায়িলুল কুরআন (২৮৭৭), এবং আবু দাউদ: আল-মানাসিক (২০৪২), এবং আহমাদ (২/৩৬৭)।

৫ বুখারি: কিতাবুল ঈদাইন (৯৫২): বাবু সুন্নাতিল ঈদাইন লি আহলিল ইসলাম। এবং মুসলিম: কিতাব সালাতিল ঈদাইন (৮৯২) (১৬): বাবু রুকসাতি ফিল লায়িবিল্লাজি লা মাসিয়াতা ফিহি ফি আইয়ামিল ঈদ (আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিস হতে)।

৬ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: এই মুশরিকরা কবরের নিকট বিভিন্ন ঈদ বা উৎসবের উদ্ভাবন করেছে যেগুলোর উপাসনা আল্লাহর পরিবর্তে করা হয় এবং সেগুলোকে তারা ঈদ বলে অভিহিত করে, যেমন মিশরে বাদাভীর মাওলিদ ও অন্যান্য। বরং এগুলোতে শিরক ও বড় বড় পাপ বিদ্যমান থাকায় এগুলো আরও বেশি গুরুতর। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এতে মুফতির নিকট বিস্তারিত ব্যাখ্যা তলব করা এবং জাহেলি ঈদের স্থানে মানত পূরণ করা থেকে নিষেধ করার প্রমাণ রয়েছে, যদিও সেই ঈদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি (ব্যাখ্যাকার) বলি: এতে মুশরিকদের স্মৃতিচিহ্নসমূহকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করা নিষেধ হওয়ার দলিল রয়েছে; কারণ সেগুলো আল্লাহর হারামকৃত শিরক ও পাপাচারের স্থানে পরিণত হয়েছে। হাদিসটি যদিও মানত সংক্রান্ত, তবুও তা আল্লাহর জন্য করা সকল ইবাদতকেই शामिल করে। সুতরাং আমরা এমন অপবিত্র স্থানে ইবাদত করব না যা আল্লাহর ক্রোধের স্থানে পরিণত হয়েছে। এভাবেই হাদিসটি এই অধ্যায়ের জন্য সাক্ষী হিসেবে গণ্য হয়েছে। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) কেবল জবেহ করার বিষয়টিকেই নির্দিষ্ট করতে চাননি, বরং তিনি জবেহকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তায়েফে 'লাত' মূর্তির স্থানে মসজিদ নির্মাণ করাকে সমস্যা হিসেবে ধরা হতে পারে। এর উত্তর—আল্লাহই ভালো জানেন—হলো: যদি এই স্থানটিকে এই শহরে পরিত্যক্ত রাখা হতো, তবে ভয় ছিল যে জাহেলদের অন্তর এতে ফেতনাগ্রস্ত হবে এবং পুনরায় এটিকে মূর্তিতে পরিণত করা হবে, যেমনটি আগে করা হতো। এমতাবস্থায় সেটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করলে সেখানে যা করা হতো তা মানুষ ভুলে যাবে এবং শিরকের নামনিশানা সম্পূর্ণরূপে মুছে যাবে। সুতরাং এই প্রবল বিরোধপূর্ণ কারণের (ইল্লাত) জন্যই এই স্থানটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আল্লাহই ভালো জানেন। (*) লেখকের উক্তি: (এটি তাদের জন্য এক প্রকার ইবাদত) ইত্যাদি।

আমি বলি: এতে অস্পষ্টতা রয়েছে। সঠিক হলো এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা, এভাবে যে: যে ব্যক্তি মাওলিদ পালনকারীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং তার পক্ষ থেকে উপকার বা বরকতের আশায় অথবা অনিষ্ট দূর করার জন্য মাওলিদ পালন করে, তবে তার এই মাওলিদ পালন ঐ ব্যক্তির ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে এর পাশাপাশি তাকে ডাকে বা তার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করে অথবা তার নামে মানত করে বা জবেহ করে অথবা অন্য কোনো প্রকার ইবাদত করে, তবে তা শিরকের ওপর শিরক হিসেবে গণ্য হবে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হোসাইন (রা.), বাদাভী বা অন্যদের জন্য মাওলিদ পালন করে, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমনই। আর যে ব্যক্তি মাওলিদ পালন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এই ধারণায় যে এটি আল্লাহর প্রিয় ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তবে সে মাওলিদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইবাদতকারী হবে না যদি অনুষ্ঠান চলাকালে তার থেকে কোনো শিরক প্রকাশ না পায়। কিন্তু সে এমন এক বিদআত নিয়ে এল যা আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করেননি এবং সালাফে সালাহীন (রা.)-গণও তা করেননি, যদিও তার নিয়ত ভালো হয়। কারণ ইবাদত হচ্ছে 'তাওকিফিয়াহ' (ওহীর ওপর নির্ভরশীল), আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তন ছাড়া তার কোনো কিছু পালন করা বৈধ নয়। এসকল মাওলিদের কারণে বিপদ অনেক বড় আকার ধারণ করেছে এবং এর মাধ্যমে শিরক ও ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না। আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদের অবস্থা সংশোধন করে দেন, দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন এবং সুন্নতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জনের তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে।

(ص: 155)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال المصنف: "وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالندى بكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله". قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: "فأوف بنذرك" هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي

يذبح فيه المشركون لغير الله. أي في محل أعيادهم، معصية؛ لأن قوله: "فأوف بنذرک" تعقيب

للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا: "لا" قال: "أوف بنذرک" وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم، أو بها وثن من أوثانهم: مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام.

وقوله: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.

واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. أحدهما: يجب

গ্রন্থকার (মুসান্নিফ) বলেন: "এর মধ্যে মুফতির বিস্তারিত বর্ণনা অনুসন্ধান করা এবং জাহেলিয়াতের উৎসবের স্থানে মানত পূরণ করার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়, যদিও সেই উৎসব বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে।" আমি বলি: এর মধ্যে পাপের পথ রুদ্ধ করা (সাদুয যারিয়াহ), মুশরিকদের সাদৃশ্য বর্জন এবং যা তার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তা থেকে নিষেধ করার শিক্ষা রয়েছে। তাঁর উক্তি: "সুতরাং তোমার মানত পূর্ণ করো" - এটি প্রমাণ করে যে, যেখানে মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করে, অর্থাৎ তাদের উৎসবের স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জবেহ করাও গুনাহের কাজ; কারণ তাঁর উক্তি: "সুতরাং তোমার মানত পূর্ণ করো" - এখানে 'ফা' অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনার পরপরই বিধান আনা হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে বিবরণটিই হলো বিধানের কারণ। সুতরাং মানত পূরণের নির্দেশের কারণ হলো ওই স্থানে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের অনুপস্থিতি। যখন তারা বললেন: "না", তখন তিনি বললেন: "তোমার মানত পূর্ণ করো"। এটি অপরিহার্য করে যে, কোনো ভূখণ্ড তাদের উৎসবের স্থান হওয়া কিংবা সেখানে তাদের কোনো মূর্তি থাকা সেই স্থানে জবেহ করার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ, যদিও কেউ সেখানে জবেহ করার মানত করে থাকে। এটি শাইখুল ইসলাম বলেছেন।

এবং তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানত পূরণ নেই" - এটি প্রমাণ করে যে, যদি সেই স্থানে কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়, তবে সেটি অবাধ্যতামূলক মানত হিসেবে গণ্য হবে। আর অবাধ্যতামূলক মানত আলেমদের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূরণ করা জায়েজ নয়।

এতে শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে কি না সে বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন; ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত দুটি বর্ণনা অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। তার একটি হলো: তা ওয়াজিব হবে।

(ص: 156)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهو المذهب. وروي عن ابن مسعود وابن عباس. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه; لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " 1 رواه أحمد وأهل السنن 2 واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي؛ لحديث الباب. ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم. والمطلق يحمل على المقيّد.

قوله: "ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضاً فله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئاً؛ بأن قال: إن شفى الله مريضاً فله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملك ولا قيمتها، فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله: "رواه أبو داود وإسناده على شرطهما" أي البخاري ومسلم.

1 صحيح: أحمد (247/6) ، وأبو داود (3290,3291) كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. والترمذي (1524) : كتاب النذور: باب ما

جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية. والنسائي (26/7 ، 27) كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة (2125) كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية. وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء (2590) .

2 قال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراج إياه.

এটাই হচ্ছে মাযহাবের অভিমত। এটি ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সঙ্গীরাও একথাই বলেছেন; কারণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "পাপকাজে কোনো মানত নেই এবং এর কাফফারা হলো কসমের কাফফারা।" এটি আহমদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন এবং আহমদ ও ইসহাক এটি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। দ্বিতীয় মত হলো: এর ওপর কোনো কাফফারা নেই। এটি মাসরুক, শাবি এবং শাফেয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে; কারণ অধ্যায়ের হাদিসে এর উল্লেখ রয়েছে এবং সেখানে কোনো কাফফারার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর উত্তর হলো: পূর্ববর্তী হাদিসে কাফফারার উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'মুতলাক' (সাধারণ নির্দেশ)-কে 'মুকাইয়্যাদ' (শর্তযুক্ত নির্দেশ)-এর ওপর প্রয়োগ করা হয়।

(লেখকের) উক্তি: "এবং আদম সন্তান যার মালিক নয় তাতেও (মানত কার্যকর হবে না)"। শারহুল মাসাবিহ-এ বলা হয়েছে: অর্থাৎ যখন কেউ মানতকে এমন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে যুক্ত করে যার মালিক সে নয়, যেমন সে বলল: যদি আল্লাহ আমার রোগীকে সুস্থ করেন তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার ওপর অমুকের গোলামকে মুক্ত করা আবশ্যিক—এবং এই জাতীয় কথা। কিন্তু যদি সে নিজের জিম্মায় কোনো সাধারণ বিষয় আবশ্যিক করে নেয়; যেমন সে বলল: যদি আল্লাহ আমার রোগীকে সুস্থ করেন তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার ওপর একটি গোলাম মুক্ত করা আবশ্যিক, অথচ সে সময় সে কোনো গোলামের মালিক নয় এবং তার মূল্যও তার কাছে নেই; তবে যখন তার রোগী সুস্থ হবে, তখন এটি তার জিম্মায় সাব্যস্ত হবে।

(লেখকের) উক্তি: "এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ তাঁদের উভয়ের শর্তানুযায়ী"—অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।

১ সহিহ: আহমদ (৬/২৪৭), আবু দাউদ (৩২৯০, ৩২৯১) শপথ ও মানত অধ্যায়: অনুচ্ছেদ—পাপকাজে মানত করলে যার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হয়। তিরমিজি (১৫২৪): মানত অধ্যায়: অনুচ্ছেদ—পাপকাজে কোনো মানত নেই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ি (৭/২৬, ২৭) শপথ ও মানত অধ্যায়: অনুচ্ছেদ—মানতের কাফফারা, ইবনে মাজাহ (২১২৫) কাফফারা অধ্যায়: অনুচ্ছেদ—পাপকাজে মানত। এটি একটি সহিহ হাদিস, আলবানি একে ইরওয়াউল গালিল (২৫৯০)-এ সহিহ বলেছেন।

২ তিরমিজি বলেন: এই হাদিসটি সহিহ নয়; কারণ যুহরি এই হাদিসটি আবু সালামা থেকে শোনে ননি। অন্যরা বলেন: যুহরি এটি আবু সালামা থেকে শোনে ননি, বরং তিনি এটি সুলাইমান বিন আরকাম থেকে শুনেছেন এবং সুলাইমান পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী। ইমাম আবু দাউদও হাদিসটি সংকলন করার পর অনুরূপ কথা বলেছেন।

(ص: 157)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

- الأولي: تفسير قوله { لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا } 1.
- الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض. وكذلك الطاعة.
- الثالثة: رد المسألة المشككة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
- الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
- الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
- السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.
- السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
- الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.
- التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

وأبو داود: اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن والبرasil وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين. رحمه الله تعالى.

1 سورة التوبة آية: 108.

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: তাঁর এই বাণীর ব্যাখ্যা {আপনি সেখানে কখনোই দাঁড়াবেন না} ১।

দ্বিতীয়ত: নাফরমানি বা পাপ ভূমির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তেমনিভাবে আনুগত্যও।

তৃতীয়ত: অস্পষ্ট মাসআলাকে স্পষ্ট মাসআলার দিকে ফিরিয়ে আনা, যাতে অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়।

চতুর্থত: মুফতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া, যখন তার প্রয়োজন হয়।

পঞ্চমত: মানতের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট করাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তা শরয়ি বাধা থেকে মুক্ত থাকে।

ষষ্ঠত: যদি সেখানে জাহেলি যুগের কোনো মূর্তি থেকে থাকে, তবে তা নিষিদ্ধ, যদিও তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে।

সপ্তমত: যদি সেখানে তাদের কোনো উৎসব থেকে থাকে, তবে তাও নিষিদ্ধ, যদিও তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে।

অষ্টমত: সেই নির্দিষ্ট স্থানে মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়; কারণ এটি একটি গুনাহর মানত।

নবমত: মুশরিকদের উৎসবের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে সতর্ক থাকা, যদিও তা উদ্দেশ্যমূলক না হয়।

দশমত: গুনাহর কাজে কোনো মানত নেই।

একাদশ: আদম সন্তান যা মালিকানাধীন নয়, তাতে কোনো মানত নেই।

আবু দাউদ: তাঁর নাম সুলাইমান বিন আল-আশআদ বিন ইসহাক বিন বশির বিন শাদাদ আল-আজদি আস-সিজিস্তানি; তিনি ইমাম আহমদের ছাত্র এবং সুনান ও মারাসিলসহ অন্যান্য গ্রন্থের

সংকলক। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইমাম, হাফেজ এবং বড় আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

১ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮।

(ص: 157) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من الشرك النذر لغير الله "
وقول الله تعالى: { يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } 1. وقوله: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } 2.

قوله: "باب: من الشرك النذر لغير الله تعالى".
أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لل،. فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة.

وقوله تعالى: { يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } 3 فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووقاء بها تقرب به إليه.
وقوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } .
قال ابن كثير: "يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات، من النفقات والمندورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه". اهـ.

إذا علمت ذلك، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور، تقرباً بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: { وَجَعَلُوا

لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ { 4.

1 سورة الإنسان آية: 7.

2 سورة البقرة آية: 270.

3 سورة الإنسان آية: 7.

4 سورة الأنعام آية: 136.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত"

আল্লাহ তাআলার বাণী: "তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুদূরপ্রসারী।" ১। এবং তাঁর বাণী: "তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যা কিছু মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।" ২।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ, যেহেতু এটি একটি ইবাদত এবং আল্লাহর জন্য মানত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী: "তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুদূরপ্রসারী।" ৩। এই আয়াতটি মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার ওপর দলিল প্রদান করে এবং আল্লাহর আনুগত্যস্বরূপ ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যারা তা পালন করে তাদের প্রশংসা করে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: "তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যা কিছু মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।"

ইবনে কাসীর বলেন: "আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমলকারীরা যত নেক আমল করে—চাই তা ব্যয় করা হোক বা মানত করা হোক—তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। এর মাধ্যমে তিনি যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে, তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" সমাপ্ত।

যখন আপনি বিষয়টি অবগত হলেন, তখন বুঝা গেল যে, কবরপূজারীরা তাদের প্রয়োজন পূরণ ও সুপারিশ লাভের উদ্দেশ্যে কবরের অধিবাসীদের নৈকট্য পেতে যে মানতগুলো করে থাকে, তা নিঃসন্দেহে ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ যে শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তারা তাঁর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে এবং বলে, 'তাদের ধারণা মতে এটা আল্লাহর জন্য এবং এটা আমাদের অংশীদারদের জন্য।' অতঃপর যা তাদের অংশীদারদের জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের অংশীদারদের কাছে পৌঁছায়। তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!" ৪।

১ সূরা আল-ইনসান আয়াত: ৭।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২৭০।

৩ সূরা আল-ইনসান আয়াত: ৭।

৪ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৩৬।

(ص: 158)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك العاذر للمخلوقات. فإن كلاهما شرك. والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف وقال في حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" 12. وقال فيمن نذر سبعة أو نحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. فإن فيهم شبهة من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل

ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام { مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ } 3؛ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: { وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ } 4. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند 5 والمجاورين عندها 6.

1 البخاري كتاب الأيمان والنذور (6650) : باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومسلم: كتاب الإيمان (1647) (5) : باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من حديث عائشة رضي الله عنها.

2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

3 سورة الأنبياء آية: 52.

4 سورة الأعراف آية: 138.

5 في القاموس: البد - بضم الباء - الصنم، معرب، بد والجمع بددة - كقردة - وأبداد كخرج وأخرج. وهو اسم لصنم من أصنام الهنود.

6 في قرّة العيون: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلبه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله، والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاتة إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفتته (لا إله إلا الله) من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف - رحمه الله تعالى - تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد

والطلب فقد خالف ما نفتته "لا إله إلا الله" فعكس مدلولها فأثبت ما نفتته ونفى ما أثبتته من التوحيد، وهذا معنى قول شيخنا. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد.

শায়খুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা হয়, যেমন প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র, কবর এবং এই জাতীয় কিছুর জন্য মানত করা, তা সৃষ্টিজগতের নামে শপথ করার সমতুল্য। সৃষ্টিজগতের নামে শপথকারীর ওপর তা পূর্ণ করা বা কাফফারা আদায় করার কোনো বিধান নেই, অনুরূপভাবে যারা সৃষ্টির জন্য মানত করে তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ উভয়টিই শিরক। আর শিরকের কোনো পবিত্রতা নেই, বরং তার উচিত এই কাজের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা বলা: "যে ব্যক্তি শপথ করল এবং তার শপথে লাত ও উযযার নাম নিল, সে যেন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কেও বলেছেন যে কোনো প্রসিদ্ধ স্থান বা এই জাতীয় জায়গায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেল মানত করে এবং বলে যে, সেই স্থানটি মানত কবুল করে, যেমনটি কিছু পথদ্রষ্ট লোক বলে থাকে। এই মানতটি মুসলিমদের সর্বসম্মত মতে একটি পাপ কাজ, যা পূর্ণ করা বৈধ নয়। একইভাবে যদি কেউ সেই স্থানের তত্ত্বাবধায়ক বা সেখানে অবস্থানকারী মুজাওয়িরদের (যারা সেখানে পড়ে থাকে) জন্য অর্থ মানত করে। কারণ তাদের মধ্যে লাত, উযযা ও মানাতের সেই তত্ত্বাবধায়কদের সাদৃশ্য রয়েছে, যারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করত। সেখানকার মুজাওয়িরদের মধ্যে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে যাদের সম্পর্কে খলীল (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: "এই মূর্তিগুলো কী, যাদের সেবায় তোমরা মগ্ন আছ?" আর যাদের পাশ দিয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর কওম অতিক্রম করেছিলেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, এরপর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাল যারা তাদের প্রতিমাদের পূজায় মগ্ন ছিল।" সুতরাং এইসব স্থানের তত্ত্বাবধায়ক ও মুজাওয়িরদের জন্য মানত করা পাপের মানত। এতে ক্রুশের তত্ত্বাবধায়ক ও তার নিকট অবস্থানকারীদের জন্য মানত করার অথবা ভারতের প্রতিমাদের (আবদাদ) তত্ত্বাবধায়ক ও তার নিকট অবস্থানকারীদের জন্য মানত করার সাদৃশ্য রয়েছে।

১. বুখারী, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর (৬৬৫০): লাত, উযযা বা তাগুতের নামে শপথ না করার অধ্যায়; এবং মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৬৪৭) (৫): যে ব্যক্তি লাত ও উযযার শপথ করে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে—আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিস থেকে।
২. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।
৩. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫২।
৪. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৩৮।
৫. 'কামুস'-এ বলা হয়েছে: আল-বুদ (বা-এর পেশ দিয়ে)—প্রতিমা, যা একটি আরবিকৃত শব্দ; এর বহুবচন বুদাদাহ বা আবদাদ। এটি ভারতের হিন্দুদের একটি মূর্তির নাম।
৬. 'কুররাতুল উয়ুন'-এ বলা হয়েছে: এটি এই জন্য যে, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর জন্য মানত করে সে তার কামনা-বাসনাকে কেবল তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট করে; কারণ সে জানে যে আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা তিনি চান না তা হয় না। আর তিনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। সুতরাং উদ্দেশ্যের তাওহীদই হলো ইবাদতের তাওহীদ। এই কারণেই আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে যা মানত করা হয় তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। আর ইবাদত যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন তা আল্লাহর সাথে শিরক হিসেবে গণ্য হয়; কারণ সে তার আশা বা ভয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি ঙ্গক্ষিপ করেছে। ফলে সে তাকে ইবাদতে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করল এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলাহ হওয়াকে অস্বীকার করেছে তা সে মেনে নিল না এবং যা এই কালিমা সাব্যস্ত করেছে তা সে সাব্যস্ত করল না। গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) যে অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছেন তা প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি লক্ষ্য ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করল, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর নাফী বা অস্বীকৃতির বিপরীত কাজ করল। ফলে সে এর অর্থকে উল্টে দিল; যা এটি অস্বীকার করেছে তা সে সাব্যস্ত করল এবং যা তাওহীদ সাব্যস্ত করেছে তা সে অস্বীকার করল। এটিই আমাদের শায়খের বক্তব্যের মর্মার্থ। এই শিরোনামের ব্যাখ্যা তার পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে রয়েছে। সুতরাং যে শিরকই সংঘটিত হয়েছে বা হতে পারে, তা কালিমাতুল ইখলাস এবং তার অন্তর্ভুক্ত তাওহীদের পরিপন্থী।

وقال الرافعي في شرح المنهاج:

"وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة والمشهد، أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه، أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد؛ فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء.

ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم يندرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح، ويندرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: إنها تقبل النذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض البأمول من شفاء مريض؛ أو قدوم غائب أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوها للقبور باطل مطلقاً. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء؛ فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيماً، ظاناً أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار:

النذر الذي يندره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة؛ ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريض، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا

يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المندور له ميت، والبيت لا يملك. ومنها أنه ظن أن البيت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر - إلى أن قال -: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها فحرام بإجماع المسلمين.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه،

نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكروته وغيرها عنه،

وزاد: قد

এবং রাফেঈ শরহুল মিনহাজে বলেছেন:

"আর ওলি বা শাইখের কবরের ওপর নির্মিত মাজারসমূহ, অথবা সেই স্থানে অবস্থানকারী ওলিদের নামে, কিংবা সেই স্থানে যে সকল ওলি ও নেককার ব্যক্তির যাতায়াত করতেন তাদের নামে মানত করার বিষয়টি হলো—যদি মানতকারীর উদ্দেশ্য এর দ্বারা এই হয় (যা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ঘটে থাকে বা বাস্তবে হয়ে থাকে) যে, সেই স্থান বা মাজার অথবা খানকাহর সম্মান প্রদর্শন করা, কিংবা সেখানে যিনি সমাহিত আছেন বা যার নামে এটি সম্বন্ধযুক্ত অথবা যার নামে এটি নির্মিত হয়েছে তার সম্মান প্রদর্শন করা—তবে এই মানত বাতিল ও অকার্যকর; কেননা তাদের বিশ্বাস হলো যে, এই স্থানগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তারা মনে করে যে এর মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়।

এর মাধ্যমে নেয়ামত লাভ করা যায় এবং এর উদ্দেশ্যে মানত করার মাধ্যমে রোগব্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। এমনকি তারা কিছু পাথরের নামেও মানত করে, কারণ তাদের বলা হয়েছে যে সেখানে কোনো এক নেককার বান্দা হেলান দিয়েছিলেন। তারা কিছু কবরের জন্য বাতি, মোমবাতি এবং তেলের মানত করে এবং বলে যে, কবরের অধিপতি এই মানত গ্রহণ করেন, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকে। তারা এর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বুঝাতে চায় যে, এর দ্বারা কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে—যেমন রোগীর আরোগ্য লাভ, অনুপস্থিত ব্যক্তির ফিরে আসা বা মালের নিরাপত্তা লাভ এবং বিনিময়মূলক মানতের অন্যান্য প্রকারসমূহ। সুতরাং এই পদ্ধতিতে করা মানত যে বাতিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং কবরের জন্য তেল ও মোমবাতি ইত্যাদির মানত করা সর্বাবস্থায় বাতিল। এর অন্তর্ভুক্ত হলো খলীল (আলাইহিস

সালাম) এবং অন্যান্য নবী ও ওলিদের কবরের জন্য প্রচুর ও বিশালাকৃতির মোমবাতি ইত্যাদির মানত করা। কেননা মানতকারী এর দ্বারা কবরের ওপর বাতি জ্বালানোর মাধ্যমে বরকত ও সম্মান প্রদর্শন ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে না, এবং সে মনে করে এটি একটি নেক কাজ (কুরবাত)। সুতরাং এর অসারতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং উল্লিখিত বাতি জ্বালানো হারাম, চাই সেখানে কারো উপকার হোক বা না হোক।

শাইখ কাসেম হানাতী শরহু দুয়ারিল বিহার-এ বলেছেন:

বর্তমানে যা পরিলক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যে মানত করে—যেমন কোনো ব্যক্তির কেউ নিখোঁজ থাকলে, অথবা কেউ অসুস্থ হলে বা কারো কোনো প্রয়োজন থাকলে সে কোনো একজন নেককার ব্যক্তির নিকট আসে এবং তার মাথার ওপর একটি আবরণ রাখে; এরপর বলে: হে আমার অমুক সায্যিদ! যদি আল্লাহ আমার অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেন বা আমার রোগীকে সুস্থ করে দেন অথবা আমার প্রয়োজন পূরণ করেন, তবে আপনার জন্য স্বর্ণের এতটুকু বা রৌপ্যের এতটুকু অথবা খাবারের এতটুকু, পানির এতটুকু বা মোমবাতি ও তেলের এতটুকু দেব। এই মানত সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা অনুযায়ী) বাতিল হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো: এটি সৃষ্টির নামে মানত, আর সৃষ্টির নামে মানত করা জায়েজ নয়। কারণ মানত একটি ইবাদত, আর ইবাদত সৃষ্টির জন্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: যার উদ্দেশ্যে মানত করা হয়েছে সে মৃত, আর মৃত ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক হতে পারে না। তৃতীয়ত: সে ধারণা করে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তি বিষয়াবলি পরিচালনা করে, আর এরূপ বিশ্বাস রাখা কুফর—(তিনি আরও বলেন)—যখন আপনি এটি জানলেন, তখন যে সকল দিরহাম, মোমবাতি, তেল এবং অন্যান্য জিনিস গ্রহণ করা হয় এবং ওলিদের কবরের প্রতি নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তা মুসলমানদের সর্বসম্মতিতে হারাম। সহিহ হাদিসে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে।"

ইবনে নুজাইম এটি 'আল-বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং মুরশিদী তার 'তায়কিরাহ' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা এটি তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেছেন: নিশ্চয়ই

ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي¹.

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله، فيكون باطلا. وفي التنزيل {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} 2، {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} 3 والنذر لغير الله إشراك مع الله، كالذبح لغيره. قوله: " وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". قوله: "في الصحيح" أي صحيح البخاري.

قوله: "عن عائشة" هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع⁴ وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف⁵ ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها.

1 أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح، واضطربت الأقوال فيه، والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة المثلثين. وكان داهية في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية؛ مثل هبل الأكبر أو اللات في الجاهلية. يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم، بل وأولادهم، فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلا: هذا نصيبك يا بدوي، ويقام له كل عام ثلاثة موالد، يشد الرجال إليها الناس من

أقصى القطر المصري، ويجتمع في المولد أكثر من ثلاثمائة ألف حاج إلى هذا الصنم الأكبر. عجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره من كل صنم في مصر وغيرها.

2 سورة الأنعام آية: 121.

3 سورة الأنعام آية: 162-163.

4 عقد عليها قبل الهجرة بسنة، وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريباً.

5 في قرّة العيون: بل لا يقال: خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن

لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي

صلى الله عليه وسلم، وتأييده في تلك الحال التي بدئ بالوحي فيها كما في صحيح

البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة، ولعائشة

من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلها بأحوال النبي صلى الله عليه

وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد

وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله

عليه وسلم وحديثه - صلوات الله وسلامه عليه - ورضي عن أصحابه وأزواجه.

মানুষ এতে লিপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে বদবীর জন্মোৎসবে (মওলিদে) ১।

শাইখ সানউল্লাহ আল-হালাবি আল-হানাফি তাদের খণ্ডনে বলেছেন যারা ওলিদের নামে জবেহ

ও মানত করা বৈধ মনে করে: এই জবেহ ও মানত যদি অমুকের নামে হয় তবে তা আল্লাহ

ছাড়া অন্যের জন্য হলো, ফলে তা বাতিল হবে। আর পবিত্র কুরআনে আছে {এবং তোমরা তা

থেকে আহার করো না যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি} ২, {বলুন: নিশ্চয়ই আমার

সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর

কোনো শরিক নেই} ৩। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা আল্লাহর সাথে শিরক,

যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবেহ করা।

তাঁর বক্তব্য: "এবং সহিহ বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে

যেন তাঁর আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করার মানত করে সে যেন তাঁর

নাফরমানি না করে'।"

তাঁর বক্তব্য: "সহিহ বর্ণনায়" অর্থাৎ সহিহ বুখারিতে।

তাঁর বক্তব্য: "আয়েশা থেকে" তিনি হলেন উম্মুল মুমিনিন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী এবং সিদ্দিকের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কন্যা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সাত বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং নয় বছর বয়সে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন^৪। তিনি সামগ্রিকভাবে নারীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ (ফকিহ)। তিনি খাদিজা ছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবে খাদিজার বিষয়ে মতভেদ আছে^৫। তিনি সহিহ মতানুযায়ী সাতান্ন হিজরি সালে ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

১ তানতার আহমাদ আল-বদবীর কোনো সঠিক ইতিহাস জানা যায় না, তাকে নিয়ে নানা অসংলগ্ন কথা প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ মত হলো সে ছিল মূলত মুলাসামিন রাষ্ট্রের একজন গুপ্তচর। সে ছিল ধূর্ত ও প্রতারক। তার কবর মিশরের ভূমিতে সবচেয়ে বড় মূর্তিসম; যেমন জাহেলি যুগের বড় ছুঁড় বা লাঠ ছিল। তার কাছে বড় শিরকের নানা প্রকার সংঘটিত হয়, তার উদ্দেশ্যে মানত পেশ করা হয়। কৃষকরা তাদের গবাদিপশু ও ফসলের এমনকি তাদের সন্তানদের অর্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ তার জন্য নির্ধারণ করে দেয়। এমনকি কোনো ব্যক্তি তার মেয়ের মোহরের অর্ধেক নিয়ে এসে দানবাক্সে রেখে বলে: হে বদবী, এটা তোমার অংশ। প্রতি বছর তার জন্য তিনটি মওলিদ (জন্মোৎসব) আয়োজন করা হয়, যেখানে মিশরের দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ সফর করে আসে। এই মহা মূর্তির উৎসবে তিন লক্ষাধিক 'হাজি'র সমাবেশ ঘটে। আল্লাহ যেন দ্রুত মিশরের ও অন্যান্য স্থানের এই মূর্তিসহ সকল মূর্তি ধ্বংস ও ভস্মীভূত করার ব্যবস্থা করেন।

২ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১২১।

৩ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬২-১৬৩।

৪ হিজরতের এক বছর আগে তাঁর সাথে বিবাহের আকদ (চুক্তি) হয় এবং হিজরতের প্রায় সাত মাস পর নবীজি তাঁর সাথে সংসার শুরু করেন।

৫ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: বরং বলা যাবে না খাদিজা শ্রেষ্ঠ নাকি আয়েশা শ্রেষ্ঠ। তবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হলো, ওহীর সূচনালগ্নে খাদিজার এমন কিছু মর্যাদা রয়েছে যা আয়েশার নেই; যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনয়নে অগ্রগামী হওয়া এবং ওহী শুরুর সেই কঠিন সময়ে তাঁকে সমর্থন দেওয়া, যা সহিহ বুখারি ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত

হয়েছে। হিজরতের পূর্বে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এভাবেই ছিলেন। আর আয়েশার এমন ইলম, হাদিস ও আহকাম রয়েছে যা খাদিজার ছিল না; কারণ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থা, কুরআন নাজিল হওয়া এবং হালাল-হারামের বর্ণনা সম্পর্কে জানতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের কাছে অস্পষ্ট হওয়া নবীজির অবস্থা ও হাদিস সম্পর্কে তাঁর (আয়েশার) শরণাপন্ন হতেন। নবীজির ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং তিনি তাঁর সাহাবী ও স্ত্রীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(ص: 161)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " 1.

فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

قوله: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع

العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كان شفى الله مريضه فعلي أن أتصدق

بكذا ونحو ذلك وجب عليه، إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي

حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس

كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به.

قوله: " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " زاد الطحاوي: "وليكفر عن يمينه" وقد

أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.

قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا: هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا؟ وتقدم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح; كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف،

فقال: أوفي بنذرك "2. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يبين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يبين؛ لحديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يبين "3 رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي، فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.

-
- 1 البخاري: الأيمان والنذور (6696، 6700)، والترمذي: النذور والأيمان (1526)، والنسائي: الأيمان والنذور (3806، 3807، 3808)، وأبو داود: الأيمان والنذور (3289)، وابن ماجه: الكفارات (2125، 2126)، وأحمد (36/6، 41/6، 208/6، 224/6)، ومالك: النذور والأيمان (1031)، والدارمي: النذور والأيمان (2338).
- 2 صحيح: أبو داود (3312) كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر وإسناده حسن، وأحمد (353/5، 356) والترمذي، (3690) كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب وقال: حسن صحيح غريب. وقال الألباني في الإرواء (314/8): ((إسناده صحيح على شرط مسلم)).
- 3 ضعيف: أحمد (443/4، 440، 433)، والنسائي (28/7) كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر. وضعفه الألباني في الإرواء (2587).

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে। ১.

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক।

দ্বিতীয়ত: যখন এটি আল্লাহর ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তা অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা শিরক।

তৃতীয়ত: পাপের মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে" অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যমূলক যে কাজের মানত সে করেছে, তা যেন সে সম্পাদন করে। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ কোনো কাক্ষিত শর্তের বিনিময়ে আনুগত্যের মানত করে, যেমন: যদি আল্লাহ আমার অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে দেন তবে আমি এত পরিমাণ সদকা করব এবং এই জাতীয় কিছু, তবে যে বিষয়ের ওপর মানত ঝুলন্ত রাখা হয়েছে তা অর্জিত হলে মানত পূর্ণ করা তার ওপর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শরীয়তের মূলে যে ইবাদতের শ্রেণী ওয়াজিব নয়, তা ব্যতীত অন্য কোনো মানত পূর্ণ করা আবশ্যিক হয়না, যেমন রোজা; আর যা এমন নয়, যেমন ইতিকাফ, তা পূর্ণ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়।

তাঁর বাণী: "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।" ইমাম তহাবী এতে বৃদ্ধি করেছেন: "এবং সে যেন তার শপথের কাফফারা প্রদান করে।" ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, পাপের মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়।

হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: তারা পাপের কাজের মানত হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তবে তারা মতভেদ করেছেন যে, এটি কি কাফফারা প্রদানকে অবধারিত করে কি না? যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। মুবাহ বা অনুমোদিত কাজে মানত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমনটি ইমাম আহমাদ ও অন্যদের মাযহাব। এর সমর্থনে আবু দাউদ আমর ইবনে শুয়াইব থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে এবং আহমাদ ও তিরমিজি বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "এক মহিলা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি মানত করেছি যে আমি আপনার মাথার ওপর দফ (খঞ্জনি) বাজাবো,

তখন তিনি বললেন: তোমার মানত পূর্ণ করো।" ২. আর হঠকারিতা ও রাগের মাথায় করা মানত ইমাম আহমাদের নিকট শপথ হিসেবে গণ্য, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি কাজটি করা অথবা শপথের কাফফারা দেওয়ার মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবে; ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদিসের কারণে: "রাগের মাথায় কোনো মানত নেই, আর এর কাফফারা হলো শপথের কাফফারা।" ৩. সাঈদ ইবনে মানসুর, আহমাদ ও নাসায়ি এটি বর্ণনা

করেছেন। আর যদি কেউ মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজের মানত করে যেমন তালাক, তবে মুস্তাহাব হলো কাফফারা দেওয়া এবং তা না করা।

১ বুখারি: শপথ ও মানত (৬৬৯৬, ৬৭০০), তিরমিজি: মানত ও শপথ (১৫২৬), নাসায়ি: শপথ ও মানত (৩৮০৬, ৩৮০৭, ৩৮০৮), আবু দাউদ: শপথ ও মানত (৩২৮৯), ইবনে মাজাহ: কাফফারা (২১২৫, ২১২৬), আহমাদ (৬/৩৬, ৬/৪১, ৬/২০৮, ৬/২২৪), মালিক: মানত ও শপথ (১০৩১), দারেমি: মানত ও শপথ (২৩৩৮)।

২ সহীহ: আবু দাউদ (৩৩১২), শপথ ও মানত অধ্যায়: মানত পূর্ণ করার নির্দেশ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এবং এর সনদ হাসান; আহমাদ (৫/৩৫৩, ৩৫৬) এবং তিরমিজি (৩৬৯০), মানাকিব অধ্যায়: ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এবং তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ গরিব। আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (৮/৩১৪) বলেছেন: "এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।"

৩ যঈফ: আহমাদ (৪/৪৩৩, ৪৪০, ৪৪৩), নাসায়ি (৭/২৮), শপথ ও মানত অধ্যায়: মানতের কাফফারা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (২৫৮৭) একে যঈফ বলেছেন।

(ص: 162)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من الشرك الاستعانة بغير الله "

قوله بَاب " من الشرك الاستعانة بغير الله ".

"الاستعانة" الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعان به: معاذًا وملجأً. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله؛ والاعتصام به، والانطراح

بين يدي الرب، والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله.

وقال ابن كثير: "الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير". انتهى.

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة; كما قال تعالى: {وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} 1. وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} 2 و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} 3. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله جعله شريكاً لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله تعالى.

قوله: وقول الله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} 4.

1 سورة فصلت آية: 36.

2 سورة الفلق آية: 1.

3 سورة الناس آية: 1.

4 في قرّة العيون: قال أبو جعفر بن جرير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية، فيقول: أعوذ بعزير هذا الوادي فزادهم ذلك إثماً. وقال بعضهم: فزاد الإنس والجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيرهم جراءة عليهم وازدادوا هم بذلك إثماً. وقال مجاهد: فزاد الكفار طغياناً، وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفاً.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক"

তাঁর উক্তি, পরিচ্ছেদ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক"।

"আশ্রয় প্রার্থনা" (আল-ইস্তিআযাহ) হলো আশ্রয় গ্রহণ ও আত্মরক্ষা করা। এই কারণেই যার নিকট আশ্রয় চাওয়া হয় তাকে 'মুয়ায' ও 'মালজা' (আশ্রয়স্থল) বলা হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থনাকারী ব্যক্তি তার ক্ষতিকর বা ধ্বংসকারী বস্তু থেকে পলায়ন করে তার রব ও মালিকের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং তাঁর নিকট সুরক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। এটি একটি উপমা মাত্র; অন্যথায় আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া, তাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা, রবের সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও বিনয় প্রকাশের যে অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তা কোনো শব্দের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) একথা বলেছেন।

ইবনে কাসীর বলেন: "আশ্রয় প্রার্থনা হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তাঁর সান্নিধ্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া। 'আল-ইয়ায' (আশ্রয়) হয় অনিষ্ট দূর করার জন্য এবং 'আল-লিয়ায' (শরণ) হয় কল্যাণ লাভের জন্য।" ইতি।

আমি বলছি: এটি সেই ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" কুরআনে এই ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেমন তাঁর বাণী: "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের নিকট" এবং "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের নিকট।" সুতরাং যা আল্লাহর জন্য ইবাদত, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক। অতএব, যে ব্যক্তি এই ইবাদতসমূহের কোনো একটি অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করল, সে তাকে আল্লাহর ইবাদতে শরিক সাব্যস্ত করল এবং রবের উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার অধিকারে বিবাদে লিপ্ত হলো; ঠিক যেমন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করল আবার অন্য কারো জন্যও সালাত আদায় করল, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে—এতে কোনো পার্থক্য নেই। অচিরেই ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

তাঁর উক্তি: আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনের মধ্য থেকে কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত, ফলে তারা তাদের পাপাচার (বা ভীতি/অহংকার) বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

১. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৬।

২. সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ১।

৩. সূরা আন-নাস, আয়াত: ১।

৪. 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: আবু জাফর ইবনে জারীর (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জাহেলিয়াত যুগে কোনো মানুষ যখন কোনো উপত্যকায় রাত কাটাত, তখন সে বলত: "আমি এই উপত্যকার প্রধানের (জিনের) নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" ফলে এটি তাদের পাপ বাড়িয়ে দিত। কেউ কেউ বলেছেন: জিনদের নিকট আশ্রয় চাওয়ার কারণে মানুষের প্রতি জিনদের দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং এতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুজাহিদ বলেন: এতে কাফিরদের অবাধ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইবনে যায়িদ বলেন: জিনেরা তাদের ভয় বাড়িয়ে দিয়েছিল।

(ص: 163)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً، أي خوفاً وإرهاباً وذعراً، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم - إلى أن قال - قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: "رهقاً" أي خوفاً. وقال العوفي عن ابن عباس: "فزادوهم رهقاً" أي إثماً، وكذا قال قتادة اهـ.

وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال: قال تعالى: {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} 1 فاستمتع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتع الجني بالإنسي تعظيمه إياه، واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصاً.

قال المصنف: "وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك".

قوله: "وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلاً فقال: أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" رواه مسلم.

هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال: لها أم شريك، ويقال: إنها هي الواهبة²

1 سورة الأنعام آية: 128.

2 التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

ইবনে কাসীর বলেন: অর্থাৎ আমরা মনে করতাম যে, মানুষের ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; কারণ তারা আমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত। অর্থাৎ তারা যখন কোনো উপত্যকা বা বন-জঙ্গলের কোনো নির্জন স্থানে অবতরণ করত, যেমন জাহেলী যুগে আরবদের অভ্যাস ছিল যে,

তারা সেই স্থানের প্রধান জিনের কাছে আশ্রয় চাইত যেন সে তাদের কোনো অনিষ্ট না করে। ঠিক যেমন কোনো ব্যক্তি তার শত্রুর দেশে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রবেশ করে। ফলে জিনেরা যখন দেখল যে, মানুষ তাদের ভয়ে তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, তখন তারা তাদের 'রাহাক' অর্থাৎ ভয়, আতঙ্ক ও ত্রাস বাড়িয়ে দিল, যাতে তারা তাদের প্রতি আরও বেশি ভীত থাকে এবং আরও বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করে। -পরবর্তীতে তিনি বলেন- আবু আল-আলিয়াহ, রাবী এবং জায়েদ বিন আসলাম বলেন: "রাহাক" মানে ভয়। ইবনে আব্বাস থেকে আল-আওফী বর্ণনা করেন: "অতঃপর তারা তাদের রাহাক বাড়িয়ে দিল" অর্থাৎ পাপ; কাতাদাহও অনুরূপ বলেছেন। ইতিহা (সমাপ্ত)।

আর তা ছিল এমন যে, আরবদের কোনো লোক যখন কোনো জনশূন্য উপত্যকায় সন্ধ্যা কাটাত এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হতো, তখন সে বলত: আমি এই উপত্যকার অধিপতির কাছে তার সম্প্রদায়ের নির্বোধদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর মাধ্যমে সে জিনের সর্দারকে উদ্দেশ্য করত। অথচ উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা জায়েজ নয়।

মোল্লা আলী কারী হানাতী বলেন: জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা জায়েজ নয়, কেননা আল্লাহ তাআলা একাজে কাফেরদের নিন্দা করেছেন এবং এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, (সেদিন বলবেন) হে জিনের দল! তোমরা মানুষের অনেককে বিভ্রান্ত করেছিলে। তখন মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি এবং আমরা আমাদের সেই নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলবেন: আগুনই তোমাদের ঠিকানা, সেখানে তোমরা চিরস্থায়ী হবে, তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।} ১ মানুষের পক্ষ থেকে জিনদের দ্বারা উপকৃত হওয়া হলো নিজের প্রয়োজন পূরণ করা, তার আদেশ পালন করা এবং অদৃশ্য কোনো সংবাদ দেওয়া। আর জিনের পক্ষ থেকে মানুষের দ্বারা উপকৃত হওয়া হলো মানুষ কর্তৃক তাকে সম্মান করা, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তার সামনে মস্তক অবনত করা। (সারসংক্ষেপ সমাপ্ত)।

গ্রন্থকার বলেন: "এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বস্তু থেকে দুনিয়াবি ফায়দা হাসিল হওয়া এটি প্রমাণ করে না যে তা শিরক নয়।"

তাঁর বক্তব্য: "খাওলা বিনতে হাকিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে অতঃপর বলে: আমি আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অনিষ্ট হতে তাঁর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তবে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।' এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।"

তিনি হলেন খাওলা বিনতে হাকিম বিন উমাইয়্যাহ আস-সুলামিয়্যাহ। তাকে উম্মু শারীকও বলা হয়। আবার বলা হয় যে, তিনিই সেই মহীয়সী নারী যিনি নিজেকে নিবেদন করেছিলেন।^২

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১২৮।

২ যিনি নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাহের জন্য নিবেদন করেছিলেন।

(ص: 164)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون.

قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة.

قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات" شرع الله لأهل الإسلام أن يستعينوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعينوا بأسماؤه وصفاته.

قال القرطبي: قيل: معناه الكلمات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي القرآن؛ فإن الله أخبر عنه بأنه: {هُدًى وَشِفَاءً} 1. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.

ولمّا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيز بالله أو بأسائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه؛ ويحضر ذلك في قلبه؛ فمضى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاوين التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك". وقال ابن القيم: "ومن ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وتقرب إليه بها يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً، وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان؛ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباد، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به" اهـ.

قوله: {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} 3 قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسياً كان أو جنياً، أو هامة⁴ أو دابة، أو ريحاً أو صاعقة، أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.

1 سورة فصلت آية: 44.

3 سورة الفلق آية: 2.

4 الهامة: ما كان أهل الجاهلية يتوهّمونه طائراً أو شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بثأره. وهي خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر".

তিনি পূর্বে উসমান ইবনে মাজউনের অধীনে (স্ত্রী হিসেবে) ছিলেন।

ইবনুল বার বলেন: তিনি একজন নেককার ও মর্যাদাবান নারী ছিলেন।

তাঁর বাণী: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাগুলোর (বাণীগুলোর) মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি": জাহেলিয়াতের যুগে জিনদের মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়ার যে প্রথা ছিল, আল্লাহ ইসলামের অনুসারীদের জন্য তার পরিবর্তে আল্লাহর মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়ার বিধান দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ মুসলমানদের জন্য তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়ার বিধান প্রবর্তন করেছেন।

কুরতুবী বলেন: বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো এমন পরিপূর্ণতা যাতে মানুষের কথার মতো কোনো অপূর্ণতা বা ত্রুটি স্পর্শ করে না। আবার বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো আরোগ্য দানকারী ও পর্যাণ্ড। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'কালিমা' বলতে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে; কেননা আল্লাহ এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে এটি: {হেদায়েত ও আরোগ্য} ১। আর এই নির্দেশটি ক্ষতি দূর করার উপায় বাতলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু এটি আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা, তাই এটি মুস্তাহাব বা উৎসাহিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তিতে, আল্লাহর কাছে অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জন্য উচিত হলো তাঁর কাছে শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকা এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর ওপরই তাওয়াঙ্কুল করা; আর অন্তরে তা উপস্থিত রাখা। যখন সে এরূপ করবে, তখন সে তার চূড়ান্ত কাম্যবস্তু ও গুনাহের ক্ষমায় উপনীত হবে। শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন: "ইমাম আহমাদসহ অন্যান্য ইমামগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো সৃষ্টির নিকট আশ্রয় চাওয়া বৈধ নয়। এটি এমন একটি দলিল যা দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে আল্লাহর কালাম (কথা) সৃষ্টি নয়। তাঁরা বলেন: কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় চেয়েছেন এবং এর নির্দেশ দিয়েছেন। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম এমন সব ঝাড়ফুঁক ও কবজ-তুমার থেকে নিষেধ করেছেন যার অর্থ জানা যায় না, এই ভয়ে যে তার মধ্যে শিরক থাকতে পারে।" ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "যে ব্যক্তি শয়তানের উদ্দেশ্যে জবেহ করল, তাকে ডাকল, তার কাছে আশ্রয় চাইল এবং তার প্রিয় জিনিসের মাধ্যমে তার নৈকট্য তালাশ করল, সে মূলত তার ইবাদত করল; যদিও সে একে ইবাদত নাম না দিয়ে 'অধীনস্থ করা' নাম দেয়। আর এটি সত্য যে, শয়তানই তাকে ব্যবহার করছে, ফলে সে শয়তানের সেবক ও ইবাদতকারীতে পরিণত হয়। এর বিনিময়ে শয়তানও তার সেবা করে; কিন্তু শয়তানের সেই সেবা ইবাদত পর্যায়ে

সেবা নয়; কারণ শয়তান তার অনুগত হয় না এবং তার ইবাদত করে না যেমনটি সে শয়তানের জন্য করে থাকে।" সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: {তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে} ৩। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: অর্থাৎ এমন প্রতিটি সৃষ্টির অনিষ্ট হতে যার মধ্যে অনিষ্ট বিদ্যমান, হোক তা কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু, মানুষ হোক বা জিন, বিষধর প্রাণী বা চতুষ্পদ জন্তু, ঝড়ো হাওয়া বা বজ্রপাত, কিংবা দুনিয়া ও আখেরাতের যেকোনো ধরনের বিপদ-আপদ।

১ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৪।

৩ সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ২।

৪ আল-হামাহ: জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা ধারণা করত যে, এটি একটি পাখি বা অনুরূপ কিছু যাতে নিহত ব্যক্তির আত্মা অবস্থান করে এবং তার কবরের ওপর প্রতিনিয়ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকে। এটি ছিল তাদের কুসংস্কারগুলোর একটি যা ইসলাম বাতিল করে দিয়েছে। সহিহ হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো সংক্রামক ব্যাধি নেই, অশুভ লক্ষণ নেই, হামাহ নেই এবং সফর মাস নেই।"

(ص: 165)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

و "ما" هاهنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله؛ فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألف، وعلى ما يفضي إليه.

قوله: "لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" قال القرطبي: "هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة؛ فأني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم

يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالهدهدة ليلاً، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات".

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية الجن.

الثانية: كونه من الشرك.

الثالثة: الاستدلال على ذلك الحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.

আর এখানে "মা" (যা) শব্দটি 'মৌসুলা' (সম্বন্ধসূচক অব্যয়) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এর দ্বারা নিরঙ্কুশ ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি বর্ণনামূলক সীমাবদ্ধতা অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হলো: এমন প্রত্যেক সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে যাতে অনিষ্ট রয়েছে, আল্লাহর সৃষ্টি করা সবকিছুর অনিষ্ট থেকে নয়; কারণ জান্নাত, ফেরেশতা এবং নবীগণের মধ্যে কোনো অনিষ্ট নেই। আর অনিষ্ট দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়: যাতনা বা কষ্ট, এবং যা সেই কষ্টের দিকে ধাবিত করে। তাঁর উক্তি: "সে স্থান থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না।" ইমাম কুরতুবী বলেন: "এটি একটি সহীহ সংবাদ এবং সত্য কথা, যার সত্যতা আমরা দলিল এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জেনেছি। আমি যখন থেকে এই সংবাদটি শুনেছি, তখন থেকেই এর ওপর আমল করে আসছি এবং কোনো কিছুই আমার ক্ষতি করেনি যতক্ষণ না আমি এটি ছেড়ে দিয়েছি। এক রাতে মাহদাবায় আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করল। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এবং দেখলাম যে, আমি ওই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতে ভুলে গিয়েছি।"

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: সূরা জিনের আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়: এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

তৃতীয়: এই হাদিসের মাধ্যমে দলিল পেশ করা; কেননা ওলামায়ে কেরাম এর মাধ্যমে দলিল পেশ করেন যে আল্লাহর কালাম সৃষ্টি নয়। তাঁরা বলেন: কারণ সৃষ্টির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক।

চতুর্থ: সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এই দোয়ার ফজিলত।

পঞ্চম: কোনো জিনিসের মাধ্যমে অনিষ্ট দূর হওয়া বা কল্যাণ লাভের মতো পার্থিব উপকার অর্জিত হওয়া এ কথা প্রমাণ করে না যে তা শিরক নয়।

(ص: 165) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: "من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره"

قوله: "باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره".
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد

পরিচ্ছেদ: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করা অথবা অন্য কাউকে ডাকা শিরকের অন্তর্ভুক্ত

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করা অথবা অন্য কাউকে ডাকা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।"

শায়খুল ইসলাম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: উদ্ধারের প্রার্থনা (ইস্তিগাছা) হলো উদ্ধার কামনা করা, আর তা হলো বিপদ দূর করা; যেমন সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিনসার) হলো সাহায্য চাওয়া এবং সহায়তা প্রার্থনা (ইস্তিআনাত) হলো সহায়তা চাওয়া।

অন্যান্যগণ বলেন: উদ্ধারের প্রার্থনা এবং দোয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, উদ্ধারের প্রার্থনা কেবল বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিই করে থাকে, আর দোয়া উদ্ধারের প্রার্থনার চেয়েও ব্যাপক; কারণ দোয়া বিপদগ্রস্ত এবং বিপদহীন উভয় ব্যক্তিই করতে পারে। সুতরাং উদ্ধারের প্রার্থনার পর দোয়ার উল্লেখ করা হলো বিশেষের ওপর সাধারণকে সংযুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষের নিরঙ্কুশ সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা একটি বিষয়ে একত্রিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক হয়।

(ص: 166) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الدعاء عنها في مادة؛ فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. وقوله: "أو يدعو غيره" اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة؛ ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعاً؛ كقوله تعالى: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} 1. وقوله: {قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} 2. وقال: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ} 3.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} 4. وقال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِلَٰهَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ} 5. وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} 6. وقال تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} 7. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى، فيكون داعياً عابداً.

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَرَلَ لَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا} 8 فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله {عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} 9 كقول زكريا:

1 سورة المائدة آية: 76.

2 سورة الأنعام آية: 71.

3 سورة يونس آية: 106.

4 سورة الأعراف آية: 55.

5 سورة الأنعام آية: 40-41.

6 سورة الجن آية: 18.

7 سورة الرعد آية: 14.

মূলগত উৎস অনুযায়ী দুআ সম্পর্কে আলোচনা; সুতরাং প্রতিটি ইস্তিগাসা (সাহায্য প্রার্থনা) হলো দুআ, কিন্তু প্রতিটি দুআ ইস্তিগাসা নয়।

এবং তাঁর উক্তি: "অথবা অন্য কাউকে ডাকে", জেনে রাখুন যে দুআ দুই প্রকার: ইবাদতগত দুআ এবং প্রার্থনাগত দুআ। কুরআনে কখনো একে বুঝানো হয়েছে, কখনো অন্যটিকে, আবার কখনো উভয়টিকে একত্রে বুঝানো হয়েছে। প্রার্থনাগত দুআ হলো দুআকারীর জন্য কোনো উপকার লাভ করা বা ক্ষতি দূর করার আবেদন করা। এজন্যই আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে ডাকতে বা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন যারা কোনো ক্ষতি বা উপকারের ক্ষমতা রাখে না; যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: {বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুই ইবাদত করবে যা তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ} ১। এবং তাঁর বাণী: {বলুন, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করার পর কি আমরা পশ্চাৎপদে ফিরে যাব সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তানরা জমিনে দিশেহারা করে ফেলেছে, যার এমন সঙ্গী রয়েছে যারা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাকে এই বলে যে, 'আমাদের কাছে এসো'। বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র হিদায়াত এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা বিশ্বজগতের রবের সমীপে আত্মসমর্পণ করি} ২। এবং তিনি বলেছেন: {আর আপনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবেন না যা আপনার কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না; যদি আপনি তা করেন তবে অবশ্যই আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন} ৩।

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেন: প্রত্যেক ইবাদতগত দুআই প্রার্থনাগত দুআকে অপরিহার্য করে, এবং প্রত্যেক প্রার্থনাগত দুআই ইবাদতগত দুআকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো সবিনয়ে ও গোপনে; নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না} ৪। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছি কি, যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসে অথবা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? বরং তোমরা তাঁকেই ডাকবে, অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তা দূর করে

দেবেন যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছ, আর তোমরা যাদের শরীক করছ তাদের ভুলে যাবে} ৫। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না} ৬। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {সত্যিকারের ডাক তাঁরই প্রাপ্য; আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে তারা তাদের কোনোই সাড়া দেয় না, তাদের অবস্থা কেবল সেই ব্যক্তির মতো যে পানির দিকে নিজের দুই হাত প্রসারিত করে যেন তা তার মুখে পৌঁছায়, অথচ তা সেখানে পৌঁছাবে না; আর কাফিরদের ডাক কেবল ভ্রষ্টতার মধ্যেই থাকে} ৭। কুরআনে প্রার্থনাগত দুআ সম্পর্কে এই ধরণের উদাহরণ এত বেশি যে তা গণনা করা কঠিন, আর তা ইবাদতগত দুআকেও অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ প্রার্থনাকারী তার প্রার্থনাকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করেছে, আর তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। একইভাবে আল্লাহর যিকিরকারী, তাঁর কিতাব তিলাওয়াতকারী এবং অনুরূপ আমলকারী ব্যক্তিগণ অর্থের দিক থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী, ফলে সে একজন প্রার্থনাকারী ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হয়।

শাইখুল ইসলামের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হলো যে, ইবাদতগত দুআ প্রার্থনাগত দুআকে অপরিহার্য করে, ঠিক যেমন প্রার্থনাগত দুআ ইবাদতগত দুআকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর খলীল (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেছেন: {আর আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করো তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, আর আমি আমার রবের কাছে দুআ করব; আশা করি আমার রবের কাছে দুআ করে আমি বঞ্চিত হবো না। অতঃপর যখন তিনি তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে পৃথক হলেন, তখন আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম} ৮। সুতরাং দুআ ইবাদতের অন্যতম প্রকারে পরিণত হলো। কেননা তাঁর এই উক্তি {আশা করি আমার রবের কাছে দুআ করে আমি বঞ্চিত হবো না} ৯ যাকারিয়ার এই উক্তির মতোই:

১ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৭৬।

২ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৭১।

৩ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬।

৪ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৫।

৫ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৪০-৪১।

৬ সূরা আল-জিন, আয়াত: ১৮।

৭ সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১৪।

৮ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪৮-৪৯।

৯ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪৮।

(ص: 167)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

{قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} 1.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} 2. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة; فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل.
وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعبادة وأمرهم به ففعله الله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: {قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} 3.
وسياتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية: "فإذا كان على عهد النبي صلي الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يهرق أيضاً من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ; بل الغلو في علي ابن أبي طالب، بل الغلو في المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرتني أو أغثنني; أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال. فكل

هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ ليعبد وحده لا شريك له، ولا يُدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تُنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} 4 {وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} 5 فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يُدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة". اهـ.

وقال أيضاً: "من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً".

نقله عن صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرير في مسألة الوسائط.

1 سورة مريم آية: 4.

2 سورة الأعراف آية: 55-56.

3 سورة الزمر آية: 14.

4 سورة الزمر آية: 3.

5 سورة يونس آية: 18.

{তিনি বললেন: হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, বার্ষিক্যে মাথা শুভ্রতায় জ্বলে উঠেছে, আর হে আমার রব! আমি আপনাকে ডেকে কখনো বিফল হইনি।} ১। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এর নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তাঁর বাণী: {তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো কাকুতি-মিনতি করে ও গোপনে, নিশ্চয়ই তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর তোমরা পৃথিবীতে সংস্কারের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না এবং তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে; নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।} ২। আর এটিই হলো যাক্বামূলক

দোয়া যা ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করে; কেননা দোয়াকারী যাঁর কাছে দোয়া করা হয় তাঁর প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাঁর সামনে বিনীত ও হীন অবস্থায় নিজেকে পেশ করে।

আর এর মূলনীতি হলো: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদেরকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করাই ইবাদত। সুতরাং যদি কেউ সেই ইবাদতের কোনো অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, তবে সে মুশরিক এবং সে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার সাথে সংঘাতকারী, যেমন আল্লাহর বাণী: {বলো: আমি আল্লাহরই ইবাদত করি আমার দীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে।}

৩।

ইনশাআল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

শায়খুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আর-রিসালাত আস-সুন্নিয়াহ' গ্রন্থে বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ থেকে থাকে যে তার বিশাল ইবাদত সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবে জেনে রাখা উচিত যে, বর্তমান সময়েও ইসলাম ও সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এর কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে: কোনো কোনো শায়খের ব্যাপারে অতিরঞ্জন (গুলু); বরং আলী ইবনে আবি তালিবের ব্যাপারে অতিরঞ্জন, এমনকি মসীহ-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো নবী বা কোনো সৎ ব্যক্তির ব্যাপারে অতিরঞ্জন করবে এবং তাঁর মাঝে কোনো প্রকার উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়ার গুণ) সাব্যস্ত করবে, যেমন সে বলবে: হে আমার অমুক সরদার! আমাকে সাহায্য করুন, বা আমাকে উদ্ধার করুন; অথবা আমাকে রিযিক দিন, অথবা আমি আপনার আশ্রয়ে আছি এবং এ জাতীয় কথাবার্তা—এসবই শিরক ও পথভ্রষ্টতা যার জন্য ব্যক্তিকে তওবা করানো হবে। যদি সে তওবা করে তবে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয় যাঁর কোনো শরিক নেই, এবং যেন তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকা না হয়। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহদের ডাকে, যেমন মসীহ, ফেরেশতা এবং মূর্তিসমূহ, তারা এটা বিশ্বাস করত না যে এগুলো সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করে বা বৃষ্টি বর্ষণ করে অথবা উদ্ভিদ উৎপন্ন করে; বরং তারা তাদের ইবাদত করত অথবা তাদের কবরের ইবাদত করত কিংবা তাদের প্রতিকৃতির ইবাদত করত এবং বলত: {আমরা তো এদের ইবাদত কেবল এজন্যই করি যেন এরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।} ৪ {এবং তারা বলে: এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।} ৫

তাই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন, তা ইবাদতের ডাক হোক বা উদ্ধারের (ইস্তিগাসা) ডাক হোক।" সমাপ্ত। তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মাঝে এমন কিছু মাধ্যম সাব্যস্ত করে যাদের ওপর সে ভরসা করে, তাদের ডাকে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে, সে সর্বসম্মতভাবে (ইজমা অনুযায়ী) কাফির হয়ে যাবে।"

তিনি এটি ‘আল-ফুরূ’ এর লেখক, ‘আল-ইনসাফ’ এর লেখক এবং ‘আল-ইকনা’ এর লেখক ও অন্যান্যদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শায়খুল ইসলাম এটি উল্লেখ করেছেন এবং আমি এটি তাঁর থেকে ‘ইবনে জিরজিস’-এর খণ্ডনে মাধ্যমের (ওয়াসাইত) মাসআলায় উদ্ধৃত করেছি।

-
১. সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪।
 ২. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৫-৫৬।
 ৩. সূরা আয-জুমার, আয়াত: ১৪।
 ৪. সূরা আয-জুমার, আয়াত: ৩।
 ৫. সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮।

(ص: 168) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه - يعني الشرك - طلب الحوائج من الموتي، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن استغاث به أو سألته أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تنبيه كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله: "إن البالغة في تعظيمه - أي الرسول - واجبة".

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً، حتى الحج إلى قبره والسجود له، والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ويمنع، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع قيمين يشاء، ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك، وانسلاخ من جملة الدين.

وفي الفتاوي البزازية من كتب الحنفية: قال علماءنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم: يكفر.

وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهمهم تكشف الممات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال ونقباء، وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والندور، وأثبتوا لهم فيها الأجور، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 1. ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: {إِلَهُ مَعَ اللَّهِ} 2 {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} 3

1 سورة النساء آية: 115.

2 سورة النمل آية: 60.

ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: শিরকের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে—মৃতদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন পূরণ চাওয়া, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাদের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। এটিই হলো জগতের শিরকের মূল ভিত্তি; কারণ মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে গেছে। সে নিজের জন্য কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চেয়েছে বা আল্লাহর কাছে তার জন্য সুপারিশ করতে বলেছে তার তো প্রশ্নই আসে না। এটি সুপারিশকারী এবং যাঁর নিকট সুপারিশ করা হয়—তাদের সম্পর্কে ব্যক্তির অজ্ঞতারই পরিচয়। সুপারিশ অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ তাঁর বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ আসবে। হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাদী (রাহিমাহুল্লাহ) সুবকী-র এই বক্তব্যের জবাবে বলেছেন: "নিশ্চয়ই তাঁর (অর্থাৎ রাসুলের) সম্মানে অতিরঞ্জন করা ওয়াজিব।"

যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিতে যা সম্মান মনে করে তাতে অতিরঞ্জন করা, এমনকি তাঁর কবরে হজ করা, তাঁকে সিজদা করা, তাঁকে তওয়াফ করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে তিনি গায়েব (অদৃশ্য) জানেন, তিনি প্রদান করেন ও বঞ্চিত করেন, এবং আল্লাহর পরিবর্তে যিনি তাঁর কাছে সাহায্য চায় তাঁর ক্ষতি ও উপকারের মালিক তিনি হন, আর তিনি যাব্বাকারীদের প্রয়োজন পূরণ করেন ও বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করেন, এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করেন ও যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করান—তবে এই সম্মানে অতিরঞ্জনের দাবিটি হলো শিরকের অতিরঞ্জন এবং সামগ্রিকভাবে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়া। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'-তে রয়েছে: আমাদের উলামাগণ বলেছেন: যে ব্যক্তি বলে যে মাশায়েখদের রুহসমূহ উপস্থিত থাকে এবং সব কিছু জানে, সে কুফরি করল। শায়খ সানাউল্লাহ হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ) সেই ব্যক্তির প্রতিবাদে রচিত তাঁর কিতাবে বলেছেন, যে দাবি করে যে অলীদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে কারামত হিসেবে সৃষ্টিজগতে কর্তৃত্ব রয়েছে: বিষয়টি এই যে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে যারা দাবি করে যে অলীদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে সৃষ্টিজগতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে। বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় এবং তাদের মনোযোগের বরকতে কঠিন সমস্যা দূর হয়। ফলে তারা তাদের কবরে আসে এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদেরকে ডাকতে থাকে, এই মর্মে দলিল পেশ করে যে এগুলো তাদের পক্ষ থেকে কারামত। তারা বলে: তাদের মধ্যে আবদাল, নুকাবা, আওতাদ, নুকাবা রয়েছে; রয়েছে সত্তর জন, সাত জন, চল্লিশ

জন ও চার জন; আর কুতুব হলেন মানুষের জন্য 'গাউস' (দ্রাণকর্তা) এবং কোনো সংশয় ছাড়াই সব কিছু তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা তাদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই ও মানত করা বৈধ করেছে এবং এই উভয় ক্ষেত্রে তাদের জন্য সওয়াব সাব্যস্ত করেছে। তিনি বলেন: এটি এমন কথা যাতে চরম শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি রয়েছে; বরং এতে রয়েছে চিরস্থায়ী ধ্বংস ও চিরন্তন আজাব। কারণ এতে সুনিশ্চিত শিরকের গন্ধ রয়েছে এবং সত্যের কিতাব আল-কুরআনের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ ও ইমামগণের আকিদা এবং উম্মতের ইজমার বিরোধিতা রয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে এসেছে: {আর যে ব্যক্তি হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই পরিচালিত করব যে পথ সে বেছে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস} ১।

অতঃপর তিনি বলেন: আর তাদের এই কথা যে—জীবিত ও মৃত অবস্থায় অলীদের কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে, তা মহান আল্লাহর এই বাণী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত: {আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে?} ২ {জেনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল তাঁরই} ৩

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১১৫।

২ সূরা আন-নামল আয়াত: ৬০।

৩ সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৫৪।

(ص: 169)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

{وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} 1 ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً، وإماتة وخلقاً. وتمدح الرب تبارك وتعالى بأنفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} 2 {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِهِ مَا يَبْلُغُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ { 3 وذكر آيات في هذا المعنى.

ثم قوله: فقوله في الآيات كلها "من دونه" أي من غيره. فإنه هام يدخل فيه من اعتقدته، من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم، وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد المبات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره:

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} 4، {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى} 5، {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} 6 {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} 7 وفي الحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" 8 الحديث 9.

فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من البيت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أفعالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للبيت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} 10.

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات، فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أوليائه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي، ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، وأسيد بن حضير، وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لبصا دمه قوله جل ذكره: {أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ { 11 { قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ

1 سورة آل عمران آية: 189.

2 سورة فاطر آية: 3.

3 سورة فاطر آية: 13-14.

4 سورة الزمر آية: 30.

5 سورة الزمر آية: 42.

6 سورة آل عمران آية: 185.

7 سورة المدثر آية: 38.

8 مسلم: كتاب الوصية (1631) (14) : بَاب مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ

وفاته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

9 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة.

10 سورة البقرة آية: 140.

11 سورة النمل آية: 62.

{আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই} ১ এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াত যা নির্দেশ করে যে, সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র একক সত্তা। কোনোভাবেই কোনো বিষয়ে অন্য কারো বিন্দুমাত্র কোনো অধিকার নেই। সুতরাং সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার দিক থেকে এবং জীবন দান ও সৃষ্টির দিক থেকে তাঁরই কর্তৃত্ব ও পরাক্রমের অধীন। আর বরকতময় ও সুউচ্চ রব তাঁর কিতাবের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর মালিকানার এককত্বের প্রশংসা করেছেন, যেমন তাঁর বাণী: {আল্লাহ ছাড়া কি কোনো ঐশ্বর আছে?} ২ {আর তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাদের ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়। তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এই

শিরককে অস্বীকার করবে। আর কোনো অভিজ্ঞ সত্তার মতো কেউ তোমাকে সংবাদ দেবে না।} ৩ তিনি এই অর্থে আরও অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন।

এরপর তাঁর বক্তব্য: আয়াতে বর্ণিত "তাকে ছাড়া" কথাটির অর্থ হলো "তিনি ব্যতীত"। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যাতে তুমি যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ সে-ও অন্তর্ভুক্ত; হোক সে কোনো ওলি অথবা শয়তান যার কাছে তুমি সাহায্য প্রার্থনা করো। কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, সে অন্যকে কীভাবে সাহায্য করবে? তিনি আরও বলেন: এটি অত্যন্ত মারাত্মক কথা এবং ভয়াবহ শিরক। তিনি আরও বলেন: আর মৃত্যুর পর ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনার দাবি করা তো জীবিত অবস্থায় পরিচালনা করার দাবির চেয়েও অধিক জঘন্য ও নিকৃষ্ট বিদআত। মহান আল্লাহ বলেন:

{নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল} ৪, {আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন যখন তাদের মৃত্যু আসে, আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের ঘুমের মধ্যে। এরপর যার জন্য তিনি মৃত্যু নির্ধারণ করেন তার প্রাণ আটকে রাখেন এবং অন্যগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন} ৫, {প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে} ৬ {প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বিনিময়ে দায়বদ্ধ} ৭ এবং হাদিসে এসেছে: "যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তিনটি বিষয় ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়" ৮ হাদিস ৯।

এসব কিছু এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রমাণাদি নির্দেশ করে যে, মৃত ব্যক্তির অনুভূতি ও নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের রুহগুলো আটকে রাখা হয় এবং তাদের আমলসমূহ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির নিজের ওপরই কোনো ক্ষমতা নেই, অন্যের ওপর ক্ষমতা থাকা তো দূরের কথা। সে যখন নিজের শরীর নাড়াতেই অক্ষম, তখন অন্যের ব্যাপারে কীভাবে হস্তক্ষেপ করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে রুহগুলো তাঁর কাছে রয়েছে, আর এই নাস্তিকরা বলছে: রুহগুলো মুক্ত ও হস্তক্ষেপকারী। {বলুন, তোমরাই কি বেশি জানো নাকি আল্লাহ?} ১০।

তিনি বলেন: আর তাদের এই বিশ্বাস যে এসব হস্তক্ষেপ তাদের কারামত, তা এক প্রকার ভ্রান্তি ও প্রতারণা মাত্র; কারণ কারামত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এমন কিছু যা দিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুদের (ওলিদের) সম্মানিত করেন, যাতে ওলিদের নিজস্ব কোনো সংকল্প, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, ক্ষমতা বা জ্ঞান থাকে না। যেমনটি ছিল মারিয়াম বিনতে ইমরান, উসাইয়েদ ইবনুল হুযাইর এবং আবু মুসলিম আল-খাওলানির ঘটনায়।

তিনি বলেন: আর তাদের এই দাবি যে কঠিন বিপদে ওলিদের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করা যাবে, এটি পূর্বের দাবির চেয়েও অধিক জঘন্য এবং বিদআত; কারণ এটি মহান আল্লাহর বাণীর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক: {বরং কে তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা খুব সামান্যই শিক্ষা গ্রহণ করো} ১১ {বলুন, স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে তোমাদের কে উদ্ধার করেন? যখন তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তাঁকে ডাকো (এই বলে যে), যদি তিনি আমাদের উদ্ধার করেন...

১ সূরা আল ইমরান আয়াত: ১৮৯।

২ সূরা ফাতির আয়াত: ৩।

৩ সূরা ফাতির আয়াত: ১৩-১৪।

৪ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৩০।

৫ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৪২।

৬ সূরা আল ইমরান আয়াত: ১৮৫।

৭ সূরা আল-মুদ্দাসসির আয়াত: ৩৮।

৮ মুসলিম: অসিয়ত অধ্যায় (১৬৩১) (১৪): আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে মানুষের মৃত্যুর পর যে সওয়াব তার কাছে পৌঁছায় তার পরিচ্ছেদ।

৯ এটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৪০।

১১ সূরা আন-নামল আয়াত: ৬২।

(ص: 170) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
1 وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه - جل ذكره - قرر أنه الكاشف للضرر لا

غيره. وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضرر، القادر على إيصال الخير. فهو المنفرد بذلك، فإذا تعين هو - جل ذكره - خرج غيره من ملك ونبي وولي.

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال، أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد، يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد، كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيه غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال، وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه: أشرك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس. فهذا من موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين، وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بحكم القرآن، المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان وعليه التكلان.

1 سورة الأنعام آية: 63-64.

...এই (বিপদ) থেকে (যদি তিনি আমাদের রক্ষা করেন তবে) আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। বলুন: আল্লাহই তোমাদের তা থেকে এবং প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন,

এরপরও তোমরা শিরক করো।} ১ এবং তিনি এই মর্মে আরও আয়াত উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন: নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ)—যাঁর স্মরণ মহান—সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনিই একমাত্র বিপদ দূরকারী, অন্য কেউ নয়। আর তিনিই বিপদগ্রস্তদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এসব কিছুর জন্য তিনিই একমাত্র সাহায্যস্থল এবং তিনিই ক্ষতি দূর করতে ও কল্যাণ পৌঁছাতে সক্ষম। সুতরাং তিনিই এতে একক; আর যখন তিনি—যাঁর স্মরণ মহান—একক হিসেবে নির্ধারিত হলেন, তখন ফেরেশতা, নবী কিংবা ওলী যাই হোক না কেন, তিনি ছাড়া আর সবাই এর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বলেন: যুদ্ধবিগ্রহে বা শত্রুকে পাকড়াও করতে কিংবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ বা অনুরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাহ্যিক স্বাভাবিক কারণসমূহের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ। যেমন বাহ্যিক কর্মের বিচারে তাদের বলা: 'হে জায়েদ!', 'হে মুসলিমগণ!'. কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রভাবের মাধ্যমে কিংবা অর্থগত বিষয়ের কঠিন মুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা করা—যেমন রোগ-ব্যাদি, ডুবে যাওয়ার ভয়, সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য এবং রিজিক অন্বেষণ ও অনুরূপ বিষয়সমূহ—এগুলো আল্লাহর বিশেষ অধিকারভুক্ত; এসব ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না।

তিনি বলেন: আর মানুষের এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা তাদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে পারেন—যেমনটি আরবের জাহেলরা ও জাহেল সুফিরা করে থাকে এবং তারা তাদের ডাকে ও তাদের কাছে সাহায্য চায়—তবে তা গর্হিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, দুঃখ-কষ্ট দূর করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো নবী, ওলী বা রুহ অথবা অন্য কারো কোনো ভূমিকা রয়েছে, তবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল। কেননা তিনি ব্যতীত বিপদ দূর করার আর কেউ সক্ষম নেই এবং তাঁর কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণ নেই।

তিনি বলেন: আর তারা যা বলে যে, তাদের মধ্যে আবদাল, নুকাবা, আওতাদ, নুজাবা এবং সত্তর জন, সাত জন, চল্লিশ জন ও চার জন রয়েছে এবং 'কুতুব' হলো মানুষের জন্য 'গাওস' (ত্রাণকর্তা)—এসবই তাদের বানোয়াট মিথ্যাচার। যেমনটি কাজি মুহাদ্দিস 'সিরাজুল মুরিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনুল জাওযি ও ইবনে তাইমিয়াহও উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপিত সমাপ্তি।

উদ্দেশ্য হলো, আলেম সমাজ সর্বদা এই শিরকি বিষয়গুলোর প্রতিবাদ করে আসছেন, যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং প্রবৃত্তি পূজারিরা যা বিশ্বাস করে। আমরা যদি এই শিরকি

বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যানকারী আলেমদের বক্তব্য অনুসরণ করতে যাই, তবে কিতাবটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথম দলিল থেকেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। যে ব্যক্তি কোনো প্রমাণ ছাড়াই কথা বলে, তার কথা স্পষ্টতই বাতিল; যা সত্য ও ঈমানওয়ালাদের পথের পরিপন্থী, যারা কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানাবলি আঁকড়ে ধরেন এবং সত্য ও ঈমানের আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দেন। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয় এবং তাঁর ওপরই ভরসা।

১. সূরা আল-আনআম আয়াত: ৬৩-৬৪।

(ص: 171) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قَالَ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ يُمَسِّسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} 1.

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: مَعْنَاهُ قِيلَ لِي: "وَلَا تَدْعُ" فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى "أَقِم" وَهَذَا الْأَمْرُ وَالْمَخَاطَبَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا كَانَتْ هَكَذَا فَأَحْرَى أَنْ يَحْذَرَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ. وَالْخَطَابُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ وَهُوَ عَامٌ لِلأُمَّةِ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ جَرِيرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ -: {وَلَا تَدْعُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ دُونِ مَعْبُودِكَ وَخَالِقِكَ شَيْئًا لَا يَنْفَعُكَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يَضُرُّكَ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا، يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِلَهِةَ وَالْأَصْنَامَ، يَقُولُ: لَا تَعْبُدْهَا رَاجِيًا نَفْعَهَا أَوْ خَائِفًا ضَرَّهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ. فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَدَعَوْتَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ {فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ} 3 يَقُولُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ 4.

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: {فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ} 5. وقوله: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} 6. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاً، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. ولهذا قال: {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} 7 كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 8 وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} 9. والدين: كل ما يبدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئاً لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، فقد اتخذها معبوداً وجعله شريكاً لله في

1 سورة يونس آية: 106.

3 سورة يونس آية: 106.

4 فالظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: (31: 13) {يَا بَنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود: "أظلم الظلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك"؛ لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه، وصرفه للعبد الذي لا يستحقه.

5 سورة الشعراء آية: 213.

6 سورة القصص آية: 88.

7 سورة القصص آية: 88.

8 سورة الحج آية: 62.

9 سورة البينة آية: 5.

তিনি বলেন: আর মহান আল্লাহর বাণী: "আর আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না যা তোমার কোনো উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। অতঃপর যদি তুমি তা করো, তবে অবশ্যই তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার জন্য কোনো কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে রদ করার মতো কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" ১।

ইবনে আতিয়াহ বলেন: এর অর্থ হলো, আমাকে বলা হয়েছে: "আর তুমি ডেকো না", যা "প্রতিষ্ঠা করো" শব্দের সাথে সংযোজিত। আর এই আদেশ ও সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। যখন বিষয়টি এমন, তখন অন্যদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আরও বেশি সমীচীন। যদিও সম্বোধনটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেয়েছে, তবে তা পুরো উম্মতের জন্য সাধারণ।

আবু জাফর ইবনে জারীর এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: আল্লাহ তাআলা (তাঁর জিকির মহান হোক) বলছেন—হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার উপাস্য ও সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করো না বা ডেকো না, যা দুনিয়াতে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না এবং আখেরাতেও নয়; আর যা তোমার দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এর মাধ্যমে তিনি উপাস্য ও প্রতিমাসমূহকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলছেন: তাদের উপকারের আশায় বা অপকারের ভয়ে তাদের ইবাদত করো না, কারণ তারা উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি তা করো অর্থাৎ আল্লাহকে ছাড়া তাদের ডাকো, "তবে অবশ্যই তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" ৩; অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরককারী এবং নিজের নফসের প্রতি জুলুমকারী হিসেবে গণ্য হবে ৪।

আমি বলি: এই আয়াতের সমার্থক আরও আয়াত রয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী: "অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না, অন্যথায় তুমি শাস্তিপ্ৰাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" ৫। এবং তাঁর বাণী: "আর আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই" ৬। এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, যাকে ডাকা হয় সেই উপাস্য হিসেবে গণ্য হয়। আর উপাসনা বা ইলাহিয়াত হলো আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার, যার সামান্যতম অংশও অন্য কারো জন্য সমীচীন নয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন: "তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই" ৭। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "এটা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা বাতিল, আর আল্লাহই সমুচ্চ, মহান"

৮। আর এটাই সেই তাওহীদ যা নিয়ে আল্লাহ তাঁর রসূলদের পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তাদের কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর প্রতি আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে" ৯। আর দ্বীন হলো: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে একে "দুআ" (প্রার্থনা) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, যা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। এটি সালাফদের তাফসীরের পদ্ধতি—তারা আয়াতের অর্থের কোনো একটি অংশ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ইবাদতের কোনো অংশ কোনো কবর, প্রতিমা, মূর্তি বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে, সে তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাকে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করল...

১. সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬।

৩. সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬।

৪. এই আয়াতে 'জুলুম' বলতে শিরককে বোঝানো হয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ লুকমানের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যখন তিনি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: (৩১: ১৩) "হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না; নিশ্চয়ই শিরক বড় ধরনের জুলুম।" বরং এটি সবচেয়ে বড় জুলুম, যেমনটি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "সবচেয়ে বড় জুলুম হলো আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" কারণ এটি হলো ইবাদত, দুআ, মানত ইত্যাদি থেকে রুবুবিয়াতের হক ছিনিয়ে নেওয়া এবং তা এমন এক বান্দার জন্য নিবেদন করা যে এর যোগ্য নয়।

৫. সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ২১৩।

৬. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮।

৭. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮।

৮. সূরা আল-হজ, আয়াত: ৬২।

৯. সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫।

الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} 1. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال.

وقوله: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} 23 فإنه المنفرد بالملك والقهر، والعطاء والمنع، والضر والنفع، دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده، دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} 5. وَقَالَ {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 6. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفردة بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عبّاد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوهم

1 سورة المؤمنون آية: 117.

2 سورة يونس آية: 107.

3 في قرّة العيون: هذا في حق المستغيث أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئاً من فضل الله عليه. فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس. وفيه: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك". فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم، والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفتته "لا إله إلا الله" من

الشرك في الإلهية; ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى: (39: 2) (فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص).

والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه، ونهى عنه وحرمه. وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته، وأرسل بذلك رسوله، وأنزل به كتبه (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأعظم ما نهى عنه: الشرك به في ربوبيته وإلهيته.

5 سورة الزمر آية: 38.

6 سورة فاطر آية: 2.

সেই উলুহিয়াত বা উপাস্য হওয়ার অধিকার যা তিনি ব্যতীত আর কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, যার স্বপক্ষে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে তার হিসাব তো তার রবের নিকট। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।" ১। সুতরাং এই আয়াত এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা কুফর, শিরক এবং পথভ্রষ্টতা। এবং তাঁর বাণী: "আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার জন্য কোন কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই।" ২৩। কেননা তিনি রাজত্ব ও পরাক্রম, দান ও বারণ, এবং ক্ষতি ও উপকারের ক্ষেত্রে একক; তিনি ছাড়া অন্য কারো এই ক্ষমতা নেই। সুতরাং এর দ্বারা এটা আবশ্যিক হয়ে যায় যে, কেবল তাঁকেই ডাকতে হবে, কেবল তাঁরই ইবাদত করতে হবে; কারণ ইবাদত কেবল ক্ষতি ও উপকারের মালিকেরই প্রাপ্য। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ এর বা এর সামান্যতম অংশেরও মালিক নয়। অতএব তিনিই এককভাবে ইবাদতের যোগ্য, তারা নয় যারা না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে। এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: "বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, যদি আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট করতে চান, তবে তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি কোন রহমত করতে চান, তবে তারা কি সেই রহমত আটকে রাখতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা ভরসা করে তারা তাঁর ওপরই ভরসা করে।" ৫। এবং তিনি বলেছেন: "আল্লাহ মানুষের জন্য রহমতের মধ্য থেকে যা উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে

রাখার কেউ নেই; আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা পাঠানোরও কেউ নেই। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" ৬। সুতরাং এটিই সেই বিষয় যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে তাঁর উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের একত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং এর পক্ষে দলিলসমূহ পেশ করেছেন। কিন্তু কবর ও মাজার পূজারীরা আল্লাহ তাআলা যা সংবাদ দিয়েছেন তার বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করেছে এবং তাদের গ্রহণ করেছে...

১. সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১১৭।

২. সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭।

৩. কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এটি সাহায্যপ্রার্থীর হকের ব্যাপারে; আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর কাছে যাঞ্চাকারীকে অনুগ্রহ দান করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা তাঁর কোনো অনুগ্রহ কেউ প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। তিনিই দাতা ও বারণকারী, তিনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর তিনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। ইবনে আব্বাসের হাদিসে এই অর্থটিই বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে: "জেনে রেখো, যদি সমগ্র উম্মত তোমার কোনো উপকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না—কেবল ততটুকুই যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।" সুতরাং যে ব্যক্তি এই আয়াত এবং এই অর্থের অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে, সে জানতে পারবে যে, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকার যে কাজে লিপ্ত হয়েছে তা হলো মহা জুলুম এবং এমন শিরক যা ক্ষমা করা হয় না। এবং তারা তা-ই সাব্যস্ত করেছে যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শিরকের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে; আর তারা সেই ইখলাস বা একনিষ্ঠতাকে অস্বীকার করেছে যা এই কালিমা সাব্যস্ত করেছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (৩৯: ২) "অতএব আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখো, খাঁটি আনুগত্য কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।"

আর দ্বীন হলো—আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা শরিয়তসম্মত করেছেন তাতে তাঁর আনুগত্য করা, এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন ও হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। তিনি সবচেয়ে বড় যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো তাওহীদ ও ইখলাস; আর তা হলো বান্দা তার কোনো আমলের মাধ্যমেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করবে না, যিনি তাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য তিনি তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন (যাতে রাসূলদের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অজুহাত না থাকে)।

আর তিনি সবচেয়ে বড় যা নিষেধ করেছেন তা হলো—তাঁর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতে শিরক করা।

৫. সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৮।

৬. সূরা ফাতির, আয়াত: ২।

(ص: 173) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره. بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع، وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } 1، { هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ } 2 فَإِنْ أَوْلَكَ يَدْعُوهُمْ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ وَيُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعصم من ذلك، فجعلوا لهم نصيباً من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذاً لهم وملاذاً في الرغبات والرهبات { سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ } 3.

وقوله: { وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } 4 أي لمن تاب إليه.

قال: "وقوله تعالى: { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } 5".

وقوله: { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ } 6.

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ مِنْهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، فَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ يَفِيدُ الْاِخْتِصَاصَ. وَقَوْلُهُ: {وَأَعْبُدُوهُ} مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ فَإِنْ ابْتِغَاءُ الرِّزْقِ عِنْدَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. قَالَ الْعَبَادُ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: {فَابْتَغُوا} أَيِ فَاطْلُبُوا {عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ} أَيِ لَا عِنْدَ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لَهُ، وَغَيْرُهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ: {وَأَعْبُدُوهُ} أَيِ أَخْلَصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ {وَأَشْكُرُوا لَهُ} أَيِ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ {إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} أَيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ.

قال: "وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} 7".

نفي سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره. وأخبر أنه لا يستجيب

1 سورة الزمر آية: 3.

2 سورة يونس آية: 18.

3 سورة الطور آية: 43.

4 سورة يونس آية: 107.

5 سورة العنكبوت آية: 17.

6 سورة الأحقاف آية: 5.

7 سورة الأحقاف آية: 5-6.

তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে উপকার লাভ ও অপকার দূর করার ক্ষেত্রে; তাদের কাছে চাওয়ার মাধ্যমে এবং আশা, ভয় ও কাকুতির সাথে তাদের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়াও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে যা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রাপ্য নয়। তারা তাদের আল্লাহর রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহর ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। আর এটি

আরব কাফিরদের শিরকের চেয়েও জঘন্য, যারা বলত: "আমরা তাদের ইবাদত করি না, তবে কেবল এজন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।"১, "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।"২ কারণ তারা তাদের নিকট দোয়া করত যেন তারা তাদের জন্য সুপারিশ করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তারা তাদের তালবিয়ায় বলত: "আমি উপস্থিত, তোমার কোনো শরিক নেই, তবে তোমার এমন এক শরিক আছে যার মালিক তুমি নিজে এবং সে যা কিছু মালিক তারও মালিক তুমি।"

পক্ষান্তরে এই মুশরিকরা কবরের অধিবাসী ও মাজারগুলোর ব্যাপারে এমন আকিদা পোষণ করেছে যা এর চেয়েও ভয়াবহ। তারা তাদের জন্য সৃষ্টিজগত পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় একটি অংশ সাব্যস্ত করেছে এবং আশা ও ভয়ের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আশ্রয়স্থল ও ভরসাস্থল বানিয়ে নিয়েছে। "তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।"৩

আর তাঁর বাণী: "আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।"৪ অর্থাৎ তাঁর কাছে যে তওবা করে তার জন্য।

তিনি বলেছেন: "আর আল্লাহ তাআলার বাণী: 'অতএব তোমরা আল্লাহর কাছেই রিযিক তালাশ করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করো; তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'৫"

আর তাঁর বাণী: "আর তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে গাফেল।"৬

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন কেবল তাঁর কাছেই রিযিক তালাশ করার জন্য, তিনি ছাড়া আর কারো কাছে নয়—যারা আসমান ও জমিন থেকে তাদের কোনো রিযিকের সামান্যতম মালিকও নয়। এখানে ক্রিয়া-বিশেষণ (যারফ) আগে আসা নির্দিষ্টকরণ বা একক আধিপত্য বুঝায়। আর তাঁর বাণী "তাঁর ইবাদত করো" হলো বিশেষের ওপর সাধারণের সংযোজন; কারণ আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ করা একটি ইবাদত, যার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন।

আল-ইমাদ ইবনে কাসির —রাহিমাহুল্লাহ তাআলা— বলেছেন: "অতএব তোমরা তালাশ করো" অর্থাৎ অন্বেষণ করো "আল্লাহর কাছেই রিযিক" অর্থাৎ অন্য কারো কাছে নয়। কারণ তিনি এর মালিক, আর অন্য কেউ এর কিছুই মালিক নয়। "এবং তাঁর ইবাদত করো" অর্থাৎ কেবল তাঁরই জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করো, যাঁর কোনো শরিক নেই। "এবং তাঁর শুকরিয়া

আদায় করো" অর্থাৎ তিনি তোমাদের যা নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য। "তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে" অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে, অতঃপর তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন।

তিনি বলেছেন: "আর তাঁর বাণী: 'আর তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে গাফেল। আর যখন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।'৭"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অস্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যে ডাকে তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কেউ হতে পারে। এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সে সাড়া দেয় না...

১ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩।

২ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮।

৩ সূরা আত-তূর, আয়াত: ৪৩।

৪ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭।

৫ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৭।

৬ সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫।

৭ সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬।

(ص: 174)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل ما يدعى من دون الله، كما قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} 1. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا

لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ { 2 فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله 3.

{وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ { 4.
قال أبو جعفر ابن جرير في قوله: {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ { 5 يقول - تعالى ذكره -: وإذا جُمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرءون منهم {وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ { 6 يقول - تعالى ذكره -: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم ولا شعرنا بعبادتهم إيانا. تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى: {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا { 7.

1 سورة الإسراء آية: 56.

2 سورة الأحقاف آية: 6.

3 في قرعة العيون: وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب، أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقاً من طاغوت ووثن، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى: (وهم عن دعائهم غافلون) كما قال في آية يونس (10: 28 ، 29) (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين) ثم قال: (46: 6) (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين). فلا يحصل للمشارك يوم القيامة إلا نقيض قصده، فيتبرأ منه ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، وقد صار المدعو للداعي عدواً؛ ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: {وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ

কافرين} فدلّت أيضاً على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غايه الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطم، حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولاً عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى، كما قال تعالى: (51: 52 ، 53) {كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون} . ويشبه هذه الآية في المعنى (35: 13 ، 14) {ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله: (72: 18) {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} (72: 20) (قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا) وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى.

4 سورة الأحقاف آية: 6.

5 سورة الأحقاف آية: 6.

6 سورة الأحقاف آية: 6.

7 سورة الفرقان آية: 17-18.

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার থেকে যা প্রার্থনা করা হয়েছে, তা সে পাবে না। এই আয়াতটি আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ডাকা হয় তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {বলুন, তোমরা ডাকো তাদের যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া (উপাস্য) মনে করো, তারা তোমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখে না।} ১। এই আয়াতে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সে (যাকে ডাকা হয়) সাড়া দেয় না এবং সে তার আহ্বানকারী সম্পর্কে উদাসীন {আর যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে} ২।

সুতরাং আয়াতটি আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক আহ্বানকারী এবং প্রত্যেক আহতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ৩।

{আর যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে} ৪।

আবু জাফর ইবনে জারীর আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলেন: {আর যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে} ৫। মহান আল্লাহ—তাঁর আলোচনা সুউচ্চ—বলছেন: কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে হিসাবের স্থানে একত্রিত করা হবে, তখন দুনিয়াতে তারা যেসব উপাস্যদের ডাকত, তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে; কারণ তারা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে {এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে} ৬। মহান আল্লাহ—তাঁর আলোচনা সুউচ্চ—বলছেন: দুনিয়াতে তারা যেসব উপাস্যদের ইবাদত করত, তারা তাদের সেই ইবাদত অস্বীকার করবে; কারণ তারা কিয়ামতের দিন বলবে: আমরা তাদের আদেশ দিইনি এবং তারা আমাদের ইবাদত করত সে সম্পর্কে আমরা জানতাম না। হে আমাদের রব! আমরা তাদের থেকে আপনার নিকট সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যেদিন তিনি তাদের এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত তাদের একত্রিত করবেন, তখন তিনি বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে নাকি তারা নিজেরাই পথ হারিয়েছিল? তারা বলবে, আপনি মহিমান্বিত! আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের জন্য শোভনীয় ছিল না; বরং আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদের ভোগ-বিলাস দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মরণ ভুলে গিয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।} ৭।

১ সুরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬।

২ সুরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৬।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ বলা হয়েছে: তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, যাকে ডাকা হয় সে তার কাছে যা চাওয়া হয়েছে তাতে সাড়া দেবে না—সে মৃত হোক বা অনুপস্থিত, কিংবা এমন কেউ যে মোটেও সাড়া দিতে সক্ষম নয় যেমন তাগুত ও প্রতিমা। সুতরাং যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তার জন্য ব্যর্থতা ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: (এবং তারা তাদের ডাক সম্পর্কে উদাসীন) যেমনটি তিনি সুরা ইউনুসের আয়াতে (১০: ২৮, ২৯) বলেছেন: (আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, তখন যারা শিরক করেছিল

তাদের বলব, তোমরা এবং তোমাদের অংশীদাররা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেব এবং তাদের অংশীদাররা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে অবশ্যই বেখবর ছিলাম।) এরপর তিনি বলেন: (৪৬: ৬) (আর যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে)। সুতরাং কিয়ামতের দিন মুশরিক তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই পাবে। সে (উপাস্য) তার থেকে এবং তার ইবাদত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা অস্বীকার করবে। আর যাকে ডাকা হয়েছিল সে আহ্বানকারীর শত্রু হয়ে যাবে। এরপর মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, সেই আহ্বানই ছিল ইবাদত। তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: {এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে}। এটি আরও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা তার ইবাদত করার শামিল এবং তাকে আহ্বানকারী চরম পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই উম্মতের মধ্যে এই শিরক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যা সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এমন একজনকে প্রকাশ করেছেন যিনি তা স্পষ্ট করেছেন, অথচ তা বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল, তবে আল্লাহ যাকে তাওফিক দিয়েছেন সে ব্যতীত। আর এটি কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান, কিন্তু অন্তরগুলো সেদিকেই ফিরে গেছে যা শয়তান তাদের জন্য সুশোভিত করেছে। যেমনটি পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ক্ষেত্রে নবীদের সাথে ঘটেছিল, যখন তারা তাদের আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তাদের সাথে সেই কঠোর শত্রুতা করা হয়েছিল যা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: (৫১: ৫২, ৫৩) {এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসুল এসেছে, তখনই তারা বলেছে—সে তো এক জাদুকর অথবা উম্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।} অর্থের দিক থেকে এই আয়াতটির সদৃশ হলো: (৩৫: ১৩, ১৪) {তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির পাতলা পর্দারও মালিক নয়। তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ আল্লাহর মতো কেউ আপনাকে সংবাদ দেবে না।} মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, সেই আহ্বান হলো আল্লাহর সাথে শিরক এবং যে ব্যক্তি এই শিরক নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং এই

আয়াতগুলো এবং এর সমার্থবোধক আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, যেমন তাঁর বাণী: (৭২: ১৮) {এবং মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।} (৭২: ২০) (বলুন, আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না।) আর কুরআনে এর সংখ্যা এত বেশি যে তা গণনা করে শেষ করা কঠিন।

৪ সুরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৬।

৫ সুরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৬।

৬ সুরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৬।

৭ সুরা আল-ফারকান, আয়াত: ১৭-১৮।

(ص: 175) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال ابن جرير: {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} 1 من الملائكة والانس والجن 2 وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال: يقال تعالى ذكره 3 قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} 4 نوالهم {أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ} 5 انتهى.

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ} 6 الآيتين وقال: {قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} 7، وقال: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا} 8، وقال:

{وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ} 9 وَقَالَ: {لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} 10 الآية. وقال: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ} 11 الآية.

وفي حديث أنس مرفوعاً: "الدعاء مخ العبادة" 12 وفي الحديث الصحيح: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" 13. وفي آخر: "من لم يسأل الله يغضب عليه" 14 وحديث: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" 15 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: "الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض" 16 رواه الحاكم وصححه. وقوله: "سلوا الله كل شيء حتى الشسيع إذا انقطع" 17 الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنه: "أفضل العبادة الدعاء" 18 وقرأ {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} 19 الآية. 20 رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان" 21 الحديث.

وحديث: 22 "اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفاً وخلفاً.

1 سورة الفرقان آية: 17.

2 سياق ابن جرير هكذا؛ يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكاذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن.

3 أي عند تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك -إلى قوله- وكانوا قوماً بوراً) .

4 سورة الفرقان آية: 18.

5 سورة سبأ آية: 41.

6 سورة فاطر آية: 13.

7 سورة الأنعام آية: 63.

8 سورة يونس آية: 12.

9 سورة فصلت آية: 51.

10 سورة فصلت آية: 49.

11 سورة الأنفال آية: 9.

12 تقدم تخريجه برقم [77] .

13 حسن: الترمذي: (3479) : كتاب الدعوات: باب (66) ، والحاكم (493 /1) من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني لشواهده. وراجع الصحيحة (596) وصحيح الجامع (243) .

14 حسن: أحمد (2 / 442 ، 443) ، والترمذي (3373) كتاب الدعوات: باب [22] ، وابن ماجة [3827] كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء ، والحاكم [491 /1] والبخاري في الأدب المفرد [658] من حديث أبي هريرة وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4 / 85) : إسناده لا بأس به وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (4 / 166) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2414) .

15 حسن: أحمد (2 / 362) والترمذي (3370) في الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء وحسنه وابن ماجة [3829] في الدعاء: باب فضل الدعاء وابن حبان (2397) ، والحاكم (1 / 490) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3268) وحسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (د / 188) .

16 موضوع: الحاكم (1 / 492) ، وأبو يعلى كما في المجمع (10 / 147) وقال الهيثمي: "وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك" اهـ وأشار إلى أنه حديث موضوع الألباني في الضعيفة (179) .

- 17 موضوع: الحاكم (492 / 1) ، وأبو يعلى كما في المجمع (147 / 10) ، وقال الهيثمي: "وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك" اهـ وأشار إلى أنه حديث موضوع الألباني في الضعيفة (179) .
- 18 موطأ مالك: كتاب النداء للصلاة (498) وكتاب الحج (963) .
- 19 سورة غافر آية: 60.
- 20 حسن: أخرجه الحاكم (49 / 1) من طريقين عن ابن عباس وحسنه الألباني في الصحيحة (1579) .
- 21 صحيح: جزء من حديث طويل رواه أبو داود (1495) كتاب الدعاء، والنسائي (52 / 3) : كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر وقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد، وابن ماجة في الدعاء (3858) : باب اسم الله الأعظم من حديث أنس وصححه ابن حبان (2382- موارد) ، والحاكم (503 / 1 ، 504) ووافقه الذهبي وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (36 / 1 ، 37) وإسناده صحيح. اهـ.
- 22 صحيح: جزء من حديث طويل لبريدة رضي الله عنه رواه أبو داود: كتاب الصلاة (1493) : باب الدعاء، والنسائي في السهو (52 / 3) : باب الدعاء بعد الذكر والترمذي: كتاب الدعوات (3475) باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجة بنحوه: في الدعاء (3857) : باب اسم الله الأعظم، وأحمد (5 / 360) وصححه ابن حبان (2383- موارد) ، والحاكم (504 / 1) وأقره الذهبي وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (38 / 1) "وإسناده صحيح".

ইবনে জারীর বলেন: {এবং যেদিন তিনি তাদের এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত তাদের সমবেত করবেন} ১ অর্থাৎ ফেরেশতা, মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকে। ২ তিনি তাঁর সনদে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: ঈসা, উযাইর এবং ফেরেশতাগণ।

এরপর তিনি বলেন: তাঁর জিকির (স্মরণ) উচ্চ হোক, ও ফেরেশতাগণ - যাদের এই মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে উপাসনা করত - এবং ঈসা বলবেন: হে আমাদের রব! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং এই মুশরিকরা আপনার প্রতি যা আরোপ করেছে তা থেকে আপনাকে নির্দোষ ঘোষণা করছি। {এবং যেদিন তিনি তাদের এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত তাদের সমবেত করবেন} ৪ আমরা তাদের অভিভাবক ছিলাম না, বরং {আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়} ৫ সমাপ্ত।

আমি বলছি: কুরআন, সুন্নাহ, ভাষা এবং সাহাবী ও পরবর্তী আলেমগণের পরিভাষায় দোয়ার অধিকাংশ ব্যবহার প্রার্থনা ও চাওয়ার অর্থে হয়েছে। যেমন ভাষাবিদ এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: আভিধানিক অর্থে সালাত হলো দোয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদের ডাকো, তারা একটি খেজুরের আঁটির তুচ্ছ আবরণেরও মালিক নয়} ৬ (দুই আয়াত পর্যন্ত)। তিনি আরও বলেন: {বলুন, কে তোমাদের স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে রক্ষা করেন? তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে এবং গোপনে ডাকো} ৭। তিনি আরও বলেন: {আর মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে} ৮। তিনি আরও বলেন: {আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ দোয়ায় প্রবৃত্ত হয়} ৯। তিনি আরও বলেন: {মানুষ কল্যাণ কামনায় কোনো ক্লান্তি বোধ করে না} ১০ (আয়াত শেষ পর্যন্ত)। তিনি আরও বলেন: {যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন} ১১ (আয়াত শেষ পর্যন্ত)।

আনাস (রা.) বর্ণিত মারফু হাদিসে আছে: "দোয়া ইবাদতের মগজ।" ১২ সহিহ হাদিসে আছে: "তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে।" ১৩ অন্য হাদিসে আছে: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, তিনি তার ওপর রাগান্বিত হন।" ১৪ অন্য হাদিসে আছে: "আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই।" ১৫ ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহিহ বলেছেন। রাসূল (সা.)-এর বাণী: "দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও জমিনের নূর।" ১৬ হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন এবং সহিহ বলেছেন। তাঁর বাণী: "তোমরা আল্লাহর কাছে সবকিছু চাও, এমনকি যদি জুতার ফিতাও ছিঁড়ে যায়।" ১৭ (হাদিস)। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "সর্বোত্তম ইবাদত হলো দোয়া।" ১৮ এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: {তোমাদের রব বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব} ১৯ (আয়াত শেষ পর্যন্ত)। ২০ ইবনুল মুনজির এবং হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহিহ

বলেছেন। এবং এই হাদিস: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি কারণ সকল প্রশংসা আপনারই, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি অতিশয় দাতা।" ২১ (হাদিস)। এবং হাদিস: ২২ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই উসিলায় যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" প্রার্থনা ও চাওয়ারূপ দোয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে এ ধরনের উদাহরণ এত বেশি যে তা গণনা করা অসম্ভব। অতএব, যে ব্যক্তি 'চাওয়া ও প্রার্থনা করা' ইবাদত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করল, সে মূলত অকাট্য দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে গেল এবং ভাষা ও সালাফ ও খালাফ উম্মতের কর্মপদ্ধতির বিরোধিতা করল।

১ সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১৭।

২ ইবনে জারীরের বর্ণনাটি নিম্নরূপ; আল্লাহ তাঁর স্মরণে বলেন: যেদিন আমরা এই কিয়ামত অস্বীকারকারী মূর্তিপূজারীদের এবং আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত সেই ফেরেশতা, মানুষ ও জিনদের সমবেত করব।

৩ অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণীর তাফসীরে: (তারা বলবে: আপনি পবিত্র - আয়াতের শেষ পর্যন্ত - এবং তারা ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি)।

৪ সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১৮।

৫ সূরা সাবা, আয়াত: ৪১।

৬ সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩।

৭ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৬৩।

৮ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১২।

৯ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫১।

১০ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৯।

১১ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯।

১২ এর তাহরীজ পূর্বে ৭৭ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩ হাসান: তিরমিজি: (৩৪৭৯), কিতাবুদ দাওয়াত: অধ্যায় (৬৬), এবং হাকেম (১/৪৯৩) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। আলবানী এর সমর্থক বর্ণনার ভিত্তিতে একে হাসান বলেছেন।

দেখুন: সহিহাহ (৫৯৬) এবং সহিহুল জামে (২৪৩)।

১৪ হাসান: আহমদ (২/৪৪২, ৪৪৩), তিরমিজি (৩৩৭৩) কিতাবুদ দাওয়াত: অধ্যায় [২২], ইবনে মাজাহ [৩৮২৭] কিতাবুদ দোয়া: দোয়ার ফজিলত অধ্যায়, হাকেম [১/৪৯১] এবং বুখারী আদাবুল মুফরাদ-এ [৬৫৮] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে (৪/৮৫) বলেছেন: এর সনদ মন্দ নয়। আরনাউত জামেউল উসূলের তাহরীজে (৪/১৬৬) একে হাসান বলেছেন এবং আলবানী সহিহুল জামে-তে (২৪১৪) একে সহিহ বলেছেন।

১৫ হাসান: আহমদ (২/৩৬২), তিরমিজি (৩৩৭০) কিতাবুদ দাওয়াত: দোয়ার ফজিলত অধ্যায় এবং একে হাসান বলেছেন; ইবনে মাজাহ [৩৮২৯], ইবনে হিব্বান (২৩৯৭), হাকেম (১/৪৯০) এবং একে সহিহ বলেছেন এবং জাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। আলবানী সহিহুল জামে-তে (৩২৬৮) একে হাসান বলেছেন এবং আরনাউত শারহুস সুন্নাহর তাহরীজে (৫/১৮৮) একে হাসান বলেছেন।

১৬ জাল: হাকেম (১/৪৯২), এবং আবু ইয়ালা যেমনটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এ (১০/১৪৭) আছে। হাইসামি বলেছেন: "এতে মুহাম্মদ বিন হাসান বিন আবু ইয়াজিদ আছে এবং সে পরিত্যক্ত।" আলবানী যারীফাহ-তে (১৭৯) একে জাল হাদিস হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন।

১৭ জাল: হাকেম (১/৪৯২), এবং আবু ইয়ালা যেমনটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এ (১০/১৪৭) আছে। হাইসামি বলেছেন: "এতে মুহাম্মদ বিন হাসান বিন আবু ইয়াজিদ আছে এবং সে পরিত্যক্ত।" আলবানী যারীফাহ-তে (১৭৯) একে জাল হাদিস হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন।

১৮ মুয়াত্তা মালিক: কিতাবুন নিদা লিস সালাহ (৪৯৮) এবং কিতাবুল হাজ্জ (৯৬৩)।

১৯ সূরা গাফির, আয়াত: ৬০।

২০ হাসান: হাকেম (১/৪৯) ইবনে আব্বাস থেকে দুটি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহিহাহ-তে (১৫৭৯) একে হাসান বলেছেন।

২১ সহিহ: আবু দাউদ (১৪৯৫) কিতাবুদ দোয়া, এবং নাসায়ী (৩/৫২) কিতাবুস সাহ: জিকিরের পর দোয়া অধ্যায়; এটি একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ। নবী (সা.) তাশাহুদে পর এটি দিয়ে দোয়া করেছিলেন। ইবনে মাজাহ (৩৮৫৮) কিতাবুদ দোয়া: আল্লাহর ইসমে আজম অধ্যায়, আনাস (রা.) থেকে। ইবনে হিব্বান (২৩৮২- মাওয়ারিদ) এবং হাকেম (১/৫০৩, ৫০৪) একে সহিহ বলেছেন এবং জাহাবী একমত হয়েছেন। আরনাউত শারহুস সুন্নাহর তাহরীজে (১/৩৬, ৩৭) বলেছেন: এর সনদ সহিহ।

২২ সহিহ: বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসের অংশ। আবু দাউদ: কিতাবুস সালাহ (১৪৯৩) দোয়া অধ্যায়; নাসায়ী কিতাবুস সাহু (৩/৫২) জিকিরের পর দোয়া অধ্যায়; তিরমিজি: কিতাবুদ দাওয়াত (৩৪ ৭৫) নবী (সা.) থেকে বর্ণিত ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া অধ্যায়; ইবনে মাজাহ (৩৮৫৭) আল্লাহর ইসমে আজম অধ্যায়; এবং আহমদ (৫/৩৬০)। ইবনে হিব্বান (২৩৮৩- মাওয়ারিদ) এবং হাকেম (১/৫০৪) একে সহিহ বলেছেন এবং জাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরনাউত শারহুস সুন্নাহর তাহরীজে (১/৩৮) বলেছেন: "এর সনদ সহিহ।"

(ص: 176)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَأَمَّا مَا تَقْدِمُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَتَبِعَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنَّ الدُّعَاءَ نَوْعَانِ: دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَدُعَاءُ عِبَادَةٍ. وَمَا ذَكَرَ بَيْنَهُمَا مِنَ التَّلَازُمِ وَتَضَمُّنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ. فَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ الذَّاكِرِ وَالتَّالِيِ وَالْمُصَلِّيِ وَالْمُتَقَرِّبِ بِالنَّسْكِ وَغَيْرِهِ طَالِبًا فِي الْمَعْنَى. فَيَدْخُلُ فِي مَسْمَى الدُّعَاءِ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ، وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ; كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشْهَدِ، وَذَلِكَ عِبَادَةٌ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. فَتَدْبُرُ هَذَا الْمَقَامَ يَتَبَيَّنُ لَكَ جَهْلُ الْجَاهِلِينَ بِالتَّوْحِيدِ.

وَمِمَّا يَبِينُ هَذَا الْمَقَامَ وَيَزِيدُهُ إِيضَاحًا قَوْلُ الْعَلَامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ} 1: وَهَذَا الدُّعَاءُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ. قَالُوا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو رَبَّهُ وَيَقُولُ مَرَّةً: "يَا اللَّهُ"، وَمَرَّةً: "يَا رَحْمَنَ"، فَظَنَّ الْمُشْرِكُونَ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَهَيْنِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. ذَكَرَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَقِيلَ: إِنْ الدُّعَاءُ هُنَا بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ، وَالْمَعْنَى: أَيُّ اسْمٍ سَمِيتُمُوهُ بِهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، إِمَّا "اللَّهُ" وَإِمَّا "الرَّحْمَنَ" فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى. وَهَذَا مِنْ لَوَازِمِ الْمَعْنَى فِي الْآيَةِ. وَلَيْسَ هُوَ عَيْنُ

البراد. بل البراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن. وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء.

ثم قال: إذا عرف هذا فقلوه: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} 2 يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: "بين دعاء السر ودون العلانية سبعون ضعفًا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم". وقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} 3 يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألتني، وقيل: أثيبه إذا عبدني؛ وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمريين جميعاً. وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازاً للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي، وهي باقية على الوضع اللغوي، وضم إليها أركان وشرائط. فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. اهـ مخلصاً من البدائع.

1 سورة الإسراء آية: 110.

2 سورة الأعراف آية: 55.

3 سورة البقرة آية: 186.

শাইখুল ইসলাম এবং তাঁর অনুসরণে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন) ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছেন তা হলো—দুয়া দুই প্রকার: প্রার্থনামূলক দুয়া এবং ইবাদতমূলক দুয়া। এবং তাঁদের উভয়ের মাঝে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং একে অপরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, তা মূলত যিকিরকারী, তিলাওয়াতকারী, সালাত

আদায়কারী এবং কুরবানি ও অন্যান্য মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণকারীর প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনাকারী হওয়ার বিবেচনায়। সুতরাং এই বিচারে তা দুয়া শব্দের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ তাআলা শরয়ি সালাতে প্রার্থনামূলক দুয়ার এমন কিছু অংশ বিধিবদ্ধ করেছেন যা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না; যেমন সূরা ফাতিহায়, দুই সাজদাহর মাঝে এবং তাশাহুদে। আর তা রুকু ও সাজদাহর মতোই ইবাদত। অতএব এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞদের মূর্খতা তোমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন) এর উক্তি, যা তিনি আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলেছেন:

"বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর জন্যই তো সব সুন্দর নাম রয়েছে।" ১: এটি সেই প্রসিদ্ধ দুয়া যা প্রার্থনামূলক দুয়া হিসেবে পরিচিত। তাঁরা বলেন: নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রব্বকে ডাকতেন এবং কখনো বলতেন: "হে আল্লাহ", আবার কখনো বলতেন: "হে রহমান"। তখন মুশারিকরা ধারণা করল যে তিনি দুইজন ইলাহকে ডাকছেন, ফলে আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। এটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, এখানে দুয়া অর্থ হলো নামকরণ; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য থেকে তোমরা যে নামেই তাঁর নামকরণ করো না কেন—চাই তা 'আল্লাহ' হোক বা 'রহমান'—তাঁর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। আর এটি আয়াতের অর্থগত অনিবার্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, তবে এটিই মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং দুয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনে এর যে অর্থটি সচরাচর ও নিয়মিত ব্যবহৃত হয়েছে, আর তা হলো প্রার্থনামূলক দুয়া এবং গুণকীর্তনমূলক দুয়া।

অতঃপর তিনি বলেন: এটি যখন জানা হলো, তখন তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের রব্বকে ডাকো বিনীতভাবে এবং গোপনে" ২: এটি উভয় প্রকার দুয়াকেই শামিল করে, তবে এটি প্রার্থনামূলক দুয়ায় স্পষ্ট এবং ইবাদতমূলক দুয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই এটি গোপনে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসান বলেন: "গোপন দুয়া এবং প্রকাশ্য দুয়ার মাঝে সত্তর গুণ সওয়াবের ব্যবধান রয়েছে। মুসলিমরা দুয়া করার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতেন অথচ তাঁদের রব্ব এবং তাঁদের মাঝে মৃদু গুণগুণ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যেত না।" আর আল্লাহর বাণী: "আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহবান করে" ৩: এটি উভয় প্রকার দুয়াকেই শামিল করে এবং আয়াতের তাফসীর উভয়

প্রকারের মাধ্যমেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে: সে যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তাকে দান করি; আবার বলা হয়েছে: সে যখন আমার ইবাদত করে তখন আমি তাকে প্রতিদান দেই। এটি একটি শব্দের প্রকৃত এবং রূপক অর্থে ব্যবহার নয়, বরং এটি তার এমন একটি একক প্রকৃত অর্থে ব্যবহার যা উভয় বিষয়কেই সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এই বিষয়টি সালাতের মাসআলার ক্ষেত্রেও আসে যে, সালাতকে তার ভাষাগত অর্থ থেকে সরিয়ে একটি শরয়ি পরিভাষায় পরিণত করা হয়েছে এবং ভাষাগত অর্থের সাথে সম্পর্কের কারণে এই ইবাদতের ক্ষেত্রে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—অথচ তা ভাষাগত কাঠামোর ওপরই অবশিষ্ট রয়েছে এবং এর সাথে কিছু রুকন ও শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। তবে আমরা যা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি সেই অনুযায়ী এর কোনোটিরই প্রয়োজন নেই; কেননা সালাত আদায়কারী তার সালাতের গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুয়া থেকে পৃথক হয় না: হয় তা ইবাদত ও গুণকীর্তনমূলক দুয়া, অথবা প্রার্থনা ও যাচনা মূলক দুয়া। আর সে উভয় অবস্থাতেই দুয়াকারী। — বাদাইউল ফাওয়াইদ থেকে সংক্ষেপিত।

১ সূরা আল-ইসরা আয়াত: ১১০।

২ সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৫৫।

৩ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৮৬।

(ص: 177) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال: "وقوله: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ} أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} 1" بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم، قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده 2، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: {أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ} 3 يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها

شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتهما من قوله: {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً} أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ { 4. ولا حقتها إلى قوله: {أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ { 5.

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به وروى الطبراني بإسناده " أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي: إنه لا يُستغاث بي، وإنما يستغاث بالله " 6. على ما جحدوه من قُصُر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} 7.

قال أبو جعفر ابن جرير: قوله: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} 8 إلى قوله: {قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} يقول - تعالى ذكره -: "أمر ما تشركون بالله خير، أمر الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ وقوله: {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ} 9 يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، وقوله: {أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ} 10 أله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: {قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} 11

2 في قرّة العيون: وهذا مما أقر به مشركو العرب وغيرهم في جاهليتهم كما قال تعالى: (30: 65) (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة.

3 سورة النمل آية: 60.

4 سورة النمل آية: 60-61.

5 سورة النمل آية: 63-64.

7 سورة الفاتحة آية: 5.

8 سورة النمل آية: 62.

9 سورة النمل آية: 62.

10 سورة النمل آية: 62.

(5) سورة النمل آية: 62.

(6) ضعيف: رواه الطبراني كما في المجمع (159/10). وفي إسناده ضعف، فيه ابن

لهيعة ضعيف مختلط، وراجع النهج السديد (161).

তিনি বললেন: "তাঁর বাণী: {নাকি তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো।} ১" মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, আরবের মুশরিকরা এবং তাদের মতো অন্যরা জানত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আতের ডাকে সাড়া দেয় না এবং কষ্ট দূর করে না ২। তাই মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে এটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কারণেই তিনি বলেছেন: {আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে?} ৩ অর্থাৎ যে এমনটি করে। সুতরাং তাদের উপাস্যগুলো যদি বিপদের সময় তাদের ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তাদেরকে আল্লাহর শরিক বানানো সঠিক নয়, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং একমাত্র তিনিই কষ্ট দূর করেন। এই আয়াতের এটিই সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা, যেমনটি এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: {নাকি তিনি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ

করেছেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করেছি, যার গাছ উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক কওম যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে। নাকি তিনি, যিনি জমিনকে স্থির করেছেন এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার জন্য সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় তৈরি করেছেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।} ৪। এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে তাঁর এই বাণী পর্যন্ত: {নাকি তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি তাঁর রহমতের আগে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করেন? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বলুন, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।’} ৫।

অতএব এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করো, তবে তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুশরিকরা যা স্বীকার করত তা দিয়েই মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন।

তাবারানি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন মুনাফিক ছিল যে মুমিনদের কষ্ট দিত। তাদের কেউ কেউ বলল: চলো আমরা এই মুনাফিকের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নিশ্চয়ই আমার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা হয় না, বরং একমাত্র আল্লাহর নিকটই উদ্ধার প্রার্থনা করা হয়।" ৬।

তারা ইবাদতের সমস্ত বিষয়কে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকে যে অস্বীকার করত তার বিরুদ্ধে (এই দলিলসমূহ), যেমনটি ফাতিহাতুল কিতাবে রয়েছে: {আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি} ৭।

আবু জাফর ইবনে জারির বলেন: তাঁর বাণী: {নাকি তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন} ৮ থেকে তাঁর বাণী: {তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো} পর্যন্ত। মহান আল্লাহ—তাঁর আলোচনা মহিমাম্বিত হোক—বলছেন: "নাকি তোমরা আল্লাহর সাথে যা শরিক করো তা উত্তম, নাকি তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার ওপর আপতিত বিপদ দূর করেন? এবং তাঁর বাণী: {এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান} ৯ তিনি বলছেন: তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্য থেকে

জীবিতদের তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন যারা তোমাদের পরে আসবে। এবং তাঁর বাণী:
{আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে?} ১০ আল্লাহর কি অন্য কোনো ইলাহ আছে যে
তোমাদের সাথে এসব করে এবং তোমাদের প্রতি এসব নেয়ামত দান করে? এবং তাঁর বাণী:
{তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো} ১১।"

১ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২।

২ কুররাত আল-উয়ুন-এ রয়েছে: আরবের মুশরিকরা এবং অন্যরা তাদের জাহেলিয়াত যুগে
এটি স্বীকার করত, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (৩০: ৬৫) (অতঃপর তারা যখন নৌযানে
আরোহণ করে তখন তারা আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন স্থলে
নিয়ে এসে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরিক করতে লিপ্ত হয়।) মহান আল্লাহ
সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিপদে পড়লে তাঁর প্রতি আন্তরিক হয়ে দোয়া করে।

৩ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬০।

৪ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬০-৬১।

৫ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৩-৬৪।

৬ সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫।

৮ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২।

৯ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২।

১০ সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২।

(৫) সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২।

(৬) যঈফ: তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি আল-মাজমা' (১০/১৫৯)-এ রয়েছে। এর
সনদে দুর্বলতা আছে, এতে ইবনে লাহিয়া রয়েছে যিনি দুর্বল ও সংমিশ্রণকারী, দেখুন আন-
নাহজ আস-সাদিদ (১৬১)।

يقول تذكر ا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون، وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا. فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته". اهـ.

قوله: "وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يستغاث بي؛ وإنما يستغاث بالله".

الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق كثير. مات سنة ستين وثلاثمائة. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله: "أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين" لم أقف على اسم هذا المنافق.

قلت: هو عبد الله بن أبيّ كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: "فقال بعضهم" أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. فيه مسائل:

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.

الثانية: تفسير قوله: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ} 1.

الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 2

الثامنة: إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.

التاسعة: تفسير الآية الرابعة.

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله.

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 3
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له.
قوله: "قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق"؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم يقدر على كفاه. 4

1 سورة يونس آية: 106.

2 يعني (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) .
3 يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره من نعيم، إن
كان من المؤمنين الصالحين، كالحسين وأبيه - رضي الله عنهما، أو من عذاب أليم،
كالتجاني المشرك الخبيث، وابن عربي الحاتمي أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود، وابن
الفارض وأشباهاهما ممن اتخذوا الناس ولياً معبوداً لعظم ما بني عليه من القبة، أو
بالظنون واتباع الأهواء، وهم كثير جداً، بل أكثر أولئك الطواغيت منهم، ومن
أرباب الطرق الدجالين.

(4) في قرّة العيون: فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن
يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي
السنة ما يدل على ذلك، كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل: إن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن
الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، كنظائره مما للمستغاث
به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعاً مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا
يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين، والطواغيت والشياطين
والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى مما تقدم
ذكره حتى أنهم أشركوا مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه كما أشركوهم معه في
ألوهيته وعبوديته؛ والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها والله أعلم.

তিনি বলছেন, আল্লাহর মহিমা এবং তোমাদের কাছে থাকা আল্লাহর হাতসমূহ (অনুগ্রহসমূহ) এর সামান্য কিছু স্মরণ করো, তবেই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তোমাদের ওপর আল্লাহর প্রমাণাদিকে সহজ হিসেবে গণ্য করবে। সে কারণেই তারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যদের শরীক করেছে।" সমাপ্ত।

তাঁর কথা: "তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মুনাফিক ছিল যে মুমিনদের কষ্ট দিত। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন: তোমরা আমাদের সাথে দাঁড়াও, আমরা এই মুনাফিকের হাত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য (ইস্তিগাসা) চাই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'নিশ্চয়ই আমার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় না; বরং কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হয়'।"

তাবারানী: তিনি হলেন ইমাম হাফিজ সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আল-লাখমী আত-তাবারানী, তিন 'মুজাম' ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি নাসাঈ, ইসহাক বিন ইব্রাহিম আদ-দাইরি এবং অসংখ্য ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তিনশত ষাট হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এই হাদিসটি উবাদাহ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কথা: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মুনাফিক ছিল যে মুমিনদের কষ্ট দিত" – আমি এই মুনাফিকের নাম জানতে পারিনি।

আমি বলি: তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই, যেমনটি ইবনে আবি হাতিম তাঁর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কথা: "তাদের কেউ কেউ বললেন" অর্থাৎ সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আর তিনি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে:

প্রথম: ইস্তিগাসা'র ওপর দুআ'র উল্লেখ হলো বিশেষের ওপর সাধারণের পরিভাষা প্রয়োগ।

দ্বিতীয়: আল্লাহর এই বাণীর তাফসীর: {আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না যে তোমার উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না} ১।

তৃতীয়: এটি হলো বড় শিরক।

চতুর্থ: সবচেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটি করে, তবে সে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পঞ্চম: এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর।

ষষ্ঠ: কুফরী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এটি কোনো উপকারে না আসা।

সপ্তম: তৃতীয় আয়াতের তাফসীর। ২

অষ্টম: রিযিক কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত, যেমন জান্নাত কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া হয়।

নবম: চতুর্থ আয়াতের তাফসীর।

দশম: আল্লাহকে ছাড়া যে অন্যকে ডাকে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

একাদশ: যাকে ডাকা হয় সে আহ্বানকারীর ডাক সম্পর্কে গাফেল, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। ৩

দ্বাদশ: সেই ডাক আহ্বানকারীর প্রতি আহূত ব্যক্তির ঘৃণা ও শত্রুতার কারণ হবে।

তাঁর কথা: "তোমরা আমাদের সাথে দাঁড়াও, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাই এই মুনাফিকের হাত থেকে"; কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কষ্ট দেওয়া বন্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। ৪

১ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬।

২ অর্থাৎ (সুতরাং আল্লাহর কাছেই রিযিক তালাশ করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে)।

৩ এর অর্থ হলো, যাকে ডাকা হচ্ছে সে আহ্বানকারীর ডাক সম্পর্কে অসচেতন। কারণ সে তার কবরে নিয়ামতের মধ্যে বিভোর আছে—যদি সে নেককার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন হুসাইন ও তাঁর পিতা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে আছে—যেমন খবীশ মুশরিক তিজানী, এবং ইবনুল আরাবী আল-হাতিমী যে সর্বেশ্বরবাদের (ওয়াহদাতুল উজুদ) সবচেয়ে বড় আহ্বায়ক ছিল, এবং ইবনুল ফারিদ ও তাদের সমগোত্রীয়রা যাদেরকে মানুষ কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণের বিশালত্বের কারণে অথবা ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণে ওলী ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। আর এ সংখ্যা অনেক বেশি, বরং ঐসব তাগুত এবং দাজ্জাল পীরদের অধিকাংশরাই এদের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) 'কুররাত আল-উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: সম্ভবত তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের সাথে তাদের প্রাপ্য আচরণ করা থেকে বিরত থাকতেন এই ভয়ে যে, পাছে মুনাফিকের গোত্রের কোনো মুমিন ফিতনায় পড়ে যায়। সুন্নাহর মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমনটি তিনি ইবনে উবাই ও অন্যদের ক্ষেত্রে করেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মুনাফিকের হাত থেকে তাদের সাহায্য করতে সক্ষম

ছিলেন, তবুও তাঁর কাছে সাহায্য (ইস্তিগাসা) চাইতে নিষেধ করার কারণ ছিল তাওহীদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং শিরকের পথসমূহ বন্ধ করা। যেমনটি সেই সব বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেগুলোতে সাহায্যপ্রার্থিত ব্যক্তির সক্ষমতা আছে, যা ভাষায় ও শরীয়তে ব্যবহৃত হতো; এই ভয়ে যে, তাঁর উম্মত যেন মৃত, অনুপস্থিত, তাগুত, শয়তান ও মূর্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে যারা না কোনো ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে, না শোনে আর না উত্তর দেয়। অথচ বর্তমানে এই ভয়াবহ শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি তারা সৃষ্টিকে আল্লাহর রুবুবিয়াত ও সৃষ্টিজগত পরিচালনার ক্ষেত্রেও শরীক করে নিয়েছে, যেমনটি তারা তাকে তাঁর উলুহিয়াত ও ইবাদতে শরীক করেছে। আর মাধ্যমসমূহ (উসিলা) নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(ص: 179)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة.

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس.

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 1

السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا

الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.

الثامنة عشرة: حياية المصطفى صلى الله عليه وسلم حيى التوحيد والتأدب مع الله.

قوله: "إنه لا يستغاث بي؛ وإنما يستغاث بالله" فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبى

صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ

في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ حمايةً لجَناب التوحيد، وسداً لذرائع
الشرك، وأدباً وتواضعاً

1 في سورة (10: 49) (قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله).

ত্রয়োদশ বিষয়: উক্ত আহ্বানকে যাকে আহ্বান করা হচ্ছে তার জন্য ইবাদত হিসেবে নামকরণ করা।

চতুর্দশ বিষয়: যাকে আহ্বান করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে উক্ত ইবাদতকে অস্বীকার করা।

পঞ্চদশ বিষয়: এটিই সেই ব্যক্তির সর্বাধিক পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ।

ষোড়শ বিষয়: পঞ্চম আয়াতের তাফসির। ১

সপ্তদশ বিষয়: আশ্চর্যজনক বিষয় হলো—মূর্তিপূজকদের এই স্বীকৃতি যে, বিপদগ্রস্তের ডাকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয় না; একারণেই তারা কঠিন বিপদের সময় একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁকেই ডাকে।

অষ্টাদশ বিষয়: মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের মর্যাদা রক্ষা এবং আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার প্রদর্শন।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আমার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করা যাবে না; বরং উদ্ধার প্রার্থনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে" - এতে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর নিম্নমর্যাদার কারো কাছেই উদ্ধার প্রার্থনা করা যাবে না। তাওহীদের মর্যাদা রক্ষা, শিরকের পথ রুদ্ধ করা এবং আল্লাহর প্রতি শিষ্টাচার ও বিনয়বশত তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা অপছন্দ করেছেন, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় যা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল সেক্ষেত্রে এটি সম্ভব ছিল।

১. সূরা ইউনুসের ৪৯ নম্বর আয়াতে (বলুন: "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক আমি নই")।

لربه، وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيها يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ كما جرى على السنة كثير من الشعراء كالبوصيري¹ والبرعي

1 مثل قوله في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم. ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيري. وهذا هو الغلو الذي جر إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو. وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله: (4: 171) (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق). وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري ومسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فأنا عبد الله ورسوله " صلى الله عليه وسلم. وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبّه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم معظمين له ومحبين بما يحبه الله ورسوله لنا على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول -الزاعمون جهلاً وكذباً حبه- هذه البردة ورداً كالقرآن وأعظم من القرآن؛ وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن، وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

তাঁর রবের জন্য, এবং কথা ও কাজের ক্ষেত্রে শিরকের মাধ্যমসমূহ থেকে উন্নতকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় যা তাঁর সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে যদি এমন হয়ে থাকে, তবে তাঁর মৃত্যুর পর কীভাবে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ হতে পারে এবং তাঁর কাছে এমন সব বিষয় চাওয়া হতে পারে যা আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা ব্যতীত আর কেউ সক্ষম নন? যেমনটি বুসিরি^১ ও বুরাঈ-এর মতো অনেক কবির মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

১ যেমন বুরদাহ কাব্যে তার কথা: "হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ! সর্বজনীন বিপদ আপতিত হওয়ার সময় আপনি ব্যতীত আমার আশ্রয় নেওয়ার মতো কেউ নেই।" তারা দাবি করে যে, বুসিরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বড় প্রশংসাকারী এবং তারা হাসান বিন সাবিত ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর চেয়েও বেশি তাকে স্মরণ করে; কারণ তাদের ধারণা মতে, সাহাবীগণ অতিরঞ্জন ও প্রশংসার ক্ষেত্রে সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি যেখানে বুসিরি পৌঁছেছেন। আর এটাই হলো সেই অতিরঞ্জন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে শিরক ও কুফরের দিকে নিয়ে যায়, ঠিক যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে এই অতিরঞ্জনের পথ ধরে কুফরি করেছিল। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবে এ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে বলেছেন: (৪: ১৭১) "হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া কিছু বলো না।" আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করেছেন যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন: "তোমরা আমার অতি প্রশংসা করো না যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে নিয়ে করেছিল। আমি কেবল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্মান ও ভালোবাসা হলো তাঁর সুন্যাহর অনুসরণ, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মূর্খরা এর সাথে যেসব কুসংস্কার লেপন করে তা প্রতিহত করার মাধ্যমে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি ছেড়ে দিয়ে এমন অতিরঞ্জন ও অতি প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছে যা তাদের এই ভয়াবহ শিরকের মধ্যে নিপতিত করেছে। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি যে, তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদের নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমনভাবে বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাশীল ও প্রেমময় করেছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; ঠিক যেমনটি সাহাবী ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী তাবেয়ীদের আদর্শ ছিল। এই শিরকের কারণে মুসিবত এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে

যে, রাসূলের শত্রুরা—যারা মূর্খতা ও মিথ্যাবশত তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে—তারা এই বুরদাহকে কুরআনের মতো নিয়মিত পাঠ্য বানিয়ে নিয়েছে এবং কুরআনের চেয়েও বড় মনে করে; তারা এটি স্বর্ণের জল দিয়ে কারুকার্যময় করে লিখেছে যেমনটি তারা কুরআন লিখে থাকে, এমনকি কখনো কখনো কুরআনের চেয়েও এর প্রতি তাদের যত্ন ও মনোযোগ বেশি দেখা যায়। আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

(ص: 181)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: قول الله تعالى: {أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ} 1.

وغيرهم، من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} 2 في مواضع من القرآن 3 {قُلْ إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً} 4. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله ديناً، والهدى ضلالاً، فإنه لله وإنا إليه راجعون. فبما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان.

قوله: "بَاب قول الله تعالى: {أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ} 5".

قوله: {أَيُّشْرِكُونَ} أي في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف

1 سورة الأعراف آية: 191.

2 سورة الأعراف آية: 188.

3 يعني (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المدعويين أن يجيب الداعي إلا الله. 4 سورة الجن آية: 21.

5 في قرّة العيون: وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا شركاء لمن هم خلقه وعبده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة (ولا أنفسهم ينصرون) فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা কি এমন কিছুকে অংশীদার করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে? তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।} ১।

এবং অন্যরাও, তাদের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করার মাধ্যমে যারা নিজের অপকার, উপকার, মৃত্যু, জীবন বা পুনরুত্থানের কোনো ক্ষমতা রাখে না। আর তারা সর্বশক্তিমান মহান রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিমুখ হয়, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং সকল নির্দেশ য়ার একক অধিকারে, রাজত্ব কেবল তাঁরই, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং তিনি ব্যতীত কোনো রব নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: {বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের কোনো উপকার বা অপকারের ক্ষমতা আমার নেই} ২ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ৩ {বলুন, আমি তোমাদের কোনো অপকার বা সঠিক পথের (উপকারের) মালিক নই} ৪। ফলে

এরা কুরআন থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যা প্রমাণ করে তার বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করেছে। বহু মানুষ এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠী এই ভ্রষ্টতার অনুসরণ করেছে। ফলে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করাকে দীন এবং সঠিক পথকে ভ্রষ্টতা হিসেবে গ্রহণ করেছে; নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এই বিপদ কতই না মহান যা সর্বব্যাপী হয়েছে, ফলে তারা তাওহীদপন্থীদের সাথে শত্রুতা করেছে এবং একনিষ্ঠ ইবাদতকারীদের বিদআতি আখ্যায়িত করেছে; আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়।

তাঁর বাণী: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা কি এমন কিছুকে অংশীদার করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে? তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না} ৫" ।

তাঁর বাণী: {তারা কি অংশীদার করে} অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে। মুফাসসিরগণ বলেন: এই আয়াতে তিরস্কার ও কঠোর নিন্দা করা হয়েছে।

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৯১।

২ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮৮।

৩ অর্থাৎ (বরং তিনি, যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে) সুতরাং এই দুই আয়াতের সমন্বয়ে এটি স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আহ্বানকৃতদের মধ্যে কেউ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। ৪ সূরা আল-জিন, আয়াত: ২১।

৫ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: মুশরিকরা যখন সুপারিশকারী ও ইবাদতে অংশীদার গ্রহণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেছেন; কারণ তারা সৃষ্টি, তাই যারা তাঁর সৃষ্টি ও বান্দা তারা আল্লাহর অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। আর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, এর পাশাপাশি তারা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, অর্থাৎ যারা তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের। (এবং তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না) সুতরাং যাকে আহ্বান করা হচ্ছে সে যদি নিজেকেই সাহায্য করতে সক্ষম না হয়, তবে সে অন্যকে সাহায্য না করতে পারাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। অতএব, মুশরিকদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি এই দুটি মহান দলিলের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেল। প্রথমটি হলো: তারা আল্লাহর বান্দা যাদেরকে তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর বান্দা কখনো মাবুদ (উপাস্য) হতে পারে না। দ্বিতীয় দলিল: নিজেদের উপকারের কোনো

ক্ষমতা তাদের নেই, তবে কীভাবে অন্যের উপকারের আশা তাদের থেকে করা যায়। সুতরাং মহান কুরআনের এই আয়াত এবং এই জাতীয় আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

(ص: 182) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلي الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول:

"اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول، وبك أقاتل" 1.

وهذا كقوله: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً} 2. وقوله: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} 3. وقوله: {قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشْداً قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحِداً إِلَّا بَلَاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ} 4.

فكفي بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله كائناً من كان. فإن كان نبياً أو صالحاً فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له، والرضاء به رباً ومعبوداً، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداً مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ

وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ } 5. وَقَالَ: {إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} 6. فقد أمر عبادة من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله، وأنزل به كتبه، ورضيه لعبادة. وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال:

" يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان " 7 الحديث. وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرُكُمْ

1 صحيح: أخرجه أبو داود (2623) في الجهاد: باب ما يدعى عند اللقاء، والترمذي (3584) في الدعوات: باب في الدعاء إذا غزا من حديث أنس. وصح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب (125) وقال: ولبعضه شاهد من حديث صهيب أخرجه أحمد (16 /6) بسند صحيح، اهـ.

2 سورة الفرقان آية: 3.

3 سورة الأعراف آية: 188.

4 سورة الجن آية: 21-22-23.

5 سورة القصص آية: 88.

6 سورة يوسف آية: 40.

7 البخاري: كتاب الإيمان (50) : باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضاً مسلم (9) ، (10) كتاب الإيمان: باب الإسلام والإيمان والإحسان.

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের এই ধারণাকে অস্বীকার করেছেন যে, তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছুই ইবাদত করে যা কোনো কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাও সৃষ্টি; আর কোনো সৃষ্টি

সেই ইবাদতের ক্ষেত্রে স্রষ্টার অংশীদার হতে পারে না যে ইবাদতের জন্য তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, তারা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরও কোনো সাহায্য করতে পারে না। তবে তারা কীভাবে তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরিক করে যারা তাদের ইবাদতকারীদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না? আল্লাহ ছাড়া তারা যা কিছু ইবাদত করত, এটি তার অসারতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এটি প্রতিটি সৃষ্টিরই বৈশিষ্ট্য, এমনকি ফেরেশতা, নবী এবং নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রেও। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁর রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন:

"হে আল্লাহ, আপনিই আমার শক্তি এবং আপনিই আমার সাহায্যকারী, আপনার মাধ্যমেই আমি চলাফেরা করি, আপনার সাহায্যেই আমি আক্রমণ করি এবং আপনার সাহায্যেই আমি লড়াই করি।" ১

আর এটি তাঁর এই বাণীর মতোই: {তারা তাঁর পরিবর্তে এমন সব উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেদেরও সৃষ্টি, আর তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয় এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানেরও কোনো ক্ষমতা রাখে না} ২। এবং তাঁর বাণী: {বলুন, 'আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমি আমার নিজের উপকার বা ক্ষতির মালিক নই। আর আমি যদি গায়িবের সংবাদ জানতাম তবে আমি প্রচুর কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল এক সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে'} ৩। এবং তাঁর বাণী: {বলুন, 'আমি তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি বা সুপথের মালিক নই।' বলুন, 'আল্লাহর থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া আমি কখনোই কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দেওয়া ছাড়া'} ৪।

সুতরাং যে কেউ হোক না কেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার অসারতার বিষয়ে এই আয়াতগুলোই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। তিনি যদি নবী বা নেককার ব্যক্তি হন তবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেবল তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমে এবং তাঁকে রব ও মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই সম্মানিত করেছেন। অতএব কীভাবে একজন ইবাদতকারী বান্দাকে উপাস্য বানানো বৈধ হতে পারে যখন স্বয়ং তাঁর প্রতিই এই শিরক থেকে নিষেধ করে সনোধান করা হয়েছে? যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এবং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাঁর চেহারা ছাড়া সব

কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে} ৫। এবং তিনি বলেছেন: {বিধান কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না} ৬। তিনি তাঁর নবী, নেককার বান্দা এবং অন্যান্য সকল বান্দাকে কেবল তাঁরই একনিষ্ঠ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিই হলো তাঁর দ্বীন যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, তাঁর কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য তা পছন্দ করেছেন। এটিই হলো ইসলাম ধর্ম, যেমনটি বুখারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালামের প্রশ্নের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন:

"হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম কী? তিনি বললেন: ইসলাম হলো আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবেন না, সালাত কয়েম করবেন, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবেন এবং রমজানের রোজা পালন করবেন" ৭ হাদিসটি শেষ পর্যন্ত। এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদের ডাকো তারা খেজুরের আঁটির উপরের পাতলা পর্দারও মালিক নয়। তোমরা যদি তাদের ডাকো তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে...

১ সহীহ: এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (২৬২৩) জিহাদ অধ্যায়ে: যুদ্ধের সময় যা বলতে হয় অনুচ্ছেদ; এবং তিরমিজি (৩৫৮৪) দোয়া অধ্যায়ে: যুদ্ধে যাওয়ার সময় দোয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস থেকে। আলবানী 'তাখরিজুল কালিমিত তাইয়েব' (১২৫) গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন এবং বলেছেন: এর কিছু অংশের জন্য সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস থেকে একটি সমর্থনকারী বর্ণনা রয়েছে যা আহমাদ (৬/১৬) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। সমাপ্ত।

২ সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩।

৩ সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৮।

৪ সূরা আল-জিন, আয়াত: ২১-২২-২৩।

৫ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮।

৬ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০।

৭ বুখারী: কিতাবুল ঈমান (৫০): জিবরাইল আলাইহিস সালামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার অনুচ্ছেদ। এটি মুসলিমও (৯), (১০) কিতাবুল ঈমান: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 183)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ { 1

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ { 2

যিখব তেআলী এন হাল মদেউয়িন মন দোনে মন
মলাইকে ওয়ালানবিয়া ওয়ালঅসনাম ওয়িহা বা ইদল এলী এজহম ওয়ুজফহম ওআনহম কদ
অন্তফত এনহম অসবাব তযী তকুন ফী মদেউ ওহী মলক, ওসবাহ দোআ, ওয়ালকদরে এলী
অস্তজাবতে, ফতযী লম তুজদ হুযে শরুও তামে বতলত দেউতে ফকিফ ইডা এডমত বালকলীযে?
ফনফী এনহম মলক বকুলে: { مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِيرٍ } 3

কাল ঐবন এবাস ওমজাহদ ওএকরমে, ওএতাহ ওয়ালহসন ওয়তাদে "কুতযীর: ললফাফে তযী তকুন এলী নোআ ততের". কমা
কাল তেআলী: { وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ } 4. وَقَالَ: { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ } 5

ওনফী এনহম সবাহ দোআ বকুলে: { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا } ;

লআনহম মা বীন মীত ওয়আউব এনহম, মশতগল বা খলক লে, মসখর বা অমর বে কালমলাইকে, তম কাল: { وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ } ;

লআন ডলক লীস লহম; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ فِي دَعَاءِ أَحَدٍ مِنْهُمْ, لَا اسْتِقْلَالًا

ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشُرْكِكُمْ} فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. 6 وقال تعالى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ

1 سورة فاطر آية: 13-14.

2 في قرّة العيون: يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، ولهذا قال: (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضرر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة، وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئاً وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرءون ممن فعله معهم; ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا: إن البيت يسمع; ومع سماعه ينفع; فتركوا الإسلام والإيمان رأساً كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة.

3 سورة فاطر آية: 13.

4 سورة النحل آية: 73.

5 سورة سبأ آية: 22-23.

6 وتبين أنهم كانوا يدعون عبادة صالحين يتبرءون من الشرك الذي هو دعاء غير الله، ويتبرءون من أولئك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين وأنهم محسوبون عليهم.

{যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর যদি শুনত, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিত না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। আর কোনো অবগত সত্তার ন্যায় কেউ তোমাকে সংবাদ দিতে পারবে না} ২। মহান আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাকা হয়—ফেরেশতা, নবী, মূর্তি এবং অন্যান্যদের অবস্থা সম্পর্কে এমন সংবাদ দিচ্ছেন যা তাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। আর এটিও স্পষ্ট করে যে, যাকে ডাকা হয় তার মধ্যে যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন যেমন—মালিকানা, ডাক শোনার ক্ষমতা এবং সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য—তা তাদের থেকে অপসারিত হয়েছে। সুতরাং যখন এই শর্তগুলো পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে না, তখন তাকে ডাকা বাতিল বলে গণ্য হবে; তাহলে যখন এগুলো একেবারেই অনুপস্থিত তখন অবস্থা কী হবে? তিনি তাদের থেকে মালিকানাকে অস্বীকার করে বলেছেন: {তারা তুচ্ছ খেজুরের বীচির পর্দারও মালিক নয়} ৩। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, আতা, হাসান এবং কাতাদাহ বলেন: "কিতমির হলো খেজুরের বীচির ওপরকার পাতলা আবরণ।" যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {এবং তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু ইবাদত করে যা আসমান ও জমিন হতে তাদের কোনো জীবিকা প্রদানের মালিকানা রাখে না এবং তারা কোনো সক্ষমতাও রাখে না} ৪। তিনি আরও বলেছেন: {বলুন, তোমরা ডাকো তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (ইলাহ) মনে করো। তারা আসমানসমূহে এবং জমিনে অণু পরিমাণ কিছুও মালিক নয়। এ দুটিতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কোনো সাহায্যকারীও নেই। আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া তাঁর নিকট কারও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না} ৫। আর তিনি তাদের ডাক শোনার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: {যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তবে তারা শুনবে না}; কারণ তারা হয় মৃত, নতুবা অনুপস্থিত, অথবা যাঁর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজে ব্যস্ত, কিংবা যাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে নিয়োজিত যেমন ফেরেশতাকুল। এরপর তিনি বলেছেন: {আর যদি শুনত, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিত না}; কারণ এটি করার সামর্থ্য তাদের নেই। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাউকেই তাদের কাউকে ডাকার অনুমতি দেননি—স্বতন্ত্রভাবেও নয়, মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও নয়, যেমনটি এর কিছু দলিল ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তাঁর বাণী: {কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে}—এর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা

শিরক। ৬। মহান আল্লাহ আরও বলেছেন: {এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য শক্তির কারণ হয়। কখনই নয়, শীঘ্রই তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে এবং তারা হবে...}

১ সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩-১৪।

২ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীন। এই কারণেই তিনি বলেছেন: (আর তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারা তুচ্ছ খেজুরের বীচির পর্দারও মালিক নয়)। সুতরাং যাঁর গুণাবলি এমন, তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো নিকট কোনো উপকার লাভ বা ক্ষতি দূর করার আকাঙ্ক্ষা করা জায়েজ নয়; বরং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা (দোয়া) একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব, যা ইবাদতের মহান প্রকারগুলোর অন্যতম। মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, মুশরিকরা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুর মালিক নয় এবং যাদেরকে তারা ডাকে তারা তাদের ডাক শোনে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তারা শোনে, তবুও তারা তাদের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবেনা। আর কিয়ামতের দিন তারা তাদের শিরককে অস্বীকার করবে, অর্থাৎ তারা তা অস্বীকার করবে এবং যারা তাদের সাথে এই কাজ করেছে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেই প্রার্থনা ছিল আল্লাহর সাথে শিরক, আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং মুশরিকরা সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহর সংবাদকে সত্য বলে গণ্য করেনি এবং তাঁর হুকুম ও শরয়ি বিধানের আনুগত্য করেনি। বরং তারা বলেছে: মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় এবং শোনার সাথে সাথে সে উপকারও করতে পারে। ফলে তারা ইসলাম ও ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে, যেমনটি আপনি এই উম্মতের জাহেলদের অধিকাংশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

৩ সূরা ফাতির, আয়াত: ১৩।

৪ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৩।

৫ সূরা সাবা, আয়াত: ২২-২৩।

৬ এবং স্পষ্ট হলো যে তারা এমন নেককার বান্দাদের ডাকত যারা শিরক—যা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা—হতে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবেন। আর তারা সেই সব মুশরিকদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন যারা ঐ সকল নেককারদের ভালোবাসার দাবি করে এবং মনে করে যে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

عَلَيْهِمْ ضِدًّا { 1 وقوله تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ} 2. قال ابن كثير: يتبرأون منكم، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} 3.

قال وقوله: {لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} 4 أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى. فإنه أخبر بالواقع لا محالة.

قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا: تملك وتسبح وتستجيب وتشفع لمن دعاها 5، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} 6 أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: {إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ} 7. قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفا، فضلا عن غيره.

قوله: "وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شَجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 8".

1 سورة مريم آية: 81-82.

2 سورة فاطر آية: 14.

3 سورة الأحقاف آية: 5-6.

4 سورة فاطر آية: 14.

5 يعني قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به ويدعى لا بد أن يكون سبيعا بصيرا بيده الخير. والذي يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول: ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سأله (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال. وقالوا: (بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال.

6 سورة يونس آية: 28-29-30.

7 سورة يونس آية: 29.

8 سورة آل عمران آية: 128.

...তাদের বিপক্ষে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে} ১ এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে} ২। ইবনে কাসীর বলেন: তারা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {আর সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্পর্কে উদাসীন। আর যখন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে} ৩।

তিনি বলেন, আর তাঁর বাণী: {কোনো সম্যক অবগত সত্তার মতো কেউ তোমাকে সংবাদ দেবে না} ৪ অর্থাৎ, বিষয়ের পরিণতি, তাদের শেষ ফল এবং তা কিসে পর্যবসিত হবে সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তার মতো আর কেউ সংবাদ দেবে না। কাতাদাহ বলেন: অর্থাৎ স্বয়ং বরকতময় ও মহান আল্লাহ নিজেকে বুঝিয়েছেন। কেননা তিনি অকাট্য বাস্তব সত্যেরই সংবাদ দিয়েছেন।

আমি বলি: আর মুশরিকরা মহাজ্ঞানী ও সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তার সংবাদকে তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে মেনে নেয়নি, বরং তারা বলেছে: এগুলো মালিকানা রাখে, শ্রবণ করে, সাড়া দেয় এবং যারা তাদের ডাকে তাদের জন্য সুপারিশ করে ৫। আর তারা সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তার দেওয়া সেই সংবাদের দিকে কর্ণপাত করেনি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উপাস্য তার ইবাদতকারীর শত্রু হয়ে যাবে এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদের বলব, 'তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো'। তারপর আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেব এবং তাদের শরীকরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না'। 'সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম'। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি যা পূর্বে করেছে তা যাচাই করে দেখবে এবং তারা তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং তারা যা মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে} ৬। ইবনে জারীর ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ বলেন: {আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে নিশ্চয়ই উদাসীন ছিলাম} ৭। তিনি বলেন: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হতো এমন প্রতিটি বস্তু একথাই বলবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই আয়াতসমূহকে—যা দলিল, নূর ও প্রমাণ—ঈমান, গ্রহণ এবং আমলের মাধ্যমে গ্রহণ করে। ফলে সে তার আমলসমূহকে অন্য সবকিছু বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে, যিনি ছাড়া অন্য কেউ নিজের জন্য কোনো উপকার বা অপকার প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে না, অন্যের কথা তো দূরের কথা।

তাঁর উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথা যখম করা হয়েছিল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: সেই জাতি কীভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীকে যখম করেছে? তখন অবতীর্ণ হলো— {বিষয়ের কোনো কিছুতেই আপনার কোনো অধিকার নেই} ৮"।

১ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮১-৮২।

২ সূরা ফাতির, আয়াত: ১৪।

৩ সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬।

৪ সূরা ফাতির, আয়াত: ১৪।

৫ অর্থাৎ তারা তাদের অবস্থার মাধ্যমে এ কথা বলেছে; কারণ তারা তাদের কাছে দোয়া এবং ফরিয়াদ করায় অবিচল ছিল অথচ আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেছেন যে, যার কাছে ফরিয়াদ করা হয় বা দোয়া করা হয় তাকে অবশ্যই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হতে হয় এবং তার হাতেই কল্যাণ থাকতে হয়। আর তারা যে সরাসরি এ কথা বলত না তার প্রমাণ হলো আল্লাহ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পিতার কওমের যে উত্তর উদ্ধৃত করেছেন যখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন (তারা কি তোমাদের কথা শোনে যখন তোমরা তাদের ডাকো? অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করে?), তখন তারা প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং বলে: (বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি)। সুতরাং তাদের এই উত্তরটি ছিল মূল প্রশ্নের উত্তর থেকে এড়িয়ে যাওয়া।

৬ সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৮-২৯-৩০।

৭ সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৯।

৮ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৮।

(ص: 185)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "في الصحيح" أي الصحيحين. علقه البخاري. قال: وقال حميد وثابت عن أنس. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: "كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية 1".

قوله: "شج النبي صلى الله عليه وسلم" قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء، وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة ابن أبي وقاص هو

الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته العليا². وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق يوم أحد وكُسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} .

البخفّر في وجنته³ وأن مالك بن سنان مضّ الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدردة. فقال له " لن تمسك النار "

قال القرطبي: "والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن بعد ثنية - قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات".

قال الحافظ: "والبراد أنها كسرت، فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها".

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب. ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم".

قال القاضي: "وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ

-
- 1 رواه البخاري معلقاً (7 / 281) في المغازي: غزوة أحد باب قول الله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) . حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن حميد كما في الفتح (7 / 365) . أما حديث ثابت فوصله مسلم (1791) في الجهاد والسير، باب غزوة أحد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.
 - 2 روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال: "فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد".
 - 3 في الطبراني من حديث أبي أمامة قال: "رمى عبد الله بن قميئة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسرت رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قميئة. فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: مالك أقمك الله. فسلط الله عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة".

তাঁর বক্তব্য: "সহীহ-এর মধ্যে" অর্থাৎ সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)। ইমাম বুখারী এটি মুআল্লাক (সনদবিহীনভাবে) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: হুমাইদ ও সাবিত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাই হুমাইদের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত সনদে) বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম সাবিতের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এটি মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক আল-মাগাযী গ্রন্থে বলেন: আমাদের কাছে হুমাইদ আত-তবিল আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনের দাঁত (রুবাইয়া) ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথা ও চেহারায় জখম হয়েছিল। ফলে তাঁর চেহারা বেয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল, আর তিনি রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: সেই জাতি কীভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে অথচ তিনি তাদের তাঁর রবের দিকে আহ্বান করছেন? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।" ১।

তাঁর বক্তব্য: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জখমপ্রাপ্ত হলেন" আবুস সাআদাত বলেন: 'শাজ্জ' মূলত মাথার জখমকেই বোঝায়, যা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে ক্ষত সৃষ্টি ও চিরে যাওয়ার মাধ্যমে ঘটে; পরবর্তীতে এটি শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। ইবনে হিশাম আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিচের সারির সামনের একটি দাঁত (রুবাইয়া) ভেঙে ফেলেছিল এবং তাঁর উপরের ঠোঁটে জখম করেছিল। ২। আর আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব আয-যুহরী তাঁর চেহারায় জখম করেছিল, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে কামিআ তাঁর গণ্ডদেশে আঘাত করেছিল, ফলে শিরজ্ঞাণের দুটি কড়া তাঁর গালের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: সেই জাতি কীভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীকে জখম করেছে? তখন নাযিল হলো: {আপনার হাতে কোনো ফয়সালা নেই}।

শিরজ্ঞাণের কড়া তাঁর গণ্ডদেশে ঢুকে গিয়েছিল ৩ এবং মালিক ইবনে সিনান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা থেকে রক্ত চুষে নিয়ে তা গিলে ফেলেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না।"

কুরতুবী বলেন: "রুবাইয়া (الرباعية) শব্দটি রা-তে ফাতহা এবং ইয়া-তে তাশদীদহীন—এটি হলো সামনের প্রধান দুই দাঁতের (সানিয়াহ) পাশের দাঁত। ইমাম নববী (রাহিমাল্লাহ) বলেন: মানুষের চারটি রুবাইয়া দাঁত থাকে।"

হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: "এর অর্থ হলো দাঁতটি ভেঙে গিয়েছিল, ফলে সেটির এক অংশ পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা মূল থেকে উপড়ে যায়নি।"

ইমাম নববী বলেন: "এর মধ্যে নবীগণের—তাদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক—অসুস্থতা ও পরীক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি রয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে তাঁরা মহতী বিনিময় ও সওয়াব অর্জন করতে পারেন। আর যাতে উম্মতগণ জানতে পারে তাদের ওপর কী বিপদ নেমে এসেছিল এবং তারা যেন তাদের অনুসরণ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।"

কাযী (ইয়াদ) বলেন: "যাতে এটি জানা যায় যে, তাঁরাও মানুষ, তাদের ওপর দুনিয়ার বিপদ-আপদ আপতিত হয় এবং অন্যান্য মানুষের শরীরের মতো তাদের শরীরের ওপরও বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।"

১. বুখারী এটি মুআল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (৭/২৮১), আল-মাগাযী অধ্যায়: উহুদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী: (আপনার হাতে কোনো ফয়সালা নেই)। হুমাইদের হাদীসটি ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈ হুমাইদের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ফাতহুল বারীতে (৭/৩৬৫) বর্ণিত হয়েছে। আর সাবিতের হাদীসটি মুসলিম (১৭৯১) আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার অধ্যায়, উহুদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদে হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্রে সাবিত থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২. ইবনে ইসহাক সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমি কোনো ব্যক্তিকে হত্যার জন্য কখনোই এতটা ব্যাকুল হইনি যতটা ব্যাকুল হয়েছিলাম আমার ভাই উতবাকে হত্যার জন্য, কারণ সে উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এমনটি করেছিল।"

৩. তাবারানীতে আবু উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "উহুদের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে কামিআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছিল, ফলে তাঁর চেহারা জখম হয় এবং সামনের দাঁত ভেঙে যায়। তখন সে বলেছিল: এটি নাও, আমি ইবনে কামিআ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন: তোমার কী হলো? আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করুন। এরপর আল্লাহ তার

ওপর একটি পাহাড়ি ছাগল লেলিয়ে দিলেন, যা তাকে অনবরত শিং দিয়ে আঘাত করতে লাগল যতক্ষণ না তা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।"

(ص: 186)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم " انتهى. قلت: يعني من الغلو والعبادة.

قوله: "يوم أحد" هو شرقي المدينة. قال صلي الله عليه وسلم: "أحد جبل يحبنا ونحبه" 12 وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة. فأضيفت إليه. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: "اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع لله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأُنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 3 " الآية. 4

قوله: "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" زاد مسلم: "كسروا رباعيته وأدموا وجهه" 5. قوله: "فأنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 6" 7 قال ابن عطية: كأن النبي صلي الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش; ف قيل له بسبب ذلك: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك، ودُم على الدعاء لربك.

وقال ابن إسحاق: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 8 في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قوله: "وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: - "اللهم العن فلانا

وفلاناً " بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 9 وفي رواية. " يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام " فنزلت {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ".

1 رواه البخاري كتاب الزكاة (1481) : باب خرص الثمر. ومسلم: كتاب الحج (1392) (503) : باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حنيفة الساعدي رضي الله عنه وللبخاري: كتاب الاعتصام (7333) : باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم: كتاب الحج (1365) (462) : باب فضل المدينة: وكتاب الحج (1393) (504) : باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

2 رواه البخاري في الصحيح عن أنس.

3 سورة آل عمران آية: 128.

4 البخاري: كتاب المغازي (4069) : باب قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم: النذر (1641) ، وأبو داود: الأيمان والنذور (3316) ، وأحمد (430/4) ، والدارمي: السير (2505) .

5

6 سورة آل عمران آية: 128.

7 في قرّة العيون: وقد قال تعالى: (قل إن الأمر كله لله) وقال تعالى: (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئاً من العبادة، ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) . فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فهذا دينه صلى الله عليه

وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به.

8 سورة آل عمران آية: 128.

9 سورة آل عمران آية: 128.

মানুষের শরীরের ওপর যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তারা সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত। আর তাদের হাতে যে সকল মুজিয়া প্রকাশিত হয়েছে তা দিয়ে যেন কেউ ফেতনায় না পড়ে এবং শয়তান তাদের ব্যাপারে তা-ই মিশ্রিত না করে যা সে নাসারা (খ্রিস্টান) ও অন্যদের ব্যাপারে মিশ্রিত করেছিল।" সমাপ্ত।

আমি বলছি: অর্থাৎ বাড়াবাড়ি এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে।

তাঁর উক্তি: "উহুদ যুদ্ধের দিন" এটি মদিনার পূর্ব দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "উহুদ এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি।" এটি একটি পরিচিত পাহাড় যার নিকট বিখ্যাত যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। তাই একে তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আর এতে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—যখন তিনি ফজরের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা তুলতেন: "হে আল্লাহ! অমুক অমুককে লানত করুন," যখন তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলতেন তার পর। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন: {বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই} আয়াত।

তাঁর উক্তি: "সেই জাতি কীভাবে সফল হবে যারা তাদের নবীর মাথা জখম করেছে" মুসলিম আরও বৃদ্ধি করেছেন: "তারা তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল এবং তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করেছিল।"

তাঁর উক্তি: "তখন আল্লাহ নাযিল করলেন {বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই}" ইবনে আতিয়্যাহ বলেন: মনে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অবস্থায় কুরাইশ কাফেরদের সফলতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন; তাই সে কারণে তাঁকে বলা হয়েছিল:

{বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই} অর্থাৎ সব বিষয়ের পরিণতি আল্লাহর হাতে, আপনি আপনার কাজে অগ্রসর হোন এবং আপনার রবের নিকট দুআ অব্যাহত রাখুন।

ইবনে ইসহাক বলেন: {বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই} আমার বান্দাদের ব্যাপারে, তবে আমি আপনাকে তাদের ব্যাপারে যা আদেশ করেছি তা ব্যতীত। তাঁর উক্তি: "আর এতে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—যখন তিনি ফজরের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা তুলতেন: "হে আল্লাহ! অমুক অমুককে লানত করুন," যখন তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাক্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলতেন তার পর। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন: {বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই}।" অন্য বর্ণনায় এসেছে: "তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহাইল বিন আমর এবং হারিস বিন হিশামের বিরুদ্ধে বদদুআ করছিলেন।" তখন নাযিল হলো: {বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই}।

১ বুখারী, যাকাত অধ্যায় (১৪৮১): ফল পরিমাপের পরিচ্ছেদ। মুসলিম: হজ অধ্যায় (১৩৯২) (৫০৩): উহুদ এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি পরিচ্ছেদ, আবু হুমাইদ আস-সাদ্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস হতে। বুখারীতে রয়েছে: ই'তিসাম অধ্যায় (৭৩৩৩): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উল্লেখ করেছেন এবং আহলে ইলমদের ঐক্যের ওপর উৎসাহ প্রদান পরিচ্ছেদ। মুসলিম: হজ অধ্যায় (১৩৬৫) (৪৬২): মদিনার ফযিলত পরিচ্ছেদ: এবং হজ অধ্যায় (১৩৯৩) (৫০৪): উহুদ এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি পরিচ্ছেদ, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস হতে।

২ বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৪ বুখারী: মাগাযী অধ্যায় (৪০৬৯): মহান আল্লাহর বাণী (বিষয়ে আপনার কোনো ইখতিয়ার নেই) পরিচ্ছেদ, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীস হতে। মুসলিম: মানত (১৬৪১), আবু দাউদ: শপথ ও মানত (৩৩১৬), আহমাদ (৪/৪৩০), দারেমী: সিয়র (২৫০৫)।

৫

৬ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৭ কুররাতিল উয়ুন-এ রয়েছে: মহান আল্লাহ বলেন: (বলুন, নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে) এবং তিনি বলেন: (জেনে রেখো, সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই; জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়)। এই অর্থে আয়াত অনেক রয়েছে, এবং উদ্দেশ্য হলো যার হাতে সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত রাজত্ব, তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো ইবাদতের হকদার নয়। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন: (আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন)। সুতরাং যাঁর হাতে কোনো বিষয়ের ইখতিয়ার নেই এবং যিনি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর মনোনীত, তিনিও সর্বদা মানুষকে এই আহ্বান করতেন যেন তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে যাঁর হাতে সমস্ত বিষয়, আর তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। এটিই হলো তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন যা দিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর উম্মতকে তা পৌঁছাতে ও তার দিকে দাওয়াত দিতে আদিষ্ট হয়েছেন, যেমনটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্যের দিকে আহ্বানের পরিচ্ছেদে গত হয়েছে। সুতরাং সাবধান! আপনি মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবেন না যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

৮ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৯ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

(ص: 187) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وفيه" أي في صحيح البخاري. ورواه النسائي.
قوله: "عن ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو في أول التي تليها.

قوله: "أنه سيع رسول الله" هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد.

قوله: "اللهم العن فلانا وفلانا" قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
قوله: "فلانا وفلانا" يعني صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية.

وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة.
قوله: "بعدما يقول: سيع الله لمن حمده" قال أبو السعادات: أي أجاب حمده وتقبله.
وقال السهيلي: مفعول "سيع" محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد، وهو الاستجابة لمن حمده.
وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه: "سيع الله لمن حمده" باللام المتضمنة معنى استجاب له. ولا حذف وإنما هو مضمن.

قوله: "وربنا لك الحمد" في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له.

তাঁর বাণী: "এবং তাতে" অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারীতে। আর এটি ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: "ইবনে ওমর থেকে" তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আল-খাতাব, একজন মহান সাহাবী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নেককার হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তিয়ানুর হিজরী সনের শেষ দিকে অথবা তার পরবর্তী বছরের শুরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই তিনি রাসূলুল্লাহকে শুনেছেন" এই কুনূত তাদের ওপর করা হয়েছিল যখন উল্হদ যুদ্ধের দিন তাঁর মস্তক মোবারক আহত হয়েছিল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল।

তাঁর বাণী: "হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে লানত (অভিশাপ) করুন" আবু আস-সাআদাত বলেন: লানত-এর মূল অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিতাড়ন ও দূরত্ব। আর সৃষ্টির পক্ষ থেকে এর অর্থ হলো গালি ও বদদোয়া। শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর বাণী: "অমুক এবং অমুক" এর অর্থ হলো সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহাইল বিন আমর এবং হারিস বিন হিশাম, যেমনটি পরবর্তী বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং এতে (প্রমাণ) রয়েছে: সালাতের মধ্যে নির্দিষ্ট মুশরিকদের ওপর বদদোয়া করা জায়েজ, এবং তা সালাতের কোনো ক্ষতি করে না।

তাঁর বাণী: "তিনি যখন বলেন: আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শোনে যে তাঁর প্রশংসা করে" আবু আস-সাআদাত বলেন: অর্থাৎ তিনি তার প্রশংসা কবুল করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। সুহাইল বলেন: 'শুনেছেন' ক্রিয়াপদটির কর্মপদ এখানে উহ্য রয়েছে; কারণ শ্রবণ কেবল কথা ও শব্দের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। ফলে 'লাম' বর্ণটি একটি অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করছে, আর তা হলো শ্রবণের মাধ্যমে সাড়া দেওয়া। সুতরাং এই শব্দটিতে সংক্ষিপ্ততা এবং অতিরিক্ত অর্থের প্রতি নির্দেশনা—অর্থাৎ যে প্রশংসা করে তার ডাকে সাড়া দেওয়া—উভয়টি একত্রিত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মর্মার্থ উল্লেখ করে বলেন: "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শোনে যে তাঁর প্রশংসা করে" এখানে 'লাম' বর্ণটি তার ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে কোনো কিছু উহ্য নেই, বরং তা অর্থগতভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর বাণী: "হে আমাদের রব! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা" বুখারীর কিছু বর্ণনায় 'ওয়া' (এবং) অব্যয়টি ব্যতিরেকে এসেছে। ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেন: যেন এটি উল্লেখ করা একটি অতিরিক্ত অর্থের প্রমাণ দেয়; কারণ তখন বাক্যটির প্রচ্ছন্ন রূপ হবে: "হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন এবং আপনারই জন্য সকল প্রশংসা।" ফলে এটি দোয়ার অর্থ এবং বর্ণনামূলক সংবাদ—উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

শায়খুল ইসলাম বলেন: হামদ (প্রশংসা) হলো নিন্দার বিপরীত। হামদ বা প্রশংসা করা হয় প্রশংসিত সত্তার সুন্দর গুণাবলীর ওপর তাঁর প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসাসহ। যেমন নিন্দা করা হয় মন্দ গুণাবলীর ওপর তাঁর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষসহ।

وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة، أو يكون مقروناً بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال: "الحمد لله" أو قال: "ربنا ولك الحمد" تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجيلة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه، وهو الحميد المجيد. وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسبيح والتحديد، وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقالوا: يقتصر على "سبح الله لمن حمده". قوله: "وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام".

وذلك لأنهم رءوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان ابن حرب، فما استجيب له صلي الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} 2 فتأب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته.

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عبّاد القبور في الأولياء والصالحين. بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم، ويمنعون من لاذ بحبائهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب. وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة.

قوله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين أنزل الله عليه {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} 3 قال: " قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين أنزل الله عليه {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} فقال:
يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم

1 البخاري: المغازي (4070) ، والترمذي: تفسير القرآن (3005) ، وأحمد
(118/2) .

2 سورة آل عمران آية: 128.

3 سورة الشعراء آية: 214.

অনুরূপভাবে ইবনুল কাযিয়ম বলেছেন: তিনি 'হামদ' (প্রশংসা) ও 'মাদহ' (গুণকীর্তন) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, অন্যের গুণাবলি বর্ণনা করা হয় হয় ভালোবাসা ও সদিচ্ছা ছাড়াই কেবল সংবাদ হিসেবে, অথবা ভালোবাসা ও সদিচ্ছার সাথে যুক্ত করে। যদি প্রথমটি হয় তবে তা হলো 'মাদহ', আর যদি দ্বিতীয়টি হয় তবে তা হলো 'হামদ'। সুতরাং 'হামদ' হলো প্রশংসিতের গুণাবলি বর্ণনা করা, সাথে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা। এই কারণেই এটি এমন এক সংবাদ যা নব সৃষ্টির অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, পক্ষান্তরে 'মাদহ' কেবল একটি সাধারণ সংবাদ মাত্র। অতএব কোনো বক্তা যখন বলে: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য" অথবা বলে: "হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা", তখন তার কথাটি এমন একটি ব্যাপক ও পরিবেষ্টনকারী নামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ যার জন্য প্রশংসিত হন তার প্রতিটি বিষয়কে সংবাদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে, যা অর্জিত ও সম্ভাব্য সকল অবস্থাকেই ধারণ করে। এটি মহান রবের সকল সেই পূর্ণতা সাব্যস্ত করার দাবি রাখে যার জন্য তিনি প্রশংসিত। এই কারণেই এই শব্দটি এই পদ্ধতিতে কেবল তাঁর জন্যই শোভা পায় যাঁর মর্যাদা এমন, আর তিনি হলেন প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

আর এতে রয়েছে: এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা যে ইমাম 'তাসমী' (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু বলা) এবং 'তাহমীদ' (রাব্বানা লাকাল হামদ বলা) উভয়টি একত্র করবেন। এটি ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ এর অভিমত। তবে মালিক ও আবু হানিফা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন,

তাঁরা বলেছেন: ইমাম কেবল "আল্লাহ তাঁর প্রশংসা শ্রবণ করেন যে তাঁর প্রশংসা করে" বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন।

তাঁর উক্তি: "এবং এক বর্ণনায় এসেছে: তিনি সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ, সুহাইল বিন আমর এবং হারিস বিন হিশাম-এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন।"

এর কারণ হলো তারা উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের শীর্ষ নেতা ছিল, তারা এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। কিন্তু তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া কবুল করা হয়নি, বরং আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {বিষয়ের কোনো কিছুতেই আপনার অধিকার নেই, তিনি চাইলে তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন।} অতঃপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাদের ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর হলো। আর এই সবকিছুর মধ্যে এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, যাঁর হাতে সকল বিষয় ন্যস্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতে হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন।

আর এতে এমন অনেক দলিল ও প্রমাণ রয়েছে যা কবর পূজারীদের ওলি ও নেককার বান্দাদের প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বাতিল সাব্যস্ত করে। বরং তাগুতদের ব্যাপারেও, যারা মনে করে যে তারা তাদের আহ্বানকারীদের উপকার করতে পারে এবং যারা তাদের আশ্রয়ে আসে তাদের রক্ষা করতে পারে। অতএব পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাদের ও কিতাব বুঝার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আর এটি মহান আল্লাহরই ন্যায়বিচার, আর তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান, আর সকল সামর্থ্য ও শক্তি কেবল তাঁরই।

তাঁর উক্তি: আর এতে আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন আল্লাহ তাঁর ওপর অবতীর্ণ করলেন: {এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।} তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন যখন তাঁর ওপর অবতীর্ণ হলো: {এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন}, অতঃপর তিনি বললেন:

হে কুরাইশ সম্প্রদায় —বা এই জাতীয় কোনো শব্দ— তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (আল্লাহর আজাব থেকে) কিনে নাও, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো উপকারে আসব না।

১. বুখারী: আল-মাগাযী (৪০৭০), তিরমিযী: তাফসীরুল কুরআন (৩০০৫), আহমাদ (২/১১৮)।

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৩. সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ২১৪।

(ص: 189)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئاً " 1.

قوله: "وفيه" أي وفي صحيح البخاري.

قوله: "عن أبي هريرة" اختلف في اسمه. وصح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرک عن أبي هريرة قال: "كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن". وروى الدولاوي بإسناده عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم سباه عبد الله". وهو دُوسِي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره 2 مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

قوله: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الصحيح من رواية ابن عباس: "

صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا".

قوله: "حين أنزل عليه {وَأَنْزَلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} 3" عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأذنون أو قبيلته؛ لأنهم أحق الناس بربك وإحسانك الديني والدنيوي؛ كما قال قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً.

تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} 4.
وقد أمره الله تعالى أيضاً بالندارة العامة، كما قال تعالى: {لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ
آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ} 5. {وَأُنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ} 6.

1 البخاري (4771) في تفسير سورة الشعراء باب قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك
الأقربين). وفي الوصايا: (2753) باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب.
2 روى البخاري في أول البيوع عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن
أبا هريرة قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وأن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم
الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد
إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت
امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم في حديث يحدثه: أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم
يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نيرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم مقالاته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه
وسلم تلك من شيء."

3 سورة الشعراء آية: 214.

4 سورة التحريم آية: 6.

5 سورة يس آية: 6.

6 سورة إبراهيم آية: 44.

আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল
মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আমি আপনার কোনো উপকারে আসব না। হে সাফিয়্যাহ, আল্লাহর

রাসূলের ফুফু! আল্লাহর কাছে আমি আপনার কোনো উপকারে আসব না। হে ফাতিমাহ বিনতে মুহাম্মদ! আমার সম্পদ থেকে তুমি যা চাও চেয়ে নাও, কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনো উপকারে আসব না।" ১.

তাঁর উক্তি: "এবং এতে" অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারীতে।

তাঁর উক্তি: "আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত" তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম নববী সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন যে তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে সাখর, যেমনটি হাকিম আল-মুস্তাদরাক-এ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "জাহেলী যুগে আমার নাম ছিল আব্দুর রহমান।" আর আদ-দুলাবি তাঁর সনদে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ।" তিনি দাওস গোত্রের লোক ছিলেন এবং সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও হাফেজ ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্যদের তুলনায় বেশি হাদিস মুখস্থ করেছিলেন। ২ তিনি সাতান্ন, আটান্ন বা উনষাট হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আটাত্তর বছর।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন" সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন।"

তাঁর উক্তি: "যখন তাঁর ওপর অবতীর্ণ হলো {আর আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন} ৩" কোনো ব্যক্তির আত্মীয় হলো তাঁর পিতার নিকটবর্তী বংশধর বা তাঁর গোত্র; কারণ তারা আপনার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ ও অনুগ্রহ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন

হে কুরাইশগণ! - অথবা অনুরূপ কোনো শব্দ - তোমরা নিজেদের আত্মাকে (আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে) ক্রয় করে নাও, আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসব না।

মহান আল্লাহ বলেছেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর} ৪। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাধারণ সতর্কবাণী প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করেন যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল} ৫। {এবং আপনি মানুষকে সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে} ৬।

১ বুখারী (৪৭৭১), সূরা আশ-শুআরা'র তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: (আর আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন)। এবং অসিয়ত অধ্যায়: (২৭৫৩), অনুচ্ছেদ:

আত্মীয়দের মধ্যে নারী ও শিশুরা অন্তর্ভুক্ত হবে কি না।

২ বুখারী ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের শুরুতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব এবং আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা বলেছেন: "আপনারা বলেন যে, আবু হুরায়রা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক বেশি হাদিস বর্ণনা করেন। তারা আরও বলে যে, মুহাজির ও আনসারদের কী হলো যে তারা আবু হুরায়রার মতো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন না? আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি আমার পেটের ক্ষুধা নিবারণের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লেগে থাকতাম। তাই তারা যখন অনুপস্থিত থাকত আমি তখন উপস্থিত থাকতাম এবং তারা যখন ভুলে যেত আমি তখন মুখস্থ রাখতাম। আর আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের ধন-সম্পদ ও চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি ছিলাম সুফফার মিসকিনদের একজন মিসকিন, তারা যখন ভুলে যেত আমি তখন তা ধারণ করতাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন: যে ব্যক্তি আমার এই কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং পরে তা নিজের সাথে গুটিয়ে নেবে, সে আমার বলা কথাগুলো কক্ষনো ভুলবে না। তখন আমি আমার পশমি চাদরটি বিছিয়ে দিলাম এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শেষ করলে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বক্তব্যের কোনো কিছুই আর ভুলে যাইনি।"

৩ সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ২১৪।

৪ সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬।

৫ সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬।

৬ সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪৪।

قوله: "يا معشر قريش" المعشر الجماعة.

قوله: "أو كلمة نحوها" هو بنصب "كلمة" عطف على ما قبله.

قوله: "اشتروا أنفسكم" أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به، والانتهاز عما نهى عنه. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب والأحساب؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب.

قوله: "لا أغني عنكم من الله شيئاً" 1 فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين، ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه، أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} 2 {هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} 3. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: "يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً".

قوله: "يا عباس بن عبد المطلب" بنصب "بن" ويجوز في "عباس" الرفع والنصب. وكذا في قوله: "يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد".

1 في قرّة العيون: هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه. كما قال تعالى: (5: 72) (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار). والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، وبلغهم وأعذر إليهم. فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب

الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به، وسائر شرائع الإسلام وعباداته.

2 سورة الزمر آية: 3.

3 سورة يونس آية: 18.

তাঁর কথা: "হে কুরাইশ জাতি"; 'মা'শার' অর্থ দল বা গোষ্ঠী।

তাঁর কথা: "অথবা অনুরূপ একটি শব্দ"; এটি 'কালিমা' শব্দটিকে নসব (জবর) অবস্থায় পড়ার মাধ্যমে পূর্ববর্তী শব্দের ওপর সংযোজিত হয়েছে।

তাঁর কথা: "তোমরা নিজেদেরকে ক্রয় করে নাও"; অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠতার মাধ্যমে যার কোনো শরীক নেই, আর তাঁর নির্দেশিত বিষয়ের আনুগত্য এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। কারণ এটিই আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি দান করে, বংশীয় মর্যাদা বা আভিজাত্যের ওপর নির্ভর করা নয়; কেননা পালনকর্তাদের পালনকর্তার নিকটে তা কোনো উপকারে আসবে না।

তাঁর কথা: "আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না"; এতে তাদের বিরুদ্ধে দলিল রয়েছে যারা নবী এবং সৎকর্মশীলদের ওপর নির্ভর করে এবং তাঁদের নিকট প্রার্থনা করে যেন তাঁরা তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের উপকার করেন অথবা তাদের থেকে বিপদ দূর করেন। নিশ্চয়ই এটিই সেই শিরক যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা থেকে সতর্ক করার জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেছেন: "আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে: আমরা তো তাদের ইবাদত এই জন্যই করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর অতি নিকটবর্তী করে দেবে।" "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" আল্লাহ তা বাতিল করে দিয়েছেন এবং নিজেকে এই শিরক থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। ইনশাআল্লাহ সামনে এ বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচিত হবে। সহীহ বুখারীতে এসেছে: "হে বনী আবদে মানাফ, আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না।"

তাঁর কথা: "হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব"; এখানে 'বিন' শব্দটি নসব (জবর) অবস্থায় থাকবে এবং 'আব্বাস' শব্দটিতে রফ (পেশ) ও নসব (জবর) উভয়ই বৈধ। অনুরূপভাবে তাঁর এই বাণীতেও: "হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ, এবং হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা।"

১. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার মর্মার্থ এটাই যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতে নিজের হিকমত এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর ইলম অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা-ই পরিচালনা করেন। বান্দা ততটুকুই জানে যতটুকু আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন। আর একমাত্র তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠতা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া কেউ তাঁর আযাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" (৫: ৭২)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে নিকটাত্মীয়দের বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোনো উপকার করতে পারবেন না। তিনি তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কুরাইশের বিভিন্ন শাখা এবং আরবের গোত্রগুলোকে তাদের বিভিন্ন জমায়েতে সতর্ক করেছেন। তিনি তাঁর চাচা, ফুফু এবং কন্যাকেও সতর্ক করেছেন যারা তাঁর সবচেয়ে নিকটতম মানুষ ছিলেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তারা তাঁর প্রতি ঈমান না আনে এবং তিনি যে তাওহীদ ও শিরক বর্জনের শিক্ষা এবং ইসলামের অন্যান্য বিধান ও ইবাদত নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ না করে, তবে তিনি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোনোই উপকার করতে পারবেন না।

২. সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩।

৩. সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮।

(ص: 191)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "سليني من مالي ما شئت". 1 بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح.

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد، والإخلاص له بها شرعه ورضيه لعبادة أن يتقربوا إليه به، فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر.

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرجبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً فضلاً عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء {إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ} 2 أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيتين 3.

الثانية: قصة أحد.

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها: التثليل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} 4.

السابعة: قوله: {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} 5 فتأب عليهم فأمنوا.

الثامنة: القنوت في النوازل.

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسما آبائهم.

العاشرة: لعن المعين في القنوت.

الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} 6.

الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نُسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئاً حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين.

1 في قرّة العيون: لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث، ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحييه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: "الاستغفرن لك ما لم أنه عنك"، فأنزل الله تعالى: (9: 113) (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك؛ لأنه لم يبرأ من ملة أبيه، فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعته أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، كما قال تعالى: (6: 51) (وأنذر به الذين يخافون

أَن يَحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلَا شَفِيعَ) . والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.

2 سورة الأعراف آية: 30.

3 يعني قوله تعالى: (لا يستطيعون لهم نصرا) وقوله: (ما يملكون من قطمير) ؛ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يغني عن قرابته شيئا. فغيره أولى ان يعجز عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره.

4 سورة آل عمران آية: 128.

5 سورة آل عمران آية: 128.

6 سورة الشعراء آية: 214.

তাঁর উক্তি: "আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চাও"। ১ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর আযাব থেকে ঈমান ও নেক আমল ছাড়া আর কিছুই মুক্তি দেয় না। এবং এতে এই শিক্ষা রয়েছে যে: দুনিয়াবী বিষয়সমূহের মধ্যে কেবল সেই জিনিসই কোনো বান্দার কাছে চাওয়া জায়েয যা করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু রহমত, মাগফিরাত, জান্নাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং এজাতীয় সবকিছু যার ওপর আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও ক্ষমতা নেই, তা কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা জায়েয। কারণ আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা কেবল তাওহীদকে একনিষ্ঠ করা এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা শরীয়তসম্মত করেছেন ও যাতে সম্ভূষ্ট হয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং যদি ঈমান ও আমল ছাড়া তাঁর কন্যা, তাঁর চাচা, তাঁর ফুফু বা তাঁর নিকটাত্মীয়দের কোনো উপকার না হয়, তবে অন্যদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য। আর তাঁর চাচা আবু তালিবের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

অতএব বর্তমানে অনেক মানুষের অবস্থার দিকে তাকান, যারা মৃতদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আশা ও ভয় নিয়ে তাদের দিকে অভিমুখী হয়, অথচ তারা নিজেরাও অক্ষম, তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়, অন্যদের কথা তো দূরে থাক। এতে আপনার কাছে স্পষ্ট হবে যে তারা কোনো সঠিক ভিত্তির ওপর নেই। {নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা ধারণা করে যে তারা সঠিক পথে আছে} ২ শয়তান তাদের কাছে শিরককে নেককার লোকদের প্রতি ভালোবাসার আবরণে

প্রকাশ করেছে, অথচ দুনিয়াতে এবং কিয়ামতের দিন সাক্ষীগণ যখন দণ্ডায়মান হবে তখন প্রত্যেক নেককার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এই শিরক থেকে দায়মুক্ত হবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নেককারদের প্রতি ভালোবাসা কেবল অর্জিত হয়...

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আয়াত দুটির ব্যাখ্যা ৩।

দ্বিতীয়: উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

তৃতীয়: মুরসালিনদের সর্দার (রাসূলুল্লাহ)-এর কুনুত পড়া এবং তাঁর পেছনে আউলিয়াদের সর্দারদের সালাতে আমীন বলা।

চতুর্থ: যাদের বিরুদ্ধে দুআ (বদদুআ) করা হয়েছে তারা কাফির।

পঞ্চম: তারা এমন কিছু কাজ করেছে যা অধিকাংশ কাফির করেনি, যার মধ্যে রয়েছে তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করা এবং তাঁকে হত্যার জন্য লোলুপ হওয়া। আরও রয়েছে নিহতদের লাশ বিকৃত করা, যদিও তারা তাদেরই চাচাতো ভাই ছিল।

ষষ্ঠ: এ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর ওপর নাযিল করেছেন: {আপনার কোনো বিষয়ে কোনো হাত নেই} ৪।

সপ্তম: আল্লাহর বাণী: {অথবা তিনি তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দেবেন} ৫।

অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তারা ঈমান এনেছেন।

অষ্টম: বিপদাপদের সময় কুনুত (নাযেলা) পড়া।

নবম: সালাতে যাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করা হচ্ছে তাদের নাম ও তাদের পিতার নাম উল্লেখ করা।

দশম: কুনুতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া।

একাদশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাহিনী যখন তাঁর ওপর নাযিল হলো: {এবং আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন} ৬।

দ্বাদশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, যা করতে গিয়ে তাঁকে পাগলামির অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে কোনো মুসলিম এমনটা করলে তাকেও তাই বলা হতো।

ত্রয়োদশ: দূর ও নিকটের সবাইকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এই উক্তি: "আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারব না", এমনকি তিনি এও বলেছেন: "হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারব না"। সুতরাং যখন

মুরসালিনদের সর্দার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তিনি বিশ্বজগতের নারীকুল শিরোমণির কোনো উপকার করতে পারবেন না, এবং মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল সত্যই বলেন, অতঃপর সে যখন বর্তমানের বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের অন্তরের অবস্থার দিকে তাকায়, তখন তার কাছে তাওহীদ এবং এই দ্বীনের নিঃসঙ্গতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: কারণ এটিই সেই বিষয় যার ওপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতা ছিল, আর যে বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন তার ওপর এই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী অন্য কারোর কোনো ক্ষমতা নেই। যখন আবু তালিব মারা যাচ্ছিল, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত ও রক্ষা করত কিন্তু আল্লাহর সাথে শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেনি, তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়"। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন (৯: ১১৩): (নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, যখন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামী)। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে আবু তালিব জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য না দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করা তাকে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি, আর শিরক থেকে বিমুক্ত না হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের ওপর আছেন বলে স্বীকার করাও কোনো কাজে আসেনি; কারণ সে তার পিতার ধর্ম ত্যাগ করেনি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া, চাই তা শাফাআত প্রার্থনা হোক বা অন্য কিছু, তা আল্লাহর সাথে শিরক হিসেবে গণ্য হবে যা দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। আর শাফাআত কেবল একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থীদের জন্যই হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন (৬: ৫১): (এবং আপনি এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করুন যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সুপারিশকারী নেই)। এই অর্থে অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে, আল্লাহই ভালো জানেন। ইনশাআল্লাহ শাফাআত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আসবে।

২ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩০।

৩ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণী: (তারা তাদের কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হবে না) এবং তাঁর বাণী: (তারা খেজুরের আঁটির তুচ্ছ আবরণেরও মালিক নয়); কারণ যদি আদম সন্তানের সর্দার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটাত্মীয়দের কোনো উপকার করতে না পারেন, তবে অন্য কেউ তার নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে অক্ষম হওয়া তো আরও বেশি নিশ্চিত।

৪ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৫ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১২৮।

৬ সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ২১৪।

(ص: 192)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بموافقتهم في الدين، ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله، وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} 1.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق: "ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} . ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد

الوفاء لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال:
{وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ}

1 سورة المائدة آية: 116-117.

দীনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ এবং রব্বুল আলামীনের আনুগত্যে তাদের অনুসরণের মাধ্যমে; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নয়— যাদেরকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসা হয় যা আল্লাহর সাথে শিরক, গায়রুল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি শত্রুতা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ রূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন, আপনি পবিত্র! যা বলার অধিকার আমার নেই, এমন কথা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার সত্তায় যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো। আর আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে ওফাত দান করলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী এবং আপনি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।} ১।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ ইতিপূর্বে বর্ণিত আলোচনার পর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: ‘অতঃপর তিনি (ঈসা) তাকে যে আদেশ করা হয়েছিল তার বাইরে অন্য কিছু বলার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন, আর তা হলো বিশুদ্ধ তাওহীদ। তিনি বলেছেন: {আমি তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো।} এরপর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের ওপর তাঁর সাক্ষ্য দান ছিল তাদের মধ্যে তাঁর অবস্থানের সময়কাল পর্যন্ত। আর ওফাতের পর তাদের ওপর তাঁর কোনো পর্যবেক্ষণ নেই এবং ওফাতের পর তাদের বিষয়ে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা একক। তাই তিনি বলেছেন: {আর আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম...

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ { وصف الله سبحانه
بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم " اهـ.

قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو
دينهم الذي اتفقوا عليه، ودعوا الناس إليه، وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال
لن دان بدينهم، وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد
تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه، واتبع فيه رسله عليهم السلام، ونزه به
ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية، وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟
والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم
أن يتبرءوا من كل مشرك ويكفروا به، ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم {قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} 1.

1 سورة الأنعام آية: 149.

{অতঃপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো তাদের ওপর পর্যবেক্ষক
ছিলেন; আর আপনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী} আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এভাবে গুণান্বিত করা
হয়েছে যে, তাঁর সাক্ষ্য সকল সাক্ষ্যের উর্ধ্বে এবং তা সর্বাধিক ব্যাপক।" সমাপ্ত।

আমি বলছি: এতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, মুশরিকরা আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)
সংক্রান্ত সেই নির্দেশনার বিরোধিতা করেছিল যা তিনি তাঁর রাসূলদের দিয়েছিলেন; যা ছিল

তাদের সেই দ্বীন যে ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং যার দিকে তাঁরা মানুষকে আহ্বান করেছিলেন, আর মুমিনগণ ব্যতীত অন্যদের সাথে তাঁরা এ বিষয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের দ্বীন গ্রহণ করেছে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশিত বিষয়ে আনুগত্য করেছে, তার সম্পর্কে কীভাবে বলা যায় যে: সে এই তাওহীদের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদাহানি করেছে—যে তাওহীদের মাধ্যমে সে তার রবের আনুগত্য করেছে, এ বিষয়ে তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) অনুসরণ করেছে এবং এর মাধ্যমে তার রবকে শিরক থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছে, যা মূলত রুবুবিয়াতকে (কর্তৃত্ব) ক্ষুণ্ণ করা, ইলাহিয়াতকে (উপাস্যত্ব) অবমাননা করা এবং রব্বুল আলামীনের প্রতি কুধারণা পোষণ করার নামান্তর?

আর মুশরিকরাই হলো দুনিয়া ও আখিরাতে রাসূলগণের শত্রু ও প্রতিপক্ষ; অথচ আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের জন্য বিধান করেছেন যেন তারা প্রত্যেক মুশরিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে অস্বীকার করে এবং তাদের রবের ও মাবুদের খাতিরে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ও শত্রুতা রাখে। {বলুন: ‘পরিপূর্ণ দলিল আল্লাহরই; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই হিদায়াত দিতেন’} ১।

১ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৪৯।

(ص: 194)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 1

قوله: باب "قول الله تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 2"3.

قوله: {حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} 4 أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم.

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائكة. قالوا: وإنما فزع

1 سورة سبأ آية: 23.

2 سورة سبأ آية: 23.

3 في قرّة العيون: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمر أربعة: (الأول) أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده.

(الثاني) قوله: (وما لهم فيهما من شرك) أي في السموات والأرض، أي وما لهم فيهما من شرك مثقال ذرة من السموات والأرض. (الثالث) قوله: (وما لهم منهم من ظهير والظهير: المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم، وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم.

(الرابع) قوله: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعاً من دونه حرم شفاعته الشفعاء، قال تعالى: (10: 18) (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) ؛ لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم: (سبحانه وتعالى عما يشركون) . والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى: (74: 48) (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وقال: (6: 94) (ولقد جئتنا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون) ، وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لها يؤمله منه

وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي
ينافي الإخلاص.

4 سورة سبأ آية: 23.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {যতক্ষণ না তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হবে, তারা বলবে, 'তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন?' তারা বলবে, 'সত্য বলেছেন, আর তিনিই সমুন্নত, সুমহান।'} 1

তাঁর বাণী: পরিচ্ছেদ "মহান আল্লাহর বাণী: {যতক্ষণ না তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হবে, তারা বলবে, 'তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন?' তারা বলবে, 'সত্য বলেছেন, আর তিনিই সমুন্নত, সুমহান।'} 2"3।

তাঁর বাণী: {যতক্ষণ না তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হবে} 4 অর্থাৎ তা থেকে ভীতি অপসারিত হবে। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, শাবী, হাসান এবং অন্যান্যগণ এটি বলেছেন।

ইবনে জারীর বলেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: যাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হয় তারা হলেন ফেরেশতাগণ। তারা বলেছেন: মূলত ভীতি দূর করা হয়...

১. সূরা সাবা আয়াত: ২৩।

২. সূরা সাবা আয়াত: ২৩।

৩. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এই আয়াতগুলো চারটি বিষয়ের মাধ্যমে শিরকের মূল কর্তন করে: (প্রথমত) তারা আল্লাহর সাথে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়; আর যে আসমানসমূহ ও জমিনে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়, সে কোনো উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। সুতরাং মহান আল্লাহ একাই তাদের মালিক, তাদের পরিচালক এবং তাদের মধ্যে কার্যকর। (দ্বিতীয়ত) তাঁর বাণী: (আর তাদের এ দুটিতে কোনো অংশীদারিত্ব নেই) অর্থাৎ আসমান ও জমিনে; অর্থাৎ আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ কোনো বিষয়েও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। (তৃতীয়ত) তাঁর বাণী: (আর তাদের মধ্য হতে তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই) আর 'জহীর' অর্থ সাহায্যকারী। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই, বরং তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের

ছোট-বড় সকল বিষয়ে তাদের রবের মুখাপেক্ষিতার কারণে তিনিই তাদের কল্যাণকর বিষয়ে সাহায্য করেন। (চতুর্থত) তাঁর বাণী: (আর তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না) সুতরাং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকট সুপারিশ করবে না। মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করবে, সে সুপারিশকারীদের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন: (১০: ১৮) (তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছু ইবাদত করে যা তাদের অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরিক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে); কারণ সুপারিশকারী গ্রহণ করা শিরক, যেহেতু মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন: (তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরিক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে)। আর মুশরিকের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা অসম্ভব, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (৭৪: ৪৮) (সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না) এবং তিনি বলেছেন: (৬: ৯৪) (আর তোমরা আমার নিকট একাকী এসেছ যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি তোমাদের যা দান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিঠের পেছনে ছেড়ে এসেছ। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে তারা তোমাদের মাঝে অংশীদার। অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে)। এর কারণ হলো, সুপারিশকারী গ্রহণকারী ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রতি লালায়িত হবে, তাকে ডাকবে, তার কাছে আশা করবে, তাকে ভয় পাবে এবং তার কাজিত বিষয়ের জন্য তাকে ভালোবাসবে; আর এগুলো হলো ইবাদতের প্রকারভেদ যার কোনো কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যাবে না। আর এটাই হলো সেই শিরক যা ইখলাসের পরিপন্থী।

৪. সূরা সাবা আয়াত: ২৩।

عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي 1.
وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم شفعاء كما
تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا؛ يعني منقادون، حتى إذا فزع عن
قلوبهم. والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره.
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مزية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار.
وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله:
{حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} 2 إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره
الله به سمعت كَجَرٍّ سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة.
قال: وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تتسق هذه الآية على الأولى،
ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: "الذين زعمتم" لم تتصل
له هذه الآية بما قبلها 3.

قوله: "قالوا ماذا قال ربكم" ولم يقولوا ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام الله مخلوقاً
لقالوا: ماذا خلق؟ انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
ومثله الحديث: "ماذا قال ربنا يا جبريل؟". وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير.
قوله: {قَالُوا الْحَقُّ} أي قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم إذا
أفادوا أخذوا يسألون، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق.
قوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 4 علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من
جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لها قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: "بأنه
على عرشه

1 ذكره عن ابن مسعود من عدة طرق، وساق بسنده حديث أبي هريرة الذي رواه
البخاري الآتي بعد صفحة. وقد قال البخاري في تفسير سورة الحجر عن علي بن
عبد الله. قلت لسفيان: إن إنساناً روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة

أنه قرأ "فرغ" بضم الفاء والراء المثقلة المبهلة وبالغين المعجمة فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو، ويعني ابن دينار. فلا أدري سببه هكذا أم لا؟ قال الحافظ: وهذه القراءة رويت عن الحسن وقتادة ومجاهد، والقراءة المشهورة بالزين والعين المبهلة. وقراها ابن عامر مبنياً للفاعل. ومعناه بالزاي والعين المبهلة: أدهش الفرع عنهم. ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها.

2 سورة سبأ آية: 23.

3 قال أبو حيان: ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها.

4 سورة سبأ آية: 23.

ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার সময় তাদের অন্তরে যে আচ্ছন্নতা আপতিত হয় তা থেকে।

ইবনে আতিয়্যাহ বলেন: এই বক্তব্যের মধ্যে কিছু উহ্য বিষয় রয়েছে যা বাহ্যিক অর্থ দ্বারা নির্দেশিত। যেন তিনি বলছেন: তোমরা যেমন দাবি করো তারা তেমন সুপারিশকারী নয়, বরং তারা আল্লাহর চিরকালীন অনুগত দাস; অর্থাৎ তারা আজ্ঞাবহ, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হয়। ইবনে জারীর ও অন্যান্যদের পছন্দনীয় মত অনুযায়ী এখানে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেন: এটিই ঙ্গব সত্য যাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিস ও আছারসমূহ বিশুদ্ধ।

আবু হাইয়্যান বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ একথারই প্রমাণ দেয় যে, তাঁর বাণী: "এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করা হয়" এর দ্বারা ফেরেশতাদেরই বোঝানো হয়েছে। যখন তারা জিবরাঈলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ওহী শুনতে পায়, তখন তারা তা মসৃণ পাথরের উপর লোহার শিকল টেনে নেওয়ার আওয়াজের মতো শুনতে পায়। ফলে তারা আল্লাহর মহিমা ও মর্যাদার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন: আয়াতের শুরুতে ফেরেশতাদের আলোচনার এই অর্থের মাধ্যমেই এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি এটা অনুভব করতে পারবে না যে, "যাদেরকে তোমরা মনে করতে" কথাটির শুরু থেকেই ফেরেশতাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার কাছে এই আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হবে না।

তাঁর বাণী: "তারা বলল, তোমাদের রব কী বলেছেন?" তারা কিন্তু বলেনি যে, "আমাদের রব কী সৃষ্টি করেছেন?" যদি আল্লাহর কালাম সৃষ্ট হতো, তবে তারা অবশ্যই বলত: "তিনি কী সৃষ্টি করেছেন?"। — শারহ সুনানে ইবনে মাজাহ থেকে সমাপ্ত।

অনুরূপ হাদিস হলো: "হে জিবরাঈল, আমাদের রব কী বলেছেন?"। কুরআন ও সুন্নাহতে এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

তাঁর বাণী: "তারা বলল, সত্য"। অর্থাৎ আল্লাহ সত্য বলেছেন। এর কারণ হলো, তারা যখন আল্লাহর কালাম শোনে তখন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, এরপর যখন তারা সজাগ হয় তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে: "তোমাদের রব কী বলেছেন?" তখন তারা উত্তর দেয়: "তিনি সত্য বলেছেন।"

তাঁর বাণী: "আর তিনি সুউচ্চ, মহান"। এর দ্বারা মর্যাদার উচ্চতা, আধিপত্যের উচ্চতা এবং সম্ভাগত উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। সকল দিক থেকেই তাঁর জন্য পূর্ণাঙ্গ উচ্চতা সাব্যস্ত, যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছিলেন যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আমরা আমাদের রবকে কীসের দ্বারা চিনব?" তিনি উত্তর দিলেন: "এভাবে যে, তিনি তাঁর আরশের উপর উঠেছেন..."

১. এটি ইবনে মাসউদ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবনে মাসউদের সূত্রে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যা পরবর্তী পৃষ্ঠায় বুখারী থেকে আসবে। ইমাম বুখারী সূরা আল-হিজরের তাফসীরে আলী ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আমি সুফিয়ানকে বললাম: এক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমার থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি فءا এবং রা-এর উপরে পেশ দিয়ে এবং গাইন দিয়ে 'ফুরিগা' পড়েছেন। তখন সুফিয়ান বললেন: আমার ইবনে দীনার এভাবেই পড়েছেন। তবে আমি জানি না তিনি এটি এভাবেই শুনেছেন কি না। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: এই কিরাত হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ কিরাত হলো ঝা এবং আইন দিয়ে। আর ইবনে আমির উভয় শব্দকে কর্তৃবাচ্য হিসেবে পড়েছেন। ঝা এবং আইন দিয়ে পড়ার অর্থ হলো: তাদের অন্তর থেকে আতঙ্ক দূরীভূত হয়েছে। আর রা এবং গাইন দিয়ে পড়ার অর্থ হলো: তাদের অন্তরে যা ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

২. সূরা সাবা, আয়াত: ২৩।

৩. আবু হাইয়ান বলেন: এই কারণেই মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

(ص: 196)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بأن من خلقه "تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 1
{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 2 في سبعة مواضع من القرآن.
قوله: {الْكَبِيرُ} أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى.
قوله: "في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
" إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة
على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا:
الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق
بعض. " وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى
من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن،
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة
كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ كذا وكذا. فيصدق بتلك الكلمة
التي سمعت من السماء." 3
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم
قوله: "في الصحيح" أي صحيح البخاري 4.
قوله: "إذا قضى الله الأمر في السماء" أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل
بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن
جرير عن ابن مسعود: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر
السلسلة على الصفوان" 5.

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: "لما أوحى الجبار إلى محمد صلي الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي. فلما كشف عن قلوبهم سألوها عما قال الله. فقالوا: الحق. وعلّموا أن الله لا يقول إلا حقاً" 6.

قوله: "ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله" أي لقول الله تعالى. قال الحافظ:

1 سورة طه آية: 5.

2 سورة الفرقان آية: 59.

3 البخاري (4800) في تفسير سورة سبأ باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم) (4701) في التفسير: سورة الحجر: باب (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) .

4 رواه في تفسير قوله: (إلا من استرق السمع) من سورة الحجر، وفي تفسير سورة سبأ وغيره هذين الموضعين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة. ورواه مسلم وأبو داود نحو هذا.

5 أخرجه البخاري معلقاً بنحوه في كتاب التوحيد (13 / 452 ، 453) . ووصله أبو داود (4738) في السنة: باب في القرآن. وابن خزيمة في التوحيد (ص 145) . والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 201) . وغيرهم بإسناد صحيح وقد اختلف فيه على وقفه ورفع كما في الفتح (13 / 456) .

6 البخاري (2210) : كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة.

"তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক" - এটি তিনি কুরআনের এই বাণীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন: {পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন} ১ {পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন} ২ যা কুরআনের সাতটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর বাণী: {সুমহান} অর্থাৎ যাঁর চেয়ে বড় এবং যাঁর চেয়ে মহান আর কেউ নেই, তিনি বরকতময় ও সুউচ্চ।

তাঁর কথা: "সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন আল্লাহ আকাশে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর বাণীর প্রতি বিনয়বশত ডানা ঝাপটায়, যা মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে শিকল টানার আওয়াজের মতো তাদের কানে প্রবেশ করে। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয়, তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে: 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' তারা বলে: 'সত্য বলেছেন এবং তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।' তখন চুপিচুপি শ্রবণকারীরা (শয়তানরা) তা শুনে নেয়—আর চুপিচুপি শ্রবণকারীরা একে অপরের ওপর এভাবে অবস্থান করে। - সুফিয়ান তাঁর হাতের তালু দিয়ে এটি বর্ণনা করলেন এবং তা কাত করলেন এবং তাঁর আঙুলগুলো ফাঁকা করে দেখালেন - এরপর সে একটি কথা শুনে তার নিচের জনকে পৌঁছে দেয়, তারপর দ্বিতীয়জন তার নিচের জনকে পৌঁছে দেয়, এভাবে শেষ পর্যন্ত জাদুকর বা গণকের মুখে তা পৌঁছে যায়। কখনও কথা পৌঁছানোর আগেই অগ্নিশিখা তাকে ধরে ফেলে, আবার কখনও তা পৌঁছানোর পর তাকে ধরে ফেলে। সে এর সাথে একশটি মিথ্যা মিশ্রিত করে। তখন বলা হয়: 'অমুক দিন কি তিনি আমাদের এমন এমন বলেননি?' ফলে আকাশ থেকে শোনা সেই সত্য কথাটির কারণে তাকে সত্যবাদী মনে করা হয়।" ৩

ফেরেশতারা তাঁর বাণীর প্রতি বিনয়বশত ডানা ঝাপটায়, যেন তা মসৃণ পাথরের ওপর শিকল টানার আওয়াজ, যা তাদের কানে প্রবেশ করে

তাঁর কথা: "সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ সহীহ বুখারীতে ৪।

তাঁর কথা: "যখন আল্লাহ আকাশে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন" অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জিবরাঈলের প্রতি ওহী করার জন্য সেই বিষয়ে কথা বলেন, যা পরবর্তী হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটি সাঈদ ইবনে মানসুর, আবু দাউদ এবং ইবনে জারীর ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন: "যখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন, তখন আসমানবাসীরা মসৃণ পাথরের ওপর শিকল টানার মতো ঝনঝন শব্দ শুনতে পায়" ৫।

ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে মারদুওয়াইহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন মহাপরাক্রমশালী (আল্লাহ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তখন তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন বার্তাবাহককে ডাকেন তাকে ওহী দিয়ে পাঠানোর জন্য। তখন ফেরেশতারা মহাপরাক্রমশালী (আল্লাহর) ওহী পাঠকালীন কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয়, তখন তারা জিজ্ঞেস করে

আল্লাহ কী বলেছেন? তারা বলে: সত্য বলেছেন। তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না" ৬।

তাঁর কথা: "ফেরেশতারা তাঁর বাণীর প্রতি বিনয়বশত ডানা ঝাপটায়" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণীর প্রতি। হাফেজ বলেন:

১ সূরা ত্বহা আয়াত: ৫।

২ সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ৫৯।

৩ বুখারী (৪৮০০), সূরা সাবার তাফসীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: (যতক্ষণ না তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়); (৪৭০১), তাফসীর অধ্যায়: সূরা আল-হিজর: পরিচ্ছেদ: (তবে কেউ চুরি করে শুনলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে)।

৪ এটি সূরা হিজরের আয়াত (তবে কেউ চুরি করে শুনলে) এবং সূরা সাবার তাফসীরসহ এই দুই স্থানে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কাছে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইকরামা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও আবু দাউদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫ বুখারী এটি তাওহীদ অধ্যায়ে (১৩/ ৪৫২, ৪৫৩) তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (৪৭৩৮) সুন্নাহ অধ্যায়: কুরআন পরিচ্ছেদে, ইবনে খুযায়মা আত-তাওহীদ গ্রন্থে (পৃ. ১৪৫), বায়হাকী আল-আসমা ওয়া আস-সিফাত গ্রন্থে (পৃ. ২০১) এবং অন্যান্যরা সহীহ সনদে এটি মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি মাওকুফ নাকি মারফু সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যেমনটি ফাতহুল বারীতে (১৩/ ৪৫৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

৬ বুখারী (২২১০): সৃষ্টিতত্ত্বের সূচনা অধ্যায়: ফেরেশতাদের আলোচনা পরিচ্ছেদ।

(ص: 197)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

خضعاناً بفتحيتين من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه. وهو مصدر
بمعنى خاضعين.

قوله: "كأنه سلسلة على صفوان" أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس.

ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع- ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقاها إلى من تحته.

قوله: "ينفذهم ذلك" هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة "ذلك" أي القول، والضير في "ينفذهم" للبلائية، أي ينفذ ذلك القول للبلائية أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: " فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا ". وعند أبي داود وغيره مرفوعاً " إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل " الحديث.

قوله: { حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } 1 تقدم معناه.

قوله: { قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ } 2 أي قالوا: قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق.

قوله: "فيسمعها مسترق السمع" أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاً.

وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً: " إن البلائية تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قُضِيَ في السماء، فتسترق الشياطين السمع؛ فتوحيه إلى الكهان " 3.

قوله: "ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه" أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض.

وسفيان: هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وله إحدى وتسعون سنة.

ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يُدركه، فيكذب معها مائة كذبة. فقال: قوله: "فحرّفها" بحاء مهمله وراء مشددة وفاء. قوله: "وبدّد" أي فرق بين أصابعه.

1 سورة سبأ آية: 23.

2 سورة سبأ آية: 23.

3 صحيح: أبو داود (4738): كتاب السنة: باب في القرآن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وراجع رقم [145].

'খুদআন' শব্দটি দুই জবর দিয়ে, যা 'খুদু' (বিনয়) থেকে উদ্ভূত। এক বর্ণনায় একে প্রথম বর্ণ পেশ এবং দ্বিতীয় বর্ণ জজম সহকারে পড়া হয়েছে। এটি একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) যা 'অনুগত থাকা অবস্থায়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁর বাণী: "যেন তা একটি পাথরের ওপর লোহার শিকল," অর্থাৎ শ্রুত আওয়াজটি যেন একটি মসৃণ পাথরের ওপর লোহার শিকল পড়ার শব্দের মতো। 'সাফওয়ান' বলতে মসৃণ পাথর বোঝায়।

তা চলতে থাকে, পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয়, তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে: "তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন?" তারা উত্তর দেয়: "সত্য বলেছেন এবং তিনিই সুউচ্চ, মহান।" তখন কান পেতে শ্রবণকারী (শয়তানরা) তা শুনতে পায়। কান পেতে শ্রবণকারীরা এভাবে একে অপরের ওপর অবস্থান করে—সুফিয়ান তাঁর হাতের তালু দিয়ে এর বর্ণনা দিয়েছেন; তিনি হাতটি বাঁকিয়েছেন এবং আঙুলগুলো ফাঁক করেছেন—অতঃপর সে কথাটি শুনে তার নিচের জনের কাছে পৌঁছে দেয়।

তাঁর বাণী: "সেটি তাদের মধ্যে কার্যকর হয়," এটি ইয়া-তে জবর, নূন-এ জজম এবং ফা ও যাল বর্ণে পেশ সহকারে গঠিত। "সেটি" দ্বারা কথা বা বাণী বোঝানো হয়েছে এবং "তাদের মধ্যে" সর্বনামটি ফেরেশতাদের নির্দেশ করছে। অর্থাৎ সেই কথাটি ফেরেশতাদের মাঝে পৌঁছে যায় এবং তাদের ওপর এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে তারা ভীত হয়ে পড়ে। ইবনে মারদুওয়াহর বর্ণনায় ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে: "কোনো আকাশের অধিবাসীদের ওপর তা (বাণী) অবতীর্ণ হলেই তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।" আবু দাউদ ও অন্যদের বর্ণনায় মারফু সূত্রে

রয়েছে: "আল্লাহ যখন ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন, তখন নিকটবর্তী আকাশের অধিবাসীরা পাথরের ওপর লোহার শিকল টানার মতো ঝনঝন শব্দ শুনতে পায়, ফলে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তারা এভাবেই অবস্থান করতে থাকে যতক্ষণ না জিবরীল তাদের কাছে আসেন।"

(হাদীস)।

তাঁর বাণী: {পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয়} ১ এর অর্থ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর বাণী: {তারা বলে: তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়: সত্য} ২ অর্থাৎ তারা বলে: আল্লাহ সত্য বলেছেন; তারা জানে যে আল্লাহ সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না।

তাঁর বাণী: "কান পেতে শ্রবণকারী তা শুনতে পায়," অর্থাৎ আল্লাহ যে কথাটি ফয়সালা করেছেন তা সে শুনতে পায়। তারা হলো শয়তান, যারা একে অপরের ওপর চড়ে থাকে।

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "নিশ্চয়ই ফেরেশতারা 'আনান' বা মেঘমালায় নেমে আসেন এবং আকাশে ফয়সালাকৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তখন শয়তানরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং গণকদের কাছে তা পৌঁছে দেয়।" ৩।

তাঁর বাণী: "আর কান পেতে শ্রবণকারীরা এভাবে—সুফিয়ান তাঁর হাতের তালু দিয়ে এর বর্ণনা দিয়েছেন," অর্থাৎ তিনি একে অপরের ওপর চড়ে থাকার অবস্থাটি বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান হলেন: ইবনে উয়াইনাহ আবু মুহাম্মদ আল-হিলালী আল-কুফী, পরবর্তীতে মক্কী।

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, হাফেজ, ফকীহ, ইমাম এবং দলীলযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৮ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর একজন অন্যজনের কাছে, এভাবে নিচের জনের কাছে কথাটি পৌঁছে দেয়, পরিশেষে তা জাদুকর বা গণকের মুখে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। কখনো কখনো কথাটি পৌঁছানোর আগেই আগুনের ফুলকি তাকে আক্রমণ করে, আবার কখনো কখনো আক্রমণের পূর্বেই সে তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয় এবং তার সাথে শতটি মিথ্যা যুক্ত করে দেয়। তিনি বলেন:

তাঁর বাণী: "হাররাফাহা" শব্দটি বিন্দুহীন হা, তাশদীদযুক্ত রা এবং ফা বর্ণ দ্বারা গঠিত। তাঁর বাণী: "বদ্দাদা" অর্থাৎ তিনি তাঁর আঙুলগুলোর মাঝে ফাঁক করেছেন।

১ সূরা সাবা, আয়াত: ২৩।

২ সূরা সাবা, আয়াত: ২৩।

৩ সহীহ: আবু দাউদ (৪ ৭৩৮): কিতাবুস সুন্নাহ: ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত কুরআন অধ্যায়। দেখুন নম্বর [১৪৫]।

(ص: 198)فتح المجید شرح کتاب التوحید

قوله: "فيسمع الكلمة فيلقياها إلى من تحته" أي يسمع فوقاني الكلمة فيلقياها إلى آخر تحته، ثم يلقياها إلى من تحته حتى يلقياها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله: "فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقياها" الشهاب: هو النجم الذي يرمى به; أي ربما أدرك الشهاب المسترق، وهذا يدل على أن الرمي بالشهاب قبل المبعث. لما روى أحمد وغيره - والسياق له في المسند من طريق معمر -: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه - قال عبد الرزاق: من الأنصار- قال: فرُمي بنجم عظيم فاستنار، قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول: لعله يولد عظيم أو يموت - قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم - قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن - ربنا تبارك - اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم يستخير أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون; فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون

"12 قال عبد الله: قال أبي: قال عبد الرزاق: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء 3"4.

وعن النّوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، ويخطف الجن ويرمون ". وفي رواية له: " لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون " 5.

قوله: "فيكذب معها مائة كذبة" أي الكاهن أو الساحر.

و"كذبة" بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة.

قوله: "فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ " هكذا في نسخة بخط

1 صحيح: أحمد في المسند (1/ 218) . ورواه مسلم أيضاً في السلام (2229) (124) : باب تحريم الكهنة وإتيان الكهان. والترمذي (3222) في تفسير سورة سبأ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

2 قال الحافظ ابن كثير: وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبد الله، أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار.

3 يعني أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع؛ فيغتر الجاهلون المخرفون بذلك، ويحتجون بهذه البصافة على تصديق كذبه الذي لا يعد، وهو مبني على افتراء الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وسيأتي بيانه في باب الكهان.

4 البخاري: تفسير القرآن (4701) ، والترمذي: تفسير القرآن (3223) ، وابن ماجة: المقدمة (194) .

5 مسلم: السلام (2229) ، والترمذي: تفسير القرآن (3224) ، وأحمد (218/1)

তাঁর উক্তি: "অতঃপর সে (শয়তান) কথাটি শুনতে পায় এবং তার নিচের শয়তানকে তা পৌঁছে দেয়" অর্থাৎ উপরের শয়তান কথাটি শোনে এবং তার নিচের অপর একজনকে তা পৌঁছে দেয়, এরপর সে তার নিচের একজনকে দেয়, এভাবে পর্যায়ক্রমে তা জাদুকর বা গণকের মুখে পৌঁছে দেয়। তাঁর উক্তি: "কখনও কখনও কথাটি পৌঁছে দেওয়ার পূর্বেই উক্কাপিন্ড তাকে ধরে ফেলে।" শিহাব (উক্কাপিন্ড) হলো সেই নক্ষত্র যা দ্বারা নিষ্ক্ষেপ করা হয়; অর্থাৎ সম্ভবত উক্কাপিন্ডটি সেই শ্রবণকারী (শয়তানকে) ধরে ফেলে। এটি প্রমাণ করে যে, নবি হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বেই উক্কাপিন্ড নিষ্ক্ষেপ করার প্রথা বিদ্যমান ছিল। যেহেতু ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন—আর মুসনাদ আহমাদে মা'মারের সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাসৈলী হলো—যুহরি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আলি ইবনুল হুসাইন থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবির সাথে বসে ছিলেন—আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন: তারা আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—তিনি বলেন: তখন একটি বিশাল নক্ষত্র নিষ্ক্ষেপ করা হলো এবং তা আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি (রাসূল) বললেন: জাহেলিয়াত যুগে যখন এমন কিছু হতো তখন তোমরা কী বলতে? তারা বলল: আমরা বলতাম যে, হয়তো কোনো মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি যুহরিকে জিজ্ঞেস করলাম: জাহেলিয়াত যুগেও কি তা নিষ্ক্ষেপ করা হতো? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রেরিত হলেন তখন এটি আরও কঠোর করা হলো। তিনি (রাসূল) বললেন: নিশ্চয়ই এটি কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে নিষ্ক্ষেপ করা হয় না; বরং—আমাদের রব যাঁর নাম বরকতময়—যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাসবিহ পাঠ করেন, এরপর তাদের নিকটবর্তী আসমানবাসীরা তাসবিহ পাঠ করেন, এরপর তাদের নিকটবর্তীরা, এভাবে তাসবিহ পাঠের ধ্বনি এই দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর আরশ বহনকারীদের নিকটবর্তী আসমানবাসীরা আরশ বহনকারীদের কাছে খবর জানতে চান এবং বলেন: আপনাদের রব কী বলেছেন? তখন তারা তাদের সংবাদ দেন। এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীরা একে অপরকে সংবাদ দেন যতক্ষণ না খবরটি এই আসমান পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর জিনেরা সেই কথাটি চুরিকা ক'রে শুনে নেয় এবং তাদের লক্ষ্য করে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। তারা যেভাবে শুনেছে সেভাবে যা নিয়ে আসে তা সত্য, কিন্তু তারা তাতে মিথ্যা মিশ্রিত করে এবং বাড়িয়ে বলে।" আব্দুল্লাহ বলেন: আমার পিতা

বলেছেন: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন: অমুক অমুক দিন কি আমাদের এই এই কথা বলা হয়নি? ফলে আসমান থেকে শোনা সেই কথাটির কারণে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়।

এবং নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বিষয়ে ওহি (নির্দেশ) দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ওহির মাধ্যমে কথা বলেন, আর জিনেরা তা চুরিকা করে শুনে নেয় এবং তাদের দিকে নিশ্কেপ করা হয়।" তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে: "কিন্তু তারা তাতে বৃদ্ধি করে, মিথ্যা মিশিয়ে দেয় এবং কমিয়ে দেয়।"

তাঁর উক্তি: "অতঃপর সে এর সাথে একশটি মিথ্যা যুক্ত করে" অর্থাৎ গণক বা জাদুকর।

এবং 'কাযবাহ' (মিথ্যা) শব্দটি 'কাফ' বর্ণে যবর এবং 'যাল' বর্ণে সুকুন যোগে।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর বলা হয় যে, অমুক অমুক দিন কি সে আমাদের এই এই কথা বলেনি?" এটি পাণ্ডুলিপির একটি কপিতে এভাবেই রয়েছে।

১ সহিহ: মুসনাদ আহমাদ (১/২১৮)। ইমাম মুসলিমও এটি 'আস-সালাম' অধ্যায়ে (২২২৯) (১২৪) বর্ণনা করেছেন: গণকদের হারাম হওয়া এবং তাদের কাছে যাওয়ার নিষিদ্ধতা পরিচ্ছেদ। এবং তিরমিজি (৩২২২) সুরা সাবার তাফসির অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এই হাদিসটি হাসান সহিহ।

২ হাফিজ ইবনে কাসির বলেন: ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে সালিহ ইবনে কায়সান, আওয়াযি, ইউনুস এবং মাকিল ইবনে আব্দুল্লাহ—এই চারজনের সূত্র থেকে হাদিসটি বের করেছেন, তাঁরা সকলেই যুহরি থেকে, তিনি আলি ইবনুল হুসাইন থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি আনসারদের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩ এর অর্থ হলো, গণক, জাদুকর এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা কখনও কখনও বাস্তবতার সাথে মিলে যেতে পারে; ফলে অজ্ঞ ও বিভ্রান্তরা এতে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং এই মিলে যাওয়ার ঘটনাকে তার অগণিত মিথ্যার সত্যতার দলিল হিসেবে পেশ করে। আর এটি আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং গায়েব জানার দাবির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। গণক অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

৪ বুখারি: কুরআনের তাফসির (৪৭০১), তিরমিজি: কুরআনের তাফসির (৩২২৩), ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (১৯৪)।

المصنف، وكالذي في صحيح البخاري سواء.
قال المصنف "وفيه قبول النفوس للباطل; كيف يتعلقون بوحدة ولا يعتبرون بمائة كذبة؟".

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم، قال تعالى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 1.

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلياً إذا شاء بكلام يسعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاً. خلافاً للأشاعرة والجهمية; ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قوله: "وعن النواس بن سبعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة- أو قال رجدة- شديدة رجفة- أو قال: رجدة- شديدة خوفاً من الله عز وجل. فإذا سيع ذلك أهل السماوات صُعقوا وخَرُّوا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلياً مر بسماء سألته ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل " 23.

1 سورة البقرة آية: 42.

2 ضعيف: ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (3/ 537) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة في التوحيد (ص 144) ، وابن أبي عاصم في السنة (515) . وضعفه الألباني في تخريجه للسنة (1/ 227) .

3 في قرّة العيون: قوله "أن يوحى بالأمر" فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: "إذا قضى الله الأمر". قوله: "تكلم بالوحي" فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله. قوله: "أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل، في هذه معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قوله: (فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً) هيبة وتعظيماً لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله: "فيكون أول من يرفع رأسه جبريل"؛ لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله: "فيكلمه الله من وحيه بما أراد" فيه التصريح بأنه تعالى يوحى إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله: "ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سألها ملائكتها". وهذا أيضاً من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. قوله: "ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: (قال الحق وهو العلي الكبير) . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل" وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبتته الله تعالى في كتابه وأثبتته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتتها له رسوله، والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته.

গ্রন্থকার বলেন, "এবং এতে বাতিলের প্রতি নফসের আসক্তির প্রমাণ রয়েছে; কীভাবে তারা একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অথচ একশাটি মিথ্যাকে গ্রাহ্য করে না?"

এবং এতে রয়েছে: কোনো জিনিসের মধ্যে যদি সত্যের কিছু অংশ থাকে, তবে তা নির্দেশ করে না যে তার পুরোটাই সত্য। বিভ্রান্ত লোকেরা প্রায়ই সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে দেয় যাতে তাদের বাতিল বা মিথ্যা বিষয়টি অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।" ১।

এই হাদিসগুলোতে এবং এর পরবর্তী ও এই অর্থবোধক হাদিসসমূহে মহান আল্লাহর তাঁর সৃষ্টির উপরে সুউচ্চ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, যা তাঁর মহিমা ও মহানুভবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ সর্বদা কথা বলেন যখন তিনি চান— এমন কথার মাধ্যমে যা ফেরেশতারা শুনতে পায়। এটিই সালাফ ও খালাফ তথা সকল আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত অভিমত। আশআরিয়া, জাহমিয়া এবং মুতাজিলাদের মতবাদের বিপরীতে। সুতরাং মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকারকারীদের সুসজ্জিত কথার দিকে দ্রষ্টব্য করা থেকে সাবধান থাকো। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। তাঁর উক্তি: "নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যখন মহান আল্লাহ কোনো বিষয়ের ওহি নাজিল করতে চান, তখন তিনি ওহির মাধ্যমে কথা বলেন। তখন আল্লাহর ভয়ে আসমানগুলো তীব্রভাবে কেঁপে ওঠে—বা তিনি বলেছেন—তীব্র কম্পন সৃষ্টি হয়। যখন আসমানবাসী তা শুনতে পায়, তখন তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এরপর জিবরাঈল সর্বপ্রথম তাঁর মাথা তোলেন। আল্লাহ তাঁর ওহির মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তাঁর সাথে কথা বলেন। অতঃপর জিবরাঈল ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। যখনই তিনি কোনো আসমান অতিক্রম করেন, সেই আসমানের ফেরেশতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে: হে জিবরাঈল! আমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তখন জিবরাঈল বলেন: তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সমুন্নত, মহান। তখন তারা সবাই জিবরাঈলের কথার ন্যায় কথা বলে। অতঃপর জিবরাঈল ওহি নিয়ে সেখানে পৌঁছেন যেখানে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।'" ২৩।

১ সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪২।

২ দুর্বল: ইবনে আবি হাতিম যেমনটি ইবনে কাসীরের তাফসীরে (৩/৫৩৭) বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও ইবনে খুযাইমা 'আত-তাওহীদ' (পৃ. ১৪৪) এবং ইবনে আবি আসিম 'আস-সুন্নাহ'

(৫১৫) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী আস-সুন্নাহর তাহকীকে (১/২২৭) একে দুর্বল বলেছেন।

৩ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: তাঁর উক্তি "কোনো বিষয়ের ওহি করতে চান"—এতে পূর্ববর্তী হাদিসের "যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন" উক্তির অর্থের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁর উক্তি "ওহির মাধ্যমে কথা বলেন"—এতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি ওহির মাধ্যমে কথা বলেন এবং তা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে ওহি করেন। এতে আশআরিয়াদের এই দাবির খণ্ডন রয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালামের একটি নিছক বর্ণনা মাত্র। তাঁর উক্তি "মহান আল্লাহর ভয়ে আসমানসমূহ কেঁপে ওঠে"—এতে আল্লাহর মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এটি বান্দার হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি তীব্র ভীতির সৃষ্টি করে; এতে আল্লাহর সুউচ্চ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর উক্তি "যখন আসমানবাসী তা শুনতে পায়, তখন তারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে"—এটি তাদের প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং তাঁর মহান ও পবিত্র কালাম শ্রবণের ফলে ভীতিবশত। তাঁর উক্তি "সর্বপ্রথম জিবরাঈল তাঁর মাথা তোলেন"—কেননা তিনি ওহির ফেরেশতা। তাঁর উক্তি "আল্লাহ তাঁর ওহির মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তাঁর সাথে কথা বলেন"—এতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে তাঁর নির্দেশের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা ওহি করেন, যেমনটি হাদিসের শুরুতে উল্লেখ হয়েছে। তাঁর উক্তি "অতঃপর জিবরাঈল ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যখনই তিনি কোনো আসমান অতিক্রম করেন, সেই আসমানের ফেরেশতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন"—এটিও মহান রবের সুউচ্চ হওয়ার অন্যতম দলিল। তাঁর উক্তি "আমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তিনি বলেন: সত্য বলেছেন এবং তিনি সমুন্নত, মহান। তখন তারা সবাই জিবরাঈলের কথার ন্যায় কথা বলে; অতঃপর জিবরাঈল ওহি নিয়ে সেখানে পৌঁছেন যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন"—এটি এর দলিল যে, মহান আল্লাহ কথা বলেছেন এবং বলেন। আর জাহমিয়া এবং তাদের থেকে যারা গ্রহণ করেছে যেমন আশআরিয়া—এসব বিদআতিরা আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল (সা.) সুন্নাহতে যা সাব্যস্ত করেছেন যেমন তাঁর উচ্চতা, কথা বলা এবং তাঁর অন্যান্য পূর্ণতার গুণাবলি যা রাসূল (সা.) তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তা অস্বীকার করেছে। অথচ সাহাবী, তাবেয়ী এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের তাঁদের অনুসারী মুমিনগণ আল্লাহর মহিমা ও মহানুভবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পন্থায় এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العباد ابن كثير في تفسيره.
النواس بن سميان: بكسر السين، بن خالد الكلابي، ويقال: الأنصاري صحابي.
ويقال: إن أباه صحابي أيضاً.
قوله: "إذا أراد الله أن يوحى بالأمر" إلى آخره. فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة: لم يزل الله متكليماً إذا شاء.
قوله: "أخذت السماوات منه رجفة" السماوات مفعول مقدم، والفاعل "رجفة" أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: "إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجداً خوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعِقُوا وخرُوا سجداً،
قوله: "أو قال: رعدة شديدة" شك من الراوي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة، أو قال رعدة. والراء مفتوحة فيهما.
قوله: "خوفاً من الله عز وجل" وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله، بما يجعل

এই হাদিসটি ইবনে আবি হাতেম তাঁর সনদসহ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইমাদ ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন।

নুওয়াস ইবনে সামআন: 'সীন' বর্ণে কাসরা (ই-কার) যোগে, ইবনে খালিদ আল-কিলাবি। বলা হয় তিনি আনসারি ও সাহাবি। আরও বলা হয় যে, তাঁর পিতাও একজন সাহাবি ছিলেন।

তাঁর বাণী: "যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ে ওহি করার ইচ্ছা করেন" শেষ পর্যন্ত। এতে এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে কথা বলেন। এটি গুণাবলি অস্বীকারকারীদের (নুফাত) বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহর অন্যতম দলিল যে: আল্লাহ সর্বদা যখন ইচ্ছা কথা বলেন।

তাঁর বাণী: "এর ফলে আসমানসমূহে প্রকম্পন সৃষ্টি হয়"; এখানে 'আসমানসমূহ' শব্দটি কর্মপদ যা আগে এসেছে, আর 'প্রকম্পন' শব্দটি হলো কর্তা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণীর কারণে আসমানসমূহে প্রকম্পন সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ তা প্রকম্পিত হয়। এটি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, আসমানসমূহ তাঁর কথা শুনতে পায়, যেমনটি ইবনে আবি হাতেম ইকরিমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "যখন আল্লাহ কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন এবং কথা বলেন, তখন আসমানসমূহ, জমিন এবং পাহাড়সমূহ প্রকম্পিত হয় এবং ফেরেশতারা সবাই মহান আল্লাহর ভয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। যখন আসমানবাসীরা তা শুনতে পান, তখন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং সিজদাবনত হন।"

তাঁর বাণী: "অথবা তিনি বলেছেন: তীব্র কম্পন"; এটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি 'রাজফাহ' বলেছিলেন নাকি 'রা'দাহ' বলেছিলেন? উভয় শব্দেই 'রা' বর্ণটি ফাতহাহ (আ-কার) যুক্ত।

তাঁর বাণী: "মহান আল্লাহর ভয়ে"; এটি স্পষ্ট যে আসমানসমূহ আল্লাহকে ভয় পায়, যা তিনি তাদের মাঝে সৃষ্টি করেন।

(ص: 201)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} 1. وقال تعالى: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} 2. وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} 3 وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح لله وتخشاه حقيقة، مستدلاً بهذه الآيات وما في معناها.

وفي البخاري عن ابن مسعود قال: " كنا نسبح تسبيح الطعام وهو يؤكل " 4 وفي حديث أبي ذر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات، فسُبح لهن تسبيح " 5 - الحديث وفي الصحيح: قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر 6. ومثل هذا كثير.

قوله: "صُعِقُوا وَاخْرُوا لِلَّهِ سَجْدًا" الصعوق هو الغشي، ومعه السجود.

فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بساء سألها ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل،

قوله: "فيكون أول من يرفع رأسه جبريل" بنصب "أول" خبر يكون مقدم على اسمها، ويجوز العكس. ومعنى جبريل: عبد الله؛ كما روى ابن جبير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبريل: عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله؛ وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء رجع إلى "ايل" فهو مُعَبَّد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام. كما قال تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} 7.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية 8: "جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن".

1 سورة الإسراء آية: 44.

2 سورة مريم آية: 90.

3 سورة البقرة آية: 74.

4 جزء من حديث طويل رواه البخاري (3579) : كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام.

5 ضعيف: قال الهيثمي في المجمع (8 / 299) : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف.. وأشار إلى طريق آخر له عند الطبراني في الأوسط، وضعفه الحافظ في الفتح (6 / 592) .

6 البخاري (3583) ، (3584) كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما.

7 سورة التكوين آية: 19-21.

8 أي في قوله: (ذي قوة عند ذي العرش مكين) كما ساق ذلك الحافظ ابن كثير، وقد نقلها الشارح رحمه الله مختصرة.

আল্লাহ তাআলা সেগুলোর মধ্যে অনুভূতি এবং তাদের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে এই মহান সৃষ্টিজগত তাঁর তাসবিহ পাঠ করে, যেমনটি তিনি বলেছেন: {সাত আসমান, জমিন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাসবিহ পাঠ করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝতে পারো না। নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।} ১। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {এতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।} ২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর এগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে নিচে পড়ে যায়।} ৩। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সৃষ্টিজগত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে এবং তাঁকে ভয় পায়, যার প্রমাণ হিসেবে তিনি এই আয়াতগুলো এবং এই অর্থের অন্যান্য আয়াত পেশ করেছেন।

সহিহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "আমরা খাবার খাওয়ার সময় খাবারের তাসবিহ পাঠ শুনতে পেতাম।" ৪। আবু যার বর্ণিত হাদিসে আছে: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাতে কিছু নুড়ি পাথর নিলেন, তখন সেগুলোর তাসবিহ পাঠ শোনা গেল।" ৫ - হাদিস। এবং সহিহ গ্রন্থে খেজুর গাছের সেই কাণ্ডের কান্নার ঘটনা রয়েছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিস্বর তৈরির আগে খুতবা দিতেন। ৬। এই ধরনের আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে।

তাঁর উক্তি: "তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হলো।"

'সুউক' অর্থ সংজ্ঞাহীন বা বেহুঁশ হওয়া, আর এর সাথে সিজদাও ছিল।

অতঃপর জিবরাঈলই সর্বপ্রথম তাঁর মাথা তুলবেন, তখন আল্লাহ তাঁর ওহির মাধ্যমে যা ইচ্ছা তাঁকে বলবেন। এরপর জিবরাঈল ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে যাবেন, যখনই তিনি কোনো আসমান অতিক্রম করবেন, সেই আসমানের ফেরেশতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন: হে জিবরাঈল! আমাদের রব কী বলেছেন? জিবরাঈল তখন বলবেন: তিনি সত্য বলেছেন, আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান। তখন তাঁরা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলবেন।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর জিবরাঈলই সর্বপ্রথম তাঁর মাথা তুলবেন।" এখানে 'আউয়ালা' শব্দটি নসব অবস্থায় হয়েছে কারণ এটি 'ইয়াকুনু'-এর খবর যা তার ইসমে-র আগে এসেছে; তবে এর উল্টোটাও সম্ভব। আর জিবরাঈল নামের অর্থ: আল্লাহর বান্দা; যেমনটি ইবনে জুবারের এবং অন্যরা আলী বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জিবরাঈল এর নাম হলো 'আবদুল্লাহ', মিকাইল এর নাম 'উবাইদুল্লাহ' এবং ইসরাফিল এর নাম 'আবদুর রহমান'। প্রতিটি শব্দ যা "ইল" (II) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তা মহান আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশ করে। এতে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয় এটি এক সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী। যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাবান। সেখানে তিনি মান্যবর ও বিশ্বস্ত।} ৭।

ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহ তাআলা) বলেন: এই কুরআন একজন সম্মানিত রসূলের পৌঁছে দেওয়া বাণী। আবু সালিহ এই আয়াতের ৮ ব্যাখ্যায় বলেন: "জিবরাঈল অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্ত্বরটি পর্দার ভেতরে প্রবেশ করেন।"

১ সূরা আল-ইসরা আয়াত: ৪৪।

২ সূরা মারইয়াম আয়াত: ৯০।

৩ সূরা আল-বাকারা আয়াত: ৭৪।

৪ বুখারী কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসের অংশ (৩৫৭৯): কিতাবুল মানাকিব: ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শন অধ্যায়।

৫ যঈফ: আল-হাইসামি 'আল-মাজমা' (৮/২৯৯) গ্রন্থে বলেছেন: আল-বায়যার এটি দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন, যার একটির বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত এবং অপরটিতে দুর্বলতা রয়েছে। হাফেজ

ইবনে হাজার 'আল-ফাতহ' (৬/৫৯২) গ্রন্থে এর অন্য একটি সূত্রের দিকে ইশারা করে একে দুর্বল বলেছেন।

৬ বুখারী (৩৫৮৩), (৩৫৮৪) কিতাবুল মানাকিব: ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শন অধ্যায়। ইবনে উমর ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত।

৭ সূরা আত-তাকভীর আয়াত: ১৯-২১।

৮ অর্থাৎ আল্লাহর এই বাণীতে: (যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাবান), যেমনটি হাফেজ ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন এবং ব্যাখ্যাকার (রহিমাহুল্লাহ) তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন।

(ص: 202)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح; كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم " 1. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجلّ وأكبر. فكيف يسوّى به غيره في العبادة: دعاء وخوفاً ورجاءً وتوكلاً وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فأنظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ } 2.

ফিন্তেহী জবরীল বালুহী ইলী হীথ অমরে আল্লাহ এজ ওজল.

ফীহে মসائل:

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصاً ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.

الثالثة: تفسير قوله: {قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} 3.

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.

الخامسة: أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: "قال كذا وكذا".

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل.

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم، لأنهم يسألونه.

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.

التاسعة: ارتجاف السماوات بكلام الله.

العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.

قوله: "ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض"

1 صحيح: أحمد (1/ 395 ، 398 ، 407 ، 412 ، 460) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3458) وأول الحديث حتى قوله "ستمائة جناح". عند البخاري (3232) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين.. ومسلم (174) (280) كتاب الإيمان: باب في ذكر سدرة المنتهى.

2 سورة الأنبياء آية: 26-29.

3 سورة سبأ آية: 23.

ইমাম আহমাদ একটি সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:
 "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন,
 তাঁর ছয়শটি ডানা রয়েছে; প্রতিটি ডানা দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাঁর ডানা থেকে
 বিভিন্ন রঙের বিচিত্র বস্তু এবং মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত ঝরে পড়ছিল, যার পরিমাণ আল্লাহই ভালো

জানেন।" সুতরাং যদি এই মাখলুকাত বা সৃষ্টির বিশালতা এমন হয়, তবে তাদের স্রষ্টা আরও মহান, মহিমাম্বিত ও বড়। অতএব ইবাদতের ক্ষেত্রে কীভাবে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ করা যায়: চাই তা দোয়া, ভয়, আশা, তাওয়াঙ্কুল বা অন্য যে কোনো ইবাদতই হোক না কেন, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়? সুতরাং ফেরেশতাদের অবস্থা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের তীব্র ভীতির দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারা ছাড়া অন্য কারও জন্য তারা সুপারিশ করে না। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সঙ্কিত। তাদের মধ্যে যে বলবে যে, 'তিনি ছাড়া আমিই উপাস্য', আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব; এভাবেই আমি জালেমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"

অতঃপর জিবরাঈল ওহী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান যেখানে মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেন। এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: শিরক বাতিলের সপক্ষে এতে যে দলীল রয়েছে, বিশেষ করে যা নেককার লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন এক আয়াত যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি অন্তর থেকে শিরকের বৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলে।

তৃতীয়: আল্লাহর বাণী: "তারা বলবে: যা সত্য তাই; আর তিনি সুউচ্চ, মহান"-এর ব্যাখ্যা।

চতুর্থ: এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

পঞ্চম: অতঃপর জিবরাঈল তাদের এই বলে উত্তর দেন যে, "তিনি অমুক অমুক কথা বলেছেন।"

ষষ্ঠ: জিবরাঈলই সর্বপ্রথম মাথা তুলবেন—এ কথার উল্লেখ।

সপ্তম: তিনি আসমানের সকল অধিবাসীদের এ কথা বলবেন, কারণ তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে।

অষ্টম: বেহুঁশ হয়ে যাওয়া আসমানবাসীদের সকলকে পরিবেষ্টন করবে।

নবম: আল্লাহর বাণীর কারণে আসমানসমূহের কেঁপে ওঠা।

দশম: জিবরাঈলই ওহী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান যেখানে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন।

একাদশ: শয়তানদের কান পেতে কথা চুরির বিষয়ের উল্লেখ।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর জিবরাঈল আসমান ও জমিনের যেখানে মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেন, সেখানে ওহী নিয়ে পৌঁছে যান।"

১. সহীহ: আহমাদ (১/ ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৭, ৪১২, ৪৬০)। আলবানী 'সহীহুল জামে' (৩৪৫৮) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। হাদীসের শুরু থেকে "ছয়শটি ডানা" পর্যন্ত অংশটি বুখারী (৩২৩২), সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়: পরিচ্ছেদ: যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে.. এবং মুসলিম (১৭৪) (২৮০), ঈমান অধ্যায়: সিদরাতুল মুনতাহা বিষয়ক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

২. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৯।

৩. সূরা সাবা, আয়াত: ২৩।

(ص: 203)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهذا تمام الحديث.

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن الملك العظيم الذي تُصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته، وعلمه وقدرته وملكه وعزه، وغناه عن جميع خلقه. وافتقارهم جميعاً إليه، ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب رباً، والعبد معبوداً؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون.

وقال تعالى: {إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا} 1 من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه.

এবং এখানেই হাদিসটি সমাপ্ত হলো।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াত ও হাদিসসমূহ সেই তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সাক্ষ্যের মূল প্রতিপাদ্য; কেননা সেই মহান অধিপতি, যাঁর ভয়ে ও গান্ধীর্যের কারণে ফেরেশতাগণ তাঁর কালাম শুনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং যাঁর ভয়ে সৃষ্টিজগত প্রকম্পিত হয়, যিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলিতে, জ্ঞানে ও ক্ষমতায়, রাজত্বে ও সম্মানে পূর্ণাঙ্গ এবং যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। এবং তারা সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তাদের ওপর তাঁর পরিচালনা ও তকদির কার্যকর; এমতাবস্থায় শরিয়ত বা বিবেক কোনোভাবেই এটি অনুমোদন করে না যে, তাঁর ইবাদতে—যা তাদের ওপর তাঁর প্রাপ্য অধিকার—তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে শরিক করা হবে। তাহলে কীভাবে সৃষ্টিকে পালনকর্তা এবং বান্দাকে উপাস্য বানানো হয়? মুশরিকদের বিবেক কোথায় হারিয়ে গেছে? তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময়ের কাছে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না।”^১ তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে সেই শিরক থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হচ্ছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই ইবাদত থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। সুনানে ইবনে মাজাহ-এর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) থেকে সমাপ্ত।

১ সূরা মারইয়াম আয়াত: ৯৩।

(ص: 204) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً.

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب.

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة.

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُبعت من السماء.

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة، ويحفظونها ويستدلون بها.

العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة.

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل.

الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً.

द्वादश: একে অপরের ওপর আরোহণ করার পদ্ধতি।

ত্রয়োদশ: উদ্ধাপিণ্ড নিক্ষেপ করা।

চতুর্দশ: কখনও উদ্ধাপিণ্ড তাকে ধরার আগেই সে কথাটি পৌঁছে দেয়, আবার কখনও সে তার মানব বন্ধুর কানে তা নিক্ষেপ করার আগেই উদ্ধাপিণ্ড তাকে ধরে ফেলে।

পঞ্চদশ: গণকের মাঝে মাঝে সত্য বলা।

ষোড়শ: তার সেই একটি সত্যের সাথে একশটি মিথ্যা বলা।

সপ্তদশ: আকাশ থেকে শোনা সেই একটি কথার কারণেই কেবল তার মিথ্যাগুলো সত্য বলে গৃহীত হয়।

অষ্টাদশ: মিথ্যার প্রতি মানুষের আসক্তি; কীভাবে তারা একটি কথার ওপর নির্ভর করে কিন্তু একশটি মিথ্যার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

উনবিংশ: তাদের একে অপরের থেকে সেই বাক্যটি গ্রহণ করা, তা মুখস্থ রাখা এবং তদ্বারা দলিল পেশ করা।

বিংশ: আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত) সাব্যস্ত করা; যা সিফাত অস্বীকারকারী আশআরীদের মতের পরিপন্থী।

একবিংশ: সেই কম্পন ও মূর্ছা যাওয়া মহান আল্লাহর ভয়ে হয়ে থাকে।

দ্বাবিংশ: তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

(ص: 204) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب الشفاعة 1

وقول الله عز وجل: {وَأُنذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} 2. وقوله: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً} 3.

قوله: "باب الشفاعة" أي بيان ما أثبتته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته.

1 في قرّة العيون: الشفاعة نوعان. شفاعة منفية في القرآن؛ وهي الشفاعة للكافر والشرك. قال تعالى: (2: 254) (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة). وقال: (48: 74) (فما تنفعهم شفاعة الشافعين). وقال: (2: 48) (واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) ونحو هذه الآيات كقوله: (10: 18) (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض). يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعا عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له، فنفي وقوع الشفاعة وأخبار أنها شرك بقوله: (سبحانه وتعالى عما يشركون). وقال تعالى: (39: 3) (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم

فيمًا هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعاً بزعم أنه يقربه إلى الله، وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل الله شريكاً يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. "النوع الثاني" الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص؛ وقيدها تعالى بأمريين: الأول: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه). وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحّد المذنب؛ فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني: رضاه عن أذن لشافع أن يشفع فيه. كما قال تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء؛ كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد.

2 سورة الأنعام آية: 51.

3 سورة الزمر آية: 44.

শাফাআত অধ্যায় 1

মহান আল্লাহর বাণী: {আর আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করুন যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের রবের নিকট সমবেত করা হবে—তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক ও কোনো সুপারিশকারী নেই—যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে} ২। এবং তাঁর বাণী: {বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন} ৩।

তাঁর কথা: "শাফাআত অধ্যায়" অর্থাৎ কুরআন শাফাআতের যা কিছু সাব্যস্ত করেছে এবং যা কিছু অস্বীকার করেছে তার বর্ণনা এবং কুরআন যা সাব্যস্ত করার নির্দেশ প্রদান করেছে তার প্রকৃত রূপ।

১. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: শাফাআত দুই প্রকার। কুরআনে অস্বীকারকৃত শাফাআত; আর তা হলো কাফির ও মুশরিকদের জন্য শাফাআত। মহান আল্লাহ বলেন: (২: ২৫৪) {সেই দিন আসার আগে যখন কোনো কেনাবেচা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না}। এবং তিনি বলেন: (৭৪: ৪৮) {অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না}। এবং তিনি

বলেন: (২: ৪৮) {আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কোনো কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না}। এই জাতীয় আয়াতসমূহ যেমন তাঁর বাণী: (১০: ১৮) {আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছু ইবাদত করে যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না; আর তারা বলে: এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলুন: তোমরা কি আল্লাহকে এমন সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে জানেন না?} মহান আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা এদেরকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তিনি জানেন না যে তারা তার জন্য সুপারিশ করবে। আর যা তিনি জানেন না তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তিনি শাফাআত ঘটানোর বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে তা শিরক, তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: {তিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং তারা যা কিছু শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে}। মহান আল্লাহ আরও বলেন: (৩৯: ৩) {আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে (তারা বলে): আমরা তো এদের ইবাদত একারণেই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না যে চরম মিথ্যাবাদী ও কাফির}। অতএব তিনি সেই ব্যক্তির শাফাআতকে বাতিল করে দিয়েছেন যে এই ধারণায় সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে যে সে তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে; অথচ এটি তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরেই সরিয়ে দেয়। কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে শরিক করেছে যার প্রতি সে অনুরাগী হয়, আশা রাখে, তার ওপর তাওয়াঙ্কুল করে এবং তাকে ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত বা তার চেয়েও বেশি। "দ্বিতীয় প্রকার" হলো সেই শাফাআত যা কুরআন সাব্যস্ত করেছে এবং তা একমাত্র একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থীদের জন্য। মহান আল্লাহ একে দুটি শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন: প্রথমত: সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান, যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?}। আর আল্লাহর অনুমতি তখনই আসে যখন তিনি তাঁর গুনাহগার একত্ববাদী বান্দার প্রতি দয়া করেন; যখন আল্লাহ তাকে দয়া করেন তখনই সুপারিশকারীকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেন। দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশকারীকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে তার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি

তিনি সন্তুষ্ট}। সুতরাং সুপারিশের অনুমতি সন্তুষ্টির পরেই পাওয়া যায়; যেমনটি এই আয়াতে রয়েছে। আর তিনি তাওহীদ ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

২ সূরা আল-আনআম আয়াত: ৫১।

৩ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৪৪।

(ص: 205)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقول الله عز وجل {وَأُنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا} " البخافة والتحذير منها.

قوله: "به" قال ابن عباس: "بالقرآن" {الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ} "وهم المؤمنون" وعن الفضيل بن عياض: "ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون؛ فقال: {وَأُنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ} وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية".

قوله: {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} قال الزجاج: موضع "ليس" نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه "يخافون".

قوله: {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} أي فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة 1.

قوله: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً} 23. وقبلها {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ} 4. وهذه كقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} 5. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم

شفعاء شرك; يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: {فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} 6. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليهم، أن ذلك منهم إفك وافتراء.

1 في قرّة العيون: وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملاً بدونه.

2 سورة الزمر آية: 44.

3 في قرّة العيون: دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه؛ لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى: (10: 3) (يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم). فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء.

4 سورة الزمر آية: 43.

5 سورة يونس آية: 18.

6 سورة الأحقاف آية: 28.

তাঁর বাণী: "এবং মহামহিমাস্থিত আল্লাহর বাণী: {আর এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করুন যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের রবের নিকট সমবেত করা হবে}" ভয় এবং তা থেকে সতর্ক করা সম্পর্কে।

তাঁর বাণী: "এর মাধ্যমে" - ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "কুরআনের মাধ্যমে"। {যারা তাদের রবের নিকট সমবেত হওয়ার ভয় রাখে} "আর তারা হলো মুমিনগণ।" ফুদাইল ইবনে ইয়াদ থেকে বর্ণিত: "তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তিরস্কার করেননি, বরং তাদেরকে তিরস্কার করেছেন যারা বুদ্ধি রাখে; তাই তিনি বলেছেন: {আর এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করুন যারা তাদের রবের নিকট সমবেত হওয়ার ভয় রাখে} তারা হলো সজাগ বিবেক সম্পন্ন মুমিনগণ।"

তাঁর বাণী: {তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সুপারিশকারীও নেই}
আয-যাজ্জাজ বলেন: 'ليس' (নেই) এর অবস্থান হাল (অবস্থা) হিসেবে নসব হয়েছে, যেন তিনি বলেছেন: সকল অভিভাবক ও সুপারিশকারী থেকে মুক্ত অবস্থায়। আর এতে আমেল (ক্রিয়াশীল শব্দ) হলো "তারা ভয় পায়"।

তাঁর বাণী: {যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে} অর্থাৎ তারা এই পার্থিব জীবনে এমন আমল করবে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কিয়ামত দিবসের আজাব থেকে মুক্তি দেবেন ১।

এবং তাঁর বাণী: {বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন} ২ ৩। এর পূর্বে রয়েছে {তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন, যদিও তারা কোনো কিছু মালিক না হয় এবং তারা না বোঝে?} ৪। আর এটি মহান আল্লাহর এই বাণীর ন্যায়: {এবং তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু ইবাদত করে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে: এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও যমীনে এমন কিছু সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্ব} ৫। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতসমূহ এবং এর সদৃশ আয়াতগুলোতে বর্ণনা করেছেন যে, এই পদ্ধতিতে সুপারিশ হওয়া নাকচকৃত ও অসম্ভব, এবং তাদের সুপারিশকারী গ্রহণ করা শিরক; যা থেকে মহান রব পবিত্র। আর মহান আল্লাহ বলেছেন: {আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে হারিয়ে গেল; আর এটিই ছিল তাদের মিথ্যা এবং যা তারা উদ্ভাবন করত} ৬। আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, উপাস্য বানানোর মাধ্যমে তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে বলে যে দাবি করত, তা ছিল তাদের পক্ষ থেকে অপবাদ ও মিথ্যাচার।

১ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এবং তারা সুপারিশকারী ও অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা বর্জন করেছে; কারণ এটি ইখলাসের পরিপন্থী, যা ছাড়া আল্লাহ কারো কোনো আমল কবুল করেন না।

২ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: আয়াতটি প্রমাণ করে যে সুপারিশ কেবল তাঁরই (সুবহানাহু ওয়া তাআলা); কারণ তা কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্যই হবে তাঁর অনুমতিক্রমে, যেমনটি মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে বলেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন: (১০: ৩) {তিনি সব বিষয়

পরিচালনা করেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব}। সুতরাং সুপারিশ কেবল তাঁর জন্যই যিনি এর মালিক, আর এটি কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই হবে যাকে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। অতএব সুপারিশকারী গ্রহণ করার বিষয়ে এই মহান আয়াতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করুন।

৪ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৩।

৫ সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮।

৬ সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২৮।

(ص: 206)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً} 1 أي هو مالكها، فليس لمن تُطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله.

قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله تعالى: {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} 2 تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها 4 {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} 5.

قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا 6 هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} 7. قال: "وقوله {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} " قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا

مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا { 8. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع; ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصاً غير شك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. 9 وسيأتي ذلك مقرراً أيضاً في كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

1 سورة الزمر آية: 44.

2 سورة البقرة آية: 107.

4 في قرّة العيون: فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده، والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله بالإخلاص كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فبالذي بعثك بالحق له ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله؛ وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة) والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده. كما قال تعالى: {فادعوا الله مخلصين له الدين} فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: ((الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه)).

5 سورة الأنبياء آية: 28.

6 الأولى "ما نعبد أوليائنا" ولم أجد هذه الجملة كلها في تفسير ابن جرير.

7 سورة الزمر آية: 44.

8 سورة طه آية: 109.

9 وفي ذلك أحاديث كثيرة منها: حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له"، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله: "لا شيء له". ثم قال: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه" رواه النسائي في الجهاد (6/ 25) : باب من غزا يلتبس الأجر والذكر. وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (4/ 328) ، وحسنه الألباني في الصحيحة (52) . وراجع أول كتاب الترغيب والترهيب للمندري فهناك أحاديث كثيرة جداً بهذا المعنى.

আল্লাহ তাআলার বাণী: "বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন" ১ অর্থাৎ তিনি এর মালিক। সুতরাং যাঁর কাছে তা চাওয়া হয় তাঁর হাতে এর কিছুই নেই; বরং সুপারিশ কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে যিনি এর মালিক, তিনি ব্যতীত অন্য আর কেউ এর মালিক নয়; কারণ এটি একটি ইবাদত এবং উপাসনা যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য শোভনীয় নয়।

বায়যাবী বলেন: সম্ভবত এটি তাদের সম্ভাব্য উত্তরের একটি খণ্ডন, যা হলো যে সুপারিশকারীরা নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: "আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই" ২ এটি তিনি ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করার অসারতার প্রমাণ; কারণ তিনি রাজত্বের মালিক, আর সুপারিশের মালিকানাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন তিনি এর মালিক, তখন এমন কারও কাছে সুপারিশ চাওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে যার এর ওপর কোনো মালিকানা নেই ৪ "তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করার সাধ্য কার?" "এবং তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" ৫।

ইবনে জারীর বলেন: এটি অবতীর্ণ হয়েছে যখন কাফিররা বলেছিল: আমরা আমাদের এই প্রতিমাগুলোর পূজা করি না ৬ কেবল আল্লাহ নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" ৭।

তিনি বলেন: "এবং তাঁর বাণী: 'তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করার সাধ্য কার?'" পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন যে সুপারিশকে অস্বীকার করেছে তা হলো যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া হয়। আর এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে সুপারিশ কেবল তাঁর অনুমতিক্রমেই কার্যকর হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "সেদিন সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না, তবে পরম দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং

যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া।" ৮ সুতরাং এটি স্পষ্ট হলো যে, সুপারিশ দু'টি শর্ত ছাড়া সংঘটিত হবে না: সুপারিশকারীর জন্য রবের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার অনুমতি; এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি রবের সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের মধ্যে কেবল সেটিই পছন্দ করেন যার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা হয় এবং বান্দা এর ওপর অটল থেকে একনিষ্ঠভাবে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে, যেমনটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ৯ এবং শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্যেও এটি সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে সামনে আসবে।

১ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪।

২ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০৭।

৪ কুররাতুল উয়ুন-এ আছে: সুবহানাছ ওয়া বিহামদিহি, তাঁর রাজত্বে তিনি ব্যতীত অন্য কারও অণু পরিমাণ ক্ষমতা নেই। আর ইসলাম হলো নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে তোমার অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সপে দেওয়া, যেমনটি মুসনাদে বাহয ইবনে হাকীম থেকে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: (যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আল্লাহ আপনাকে কী দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন: ইসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ইসলাম কী? তিনি বললেন: তোমার অন্তর আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, তোমার চেহারা আল্লাহর দিকে ফেরানো; আর ফরয সালাত আদায় করা এবং ফরয যাকাত প্রদান করা।) ইখলাস বর্ণনায় আয়াত অনেক রয়েছে, আর তা হলো সমস্ত আমলে অন্তর বা চেহারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও দিকে না ফেরানো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।} সুতরাং আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে দুআ করার আদেশ দিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, এটিই সেই দ্বীন যার মাধ্যমে আমলসমূহ সঠিক ও কবুল হয়। শায়খুল ইসলাম বলেন: ((ইখলাস হলো আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা))।

৫ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৮।

৬ সম্ভবত এটি "আমরা আমাদের বন্ধুদের পূজা করি না" হবে এবং আমি ইবনে জারীরের তাফসীরে এই পূর্ণ বাক্যটি পাইনি।

৭ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৪।

৮ সূরা ত্বাহ, আয়াত: ১০৯।

৯ এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে সাওয়াব ও সুখ্যাতি লাভের জন্য যুদ্ধ করে, তার জন্য কী রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তার জন্য কিছুই নেই।" তিনি তিনবার এটি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন: "তার জন্য কিছুই নেই।" এরপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমলের মধ্য থেকে কেবল সেটিই গ্রহণ করেন যা তাঁর জন্য একনিষ্ঠ এবং যার দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।" নাসাঈ এটি জিহাদ অধ্যায়ে (৬/২৫) বর্ণনা করেছেন: যে ব্যক্তি সাওয়াব ও সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে তার পরিচ্ছেদ। এর সনদ হাসান যেমনটি হাফেজ ইরাকী তাখরীজুল ইহয়া-তে (৪/৩২৮) বলেছেন এবং আলবানী আস-সহীহাহ-তে (৫২) একে হাসান বলেছেন। মুনযিরীর তারগীব ওয়াত তারহীব কিতাবের শুরুতেও দেখতে পারেন, সেখানে এই মর্মে অনেক হাদীস রয়েছে।

(ص: 207)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} 1.

وقوله: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلُغُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} 2.

وقوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} " . قال ابن كثير رحمه الله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} . كقوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} 3. {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} 4. فإذا كان

هذا في حق الملائكة المقربين 5، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؛ وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على السنة جميع رسله؛ وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟

قال: "وقوله تعالى" {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} .

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الكلام على هذه الآيات: "وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان

1 سورة النجم آية: 26.

2 سورة سبأ آية: 22-23.

3 سورة البقرة آية: 255.

4 سورة سبأ آية: 23.

5 في قرّة العيون: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (21):

26 - 29) (بل عباد مكرمون) الآيات. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك الله لا يملكها غيره. وقيد حصولها بقيدتين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) . والثاني: رضاه عن أراد رحمته ممن أذن من الموحدين. فأختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخذ الشفعاء بلا إذن من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات.

এবং তাঁর বাণী: "আর আসমানসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি প্রদানের পর।" 1.

এবং তাঁর বাণী: "আপনি বলুন, তোমরা তাদেরকে ডাকো যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত (ইলাহ) মনে করো; তারা আসমানসমূহ ও জমিনে অণু পরিমাণ কোনো কিছু মালিক নয় এবং এ দুটিতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই, আর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কোনো সাহায্যকারীও নেই। এবং তাঁর নিকট কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, তবে তাঁর জন্য যাকে তিনি অনুমতি দেবেন।" 2.

এবং তাঁর বাণী: "আর আসমানসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি প্রদানের পর।" ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "আর আসমানসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি প্রদানের পর।" এটি তাঁর এই বাণীর ন্যায়: "কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" 3. "এবং তাঁর নিকট কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, তবে তাঁর জন্য যাকে তিনি অনুমতি দেবেন।" 4. সুতরাং এটি যদি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে হয় 5, তবে হে অজ্ঞরা! তোমরা কীভাবে আল্লাহর নিকট এই সমকক্ষদের সুপারিশের আশা করো; অথচ তিনি এদের ইবাদত প্রবর্তন করেননি এবং এর অনুমতিও দেননি, বরং তিনি তাঁর সকল রাসুলের মুখে তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তা নিষেধ করে তাঁর সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

তিনি বলেন: "এবং মহান আল্লাহর বাণী" "আপনি বলুন, তোমরা তাদেরকে ডাকো যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত (ইলাহ) মনে করো; তারা আসমানসমূহ ও জমিনে অণু পরিমাণ কোনো কিছু মালিক নয় এবং এ দুটিতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই, আর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর কোনো সাহায্যকারীও নেই। এবং তাঁর নিকট কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, তবে তাঁর জন্য যাকে তিনি অনুমতি দেবেন।"

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ তা'আলা) এই আয়াতসমূহের আলোচনায় বলেছেন: "আল্লাহ সেই সকল উপায়-উপকরণ ছিন্ন করে দিয়েছেন যার সাথে মুশরিকরা সম্পৃক্ত হয়। কেননা মুশরিক তার মাবুদকে কেবল তার থেকে কোনো উপকার লাভের আশায় গ্রহণ করে, আর উপকার কেবল তার পক্ষ থেকেই হওয়া সম্ভব যার মধ্যে এই চারটি গুণের কোনো একটি

বিদ্যমান থাকে: হয় সে তার ইবাদতকারীর কাম্য বস্তুর মালিক হবে, আর যদি সে মালিক না হয় তবে সে হবে..."

1 সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬।

2 সূরা সাবা, আয়াত: ২২-২৩।

3 সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫।

4 সূরা সাবা, আয়াত: ২৩।

5 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এটি যদি সেই সকল ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে হয় যাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই বাণী দ্বারা বর্ণনা করেছেন: (২১: ২৬-২৯) (বরং তারা সম্মানিত বান্দা) আয়াতসমূহ। সুতরাং এই মুহকাম আয়াতসমূহ থেকে তা স্পষ্ট হলো যা কুরআনে সাব্যস্ত সুপারিশের হাকীকত বর্ণনা করে, যা আল্লাহর নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ এর মালিক নয়। আর এটি পাওয়ার বিষয়টিকে দুটি শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যেমনটি এই আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতে রয়েছে যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার জন্য তাঁর অনুমতি প্রদান, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?)। এবং দ্বিতীয়টি: মুওয়াহহিদদের (একত্ববাদী) মধ্য থেকে যারা গুনাহ করেছে, তাদের মধ্যে তিনি যার প্রতি রহমত করতে চান তার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি। সুতরাং সুপারিশ কেবল ইখলাসপন্থীদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং অনুমতি ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করা মুশরিকদের রীতিনীতি যা আল্লাহ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে তাদের প্রতি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(ص: 208)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا
ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفي الله سبحانه البراتب الأربع نفيا مرتبا؛ متنقلا من
الأعلى إلى الأدنى؛ فنفي الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك،

وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهاناً وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك وموادة لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثاً، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعبر الله؛ إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك.

ثم قال: ومن أنواعه- أي الشرك- طلب الحوائج من الموتي والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن البيت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فضلاً عن استغاثة به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين بزمهم وعيبتهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم! وما نجي من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيدة الله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله، ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله، والتجاءة إلى الله، واستغاثته بالله، وقصده لله، متبعاً لأمره متطلباً لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل الله. فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى".

وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى:
{وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} 1.

1 سورة النساء آية: 125.

মালিকের অংশীদার, আর সে যদি তাঁর অংশীদার না হয় তবে সে তাঁর সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হবে। আর সে যদি সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক না হয় তবে সে তাঁর নিকট সুপারিশকারী হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই চারটি স্তরকে ধারাবাহিকভাবে নাকচ করেছেন; যা উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের দিকে ধাবিত। সুতরাং তিনি মালিকানা, অংশীদারিত্ব, সাহায্যকারিতা এবং সেই সুপারিশকে নাকচ করেছেন যা মুশরিকরা কামনা করে। আর তিনি এমন এক সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন যাতে মুশরিকের কোনো অংশ নেই, আর তা হলো তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশ। যার বুদ্ধি আছে তার জন্য তাওহীদকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এবং শিরকের মূল ও উপাদানসমূহকে উপড়ে ফেলার জন্য এই আয়াতটি আলোকবর্তিকা ও দলিল হিসেবে যথেষ্ট। কুরআন এ জাতীয় উপমা ও সদৃশ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না যে বর্তমান বাস্তবতাও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মনে করে যে এই আয়াতগুলো এমন এক বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তাদের কোনো উত্তরসূরি নেই। মূলত এটিই হৃদয় ও কুরআন উপলব্ধির মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কসম! যদি তারা অতিবাহিত হয়েও থাকে, তবে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন লোক যারা তাদের মতো, অথবা তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট কিংবা তাদের কাছাকাছি। আর কুরআনের এই হুকুম তাদের জন্য ঠিক তেমনই প্রযোজ্য যেমনটি প্রযোজ্য ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য।

অতঃপর তিনি বলেন: শিরকের প্রকারভেদসমূহের মধ্যে একটি হলো—মৃতদের নিকট প্রয়োজন পূরণ চাওয়া এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, আর এটিই হলো জগতের শিরকের মূল উৎস। কেননা মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে নিজের জন্য কোনো উপকার বা অপকারের মালিক নয়; তবে তার কথা তো বলাই বাহুল্য যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে তার হয়ে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে। এটি

সুপারিশকারী এবং যাঁর কাছে সুপারিশ করা হয় তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তির অজ্ঞতার ফল; কেননা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই তাঁর নিকট সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ তার এই সাহায্য প্রার্থনা ও চাওয়াকে তাঁর অনুমতির মাধ্যম বানাননি। বরং মাধ্যম হলো তাওহীদের পূর্ণতা। অথচ এই মুশরিক এমন এক মাধ্যম নিয়ে এসেছে যা অনুমতি লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো যে তার প্রয়োজনে এমন জিনিসের সাহায্য নেয় যা তা অর্জনে বাধা দেয়। এটিই প্রত্যেক মুশরিকের অবস্থা। তারা মা'বুদ বা উপাস্যের সাথে শিরক করা এবং তাঁর দ্বীনকে বিকৃত করার বিষয়টিকে একত্রিত করেছে, পাশাপাশি তারা তাওহীদপন্থীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে মৃতদের অবমাননাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে। অথচ তারাই শিরকের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অবমাননা করেছে এবং তাঁর তাওহীদপন্থী বন্ধুদের নিন্দা, দোষারোপ ও শত্রুতা করার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করেছে তাদেরও চরম অবমাননা করেছে; যেহেতু তারা ধারণা করে যে সেই উপাস্যরা তাদের এসকল কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট, তারা তাদের একাজের আদেশ দিয়েছে এবং তারা এসকল কাজের ভিত্তিতে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে। এরাই প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানে রাসুলদের শত্রু, আর তাদের আহবানে সাড়া প্রদানকারীর সংখ্যা কতই না বেশি! আর এই বড় শিরকের পক্ষিলতা থেকে কেবল সেই মুক্তি পেয়েছে যে আল্লাহর জন্য তার তাওহীদকে একনিষ্ঠ করেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করেছে। সে একমাত্র আল্লাহকেই তার অভিভাবক, ইলাহ ও মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে সে তার ভালোবাসা, ভয়, আশা, বিনয়, তাওয়াঙ্কুল, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় গ্রহণ, ফরিয়াদ এবং লক্ষ্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করেছে। সে তাঁর আদেশের আনুগত্য করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। যখন সে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহর কাছেই করে; যখন সে সাহায্য চায়, তখন আল্লাহর কাছেই চায়; আর যখন কোনো কাজ করে, তখন আল্লাহর জন্যই করে। ফলে সে আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, আল্লাহর সাহায্যেই অটল এবং সর্বদা আল্লাহর সাথেই বিরাজমান। তাঁর বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

এই ইমাম আযাযের অর্থ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন তা-ই হলো ইসলাম ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর দ্বীনের দিক থেকে তার চেয়ে কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।" ১।

قال أبو العباس: "نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} 1، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه "يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. ثم يقال له " ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط، واشفع تشفع " 2.

قوله: "قال أبو العباس" هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.

"نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه؛ أو يكون عوناً لله. فلم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب؛ كما قال تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} 3. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع " وقال له أبو هريرة: " من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه " 4 فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن

يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص " انتهى".

وقال أبو هريرة: " من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه " 5 فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص". اهـ كلامه.

قوله: "وقال أبو هريرة" إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: " وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصاً، يصدق قلبه

1 سورة الأنبياء آية: 28.

2 جزء من حديث الشفاعة الطويل. رواه البخاري: كتاب الأنبياء (3340) : باب قول الله عز وجل: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) وفي التفسير (4712) : باب قوله تعالى: (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) ومسلم: كتاب الإيمان (194) (327) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وراجع نظم المتناثر ص 149. وكتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.

3 سورة الأنبياء آية: 28.

4 البخاري: العلم (99) ، وأحمد (373/2) .

5 البخاري: العلم (99) ، وأحمد (373/2) .

আবু আল-আব্বাস বলেছেন: "মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যার সাথেই সম্পৃক্ত হয়, আল্লাহ তাদের থেকে তার সবকিছুই নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি নাকচ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কোনো মালিকানা বা তাতে কোনো অংশীদারিত্ব আছে, অথবা কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী। এখন কেবল সুপারিশই অবশিষ্ট আছে। ফলে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, প্রভু যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া আর কারও জন্য তা কোনো উপকারে আসবে না, যেমনটি তিনি বলেছেন: {এবং তারা সুপারিশ করে না কেবল তাদের জন্য যাদের ওপর তিনি সন্তুষ্ট} ১।

মুশরিকরা যে সুপারিশের ধারণা পোষণ করে, কিয়ামতের দিন তা নাকচ করা হয়েছে যেমনটি কুরআন তা নাকচ করেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'আগমন করবেন এবং তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদা করবেন এবং তাঁর প্রশংসা করবেন, তিনি শুরুতেই সুপারিশ শুরু করবেন না। এরপর তাকে বলা হবে: আপনার মাথা তুলুন এবং বলুন, আপনার কথা শোনা হবে এবং চান, আপনাকে দেওয়া হবে, আর সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে' ২।

তাঁর বক্তব্য: "আবু আল-আব্বাস বলেছেন" এটি হলো মুসলিমদের ইমাম শাইখুল ইসলাম আহমদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুল সালাম বিন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী রাহিমাহুল্লাহ-এর কুনিয়াত (উপনাম)।

"মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যার সাথেই সম্পৃক্ত হয়, আল্লাহ তাদের থেকে তার সবকিছুই নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি নাকচ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কোনো মালিকানা বা তাতে কোনো অংশীদারিত্ব আছে, অথবা কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী। এখন কেবল সুপারিশই অবশিষ্ট আছে। ফলে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, প্রভু যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া আর কারও জন্য তা কোনো উপকারে আসবে না, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {এবং তারা সুপারিশ করে না কেবল তাদের জন্য যাদের ওপর তিনি সন্তুষ্ট} ৩। মুশরিকরা যে সুপারিশের ধারণা পোষণ করে, কিয়ামতের দিন তা নাকচ করা হয়েছে যেমনটি কুরআন তা নাকচ করেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে: 'তিনি আগমন করবেন এবং তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদা করবেন এবং তাঁর প্রশংসা করবেন, তিনি শুরুতেই সুপারিশ শুরু করবেন না। এরপর তাকে বলা হবে: আপনার মাথা তুলুন এবং বলুন শোনা হবে, আর চান আপনাকে দেওয়া হবে, আর সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে'। আবু হুরায়রা তাঁকে বললেন: 'আপনার সুপারিশের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে অন্তর থেকে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই' ৪। সুতরাং সেই

সুপারিশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল একনিষ্ঠদের (আহলুল ইখলাস) জন্য হবে, আল্লাহর সাথে শিরককারী কোনো ব্যক্তির জন্য তা হবে না। এর হাকীকত হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং একনিষ্ঠদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, ফলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন তাঁর দোয়ার মাধ্যমে যাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে তাকে সম্মানিত করা যায় এবং তিনি প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমুদ) অর্জন করতে পারেন। সুতরাং কুরআন যে সুপারিশকে নাকচ করেছে তা ছিল যাতে শিরক বিদ্যমান ছিল, একারণেই তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশকে সাব্যস্ত করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, তা কেবল তাওহীদ ও ইখলাসওয়ালাদের জন্যই হবে" তাঁর কথা শেষ হলো। আবু হুরায়রা বললেন: "আপনার সুপারিশের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে অন্তর থেকে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই" ৫। সুতরাং সেই সুপারিশ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল একনিষ্ঠদের জন্য হবে, আল্লাহর সাথে শিরককারী কোনো ব্যক্তির জন্য হবে না।

আর এর হাকীকত হলো: আল্লাহ সুবহানাহু স্বয়ং একনিষ্ঠদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, ফলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন তাঁর দোয়ার মাধ্যমে যাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে তাকে সম্মানিত করা যায় এবং তিনি প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমুদ) অর্জন করতে পারেন।

সুতরাং কুরআন যে সুপারিশকে নাকচ করেছে তাতে শিরক বিদ্যমান ছিল, একারণেই তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশকে সাব্যস্ত করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, তা কেবল তাওহীদ ও ইখলাসওয়ালাদের জন্যই হবে। তাঁর বক্তব্য এখানেই শেষ।

তাঁর বক্তব্য: "আবু হুরায়রা বলেছেন" থেকে শেষ পর্যন্ত। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও নাসায়ী আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। এতে রয়েছে: "আর আমার সুপারিশ ঐ ব্যক্তির জন্য যে ইখলাসের সাথে বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, যা তার অন্তর সত্যায়ন করবে

২ সুপারিশের দীর্ঘ হাদীসের অংশ। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল আশ্বিয়া (৩৩৪০): অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: (এবং অবশ্যই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম) এবং তাফসীর গ্রন্থে (৪৭১২): অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: (হে তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা) এবং মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৯৪) (৩২৭) অধ্যায়: জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতী, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে। এবং দেখুন: নাজমুল মুতানাসির পৃষ্ঠা ১৪৯। এবং শাইখ মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদায়ী রচিত কিতাবুশ শাফাআহ।

৩ সূরা আল-আশ্বিয়া, আয়াত: ২৮।

৪ বুখারী: আল-ইলম (৯৯), এবং আহমদ (২/৩৭৩)।

৫ বুখারী: আল-ইলম (৯৯), এবং আহমদ (২/৩৭৩)।

(ص: 210)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

لسانه; ولسانه قلبه " 1 وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

" لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشارك بالله شيئاً " 2.

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لها في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. والله أعلم. وقد عرّف الإخلاص بتعريف حسن فقال: "الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه". اهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: "تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند

المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة.

1 البخاري: كتاب العلم (99) : باب الحرص على الحديث، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 483) وأحمد (2/ 307 ، 518) . وابن حبان (2594) .
2 مسلم: كتاب الإيمان (199) (338) : باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأئمة.

তার জিহ্বা; আর তার জিহ্বা হলো তার অন্তর। ১ এর প্রমাণ সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক নবীর জন্য একটি কবুলযোগ্য দুআ থাকে। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ দুআ (দুনিয়াতে) দ্রুত করে ফেলেছেন। আর আমি আমার দুআটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য জমিয়ে রেখেছি। আল্লাহর ইচ্ছায় এটি সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।" ২

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এখানে শায়খুল ইসলামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যা এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য হিসেবে কাজ করে। এটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তিনি ইখলাসের একটি উত্তম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন: "ইখলাস হলো একমাত্র আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির সংকল্প করা।" সমাপ্ত।

ইবনে কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রার হাদিসের মর্ম সম্পর্কে বলেন: "এই হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে তিনি তাঁর সুপারিশ লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে তাওহীদকে বিশুদ্ধ করাকে নির্ধারণ করেছেন। এটি মুশরিকদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা

মনে করে যে সুপারিশ লাভ করা যায় সুপারিশকারী গ্রহণ করে, তাদের উপাসনা করে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই মিথ্যা ধারণাকে খণ্ডন করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সুপারিশ লাভের কারণ হলো তাওহীদকে বিগ্ধ করা। তখনই আল্লাহ সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। আর মুশরিকের মূর্থতা হলো তার এই বিশ্বাস যে, সে যাকে বন্ধু বা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহর কাছে তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তার উপকারে আসবে, যেমনভাবে শাসক ও রাজাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে তাদের অনুগতদের উপকার করে থাকে। তারা জানে না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট কেউ সুপারিশ করতে পারবে না,

১ বুখারী: কিতাবুল ইলম (৯৯) : হাদীসের প্রতি আগ্রহ অনুচ্ছেদ, নাসাঈ আল-কুবরা গ্রন্থে যেমনটি রয়েছে তুহফাতুল আশরাফ (৯/ ৪৮৩) গ্রন্থে, আহমাদ (২/ ৩০৭, ৫১৮) এবং ইবনে হিব্বান (২৫৯৪)।

২ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৯৯) (৩৩৮) : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর উম্মতের জন্য সুপারিশের দু'আটি তুলে রাখা অনুচ্ছেদ।

(ص: 211)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} 1. وفي الفصل الثاني: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} 2 وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلي الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب مَنْ عقلها ووعاها". اهـ.

وذكر أيضاً - رحمه الله تعالى - أن الشفاعة ستة أنواع:

"الأول" الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم الصلاة والسلام - حتى تنتهي إليه صلي الله عليه وسلم فيقول: "أنا لها"، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد 3.

"الثاني" شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه.

"الثالث" شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم؛ فيشفع لهم أن لا يدخلوها.

"الرابع" شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلي الله عليه وسلم. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدّعوا من أنكرها، وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلal.

"الخامس" شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينزع فيها أحد. وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شافعاً، كما قال تعالى: {وَأُنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} 4.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيات.

الثانية: صفة الشفاعة المنفية.

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.

الخامسة: صفة ما يفعله صلي الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة، بل يسجد فإذا أذن له شفع.

السادسة: من أسعد الناس بها.

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.

الثامنة: بيان حقيقتها.

"السادس" شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده

1 سورة البقرة آية: 255.

2 سورة الأنبياء آية: 28.

3 جزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة العظمى. رواه البخاري: كتاب التوحيد

(7510): باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم

(193) (326) كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

4 سورة الأنعام آية: 51.

এবং তিনি শাফাআতের (সুপারিশের) অনুমতি প্রদান করেন না কেবল তার জন্য যার কথা ও কাজে তিনি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন: {কে আছে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?} ১। এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে: {এবং তাঁরা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করেন যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট} ২। আর একটি তৃতীয় পরিচ্ছেদ রয়ে গেছে, আর সেটি হলো এই যে, তিনি কোনো কথা ও কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হন না কেবল তাঁর তাওহীদ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণের মাধ্যমে। সুতরাং এই তিনটি পরিচ্ছেদ এমন যা সেই ব্যক্তির অন্তর থেকে শিরকের বৃক্ষকে উপড়ে ফেলে যে তা বুঝেছে এবং অনুধাবন করেছে।" সমাপ্ত।

তিনি (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) আরও উল্লেখ করেছেন যে, শাফাআত ছয় প্রকার:

"প্রথমটি" হলো শাফাআতে কুবরা (সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ), যা থেকে উলুল আযম রাসূলগণ (তাদের প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) বিরত থাকবেন, পরিশেষে তা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে পৌঁছাবে এবং তিনি বলবেন: "আমিই এর জন্য।" এটি তখন ঘটবে যখন সৃষ্টিজগত নবীদের নিকট আরজি জানাবে যেন তাঁরা তাদের

রবের নিকট সুপারিশ করেন যাতে তিনি তাদেরকে হাশরের ময়দানের অবস্থান থেকে মুক্তি দেন। এটি এমন এক শাফাআত যা কেবল তাঁর জন্যই নির্ধারিত, এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয় ৩।

"দ্বিতীয়টি" হলো জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ। আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর দীর্ঘ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত) হাদীসে এটি উল্লেখ করেছেন।

"তৃতীয়টি" হলো তাঁর উম্মতের একদল পাপিষ্ঠের জন্য সুপারিশ যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে; তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যেন তারা তাতে প্রবেশ না করে।

"চতুর্থটি" হলো তাওহীদপন্থী সেইসব পাপিষ্ঠদের জন্য সুপারিশ যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ)। সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত একযোগে এর ওপর ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন এবং যারা একে অস্বীকার করে তাদের তারা বিদআতি আখ্যা দিয়েছেন এবং চারদিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

"পঞ্চমটি" হলো জান্নাতবাসীদের এক দলের সওয়াব বৃদ্ধি এবং মর্যাদা সমুন্নত করার সুপারিশ; এটি এমন এক প্রকার যাতে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেনি। আর এর সবটুকুই কেবল ইখলাসওয়ালা ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী গ্রহণ করেনি, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {আর আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করুন যারা ভয় পায় যে তাদের রবের নিকট সমবেত করা হবে, এমতাবস্থায় যে আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না} ৪।

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আয়াতসমূহের তাফসীর।

দ্বিতীয়: অস্বীকৃত শাফাআতের বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়: স্বীকৃত শাফাআতের বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ: শাফাআতে কুবরার উল্লেখ, আর তা হলো মাকামে মাহমুদ।

পঞ্চম: তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করবেন তার বিবরণ যে, তিনি শাফাআত দিয়ে শুরু করবেন না, বরং তিনি সিজদা করবেন এবং যখন তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে তখন তিনি সুপারিশ করবেন।

ষষ্ঠ: এর মাধ্যমে কারা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে।

সপ্তম: এটি সেই ব্যক্তির জন্য হবে না যে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে।

অষ্টম: এর প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা।

"ষষ্ঠটি" হলো জাহান্নামবাসী তাঁর কিছু কাফির আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ যাতে তার আযাব হালকা করা হয়; এটি কেবল আবু তালিবের জন্যই খাস।

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫।

২ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৮।

৩ শাফাআতে উযমা সম্পর্কে আনাসের দীর্ঘ হাদীসের অংশ। এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী: কিতাবুত তাওহীদ (৭৫১০): মহান রবের কিয়ামতের দিন নবীদের ও অন্যদের সাথে কথোপকথন অধ্যায়। এবং মুসলিম (১৯৩) (৩২৬) কিতাবুল ঈমান: জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির বিবরণ অধ্যায়।

৪ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫১।

(ص: 212)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} 1.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة

قوله: باب "قول الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}."

سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في
حديث الباب. وإنك لتهدي

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: يقول تعالى لرسوله: إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ، أَي لَيْسَ إِلَيْكَ ذَلِكَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، كما قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} 2. وقال تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} 3.

قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول فَإِنْ أَمَرَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، وهو القادر عليه.

وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} 4 فَإِنَّهَا هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله، والدالُّ على دينه وشرعه.

وقوله: "في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يَا عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} 5. وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} .

1 سورة القصص آية: 56.

2 سورة البقرة آية: 272.

3 سورة يوسف آية: 103.

4 سورة الشورى آية: 52.

5 سورة التوبة آية: 113.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন} ১।

সহীহ গ্রন্থে ইবনুল মুসাইয়িব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো

তার উক্তি: পরিচ্ছেদ: "মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত} "।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হলো আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর আবু তালিবের মৃত্যু বরণ করা, যেমনটি এই পরিচ্ছেদের হাদীসে অচিরেই বিস্তারিত বর্ণিত হবে। আর নিশ্চয়ই আপনি হেদায়াত দান করেন...

ইবনে কাসীর -রহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেন: মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলছেন: হে মুহাম্মদ, নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, অর্থাৎ এটি আপনার ইখতিয়ারে নেই। আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া আর আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন। তাঁরই রয়েছে সুনিপুণ হিকমত এবং অকাট্য দলীল, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {তাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব আপনার ওপর নয়, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন} ২। মহান আল্লাহ আরও বলেন: {আর আপনি চাইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনয়নকারী নয়} ৩।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এখানে যে হেদায়াতটি অস্বীকার করা হয়েছে তা হলো তাওফীক এবং কবুল করার হেদায়াত, কারণ তার নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে এবং তিনিই তাতে সক্ষম। আর মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে হেদায়াত দান করেন} ৪-এ বর্ণিত হেদায়াত হলো পথপ্রদর্শন এবং বর্ণনার হেদায়াত। অতএব তিনি (রাসূল) হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনাকারী এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের দিকে পথপ্রদর্শক।

আর তার উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে ইবনুল মুসাইয়িব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট আসলেন, তখন তার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া এবং আবু জাহল উপস্থিত ছিল। তিনি তাকে বললেন: হে চাচা, আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন, এটি এমন এক কালেমা যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর নিকট আপনার পক্ষে সওয়াল করব। তখন

তারা দু'জন তাকে বলল: আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে তা বললেন এবং তারাও পুনরায় তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করল। শেষ পর্যন্ত সে যা বলল তা হলো: সে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর রয়েছে, এবং সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ না আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী} ৫। আর আল্লাহ আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল করলেন: {নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন}।"

১. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬।
২. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭২।
৩. সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৩।
৪. সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫২।
৫. সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১৩।

(ص: 213) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟

قوله: "في الصحيح" أي في الصحيحين. 1 وابن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.

وأبوه المسيب صحابي، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وكذلك جده حزن، صحابي استشهد باليامة.

قوله: "لها حضر أبا طالب الوفاة" أي علاماتها ومقدماتها.

قوله: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين. فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضاً مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخرون.

قوله: "يا عم" منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها؛ حذفت الياء هنا، وبقيت الكسرة دليلاً عليها.

قوله: "قل لا إله إلا الله" أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بها دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون، والمنافقون الذين يقولونها بالسنتهم وهم يعرفون معناها، لكن لا يعتقدونها، لها في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن؛ وفيها اليهود؛ وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هاجر، ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدواً كما هو مذكور في كتب الحديث والسير.

1 البخاري: كتاب التفسير (4772): باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومسلم: كتاب الإيمان (24) (39): باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزاع.

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে আসলেন, তখন সেখানে আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া এবং আবু জাহল উপস্থিত ছিল। তিনি তাকে বললেন: "হে চাচা! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন, এমন এক বাক্য যা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য আপনার অনুকূলে দলিল পেশ করব।" তারা দুইজন তাকে বলল: "আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছেন?"

তাঁর কথা: "সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে। ১. ইবনুল মুসাইয়িব: তিনি হলেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বিন হাযন বিন আবি ওয়াহাব বিন আমর বিন আইয বিন ইমরান বিন মাখযূম আল-কুরাশী আল-মাখযূমী। তিনি তাবিঈদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সাতজন ফকীহ ও আলিমের অন্যতম। হাদীস বিশারদগণ একমত যে, তাঁর 'মুরাসাল' হাদীসগুলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ। ইবনুল মাদীনী বলেন: তাবিঈদের মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী আমি কাউকে চিনি না। তিনি নব্বই হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর ছিল।

তাঁর পিতা মুসাইয়িব একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর দাদা হাযনও একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

তাঁর কথা: "যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো" অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ ও উপক্রমসমূহ প্রকাশ পেল।

তাঁর কথা: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন" - সম্ভাবনা আছে যে মুসাইয়িবও ওই দুইজনের সাথে উপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁরা দুইজনই বনু মাখযূম গোত্রের ছিলেন এবং তিনিও মাখযূমী ছিলেন। সে সময় তারা তিনজনই কাফির ছিলেন। পরবর্তীতে আবু জাহল কুফরী অবস্থায় নিহত হয় এবং বাকি দুইজন ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর কথা: "হে চাচা (ইয়া আন্নি)" - এটি একটি 'মুনাদা মুদাফ', যাতে 'ইয়া' বর্ণটি বহাল রাখা বা বিলুপ্ত করা উভয়ই জায়েয। এখানে 'ইয়া' বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং তার নিদর্শন হিসেবে 'কাসরা' (জের) অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

তাঁর কথা: "আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন" - তিনি তাকে এটি বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ আবু তালিব জানতেন এই বাক্যটি কিসের ইঙ্গিত দেয়। তা হলো আল্লাহর সাথে শিরক বর্জন করা এবং একমাত্র তাঁর জন্য ইবাদতকে নিবেদিত করা। কেননা যে ব্যক্তি জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি বলবে, সে শিরক ও মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত হবে এবং ইসলামে প্রবেশ করবে। কারণ তারা জানত এটি কিসের অর্থ বহন করে। সে সময়ে মক্কায় কেবল মুসলিম অথবা কাফিরই বিদ্যমান ছিল। তাই শিরক ত্যাগকারী ও তা থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী ছাড়া আর কেউ এটি বলত না। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় হিজরত করলেন, সেখানে একত্ববাদী মুসলিমদের পাশাপাশি মুনাজ্জিরাও ছিল যারা মুখে এটি বলত এবং এর অর্থও জানত, কিন্তু তাদের অন্তরে শত্রুতা ও সন্দেহের কারণে তারা এতে বিশ্বাস করত না। বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের সাথে থাকলেও অন্তরে ছিল না। সেখানে ইহুদীরাও ছিল; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের পর তাদেরকে সেখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করবে না, যেমনটি হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

১. বুখারী: কিতাবুত তাফসীর (৪৭৭২), পরিচ্ছেদ: নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারেন না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (২৪) (৩৯), পরিচ্ছেদ: মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির ইসলাম কবুল হওয়ার দলীল যতক্ষণ না মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়।

قوله: "كلمة" قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من "لا إله إلا الله"، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.

قوله: "أحاج لك بها عند الله" هو بتشديد الجيم من الحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته.

قوله: "فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟" ذكرناه الحجة البلعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: {فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} 1. وكقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} 2.

قوله: "فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداً" 3 فيه معرفتهما لمعنى "لا إله إلا الله"؛ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب. فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: "أنا رب الإبل، والبيت له رب يمنعه منك". وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنه قل "لا إله إلا الله" استكباراً عن العمل بمدلولها. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} 4 فرد عليهم بقوله: {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ} 5. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول "لا إله إلا الله" لدلالاتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالاتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة.

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن وأبي أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عَنْكَ". فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِينَ { 6. وَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ خَلْقِهِ - مِنْ هِدَايَةِ الْقُلُوبِ وَتَفْرِيجِ
الْكُرُوبِ؛ وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ،

1 سورة طه آية: 51.

2 سورة الزخرف آية: 23.

3 في قرّة العيون: فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم. ففيه
معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فأصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى
مع الردى.

4 سورة الصافات آية: 35-36.

5 سورة الصافات آية: 37.

6 سورة التوبة آية: 113.

তাঁর উক্তি: "কালিমা" (শব্দটি)। আল-কুরতুবী বলেছেন: এটি নসব (দ্বিতীয়া বিভক্তি) অবস্থায় রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে বদল (বিকল্প) হিসেবে, আর এটি রাফ' (প্রথমা বিভক্তি) অবস্থায় পড়াও জায়েয, তখন এটি একটি উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

তাঁর উক্তি: "আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য দলিল পেশ করব।" এটি 'জিম' বর্ণে তাশদীদ সহকারে 'মুহাজ্জাহ' (তর্ক বা দলিল পেশ করা) থেকে আগত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি তিনি সেই অবস্থায় এটি বলতেন তবে এর মাধ্যমে হুজত বা দলিল বর্ণনা করা। এতে একটি প্রমাণ রয়েছে যে, আমল শেষ পরিণতির ওপর নির্ভরশীল; কারণ তিনি যদি সেই অবস্থায় এর মাধ্যমে যা প্রমাণিত এবং যা বর্জনীয় (না-বাচক ও হ্যা-বাচক) সেটির বিশ্বাস রেখে এটি বলতেন, তবে তা তাঁর উপকারে আসত।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর তারা তাকে বলল: তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?" তারা তাঁকে সেই অভিশপ্ত দলিলের কথা স্মরণ করিয়ে দিল যা দিয়ে মুশরিকরা রাসূলদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করত; যেমন ফেরাউনের উক্তি মূসা (আ.)-এর প্রতি: "তবে পূর্ববর্তী যুগের লোকেদের অবস্থা কী?" ১। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "এভাবেই আপনার পূর্বে

যখনই আমি কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এক আদর্শের ওপর পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।" ২।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় তাঁর কাছে তা পেশ করলেন এবং তারাও পুনরায় তাই বলল।" ৩। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ জানত; কারণ তারা জানত যে আবু তালিব যদি এটি বলেন, তবে তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। কেননা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছিল আল্লাহর উলুহিয়াতে শিরক করা। আর রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তারা তা স্বীকার করত, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। আবদুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছিলেন: "আমি উটের মালিক, আর এই ঘরের (কাবার) একজন মালিক (প্রভু) আছেন যিনি একে তোমার থেকে রক্ষা করবেন।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর চাচাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে বললেন, তখন তাদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যটি ছিল এর মর্মার্থ অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন। যেমন মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে এবং তাদের মতো অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন: "তাদের যখন বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার করত। এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব?" ৪। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতিবাদে বলেছেন: "বরং তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছেন।" ৫। সুতরাং মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে তাদের অহংকার করার কারণ ছিল এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের তারা ইবাদত করত তাদের ইবাদতকে নাকচ করার ওপর প্রমাণ বহন করে। কেননা এই কালিমার সেই নাকচ করার ওপর প্রমাণ বহন করা হলো 'দালালাতে তাত্তামুন' (অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রমাণ) এবং এটি ও একনিষ্ঠতার (ইখলাস) ওপর প্রমাণ বহন করা হলো 'দালালাতে মুতবাকাহ' (সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণ)।

আবু তালিবকে ইসলামে হেদায়েত না দেওয়ার পেছনে রব্ব তাআলার অন্যতম হিকমত হলো তাঁর বান্দাদের নিকট এটি স্পষ্ট করে দেওয়া যে—

এবং তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ না আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়।" তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা নাযিল করলেন: "নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" ৬। এবং আল্লাহ

তাঁর নিকট তা নাযিল করেছেন, আর তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ এতে সক্ষম নন; সুতরাং যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে—যিনি তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ—অন্তরসমূহের হেদায়াত দান, বিপদ দূর করা, গুনাহ মাফ করা এবং আযাব থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকত—

১. সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫১।

২. সূরা যুখরুফ, আয়াত: ২৩।

৩. কুররাতুল উয়ুন-এ আছে: এতে অসং সঙ্গীদের অনিষ্টতা এবং তাদের সাহচর্য থেকে সতর্কতা ও তাদের কথা শোনার ব্যাপারে সাবধানতা রয়েছে। এতে কবির এই কথার অর্থ নিহিত রয়েছে: যখন কোনো কওমের সাথে চলবে, তখন তাদের সেরাদের সাথে চলবে, অধমদের সাথে চলবে না, অন্যথায় তাদের সাথে তুমিও ধ্বংস হবে।

৪. সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬।

৫. সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৭।

৬. সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩।

(ص: 215)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ونحو ذلك شيء؛ لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول! وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده، وإخلاص العمل له وتجريده.

قوله: "فكان آخر ما قال" الأحسن فيه الرفع على أنه اسم "كان" وجملة "هو" وما بعدها الخبر.

قوله: "هو على ملة عبد المطلب" الظاهر أن أبا طالب قال: "أنا" فغيره الراوي استقبحاً للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة؛ قاله الحافظ.

কোলে: "وأبي أن يقول لا إله إلا الله" قال الحافظ: "هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب".

قال المصنف رحمه الله "وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف".

أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيباً لنفس أبي طالب.

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل.

قال ابن فارس: مات أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً.

وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام.

قوله: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ } نزلت في أبي طالب

...এবং এই জাতীয় কিছু; তবে এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি হতেন তাঁর চাচা, যিনি তাঁকে বেষ্টন করে রাখতেন, রক্ষা করতেন, সাহায্য করতেন এবং আশ্রয় দিতেন। সুতরাং মহিমাম্বিত সেই সত্তা, যাঁর প্রজ্ঞা বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেয়! এবং তিনি বান্দাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে দিশা দেন যা তাদেরকে তাঁর পরিচয় ও একত্ববাদ এবং তাঁর জন্য আমলকে একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ করার পথ দেখায়।

তাঁর উক্তি: "তিনি সবশেষে যা বললেন" - এতে উত্তম হলো একে 'রাফ' (পেশ) প্রদান করা 'কান' (৩৬)-এর ইসিম হিসেবে এবং "হুয়া" (তিনি) ও পরবর্তী অংশটি খবর হিসেবে।

তাঁর উক্তি: "তিনি আব্দুল মুত্তালিবের আদর্শের ওপর রয়েছেন" - বাহ্যত আবু তালিব বলেছিলেন: "আমি", কিন্তু বর্ণনাকারী উল্লিখিত শব্দটিকে শ্রুতিকটু মনে করে তা পরিবর্তন করে দিয়েছেন; আর এটি উত্তম পরিবর্তনগুলোর অন্তর্ভুক্ত; হাফেজ (ইবনে হাজার) এটি বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "এবং তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করলেন" - হাফেজ বলেন: "আবু তালিবের থেকে এটি সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে এটি একটি তাকিদ বা জোরারোপ।"

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেন: "এর মধ্যে ওই ব্যক্তির রদ বা খণ্ডন রয়েছে যে আব্দুল মুত্তালিব ও তাঁর পূর্বপুরুষদের ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। আর এতে মানুষের ওপর অসৎ সঙ্গীদের অপকারিতা এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি অতি-ভক্তির অপকারিতার প্রমাণ রয়েছে।"

অর্থাৎ যখন তা শরীয়তসম্মত সীমার বাইরে চলে যায়, যার ফলে তাদের কথাকে দলীল হিসেবে গণ্য করা হয় যার দিকে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফিরে যাওয়া হয়। তাঁর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ না আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়" - ইমাম নববী বলেন: "এতে কসম করতে না বলা সত্ত্বেও কসম করার বৈধতা রয়েছে। আর এখানে কসমটি ছিল ক্ষমা প্রার্থনার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করার মাধ্যমে আবু তালিবের মনে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য।"

আবু তালিবের মৃত্যু মক্কায় হিজরতের কিছুকাল আগে হয়েছিল।

ইবনে ফারেস বলেন: আবু তালিব যখন মারা যান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ঊনপঞ্চাশ বছর আট মাস এগারো দিন।

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালিবের মৃত্যুর আট দিন পর ইস্তেকাল করেন।

তাঁর উক্তি: {নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়} - এটি আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

(ص: 216) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} 1 { 2
3"

فيه مسائل:

الأولى: تفسير {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} 4. الثانية: تفسير قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} 5 الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. فإن الآيتين بآلفاء البفيدة للترتيب في قوله: "فأنزل الله" بعد قوله: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" يفيد ذلك.

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباباً أخر، فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول قد تتعدد.

1 الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإيمان والطاعة، وتسديده على صراط الله المستقيم وتثبيته عليه، وهذه مختصة بالله تعالى؛ لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن يهد الله فما له من مضل، ومن يضل فما له من هاد. وهي المنفية في الآية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره من باب أولى. فمن ادعاهما من مشايخ الطرق الصوفية ونحوهم، وزعم أنه يدخل قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها على ما يريد، فهو كاذب ضال مضل. ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله.

وتطلق على العلم والدلالة والإرشاد بالقرائن ونحوه على طريق النجاة والسعادة، وهذه يقدر عليها المخلوق وهي المثبتة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم).

وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها فيرشدوا الناس ويهدوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى صراط الله المستقيم. وأكثر الناس لا يميز الفرق

بين الهدايتين. فبعضهم يعتدي على الحدود وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتجاً بالآية (إنك لا تهدي من أحببت.. إلخ. وهذا وذاك جهل وضلال.

2 سورة القصص آية: 56.

3 البخاري: الجنائز (1360) ، ومسلم: الإيمان (24) ، والنسائي: الجنائز (2035) ، وأحمد (433/5) .

4 سورة القصص آية: 56.

5 سورة التوبة آية: 113.

এবং আল্লাহ আবু তালিবের বিষয়ে নাযিল করেছেন: {নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন} ১} ২ "৩।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি: {নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন} ৪ - এর তাফসীর। দ্বিতীয়টি: আল্লাহর এই বাণীর তাফসীর: {নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্তীয় হয়; তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী} ৫ - এই আয়াতটি, অর্থাৎ তাদের জন্য এটি করা উচিত নয়। এটি সংবাদ প্রদানকারী বাক্য যা নিষেধের অর্থ প্রকাশ করে। প্রকাশ্যত এই আয়াতটি আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কারণ 'অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন' কথাটিতে 'ফা' (অতঃপর) অক্ষরটি পর্যায়ক্রম নির্দেশ করে, যা 'আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়' - এই উক্তি পরে আসার কারণে বিষয়টি স্পষ্ট করে। উলামায়ে কেরাম এই আয়াত নাযিলের আরও কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন, এতে কোনো বৈপরীত্য নেই; কারণ নাযিলের কারণ (শানে নুযূল) একাধিক হতে পারে।

১ হিদায়াত শব্দটি অন্তরে হিদায়াত সৃষ্টি করা এবং তাকে পথভ্রষ্টতা, কুফরী ও পাপাচার থেকে হিদায়াত, ঈমান ও আনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করা, এবং তাকে আল্লাহর সরল পথে পরিচালিত করা ও তার ওপর অবিচল রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়; এটি মহান আল্লাহর জন্য

নির্দিষ্ট; কারণ তিনিই সেই সত্তা যিনি অন্তরসমূহকে পরিবর্তন করেন, এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন ও যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন তার কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো হিদায়াতকারী নেই। এই প্রকার হিদায়াতই আয়াতে নবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এবং অন্যদের থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং সুফি তরিকার যেসব মাশায়েখ বা তাদের সমগোত্রীয়রা এই ক্ষমতার দাবি করে এবং দাবি করে যে তারা তাদের মুরীদ ও শিষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, তাদের অন্তরের অবস্থা জানতে পারে এবং তাদের ইচ্ছামত সেগুলো পরিচালনা করতে পারে, সে মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী। আর যে ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করবে সে পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপকারী।

আর হিদায়াত শব্দটি দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে মুক্তি ও সৌভাগ্যের পথে জ্ঞান দান, দিকনির্দেশনা ও পথপ্রদর্শন করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সৃষ্টি এই প্রকার হিদায়াতের সামর্থ্য রাখে এবং আল্লাহর এই বাণীতে নবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জন্য এই হিদায়াতই সাব্যস্ত করা হয়েছে: (আর নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে হিদায়াত দান করেন)।

আল্লাহ ইলমের অধিকারীদের ওপর এটি ওয়াজিব করেছেন যে তারা যেন মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর সরল পথের দিকে পথনির্দেশ ও হিদায়াত প্রদান করে। অধিকাংশ মানুষ এই দুই প্রকার হিদায়াতের মধ্যকার পার্থক্য করতে পারে না। ফলে তাদের কেউ কেউ সীমানা লঙ্ঘন করে, আবার কেউ কেউ (নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না...) ইত্যাদি আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করে। এই উভয়টিই মূর্খতা ও বিভ্রান্তি।

২ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬।

৩ বুখারী: জানাযা (১৩৬০), মুসলিম: ঈমান (২৪), নাসাঈ: জানাযা (২০৩৫), আহমাদ (৫/৪৩৩)।

৪ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬।

৫ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩।

قال الحافظ: "أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير، 1
الثالثة: هي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: " قل: لا إله إلا الله " بخلاف ما عليه من يدعي العلم 2.

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: " قل: لا إله إلا الله " فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.

السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك.
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.

العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك.

فأنزل الله بعد ذلك { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } 3 الآية.
ونزل في أبي طالب: { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } 4 كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح". انتهى.

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.

1 ساق البخاري قصة موت أبي طالب في كتاب الجنائز في الباب الحادي والثمانين. ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، بل حوله إلى التفسير. وساقه في تفسير سورة براءة فحول الحافظ تفصيل القول فيه إلى سورة القصص.

2 كثير من أدعياء العلم يجهلون "لا إله إلا الله" فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهراً بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان، واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله واتخاذ أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلوا أن معنى "لا إله إلا الله" البراءة من عبادة غير الله؛ وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة، يدل على ذلك قول الله: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى). وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله. ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، وقال: "لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد" كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافياً، ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون (لا إله إلا الله) أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن. ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.

3 سورة التوبة آية: 113.

4 سورة القصص آية: 56.

হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেছেন: "দ্বিতীয় আয়াতের অবতরণের বিষয়টি আবু তালিবের ঘটনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট। আর এর আগের আয়াতের অবতরণের ব্যাপারে কিছুটা পর্যালোচনা রয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কিত আয়াতটি আবু তালিবের (মৃত্যুর) বেশ কিছুকাল পর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি তার এবং অন্যদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ হুকুম। তাফসীরে সামনে যা আসবে তা বিষয়টি স্পষ্ট করবে।" ১

তৃতীয়: এটি একটি বড় বিষয়, আর তা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই)-এর ব্যাখ্যা, যা তথাকথিত জ্ঞান দাবিদারদের ধারণার বিপরীত। ২

চতুর্থ: আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল যখন তিনি সেই ব্যক্তিকে (আবু তালিবকে) বলেছিলেন: "বলুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করুন যার চেয়ে আবু জাহেল ইসলামের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অধিক অবগত ছিল।

পঞ্চম: তার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তার গুরুত্বারোপ।

ষষ্ঠ: আব্দুল মুত্তালিব ও তার পূর্বপুরুষদের ইসলাম গ্রহণের দাবিদারদের প্রতি উত্তর।

সপ্তম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা না করা, বরং তা থেকে নিষেধ করা।

অষ্টম: মানুষের ওপর অসৎ সংস্কারের ক্ষতিকর প্রভাব।

নবম: পূর্বপুরুষ ও বড়দের প্রতি অতি ভক্তির কুফল।

দশম: জাহেলিয়াতের লোকদের এ বিষয়টিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা।

এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: {নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে} ৩ - আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আর আবু তালিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে: {নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না} ৪ - এ সবই স্পষ্ট করে যে তিনি ইসলাম বহির্ভূত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। সুহাইলি যা উল্লেখ করেছেন যে মাসউদী-র কিছু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা দুর্বল; কারণ এই ধরনের বর্ণনা সহীহ হাদিসের বিরোধী হতে পারে না।" সমাপ্ত।

আর এতে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়; কারণ যখন তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই হারাম, তখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তো আরও বেশি নিষিদ্ধ।

১ বুখারী আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা 'জানাজা' অধ্যায়ের ৮১তম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ (ইবনে হাজার) ফাতহুল বারীতে সেখানে এর ওপর আলোচনা করেননি, বরং একে তাফসীর অধ্যায়ের দিকে সোপর্দ করেছেন। তিনি এটি সূরা বারআ-র তাফসীরে উল্লেখ

করেছেন এবং হাফেজ বিস্তারিত আলোচনার বিষয়টি সূরা আল-কাসাস-এর দিকে সোপর্দ করেছেন।

২ তথাকথিত জ্ঞান দাবিদারদের অনেকেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সম্পর্কে অজ্ঞ, ফলে তারা যারা কেবল এই বাক্যটি উচ্চারণ করে তাদেরকেই মুসলিম বলে গণ্য করে, যদিও সে প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত থাকে। যেমন কবর পূজা, মৃতদের পূজা ও মূর্তিপূজা করা, দ্বীনের অকাট্যভাবে হারাম বিষয়গুলোকে হালাল মনে করা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া বিচার করা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও ধর্মগুরুদের রব হিসেবে গ্রহণ করা। এই মূর্খদের যদি অনুধাবন করার মতো হৃদয় থাকত, তবে তারা জানত যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা; এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুক আদায়ের অঙ্গীকার ও চুক্তি প্রদান করা। আল্লাহর এই বাণী একথাই প্রমাণ করে: (যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারিজিদের অধিক সালাত, সিয়াম এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সমৃদ্ধ কুরআন পাঠের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের ওপর কুফরির হুকুম দিয়েছেন এবং তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেমনভাবে তীর লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি বলেছেন: "আমি যদি তাদের পেতাম তবে আদ জাতির ন্যায় তাদের হত্যা করতাম", যেমনটি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বর্ণিত হয়েছে। যদি কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হতো, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ ও শত্রুতা সৃষ্টি হতো না, যারা এই যমানার তথাকথিত পণ্ডিতদের চেয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র অর্থ বেশি বুঝত। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা সত্য অনুধাবন করতে পারে না।

৩ সূরা আত-তাওবা আয়াত: ১১৩।

৪ সূরা আল-কাসাস আয়াত: ৫৬।

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.

একাদশ: কর্মসমূহ শেষ পরিণতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রমাণ; কারণ তিনি যদি তা বলতেন, তবে তা অবশ্যই তাঁর উপকারে আসত।

দ্বাদশ: পথভ্রষ্টদের হৃদয়ে এই সংশয়ের বিশালতা সম্পর্কে চিন্তা করা; কেননা এই ঘটনায় দেখা যায় যে, তারা এটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করেনি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অত্যধিক প্রচেষ্টা এবং বারবার বলা সত্ত্বেও, তাদের কাছে এর বিশালতা ও স্পষ্টতার কারণে তারা কেবল এ টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(ص: 218)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: "ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين"
وقول الله عز وجل: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ}
1.

قوله: "باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين".
قوله: "تركهم" بالجر عطفًا على المضاف إليه. وأراد المصنف - رحمه الله تعالى -
بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب
عُصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا
الله.

قوله: "وقول الله عز وجل": {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ} 2 الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب - وإن كان لأهل الكتاب - فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلي الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى، واليهود في العزيز 3 كما قال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

1 سورة النساء آية: 171.

2 سورة النساء آية: 171.

3 في قرّة العيون: وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظماً ونشراً كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا)، فكرة ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة؟ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث - إن شاء الله تعالى -، وقول القائل: "ما شاء الله وشئت"، فقال: أ جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده".

পরিচ্ছেদ: আদম সন্তানের কুফরিতে লিপ্ত হওয়া এবং তাদের দ্বীন ত্যাগ করার কারণ যে নেককার লোকেদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা—সেই প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে এবং মহামহিম আল্লাহর বাণী: {হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না।} ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: আদম সন্তানের কুফরিতে লিপ্ত হওয়া এবং তাদের দ্বীন ত্যাগ করার কারণ যে নেককার লোকেদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা—সেই প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে।"

তাঁর কথা: "তাদের ত্যাগ করা" শব্দটি مَدْلُجْ ইলাইহির সাথে সমন্বিত হওয়ার কারণে 'জের' (জার) অবস্থায় রয়েছে। লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—এখানে নেককার লোকেদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উলুহিয়াতে যে শিরকের দিকে ধাবিত হয় তা বর্ণনা করতে চেয়েছেন; যা আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর এটি তাওহীদের পরিপন্থী যা ইখলাসের কালিমা: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই"—এই সাক্ষ্য প্রদান দ্বারা প্রমাণিত হয়।

তাঁর কথা: "এবং মহামহিম আল্লাহর বাণী": {হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ।} ২। 'গুলু' (বাড়াবাড়ি) হলো: কথা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন করা। অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহ যে মর্যাদা দিয়েছেন তার চেয়ে উপরে উঠিও না এবং তাকে এমন মর্যাদা দিও না যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়। এই সম্বোধন যদিও আহলে কিতাবদের প্রতি করা হয়েছে, তবে তা ব্যাপক এবং সমগ্র উম্মাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে সতর্ক করা যাতে তারা তাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি তেমন আচরণ না করে যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.) এবং ইহুদিরা উযাইর (আ.)-এর ব্যাপারে করেছিল ৩। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তার জন্য তাদের অন্তর বিগলিত হবে?} ৪

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৭১।

২ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৭১।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে আছে: ইবাদতের ক্ষেত্রে এই শিরক এই উম্মাতের মধ্যে কবিতা ও গদ্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে, যেমনটি বুসিরি, বুরাঈ এবং অন্যদের কথায় পাওয়া যায়। তাদের এই বাড়াবাড়ি ও শিরক মূলত আল্লাহ, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ। এই জাহেলরা যেখানে পতিত হয়েছে, সেখানে সেই ব্যক্তির কথার কী অবস্থান যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল: (আপনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান, আপনি আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির সন্তান)। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি চরমভাবে অপছন্দ করেছিলেন;

যেমনটি ইনশাআল্লাহ এই হাদিসের আলোচনায় সামনে আসবে। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তির কথা:
"যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন", তখন তিনি বলেছিলেন: "তুমি কি আমাকে
আল্লাহর সমকক্ষ বানালে? বরং কেবল যা আল্লাহ এককভাবে চেয়েছেন"।

(ص: 219)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ { 1 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني
كما أطرت النصارى ابن مريم " 2 ويأتي.

فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد اتخذها إلهاً، وضاهأ النصارى في شركهم،
وضاهأ اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه
وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطوا، واليهود فرطوا. وقال تعالى: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} 3. ففي
هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى، وغلا في
الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية
من الرافضة، فأمر بأخايد خُدت لهم عند باب كندة⁴ فقتلهم فيها. واتفق
الصحابه على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق.
وهو قول أكثر العلماء.

قوله: "في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {وَقَالُوا لَا
تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} 5

فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسبوا بأسبائهم، ففعلوا؛ ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت". قوله: "وفي الصحيح" أي صحيح البخاري.

1 سورة الحديد آية: 16.

2 البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3445) : باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها.) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3 سورة البائدة آية: 75.

4 باب من أبواب الكوفة. الغلاة المحرقون: هم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه. قالوا: إن علياً إلههم، فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة، وخلق شيع؛ وفتح ثغرة في صفوف المسلمين. وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثير ممن أطاعه وأله علياً وأبناءه وكفر بالله ورسوله وعادى علياً والمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

5 سورة نوح آية: 23.

সত্য হতে, এবং তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো, ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল; আর তাদের অধিকাংশ হলো পাপাচারী। ১ এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার অতি প্রশংসা করো না যেভাবে খ্রিস্টানরা মরিয়ম-পুত্রের অতি প্রশংসা করেছিল।" ২ এবং এটি সামনে আসবে।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী বা ওলীকে ডাকে, সে তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল এবং সে তার শিরকের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখল আর অবহেলার ক্ষেত্রে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য রাখল। কেননা খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে

বাড়াবাড়ি করেছিল, আর ইহুদিরা তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছিল, তাঁকে গালি দিয়েছিল এবং তাঁর মর্যাদা খাটো করেছিল। সুতরাং খ্রিস্টানরা সীমালঙ্ঘন করেছে আর ইহুদিরা অবহেলা করেছে। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মরিয়ম-পুত্র মসীহ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন, যাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। আর তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন।" ৩ এই আয়াত ও এর সমরূপ আয়াতগুলোতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই উম্মতের মধ্যে যারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ করবে এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা অবহেলার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করবে, তারা তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করল। তিনি বলেন: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাফেজীদের মধ্য হতে বাড়াবাড়িকারীদের আগুনে পুড়িয়েছিলেন। তিনি কিন্দাহ দরজার ৪ নিকট তাদের জন্য গর্ত খুঁড়তে আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করেছিলেন। সাহাবীগণ তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মাযহাব ছিল যে, পুড়িয়ে মারা ছাড়াই তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করতে হবে। আর এটিই অধিকাংশ আলেমের মত।

তাঁর উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে: 'এবং তারা বলেছিল—তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে।'" ৫

তিনি বলেন: "এগুলো নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের নেককার ব্যক্তিদের নাম। যখন তারা মারা গেলেন, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের কাছে এই মর্মে ওহী (কুমন্ত্রণা) পাঠাল যে: যেসব মজলিসে তারা বসতেন সেখানে কিছু স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করো এবং সেগুলোকে তাঁদের নামেই নামকরণ করো। তারা তাই করল; তখন সেগুলোর ইবাদত করা হয়নি। কিন্তু যখন ওই প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেল এবং ইলম (জ্ঞান) বিস্মৃত হলো, তখন সেগুলোর ইবাদত শুরু হলো।" তাঁর উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ সহীহ বুখারীতে।

১ সূরা আল-হাদীদ আয়াত: ১৬।

২ বুখারী: আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের হাদীসসমূহ অধ্যায় (৩৪৪৫): আল্লাহ তাআলার বাণী: (এবং কিতাবে মরিয়মের কথা স্মরণ করো যখন সে তার পরিবার হতে পৃথক হয়েছিল...) অনুচ্ছেদ, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

৩ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৭৫।

৪ কুফার একটি প্রবেশদ্বার। দাহ্যকারী বাড়াবাড়িকারীরা হলো: আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদি ও তার অনুসারীরা। তারা বলেছিল যে, আলী তাদের ইলাহ; তিনি তাদেরকে নিষেধ করলেন কিন্তু তারা বিরত হলো না, ফলে তিনি তাদেরকে পুড়িয়ে দিলেন। ইবনে সাবা এর মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি করা এবং দলাদলি তৈরি করা এবং মুসলিমদের কাতারে ফাটল ধরাতে চেয়েছিল। আর এই অভিশপ্ত ইহুদি যা চেয়েছিল তা সংঘটিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন অনেককে পাওয়া গেছে যারা তার আনুগত্য করেছে এবং আলীকে ও তাঁর সন্তানদের ইলাহ বানিয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং আলী ও মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই, কোনো সামর্থ্য নেই।

৫ সূরা নূহ আয়াত: ২৩।

(ص: 220)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما "ود" فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما "سواع" فكانت لهذيل. وأما "يغوث" فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما "يعوق" فكانت لهمدان. وأما "نسر" فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين في قوم نوح - إلى آخره". وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا.

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس "أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة؛

فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقون البطر. فعبدوهم".

قوله: "أن انصبوا" هو بكسر الصاد المبهلة.

قوله: "أنصباً" جمع نُصب، والبراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم، وسبواها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثاناً. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبراً أو مشهداً أو صورة أو غير ذلك 1.

1 في قرّة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلماً إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله، من قبر أو مشهد، أو صنم، أو طاغوت، فالأصل في عبادته هو الغلو. كما لا يخفى على ذوي البصائر. كما جرى لأهل مصر وغيرهم؛ فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون، ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة. وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني؛ كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخري الحنابلة وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة. كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل

الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا. وفي الحجاز واليمن وغيرها من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم للشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك"، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: "لبيك لا شريك لك"، فقال الشيخ: "إلا شريكا هو لك". فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا؟ فقال الشيخ: "تملكه وما ملك". فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمرو. فدانت بها العرب.

এই বর্ণনাটি গ্রন্থকার সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। বুখারীতে বর্ণিত শব্দসমূহ হলো: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব মূর্তির উপাসনা করা হতো, পরবর্তীতে আরবদের মাঝে সেগুলোরই প্রচলন ঘটে। 'ওয়াদ্দ' ছিল দুমাতুল জানদাল নামক স্থানে কালব গোত্রের মূর্তি। 'সুওয়া' ছিল হুযায়ল গোত্রের। 'ইয়াগুস' ছিল মুরাদ গোত্রের এবং পরবর্তীতে সাবার নিকটবর্তী জুরফ নামক স্থানে বনু গুত্বায়ফ গোত্রের। 'ইয়াউক' ছিল হামদান গোত্রের। আর 'নাসর' ছিল হিমইয়ার গোত্রের যুল-কুলা পরিবারের। এগুলো ছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের কিছু নেককার লোকের নাম - শেষ পর্যন্ত।" ইকরিমা, যাহহাক এবং ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীর বলেন: ইবনে হুমাইদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মিহরান সুফিয়ান থেকে, তিনি মূসা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণনা করেন যে, "ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর ছিলেন আদম সন্তানদের মধ্যে নেককার ব্যক্তি। তাঁদের অনেক অনুসারী ছিল যারা তাঁদের অনুসরণ করত। যখন তাঁরা মারা গেলেন, তখন তাঁদের সঙ্গীরা বলল: আমরা যদি তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরি করি, তবে তা আমাদের ইবাদতে অধিক আগ্রহী করে তুলবে। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরি করল। যখন তারা (সঙ্গীরা) মারা গেল এবং পরবর্তী প্রজন্ম আসল, তখন ইবলিস তাদের নিকট গিয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল: তারা (পূর্বসূরীরা) তো

তাদেরই ইবাদত করত এবং তাঁদের মাধ্যমেই বৃষ্টি প্রার্থনা করত। ফলে তারা তাঁদের ইবাদত শুরু করল।"

(গ্রন্থকারের) উক্তি: "তোমরা স্থাপন করো" এখানে 'সা' বর্ণে কাসরা (জের) হবে।

(গ্রন্থকারের) উক্তি: "প্রতিমাগুলো" এটি 'নুসুব'-এর বহুবচন। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐসব নেককার লোকদের প্রতিকৃতিতে তৈরিকৃত মূর্তি যা তারা তাদের মজলিসগুলোতে স্থাপন করেছিল এবং সেগুলোকে তাঁদের নামেই নামকরণ করেছিল। ইবনে আব্বাসের হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায় যে, মূর্তিগুলোকে 'আওসান' (প্রতিমা) বলা হয়। সুতরাং 'ওয়াসান' শব্দটি আল্লাহর পরিবর্তে উপাসিত সকল মাবুদকেই অন্তর্ভুক্ত করে, চাই সেই মাবুদ কোনো কবর হোক, কোনো মাজার হোক, কোনো প্রতিকৃতি হোক কিংবা অন্য কিছু।

১. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে আছে: নেককার লোকদের প্রতিকৃতিতে তৈরিকৃত এই মূর্তিগুলো এভাবে তাদের ইবাদতের সোপানে পরিণত হয়। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুই ইবাদত করা হয়, চাই তা কবর হোক, মাজার হোক, মূর্তি হোক বা তাগুত হোক—তার ইবাদতের মূল উৎস হলো 'গুলু' বা বাড়াবাড়ি, যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়। যেমনটি মিসরের অধিবাসী ও অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে; তাদের সবচেয়ে বড় উপাস্য হলো আহমাদ আল-বাদাবী, যার কোনো বংশীয় পরিচয়, শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান বা ইবাদতের কথা জানা যায় না। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের শ্রেষ্ঠ মাবুদ হয়ে উঠেছেন, যদিও তার ব্যাপারে কেবল এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি একদিন জুমার দিনে মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে প্রস্রাব করে দেন এবং সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে যান। সাখাবী এটি আবু হাইয়ান থেকে উল্লেখ করেছেন। শয়তান তাদের নিকট তার ইবাদতকে সুশোভিত করেছে, ফলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তিনি মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন, আগুন নেভান এবং নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। তারা তাঁর প্রতি উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং গায়েবি জ্ঞানের বিশ্বাস আরোপ করেছে এবং মনে করত যে তিনি দূরদেশ থেকেও তাদের কথা শোনে এবং ডাকে সাড়া দেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা তাঁর কবরের চৌকাঠে সেজদা করে। ইরাক ও ওমানের আশেপাশের লোকজন আব্দুল কাদির জিলানীর ব্যাপারে তেমন বিশ্বাসই রাখত যেমনটি মিসরবাসীরা বাদাবীর ব্যাপারে রাখে। অথচ আব্দুল কাদির ছিলেন পরবর্তী যুগের একজন হাম্বলী আলেম এবং তাঁর 'আল-গুনিয়া' নামক কিতাব রয়েছে। তাঁর পূর্বের ও পরের অনেক হাম্বলী আলেম জ্ঞান ও যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতায় তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে তাঁর মাঝে যুহদ ও ইবাদত ছিল, কিন্তু মানুষ

তাঁকে নিয়ে চরম ফিতনায় লিপ্ত হয়েছে। যেমনটি রাফেযীরা আহলে বাইতের ব্যাপারে করে থাকে। এর মূল কারণ হলো এই 'গুলু' বা বাড়াবাড়ি এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার (কারামত) দাবি। অথচ তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের থেকেও কারামত প্রকাশিত হয়েছে, যেমন কিছু সাহাবী ও তাবেয়ী। শিরকপন্থীদের অবস্থা এমনই হয় যাদের নিয়ে তারা ফিতনায় পড়ে। এর চেয়েও ভয়াবহ হলো সিরিয়াবাসীদের ইবনে আরাবীর ইবাদত করা; সে হলো 'ওয়াহদাতুল উজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) পন্থীদের ইমাম, যারা পৃথিবীর সবচেয়ে কাফের গোষ্ঠী। মিসর ও অন্যান্য স্থানে যাদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা হয় তাদের অধিকাংশেরই কোনো ফযীলত বা দ্বীনদারি নেই। এই দাওয়াতের পূর্বে নজদ অঞ্চলে এবং হিজাজ, ইয়েমেন ও অন্যান্য স্থানেও তাগুত, গাছ, পাথর ও কবরের ইবাদত এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যা এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছিল; যেমন তাদের জিনের ইবাদত করা এবং জিনের কাছে সুপারিশ কামনা করা। এর মূল উৎস হলো শয়তান কর্তৃক বাড়াবাড়িকে সুশোভিত করা। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ থেকে তালবিয়া ছিল: 'লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক'। আমর ইবনে লুহাই আল-খুযাইর সময় পর্যন্ত এটিই ছিল। একদিন সে যখন তালবিয়া পাঠ করছিল, শয়তান এক বৃদ্ধের বেশে তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে লাগল। আমর বলল: 'লাব্বায়িকা লা শারীকা লাকা', তখন বৃদ্ধ শয়তানটি বলল: 'তবে আপনার একজন অংশীদার আছে'। আমর তা অস্বীকার করে বলল, এটা কী? বৃদ্ধ বলল: 'আপনি তার মালিক এবং সে যার মালিক তারও আপনি মালিক'। বৃদ্ধ বলল যে এতে কোনো সমস্যা নেই। তখন আমর এটি বলতে শুরু করল এবং আরবরা একে গ্রহণ করে নিল।

(ص: 221)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وسبوا بأسبائهم. ففعلوا لم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت "1
قوله: "حتى إذا هلك أولئك" أي الذين صوروا تلك الأصنام.

قوله: "وُنُسي العلم". ورواية البخاري: "وينسخ" وللشمسيهني: "ونسخ العلم" أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله.

قوله: "عبدت" لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر، هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة. كما قال تعالى: {الْمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ} 2. وهذا يفيد الحذر

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف "لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم".

من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسناً. فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة: أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيها هو أعظم من

1 البخاري: تفسير القرآن (4920) .

2 سورة يس آية: 60-61-62.

এবং তাদের নামানুসারেই সেগুলোর নামকরণ করল। তারা তা করল, কিন্তু তখন সেগুলোর পূজা করা হতো না। অবশেষে যখন তারা মারা গেল এবং ইলম বিস্মৃত হয়ে গেল, তখন সেগুলোর পূজা শুরু হলো। ১

তাঁর উক্তি: "অবশেষে যখন তারা মারা গেল" অর্থাৎ যারা ওই মূর্তিগুলো তৈরি করেছিল।

তাঁর উক্তি: "এবং ইলম বিস্মৃত হয়ে গেল"। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে: "এবং বিলুপ্ত হয়ে গেল", আর কুশমিহিনীর বর্ণনায় রয়েছে: "এবং ইলম বিলুপ্ত হলো" অর্থাৎ আলেমদের চলে যাওয়ার মাধ্যমে ইলমের চিহ্নসমূহ মিটে গেল এবং মূর্ত্যতা ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি তারা তাওহীদ ও

শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছিল না। ফলে তারা এই ধারণায় শিরকে লিপ্ত হলো যে, এটি আল্লাহর নিকট তাদের উপকার করবে।

তাঁর উক্তি: "সেগুলোর পূজা শুরু হলো" যখন ইবলিস তাদের বলল: তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পূজা করত এবং তাদের অসিলায় তারা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হতো। সে-ই তাদের কাছে মূর্তিপূজাকে সুশোভিত করেছিল এবং তাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছিল। ফলে প্রকৃতপক্ষে সে-ই তাদের উপাস্যে পরিণত হলো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো, এটিই সরল পথ। আর সে তোমাদের মধ্যে বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে, তবে কি তোমরা বুঝতে পারোনি?} ২। এটি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: একাধিক সালাফ বলেছেন, "যখন তারা মারা গেল, তখন তারা তাদের কবরের ওপর অবস্থান করতে শুরু করল, তারপর তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করল, অতঃপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাদের পূজা শুরু করল।"

এটি বাড়াবাড়ি ও শিরকের মাধ্যমসমূহ থেকে সতর্ক করে, যদিও সেটির উদ্দেশ্য ভালো ছিল। কারণ শয়তান তাদের নেককার লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও তাদের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে শিরকে প্রবেশ করিয়েছিল। যেমনটি এই উম্মতের ক্ষেত্রেও ঘটেছে: সে তাদের সামনে নেককারদের সম্মান ও ভালোবাসার আবরণে বাড়াবাড়ি ও বিদআতকে প্রকাশ করেছে; যাতে তাদের এর চেয়েও বড় কোনো পাপে লিপ্ত করতে পারে।

১ বুখারী: তাফসীরুল কুরআন (৪৯২০)।

২ সূরা ইয়াসীন আয়াত: ৬০-৬১-৬২।

ذلك من عبادتهم لهم من دون 1 الله. وفي رواية: "أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله" أي يرجون شفاعته أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسبوا بأسبائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفائهم بطلبها منهم: شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات.

قوله: "وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم".
قوله: "وقال ابن القيم رحمه الله" هو الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف؛ صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة.

قوله: "وقال غير واحد من السلف" هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه

1 وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم، وبناء القباب عليها، وسترها بالأسفار، وإيقاد السرج، وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. وإلا فكم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرهما؛ هم أفضل آلاف البرات من أمثال البدوي والدسوقي؛ بل نعالهم أشرف وأكرم من هذا البدوي وأضرابه لا يعرفهم أولئك المشركون؛ لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان. ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للبوعظة وتذكر الدار الآخرة، تلك القبور التي نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس وأبعدهم عن

هدى الإسلام الذي لا يعرف تلك القباب، وإنما يعرف القبور التي لا يبني عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالأسفار الحرير وغيرها؛ فإنه من أمحل المحال الاعتاظ بهذه الأوثان والأنصاب، ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبورا تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها تحقيقاً لما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعث علي بن أبي طالب به إلى اليمن صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور.

এটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি ইবাদত করার অন্তর্ভুক্ত। এক বর্ণনায় রয়েছে: "তারা বলেছিল: আমাদের পূর্বপুরুষরা এদেরকে কেবল এ জন্যই সম্মান করেছিল যে, তারা আল্লাহর নিকট এদের সুপারিশ প্রত্যাশা করত।" অর্থাৎ তারা সেই পুণ্যবান ব্যক্তিদের সুপারিশ প্রত্যাশা করত যাদের অবয়বে তারা এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছিল এবং তাদের নামানুসারে এগুলোর নামকরণ করেছিল। এখান থেকে জানা যায় যে, সুপারিশকারী গ্রহণ করা এবং তাদের কাছে চাওয়ার মাধ্যমে তাদের সুপারিশের আশা করা আল্লাহর সাথে শিরক, যেমনটি পূর্বে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: সালাফদের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন: যখন তারা মারা গেল, তখন তারা তাদের কবরের ওপর অবস্থান গ্রহণ করল, অতঃপর তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করল, এরপর যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো, তখন তারা তাদের ইবাদত করতে শুরু করল।"

তাঁর বক্তব্য: "ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন" - তিনি হলেন ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব আয-যারয়ি আদ-দিমাশকি, যিনি ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ নামে পরিচিত। হাফেজ সাখাভী বলেন: তিনি অগাধ ইলম, মতভেদ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে অগ্রগামী আল্লামা ও হুজ্জাত (প্রমাণ), যার ব্যাপারে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলই ঐকমত্য পোষণ করেছেন; তিনি বহু প্রচলিত কিতাবাদি ও অগণিত গুণের অধিকারী। তিনি সাতশ একান্ন হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বক্তব্য: "সালাফদের একাধিক ব্যক্তি বলেছেন" - এটি ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর যা উল্লেখ করেছেন তারই সমার্থক, তবে...

১. এই অতিশয়ভক্তি যা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদতের দিকে ধাবিত করেছে, তার মূল কারণ হলো তাদের কবরকে অত্যধিক সম্মান করা, সেগুলোর ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা, চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা এবং খাদেম ও মানুষরূপী শয়তানদের সেখানে অবস্থান করা যাতে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার মানতের মাধ্যমে এগুলোর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা যায় এবং সেই অর্থ তাদের পকেটে আসে। অন্যথায়, সাহাবীগণ এবং বরণ্য ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কতই না নেককার বান্দা রয়েছেন যারা ইসলামে সত্যনিষ্ঠ অবস্থানের অধিকারী ছিলেন এবং যারা মিসর ও শামের কবরস্থানসমূহে এবং অন্যত্র সমাহিত রয়েছেন; তারা বাদভী ও দাসুকীর মতো ব্যক্তিদের চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। বরং তাদের পাদুকা এই বাদভী ও তার সমমনাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও সম্মানিত। অথচ ঐ মুশরিকরা তাদেরকে চেনে না; কারণ তাদের কবরের ওপর এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো স্থাপন করা হয়নি এবং সেগুলোকে প্রতিমা বানানো হয়নি। এজন্য যে ব্যক্তি দাবি করে যে সে উপদেশ গ্রহণ ও পরকালের কথা স্মরণ করার জন্য এমন সব কবর যিয়ারত করে যেগুলোর ওপর এই প্রতিকৃতি ও গম্বুজসমূহ স্থাপন করা হয়েছে, সে হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্খ এবং ইসলামের হেদায়েত থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী। ইসলাম এই গম্বুজগুলোকে চেনে না, ইসলাম কেবল সেই কবরগুলোকে চেনে যেগুলোর ওপর কোনো নির্মাণ কাজ করা হয় না, কিছু লেখা হয় না এবং রেশমী চাদর বা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকা হয় না। কেননা এই প্রতিমা ও প্রতিকৃতিগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। আর এটি চরম মূর্খতা যে এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'কবর' যেগুলোর যিয়ারত করা সুন্নত, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং যিয়ারতের আদেশ দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি দ্রুত এই প্রতিমাগুলো ধ্বংস করার এবং জমিনকে এগুলোর সব থেকে পবিত্র করার ব্যবস্থা করুন—যা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি আলী ইবনে আবি তালিবকে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, যাতে শিরকের আবর্জনা থেকে তাওহীদকে সুরক্ষা করা যায়, যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই কবরগুলো।

ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيماً ومحبة: عبادة لها.

قوله: "ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم" أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم، ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف - رحمه الله تعالى -. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء. وهذا أول شرك حدث في الأرض.

قال القرطبي: "وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم، ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها" اهـ. قال ابن القيم رحمه الله: "وما زال الشيطان يوحى إلى عبَاد القبور ويُلقِي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها، والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه.

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته؛ وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل، ويحج إليه ويدبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، اتخاذة عيداً ومنسكاً، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله.

فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، نَقَلَهُمْ مِنْهُ إِلَى أَنْ مَنْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَنَقَّصَ أَهْلُ هَذِهِ
الرَّتَبِ الْعَالِيَةِ وَحَطَّاهُمْ عَنْ مَنَازِلَتِهِمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا حَرَمَةَ لَهُمْ وَلَا قَدْرَ، فَغَضِبَ
الْمُشْرِكُونَ وَاشْتَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} 1. وَسَرَى
ذَلِكَ فِي نَفُوسٍ كَثِيرٍ مِنَ الْجَهَالِ وَالطَّغَامِ، وَكَثِيرٍ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ وَالدِّينِ، حَتَّى
عَادُوا أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَرَمَوْهُمْ

1 سورة الزمر آية: 45.

তাদের প্রতিমা তৈরির পূর্বে কবরের ওপর তাদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিরকের মাধ্যমসমূহের অন্তর্ভুক্ত, বরং এটিই শিরক; কারণ মসজিদে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অবস্থান করা একটি ইবাদত। সুতরাং তারা যখন কবরের ওপর অবস্থান করল, তখন তাদের সেই অবস্থান সম্মান ও ভালোবাসার আতিশয্যে সেগুলোর ইবাদতে পরিণত হলো।

তাঁর উক্তি: "অতঃপর তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো, ফলে তারা তাদের ইবাদত করতে লাগল" অর্থাৎ তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলো। এই ইবাদতের কারণ এবং এর দিকে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হলো পূর্ববর্তীদের সেই কাজ যা কবরের ওপর অবস্থানের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মজলিসগুলোতে তাদের ছবি স্থাপন করার মাধ্যমে ঘটেছিল। ফলে এর মাধ্যমে সেগুলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন মূর্তিতে পরিণত হলো যাদের ইবাদত করা হয়, যেমনটি লেখক—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তারা সেই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করল, যার ওপর সেই লোকগুলো শিরকের এই মাধ্যমগুলো ঘটার আগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তারা এই ছবিগুলোর ইবাদত করার মাধ্যমে কুফরি করল ও সেগুলোকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করল। আর এটিই পৃথিবীতে ঘটা প্রথম শিরক।

ইমাম কুরতুবী বলেন: "তাদের পূর্ববর্তীরা ছবিগুলো তৈরি করেছিল কেবল যাতে তারা তাদের অনুসরণ করতে পারে এবং তাদের নেক আমলগুলোর কথা স্মরণ করতে পারে, ফলে তারা তাদের মতো ইবাদতে পরিশ্রম করতে পারে এবং তাদের কবরের কাছে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। অতঃপর তাদের পরে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটল যারা তাদের উদ্দেশ্য

সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তখন শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এই ছবিগুলোর ইবাদত করত এবং সেগুলোকে সম্মান করত।" সমাপ্ত।

ইবনুল কায়্যিম—আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেন: "শয়তান সর্বদা কবরপূজারীদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং তাদের মনে এই ধারণা গেঁথে দেয় যে, কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করা এবং সেখানে অবস্থান করা হলো নবী ও নেককার কবরের অধিবাসীদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, আর সেখানে দোয়া কবুল হয়। এরপর সে তাদের এই পর্যায় থেকে তাদের উসিলায় দোয়া করা এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নামে শপথ করার দিকে নিয়ে যায়। অথচ আল্লাহর শান এর চেয়ে অনেক মহান যে, তাঁর নামে শপথ করা হবে অথবা তাঁর কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হবে।

যখন তাদের অন্তরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে তাদের সেখান থেকে তাকে (কবরবাসীকে) ডাকা ও তার ইবাদত করার দিকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তার কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করার দিকে নিয়ে যায়। এছাড়া তার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করার দিকে নিয়ে যায় যেখানে প্রদীপ ও পর্দা ঝুলানো হয়, তার চারদিকে তওয়াফ করা হয়, স্পর্শ করা হয় ও চুমু খাওয়া হয়, সেখানে হজ্জ করা হয় এবং তার কাছে জবেহ করা হয়। যখন তাদের অন্তরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে তাদের সেখান থেকে মানুষকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং তাকে উৎসব ও ইবাদতের স্থানে পরিণত করার দিকে ধাবিত করে। তারা মনে করে যে এটিই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অধিক উপকারী। এই সবকিছুই এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা

ইসলাম ধর্ম থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, এটি আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওহীদের পুনর্জাগরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করার যে আদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যখন তাদের অন্তরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে তাদের সেখান থেকে এই ধারণার দিকে নিয়ে যায় যে, যে ব্যক্তি এসব থেকে নিষেধ করবে, সে মূলত এই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের অবমাননা করল এবং তাদের মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। সে দাবি করে যে তাদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। ফলে মুশরিকরা রাগান্বিত হয় এবং তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যখন এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তারা আনন্দিত হয়} ১। আর এই ধারণা অনেক মূর্খ ও

নিচ শ্রেণীর মানুষের মনে এবং জ্ঞান ও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত অনেক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি তারা তাওহীদপন্থীদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের অভিযুক্ত করেছে

১ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৫।

(ص: 224) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بِالْعِظَائِمِ وَنَفَرُوا النَّاسَ عَنْهُمْ، وَوَالُوا أَهْلَ الشَّرْكِ وَعَظُمُوهُمْ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَنْصَارُ

তারা (তাদেরকে) গুরুতর বিষয়ে অভিযুক্ত করল এবং মানুষদেরকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিল, আর তারা শিরককারীদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করল ও তাদের বড় করে দেখাল এবং দাবি করল যে তারাই আল্লাহর বন্ধু ও সাহায্যকারী।

(ص: 225) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك {وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ} 1 " اه كلام ابن القيم رحمه الله.

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله 2.

ومنها: رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة، من توحيد الصفات، وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها: مضرة التقليد.

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً بما يدل عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة.

قوله: "وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله " 4 أخرجاه.

قوله: "عن عمر" هو ابن الخطاب بن نفيل- بنون وفاء مصغرا- العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم. ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً، فامتلات الدنيا عدلاً، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه.

قوله: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم" 5 الإطراء مجاوزة الحد في المديح والكذب عليه. قاله أبو السعادات. وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل، ولا تتجاوزوا الحد في مدحي.

1 سورة الأنفال آية: 34.

2 كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة فاكْتَفِينَا بنص المصنف - رحمه الله لعدم التكرار.

3 حيث إن النبي أخبر -وهو الصادق- أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم، وابتداع دين لم يشرعه الله. فقد وقع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي غاية الإطراء، فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد نفى الله عنه ذلك في القرآن فقال: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء). (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم). فكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين. وكثير

منهم يعتقدون أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب. وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحد التيجاني أن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلس مكائه وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال، فصار هؤلاء الزائفون إذا جلسوا للخط واللغو الذي يسمونه صلاة الفاتح، ويزعمون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن ستة آلاف مرة. وينشرون ثوباً أبيض في وسط حلقتهم ليجلس عليه النبي والخلفاء، وإنما زعم الدجال التيجاني هذا تمويهاً على أشباه الأنعام العامة ليتبعوه على دجله وباطله، ويريهـم أنه أتى بما لم يسبق إليه. وصدق فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في الكفر فنعوذ بالله من عبي القلوب، وشرع ما لم يأذن به الله. بل تكاد السموات يتفطرن منه. وبعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكملـه وارتضاه ديناً قبل موته صلى الله عليه وسلم، ادعى ذلك الشعراي في كتاب العهود المحمدية. وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، وهذا كله كذب وبهتان. فكم وقع بين الصحابة مع الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة، لو أمكن ظهوره. ولكنها لا تعنى الأبصار ولكن تعنى القلوب التي في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السموات والأرض وما بينهما مبلوءة بالنبي، ولو كشف عنا الحجاب لرأينا عياناً؛ فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات يهيمون ويزمزمون، وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغوهم، كل ذلك طبعاً في الحال أن يروا النبي عياناً مالئاً السماء والأرض وما بينهما؛ وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطلهم تحذيراً لمن لم يقع في حبائلهم وإنذاراً لمن وقع، وهذا نزر يسير مما نعرفه عنهم، وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة، وليعلم الناظر في هذا أنني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين فأنقذني الله منها على يد بعض

المصلحين، فاستيقظت من نوع البدعة الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة،
فألحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

4 تقدم تخريجه برقم [160] ولم يروه مسلم. وهذا الحديث مما انفرد به
البخاري عن مسلم وراجع تخريجه والكلام عليه في شرح عشرون حديثاً للبخاري
ص (169 ، 170) .

5 في قرّة العيون: كما قال تعالى: (4: 171) (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا
تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى
مريم وروح منه) . قوله: "إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" أمرهم صلى الله
عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول. وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه؛
لأن أشرف مقامات الأنبياء: العبودية الخاصة والرسالة.

তার দীন ও তাঁর রাসুলকে, আর আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন {তারা তাঁর (মসজিদুল হারামের)
অভিভাবক নয়; কেবল মুত্তাকীরাই তাঁর অভিভাবক} ১। ইবনুল কায্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)-এর
বক্তব্য এখানেই শেষ।

এই কাহিনীর মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে যা গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন ২।
তার মধ্যে একটি হলো: সেই সব সংশয়ের খণ্ডন যেগুলোকে ইলমুল কালামের অনুসারীরা
'যৌক্তিক বিষয়' বলে অভিহিত করে, এবং যার মাধ্যমে তারা কুরআন ও সুন্নাহতে আগত
সিফাত (গুণাবলি) সংক্রান্ত তাওহীদকে এবং সেগুলোকে আল্লাহর মর্যাদা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের
সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে।

আরেকটি হলো: তাকলীদের (অন্ধ অনুসরণের) ক্ষতি।

আরেকটি হলো: রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন, জ্ঞান ও কর্মের
ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে উম্মতের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা। কেননা
বান্দার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অন্য সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে।

তাঁর উক্তি: "উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমন খ্রিস্টানরা
মারইয়ামের পুত্রের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল একজন বান্দা; সুতরাং

তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল'।" ৪ উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "উমর থেকে" - তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল - 'নুন' এবং 'ফা' বর্ণসহ তাসগীর (ক্ষুদ্রার্থক রূপ) - আল-আদাতী, আমীরুল মুমিনীন এবং সিদ্দীক (আবু বকর)-এর পরে সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। তিনি সাড়ে দশ বছর খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন, ফলে পৃথিবী ইনসাফে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সময়ে কিসরা ও কায়সারের সাম্রাজ্য বিজিত হয়েছিল। তিনি হিজরী তেইশ সালের জিলহজ মাসে শাহাদাত বরণ করেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

তাঁর উক্তি: "তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমন খ্রিস্টানরা মারইয়ামের পুত্রের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে" ৫। 'ইতরা' (প্রশংসায় বাড়াবাড়ি) অর্থ হলো প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা এবং তাঁর নামে মিথ্যাচার করা। এটি আবুস সা'আদাত বলেছেন। অন্যরা বলেছেন: অর্থাৎ তোমরা বাতিলের মাধ্যমে আমার প্রশংসা করো না এবং আমার প্রশংসায় সীমা লঙ্ঘন করো না।

১ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৪।

২ ব্যাখ্যাকার (রাহিমাহুল্লাহ) এগুলো উল্লেখ করেছিলেন, তবে ষষ্ঠ, একাদশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পয়েন্টগুলো বাদ পড়েছিল, তাই পুনরাবৃত্তি এড়াতে আমরা গ্রন্থকারের মূল পাঠের ওপরই নির্ভর করেছি।

৩ যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন - আর তিনি সত্যবাদী - যে এই উম্মতের কিছু লোক প্রবৃত্তি অনুসরণ, জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা এবং আল্লাহ যা বিধান দেননি এমন দ্বীন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিষেধ করেছিলেন তা ঘটে গেছে; কেননা ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত অনেকের মধ্যেই নবীর প্রশংসায় চরম বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তারা তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, তিনি গায়েব (অদৃশ্য) জানেন এবং আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর থেকে এটি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: (বলুন, আমি আমার নিজের কল্যাণের বা অকল্যাণের মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো মন্দ আমাকে স্পর্শ করত না)। (বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে

আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না)। (বলুন, আমি রাসূলদের মধ্যে কোনো নতুন বা অভিনব নই এবং আমি জানি না আমার সাথে কী করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী করা হবে)। কিন্তু তারা নবীকে অস্বীকার করেছে এবং শয়তানরা তাদের কাছে যে ওহী পাঠিয়েছে তা বিশ্বাস করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে যে, তিনি মৃত্যুর পর দুনিয়ার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং পূর্ব-পশ্চিমের যেখানে ইচ্ছা যিয়ারত করেন। এমনকি প্রতারক আহমদ তিজানী এই পর্যন্ত ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, সে দাবি করেছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার তালি বাজানো ও শিস দেওয়ার মজলিসে এবং তার পথ অনুসরণকারী সকলের মজলিসে উপস্থিত হন। ফলে এই পথভ্রষ্টরা যখন তাদের অর্থহীন শোরগোল ও অসার কাজের জন্য বসে যেটিকে তারা 'সালাতুল ফাতিহ' বলে থাকে এবং তাদের ধৃষ্টতা ও পাপাচারের মাধ্যমে দাবি করে যে, এটি একবার পড়া কুরআন ছয় হাজার বার খতম করার চেয়েও উত্তম। তারা তাদের মজলিসের মাঝখানে একটি সাদা কাপড় বিছিয়ে দেয় যাতে নবী ও খলিফাগণ তার ওপর বসেন। প্রতারক তিজানী এটি কেবল গবাদি পশুর ন্যায় সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য দাবি করেছে যাতে তারা তার মিথ্যা ও বাতিলের অনুসরণ করে এবং সে তাদের দেখায় যে সে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তার আগে কেউ আনেনি। সে সত্যই বলেছে যে, কুফরির ক্ষেত্রে এই ধৃষ্টতা নিয়ে তার আগে কেউ আসেনি। আমরা অন্তরের অন্ধত্ব এবং আল্লাহ যা অনুমতি দেননি এমন বিধান প্রবর্তন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। বরং এর কারণে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যিয়ারত করেন এবং তার জন্য দ্বীনের এমন বিধান দেন যা তাঁর সেই শরীয়তের বিরোধী যেটি আল্লাহ তাঁর মৃত্যুর আগে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ করেছেন এবং দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছেন; এই দাবি আল-শায়রানী 'আল-উহুদুল মুহাম্মাদিয়া' কিতাবে করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে তাঁর শায়খ আল-খাওয়াস এক মুহূর্তের জন্যও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আলাদা হতেন না; এই সবই মিথ্যা ও অপবাদ। সাহাবীদের মধ্যে কত মতভেদ হয়েছে যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আসা অধিক জরুরি ছিল যাতে তিনি তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে ফিতনা নিভিয়ে দিতে পারতেন যদি তাঁর প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টি অন্ধ নয় বরং তাদের বুকের ভেতরের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু নবী দ্বারা পরিপূর্ণ, আর যদি আমাদের মাঝ থেকে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হতো তবে আমরা তাঁকে সরাসরি দেখতে পেতাম; এই বিভ্রান্ত লোকগুলো যখন

এই সব রূপকথা শোনে তখন তারা নির্জনে অর্থহীন গুনগুন ও বিড়বিড় করে তাদের জীবন শেষ করে দেয় এবং তাদের সমস্ত সম্পদ সেই সব জাদুকর ও প্রতারণাদের পেছনে ব্যয় করে যারা তাদের পথভ্রষ্ট করেছে। এই সবই সেই অসম্ভব আশায় যে তারা নবীকে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে সরাসরি দেখতে পাবে; তাদের বাতিলের কিছু অংশ আলোচনার সূত্রে এখানে চলে এসেছে যাতে যারা তাদের জালে আটকা পড়েনি তাদের সতর্ক করা যায় এবং যারা আটকা পড়েছে তাদের হুঁশিয়ার করা যায়। এটি তাদের সম্পর্কে আমাদের জানা তথ্যের অতি সামান্য অংশ যা তাদের মুদ্রিত ও প্রকাশিত কিতাব ও রূপকথাগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পাঠকের জেনে রাখা উচিত যে আমিও কয়েক বছর তাদের এই ভ্রষ্ট আকিদার ওপর ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ কোনো কোনো সংস্কারকের মাধ্যমে আমাকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন। ফলে আমি সেই নিন্দনীয় বিদআতের ঘোর থেকে জেগে উঠেছি এবং আমার কাছে সুন্যাহর সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের এই হেদায়েত দিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের হেদায়েত না দিলে আমরা হেদায়েত পেতাম না।

৪ এর তাখরীজ পূর্বে ১৬০ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে, তবে ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন যা মুসলিমে নেই। এর তাখরীজ ও এ নিয়ে আলোচনার জন্য বুখারীর বিশ হাদীসের ব্যাখ্যা (পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০) দেখুন।

৫ 'কুররাত আল-উয়ুন' গ্রন্থে এসেছে: যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (৪:১৭১) {হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহ তো কেবল আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ}। তাঁর উক্তি: "আমি তো কেবল একজন বান্দা; সুতরাং তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল" - রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এই শব্দের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন; কারণ নবীদের সর্বোচ্চ সম্মানজনক মর্যাদা হলো: বিশেষ দাসত্ব (উবুদিয়াত) ও রিসালাত।

قوله: "إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصراني في عيسى عليه السلام فادّعوا فيه الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا: عبد الله ورسوله، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظوه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضأوا النصراني في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عدة؛ وصنفوا فيه مصنفات.

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه¹ أنه جَوَزَ الاستغاثَةَ بالرسول صلي الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ الإسلام، وردّه موجود بحمد الله. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وذكر لهم أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عبي البصيرة.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" 2. ولمسلم

وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به " ... سواك عند حدوث الحادث العمم "

وما بعده من الأبيات التي مضونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضييق الحالات، وأعظم الاضطراب لغير الله، فناقضوا الرسول صلي الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلي الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعتة، فلم يعبئوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلبوا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء

1 هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري المتوفي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة 724 هـ والرد عليه اسمه تلخيص كتاب الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة 1346 على نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة، الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود، أيداه الله بنصره وأطال حياته المباركة في خدمة الإسلام، ووفق ولي عهده المعظم صاحب السمو الملكي الأمير الأجل سعود إلى مثل ما يقوم به والده العظيم من نشر راية الإسلام وإعلاء كلمته، بطبع الكتب النافعة، وإقامة حدود الله.

2 النسائي: مناسك الحج (3057) .

তাঁর বাণী: "আমি কেবল একজন বান্দা, তাই তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাঁর মধ্যে উপাস্য হওয়ার দাবি করেছিল। আর আমি কেবল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। সুতরাং আমার রব আমাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তোমরাও আমাকে সেভাবেই বর্ণনা করো এবং বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। কিন্তু মুশরিকরা তাঁর আদেশের বিরোধিতা এবং তাঁর নিষেধ করা কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে চাইল না। তারা তাঁকে সেই সব বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করল যা থেকে তিনি তাদের নিষেধ করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন। তারা তাঁর উপদেশের চরম বিরোধিতা করল এবং তাদের বাড়াবাড়ি ও শিরকের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করল। তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো এবং তাদের পক্ষ থেকে কবিতা ও গদ্যে এমন সব বাড়াবাড়ি ও শিরক প্রকাশ পেল যা গণনা করা দীর্ঘসাধ্য; তারা এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছে।

শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সমসাময়িক কিছু লোক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ১ যে, তারা সেই সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করা বৈধ মনে করত যেগুলোতে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। সে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিল যা শাইখুল ইসলাম খণ্ডন করেছেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় সেই খণ্ডনটি বিদ্যমান রয়েছে। সে আরও দাবি করত যে, তিনি (রাসূল) গায়েবের চাবিকাঠি

সম্পর্কে জানেন যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি তাদের এ ধরনের আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমরা অন্তর্দৃষ্টির অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়েছিল।" ২। এবং মুসলিমের বর্ণনায়।

বুসীরির কবিতায় তাঁর এই কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে:

"হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ! যখন সর্বব্যাপী বিপদ নেমে আসবে, তখন আপনি ছাড়া আমার আশ্রয় নেওয়ার মতো আর কেউ নেই।" ...

এবং এর পরবর্তী পঙক্তিগুলো যার সারমর্ম হলো চরম সংকটে এবং গভীর নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি একনিষ্ঠভাবে দু'আ, আশ্রয় গ্রহণ, আশা ও ভরসা করা। ফলে তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিষেধ করেছিলেন তা করার মাধ্যমে তাঁর সাথে চরম বৈপরীত্য প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হলো। এর কারণ হলো, শয়তান তাদের কাছে এই ভয়াবহ শিরককে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের আবরণে পেশ করেছে। আর আল্লাহ যে তাওহীদ ও ইখলাস দিয়ে তাঁকে পাঠিয়েছেন, তাকে তাদের কাছে উপস্থাপন করেছে তাঁর মর্যাদা হানির আবরণে। বস্তুত এই মুশরিকরাই হলো রাসূলের মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী ও ত্রুটিপূর্ণ লোক। তারা তাঁকে এমন সব বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে যা থেকে তিনি তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন, অথচ তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা চরম অবহেলা করেছে। তারা তাঁর কথা ও কাজের পরোয়া করেনি, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়নি এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। মূলত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মান অর্জিত হয় তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করার মাধ্যমে এবং হিদায়াত লাভের মাধ্যমে।

১ তিনি হলেন আলী বিন ইয়াকুব বিন জিবরীল আল-বাকরী, যিনি ৭২৪ হিজরির ৭ই রবিউস সানি সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর খণ্ডনে লিখিত বইটির নাম হলো 'তালখিস কিতাবুল ইস্তিগাসা'। এটি ১৩৪৬ হিজরিতে সালাফিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে মুওয়াহহিদদের ইমাম, সুন্নাহর সাহায্যকারী এবং বিদআতের বিনাশকারী, পুণ্যবান ও সফল বাদশাহ আব্দুল আজীজ আল সৌদ-এর অর্থায়নে। আল্লাহ তাঁকে তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিশালী করুন এবং ইসলামের সেবায় তাঁর বরকতময় হায়াত দীর্ঘ করুন। এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মহান ও

সম্মানিত যুবরাজ আমির সাউদকে তাঁর মহান পিতার মতো ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা এবং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার তৌফিক দান করুন, উপকারী কিতাবসমূহ মুদ্রণ এবং আল্লাহর হদ (দণ্ডবিধি) কায়েম করার মাধ্যমে।

২ নাসায়ি: মানাসিকুল হাজ্জ (৩০৫৭)।

(ص: 227)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بهدية، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونُصرتَه، وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علماً وعملاً، وارتبكوا ما نهى عنه ورسوله. فالله المستعان.

قوله: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو".

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس.

وهذا لفظ رواية أحمد 1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جُمُع: " هلم القُطْ لي. فلقطُ له حصيات هن حصى الخذف. فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين " 2

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيها هلكوا به؛ فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.

قوله: "وليسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً".

قال الخطابي: " المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل فيه مسائل:

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبأبين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.

الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول: محبة الصالحين. والثاني:

فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح.

1 ورواه أيضاً الإمام أحمد وأبو داود، وإنما اقتصر المصنف على ما هو أرجح وأقوى.

2 صحيح أحمد (1/ 215 ، 347) . ابن ماجة (3029) كتاب المناسك: باب قدر حصي الرمي ولم يروه الترمذي. وإنما هو عند النسائي أيضاً (5/ 268) في المناسك: باب التقاط الحصى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء (ص 106) : إسناده صحيح على شرط مسلم. ووافقه الألباني في الصحيحة (1283) .

তাঁর হেদায়েত দ্বারা, তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে এবং তাঁর সেই দ্বীনের দিকে দাওয়াত ও তার সাহায্যের মাধ্যমে যার দিকে তিনি আহ্বান করেছেন; আর যারা এর ওপর আমল করে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের শত্রু গণ্য করার মাধ্যমে। কিন্তু সেই মুশরিকরা জ্ঞান ও কর্মের দিক থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা চেয়েছিলেন

তার বিপরীত কাজ করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত হলো। সুতরাং আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

তাঁর বক্তব্য: "এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা চরমপন্থা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা চরমপন্থার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'।"

এই হাদীসটি গ্রন্থকার এর বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ এটি ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদের বর্ণনার শব্দগুলো এমন^১ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামআহ (মুযদালিফা) এর সকালে বললেন: "এসো, আমার জন্য পাথর সংগ্রহ করো।" তখন আমি তাঁর জন্য ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে আনলাম। যখন তিনি সেগুলো তাঁর হাতের ওপর রাখলেন, তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ, এই ধরনের পাথর দিয়েই তোমরা নিষ্কেপ করো। আর দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা থেকে সাবধান থেকো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।" ২

শায়খুল ইসলাম বলেন: এটি বিশ্বাস এবং কর্মের সকল প্রকার চরমপন্থার ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশ। আর এই সাধারণ শব্দের কারণ হলো জামরায় পাথর নিষ্কেপ করা, যা এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন বড় পাথর দিয়ে নিষ্কেপ করা—এই মনে করে যে এটি ছোট পাথরের চেয়ে বেশি কার্যকর। অতঃপর তিনি একে এমন একটি কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যা আমাদের পূর্ববর্তীদের হেদায়েত পরিহার করাকে আবশ্যিক করে, যাতে তারা যে কারণে ধ্বংস হয়েছে তাতে নিপতিত হওয়া থেকে দূরে থাকা যায়। কারণ যারা তাদের কোনো কোনো রীতির অনুসারী হবে, তাদের ব্যাপারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "এবং মুসলিম-এ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে।' তিনি এটি তিনবার বলেছেন।"

খাত্তাবী বলেন: "মুতানাত্তি' (চরমপন্থী) হলো সে ব্যক্তি, যে কোনো বিষয়ে অতি গভীরে প্রবেশ করে এবং বিদআতিদের মাযহাব অনুযায়ী তা নিয়ে গবেষণার কষ্টসাধ্য বোঝা বহন করে।"

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: যে ব্যক্তি এই অধ্যায় এবং এর পরের দুটি অধ্যায় বুঝবে, তার কাছে ইসলামের অসহায়ত্ব স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর ক্ষমতা ও অন্তর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর কাজ দেখতে পাবে।

দ্বিতীয়: পৃথিবীতে প্রথম যে শিরক সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণ ছিল নেককার লোকদের ব্যাপারে সংশয় বা অতিভক্তি।

তৃতীয়: নবীদের দ্বীনকে প্রথম কিসের মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের প্রেরণ করা সত্ত্বেও তার কারণ কী ছিল তা জানা।

চতুর্থ: শরীয়ত ও ফিতরাত প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বিদআত গ্রহণ করা।

পঞ্চম: এ সবকিছুর কারণ হলো হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ। প্রথমটি: নেককারদের প্রতি ভালোবাসা। দ্বিতীয়টি: ইলমওয়ালাদের মধ্যে একদল লোক ভালো উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাদের পরবর্তী লোকেরা মনে করল যে তারা অন্য কিছু উদ্দেশ্যে করেছিলেন। ষষ্ঠ: সূরা নূহ-এর আয়াতের তাফসীর।

১ এটি ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন, তবে গ্রন্থকার কেবল যেটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী তার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

২ সহীহ আহমাদ (১/ ২১৫, ৩৪৭)। ইবনে মাজাহ (৩০২৯) মানাসিক অধ্যায়: পাথর নিক্ষেপের পরিমাণ অনুচ্ছেদ; তবে তিরমিযী এটি বর্ণনা করেননি। বরং এটি নাসায়ীতেও রয়েছে (৫/ ২৬৮) মানাসিক অধ্যায়: পাথর কুড়ানো অনুচ্ছেদ। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ 'ইকতিদা' গ্রন্থে (পৃ. ১০৬) বলেছেন: এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। আলবানী 'সাহিহাহ' গ্রন্থে (১২৮৩) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

(ص: 228) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الكلام الداخلين فياً لا يعنيههم، الخائضين فياً لا تبلغه عقولهم".
ومن التنطع: الامتناع من المباح مطلقاً، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز،
السابعة: جبلة الآدمي 1 في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.

التاسعة: معرفة الشيطان بما تتول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل.

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تتول إليه.

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.

الرابعة عشرة: وهي أعجب، وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.

ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: " فهذا جاهل ضال ". انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: " والمتنطعون في البحث والاستقصاء ". وقال أبو السعادات: " هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوهم. مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلًا ".

1 الجبلۃ بكسرتین فلام مشددة وكخشبة أيضاً الخلقة والطبيعة؛ والمعنى أن الإنسان مجبول على نقصان الحق في قلبه وزيادة الباطل إلا من رحم الله، وأنزل في قلوبهم السكينة؛ فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص.

অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তি এবং যাদের জ্ঞান যে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে না সে বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ব্যক্তিদের কথা।

বাড়াবাড়ির একটি দিক হলো: বৈধ বিষয় থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিরত রাখা, যেমন মাংস ও রুটি খাওয়া থেকে বিরত থাকা,

সপ্তম: মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ১ এমন যে, তার অন্তরে সত্য কমে যায় এবং বাতিল বা মিথ্যা বেড়ে যায়।

অষ্টম: এতে সালাফে সালাহীন থেকে বর্ণিত সেই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, বিদআত কুফরের কারণ।

নবম: বিদআতের পরিণাম সম্পর্কে শয়তানের অবগতি, যদিও আমলকারীর উদ্দেশ্য সৎ হয়।

দশম: একটি সামগ্রিক মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, আর তা হলো অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করা এবং এর পরিণাম সম্পর্কে জানা।

একাদশ: কোনো নেক আমল করার উদ্দেশ্যে কবরে অবস্থান করার অপকারিতা।

দ্বাদশ: মূর্তি বা প্রতিকৃতি তৈরিতে যে নিষেধ রয়েছে এবং তা অপসারণ করার পেছনে যে হিকমত রয়েছে তা জানা।

ত্রয়োদশ: এই ঘটনার গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা সত্ত্বেও এর প্রতি চরম মুখাপেক্ষিতার কথা জানা।

চতুর্দশ: এটি সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়; তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা তা তাফসীর ও হাদীসের কিতাবসমূহে পাঠ করে এবং কথাটির অর্থও জানে, কিন্তু আল্লাহ তাদের ও তাদের অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে গিয়েছেন। যার ফলে তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, নূহ আলাইহিস সালামের কওমের কাজগুলো ছিল সর্বোত্তম ইবাদত। এমনকি তারা এও বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা থেকে নিষেধ করেছেন তাই হলো এমন কুফর যা রক্ত ও সম্পদকে হালাল করে দেয়।

পঞ্চদশ: তারা যে কেবল সুপারিশই কামনা করেছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য।

আর যারা তিসি ও সুতির কাপড় পরিধান বর্জন করে কেবল পশমি কাপড় পরিধান করে এবং নারীদের বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে, আর ধারণা করে যে এটিই হলো কাঙ্ক্ষিত যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা। শায়খ তাকিউদ্দীন বলেন: "এ ব্যক্তি জাহেল ও পথভ্রষ্ট।" সমাপ্ত।

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: গাজালী বলেছেন: "তদন্ত ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকারীরা।"

আবুল সা'আদাত বলেন: "তারা হলো কালামশাস্ত্রে গভীরতা অন্বেষণকারী ও অতিরঞ্জনকারী, যারা কণ্ঠনালীর শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলে। এটি 'নাতা' থেকে নির্গত, যা হলো মুখের ওপরের তালু। পরবর্তীতে এটি কথা ও কাজের ক্ষেত্রে গভীরতা অন্বেষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।"

১ 'জিবলাহ' (দুই কাসরা ও লামে তাশদীদের সাথে, আবার 'খাশাবাহ' এর ওজনেও হয়) অর্থ হলো সৃষ্টি ও প্রকৃতি। এর অর্থ হলো: আল্লাহ যার ওপর দয়া করেছেন এবং যার অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন সে ব্যতীত প্রত্যেক মানুষ অন্তরে সত্যের হ্রাস ও বাতিলের বৃদ্ধির ওপর সৃষ্টিগতভাবে স্বভাবজাত; কেননা ঈমানদারদের ঈমান সর্বদা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় না।

(ص: 229)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال النووي: " فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشديق وتكلف الفصاحة، واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم".
قوله: "قالها ثلاثا" أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم"
1 فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسِي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجودة ومضرة فقدة.
العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء.

1 البخاري: أحاديث الأنبياء (3445) ، وأحمد (1/23، 1/24، 1/47) ، ومالك:
الحدود (1558) .

ইমাম নববী বলেছেন: "এতে কথা বলার সময় কৃত্রিম বাগ্মিতা ও বাকচাতুর্য প্রদর্শন এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার সময় দুর্বোধ্য ভাষা ও ব্যাকরণের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ ব্যবহারের অপছন্দনীয়তা প্রমাণিত হয়।"

তাঁর কথা: "তিনি এটি তিনবার বলেছেন" অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান ও প্রচারের গুরুত্ব বুঝাতে তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন, কারণ তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।
ষোড়শ: তাদের এই ধারণা যে, যে সকল আলেমগণ প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন তারা এটাই চেয়েছিলেন।

সপ্তদশ: তাঁর এই বাণীর মাঝে এক মহান বর্ণনা রয়েছে: "তোমরা আমাকে নিয়ে এমন অতিরঞ্জন করো না, যেমনটি নাসারারা মারিয়াম-তনয়কে নিয়ে করেছিল।" সুতরাং তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক যিনি সুস্পষ্টভাবে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ: যারা অনর্থক কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করে তাদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রতি তাঁর উপদেশ।

উনবিংশ: এই বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা যে, ইলম বা জ্ঞান বিস্মৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত এগুলোর ইবাদত করা হয়নি; সুতরাং এতে ইলমের অস্তিত্বের মর্যাদা এবং তা হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতির বর্ণনা রয়েছে।

বিংশ: ইলম বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হলো আলেমদের মৃত্যু।

১ বুখারী: আহাদিসুল আশ্বিয়া (৩৪৪৫), আহমাদ (১/২৩, ১/২৪, ১/৪৭), মালেক: আল-হুদুদ (১৫৫৮)।

(ص: 229) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ "

في الصحيح " عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض

قوله: باب "ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟".

أي الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر. وعبادة الله عنده وسيلة إلى

পরিচ্ছেদ: "কোনো নেককার ব্যক্তির কবরের নিকট যে আল্লাহর ইবাদত করে তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি, তবে তার (সেই ব্যক্তির) ইবাদত করলে কী অবস্থা হবে?

সহিহ গ্রন্থে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সালামা (রা.) আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট হাবাশা ভূমিতে দেখা একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন...

তাঁর বক্তব্য: পরিচ্ছেদ "কোনো নেককার ব্যক্তির কবরের নিকট যে আল্লাহর ইবাদত করে তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি, তবে তার (সেই ব্যক্তির) ইবাদত করলে কী অবস্থা হবে?"।

অর্থাৎ সেই নেককার ব্যক্তি; কেননা তার ইবাদত করা হলো বড় শিরক। আর তার কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদত করা হলো (শিরকের) একটি মাধ্যম...

(ص: 230)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عبادته، ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب.
قوله: "في الصحيح: "عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة 1 وما فيها من الصور. فقال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح -أو العبد الصالح-، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه

تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله " 2. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل".

قوله: "في الصحيح" أي الصحيحين.

قوله: "أن أم سلمة" هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع. وقيل: الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح -أو العبد الصالح-، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله " 3.

ثلاث؛ وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 4 ماتت سنة اثنتين وستين.
قوله: "ذكرت لرسول الله" وفي الصحيحين: "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم". و"الكنسية" بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصراني.

قوله: "أولئك" بكسر الكاف، خطاب للمرأة.

قوله: "إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح" هذا- والله أعلم- شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية. وجواز الرواية بالمعنى.

1 لأن دين الحبشة: النصرانية. وقد أسلم النجاشي وجماعة من أهلها لما هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين: الهجرة الأولى.

2 البخاري: كتاب الصلاة (427) : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (528) (16) باب النهي عن بناء المساجد على القبور.

3 إِنَّمَا كَانُوا شُرَارَ الْخَلْقِ؛ لَأَنَّهُمْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَسَنُوا لِمَن بَعْدَهُم الْغُلُو فِي الْقُبُورِ وَأَهْلَهَا الْمَفْضِي بِالْغَالِينَ إِلَى عِبَادَتِهَا، وَكُلٌّ مِّنْ فَعَلٍ فَعَلَهُمْ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي سَبَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بِأَنَّ بَعْضَهَا يَتَّبِعُ سَنَنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَهُوَ مِثْلُهُمْ، وَفِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ وَرَدَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ: "وَمِنْ سَنَةِ سَنَةِ سَيِّئَةٍ فَعَلِيهِ وَزَرَهَا وَوَزَرَ مِنْ عَمَلٍ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". وَقَالَ تَعَالَى: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) الْآيَةُ.

4 ثُمَّ عَادَتْ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَهَاجَرَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَحَبَسَهَا بَنُو الْبَغِيْرَةِ بِمَكَّةَ سَنَةً؛ ثُمَّ لَحِقَتْ بِزَوْجِهَا فِي الْمَدِينَةِ؛ وَتَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةً أَرْبَعَ مِنَ الْهَجْرَةِ.

তাঁর ইবাদত, আর শিরকের মাধ্যমসমূহ হারাম; কারণ এগুলো বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়, যা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তাঁর বাণী: "সহীহ গ্রন্থে রয়েছে: আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সালামাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হাবাশা ভূখণ্ডে তাঁর দেখা একটি গির্জা ১ এবং তাতে থাকা চিত্রকর্মের কথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন: 'তাদের মধ্যে যখন কোনো নেককার লোক -অথবা নেককার বান্দা- মারা যেত, তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং সেখানে ঐসব ছবি অঙ্কন করত। তারা আল্লাহর কাছে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ' ২। সুতরাং তারা দুটি ফিতনাকে একত্রিত করেছে: কবরের ফিতনা এবং মূর্তির ফিতনা।" তাঁর বাণী: "সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ সহীহদ্বয়ে (বুখারী ও মুসলিম)।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই উম্মে সালামাহ" তিনি হলেন হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়াহ ইবনে আল-মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মাখযুম আল-কুরাশিয়া আল-মাখযুমিয়া। আবু সালামাহর পরে চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বিবাহ করেন। আর বলা হয়েছে: হাবাশা এবং তাতে থাকা চিত্রকর্ম সম্পর্কে তিনি বললেন: তাদের মধ্যে যখন কোনো নেককার লোক -অথবা নেককার বান্দা- মারা যেত, তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং সেখানে ঐসব ছবি অঙ্কন করত, তারা আল্লাহর কাছে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ৩।

তৃতীয় হিজরীতে (বলা হয়ে থাকে); আর তিনি আবু সালামাহর সাথে হাবাশায় ৪ হিজরত করেছিলেন। তিনি বাষটি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বাণী: "রাসূলুল্লাহর কাছে উল্লেখ করলেন" এবং সহীহদ্বয়ে রয়েছে: "নিশ্চয়ই উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সেটি উল্লেখ করেছিলেন।" আর "কানিসাহ" কাফ অক্ষরে ফাতহা এবং নুন অক্ষরে কাসরা দিয়ে: এটি খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়।

তাঁর বাণী: "উলাইকি" কাফ অক্ষরে কাসরা দিয়ে, এটি একজন নারীর প্রতি সম্বোধন।

তাঁর বাণী: "যখন তাদের মধ্যে কোনো নেককার লোক বা নেককার বান্দা মারা যেত" এটি - এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ- হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সন্দেহ: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এটি বলেছিলেন নাকি ওটি? এর মধ্যে বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং অর্থগত বর্ণনার বৈধতা ফুটে উঠেছে।

১ কারণ হাবাশার ধর্ম ছিল খ্রিষ্টধর্ম। আর জাফর ইবনে আবি তালিব এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন সেখানে প্রথম হিজরত করেন, তখন নাজ্জাশী এবং সেখানের একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

২ বুখারী: সালাত অধ্যায় (৪২৭): পরিচ্ছেদ: জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবর কি খুঁড়ে ফেলা হবে এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হবে? এবং মুসলিম: মসজিদ ও সালাতের স্থান অধ্যায় (৫২৮ (১৬) পরিচ্ছেদ: কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা।

৩ তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম ছিল কারণ তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তারা তাদের পরবর্তীদের জন্য কবরের ক্ষেত্রে এবং কবরবাসীদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের (গুলু) প্রথা চালু করেছিল, যা অতিরঞ্জনকারীদের ইবাদত পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর এই উম্মতের মধ্যে যারা তাদের মতো কাজ করবে (যাদের সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে তাদের একটি অংশ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে), তারা তাদের মতোই। এদের সম্পর্কেই সহীহ হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো মন্দ প্রথা চালু করবে, তার ওপর তার গুনাহ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেটি করবে তাদের গুনাহও তার ওপর বর্তাবে।" আল্লাহ তাআলা বলেন: (যাতে তারা কিয়ামতের দিন তাদের নিজেদের পূর্ণ বোঝা বহন করে এবং যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করে তাদের বোঝার একাংশও বহন করে) - আয়াত।

৪ এরপর তিনি তাঁর স্বামী আবু সালামাহর সাথে মক্কায় ফিরে আসেন, অতঃপর আবু সালামাহ মদীনায় হিজরত করেন। আর বনী মুগীরা তাঁকে মক্কায় এক বছর আটকে রাখে; এরপর তিনি মদীনায় তাঁর স্বামীর সাথে মিলিত হন; আবু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরীর চতুর্থ বর্ষে ইন্তেকাল করেন।

(ص: 231)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وصوروا فيه تلك الصور" الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة.

قوله: "أولئك شرار الخلق عند الله" وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن صلي الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي.

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثاناً لعنهم النبي صلي الله عليه وسلم.

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل.

الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها.

فحذر النبي صلي الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك 1.

قوله: "فهؤلاء جمعوا بين الفتنين: فتنة القبور وفتنة التماثيل" هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، ذكره المصنف رحمه الله تنبيهاً على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل؛ فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم

1 في قرّة العيون: ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير؛ لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه ديناً وهو الشرك الذي حرمه الله، وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهاي عنه.

তাঁর কথা: "এবং তারা তাতে সেই সব ছবি অঙ্কন করেছিল" দ্বারা উম্মে সালামা ও উম্মে হাবিবা গির্জার মধ্যে থাকা যে সব ছবির কথা উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাঁর কথা: "তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্টতম" এটি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম হওয়ার দাবি রাখে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজ যারা করে তাদের লানত করেছেন, যেমনটা সামনে আসবে।

আল-বায়যাভী বলেন: যেহেতু ইয়াহুদি ও নাসারারা তাদের নবীদের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ তাঁদের কবরে সেজদা করত, সেগুলোকে কিবলা বানিয়ে নামাজের সময় সেদিকে মুখ করত এবং সেগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করেছিল, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিশাপ দিয়েছেন।

আল-কুরতুবী বলেন: তাদের পূর্বপুরুষরা ছবিগুলো এই জন্যই অঙ্কন করেছিল যাতে তারা সেগুলোর অনুসরণ করতে পারে এবং তাদের আমলসমূহ স্মরণ করতে পারে।

অতএব এই লোকেরা দুটি ফিতনাকে একত্রিত করেছে: কবরের ফিতনা এবং মূর্তির ফিতনা। সৎকর্মশীলদের [আমল], যাতে তারা তাদের মতো পরিশ্রম করতে পারে; এবং তারা যেন তাদের কবরের কাছে আল্লাহর ইবাদত করে। এরপর এমন এক প্রজন্মের আগমন ঘটে যারা তাদের পূর্ববর্তীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এই সব ছবির পূজা করত এবং এগুলোকে সম্মান করত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের কাজ থেকে সতর্ক করেছেন, যাতে করে এর দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করা যায় ১।

তাঁর কথা: "তারা এই দুটি ফিতনাকে একত্রিত করেছে: কবরের ফিতনা ও মূর্তির ফিতনা" - এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা)-এর কথা। গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) কবর ও মূর্তির ফিতনার ভয়াবহতার বিষয়ে সতর্ক করার জন্য এটি উল্লেখ করেছেন; কেননা কবরের ফিতনা প্রতিমার ফিতনার মতোই অথবা তার চেয়েও ভয়াবহ। শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আর এই কারণেই শরিয়ত প্রণেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন..."

১. 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: তিনি কেবল মসজিদ নির্মাণ ও ছবি অঙ্কনের কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ এটি যার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং যার ছবি অঙ্কন করা হয়েছে তার ইবাদত করার একটি মাধ্যম। এর ফলেই তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম হয়েছে। সুতরাং এই উম্মতের মধ্যে শিরকের যে সব মাধ্যম ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার যে সব বিষয় ঘটেছে তার দিকে লক্ষ্য করুন যা এর চেয়েও ভয়াবহ, যেমন কবরের ওপর সৌধ নির্মাণ করা, সেগুলোকে সম্মান করা এবং সেগুলোর ইবাদত করা। এতদসত্ত্বেও তারা একে দ্বীন মনে করে, অথচ এটি সেই শিরক যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যার নিষেধের জন্য রাসুলদের পাঠিয়েছেন ও কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন।

(ص: 232) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأنها هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلائع الكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة

عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين البحادّة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهاي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهاي عن بناء المساجد عليها متابعه منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحساناً للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهاي عنه" اه كلامه رحمه الله تعالى.

قوله: "ولهما عنها- أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: " لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يطرح خبيصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو كذلك -: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز

কবরকে মসজিদে পরিণত করার বিষয়ে; কারণ এটিই বহু জাতিকে হয় বড় শিরক অথবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের শিরকে নিপতিত করেছে। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি নেককার ব্যক্তিদের মূর্তির মাধ্যমে এবং এমন সব মূর্তির মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়েছে যা নক্ষত্রের তিলসম (জাদু) বলে

দাবি করা হয়; আর যে ব্যক্তির সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর বিশ্বাস রাখা হয় তার কবরের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হওয়া মানুষের প্রবৃত্তির কাছে কাঠ বা পাথরের মাধ্যমে শিরক করার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী। একারণেই আপনি শিরককারীদের সেখানে অনুনয়-বিনয় করতে, অত্যন্ত বিনীত ও অনুগত হতে দেখবেন এবং তারা তাদের অন্তরের এমন ইবাদত সেখানে নিবেদন করে যা তারা আল্লাহর ঘরগুলোতে এমনকি শেষ রাতেও করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কবরের উদ্দেশ্যে সেজদাহও করে এবং তাদের অধিকাংশই সেখানে সালাত আদায় ও দোয়ার মাধ্যমে এমন বরকত লাভের আশা করে যা তারা সাধারণ মসজিদসমূহেও করে না। সুতরাং এই অনিষ্ট বা ফিতনা দূর করার লক্ষ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি সাধারণভাবে কবরস্থানে সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন; যদিও মুসল্লি তার সালাতের মাধ্যমে ওই স্থানের বরকত লাভের উদ্দেশ্য না-ও করে, যেমনটি সে মসজিদের বরকত লাভের ক্ষেত্রে করে থাকে। যেমনটি তিনি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন; কারণ এগুলো এমন সময় যখন মুশরিকরা সূর্যের পূজা করার ইচ্ছা করে। সুতরাং অশুভ পথ রুদ্ধ করার (সাদ্দুদ যারিয়াহ) জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে ওই সময়ে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন যদিও সে মুশরিকদের ন্যায় উদ্দেশ্য পোষণ না করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ওই স্থানের বরকত লাভের নিয়তে কবরের নিকট সালাত আদায় করার ইচ্ছা করে, তবে এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং তাঁর দ্বীনের অবাধ্যতা ও এমন এক দ্বীন উদ্ভাবনের শামিল যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। কেননা মুসলিমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন থেকে অকাট্যভাবে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কবরের নিকট সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর অভিশাপ বা লানত করেছেন যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে। সুতরাং কবরের নিকট সালাত আদায় করা, সেগুলোকে সেজদাহগাহ বা মসজিদে পরিণত করা এবং তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হলো সর্বাপেক্ষা বড় নবউদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত) এবং শিরকের অন্যতম প্রধান কারণ। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর নিষেধাজ্ঞা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে মুতাওয়াতির বর্ণনা এসেছে। সকল মাযহাব বা গোষ্ঠীই সহীহ ও সুস্পষ্ট সুন্নাহর অনুসরণে কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। ইমাম আহমাদের অনুসারীগণ এবং ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর অনুসারীদের মধ্যে একদল এটি হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর একদল একে মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হিসেবে বর্ণনা

করেছেন; তবে একে মাকরুহে তাহরীমী (হারামতুল্য অপছন্দনীয়) হিসেবে গণ্য করা উচিত; আলেমদের প্রতি সুধারণার খাতিরে যাতে মনে না করা হয় যে, তারা এমন কাজকে বৈধ মনে করেছেন যার সম্পাদনকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন এবং যা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" —তাঁর (রহ.) বক্তব্য এখানেই শেষ।

তাঁর বাণী: "সহীহাইন-এ (বুখারী ও মুসলিম) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে উপনীত হলেন, তখন তিনি তাঁর একটি চাদর চেহারার ওপর দিতে লাগলেন। যখন তিনি এর দ্বারা অস্ত্রি হয়ে যেতেন, তখন তা সরিয়ে নিতেন। তিনি ওই অবস্থায় থাকা কালেই বললেন: ইহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। তিনি তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করছিলেন। আর যদি এই আশঙ্কা না থাকত, তবে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো।

(ص: 233)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً "1 أخرجاه".
قوله: "ولهما" أي البخاري ومسلم. وهو يغني عن قوله في آخره "أخرجاه".
قوله: "لما نزل" هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت والبلائكة الكرام عليهم السلام.
قوله: "طفق" بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح. وبه جاء القرآن، ومعناه جعل.
قوله: "خبيصة" بفتح البعجة والصاد المهملة. كساء له أعلام.
قوله: "فإذا اغتم بها كشفها" أي عن وجهه.
قوله: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2 يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.

قوله: "يحذر ما صنعوا" الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؛ لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم؛ فإنه من الغلو في الأنبياء، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعليه- تحذيراً لأُمته

- 1 نزل: بضم النون وكسر الزاي أي نزل به علامات الوفاة، وخاف على أمته أن يتخذوا قبرة مسجداً، ويغلوا فيه فيشركون بالله كما فعل الذين لعنهم فحذرهم من ذلك، جزاه الله خير الجزاء.
- 2 هذا هو الشاهد للترجمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنمّا يصلي لله. فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون؛ لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة، وسأله ما لا قدرة له عليه. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسائهم، وإنما هي لأعمالهم، وكذلك من فعل فعلهم، فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة؛ ولذلك قالت عائشة "يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبرة".

তাঁর কবরকে; তবে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে সেটিকে মসজিদে পরিণত করা হবে "১ তাঁরা উভয়ে (বুখারি ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেছেন"।

তাঁর উক্তি: "ওয়াহুমা" (এবং তাঁদের উভয়ের বর্ণনায়) অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিম। আর এটি শেষে "আখরাজাহু" (তাঁরা উভয়ে এটি বর্ণনা করেছেন) বলার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

তাঁর উক্তি: "লাম্মা নুজিলা" এটি নুন-এ পেশ এবং যা-তে যের যোগে। অর্থাৎ যখন তাঁর কাছে মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) এবং সম্মানিত ফেরেশতারা (আলাইহিমুস সালাম) অবতীর্ণ হলেন।

তাঁর উক্তি: "ত্বাফিকা" ফা-তে যের অথবা যবর যোগে, তবে যের যোগে পাঠ করা অধিকতর বিশুদ্ধ। আর কুরআনে এভাবেই এসেছে, এর অর্থ হলো শুরু করা বা প্রবৃত্ত হওয়া।

তাঁর উক্তি: "খামিসাহ" খা-তে যবর এবং সদ-এ যবর যোগে। এটি এমন এক চাদর যাতে নকশা বা চিহ্ন রয়েছে।

তাঁর উক্তি: "যখন তিনি এর দ্বারা অস্থিরতা বা গরম অনুভব করতেন তখন তিনি তা সরিয়ে দিতেন" অর্থাৎ তাঁর চেহারা মোবারক থেকে।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর লানত করেছেন, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল" ২ এটি স্পষ্ট করে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তার ওপরও অনুরূপ লানত আপতিত হবে যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আপতিত হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "তারা যা করেছে সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক করছিলেন" স্পষ্টত এটি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কথা; কারণ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই উক্তি থেকে তাঁর উম্মতকে সেই কাজ থেকে সতর্ক করা বুঝেছিলেন যা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের কবরের সাথে করত; নিশ্চয়ই এটি নবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি (গুলু) এবং শিরকের অন্যতম বড় মাধ্যম। আর ইসলামের বর্তমান দূরবস্থা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার কর্তাদের ওপর লানত করেছেন—তাঁর উম্মতকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে—

১ নুজিলা: নুন-এ পেশ এবং যা-তে যের যোগে, অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হলো। তিনি তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা তাঁর কবরকে মসজিদে পরিণত করবে এবং এতে বাড়াবাড়ি করবে, ফলে আল্লাহর সাথে শিরক করবে যেমনটি তারা করেছিল যাদের তিনি লানত করেছেন। তাই তিনি তাদের এ থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

২ এটিই অধ্যায়ের শিরোনামের স্বপক্ষে প্রমাণ; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের নিকট সালাত আদায়ের সংকল্প করার কারণেই তাদের লানত করেছেন, যদিও সালাত আদায়কারী কেবল আল্লাহর জন্যই সালাত পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি কবরের নিকট সালাত পড়ে এবং সেটিকে মসজিদে পরিণত করে সে অভিশপ্ত; কেননা এটি কবর পূজার একটি মাধ্যম। তাহলে সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে কবরে শায়িত ব্যক্তির ইবাদত বিভিন্নভাবে করে এবং তার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করে যার ওপর তার কোনো ক্ষমতা নেই?

কবরকে মসজিদে পরিণত করা মূলত এই চূড়ান্ত পর্যায়েরই মাধ্যম। আর এই লানত বা অভিশাপ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্যক্তি, সময় বা নামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এটি তাদের কর্মের কারণে। একইভাবে যে ব্যক্তি তাদের মতো কাজ করবে (সেও এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। অতএব যে ব্যক্তি তাদের চেয়েও জঘন্য কাজ করবে সে লানতের অধিকতর যোগ্য। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল তাঁর উম্মতকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা সেই লানতের সম্মুখীন না হয় যার সম্মুখীন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হয়েছে; আর একারণেই আয়েশা (রা.) বলেছেন, "তারা যা করেছে সে সম্পর্কে তিনি সতর্ক করছিলেন, আর যদি এই ভয় না থাকত তবে তাঁর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো।"

(ম: 234) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ الصَّالِحِينَ مِنْ أُمَّتِهِ - قَدْ فَعَلَهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ مِنْ مُتَأَخَّرِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَاعْتَقَدُوهُ قَرَبَةً مِنَ الْقُرْبَاتِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ السَّيِّئَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ، وَمَا شَعَرُوا أَنْ ذَلِكَ مُحَادَّةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ: " وَكُلُّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الذَّرِيعَةِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى عِبَادَةِ مَنْ فِيهَا كَمَا كَانَ السَّبَبُ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ". انْتَهَى.

إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِبَادَةِ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ وَعِبَادَةِ الصَّنَمِ، وَتَأْمَلْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ حَيْثُ قَالَ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} 1 نَكْرَةً فِي سِيَاقِ النِّفْيِ تَعْمُ كُلَّ شَرِكٍ. قَوْلُهُ: " وَلَوْلَا ذَلِكَ " أَيُّ مَا كَانَ يَحْذَرُ مِنْ اتِّخَاذِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدًا لِأُبْرَزِ قَبْرِهِ، وَجَعَلَ مَعَ قُبُورِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانَتْ قُبُورُهُمْ فِي الْبَقِيعِ.

قوله: "غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا" روي بفتح الخاء وضمة، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلي الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى

ولمسلم: عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس

رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، قلم يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بآبدي وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله.

قال القرطبي: "ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلي الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره صلي الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحدا من استقبال قبره".² انتهى

1 سورة يوسف آية: 38.

2 وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب جبريل، ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته الأربع، وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأغوات، وفي المكان الخاص بالنساء، وأصبح عرضة لأن يطاف به. وقد رأيت كثيرا من العامة يطوفون به، ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع، ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم، فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا، اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى

الله عليه وسلم، وأنها إنما تكون بإتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون، وهم أشد الناس حباً لله ولرسوله. وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شئونهم، فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة. والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উম্মতের নেককার ব্যক্তিদের সাথে যা করা হয়েছিল—তা এই উম্মতের পরবর্তীকালের অনেক লোক করেছে এবং তারা একে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করেছে। অথচ এটি অত্যন্ত গুরুতর পাপ ও গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। তারা বুঝতেই পারেনি যে এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ।

হাদিসের মর্ম সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বলেছেন: "এই সবকিছুই কবরের অভ্যন্তরে সমাহিত ব্যক্তির ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্য করা হয়েছে, যেমনটি মূর্তি পূজার কারণ হয়েছিল।" সমাপ্ত।

কেননা কবর ও কবরে থাকা ব্যক্তির ইবাদত এবং মূর্তিপূজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইয়াকুব-পুত্র নবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীটি লক্ষ্য করুন, যেখানে তিনি বলেছেন: {এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়।} ১ এখানে 'কোনো কিছু' (নাকেরা) শব্দটি নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়ে সব ধরনের শিরককে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাঁর উক্তি: "আর যদি তা না হতো"—অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার বিষয়ে যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হতো—তবে তাঁর কবরকেও প্রকাশ্য স্থানে রাখা হতো এবং জাল্মাতুল বাকীতে সমাহিত সাহাবায়ে কেরামের কবরের সাথে রাখা হতো।

তাঁর উক্তি: "তবে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে একে মসজিদে পরিণত করা হবে"—এখানে 'খাশিয়া' শব্দটি 'খা' বর্ণে ফাতহা এবং পেশ উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ফাতহার বর্ণনায় এর অর্থ দাঁড়ায় যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এ আশঙ্কা করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয় যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এবং

সহীহ মুসলিমে জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি...

পেশ দিয়ে পড়ার বর্ণনায় সম্ভাবনা রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামই এ আশঙ্কা করেছিলেন যে উম্মতের কেউ কেউ এমনটি ঘটাতে পারে। তাই তাঁরা তাঁর কবরকে উন্মুক্ত করেননি, পাছে উম্মতের কেউ কেউ তাঁর প্রতি অতিরঞ্জন ও অতি-সম্মান প্রদর্শন করে তা করে বসে—যেহেতু তিনি এ ব্যাপারে বারবার নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং এ কাজকারীর ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন: "এ কারণেই মুসলমানগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরের ব্যাপারে (শিরকের) পথ রুদ্ধ করতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা তাঁর রওজার দেয়াল উঁচু করেছেন এবং এর প্রবেশপথসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা একে কবরের চারপাশ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। এরপর তাঁরা আশঙ্কা করলেন যে কবরের স্থানটিকে কিবলা বানিয়ে নেওয়া হতে পারে—যদি এটি মুসল্লিদের সামনে থাকে। ফলে তাঁর দিকে ফিরে সালাত আদায় করা ইবাদতের রূপ নিতে পারে। এ কারণে তাঁরা কবরের উত্তর দিকের দুই কোণ থেকে দুটি দেয়াল নির্মাণ করে সেগুলোকে কোনাকুনিভাবে বাঁকিয়ে উত্তর দিকে একটি ত্রিভুজাকৃতি কোণে মিলিত করেছেন, যাতে কেউ সরাসরি কবরের দিকে মুখ করতে না পারে।" ২ সমাপ্ত

১ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৮।

২ পূর্বে এই ব্যবস্থা কবরটিকে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের দরজা সংবলিত দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রেখেছিল। তবে বর্তমানে সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কবরের চারপাশ খালি রাখা হয়েছে। বর্তমানে অনেক মুসল্লি—যারা আগোয়াদের (বিশেষ সেবক) জন্য নির্ধারিত স্থানে অথবা মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে থাকেন—তারা কবরের দিকে মুখ করেন, যা তাওয়াফ করার ঝুঁকির সৃষ্টি করে। আমি অনেক সাধারণ মানুষকে দেখেছি তারা এটি তাওয়াফ করে এবং স্পর্শ করার চেষ্টা করে; যদি সৌদি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পাহারাদাররা বাধা না দিত তবে তারা এটি করত। পাহারাদাররা তাদের দায়িত্ব পালনে যতই সচেষ্ট হোক না কেন, কোনো শক্তিই একে স্থায়ীভাবে রুখতে পারবে না, একমাত্র ইলম বা জ্ঞান ছাড়া। জ্ঞানই মুসলিম জনসাধারণের অন্তরকে আলোকিত করতে পারে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপ তাদের জানাতে পারে। আর তা হলো তাঁর দ্বীন অনুসরণ করা, যেমনটি তাঁর সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) করতেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ ও

তাঁর রাসুলের প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণকারী। মানুষ যদি তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনদের সেই আদি আদর্শের দিকে ফিরে আসে, তবে কোনো পাহারাদার বা শক্তির প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ মানুষকে সেই পথের হিদায়াত দান করুন যাতে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(ص: 235)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وليسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً؛ كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أممي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك".

وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أممي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً،

قوله: "عن جندب بن عبد الله" أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور، مات بعد الستين.

قوله: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل" أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة. والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر:

قد تخللت مسلك الروح مني... وبذا سمي الخليل خليلاً

هذا هو الصحيح في معناها. كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.

قال القرطبي: "وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره".

قوله: "فإن الله قد اتخذني خليلاً" فيه بيان أن الخلة فوق المحبة.

1 وقد ذكر الشارح بعد هذا بعض ما ذكر المصنف من المسائل المستنبطة من حديث الباب حذفناها لعدم التكرار.

তার উক্তি: "মুসলিমের বর্ণনায় জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: 'আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে দায়মুক্ত হচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে আমার কোনো খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) থাকুক; কেননা আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে তা হতে নিষেধ করছি'।"

আর তিনি বলছিলেন: "আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে দায়মুক্ত হচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে আমার কোনো খলীল থাকুক; কেননা আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীমকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

তার উক্তি: "জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত" অর্থাৎ ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালি, তাকে তার দাদার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, ষাট হিজরীর পর ইন্তেকাল করেন।

তার উক্তি: "আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে দায়মুক্ত হচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে আমার কোনো খলীল থাকুক" অর্থাৎ আমি এমন কাজ হতে বিরত থাকছি যা করা আমার জন্য বৈধ নয়। আর 'খুল্লাত' হলো সাধারণ মহস্বত বা ভালোবাসার উর্ধ্বে। আর 'খলীল' হলো সেই ব্যক্তি

যে চরম পর্যায়ে ভালোবাসাপ্রাপ্ত, যা 'খুল্লাত' (খ-এর ওপর জবর দিয়ে) শব্দ হতে উদ্ভূত—যার অর্থ হলো অন্তরের গভীরে ভালোবাসার অনুপ্রবেশ ঘটা, যেমনটি কবি বলেছেন:

তুমি আমার রুহের চলার পথে মিশে গেছ ... আর এ কারণেই খলীলকে খলীল বলা হয় এর অর্থের ক্ষেত্রে এটিই সঠিক মত। যেমনটি শাইখুল ইসলাম, ইবনুল কায়্যিম, ইবনে কাসীর এবং অন্যান্যগণ (আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন।

আল-কুরতুবী বলেন: "এটি কেবল এ কারণেই ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর আল্লাহর মহব্বত, তাঁর মহিমা এবং তাঁর মারিফাত বা পরিচয়ে পরিপূর্ণ ছিল, ফলে সেখানে অন্য কারো জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের (খুল্লাত) কোনো অবকাশ ছিল না।"

তার উক্তি: "কেননা আল্লাহ আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন" এতে এ কথার বর্ণনা রয়েছে যে, 'খুল্লাত' সাধারণ মহব্বতের উর্ধ্বে।

১. ব্যাখ্যাকারক এর পরে গ্রন্থকার কর্তৃক এই অধ্যায়ের হাদীস হতে উদ্ভূত কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছিলেন যা আমরা পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য বাদ দিয়েছি।

(ص: 236)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال ابن القيم رحمه الله: "وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلّة، وأن إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة، والخلّة خاصة وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذته خليلاً ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها، ولعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضاً فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصّابرين، وخلته خاصة بالخليدين".

قوله: "ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً" فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض

السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله، وهو كما قال بلا ريب 1. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلي الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر 2، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلي الله عليه وسلم. واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد

1 فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذباً أنهم فاطميون. شيدوا للحسين رضي الله عنه وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم - قبرا بالقاهرة، ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له المسجد المشهور الذي بالقاهرة، يقام فيه من الأعمال الشريكة ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في قلبه حب الله ورسوله والإيمان الصحيح. وقد صنف كثير من العلماء السالفين في بيان كذب أولئك العبيديين وبيان نحلته الكافرة الفاجرة، وأنهم كانوا يظهرون الرضا ويبطنون الكفر. ومن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه كشف الأسرار وهتك الأستار؛ والإمام ابن الجوزي وغيرهم. انظر في ذلك البداية والنهاية للعماد ابن كثير في حوادث سنة 402 (ج 11 ص 249).

2 الذي قال ذلك وعرضه: عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: قالت: "إن أبا بكر رجل أسيء، لا يملك نفسه إذا صلى. فمر عمر يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس".

ইবনে আল-কাইয়িম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আর কিছু বিভ্রান্ত লোক যা মনে করে যে, ভালোবাসা (মাহাব্বাহ) বিশেষ বন্ধুত্ব বা খুল্লাহ-এর চেয়েও পূর্ণতর, এবং

ইব্রাহিম আল্লাহর 'খলিল' (বন্ধু) ও মুহাম্মাদ আল্লাহর 'হাবিব' (প্রিয়তম)—তা তাদের মূর্ততা প্রসূত। কেননা ভালোবাসা হচ্ছে সাধারণ একটি বিষয়, আর 'খুল্লাহ' হলো বিশেষ যা ভালোবাসার চূড়ান্ত স্তর। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁর রব ব্যতীত অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। অথচ তিনি আয়েশা, তাঁর পিতা, উমর বিন আল-খাত্তাব, মুআয বিন জাবাল এবং অন্যদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন, ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন; কিন্তু তাঁর 'খুল্লাহ' বা বিশেষ বন্ধুত্ব কেবল দুই খলিলের জন্যই নির্দিষ্ট।"

তাঁর বাণী: "যদি আমি কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকেই খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম"—এতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে সিদ্দিক হলেন সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতে রাফেযি ও জাহমিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা বিদআতিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। পূর্বসূরীদের (সালাফ) কেউ কেউ তাদের বাহান্নুর ফিরকার বাইরে গণ্য করেছেন। রাফেযিদের কারণেই শিরক ও কবর পূজার উদ্ভব হয়েছে এবং তারাই প্রথম কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করেছে। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) একথাই বলেছেন এবং এটি নিঃসন্দেহে সত্য ১।

এতে আবু বকরের খেলাফতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে; কারণ যার প্রতি ভালোবাসা সবচাইতে বেশি ছিল, অন্যদের তুলনায় তিনিই খেলাফতের জন্য অধিক যোগ্য। তিনি তাঁকে মানুষের সালাতে ইমামতি করার জন্য স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়েছিলেন যখন বলা হয়েছিল যে উমর যেন তাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন ২। এটি ছিল তাঁর সেই অসুস্থতার সময় যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আবু বকরের নাম: আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমির ইবনে আমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ আস-সিদ্দিক আল-আকবর, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খলিফা এবং গ্রহণযোগ্য ওলামাদের ঐকমত্যে সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১. কেননা সর্বপ্রথম যারা এটি করেছিল তারা হলো উবায়দী গোষ্ঠী, যারা মিথ্যা দাবি করত যে তারা ফাতেমি। তারা হুসাইনের (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং আল্লাহ তাঁকে তাদের

থেকে এবং তাদের অনুসারী ও সমর্থকদের থেকে মুক্ত রাখুন) জন্য কায়রোতে একটি কবর নির্মাণ করে, এর ওপর একটি বিশাল গম্বুজ তৈরি করে এবং তাঁর জন্য কায়রোতে সেই প্রসিদ্ধ মসজিদ নির্মাণ করে, যেখানে এমন সব শিরকি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় যা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, আহলে বাইত এবং যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও সঠিক ঈমান রয়েছে তাদের সবাইকে রাগান্বিত করে। প্রাচীন বহু আলেম ঐ উবায়দীদের মিথ্যা প্রকাশ করতে এবং তাদের কাফের ও পাপাচারী মতাদর্শ বর্ণনা করতে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারা প্রকাশ্যে রাফেযি মতবাদ প্রকাশ করত কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখত। এই বিষয়ে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আবু বকর আল-বাকিল্লানি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'কাশফুল আসরার ওয়া হাতকুল আস্তার'-এ এবং ইমাম ইবনুল জাওযি ও অন্যান্যরা উল্লেখযোগ্য। দেখুন আল-ইমাদ ইবনে কাসীরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া', ৪০২ হিজরির ঘটনাবলী (খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২৪৯)।

২. যিনি এটি বলেছিলেন এবং প্রস্তাব করেছিলেন তিনি হলেন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), যেমনটি সহীহ বুখারীতে এসেছে। তিনি বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, তিনি যখন সালাত আদায় করেন তখন নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাই উমরকে নির্দেশ দিন যেন তিনি মানুষের ইমামতি করেন।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের (সাথী) নারীদের মতো; আবু বকরকে নির্দেশ দাও সে যেন মানুষের ইমামতি করে।"

(ص: 237)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

بقوله من أهل العلم. مات في جمدى الأولى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة
رضي الله عنه.

قوله: "ألا" حرف استفتاح "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد - الحديث" قال الخليلي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين: أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً.

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة. نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي. فلذلك استحقوا اللعن.

قوله: "فقد نهى عنه في آخر حياته" أي كما في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ الإسلام. وكذا ما بعده.

ثم إنه لعن وهو في السياق مَن فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُبن مسجد. قوله: "ثم إنه لعن، وهو في السياق 1 مَن فعله" كما في حديث عائشة.

قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التخليط من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبني عليها، ويصلي عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون.

قوله: "الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد" أي من اتخاذها مساجد الملعون فأعله.

وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة

1 أي في سياق الموت، أصله "سواق" قلبت الواو ياء لكسر السين، كأن روحه تساق لتخرج من البدن، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق.

ইলম অন্বেষণকারীদের উক্তি অনুযায়ী। তিনি তেরো হিজরি সনের জুমাদিউল উলা মাসে তেষটি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তাঁর কথা: "সাবধান" এটি একটি প্রারম্ভিক অব্যয়। "সাবধান! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে (সালাতের স্থানে) পরিণত করত - হাদীস।" খালখালি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাদের এই কাজের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করাটি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: প্রথমত: তারা নবীদের কবরসমূহকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করত।

দ্বিতীয়ত: তারা আল্লাহর ইবাদত এবং নবীদের সম্মানে অতিরঞ্জন করার উদ্দেশ্যে নবীদের সমাধিস্থলে সালাত আদায় এবং সালাত আদায়ের সময় কবরের দিকে মুখ করা বৈধ মনে করত। প্রথমটি হলো স্পষ্ট শিরক, আর দ্বিতীয়টি গোপন শিরক। এই কারণেই তারা অভিশাপের যোগ্য হয়েছে।

তাঁর কথা: "অবশ্যই তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিকে এ থেকে নিষেধ করেছেন," অর্থাৎ যেমনটি জুনদুব-এর হাদীসে এসেছে। এটি শাইখুল ইসলামের উক্তি। পরবর্তী অংশগুলোও অনুরূপ। অতঃপর তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও তাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে ব্যক্তি এমনটি করেছে। কবরের নিকট সালাত আদায় করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও সেখানে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা না হয়।

তাঁর কথা: "অতঃপর তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও অভিশাপ দিয়েছেন যে ব্যক্তি এটি করেছে," যেমনটি আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে এসেছে।

আমি বলছি: রাসূলদের সরদারের পক্ষ থেকে এমন কঠোর বার্তার পর কীভাবে কবরসমূহকে অতিশয় মর্যাদা দেওয়া, তার উপর ইমারত নির্মাণ করা এবং তার নিকট ও তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা বৈধ হতে পারে? এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে চরম অবাধ্যতা ও শত্রুতা, যদি তারা অনুধাবন করত।

তাঁর কথা: "কবরের নিকট সালাত আদায় করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও মসজিদ নির্মাণ করা না হয়," অর্থাৎ কবরকে মসজিদে পরিণত করার শামিল, যার কর্তা অভিশপ্ত।

এটি কবরের নিকট এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় হারাম হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "পুরো পৃথিবীই সালাত আদায়ের স্থান (মসজিদ), কেবল কবরস্থান ব্যতীত।"

১. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থায়। এর মূল শব্দ ছিল 'সুওয়াক', 'সীন' বর্ণে কাসরা (জের) থাকার কারণে 'ওয়াও' বর্ণটি 'ইয়া' দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যেন তার রুহ শরীর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। 'সিয়াক' ও 'সুওয়াক' উভয়ই 'সাকা-ইয়াসুকু' ধাতুমূল থেকে আগত মাসদার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য)।

(ص: 238) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والحمام "1 رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله: وبألجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته - صيغة "لا تفعلوا"، وصيغة "إني أنهاكم عن ذلك" - ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من "لا إله إلا الله" فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه،

وهو معنى قولها: "خشي أن يتخذ مسجداً"؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً. وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً" 2.

أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيهِ، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله، من هذا الباب دخل الشيطان على عبّاد يعوق ويغوث ونسر؛ ودخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة؛ فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل

التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية
وسلب خصائص الإلهية عنهم.

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي،
وأبو بكر الأثرم، وأبو محمد المقدسي، وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله. وهو
الحق الذي لا ريب فيه.

قوله: "فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبرة مسجدا" أي لما علموا من تشديده
في ذلك وتغليظه النهي عنه، ولعن من فعله.

قوله: "وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا" أي وإن لم يبن مسجد،
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض
لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير
أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا.

1 صحيح: أحمد (3/ 83). أبو داود: كتاب الصلاة (492): باب في المواضع التي لا
تجوز فيها الصلاة، والترمذي: كتاب أبواب الصلاة (317): باب ما جاء أن الأرض
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وابن ماجة: كتاب المساجد (745): باب المواضع
التي يكره فيها الصلاة. وابن حبان (338- موارد). والحاكم (1/ 251): وصححه
الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي. والألباني في أحكام الجنائز (137). (*) قال
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج 19/ 26): "علة النهي أن ذلك ذريعة إلى
الشرك مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين" اهـ.

2 البخاري: التيمم (335)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (521)، والنسائي:
الغسل والتيمم (432) والمساجد (736)، وأحمد (3/ 304)، والدارمي: الصلاة
(1389).

এবং গোসলখানা। ১ এটি আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান ও হাকেম একে সহীহ বলেছেন।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) বলেন: সংক্ষেপে, শিরক, এর কারণসমূহ এবং এর মাধ্যমগুলো সম্পর্কে যার জ্ঞান রয়েছে এবং যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যসমূহ অনুধাবন করেছে, সে সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে—যাতে বিপরীত কোনো সম্ভাবনা নেই—যে এই অতিশয়োক্তি, অভিশাপ এবং নিষেধের ভাষা—যেমন 'তোমরা করো না' এবং 'নিশ্চয় আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি'—তা অপবিত্রতার কারণে নয়, বরং শিরকের অপবিত্রতার কারণে যা তাকে গ্রাস করে যে তাঁর অবাধ্য হয়েছে, তাঁর নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়েছে, নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং তার রব ও মাওলাকে ভয় করেনি। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে তার অংশ অত্যন্ত নগণ্য হয়ে পড়েছে অথবা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে এটি এবং এই জাতীয় পদক্ষেপসমূহ ছিল তাওহীদের সীমানাকে রক্ষা করার জন্য যেন শিরক তাকে স্পর্শ করতে বা গ্রাস করতে না পারে। এটি ছিল তাওহীদকে একনিষ্ঠ করা এবং তাঁর রবের সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ প্রকাশ।

আর এটাই তাঁর (আয়েশার) বাণীর মর্মার্থ: "আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে একে যেন মসজিদ বানিয়ে নেওয়া না হয়"; কেননা সাহাবীগণ তাঁর কবরের চারপাশে মসজিদ নির্মাণ করার মতো ছিলেন না। যে কোনো স্থান যেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করা হয়, তাকেই মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হলো। বরং যেখানেই সালাত আদায় করা হয় তাকেই মসজিদ বলা হয়, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমার জন্য সমগ্র জমিনকে সিজদাহর স্থান (মসজিদ) ও পবিত্রকারী করা হয়েছে।" ২।

যেন তাঁর সাথে অন্য কাউকে সমতুল্য না করা হয়। কিন্তু মুশরিকরা তাঁর আদেশের অবাধ্যতা এবং নিষেধের লঙ্ঘন করা ছাড়া অন্য কিছু মানতে অস্বীকার করল। শয়তান তাদের এই বলে ধোঁকা দিল যে, এটি মাশায়েখ ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তোমরা তাদের প্রতি যত বেশি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের ব্যাপারে যত বেশি বাড়াবাড়ি (গুলু) করবে, তোমরা তাদের তত বেশি নৈকট্য লাভ করবে এবং তাদের শত্রুদের থেকে তত বেশি দূরে থাকবে। আল্লাহর কসম, এই পথ দিয়েই শয়তান ইয়াউক, ইয়াগুস এবং নাসর-এর উপাসকদের মাঝে প্রবেশ করেছিল; এবং মূর্তিপূজারীদের মাঝেও তারা সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই প্রবেশ করে। ফলে মুশরিকরা তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এবং

তাদের প্রদর্শিত পথকে অবজ্ঞা করার বিষয়টিকে একত্রিত করে ফেলেছে। অতঃপর আল্লাহ তাওহীদপন্থীদের তাদের (নেককারদের) পথে চলার হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের সেই মর্যাদাবোধ দান করেছেন যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন, আর তা হলো আল্লাহর দাসত্ব (উবুদিয়্যাহ) এবং তাদের থেকে ইলাহ হওয়ার সকল বৈশিষ্ট্যকে নাকচ করা।

ব্যখ্যাকার (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন: শিরকের ফিতনার আশঙ্কার কারণ যারা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম শাফেয়ী, আবু বকর আল-আছরাম, আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী, শাইখুল ইসলাম এবং অন্যান্যগণ (রহিমাহুল্লাহ)। আর এটাই সেই সত্য যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাঁর উক্তি: "কেননা সাহাবীগণ তাঁর কবরের চারপাশে মসজিদ নির্মাণ করার মতো ছিলেন না"—অর্থাৎ যখন তারা এ বিষয়ে তাঁর কঠোরতা, নিষেধের গুরুত্ব এবং এই কাজ যে করে তার ওপর অভিশাপের কথা জানতে পারলেন।

তাঁর উক্তি: "এবং যে কোনো স্থান যেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করা হয়, তাকেই মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হলো"—অর্থাৎ যদিও সেখানে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা না হয়। বরং যেখানেই সালাত আদায় করা হয় তাকেই মসজিদ বলা হয়, যদিও সেই উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন কেউ যদি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে এবং সালাতের সময় হওয়া মাত্রই কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সেখানে সালাত আদায় করে ফেলে, তবে সালাত আদায়ের কারণে সেই স্থানটি মসজিদে পরিণত হয়।

১ সহীহ: আহমাদ (৩/৮৩)। আবু দাউদ: সালাত অধ্যায় (৪৯২): যেসব স্থানে সালাত জায়েয নেই সেই পরিচ্ছেদ; তিরমিযী: সালাত অধ্যায় (৩১৭): কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র জমিনই মসজিদ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ; ইবনে মাজাহ: মসজিদ অধ্যায় (৭৪৫): যেসব স্থানে সালাত আদায় করা অপছন্দনীয় সেই পরিচ্ছেদ; ইবনে হিব্বান (৩৩৮- মাওয়ারিদ); হাকেম (১/২৫১): তিরমিযীর টিকায় শাইখ শাকির একে সহীহ বলেছেন; এবং আলবানী 'আহকামুল জানাইয' (১৩৭) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। (*) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ফাতাওয়া (১৯/২৬) গ্রন্থে বলেন: "নিষেধের কারণ হলো শিরকের মাধ্যম হওয়া, পাশাপাশি কবরস্থান শয়তানদের আশ্রয়স্থলও হয়ে থাকে।" সমাপ্ত।

২ বুখারী: তায়ামুম (৩৩৫), মুসলিম: মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ (৫২১), নাসাঈ: গোসল ও তায়ামুম (৪৩২) এবং মসজিদ (৭৩৬), আহমাদ (৩/৩০৪), দারেমী: সালাত (১৩৮৯)।

قوله: "كما قال صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " 12 " أي فسي الأرض مسجداً، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، كالمقبرة ونحوها.

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد " 3 ورواه أبو حاتم في صحيحه.

قال البغوي في شرح السنة: " أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم؛ فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا، تخفيفاً عليهم وتيسيراً، ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان النجس ". انتهى.

قوله: "ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ". ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه " 4.

قوله: "إن من شرار الناس" بكسر الشين جمع شرير.

1 البخاري: كتاب الصلاة (438) : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " ومسلم: كتاب المساجد (523) (5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

2 رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، وفيه زيادة: " فأياً رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته ".
3 صحيح. أحمد (1/ 435) . ابن حبان (340) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في

الحمام والمقبرة. وقال ابن تيمية في الاقتضاء (158) : وإسناده جيد وصححه الشيخ

أحمد شاكر في تعليقه على المسند (3844 ، 4143) وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص 19) .

4 في قرّة العيون: (قلت) وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: (منها) أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله. (ومنها) أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سبعا ذلك منهم مشافهة، ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سبّاعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل فكر بما أنزله الله في كتابه كقوله: (35: 14) (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سبعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير). فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا، وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان.

তাঁর বক্তব্য: "যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমার জন্য জমিনকে সিজদাহর স্থান (মসজিদ) এবং পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে'।" অর্থাৎ, তিনি পুরো জমিনকে মসজিদ হিসেবে নামকরণ করেছেন। এর প্রতিটি অংশে সালাত আদায় করা বৈধ, তবে সালাত আদায় করা বৈধ নয় এমন কিছু ব্যতিক্রম স্থান ব্যতীত, যেমন কবরস্থান এবং অনুরূপ স্থানসমূহ।

আর ইমাম আহমাদ একটি উত্তম সনদে ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তারা, যাদের জীবিত থাকা অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে।" এবং আবু হাতিম এটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

বাগবী 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেছেন: "তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, আহলে কিতাবদের জন্য তাদের উপাসনালয় ও গির্জা ছাড়া অন্য কোথাও সালাত আদায় বৈধ ছিল না; এরপর আল্লাহ

এই উম্মতের প্রতি দয়া ও সহজ করার নিমিত্তে তারা যেখানেই থাকবে সেখানেই সালাত আদায় বৈধ করেছেন। অতঃপর সকল স্থানের মধ্য থেকে গোসলখানা, কবরস্থান এবং অপবিত্র স্থানকে বাদ দিয়েছেন।" সমাপ্ত।

তাঁর বক্তব্য: "আর ইমাম আহমাদ একটি উত্তম সনদে ইবনে মাসউদ থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন: 'নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তারা, যাদের জীবিত থাকা অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে।' আর আবু হাতিম ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।"

তাঁর বক্তব্য: "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্টরা" - এখানে 'শারার' শব্দটি 'শীন' বর্ণে কাসরা (জের) সহ 'শারীর' এর বহুবচন।

১. বুখারী: সালাত অধ্যায় (৪৩৮): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমার জন্য জমিনকে সিজদাহর স্থান ও পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে" অনুচ্ছেদ; এবং মুসলিম: মসজিদ অধ্যায় (৫২৩) (৫), জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে।

২. বুখারী ও মুসলিম জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে এই বর্ধিত অংশ রয়েছে: "অতএব যে কোনো ব্যক্তির সালাতের সময় হয়ে গেলে সে যেন সেখানেই সালাত আদায় করে নেয়।"

৩. সহীহ। আহমাদ (১/৪৩৫)। ইবনে হিব্বান (৩৪০) সালাত অধ্যায়: গোসলখানা ও কবরস্থানে সালাত আদায় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। ইবনে তাইমিয়াহ 'আল-ইকতিদা' (১৫৮) গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদ উত্তম। শেখ আহমাদ শাকির মুসনাদের টিকায় (৩৮৪৪, ৪১৪৩) একে সহীহ বলেছেন এবং আলবানী 'তাহযীরুস সাজিদ' (পৃ. ১৯) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৪. কুররাতিল উয়ূন গ্রন্থে রয়েছে: (আমি বলছি) এই উম্মতের মধ্যে এর অনেক উদাহরণ ঘটেছে, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে ঘটেছিল, যা প্রজ্ঞাবানদের কাছে অস্পষ্ট নয়। এই উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা জাহেলিয়াত যুগের লোকদের কৃত শিরকের ওপর আরও কিছু বিষয় যোগ করেছে: (তন্মধ্যে) তারা বিপদের সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি একনিষ্ঠ হয় এবং আল্লাহকে ভুলে যায়। (আরও একটি হলো) তারা বিশ্বাস করে যে মৃতদের মধ্য থেকে তাদের উপাস্যরা আল্লাহকে ছাড়াই মহাবিশ্ব পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে। তারা উলুহিয়াত এবং রুবুবিয়াত—উভয় প্রকার শিরককে একত্র করেছে। আমরা তাদের থেকে সরাসরি এমন কথা শুনেছি। এর মধ্যে রয়েছে ওমানের ইবনে কামাল

এবং তার সমমনাদের কথা: "নিশ্চয়ই আব্দুল কাদের জিলানী তাকে আহ্বানকারীর ডাক শোনেন এবং শোনার সাথে সাথে উপকার করেন।" সে দাবি করেছে যে তিনি মৃত অবস্থায় গায়েব জানেন। এই ব্যক্তির বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়েছে এবং সে পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন তা সে অস্বীকার করেছে, যেমন আল্লাহর বাণী: (৩৫: ১৪) "তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। আর অভিজ্ঞ (আল্লাহর) ন্যায় কেউ তোমাকে সংবাদ দেবে না।" সুতরাং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সংবাদ দিয়েছেন তা তারা বিশ্বাস করেনি, বরং তারা এর বিরোধিতায় বাড়াবাড়ি ও একগুঁয়েমি করেছে, একে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং সত্যবিচ্যুত হয়েছে। তারা দলিল এবং যুক্তির বিরোধিতা করেছে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(ص: 240)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "من تدركهم الساعة وهم أحياء" أي مقدماتها، كخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. فيه مسائل:

الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل.

الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.

قوله: "والذين يتخذون القبور مساجد" معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك، تحذيرا للأمة أن

يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأساً. بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.

قال شيخ الإسلام: "أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهاي عنه، متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك "إلى أن قال" وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين".

وقال ابن القيم رحمه الله: "يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجبزي والظهير الترميني وغيرهما". وقال القاضي ابن كج: "ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب، ولا غير قباب، والوصية بها باطلة".

তাঁর বাণী: "যাদের নিকট কিয়ামত এসে পৌঁছাবে এমতাবস্থায় যে তারা জীবিত আছে" অর্থাৎ এর প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ, যেমন জম্বুর আত্মপ্রকাশ এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। এরপর সিংগায় ভয়াত ফুঁৎকার দেয়া হবে।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: জনৈক নেককার ব্যক্তির কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণকারীর বিষয়ে রাসূল যা উল্লেখ করেছেন, যদিও সম্পাদনকারীর নিয়ত সঠিক হয়ে থাকে।
দ্বিতীয়: প্রতিকৃতি বা মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং এ বিষয়ে কঠোরতা।

তাঁর বাণী: "আর তারা যারা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করে" এটি 'ইন্না' এর খবরের সাথে সম্পৃক্ত, যা পূর্ববর্তী আমিল বা অব্যয়ের পুনরাবৃত্তির নিয়তে নসবের স্থলে অবস্থিত। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম মানুষের অন্তর্ভুক্ত তারা, যারা কবরসমূহকে সিজদাহগাহ বা মসজিদে পরিণত করে। এর অর্থ হলো সেখানে সালাত আদায় করা, সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা এবং তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা। সহীহ হাদীসসমূহে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের কাজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই কাজের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন যাতে উম্মতকে সতর্ক করা যায়, তারা যেন তাদের নবী এবং নেককার ব্যক্তিদের সাথে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মতো আচরণ না করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এতে কর্ণপাত করেনি, বরং তারা বিশ্বাস করেছে যে এই কাজটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, অথচ এটি এমন এক কাজ যা তাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাঁর রহমত ও মাগফিরাত থেকে বিতাড়িত করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই উম্মতের মাঝে যারা ইলমের দাবিদার তাদের অধিকাংশও এর প্রতিবাদ করে না, বরং সম্ভবত তারা একে উত্তম মনে করে এবং এটি করতে উৎসাহ প্রদান করে। ফলে ইসলামের অসহায়ত্ব চরম আকার ধারণ করেছে এবং পরিচিত পুণ্য অপছন্দনীয় পাপে এবং অপছন্দনীয় পাপ পুণ্যে পরিণত হয়েছে। সুন্নাহ বিদআতে এবং বিদআত সুন্নাহয় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থার ওপরই ছোটরা বেড়ে উঠছে এবং বৃদ্ধরা বার্ষিক্যে উপনীত হচ্ছে।

শায়খুল ইসলাম বলেন: "কবরসমূহের ওপর মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে অধিকাংশ দলই সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণে নিষেধাজ্ঞার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের সাথীগণ এবং ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণসহ অন্যান্যরা এটি হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেন: এটি হারাম হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তিনি এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন: নবীগণ, নেককার ব্যক্তিগণ অথবা বাদশাহ ও অন্যদের কবরের ওপর নির্মিত এই মসজিদসমূহ ভেঙে ফেলা বা অন্য কোনো উপায়ে অপসারণ করা আবশ্যিক। পরিচিত আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই।"

আর ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "কবরসমূহের ওপর নির্মিত গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলা ওয়াজিব; কারণ এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। শাফিঈ মাযহাবের একদল ফকীহ কারাফা অঞ্চলের এসকল স্থাপনা ভেঙে

ফেলার ফতোয়া দিয়েছেন, যাদের মধ্যে ইবনুল জুমায়যী ও যাহীরুত তিরমিনীসহ আরও অনেকে রয়েছেন।"

এবং কাযী ইবনে কাজ বলেন: "কবর প্লাস্টার করা জায়েজ নেই এবং এর ওপর গম্বুজ বা অন্য কোনো কিছু নির্মাণ করাও বৈধ নয়। এ সংক্রান্ত যে কোনো অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে।"

(ص: 241)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولاً، ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

السادسة: لعنه إياهم على ذلك.

السابعة: أن مرادة تحذيره إيانا عن قبره.

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

وقال الأذري: "وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة، فلا ريب في تحريمه".

وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: "نهى أن يجصص القبر أو يبني عليه"

1: "وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكراه البناء والجص على القبور. وقد أجازة غيره. وهذا الحديث حجة عليه".

وقال ابن رشد: "كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والبهاءة والسبعة، وهو مما لا اختلاف عليه".

وقال الزيلعي في شرح الكنز: " ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمة الله كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز".

وقال الشافعي رحمه الله: " أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس". وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم.

1 مسلم: كتاب الجنائز (970) (94) : باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه.

তৃতীয়: এ বিষয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুরুত্বারোপের শিক্ষা। তিনি কীভাবে প্রথমে তাদের নিকট এটি স্পষ্ট করেছেন, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে যা বলার ছিল বলেছেন, অতঃপর যখন তিনি অন্তিম শয়ানে ছিলেন তখনও পূর্বের বর্ণনার ওপর ক্ষান্ত হননি।

চতুর্থ: কবর তৈরি হওয়ার পূর্বেই তাঁর কবরের নিকট এমন কাজ করতে নিষেধ করা।

পঞ্চম: এটি তাদের নবীদের কবরের ব্যাপারে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতি।

ষষ্ঠ: এ কারণে তাদের ওপর তাঁর অভিশাপ প্রদান।

সপ্তম: তাঁর উদ্দেশ্য হলো আমাদের তাঁর কবর সম্পর্কে সতর্ক করা।

অষ্টম: তাঁর কবরকে প্রকাশ্য বা উন্মুক্ত না রাখার কারণ।

আযরাঈ বলেন: "আর গম্বুজ নির্মাণ বা অন্যান্য ইমারত তৈরি এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করার

অসিয়ত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি হারাম।"

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস— "তিনি কবর চুনকাম করতে বা এর ওপর ইমারত

নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন" ১—প্রসঙ্গে কুরতুবী বলেন: "এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থের

ভিত্তিতে ইমাম মালিক কবরের ওপর নির্মাণ কাজ ও চুনকাম করাকে অপছন্দ করেছেন। যদিও অন্য কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন, তবে এই হাদীসটি তাদের বিপক্ষে দলিল।"

ইবনু রুশদ বলেন: "ইমাম মালিক কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করা এবং নামফলক লাগানো

অপছন্দ করেছেন। এটি সম্পদশালী লোকদের উদ্ভাবিত বিদআত, যা তারা অহংকার,

লোকদেখানো এবং সুখ্যাতির জন্য চালু করেছে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।"

যায়লায়ী 'শারহুল কানয'-এ বলেন: "কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করা অপছন্দীয় (মাকরুহ)। কাযী খান উল্লেখ করেছেন যে: কবর চুনকাম করা হবে না এবং এর ওপর কোনো দালান নির্মাণ করা হবে না; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি চুনকাম করতে এবং কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। হানারফী (রাহিমাহুল্লাহ) ফকীহগণের মতে এখানে অপছন্দীয় (মাকরুহ) বলতে 'মাকরুহ তাহরীমী' বা হারামের পর্যায়ভুক্ত অপছন্দীয় কাজ বোঝানো হয়েছে। ইবনু নুজাইম 'শারহুল কানয'-এ এটি উল্লেখ করেছেন।"

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আমি কোনো সৃষ্টিকে এমনভাবে মহিমাম্বিত করা অপছন্দ করি যে তার কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা হবে, পাছে ওই ব্যক্তির ওপর এবং পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের ওপর ফিতনার আশঙ্কা তৈরি হয়।" ইমাম শাফেয়ীর (রাহিমাহুল্লাহ) এই বক্তব্য স্পষ্ট করে যে, এখানে 'মাকরুহ' দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো 'মাকরুহ তাহরীমী' বা হারামের পর্যায়ভুক্ত অপছন্দীয় কাজ।

১. মুসলিম: কিতাবুল জানাইয (৯৭০) (৯৪): কবর চুনকাম ও এর ওপর ইমারত নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়।

(ص: 242)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا.
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى
الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما
أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم

الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة: ما بُلي به صلي الله عليه وسلم من شدة الفزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّة.

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته.

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: " وجزم النووي رحمه الله في شرح المذهب بتحريم البناء مطلقاً، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضاً".

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالـمغني، والكافي وغيرهما -رحمه الله تعالى-: " ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود والنصارى " 1 الحديث، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم، والتمسح بها والصلاة عندها". انتهى 2.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي صلي الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس".

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلي الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلي في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " 3. وخص

قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم; واتخاذها مساجد أشد، وكذلك
إن لم يكن عليه بني مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة

1 تقدم تخريجه برقم [166] .

2 وقد صرح ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الكبائر: ((أن بناء القباب على القبور
من الكبائر المحرمة بالنص الصريح. وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم
وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي)).

3 تقدم تخريجه برقم [167] .

নবম: কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ প্রসঙ্গে।

দশম: তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) যারা কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে এবং যাদের ওপর
কিয়ামত সংঘটিত হবে—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। ফলে তিনি শিরক
ঘটার পূর্বেই শিরকের মাধ্যমকে এর পরিণতির সাথে উল্লেখ করেছেন।

একাদশ: তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে ভাষণে যা উল্লেখ করেছেন তা হলো: বিদআতিদের মধ্যে
নিকৃষ্টতম দুই উপদলের প্রতিবাদ। এমনকি কোনো কোনো আলিম তাদেরকে বাহাত্তর
ফেরকার বাইরে গণ্য করেছেন, আর তারা হলো রাফেজি ও জাহমিয়া। আর রাফেজিদের
কারণেই শিরক ও কবর পূজার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারাই প্রথম কবরের ওপর মসজিদ
নির্মাণ করেছে। দ্বাদশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তীব্র উৎকর্ষার সম্মুখীন
হয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ: তাঁকে ‘খুল্লাত’ (বিশেষ বন্ধুত্ব) দ্বারা যে সম্মানিত করা হয়েছে।

চতুর্দশ: ‘খুল্লাত’ যে ‘মহব্বত’ (সাধারণ ভালোবাসা) এর চেয়ে উচ্চতর পর্যায়, সেটির সুস্পষ্ট
বর্ণনা।

পঞ্চদশ: আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যে সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা।

ষোড়শ: তাঁর (আবু বকর সিদ্দিকের) খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত।

ব্যাখ্যাকার (রাহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন: "ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) ‘শারহুল মুহাজ্জাব’
গ্রন্থে সাধারণভাবে (কবরের ওপর) নির্মাণ কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান
করেছেন এবং ‘শারহ মুসলিম’ গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।"

হাম্বলি মাযহাবের ইমাম, আল-মুগনি ও আল-কাফি সহ বড় বড় গ্রন্থাবলির রচয়িতা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামা (রাহিমাল্লাহু তাআলা) বলেন: "কবরের ওপর মসজিদ গ্রহণ করা জায়েজ নয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ ইহুদি ও নাসারাদের লানত করেছেন' ১ (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)। আর আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল মৃত ব্যক্তিদের অতিমূল্যায়ন, তাদের প্রতিকৃতি গ্রহণ, সেগুলোতে বরকতের উদ্দেশ্যে হাত বুলানো এবং সেখানে সালাত আদায়ের মাধ্যমে।" (সমাপ্ত) ২।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাল্লাহু) বলেন: "কবরস্থানের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এর মাটি উলট-পালট করা হোক বা না হোক। সালাত আদায়কারী ও মাটির মাঝে কোনো অন্তরায় থাকুক বা না থাকুক তাতেও কোনো পার্থক্য নেই; কারণ কবরস্থান নামটি ব্যাপক এবং এর কারণও ব্যাপক। আর একারণে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিষাপ দিয়েছেন তাদের যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল, অথচ এটি জানা কথা যে নবীগণের কবর অপবিত্র হয় না।"

মোদ্বাকথা হলো, যে ব্যক্তি কবরস্থানে সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞার কারণকে কেবল মাটির অপবিত্রতার সাথে খাস মনে করে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতঃপর বিষয়টি এমন যে, কবরের ওপর মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকলে সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যাবে না, চাই কবরের পেছনে সালাত পড়া হোক বা সামনে—মাযহাবের ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি।" ৩। আর নবীগণের কবরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কারণ তাদের কবরে মানুষের ভিড় বা অবস্থান করা অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং সেগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা অধিকতর গুরুতর। একইভাবে যদি কোনো মসজিদ নির্মিত নাও হয়ে থাকে, তবুও সে মূলত অনিষ্টের মধ্যেই লিপ্ত হলো।

১ এর তাখরিজ ১৬৬ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে।

২ ইবনে হাজার আল-হাইতামি আল-মাক্কি তাঁর 'আল-কাবাইর' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে: "কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা প্রকাশ্য দলিলের ভিত্তিতে হারাম এবং কবির গুনাহ। আর মুসলিম রাজন্যবর্গ, আমীর ও শাসকদের ওপর ওয়াজিব হলো এই গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলা এবং ইমাম শাফেয়ীর গম্বুজ থেকে শুরু করা।"

৩ এর তাখরিজ ১৬৭ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে।

(ص: 243)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسي مسجدا، كما قال صلي الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " 1. وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لا أصلي في حمام ولا عند قبر ".
فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائها، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً. قال في رواية الأثرم: " إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلي الله عليه وسلم: " لا تصلوا على القبور " 2. وقال: إسناد جيد". انتهى.

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان.

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثير في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيّروا بها ما قصده الرسول صلي الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها

1 تقدم تخريجه برقم [169] .

2 مسلم: كتاب الجنائز (972) (98) : باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.

যার কারণে কবরের নিকট সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ হয়েছে; কারণ যে কোনো স্থান যেখানে সালাত আদায় করা হয় তাকেই মসজিদ বলা হয়, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সমগ্র জমিনকে আমার জন্য সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে।" যদিও তা একটি বা দুটি কবরের স্থান হয়। আমাদের একদল আলেম বলেছেন: সেখানে সালাত আদায়ে কোনো বাধা নেই; কারণ তাকে 'মাকবারাহ' (কবরস্থান) বলা যায় না। তবে ইমাম আহমাদ বা তাঁর অনুসারীদের কারো বক্তব্যে এই পার্থক্যের উল্লেখ নেই, বরং তাঁদের বক্তব্যের সাধারণ অর্থ প্রতিটি কবরের নিকট সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞাকেই আবশ্যিক করে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি গোসলখানায় বা কবরের নিকট সালাত আদায় করি না।"

এ কারণে কবরের সীমানা ও তার প্রাঙ্গণও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কবরস্থানে নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েজ নয়, চাই কবর ও মসজিদের মাঝে আড়াল করার মতো কোনো দেয়াল থাকুক বা তা উন্মুক্ত থাকুক।

আল-আছরামের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "মসজিদ যদি কবরের মাঝখানে অবস্থিত হয়, তবে তাতে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে না। আর যদি কবর ও মসজিদের মাঝে কোনো আড়াল থাকে, তবে তাতে জানাজার সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু জানাজা ছাড়া অন্য কোনো সালাত তাতে আদায় করা যাবে না। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আবু মারছাদ-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন: 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করো না।'২ তিনি বলেছেন: এর সনদ উত্তম।" সমাপ্ত।

যদি আমরা এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য অনুসন্ধান করি, তবে তা বহু পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, আলেমগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন) বর্ণনা করেছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এবং আল্লাহকে ছেড়ে সেগুলোর ইবাদত করা—যা বর্তমানে বাস্তবে ঘটছে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

যাঁদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য সেই ইমামগণের পরে এমন অনেক লোকের আবির্ভাব হয়েছে যাদের আল্লাহ বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি বিদ্যমান। হেদায়েত ও ইলমসহ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা জানার পথে তাদের অজ্ঞতার পর্দা অত্যন্ত পুরু হয়ে পড়েছে। ফলে তারা কিতাব ও সুন্নাহর নসসমূহকে (মূল পাঠ) এমন কিছু শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছে যা অনুসরণের স্পৃহাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞার দ্বারা যা উদ্দেশ্য করেছিলেন তা পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাদের কেউ কেউ বলেছে: কবরের ওপর ইমারত নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা কেবল সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত কবরস্থানের সাথে সুনির্দিষ্ট, এবং সেখানে সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা...

১ ইতিপূর্বে ১৬৯ নং ক্রমিকে এর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

২ মুসলিম: জানাজা অধ্যায় (৯৭২) (৯৮): কবরের ওপর বসা এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা নিষেধ হওয়া অনুচ্ছেদ।

لتنجسها بصدید الموتی، وهذا كله باطل من وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم. وهو حرام بنص الكتاب.

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً؛ لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

ويقال أيضاً: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

মৃতদের পুঁজ দ্বারা তা অপবিত্র হওয়ার কারণে; আর এ সবকিছুই কয়েক দিক থেকে বাতিল (অসার): তার মধ্যে একটি হলো: এটি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানহীন কথা বলা। আর কিতাবের অকাট্য দলীল অনুযায়ী এটি হারাম।

অন্যটি হলো: তারা যা বলেছে তা এর কর্তাকে অভিশাপ দেওয়া এবং তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের দাবি রাখে না। আর তাঁর এটি বলতে কিসে বাধা ছিল যে: "যে ব্যক্তি কোনো নাপাক স্থানে সালাত আদায় করবে, তার ওপর আল্লাহর লানত।" তারা যা বলেছে তা থেকে এটিই সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কারণ (ইল্লাত) বর্ণনা করেননি এবং এর বর্ণনার ক্ষেত্রে উম্মতকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তী যুগের এবং

সর্বোত্তম যুগসমূহের ও ইমামগণের পরে আগতদের ওপর সোপর্দ করেছেন। আর এটি অকাট্যভাবে, যুক্তিগতভাবে এবং শরয়িভাবে বাতিল; কারণ এর দ্বারা এটিই আবশ্যিক হয়ে পড়ে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করতে অক্ষম ছিলেন অথবা তাবলীগ বা বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন। এটি চরম পর্যায়ের বাতিল কথা; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন এবং বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা প্রত্যেকের ক্ষমতার উর্ধ্বে। সুতরাং যখন অনিবার্য বিষয়টি (লাযিম) বাতিল প্রমাণিত হলো, তখন মূল বিষয়টিও (মালযুম) বাতিল হয়ে গেল।

আরও বলা হয়: এই লানত বা অভিশাপ এবং কঠোর হুশিয়ারি কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তর করেছে। আর কিছু দলীলে এটি নবীগণ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এসেছে। যদি এটিই (অর্থাৎ অপবিত্রতা) কারণ হতো, তবে নবীদের কবরের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতো না; কারণ তাঁদের শরীর সতেজ থাকে, তাঁদের শরীরে এমন কোনো পুঁজ সৃষ্টি হয় না যা তাঁদের কবরের নিকটে সালাত আদায়ে প্রতিবন্ধক হতে পারে। অতএব, কবরসমূহে সিজদাহগাহ নির্মাণ বা মসজিদ তৈরির নিষেধাজ্ঞা যখন দলীলের ভিত্তিতে নবীদের কবরসমূহকেও শামিল করে, তখন এটি জানা গেল যে, কারণ (ইল্লত) হলো সেটিই যা ওই সকল আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যাঁদের উক্তিসমূহ আমি উদ্ধৃত করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি হুজ্জত বা প্রমাণকে সুস্পষ্ট করেছেন এবং সঠিক পথটি বর্ণনা করেছেন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের এর দিকে হিদায়াত দিয়েছেন; আল্লাহ আমাদের হিদায়াত না দিলে আমরা কখনোই সঠিক পথ পেতাম না।

(ص: 244) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: "ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله"
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا تجعل قبوري
وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 1.

قوله: "بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يَصِيرُهَا أُوثَانًا تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ".

1 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (530) ، والنسائي: الجنائز (2047) ، وأحمد (246/2) .

পরিচ্ছেদ: "পুণ্যবানদের কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি সেগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করা হয় এমন মূর্তিতে পরিণত করে — এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে"

মালিক 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করবেন না যার ইবাদত করা হয়; সেই জাতির ওপর আল্লাহর ক্রোধ তীব্র হয়েছে যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" ১

তার উক্তি: "পরিচ্ছেদ: পুণ্যবানদের কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি সেগুলোকে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদত করা হয় এমন মূর্তিতে পরিণত করে — এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে"।

১. মুসলিম: মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ (৫৩০), নাসাই: জানাযা (২০৪৭), এবং আহমাদ (২/২৪৬)।

(ص: 245)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

"روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد; اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 1".
هذا الحديث رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث ". ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان

عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: " اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 2 قوله: " روى مالك في البوطاً " هو الإمام مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المديني، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: " أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ". مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقيل: أربع وتسعين.

وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة.

قوله: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى:-

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان

ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثناً، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشرة العابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال

1 في قرّة العيون: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في أمته في حقه، كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيها كما قال تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) . وكذلك رغب

صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها "ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً". وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره، وأحاطه بثلاثة جدران.

2 صحيح. مالك في الموطأ (رقم 85) في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة. عن عطاء بن يسار مرسلًا. وابن أبي شيبه (3/ 345) عن زيد بن أسلم مرسلًا. ووصله أحمد في المسند (2/ 246) من حديث أبي هريرة ووصله البزار (440- كشف الأستار) من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص 18 ، 19).

ইমাম মালিক 'মুয়াত্তায়' বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে আল্লাহ, আপনি আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করবেন না যার ইবাদত করা হয়; আল্লাহর ক্রোধ সেই জাতির ওপর তীব্র হয়েছে যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" ১

এই হাদিসটি মালিক মুরসাল হিসেবে যায়িদ বিন আসলাম থেকে, তিনি আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)। আর ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে ইবনে আজলান থেকে, তিনি যায়িদ বিন আসলাম থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি আতার উল্লেখ করেননি। আর বাজ্জার এটি যায়িদ থেকে, তিনি আতা থেকে এবং তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম আহমদের নিকট তাঁর সনদে সুহাইল ইবনে আবি সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফু হিসেবে এর একটি শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) রয়েছে: "হে আল্লাহ, আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, আল্লাহ সেই জাতির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" ২ তাঁর উক্তি: "মালিক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন"—তিনি হলেন ইমাম মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবি আমির বিন আমর আল-আসবাহি, আবু আব্দুল্লাহ আল-মাদানি; তিনি দারুল হিজরাহর (মদিনার) ইমাম এবং চার ইমামের একজন। হাদিস শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও

নির্ভরযোগ্যদের একজন, এমনকি ইমাম বুখারি বলেছেন: "সর্বাপেক্ষা সহিহ সনদ হলো মালিক, নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমর থেকে।" তিনি একশত উনআশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ছিল তিরানব্বই হিজরিতে, আবার বলা হয় চুরানব্বই হিজরিতে। ওয়াকিদি বলেন: তিনি নব্বই বছর বয়স পেয়েছিলেন।

তাঁর উক্তি: "হে আল্লাহ, আপনি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না যার ইবাদত করা হয়"—নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাল্লাহু তায়ালা) বলেছেন:

অতঃপর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন ... এবং একে তিনটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করে দিলেন

ফলে তাঁর দোয়ার বদৌলতে এর চারপাশ হয়ে গেল ... এক অনন্য মর্যাদা, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের ইবাদত করা হতো তবে তা মূর্তিতে পরিণত হতো; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একে সুরক্ষা দান করেছেন সেই আড়ালের মাধ্যমে যা কবর ও মানুষের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, ফলে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। হাদিসটি আরও প্রমাণ করে যে, 'প্রতিমা' বা 'মূর্তি' হলো সেই কবরের স্থান বা তার উপরের কফিনসমূহ যা ইবাদতকারী সরাসরি স্পর্শ বা ব্যবহার করে। কবরের প্রতি অতিভক্তি ও সেগুলোর ইবাদতের কারণে ফিতনা প্রকট আকার ধারণ করেছে, যেমনটি বলা হয়েছে

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: আর তা এজন্য যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে নিজের ব্যাপারে সেই আশঙ্কাই করেছিলেন, যা ইহুদি ও নাসারারা তাদের নবীদের ব্যাপারে করেছিল—অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করা। আর এর কারণ ছিল নবীদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন (গুলু), যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (হে কিতাবধারীগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে অতিরঞ্জন করো না এবং এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে)। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাঁর কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত না করেন যার ইবাদত করা হয়। আর কবরসমূহের যে নানা প্রকার ইবাদত করা হয়েছে তা অস্পষ্ট নয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসে ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, "যদি এটি (মসজিদে পরিণত করার

আশঙ্কা) না থাকতো, তবে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে একে মসজিদে পরিণত করা হবে।" আল্লাহ তাঁর নবীর প্রার্থনা কবুল করেছেন, তাঁর কবরকে হেফাজত করেছেন এবং একে তিনটি দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছেন।

২ সহিহ। মালিক 'মুয়াত্তায়' (নং ৮৫), সফরে সালাত কসর করার অধ্যায়ে: সালাতের বিবিধ অনুচ্ছেদ। আতা বিন ইয়াসার থেকে মুরসাল হিসেবে। ইবনে আবি শায়বাহ (৩/৩৪৫) য়াঈদ বিন আসলাম থেকে মুরসাল হিসেবে। আহমদ 'মুসনাদ'-এ (২/২৪৬) আবু হুরায়রার হাদিস থেকে একে মুত্তাসিল (সনদযুক্ত) করেছেন এবং বাজ্জার (৪৪০-কাশফুল আস্তার) আবু সাঈদ আল-খুদরির হাদিস থেকে মুত্তাসিল করেছেন। আলবানি 'তাহজিরুস সাজিদ' (পৃ. ১৮, ১৯) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 246)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غُيِّرَت قيل: غيرت السنة" 1 انتهى.

ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: "أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم" 2 3 فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها؛ فخاف عليهم الفتنة".

وقال المعروف بن سويد: "صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فقال: إنما هلك من

كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعدها".

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار. حدثنا أبو العالية قال: "لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر؛ فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قراه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتُم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة. فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنُعيه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريرة فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات

1 صحيح. أخرجه الدارمي (1/ 60). والحاكم (4/ 514)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1/ 188). وصححه الألباني في صلاة التراويح ص (50). وقال: وهذا الأثر وإن كان موقوفاً فهو في حكم الرفع؛ لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا تقال إلا بالوحي، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحققت كل جملة فيه.. والحديث في مصادره مطول وقد اختصر هنا المصنف.

2 قال الحافظ في الفتح (7/ 448): "وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت" اهـ.

3 كان ذلك في صلح الحديبية. وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)؛ وذلك حين أشاع الناس

أن عثمان بن عفان قتلته قريش حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيراً بينه وبين قريش، فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، ودعا رسول الله الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان على الموت، وكان المبائعون ألفاً وأربعمائة، ثم أتى رسول الله أن الذي كان من أمر عثمان باطل. والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والمغازي.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদেরকে এমন এক ফিতনা গ্রাস করবে যাতে বড়রা বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হবে। লোকেরা একে সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন তা পরিবর্তন করা হবে, তখন বলা হবে: সুন্নাহ পরিবর্তন করা হয়েছে।" ১ শেষ।

আর ফিতনার আশঙ্কায় উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিদর্শনসমূহ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছিলেন।

ইবনে ওয়াদদাহ বলেন: আমি ঈসা ইবনে ইউনুসকে বলতে শুনেছি: "উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যার নিচে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বায়আত নেওয়া হয়েছিল" ২ ও অতপর তিনি সেটি কেটে ফেলেছিলেন; কারণ মানুষ সেখানে যেত এবং তার নিচে সালাত আদায় করত। তাই তিনি তাদের ওপর ফিতনার আশঙ্কা করেছিলেন।

মা'রুর ইবনে সুওয়াইদ বলেন: "আমি মক্কার পথে উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি দেখলেন যে লোকেরা বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে। তিনি বললেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? বলা হলো: হে আমিরুল মুমিনীন, এটি এমন এক মসজিদ যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত আদায় করেছিলেন, তাই তারা সেখানে সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তীরা কেবল এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের নিদর্শনসমূহ অনুসরণ করত এবং সেগুলোকে গির্জা ও উপাসনালয় বানিয়ে ফেলত। সুতরাং যার সালাতের সময় এই মসজিদগুলোতে হবে সে যেন সালাত আদায় করে নেয়, আর যার হবে না সে যেন চলে যায় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেখানে না যায়।"

ইবনে ইসহাকের 'মাগাযী' গ্রন্থে ইউনুস ইবনে বুকাইরের বর্ণনায় আবু খালদাহ খালিদ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। আবুল আলিয়াহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "যখন

আমরা তুসতার জয় করলাম, তখন আমরা হুরমুযানের বায়তুল মালে একটি খাট পেলাম যার ওপর একজন মৃত ব্যক্তি ছিল, তার মাথার কাছে একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। আমরা পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে উমরের কাছে গেলাম। তিনি কাবকে ডাকলেন এবং তিনি তা আরবিতে অনুবাদ করলেন। আমিই আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে তা পাঠ করেছে। আমি তা এমনভাবে পাঠ করেছি যেভাবে আমি কুরআন পাঠ করি। আমি আবুল আলিয়াহকে জিজ্ঞেস করলাম: তাতে কী ছিল? তিনি বললেন: তোমাদের জীবনচরিত, তোমাদের বিষয়াবলী, তোমাদের কথা বলার ভঙ্গি এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেসব। আমি বললাম: আপনারা সেই লোকটিকে নিয়ে কী করলেন? তিনি বললেন: আমরা দিনের বেলা বিচ্ছিন্নভাবে তেরটি কবর খুঁড়লাম। যখন রাত হলো, তখন আমরা তাকে দাফন করলাম এবং সব কবর সমান করে দিলাম যাতে তা মানুষের কাছে গোপন থাকে এবং তারা তা খুঁড়ে না ফেলে। আমি বললাম: তারা তার কাছে কী আশা করত? তিনি বললেন: যখন তাদের আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেত, তখন তারা তার খাটটি বের করত এবং তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো। আমি বললাম: আপনারা লোকটিকে কে বলে মনে করেন? তিনি বললেন: দানিয়েল নামক একজন ব্যক্তি। আমি বললাম: আপনারা তাকে কতদিন আগে মৃত অবস্থায় পেয়েছেন? তিনি বললেন: তিনশত বছর আগে। আমি বললাম: তার কোনো কিছু পরিবর্তন হয়নি? তিনি বললেন: না, কেবল কিছু চুল ছাড়া।"

১ সহীহ। দারেমী (১/৬০), হাকেম (৪/৫১৪), এবং ইবনে আব্দুল বার 'জামে বায়ানিল ইলম' (১/১৮৮) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী 'সালাতুত তারাবীহ' (পৃ. ৫০) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন: এই বর্ণনাটি মাওকুফ হলেও তা মারফু-এর পর্যায়ভুক্ত; কারণ এতে গায়েবী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা ওহী ছাড়া বলা সম্ভব নয়। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন, কেননা এর প্রতিটি বাক্যই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। মূল উৎসগুলোতে হাদীসটি দীর্ঘ, লেখক এখানে তা সংক্ষেপ করেছেন।

২ হাফেজ (ইবনে হাজার) 'ফাতহুল বারী' (৭/৪৪৮) গ্রন্থে বলেন: "আমি ইবনে সা'দের কাছে নাফে থেকে সহীহ সনদে পেয়েছি যে, উমরের কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে একদল লোক সেই গাছের কাছে আসে এবং সেখানে সালাত আদায় করে। তিনি তাদের সতর্ক করলেন এবং গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন, ফলে তা কেটে ফেলা হলো।"

৩ এটি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা। এটি সেই গাছ যার কথা আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফাতহে উল্লেখ করেছেন: (আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে

আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করছিল); এটি তখন ঘটেছিল যখন মানুষের মধ্যে প্রচার হয়েছিল যে, কুরাইশরা উসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করেছে, যাঁকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এবং কুরাইশদের মধ্যে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: আমরা এই কওমের সাথে মোকাবিলা না করে এখান থেকে সরব না। অতপর রাসূলুল্লাহ লোকদের বায়আতের জন্য ডাকলেন। এটি ছিল মৃত্যুর ওপর বায়আতে রিদওয়ান। বায়আতকারী ছিল চৌদ্দশত জন। পরে রাসূলুল্লাহর কাছে খবর আসল যে উসমানের ব্যাপারে যা রটেছিল তা ভিত্তিহীন। এই ঘটনা বুখারী, মুসলিম এবং সীরাত ও মাগাযী রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 247)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض 1.
{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ} قال ابن القيم رحمه الله: " ففي هذه القصة ما فعله
المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعبئة قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه
للدعاء عنده والتبرك به؛ ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من
دون الله".

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك؛ فمن قصد بقعة يرجو الخير
بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها- فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض،
سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها، أو
لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها
به لا نوعاً ولا عيناً، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن
يزورها ويسلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى، كما جاءت به السنة. وأما

تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصاً.

قوله: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فيه تحريم البناء على

1 ذكرها الطبري (ج 4 ص 220) في حوادث سنة 17 قال: قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال: وما لنا بذلك؟ فأقره بأيديهم، ثم ذكر خبر دانيال وسبي بختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس؛ فكان هنالك يستسقى بجسده، فلما فتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم؛ حتى إذا ولي أبو سبرة عنهم إلى جندي سابور أقام أبو موسى بالسوس، وكتب إلى عمر فيه. إلخ القصة. وقد ذكرها أبو عبيد في الأموال ص 343 رقم 876 عن قتادة قال: "لما فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في إبرن، وإذا إلى جانبه مال موضوع وكتاب فيه: من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص. فكتب إليه عمر: كفنه وحنطه وصل عليه ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم. وانظر ماله فأجعله في بيت مال المسلمين. قال: فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه". وقال البلاذري: ص 371 "ورأى أبو موسى في قبلتهم بيتاً وعليه ستر فسأل عنه ف قيل: إن فيه جثة دانيال النبي، فإنهم كانوا أقحطوا، فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ففعلوا. وكان بختنصر سبي دانيال وأتى به إلى بابل فقبض بها. فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه. فسكر أبو موسى نهرا حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه".

১। তাঁর ঘাড়ের দিক থেকে, নিশ্চয়ই নবীদের দেহ জমিন ক্ষয় করে না।

{তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?} ইবনুল কায্যিম (রাহিমাল্লাহ) বলেন:

"এই ঘটনার মধ্যে মুহাজির ও আনসারগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর কবরকে অস্পষ্ট বা

গোপন রাখার যা করেছিলেন তা বিদ্যমান, যাতে তা দ্বারা কেউ ফিতনায় লিপ্ত না হয়। তারা তাঁর কবরের নিকট দুআ করার বা বরকত গ্রহণের জন্য তা প্রকাশ করেননি। যদি পরবর্তী যুগের লোকেরা তা পেয়ে যেত, তবে তারা এর জন্য তলোয়ার নিয়ে লড়াই করত এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর ইবাদত করত।"

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এটি ছিল তাদের পক্ষ থেকে সেই কাজের প্রতি একটি অস্বীকৃতি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো স্থানে গিয়ে এই উদ্দেশ্যে কল্যাণের আশা করে যা শরিয়ত প্রণেতা পছন্দ করেননি—তা মুনকার বা গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু কাজ অন্যটির চেয়েও গুরুতর। চাই সে সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাক, অথবা দুআ করার উদ্দেশ্যে, অথবা কুরআন পাঠ বা আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে, কিংবা সেখানে কোনো ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে—এমনভাবে যে সে সেই স্থানটিকে বিশেষ কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করছে যা শরিয়ত সেই প্রকারের জন্য বা সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য বিধিবদ্ধ করেনি। তবে যদি বিষয়টি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই আকস্মিকভাবে ঘটে যায়, সেখানে দুআ করার সংকল্প না থাকে, যেমন কেউ কবর জিয়ারত করতে গেল এবং সালাম দিল, নিজের ও মৃতদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল—যেমনটি সুন্নাহ অনুযায়ী এসেছে, তবে তা জায়েজ। কিন্তু সেখানে দুআ করার সুযোগ সন্ধান করা, এই মনে করে যে সেখানে দুআ করা অন্য জায়গার চেয়ে বেশি কবুলযোগ্য, তবে এটিই নিষিদ্ধ কাজ। সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: "আল্লাহর ক্রোধ ঐ জাতির ওপর তীব্রতর হয়েছে যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" এতে কবরের ওপর ইমারত নির্মাণের হারামের বিষয়টি রয়েছে...

১. তাবারী (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২০) ১৭ হিজরীর ঘটনাবলীতে এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আবু সাবরাকে বলা হলো যে এটি এই শহরে দানিয়ালের দেহ। তিনি বললেন: আমাদের এতে কী করার আছে? তিনি তা তাদের হাতেই থাকতে দিলেন। এরপর তিনি দানিয়ালের সংবাদ এবং বুখতুনাসর কর্তৃক তাকে বাইতুল মাকদিস থেকে বন্দী করা ও সুসে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। সেখানে তাঁর মরদেহের অসিলায় বৃষ্টির প্রার্থনা করা হতো। যখন মুসলিমরা তা জয় করল, তারা তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে তাদের হাতেই থাকতে দিল। অবশেষে আবু সাবরা যখন সেখান থেকে জুনদি সাবুরের দিকে চলে গেলেন, আবু মূসা সুসে অবস্থান করলেন এবং উমরের কাছে এ বিষয়ে চিঠি লিখলেন... ইত্যাদি পূর্ণ ঘটনা। আবু উবাইদ 'আল-

আমওয়াল' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৪৩, নং ৮৭৬) কাতাদাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "যখন সুস বিজিত হলো এবং আবু মূসা আশআরী তাদের দায়িত্বে ছিলেন, তারা ইবরনে দানিয়ালকে পেলেন। তাঁর পাশে কিছু গচ্ছিত সম্পদ এবং একটি কিতাব ছিল যাতে লেখা ছিল: যে ব্যক্তি চায় সে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তা ঋণ নিতে পারে, যদি সে সেই মেয়াদের মধ্যে তা ফেরত দেয় (তবে ভালো), অন্যথায় সে শ্বেত রোগে আক্রান্ত হবে। উমর (রা.) তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন: তাঁকে কাফন পরাও, সুগন্ধি মাখাও, তাঁর জানাজা পড়ো এবং তাঁকে সেভাবেই দাফন করো যেভাবে নবীদের (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম) দাফন করা হয়। আর তাঁর সম্পদ দেখে তা মুসলিমদের বায়তুল মালে জমা করো। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি তাঁকে সাদা কিবতি কাপড়ে কাফন দিলেন, জানাজা পড়লেন এবং দাফন করলেন।" বালাজুরি (পৃষ্ঠা ৩৭১) বলেন: "আবু মূসা তাদের কিবলার দিকে একটি ঘর এবং তাতে পর্দা দেখতে পেয়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হলো: এতে নবী দানিয়ালের মরদেহ রয়েছে। তারা অনাবৃষ্টিতে পড়লে ব্যাবিলনের অধিবাসীদের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য সেটি চেয়ে নিত এবং তারা তা দিত। বুখতুনাসর দানিয়ালকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে এসেছিল এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু মূসা এ বিষয়ে উমরের নিকট চিঠি লিখলে উমর তাঁকে লিখে পাঠালেন যেন তাঁকে কাফন পরানো ও দাফন করা হয়। ফলে আবু মূসা একটি নদীর গতিপথ রুদ্ধ করলেন, এরপর যখন পানি বিচ্ছিন্ন হলো তখন তাঁকে দাফন করলেন এবং পুনরায় তাঁর ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দিলেন।"

(ص: 248) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

القبور، وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القري للطبري 1 من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " 2

الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التشبه بفعل أولئك، سدا للذريعة.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "ومالك قد أدرك التابعين، وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال- وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول: "زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم"؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد البيت لسؤاله ودعائه، والرغبة إليه في قضاء الحوائج، ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد، بخلاف الصلاة والسلام عليه؛ فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" 5 مع زيارته لقبر أمه؛ فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة البيت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به، ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثيراً ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشريكية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة". اهـ.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف رحمه الله تعالى.

"ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: "أُفْرأَيْتُمُ اللّات والعزى" قال كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: "كان يلت السويق للحاج".

2 تقدم تخريجه برقم [176] .

3 سورة النجم آية: 19.

4 السويق: دقيق الحنطة أو الشعير. ولته: بله بالماء أو السمن، والحاج بمعنى الحجاج.

5 الحديث أخرجه مسلم في الجنائز (976) (108) باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وفيه: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". أما قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" فأخرجه الترمذي (1054) من حديث بريدة وابن ماجة (1571) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (178 ، 179) .

কবরসমূহ এবং এর নিকট সালাত আদায় করার নিষিদ্ধতা এবং তা কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ইমাম মালিকের অনুসারী তাবারির 'আল-কিরা' গ্রন্থে মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করেছি' বলা অপছন্দ করতেন। তিনি এর কারণ হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীকে উল্লেখ করেছেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে পূজিত মূর্তিতে পরিণত করবেন না।" [হাদিস]। তিনি কবরের সাথে এই শব্দটির সম্পৃক্তকরণ অপছন্দ করেছেন; যাতে মন্দের পথ রুদ্ধ করার (সাদুয যারিয়াহ) নিমিত্তে তাদের কার্যের সাথে সাদৃশ্য না ঘটে।

শাইখুল ইসলাম -রাহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেন: "মালিক তাবিঈদের যুগ পেয়েছেন, আর তারা এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের এই শব্দগুলো তাদের নিকট পরিচিত ছিল না -পরবর্তীতে তিনি বলেন- তারা তাঁর এ কথা অপছন্দ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করেছি'—এই শব্দটি দ্বারা অনেক লোক বিদআতি যিয়ারত উদ্দেশ্য করে থাকে। আর তা হলো মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, তাকে ডাকা এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য তার কাছে আরজি পেশ করা ও এ জাতীয় কাজ যা অনেক লোকই করে থাকে। তারা যিয়ারত শব্দ দ্বারা এমনটিই বুঝে থাকে। আর এটি আইম্মায়ে কিরামের ঐকমত্যে শরিয়তসম্মত নয়। মালিক এমন অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করেছেন যা কোনো ভ্রান্ত অর্থের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম

পাঠ করার বিষয়টি ভিন্ন; কারণ আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ কবরের ক্ষেত্রে যিয়ারত শব্দ দ্বারা এমন অর্থ বোঝা যায় না। আপনি কি তাঁর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করবেন না: "তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়"? এর সাথে তাঁর স্বীয় মাতার কবর যিয়ারতের বিষয়টিও রয়েছে; কারণ এটি কাফেরদের কবরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে সেখান থেকে মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা, চাওয়া বা সাহায্য চাওয়া এবং এ জাতীয় কাজ যা শিরক ও বিদআতপন্থী লোকেরা করে থাকে, তা বোঝা যায় না। এর বিপরীতে যাদের যিয়ারত করা হচ্ছে তারা যদি দ্বীনের দৃষ্টিতে মহিমাম্বিত হন, যেমন নবী ও সৎ ব্যক্তিবর্গ; তবে তাদের কবর যিয়ারত দ্বারা অনেক সময় এই বিদআতি ও শিরকি যিয়ারত উদ্দেশ্য করা হয়। এ কারণেই মালিক এমন ক্ষেত্রে তা অপছন্দ করেছেন, যদিও অন্য ক্ষেত্রে যেখানে এই অনিষ্টের আশঙ্কা নেই সেখানে তিনি তা অপছন্দ করেননি।" ইতি।

এতে আরও রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন যার ঘটার আশঙ্কা ছিল। গ্রন্থকার রাহিমাল্লাহ তাআলা এটি উল্লেখ করেছেন। "ইবনে জারির তাঁর সনদে সুফিয়ান থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন: 'তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?' তিনি বলেন: 'সে তাদের জন্য ছাত্তু গুলত, অতঃপর সে মারা গেলে তারা তার কবরের ওপর অবস্থান (ইতিকাফ) করতে শুরু করে'। অনুরূপ আবু জাওয়া ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: 'সে হাজীদের জন্য ছাত্তু গুলত'।"

১ মুহিব্বুত তাবারির রচিত "আল-কিরা লি কাসিদি উম্মিল কুরা" গ্রন্থ।

২ এর তাখরিজ পূর্বে ১৭৬ নম্বরে করা হয়েছে।

৩ সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯।

৪ আস-সাউইক: গম বা যবের আটা। লাত্তাহ: পানি বা ঘি দিয়ে ভেজানো। হাজ্জ অর্থ হজ্জযাত্রীরা।

৫ হাদিসটি মুসলিম 'জানায়েয' অধ্যায়ে (৯৭৬) (১০৮) নবী কর্তৃক তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতে রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে: "তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়"—এটি তিরমিযী (১০৫৪) বুরাইদাহ থেকে এবং ইবনে মাজাহ (১৫৭১)

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আলবানি 'আহকামুল জানায়েয' (পৃষ্ঠা ১৭৮, ১৭৯) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলেছেন।

(ص: 249)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولابن جرير" هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشرة وثلاثمائة.

قوله: "عن سفيان" الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا؛ وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون سنة.

قوله: "عن منصور" هو ابن المعتبر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

قوله: "عن مجاهد" هو ابن جبر - بالجيم والموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، مات سنة أربع ومائة. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد، ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: "كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره" في رواية: "فيطعم من يبر من الناس. فلما مات عبدوه، وقالوا: هو اللات" رواه سعيد بن منصور.

ومناسبتة للترجمة: أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبده وصار قبره وثناً من أوثان
المشركين.

قوله: "وكذا قال أبو الجوزاء" هو أوس بن عبد الله الربيعي، بفتح الراء والباء، مات
سنة ثلاث وثمانين.

قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب 1 حدثنا أبو
الجوزاء عن ابن عباس قال: "كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج" 2.

1 أبو الأشهب هو جعفر بن حيان التيمي السعدي الطاردي الحذاء الأعشى. مات
سنة 165.

2 البخاري: كتاب التفسير (4859): باب "أفرأيتم اللات والعزى".

তাঁর বক্তব্য: "এবং ইবনে জারীরের জন্য" তিনি হলেন ইমাম হাফিজ মুহাম্মদ বিন জারীর বিন
ইয়াজিদ আত-তবারী, তাফসীর, ইতিহাস, আহকাম (বিধান) এবং অন্যান্য বিষয়ের রচয়িতা।
ইবনে খুজাইমাহ বলেন: আমি পৃথিবীতে মুহাম্মদ বিন জারীর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কাউকে
জানি না, আর তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ, তিনি কারো তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতেন
না। তাঁর এমন অনুসারী ছিল যারা তাঁর মাযহাবের ওপর ভিত্তি করে ফিকহ চর্চা করতেন এবং
তাঁর উক্তি গ্রহণ করতেন। তিনি ২২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১০ হিজরীর শাওয়াল
মাসের দুই দিন বাকি থাকতে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর বক্তব্য: "সুফিয়ান থেকে" প্রকাশ্যত: তিনি হলেন সুফিয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরুক আস-
সাওরী আবু আব্দুল্লাহ আল-কুফী, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), হাফিজ, ফকীহ, ইমাম ও
ইবাদতগুজার এবং মুজতাহিদ ছিলেন; তাঁর অনুসারী ছিল যারা তাঁর মাযহাব অনুযায়ী ফিকহ
চর্চা করত। তিনি ১৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

তাঁর বক্তব্য: "মনসুর থেকে" তিনি হলেন ইবনুল মুতামির বিন আব্দুল্লাহ আস-সুলামী,
নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), সুদৃঢ় ও ফকীহ। তিনি ১৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর বক্তব্য: "মুজাহিদ থেকে" তিনি হলেন ইবনে জাবর - জীম ও একটি বিন্দুসহ (বা) - আবু
আল-হাজ্জাজ আল-মাখযূমী তাদের আযাদকৃত দাস মক্কী, তিনি নির্ভরযোগ্য এবং তাফসীরের

ইমাম, তিনি ইবনে আব্বাস ও অন্যদের থেকে (ইলম) গ্রহণ করেছেন (আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন), তিনি ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ কথা ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেছেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন: তিনি ১০২ অথবা ১০৩ হিজরীতে সিজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, তিনি ২১ হিজরীতে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বক্তব্য: "তিনি তাদের জন্য ছাত্তু মেখে খাওয়াতেন, তারপর যখন তিনি মারা গেলেন তখন তারা তাঁর কবরে অবস্থান করতে শুরু করল" এক বর্ণনায় এসেছে: "তিনি পথচারীদের খাবার খাওয়াতেন। যখন তিনি মারা গেলেন, তারা তাঁর উপাসনা করতে শুরু করল এবং বলল: ইনিই লাত" এটি সাঈদ বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন।

আর অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা হলো: তারা তাঁর নেক আমলের কারণে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন (গুলু) করেছিল, এমনকি তারা তাঁর উপাসনা করতে শুরু করে এবং তাঁর কবরটি মুশরিকদের মূর্তিসমূহের মধ্যে একটি মূর্তিতে পরিণত হয়।

তাঁর বক্তব্য: "আর আবু আল-জাওয়াও অনুরূপ বলেছেন" তিনি হলেন আউস বিন আব্দুল্লাহ আর-রাবাসি, রা এবং বা-এর ওপর ফাতহাহ (যবর) সহকারে, তিনি ৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুখারী বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, আর তিনি হলেন ইবনে ইব্রাহীম, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু আল-আশহাব ১, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু আল-জাওয়া ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি বলেছেন: "লাত একজন ব্যক্তি ছিল যে হাজীদের জন্য ছাত্তু মাখত" ২।

১ আবু আল-আশহাব হলেন জাফর বিন হাইয়ান আত-তাইমী আস-সাদী আল-আতারদী আল-হাদ্দা আল-আ'মা। তিনি ১৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২ বুখারী: তাফসীর অধ্যায় (৪৮৫৯): অনুচ্ছেদ "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে"।

قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قریش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: "لنا العزى ولا عزى لكم".

قوله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج " 1. رواه أهل السنن". قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه. 2 وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور " 3.

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. 4 قال علي بن المديني عن يحيى القطان: "لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان". قال ابن معين: " ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه". انتهى من الذهاب الإبريز عن الحافظ المزي.

1 ضعيف بهذا اللفظ. أبو داود: كتاب الجنائز (3236) : باب في زيارة القبور. الترمذي في الصلاة (320) : باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا. والنسائي في الجنائز (4/ 94 ، 95) : باب التغليظ في إتخاذ السرج على القبور. وابن ماجه في الجنائز (1575) : باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور. بدون قوله: "المتخذين عليها المساجد والسرج". وضعفه الإمام مسلم وغيره بهذه الزيادة. وضعفه الألباني في الضعيفة (225) وتحذير الساجد (43 ، 44) بهذا السياق، والحديث صحيح بدون هذه الزيادة كما سيأتي في تخريج رقم [183] .

2 أخرجه الترمذي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور". وقال: هذا حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت. وحديث حسان بن ثابت رواه الإمام أحمد في مسنده أيضاً، وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزائها أهل ميت في ميتهم، فقال لها: "لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت الكدى معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك".

3 صحيح. أما حديث أبي هريرة. فعند أحمد (2/ 337 ، 356) . والترمذي (1056) كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. وابن ماجه (1576) كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما حديث حسان بن ثابت. فعند أحمد (3/ 442 ، 443) . وابن ماجه (1574) كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. والحاكم (1/ 374) . وقد مر من حديث ابن عباس. والحديث صحيح لغيره دون الزيادة المتقدمة في حديث ابن عباس كما قرره الألباني في تحذير الساجد (43) وصحيح الجامع (4985) والضعيفة (225) .

4 وأبو صالح اسمه بأذام، أو بأذان. وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث عن ابن عباس فانتفت تهمة التدليس؛ ثم قد حسن الترمذي هذا الحديث، وإن كان الحافظ المنذري قد تعقبه عليه. وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود في باب كراهية اتخاذ القبور مساجد. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". قال أبو حاتم: أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة. وليس بصاحب الكلي،

ذاك اسمه بأدام. وقال الإشبيلي: هو بأدام صاحب الكلبى، وهو عندهم ضعيف جدا.
وكان شيخنا أبو الحجاج المزى يرجح هذا أيضا. اهـ.

ইবনে খুজাইমা বলেছেন: আর অনুরূপ উয্যাও; এটি ছিল একটি গাছ যার ওপর ইমারত ও পর্দা ছিল, যা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় অবস্থিত ছিল। কুরাইশরা একে সম্মান করত, যেমনটি আবু সুফিয়ান উহুদের দিন বলেছিলেন: "আমাদের উয্যা আছে, আর তোমাদের কোনো উয্যা নেই।"

তার বক্তব্য: "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী নারী এবং কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের লানত করেছেন।' ১. এটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন।"

আমি বলছি: এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও হাসসান বিন সাবিতের হাদিসও রয়েছে। আবু হুরায়রার হাদিসটি আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহিহ বলেছেন। ২. আর হাসসানের হাদিসটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান বিন হাসসান বিন সাবিত থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী নারীদের লানত করেছেন।" ৩.

আর ইবনে আব্বাসের এই হাদিসটির সনদে উম্মে হানির মুক্তদাস আবু সালেহ রয়েছে। তাকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন আবার কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ৪. আলী ইবনুল মাদিনী ইয়াহইয়া আল-কাত্তান থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "আমি আমাদের সাথীদের কাউকে উম্মে হানির মুক্তদাস আবু সালেহকে পরিত্যাগ করতে দেখিনি। আমি মানুষের কাউকে তার সম্পর্কে বিরূপ কিছু বলতে শুনিনি। তাকে শুবা, যাহিদাহ কিংবা আবদুল্লাহ বিন উসমান কেউ বর্জন করেননি।" ইবনে মাঈন বলেছেন: "তার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। এ কারণেই ইবনে আস-সাকান এটিকে তার সহিহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।" 'আয-যাহাবুল ইবরীজ আন আল-হাফিজ আল-মিযযি' থেকে সমাপ্ত।

১. এই শব্দে এটি দুর্বল। আবু দাউদ: জানাজা অধ্যায় (৩২৩৬): কবর জিয়ারত পরিচ্ছেদ।
তিরমিজি: সালাত অধ্যায় (৩২০): কবরকে মসজিদে রূপান্তর করার অপছন্দনীয়তা পরিচ্ছেদ।
নাসায়ি: জানাজা অধ্যায় (৪/৯৪, ৯৫): কবরের ওপর বাতি প্রজ্জ্বলনের কঠোরতা পরিচ্ছেদ।

ইবনে মাজাহ: জানাজা অধ্যায় (১৫৭৫): কবর জিয়ারত নিষেধ বিষয়ক পরিচ্ছেদ। তবে তাতে "কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি প্রজ্জ্বলনকারী" অংশটি নেই। ইমাম মুসলিম ও অন্যরা এই অতিরিক্ত অংশসহ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। আলবানী 'আদ-যয়ীফাহ' (২২৫) এবং 'তাহযীরুস সাজিদ' (৪৩, ৪৪) গ্রন্থে এই বিন্যাসে এটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়া হাদিসটি সহিহ, যা সামনে ১৮৩ নম্বর হাদিসের বিশ্লেষণে আসবে।

২. তিরমিজি এটি ওমর বিন আবু সালামাহর সূত্রে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী নারীদের লানত করেছেন।" তিনি বলেছেন: এটি হাসান সহিহ। ইবনে হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন: এই বিষয়ে আয়েশা ও হাসান বিন সাবিত থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাসান বিন সাবিতের হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি কোনো এক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "সম্ভবত তুমি তাদের সাথে 'কুদা' (কবরস্থান) পর্যন্ত গিয়েছিলে?" তিনি বললেন: "আল্লাহর পানাহ! আমি তো আপনাকে এই বিষয়ে যা বলার তা বলতে শুনেছি।" তিনি বললেন: "তুমি যদি তাদের সাথে 'কুদা' পর্যন্ত পৌঁছাতে, তবে জান্নাত দেখতে পেতে না যতক্ষণ না তোমার পিতার দাদা তা দেখতেন।"

৩. সহিহ। আবু হুরায়রার হাদিসটি রয়েছে আহমদ (২/৩৩৭, ৩৫৬), তিরমিজি (১০৫৬) জানাজা অধ্যায়: নারীদের কবর জিয়ারত অপছন্দনীয় হওয়া পরিচ্ছেদ এবং ইবনে মাজাহ (১৫৭৬) জানাজা অধ্যায়: নারীদের কবর জিয়ারত নিষেধ হওয়া পরিচ্ছেদ-এ। তিরমিজি বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ। আর হাসান বিন সাবিতের হাদিসটি রয়েছে আহমদ (৩/৪৪২, ৪৪৩), ইবনে মাজাহ (১৫৭৪) জানাজা অধ্যায় এবং হাকেম (১/৩৭৪)-এর গ্রন্থে। ইতিপূর্বে ইবনে আক্বাসের হাদিসের বর্ণনায় তা অতিক্রান্ত হয়েছে। হাদিসটি 'সহিহ লিগাইরিহি', তবে ইবনে আক্বাসের হাদিসে উল্লেখিত পূর্বের অতিরিক্ত অংশটি ব্যতিরেকে; যেমনটি আলবানী 'তাহযীরুস সাজিদ' (৪৩), 'সহিহুল জামে' (৪৯৮৫) এবং 'আদ-যয়ীফাহ' (২২৫) গ্রন্থে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

৪. আবু সাালেহ-এর নাম হলো বাযাম অথবা বাযান। এই হাদিসে তিনি ইবনে আক্বাস থেকে সরাসরি শোনার কথা ব্যক্ত করেছেন, ফলে 'তাদলীস'-এর অভিযোগ দূর হয়েছে। ইমাম

তিরমিজি এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, যদিও হাফিজ আল-মুনযিরি তার সমালোচনা করেছেন। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম 'তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ'-এর কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপছন্দনীয় হওয়া পরিচ্ছেদে বলেছেন: আবু হাতিমের সহিহ গ্রন্থে আবু সালাহের সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী নারীদের এবং কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের লানত করেছেন।" আবু হাতিম বলেছেন: এই আবু সালাহ-এর নাম মেহরান এবং তিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি কালবীর সেই সাথী নন, তার নাম ছিল বাযাম। আর আল-ইশবিলি বলেছেন: তিনি কালবীর সাথী বাযাম-ই, আর তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত দুর্বল। আমাদের উস্তাদ আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযিও এটিকেই প্রাধান্য দিতেন। সমাপ্ত।

(ص: 251)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " 1 وذكر حديث ابن عباس. ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذاً، أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف.

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: " لو شهدتك ما زرتك " 2. وهذا يدل على أن الزيارة

ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال؛ إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.

قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة.

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله ابن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثر له عن عبد الله ابن أبي مليكة أيضاً: " أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها"3.

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة؛ فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: " قد أمر بزيارتها " فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله: فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: " لعن الله زوارات القبور " بعد إذنه للرجال في الزيارة. يدل على أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرورج.

1 الترمذي: الجنائز (1056) ، وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1576) .

2 الترمذي: الجنائز (1055) .

3 صحيح: الحديث بهذا السياق عند الحاكم (1/ 376) ، وعنه البيهقي (4/ 78) وسكت عنه الحاكم ، وقال الذهبي: صحيح. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (4/ 418) "رواه ابن أبي الدنيا في القبور، والحاكم بإسناد جيد". وراجع أحكام الجنائز ص (181). أما سياق الترمذي: كتاب الجنائز (1055) : باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور فهو باللفظ الذي تقدم وفيه: "لو شهدتك ما زرتك".

শাইখুল ইসলাম -রাহিমাল্লাহু তা'আলা- বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের অধিক যিয়ারতকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন।" এবং তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ আর তার বর্ণনাকারীগণ এক নন, তাই তাদের কেউ একে অপরের থেকে এটি গ্রহণ করেননি। আর এই উভয় সনদে এমন কেউ নেই যিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। নিঃসন্দেহে এই ধরনের হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য। এটি তিরমিযীর শর্ত অনুযায়ী সর্বোত্তম হাসান (উত্তম) হাদীস; কেননা তিনি হাসান হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, যার একাধিক সূত্র রয়েছে, যাতে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি নেই এবং যা শায় (ব্যতিক্রমী) নয়; অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিপরীত নয়। আর এই হাদীসটির একাধিক সূত্র রয়েছে এবং এতে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি নেই, আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের কেউ এর বিরোধিতা করেননি। এটি তো তখনই কার্যকর হতো যদি একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হতো; তাহলে পরিস্থিতি কেমন হবে যখন একজন সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যজন অন্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন? এ সবকিছুই স্পষ্ট করে যে, হাদীসটি মূলত সুপরিচিত। আর যারা যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন, তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন যে, তিনি তার ভাই আব্দুর রহমানের কবর যিয়ারত করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতাম, তবে তোমার যিয়ারতে আসতাম না।" এটি নির্দেশ করে যে, যিয়ারত নারীদের জন্য ঐরূপ মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) নয় যে রূপ পুরুষদের জন্য মুস্তাহাব; কারণ যদি তাই হতো, তবে তিনি উপস্থিত থাকতেন বা না থাকতেন উভয় অবস্থাতেই যিয়ারত মুস্তাহাব হতো।

আমি বলি: সুতরাং এর ভিত্তিতে, যারা অনুমতির কথা বলেন তাদের জন্য এতে কোনো দলিল নেই।

আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীসের এই প্রেক্ষাপটটি ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা আল-আছরাম কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের বিপরীত: "একদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কবরস্থান থেকে আসছিলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম: হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন, অতঃপর তিনি তা যিয়ারত করার আদেশ দিয়েছেন।" শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ এর উত্তরে বলেন: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীসে কোনো দলিল নেই; কারণ যিনি তাঁর কাছে আপত্তি তুলেছিলেন তিনি সাধারণ নিষেধের মাধ্যমে আপত্তি করেছিলেন, ফলে তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন যে সেই নিষেধ মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারী তাঁর কাছে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সেই নিষেধের কথা উল্লেখ করেননি যাতে যিয়ারতের কারণে তাদের প্রতি অভিশাপের কথা রয়েছে। তাঁর এই কথাটিই তা স্পষ্ট করে: "তিনি তা যিয়ারতের আদেশ দিয়েছেন।" এটি স্পষ্ট করে যে, তিনি এমন এক আদেশ দিয়েছেন যা মুস্তাহাব হওয়ার দাবি রাখে, আর এই মুস্তাহাব হওয়া কেবল পুরুষদের জন্যই সাব্যস্ত। যদি তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরাও কবর যিয়ারত করার জন্য আদিষ্ট, তবে তিনিও পুরুষদের মতো তা করতেন, এবং তিনি তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে এ কথা বলতেন না যে "আমি তোমার যিয়ারত করতাম না"। আর অভিশাপ প্রদান স্পষ্টভাবেই হারাম হওয়ার প্রমাণ। আর "তোমরা কবর যিয়ারত করো" এই অনুমতির সম্বোধন নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে না, তাই তারা রহিতকারী (নাসেখ) হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না। আর জমহুর ওলামাদের মতে, সাধারণ নির্দেশ (আম) যদি বিশেষ নির্দেশের (খাস) পরে আসে বলে জানা যায়, তবে তা বিশেষ নির্দেশকে রহিত করে না। এটিই ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদের নিকট থেকে বর্ণিত দুটি বর্ণনার মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ এবং তাঁর অনুসারীদের নিকট এটিই সুপরিচিত। তবে অবস্থা এমন হলে কী হবে যখন জানা নেই যে এই সাধারণ নির্দেশটি বিশেষ নির্দেশের পরে কি না? কারণ হতে পারে "আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন" এই বাণীটি পুরুষদের যিয়ারতের অনুমতির পরেই এসেছে। এটি এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি একে তাদের সাথে যুক্ত করেছেন যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং বাতি জ্বালায়।

১. তিরমিযী: জানায়েয (১০৫৬), এবং ইবনে মাজাহ: জানায়েয সংক্রান্ত অধ্যায় (১৫৭৬)।
২. তিরমিযী: জানায়েয (১০৫৫)।
৩. সহীহ: এই প্রেক্ষাপটে হাদীসটি হাকেম (১/৩৭৬) বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বায়হাকী (৪/৭৮) বর্ণনা করেছেন। হাকেম এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন এবং যাহাবী একে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইরাকী 'তাখরীজুল ইহয়া' (৪/৪১৮) গ্রন্থে বলেছেন, "ইবনে আবিদ দুনিয়া এটি আল-কুবুর গ্রন্থে এবং হাকেম এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।" দেখুন: আহকামুল জানায়েয পৃ. ১৮১। আর তিরমিযীর প্রেক্ষাপট হলো: জানায়েয কিতাব (১০৫৫): কবর যিয়ারতের অনুমতির পরিচ্ছেদ, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত শব্দের ন্যায় এবং তাতে রয়েছে: "আমি যদি তোমার নিকট উপস্থিত থাকতাম তবে তোমার যিয়ারত করতাম না।"

(ص: 252)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر.

والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: أحدها: أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان، قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. وقيل: إنه يحتل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العيوم الضعيف، والعامة لا يعارض

الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما علمنا أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة

القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك: " يذكّر الموت، ويرقق القلب، وتدمع العين "1 هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتحت لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مطنة وسبباً للأمور المحرمة؛ فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك؛ ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه البفسدة؛ فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: " ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين البيت "2 وقوله لفأطمة: " أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة "3 ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز "4 ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان "5 هو أدل على العيوم من صيغة التذكير؛ فإن لفظ "من" يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العيوم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العيوم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصاً.

1 حسن. أحمد (3/ 237، 250). وهو عند الحاكم أيضاً (1/ 375، 376).

وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص 180).

2 ضعيف. ابن ماجة (1578) كتاب الجنائز: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. والبيهقي (4/ 77) من حديث علي رضي الله عنه. وضعفه النووي في المجموع (5/ 224) والبوصيري في الزوائد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (873) .

3 ضعيف. أحمد (2/ 168 ، 169) . وأبو داود (3123) كتاب الجنائز: باب التعزية. والنسائي: في كتاب الجنائز 4/ ، 27 ، 28) : باب النعي، وضعفه النووي في المجموع (5/ 224) والبنذري في مختصر السنن (4/ 289) والكدي: هي المقابر كما في اللسان.

4 البخاري: كتاب الجنائز (1278) باب اتباع النساء الجنائز. ومسلم: كتاب الجنائز (938) (34) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز من حديث أم عطية رضي الله عنها.

5 الحديث بهذا اللفظ. أخرجه مسلم: كتاب الجنائز (945) (53) : باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها. من حديث أبي هريرة. وهو عند البخاري بنحوه كتاب الجنائز (1325) : يا من انتظر حتى تدفن. وعند مسلم (946) (57) من حديث ثوبان أيضا.

এটা জানা কথা যে, নিষিদ্ধ মসজিদ নির্মাণ এবং বাতি জ্বালানোর বিষয়টি সুদৃঢ় (মুহকাম), যেমনটি সহীহ হাদীসসমূহ এর ওপর প্রমাণ বহন করে এবং শেষোক্তটিও তদ্রূপ।

সঠিক মত হলো এই যে, নারীগণ বেশ কিছু কারণে কবর যিয়ারতের অনুমতির অন্তর্ভুক্ত নয়: প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "তোমরা যিয়ারত করো" এটি পুরুষবাচক শব্দরূপ, যা কেবল প্রাবল্যের ভিত্তিতে নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে; কেউ বলেন: এটি পৃথক দলিলের মুখাপেক্ষী, আর সেক্ষেত্রে নারীদের জন্য এটি প্রযোজ্য হতে পৃথক প্রমাণের প্রয়োজন হবে। আবার কেউ বলেন: নিঃশর্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রাখে। এই ভিত্তিতে, নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি দুর্বল সাধারণত্বের (আম) মাধ্যমে হবে। আর সাধারণ দলিলসমূহ জমহুর আলিমদের মতে বিশেষ দলিলসমূহের বিরোধিতা করে না এবং সেগুলোকে রহিতও করে না। যদি নারীরা এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তাদের জন্য কবর যিয়ারত করা

মুস্তাহাব হতো। অথচ ইমামগণের কাউকেই আমরা জানি না যিনি তাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব বলেছেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিংবা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে নারীরা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হতেন না।

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের অনুমতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি: "মৃত্যুকে স্মরণ করায়, অন্তরকে নরম করে এবং চোখে পানি আনে"। ১ এটি মুসনাদে আহমাদে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর এটি জানা কথা যে, নারীর জন্য যখন এই পথ খুলে দেওয়া হবে, তখন তা তাকে অস্থিরতা, বিলাপ এবং উচ্চস্বরে কান্নাকাটির দিকে নিয়ে যাবে; কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে দুর্বলতা ও ধৈর্যের অভাব। যখন নারীদের যিয়ারত করা নিষিদ্ধ বিষয়াদির ক্ষেত্র ও কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এর এমন কোনো সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় যা সেদিকে নিয়ে যাবে না; কিংবা এক প্রকারের সাথে অন্য প্রকারের পার্থক্য করাও সম্ভব নয়। শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো: যখন কোনো হিকমত (গোপন রহস্য) অস্পষ্ট বা অনির্ধারিত হয়, তখন বিধানকে তার প্রবল ধারণার (মাজান্নাহ) সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। সুতরাং অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করার (সাদ্দুল যারিয়াহ) নিমিত্তে এই বিষয়টি হারাম করা হয়েছে, যেমনটি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দিকে তাকানো হারাম করা হয়েছে এবং পরপুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম করা হয়েছে ইত্যাদি। আর এতে এমন কোনো কল্যাণ নেই যা এই অকল্যাণের মোকাবিলা করতে পারে; কেননা এতে মৃত ব্যক্তির জন্য কেবল দুআ করার বিষয়টিই রয়েছে, যা তার নিজ ঘরে অবস্থান করেই সম্ভব।

কোনো কোনো আলিম বলেন: জানাযার অনুগমন করাও তদ্রূপ। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন: "তোমরা পাপ নিয়ে ফিরে যাও, সওয়াব নিয়ে নয়; কেননা তোমরা জীবিতদের ফিতনায় ফেলছ এবং মৃতকে কষ্ট দিচ্ছ"। ২ এবং ফাতিমার প্রতি তাঁর উক্তি: "শোন, তুমি যদি তাদের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতে না"। ৩ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস একে সমর্থন করে যে, তিনি নারীদের জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করেছেন। ৪ আর এটি সুবিদিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে সে এক কীরাত সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত তার অনুগমন করবে সে দুই কীরাত সওয়াব পাবে" ৫ - এই বাণীটি পুরুষবাচক শব্দরূপের চেয়ে ব্যাপকতার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী; কারণ "মান" (যে ব্যক্তি) শব্দটি মানুষের সর্বসম্মতিক্রমে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা এটি জানা গেছে যে, এই ব্যাপকতা নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, কারণ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি তারা এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে তো তারা আরও অগ্রগণ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

১ হাসান। আহমাদ (৩/ ২৩৭, ২৫০)। এটি হাকিমের কিতাবেও রয়েছে (১/ ৩৭৫, ৩৭৬)।

আলবানী একে আহকামুল জানায়েয গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮০) হাসান বলেছেন।

২ যঈফ। ইবনে মাজাহ (১৫৭৮) জানাযা অধ্যায়: নারীদের জানাযার অনুগমন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। বায়হাকী (৪/ ৭৭), আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে। নববী একে আল-মাজমু গ্রন্থে (৫/ ২২৪) এবং বুসীরি আয-যাওয়ায়েদ গ্রন্থে যঈফ বলেছেন এবং আলবানী একে যঈফুল জামে গ্রন্থে (৮৭৩) যঈফ বলেছেন।

৩ যঈফ। আহমাদ (২/ ১৬৮, ১৬৯)। আবু দাউদ (৩১২৩) জানাযা অধ্যায়: শোক প্রকাশ অনুচ্ছেদ। নাসাঈ: জানাযা অধ্যায় ৪/ ২৭, ২৮): মৃত্যু সংবাদ প্রদান অনুচ্ছেদ। নববী একে আল-মাজমু গ্রন্থে (৫/ ২২৪) এবং মুনিরী মুখতাসারুস সুনান গ্রন্থে (৪/ ২৮৯) যঈফ বলেছেন। 'আল-কুদা' অর্থ হলো কবরস্থান, যেমনটি লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে।

৪ বুখারী: জানাযা অধ্যায় (১২৭৮) নারীদের জানাযার অনুগমন অনুচ্ছেদ। মুসলিম: জানাযা অধ্যায় (৯৩৮) (৩৪) নারীদের জানাযার অনুগমন নিষেধ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, উম্মে আতিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে।

৫ হাদীসটি এই শব্দে মুসলিম বর্ণনা করেছেন: জানাযা অধ্যায় (৯৪৫) (৫৩): জানাযার নামায ও তার অনুগমনের ফযীলত অনুচ্ছেদ। আবু হুরাইরার হাদীস থেকে। এটি বুখারীতেও কাছাকাছি শব্দে রয়েছে, জানাযা অধ্যায় (১৩২৫): যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। মুসলিমের বর্ণনাতেও (৯৪৬) (৫৭) সাওবানের হাদীস থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে।

قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً للرجال، خص بقوله: " لعن الله زورات القبور ... الحديث " فيكون من العام المخصوص.

وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً.

منها: أن ما ذكره عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ.

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليقه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم.

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد: " فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب - بل كل - من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف بأسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبراً قد شيد عليه البناء، وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفرش الفاخر، وأرخت عليه الستور، وألقت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على البيت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن 1 من أسرج على القبور وكتب عليها وبني عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة؛ فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة". انتهى.

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم.

قوله: "والمُتخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ" تقدم شرحه في الباب قبله.
قوله: "السُّرُجُ" قال أبو محمد المقدسي: "لو أُبِيحَ اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَيْهَا لَمْ يَلْعَنَ مَنْ
فَعَلَهُ؛

1 في تطهير الاعتقاد: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج
القبور إلخ.

আমি বলি: কবর জিয়ারতের অনুমতি পুরুষদের জন্য সুনির্দিষ্ট। এটি তাঁর বাণী দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে: "আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন ... হাদীসটি" ফলে এটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর যারা রহিতকরণের (নাসখ) পক্ষে দলিল দিয়েছেন, তাদের জন্য কিছু জবাবও রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো: আয়েশা ও ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে তারা যা উল্লেখ করেছেন, তা এই বিষয়ে তাদের থেকেই বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী; সুতরাং এর মাধ্যমে রহিতকরণ সাব্যস্ত হয় না।

অন্যটি হলো: সাহাবীর কথা ও কাজ হাদীসের বিপরীতে দলিল নয়—এতে কোনো মতভেদ নেই। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তিনি কবর জিয়ারতের সময় কী বলতে হবে তা যা শিখিয়েছেন, তা কবর যিয়ারতকারী নারীদের লানত সংক্রান্ত তিনটি হাদীসের নির্দেশকে রহিত করার প্রমাণ বহন করে না। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি এই কঠোর নিষেধ ও কঠিন সতর্কবাণী আসার পূর্বের ঘটনা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আস-সানআনী (রাহিমাল্লাহু) তাঁর 'তাতহীরুল ইতিকাদ' গ্রন্থে বলেছেন: "নিশ্চয়ই এই গম্বুজ ও মাযারগুলো যা শিরক ও নাস্তিকতার সবচেয়ে বড় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং ইসলাম ধ্বংস ও এর ভিত্তি বিনাশের সর্ববৃহৎ উপায়ে পরিণত হয়েছে—সেগুলো যারা নির্মাণ করে তাদের অধিকাংশ—বরং সবাই—হলো রাজা-বাদশাহ, শাসক ও নেতৃবৃন্দ; হয় তাদের কোনো আত্মীয়র কবরের ওপর, অথবা এমন কোনো ব্যক্তির কবরের ওপর যার ব্যাপারে তারা সুধারণা পোষণ করে, যেমন কোনো ফযিলতধারী ব্যক্তি, আলেম, সূফী, ফকির কিংবা বড় কোনো শায়খ। এরপর সাধারণ মানুষ যারা তাকে চেনে, তারা মৃত ব্যক্তিকে জিয়ারত করার মতো করে জিয়ারত করে, তার মাধ্যমে উসিলা ধরা বা তার নাম ধরে

ডাকা ছাড়াই। বরং তারা তার জন্য দোয়া করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, যতক্ষণ না তাকে চেনে এমন অধিকাংশ লোক বিদায় নেয়। এরপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আসে এবং দেখে যে, একটি কবরের ওপর সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে চেরাগ জ্বালানো হয়েছে, দামি বিছানা বিছানো হয়েছে, পর্দা ঝোলানো হয়েছে এবং সেখানে ফুল ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে। তখন সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, এটি উপকার করতে পারে কিংবা ক্ষতি দূর করতে পারে। তখন খাদেমরা এসে মৃত ব্যক্তির নামে মিথ্যা বলতে থাকে যে, তিনি এটা করেছেন, ওটা করেছেন এবং অমুকের ক্ষতি করেছেন ও অমুকের উপকার করেছেন। এভাবে তারা মানুষের মজ্জায় প্রতিটি বাতিল বিষয় গেঁথে দেয়। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসসমূহে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যারা কবরের ওপর চেরাগ জ্বালায়, তার ওপর লেখে এবং তার ওপর ভবন নির্মাণ করে তাদের ওপর লানত ১ করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত হাদীসগুলো ব্যাপক ও সুপরিচিত; কারণ এই কাজগুলো স্বয়ং নিষিদ্ধ এবং এটি একটি বড় ফিতনার মাধ্যম।" সমাপ্ত।

আর এখান থেকেই শিরোনামের সাথে হাদীসটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

তাঁর বাণী: "এবং যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে" এর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর বাণী: "সুরজ" (চেরাগসমূহ)। আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী বলেন: "যদি কবরের ওপর চেরাগ জ্বালানো বৈধ হতো, তবে যে ব্যক্তি এটি করে তাকে লানত করা হতো না।"

১. তাতহীরুল ইতিকাদ গ্রন্থে রয়েছে: "আর এই কারণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসসমূহে সেই ব্যক্তির ওপর লানত সাব্যস্ত হয়েছে যে কবরে চেরাগ জ্বালায়" ইত্যাদি।

لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة; وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام".

وقال ابن القيم رحمه الله: " اتخذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر " 1. قوله: "رواه أهل السنن" يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي 2.

الثانية: تفسير العبادة.

الثالثة: أنه صلي الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه.

الرابعة: قُرْنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 3.

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.

السادسة: وهي من أهمها، صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح.

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية.

التاسعة: لعنة زوارات القبور.

العاشر: لعنة من أسرجها.

1 وقد عده ابن حجر الهيثمي في الكبائر أيضاً.

2 بل رواه النسائي كما تقدم في تخريج رقم [182] .

3 يعني أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى إتخاذها أوثاناً.

কারণ এতে কোনো উপকার ছাড়াই অর্থের অপচয় হয়; এবং কবরের সম্মান প্রদর্শনে এমন বাড়াবাড়ি রয়েছে যা মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আর ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "সেগুলোকে মসজিদে রূপান্তর করা এবং সেগুলোর উপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" 1.

তাঁর বক্তব্য: "সুনান গ্রন্থকারগণ এটি বর্ণনা করেছেন" অর্থাৎ শুধু আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ; নাসাঈ এটি বর্ণনা করেননি 2.

দ্বিতীয়: ইবাদতের ব্যাখ্যা।

তৃতীয়: নিশ্চয়ই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল তা থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন যার সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চতুর্থ: এর সাথে নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করাকে সংশ্লিষ্ট করা 3.

পঞ্চম: আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর ক্রোধের উল্লেখ।

ষষ্ঠ: এবং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম, তা হলো 'লাত' এর ইবাদত সম্পর্কে জানার পদ্ধতি, যা ছিল অন্যতম বড় মূর্তি।

সপ্তম: এটি যে একজন নেককার ব্যক্তির কবর ছিল তা জানা।

অষ্টম: এটি কবরওয়ালা নাম হওয়া এবং সেই নামকরণের অর্থ উল্লেখ করা।

নবম: কবর জিয়ারতকারী নারীদের প্রতি অভিশাপ।

দশম: যারা কবরে প্রদীপ জ্বালায় তাদের প্রতি অভিশাপ।

1 এবং ইবনে হাজার আল-হাইতামিও একে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

2 বরং নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি পূর্বে ১৮২ নম্বর হাদিসের তাহরিজে অতিক্রান্ত হয়েছে।

3 অর্থাৎ তিনি যখন উক্ত দোয়ার সাথে কবরকে মসজিদে রূপান্তর করাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন, তখন বোঝা গেল যে কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা একে মূর্তিতে পরিণত করার একটি মাধ্যম।

(ص: 254)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد "وسده كل طريق يوصل إلى الشرك"

وقول الله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

قوله: باب "ما جاء في حباية المصطفى صلي الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك".

الجناب: هو الجانب. والبراد حبايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه.

পরিচ্ছেদ: তাওহীদের মর্যাদা রক্ষায় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন এবং শিরকের দিকে ধাবিতকারী প্রতিটি পথ বন্ধ করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যা কষ্ট দেয় তা তাঁর কাছে অতি অসহনীয়..."

তাঁর কথা: পরিচ্ছেদ: "তাওহীদের মর্যাদা রক্ষায় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন এবং শিরকের দিকে ধাবিতকারী প্রতিটি পথ বন্ধ করা প্রসঙ্গে।"

'জনাব' (Janab) অর্থ হলো দিক বা পাশ। এর উদ্দেশ্য হলো তাওহীদকে এমন সব বিষয় থেকে হেফাযত করা যা শিরক ও এর কারণসমূহের নিকটবর্তী অথবা যা তাওহীদের সাথে শিরক মিশ্রিত করে ফেলে।

(ص: 255)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقول الله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} 1".

قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مبتنًا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} 2. وقال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} 3. وقال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} 4 أي منكم، كما قال جعفر ابن أبي طالب للنجاشي؛ والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: "إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته" وذكر الحديث.

قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} 5 قال: "لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية" 6. وقوله: {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} 7 أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها 8، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بعثت بالحنيفية السبحة" 9. وفي الصحيح: "إن هذا الدين يسر" 10. وشريعته كلها سبحة سهلة كاملة، يسيرة على من يسرها الله عليه.

1 سورة التوبة آية: 128-129.

2 سورة البقرة آية: 129.

3 سورة آل عمران آية: 164.

4 سورة التوبة آية: 128.

5 سورة التوبة آية: 128.

6 ثم ذكر ابن كثير الحديث: "خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح". وقد وصل هذا من وجه آخر. كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه: الفاصل بين الراوي والواعي: وقد استدلل بعض الجاهلين بهذا على إيمان آباء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم جهلهم، فليس فيه أي دليل؛ لأن في البخاري من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم. 7 سورة التوبة آية: 128.

- 8 في قرّة العيون: ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره، ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب، وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حالة أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي يرقى للمريض فيها، ونحو ذلك من تعليق التمايم.
- 9 حسن. جاء من طرق كثيرة كما قال المصنف: من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلًا، ومن حديث أبي أمامة وجابر وعائشة موصولًا. والحديث ضعفه الألباني في غاية المرام (8) من حديث جابر ومرسل حبيب فقط. وحسن بهما الحديث في بحث جيد تظهر عليه أمارات التأدب مع العلماء. ص (333: 335).
- 10 جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الإيمان (39) : باب الدين يسر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

তাঁর বক্তব্য: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক; তিনি তোমাদের কল্যাণের চরম আকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের রব।}

১।

ইবনে কাসীর (রাহিমাল্লাহ) বলেন: মহান আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ তাদের স্বজাতির এবং তাদেরই ভাষায়। যেমনটি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: {হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন} ২। আর মহান আল্লাহ বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন} ৩। মহান আল্লাহ আরও বলেন: {তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন} ৪ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকেই। যেমনটি জাফর ইবনে আবী তালিব নাজাশীকে এবং মুগিরা বিন শু'বা কিসরার দূতের কাছে বলেছিলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের মধ্যে আমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যার বংশপরিচয়, গুণাবলী, চাল-চলন, সত্যবাদিতা ও আমানতদারি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি"—অতঃপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন।

সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ জাফর ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে মহান আল্লাহর বাণী {তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন} ৫ সম্পর্কে বলেন: "জাহেলিয়াতের যুগের জন্ম সংক্রান্ত কোনো কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করেনি" ৬।

এবং তাঁর বাণী: {তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক} ৭ অর্থাৎ এমন বিষয় তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয় যা তাঁর উম্মতকে কষ্টে ফেলে এবং তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয় ৮। এ কারণেই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি সহজ-সরল একনিষ্ঠ দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি" ৯। আর সহিহ হাদিসে এসেছে: "নিশ্চয়ই এই দীন সহজ" ১০। তাঁর শরীয়তের পুরোটাই উদার, সহজ ও পূর্ণাঙ্গ এবং আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটি অত্যন্ত সহজ।

১ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮-১২৯।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১২৯।

৩ সূরা আল-ইমরান আয়াত: ১৬৪।

৪ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮।

৫ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮।

৬ অতঃপর ইবনে কাসীর হাদিসটি উল্লেখ করেন: "আমি বিবাহ থেকে জন্ম নিয়েছি, ব্যভিচার থেকে নয়"। এটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি হাফেজ আবু মুহাম্মদ হাসান বিন আব্দুর রহমান আর-রামাহুরমুজি তাঁর 'আল-ফাসিল বাইনার রাবি ওয়াল ওয়াঈ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন: কিছু মূর্খ ব্যক্তি এটি দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতৃপুরুষদের ঈমানদার হওয়ার স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছে, যা তাদের চরম মূর্খতার পরিচয়। কারণ এতে কোনো দলিল নেই; কেননা বুখারিতে আয়েশা (রাডিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিস রয়েছে যে, জাহেলিয়াতেও বর্তমানকালের মানুষের বিবাহের মতোই এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল।

৭ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮।

৮ 'কুররাত আল-উয়ুন'-এ রয়েছে: আয়াতটির দ্বারা দলিল গ্রহণের দিকটি হলো এই যে, যা কিছু উম্মতকে পাপে লিপ্ত করে এবং তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তা তাঁর নিকট অত্যন্ত

পীড়াদায়ক। আর উম্মতকে পাপে লিপ্ত করার এবং তাদের জন্য কঠিন হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা—তা অল্প হোক বা বেশি, এবং শিরকের মাধ্যমসমূহ ও কবিরা গুনাহের মতো শিরকের নিকটবর্তী বিষয়াদি। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরক ও এর উপায়গুলো থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যেমনটি কারোর অজানা নয়। অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য সুতা ছেঁড়া এবং তাবীজ ঝোলানো ইত্যাদি শিরকি কাজগুলো বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অবস্থা এমনই ছিল।

৯ হাসান। মুসান্নিফের ভাষ্য অনুযায়ী এটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: হাবীব বিন আবী সাবিত থেকে মুরসাল হিসেবে, এবং আবু উমামা, জাবের ও আয়েশা থেকে মারফু হিসেবে। আলবানী 'গায়াতুল মারাম' (৮)-এ জাবেরের হাদিস ও হাবীবের মুরসাল বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে তিনি একটি চমৎকার গবেষণায় উভয় বর্ণনার মাধ্যমে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, যাতে আলেমদের প্রতি আদব প্রদর্শনের স্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। পৃষ্ঠা (৩৩৩: ৩৩৫)।

১০ বুখারি কর্তৃক সংকলিত একটি হাদিসের অংশ: কিতাবুল ঈমান (৩৯): অধ্যায়: দ্বীন সহজ। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

(ص: 256) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه 1 قال:
{حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} 2.

" تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً "3 أخرجه الطبراني. قال4: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم " 5. وقوله: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} 6، كما قال تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِئْءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} 7. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة {فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} 8.

قلت: فاقترضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائع الموصلة إليه، وأبلغ في نهيمهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها، والصلاة عندها وإليها، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم، وكما سيأتي في أحاديث الباب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " 9 رواه أبو داود بإسناد حسن. ورواته ثقات.

1 ساق ابن كثير سند الطبراني إلى أبي ذر.

2 سورة التوبة آية: 128-129.

3 صحيح. الطبراني في الكبير [16471] ، وأخرجه أحمد أيضاً (153، 162/5) .

وصححه الأرناؤوط في تخريج ابن حبان برقم (65) .

4 أي قال أبو ذر: وهو من رواية الطبراني أيضاً. وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الإمام أحمد عن ابن عباس حديث الملكين اللذين أتيا رسول

الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. ثم ضرباً له ولأئمة المثل. وروى عدة أحاديث في هذا المعنى في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.

5 جاء الحديث بنحوه عن ابن مسعود مطولا وفيه: "ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه.." الحديث. أخرجه الحاكم (4/2)، وذكره المنذري في الترغيب (7/3) ونسبه للحاكم فقط. وراجع كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث على كتاب الرسالة للشافعي ص (94,95).

6 سورة التوبة آية: 128.

7 سورة الشعراء آية: 215-216-217.

8 سورة التوبة آية: 129.

9 أبو داود: المناسك (2042)، وأحمد (367/2).

তাঁর বাণী: {তোমাদের কল্যাণে তিনি অতি উৎসাহী} অর্থাৎ তোমাদের হিদায়াত প্রাপ্তি এবং তোমাদের নিকট পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ পৌঁছানোর ব্যাপারে তিনি অতি আগ্রহী। আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ১ তিনি বলেন:

{তোমাদের কল্যাণে তিনি অতি উৎসাহী, মুমিনদের প্রতি তিনি পরম মমতাসীল ও দয়ালু। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি আর তিনি মহান আরশের রব।} ২। "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গিয়েছেন যে, আকাশে ডানা ঝাপটানো কোনো পাখি সম্পর্কেও তিনি আমাদের নিকট জ্ঞান বর্ণনা করেছেন।" ৩ তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ৪ বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে এমন কোনো বিষয় অবশিষ্ট নেই যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিনি।" ৫।

এবং তাঁর বাণী: {মুমিনদের প্রতি তিনি পরম মমতাসীল ও দয়ালু} ৬, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি তুমি তোমার ডানা নত

করো। অতঃপর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তবে বলো যে, তোমরা যা করছ তা থেকে আমি মুক্ত। আর তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর ওপর ভরসা করো।} ৭। এই সম্মানিত আয়াতেও মহান আল্লাহ তাকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা হলো তাঁর বাণী: {অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়} অর্থাৎ তোমরা যে মহান, পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত নিয়ে এসেছ তা থেকে, {তবে তুমি বলো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি আর তিনি মহান আরশের রব।} ৮।

আমি (লেখক) বলছি: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর উম্মতের হকের ব্যাপারে যেসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, তা দাবি করে যে তিনি তাদের শিরক সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করবেন যা সবচেয়ে বড় গুনাহ, এবং এর দিকে পরিচালিত করার মাধ্যমগুলো তাদের নিকট বর্ণনা করবেন এবং তাদের তা থেকে জোরালোভাবে নিষেধ করবেন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো কবরকে সম্মান করা এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, কবরের নিকট বা কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা এবং এ জাতীয় বিষয়গুলো যা একে ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ অধ্যায়ের হাদিসসমূহে সামনে আসবে।

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবে (মেলায়) পরিণত করো না। আর তোমরা আমার প্রতি সালাত (দরুদ) পাঠ করো, কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের প্রেরিত সালাত আমার নিকট পৌঁছায়।" ৯ আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীবৃন্দ বিশ্বস্ত।

১ ইবনে কাসির তাবারানির সনদ আবু যার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

২ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮-১২৯।

৩ সহিহ। তাবারানি আল-কাবীর [১৬৪ ৭১], আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন (৫/১৫৩, ১৬২)।

আল-আরনাউত ইবনে হিব্বানের তাখরিজে (৬৫) একে সহিহ বলেছেন।

৪ অর্থাৎ আবু যার বলেছেন: এটি তাবারানির বর্ণনাতেও রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসির এই হাদিসের পর ইমাম আহমদের সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে দুই ফেরেশতার হাদিস উল্লেখ করেছেন যারা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসেছিলেন, তাদের একজন তাঁর পায়ের কাছে এবং অন্যজন তাঁর মাথার কাছে বসেছিলেন। তারপর তারা

তাঁর এবং তাঁর উম্মতের জন্য উদাহরণ পেশ করেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রহমত সম্পর্কে এই অর্থে আরও বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৫ হাদিসটি ইবনে মাসউদ থেকে দীর্ঘভাবে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যাতে রয়েছে: "জান্নাতের নিকটবর্তী করে এমন কোনো কাজ নেই যা আমি তোমাদের নির্দেশ দিইনি, এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এমন কোনো কাজ নেই যা থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করিনি..." হাদিস। হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন (২/৪), এবং মুনিরি 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (৩/৭) এটি উল্লেখ করেছেন এবং শুধুমাত্র হাকেমের দিকে নিসবত করেছেন। আশ-শাফি'রী 'আর-রিসালা' গ্রন্থের টিকায় ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় হাদিসটির ওপর শেখ আহমদ শাকিরের আলোচনা দেখুন।

৬ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৮।

৭ সূরা আশ-শু'রা আয়াত: ২১৫-২১৬-২১৭।

৮ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১২৯।

৯ আবু দাউদ: আল-মানাসিক (২০৪২), এবং আহমাদ (২/৩৬৭)।

(ص: 257)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قברי عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " 1 رواه أبو داود بإسناد حسن. ورواته ثقات"2.

قوله: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا "3.

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه " 4.

قوله: " ولا تجعلوا قبوري عيداً " قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك".

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتیاد. فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيا به للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيداً. وكان للمشرکین أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشرکین المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر".

قوله: " وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ".

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبوري وبُعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذ عيداً".

قوله: " لا تجعلوا بيوتكم قبوراً " تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله اهـ.

قوله: "وعن علي بن الحسين رضي الله عنه " أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبوري عيداً،

1 صحيح. تقدم تخريجه برقم [117].

2 في قرّة العيون: قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن، جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها، كما تهجر القبور عن الصلاة إليها، مخافة الفتنة بها، وما يفضي إلى عبادتها من دون الله؛ لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.

3 البخاري: كتاب الصلاة (432): باب كراهية الصلاة في المقابر. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (777) (208): باب استحباب صلاة النافلة في بيتها وجوازها في المسجد.

4 مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (780) (212): باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوزها في المسجد. (*) وهو عن أبي هريرة وليس ابن عمر كما ذكر المصنف.

তাঁর বাণী: "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছায়'।" এটি আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না।" শাইখুল ইসলাম বলেন: অর্থাৎ সেগুলোতে সালাত, দোয়া ও কুরআন তিলাওয়াত বর্জন করে সেগুলোকে কবরের সমতুল্য করো না। তাই তিনি ঘরগুলোতে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবরের কাছে তা পালন করতে নিষেধ করেছেন; যা খ্রিষ্টান মুশরিক এবং তাদের অনুকরণকারী এই উম্মতের লোকেরা করে থাকে তার বিপরীত।

সহীহাইন (বুখারি ও মুসলিম)-এ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "তোমরা তোমাদের সালাতের কিছু অংশ ঘরে আদায় করো এবং সেগুলোকে কবরে পরিণত করো না।"

সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরের মতো বানিয়ে না; নিশ্চয়ই শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়।"

তাঁর বাণী: "এবং আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না।" শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন: "ঈদ (উতসব) এমন একটি নাম যা অভ্যস্ত পন্থায় সাধারণ জনসমাবেশের পুনরারুত্তিকে বুঝায়, যা বছর, সপ্তাহ, মাস বা অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে ফিরে আসে।"

ইবনুল কায়েম রহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন: "ঈদ হলো সময় বা স্থানের দিক থেকে যার আগমন ও গন্তব্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে; যা 'মুআওয়াদা' (পুনরারুত্তি) ও 'ইতিয়াদ' (অভ্যাস) থেকে নেওয়া হয়েছে। যদি এটি কোনো স্থানের নাম হয়, তবে তা এমন স্থান যেখানে সমাবেশের উদ্দেশ্য করা হয় এবং ইবাদত বা অন্য কিছু জন্য বারবার আসা হয়। যেমনটি আল্লাহ তাআলা মসজিদুল হারাম, মিনা, মুজদালিফাহ, আরাফাহ এবং মাশাহিরকে (নিদর্শনসমূহ) হানিফদের জন্য ঈদ ও প্রত্যাবর্তনের স্থল বানিয়েছেন, যেমন সেখানের দিনগুলোকে ঈদের দিন বানিয়েছেন। মুশরিকদেরও সময় ও স্থান ভিত্তিক ঈদ ছিল। আল্লাহ যখন ইসলাম নিয়ে আসলেন, তখন তিনি সেগুলো বাতিল করে দিলেন এবং হানিফদের জন্য তার পরিবর্তে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা ও মিনার দিনগুলো দান করলেন। যেভাবে তিনি মুশরিকদের স্থানভিত্তিক ঈদের পরিবর্তে তাদের কাবা, মিনা, মুজদালিফাহ, আরাফাহ ও মাশাহির দান করেছেন।"

তাঁর বাণী: "এবং আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছায়।"

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন: "এর মাধ্যমে তিনি ইশারা করেছেন যে, তোমাদের প্রেরিত সালাত ও সালাম আমার কবরের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে থাকা উভয় অবস্থাতেই আমার কাছে পৌঁছে যায়, সুতরাং একে উৎসবে পরিণত করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

তাঁর বাণী: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না।" এর আগের হাদিসের অর্থে শাইখুল ইসলামের বক্তব্য গত হয়েছে। (সমাপ্ত)

তাঁর বাণী: "আলী ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত," তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে থাকা একটি ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করছে এবং দোয়া করছে। তিনি তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন: "আমি কি তোমাদের

কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করব না যা আমি আমার পিতার নিকট থেকে, তিনি আমার দাদার নিকট থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বলেছেন: তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না..."

১. সহীহ। পূর্বে ১১৭ নং ক্রমিকে এর বিস্তারিত উৎস বর্ণিত হয়েছে।
 ২. কুররাতুল উয়ুন-এ আছে: হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদি বলেন: এটি হাসান হাদিস, এর সনদ উত্তম এবং এর অনেক সাক্ষী (শাওয়াহিদ) রয়েছে যা একে সহীহ পর্যায়ে উন্নীত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরে সালাত বর্জন করতে নিষেধ করেছেন যেভাবে কবরের দিকে সালাত বর্জন করা হয়, কবরের দ্বারা ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় এবং যা আল্লাহ ব্যতীত কবরের ইবাদতের দিকে ধাবিত করে; কারণ এই নিষেধাজ্ঞা তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই তিনি তাদের ঘরগুলোকেও তদ্রূপ বানাতে নিষেধ করেছেন।
 ৩. বুখারি: কিতাবুস সালাত (৪৩২): কবরে সালাত আদায়ের অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়। মুসলিম: মুসাফিরের সালাত ও তা সংক্ষেপ করা অধ্যায় (৭৭৭) (২০৮): নফল সালাত ঘরে পড়া মুস্তাহাব এবং মসজিদে পড়া জায়েজ বিষয়ক অধ্যায়।
 ৪. মুসলিম: মুসাফিরের সালাত ও তা সংক্ষেপ করা অধ্যায় (৭৮০) (২১২): নফল সালাত ঘরে পড়া মুস্তাহাব এবং মসজিদে পড়া জায়েজ বিষয়ক অধ্যায়। (*) এটি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর থেকে নয় যেমনটি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।
-

(ص: 258) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم". رواه في المختارة".
هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين.
أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن

عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومثل هذا إذا كان

لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة". وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: "هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة". وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلي الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط". اهـ.

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهل قال: "رآني الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فنأداني، وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلبت على النبي صلي الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبوري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم وبني بالأندلس إلا سواء " 1.

1 قال في قرّة العيون: وهذا أيضاً له قرب النسب وقرب الدار، فمنه عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة

التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلف بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بنهيهِ عن الغلو، وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين، واتباع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: (4: 115) (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها، وبذل نفيس المال تقرباً إليها وتعظيم سدناتها. فيا لها من مصيبة ما أعظمها! نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه.

এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। আর আমার ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।" এটি আল-মুখতারাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদিসটি এবং এর আগেরটি—উভয়ই উত্তম (জায়িদ) এবং এগুলোর সনদ হাসান। প্রথমটির কথা বললে, এটি আবু দাউদ এবং অন্যান্যরা আবদুল্লাহ ইবনে নাফি আস-সায়িগ-এর বর্ণিত হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন: ইবনে আবি যিব আমাকে সাঈদ আল-মাকবুরি থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য এবং সুপরিচিত। তবে আবদুল্লাহ ইবনে নাফি সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেন: তিনি হাফিজ নন, তার বর্ণনা কখনো চেনা যায় আবার কখনো অপরিচিত লাগে। ইবনে মাইন বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আবু যুরআহ বলেছেন: তার বর্ণনায় কোনো সমস্যা নেই। শাইখুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "এরকম ক্ষেত্রে যখন তার হাদিসের স্বপক্ষে অন্যান্য প্রমাণ থাকে, তখন বোঝা যায় যে এটি সংরক্ষিত; আর এই হাদিসটির একাধিক প্রমাণ রয়েছে।" হাফিজ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাদি বলেছেন: "এটি হাসান ও উত্তম (জায়িদ) সনদের হাদিস, এবং এর এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যার দ্বারা এটি সহিহ হওয়ার স্তরে উন্নীত হয়।" আর দ্বিতীয় হাদিসটির কথা বললে, এটি আবু ইয়ালা, কাজী ইসমাইল এবং হাফিজ জিয়া মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসি আল-মুখতারাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ তায়াল্লা) বলেছেন: "লক্ষ্য করুন, এই সুন্নাহটি মদিনাবাসী এবং আহলে বাইতের সদস্যদের কাছ থেকে কীভাবে উৎসারিত হয়েছে, যাদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশগত ও আবাসস্থলের নৈকট্য ছিল; কারণ তারা অন্যদের চেয়ে এর প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী ছিলেন, তাই তারা এ বিষয়ে অধিক সচেতন ও সংক্ষণকারী ছিলেন।" সমাপ্ত।

সাদ্দ ইবনে মনসুর তার সুনান গ্রন্থে বলেন: আমাদের কাছে আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে সুহাইল ইবনে আবি সুহাইল সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: "হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আমাকে কবরের কাছে দেখলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি তখন ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: রাতের খাবারে এসো। আমি বললাম: আমার প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন: কী ব্যাপার, আমি তোমাকে কবরের কাছে দেখলাম কেন? আমি বললাম: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম দিয়েছি। তিনি বললেন: যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেবে। অতঃপর তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। আর আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে যায়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তোমরা এবং যারা আন্দালুসে আছে তারা সবাই সমান" ১।

১ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনিও বংশগত ও আবাসস্থলের নৈকট্য রাখতেন, তবুও তিনি কবরের কাছে এসে সেখানে দুআ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবরের কাছে আসা এবং সেখানে দুআ কবুলের আশা করা এমন কিছু নয় যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এই উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। যদি এটি বিধিবদ্ধ হতো, তবে খলিফাগণ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী প্রথম সারির ছিলেন এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন—যেমন আহলে বাইতের মহান ব্যক্তিবর্গ ও তাবিঈগণের ইমামগণ—তাঁরা কখনোই এটি ছেড়ে দিতেন না। আর যারা এমনটি করত, তারা তাদের প্রতিবাদ করতেন। তাঁদের বক্তব্যই হলো দলিল এবং হাদিসগুলোও এই দিকেই নির্দেশ করে, যেমন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদিস এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য হাদিস। কেননা

সালাফগণ জানতেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতিরঞ্জন থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে কী চেয়েছিলেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে যারা অতিরঞ্জন করে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভীত ছিলেন; যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (৪: ১১৫) (যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসুলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব যা সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে দক্ষ করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস)। আর যখন এই উম্মতের মধ্যে কবরবাসীদের নিয়ে শিরক এবং তাদের অতি সম্মান ও ইবাদত শুরু হলো, তখন কবরের কাছে দুআ ও সাহায্যের (ইস্তিগাসা) উদ্দেশ্যে এবং কবরের খাদেমদের সম্মান জানাতে মূল্যবান অর্থ ব্যয় করে সফর শুরু হলো। হায়, এটি কতই না বড় মুসিবত! আমরা আল্লাহর কাছে এই শিরক এবং যা এর নিকটবর্তী করে বা এর দিকে নিয়ে যায় তা থেকে মুক্তি চাই।

(ص: 259)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال سعيد أيضاً: حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني " 1.

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يُرو من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟

قوله: "علي بن الحسين" أي ابن علي ابن أبي طالب، المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله

عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وله ست وخمسون سنة رضي الله عنه.

قوله: "أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة" بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما.

قوله: "فدخل فيها فيدعو فنهاه" هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: ما علمت أحدا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذ عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منه عنده؛ لأن ذلك لم يشرع، وكراهة مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، قال: "ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله

1 البخاري: المظالم والغصب (2463)، ومسلم: المساقاة (1609)، والترمذي: الأحكام (1353)، وأبو داود: الأقضية (3634)، وابن ماجه: الأحكام (2335)، وأحمد (240/2، 274/2، 327/2، 396/2، 447/2، 463/2)، ومالك: الأقضية (1462).

সাইদ আরও বলেন: আমাদের কাছে হাব্বান বিন আলি বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ আজলান থেকে, তিনি আল-মাহরির আযাদকৃত গোলাম আবু সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থান (ঈদ) বানিও না এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছায়।" ১। শাইখুল ইসলাম বলেন: এই দুটি ভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত মুরসাল বর্ণনা দুটি হাদিসটির সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ দেয়, বিশেষ করে যখন যিনি এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই

এটি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর এটি তাঁর নিকট হাদিসটি সাব্যস্ত হওয়ারই দাবি রাখে, যদি এটি এই দুটি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত না-ও হতো; তাহলে যখন এটি ইতিপূর্বে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তখন এর অবস্থা কেমন হবে?

তাঁর বক্তব্য: "আলি বিন আল-হুসাইন" অর্থাৎ আলি ইবনে আবি তালিবের নাতি, যিনি যয়নুল আবিদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামে পরিচিত; তিনি তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে তাবয়ীদের শ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। যুহরি বলেন: আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো কুরাইশীকে দেখিনি। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁর পিতা হুসাইন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৌহিত্র ও তাঁর সুগন্ধি ফুল, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদিস সংরক্ষণ করেছেন এবং ৬১ হিজরীর আশুরার দিনে ৫৬ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

তাঁর বক্তব্য: "তিনি এক ব্যক্তিকে একটি ফুরজার (ছিদ্র বা ফাঁকা স্থান) কাছে আসতে দেখলেন" - 'ফা' অক্ষরে পেশ এবং 'রা' অক্ষরে সাকিন যোগে; এটি দেয়ালের ছিদ্র বা ছোট জানালা এবং অনুরূপ স্থানকে বোঝায়।

তাঁর বক্তব্য: "অতঃপর সে তাতে প্রবেশ করল এবং দুআ করল, ফলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন" - এটি দুআ এবং সালাতের উদ্দেশ্যে কবর ও মাজারসমূহে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ দেয়।

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাল্লাহু তাআলা) বলেন: আমি এমন কাউকে জানি না যিনি এতে অনুমতি দিয়েছেন; কারণ এটি কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করার একটি প্রকার। এটি আরও প্রমাণ করে যে, কেউ মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য প্রবেশ করলে কেবল সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবরের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ; কারণ এটি শরিয়তসম্মত নয়। ইমাম মালিক মদিনাবাসীদের জন্য অপছন্দ করতেন যে, কোনো ব্যক্তি যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরের কাছে আসবে; কারণ সলফে সালাহীনরা এমনটি করতেন না। তিনি বলেন: "এই উম্মতের শেষভাগের সংশোধন হবে না তবে সেই বিষয়ের মাধ্যমেই যার দ্বারা এর প্রথমভাগের সংশোধন হয়েছিল।" সাহাবী এবং তাবয়ীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদে আসতেন...

১ বুখারি: আল-মাযালিম ওয়াল গাসাব (২৪৬৩), মুসলিম: আল-মুসাকাত (১৬০৯), তিরমিযী: আল-আহকাম (১৩৫৩), আবু দাউদ: আল-আকদিয়াহ (৩৬৩৪), ইবনে মাজাহ: আল-আহকাম (২৩৩৫), আহমাদ (২/২৪০, ২/২৭৪, ২/৩২৭, ২/৩৯৬, ২/৪৪৭, ২/৪৬৩), মালিক: আল-আকদিয়াহ (১৪৬২)।

(ص: 260)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عليه وسلم فيصلون، فإذا قضاوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك، أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم؛ بل نهاهم عنه في قوله: " لا تتخذوا قبوري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبليغي ". فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة، ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم، وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طبع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره 1 وقبر غيره. حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرويه خارجاً من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح البيت تجسدت لهم فأروها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج.

والمقصود: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: " كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف "2 قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان

-
- 1 ومن ذلك الحكاية المبتدأة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل، وخرجت اليد فقبلها. فأنظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين، المحرومين من كل علم وعقل ودين! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- 2 صحيح. أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (20) وصححه الألباني لطرقه وشواهد في تخريج الكتاب المذكور ص (34).

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তারা সালাত আদায় করতেন। যখন তারা সালাত সম্পন্ন করতেন, তারা বসে থাকতেন অথবা বেরিয়ে যেতেন। তারা সালাম দেওয়ার জন্য কবরের কাছে আসতেন না; কারণ তারা জানতেন যে, সালাতের মধ্যে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা অধিক পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম। আর তাঁর কবরের নিকট সালাত ও সালাম পেশ করার জন্য অথবা সেখানে সালাত ও দুআ করার জন্য সেখানে তাদের প্রবেশ করাকে তিনি তাদের জন্য শরীয়তসম্মত করেননি; বরং তিনি তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে তাদের তা থেকে নিষেধ করেছেন: "তোমরা আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করো না এবং আমার প্রতি সালাত পাঠ করো, কারণ তোমাদের সালাত আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" সুতরাং তিনি স্পষ্ট করে

দিলেন যে, সালাত দূর থেকে তাঁর কাছে পৌঁছে থাকে এবং তেমনিভাবে সালামও। আর তিনি অভিশাপ দিয়েছেন তাদের ওপর যারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের যুগে হুজরা বা কক্ষটির দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত, যেহেতু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানে থাকতেন। এরপরে অন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করা পর্যন্ত অবস্থা এমনই ছিল। তারা কবরের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সালাম বা সালাতের জন্য সেখানে প্রবেশ করতেন না, এমনকি নিজেদের জন্য বা অন্যের জন্য দুআ করতে কিংবা কোনো হাদীস বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেও যেতেন না। শয়তান তাদের প্রলুব্ধ করার সুযোগ পেত না যে তাদের কোনো কথা বা সালাম শোনাবে এবং তারা মনে করবে যে তিনি (রাসূল) তাদের সাথে কথা বলছেন এবং তাদের ফতোয়া দিচ্ছেন ও হাদীস বর্ণনা করছেন, অথবা তিনি কবরের বাইরে থেকে শোনা যায় এমন উচ্চৈঃস্বরে তাদের সালামের উত্তর দিচ্ছেন; যেমন শয়তান অন্যদের প্রলুব্ধ করে তাঁর কবর ও অন্যদের কবরের নিকট পথভ্রষ্ট করেছে। এমনকি তারা ধারণা করে যে, কবরের অধিবাসী তাদের আদেশ দিচ্ছেন, নিষেধ করছেন, ফতোয়া দিচ্ছেন এবং প্রকাশ্যে তাদের সাথে কথা বলছেন। আর তিনি কবর থেকে বের হয়ে আসছেন এবং তারা তাকে কবরের বাইরে দেখতে পাচ্ছে। তারা মনে করে যে, মৃতদের মূল দেহগুলোই তাদের সাথে কথা বলার জন্য বেরিয়ে এসেছে এবং মৃত ব্যক্তির রুহ তাদের জন্য দেহ ধারণ করেছে, ফলে তারা তা দেখতে পাচ্ছে যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে তাদের দেখেছিলেন।

উদ্দেশ্য হলো: সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁর কবরের নিকট সালাত ও সালাম পেশ করতে অভ্যস্ত ছিলেন না, যেমনটি তাদের পরবর্তী অপদার্থ উত্তরসূরির কাছে থাকে। বরং তাদের কেউ কেউ যখন সফর থেকে আসতেন তখন বাহির থেকে এসে সালাম দিতেন, যেমনটি ইবনে উমর করতেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন: "ইবনে উমর যখন সফর থেকে আসতেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট আসতেন এবং বলতেন: আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রাসূল। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আবু বকর। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমার পিতা। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন।" উবাইদুল্লাহ বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমর ছাড়া আর কাউকে এমনটি করতে দেখিনি। এটি প্রমাণ করে যে, সালাম দেওয়ার সময় তিনি কবরের নিকট দুআর জন্য দাঁড়াতেন না, যেমনটি অনেকে করে থাকে।

শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "কেননা তা সাহাবীদের একজনের থেকেও বর্ণিত হয়নি, ফলে তা ছিল

১ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো শায়খ আহমদ রিফাই-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত সেই বানোয়াট কাহিনীটি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি সেটি চুম্বন করতে পারেন এবং তিনি তা করেছিলেন; আল্লাহর হাতটি বেরিয়ে এসেছিল এবং তিনি তা চুম্বন করেছিলেন। আল্লাহর কসম, দেখুন কীভাবে জিন ও মানুষের শয়তানরা এসব বুদ্ধিভ্রম হওয়া লোকদের বিবেক নিয়ে খেলা করতে সক্ষম হয়েছে, যারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও দীন থেকে বঞ্চিত! আর আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

২ সহীহ। এটি ইসমাইল আল-কাজী 'ফাদলুস সালাত আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' গ্রন্থে (২০) বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী উক্ত গ্রন্থের তাহকীকে (পৃষ্ঠা ৩৪) এর বিভিন্ন সূত্র ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 261)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بدعة محضة". وفي المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن

يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره.

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. وتنازعوا: هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداً. بل من أعظم أسباب الإشراف بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين- ونقل فيها اختلاف

العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي. ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل، وأبي محمد الجويني، والقاضي عياض. وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " 1. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهياً، وإما أن يكون نفيًا. وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع - كما في الموطأ والمسنند والسنن -.

عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة - وقد أقبل من الطور -: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تعمل البطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " 2. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال:

" أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور ولا تأتته " 3. فأبن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعلوا الطور مباحاً نهياً عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكرناه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد، ولهذا نهياً عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة

1 البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1197) : باب مسجد بيت المقدس. ومسلم: كتاب الحج (827) (415) : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

2 صحيح: مالك (108/1) في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وأحمد (7.397/6) . والنسائي (113.115/3) في الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (226) . وصحيح الجامع (7248) .

3 رواه أحمد (64.93/3) عن أبي سعيد الخدري وفيه شهر بن حوشب وهو مضطرب الحديث، والحديث ثابت عدا فقرة: "إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة" فهي ضعيفة لتفرد شهر بها. أفاده الدوسري في النهج السديد (237) .

"বিশুদ্ধ বিদআত"। এবং 'আল-মাবসুত'-এ রয়েছে: ইমাম মালিক বলেছেন: আমি মনে করি না যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট দাঁড়ানো উচিত, বরং সালাম দিয়ে চলে যাবে। এবং ইমাম আহমাদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সে কিবলার দিকে মুখ করবে এবং হুজরাকে তার বাম দিকে রাখবে যাতে তার দিকে পিঠ না ফিরে যায়। সারকথা হলো, আইম্মায়ে কিরাম (ইমামগণ) এ বিষয়ে একমত যে, যখন কেউ দুআ করবে তখন কবরের দিকে মুখ করবে না। তবে সালাম দেওয়ার সময় তার দিকে মুখ করবে কি না সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই হাদিসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এবং অন্যান্য কবর ও মাজার অভিমুখে সফর করার (শাদ্দুর রিহাল) নিষেধাজ্ঞার দলিল রয়েছে; কারণ এটি সেগুলোকে উৎসবে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত। বরং এটি ঐসব ব্যক্তিদের সাথে শিরক করার অন্যতম প্রধান কারণ। এটিই সেই মাসআলা যে বিষয়ে শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতওয়া দিয়েছেন—অর্থাৎ যারা কেবল নাবীগণ ও নেককার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে। তিনি এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতভেদ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন, যেমন গাযালী ও আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী। আবার কেউ কেউ একে নিষিদ্ধ করেছেন, যেমন ইবনে বাত্তাহ, ইবনে আকীল, আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী এবং কাযী ইয়াদ। আর এটিই জমহুর (অধিকাংশ) উলামার মত, যা ইমাম

মালিক স্পষ্ট করেছেন এবং আইম্মায়ে কিরামের কেউ এর বিরোধিতা করেননি। আর এটিই সঠিক মত; কারণ সহীহাইন-এ আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা।" ১। ফলে কবর ও মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; এটি হয় নিষেধাজ্ঞা, না হয় অস্বীকৃতি। একটি বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞার শব্দে এসেছে, তাই এটি নিষেধাজ্ঞার জন্যই নির্দিষ্ট। এই কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এখান থেকে নিষেধাজ্ঞা বুঝেছেন—যেমনটি মুওয়ত্তা, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। বাছরা ইবনে আবি বাছরা আল-গিফারী থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু)—যিনি তুর পাহাড় থেকে আসছিলেন—বললেন: আপনি সেখানে যাওয়ার আগে যদি আমি আপনার সাক্ষাৎ পেতাম, তবে আপনি যেতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত সওয়ারি প্রস্তুত করা যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা।" ২। ইমাম আহমাদ এবং উমর ইবনে শাব্বাহ 'আখবারুল মাদীনা' গ্রন্থে উত্তম সনদে কাযাআ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি ইবনে উমরের নিকট এসে বললাম: আমি তুর পাহাড়ে যেতে চাই। তিনি বললেন: কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যেই সফর করা যায়: মাসজিদুল হারাম, মাদীনার মসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা। সুতরাং তুর পাহাড়ের চিন্তা ছেড়ে দিন এবং সেখানে যাবেন না।" ৩। সুতরাং ইবনে উমর এবং বাছরা ইবনে আবি বাছরা তুর পাহাড়কে সেই সব স্থানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেখানে সফর করা নিষিদ্ধ; কারণ তাঁরা যে শব্দ উল্লেখ করেছেন তাতে তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও সওয়ারি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং জানা গেল যে, ব্যতিক্রমভুক্ত বিষয়টি (মুস্তাসনা মিনহু) মসজিদ ও অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে সাধারণ, এবং এই নিষেধাজ্ঞা কেবল মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই কারণেই তাঁরা এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে তুর পাহাড়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। আর তুর পাহাড়ে কেবল সেই ব্যক্তিই সফর করে যে এর ফযিলতের উদ্দেশ্যে সফর করে...

১. বুখারী: মক্কা ও মাদীনার মসজিদে সালাতের ফযিলত অধ্যায় (১১৯৭): বায়তুল মাকদিস মসজিদ পরিচ্ছেদ। মুসলিম: হাজ্জ অধ্যায় (৮২৭) (৪১৫): মাহরামসহ নারীর হাজ্জ ও অন্যান্য সফর পরিচ্ছেদ।

২. সহীহ: মালিক (১/১০৮), জুমুআ অধ্যায়: জুমুআর দিনের সেই বিশেষ মুহূর্ত পরিচ্ছেদ। আহমাদ (৬/৭, ৩৯৭)। নাসাঈ (৩/১১৩, ১১৫), জুমুআ অধ্যায়: জুমুআর দিনে দুআ কবুল হওয়ার মুহূর্ত পরিচ্ছেদ। আলবানী 'আহকামুল জানাইয' (পৃষ্ঠা ২২৬) এবং 'সহীহুল জামি' (৭২৪৮)-তে একে সহীহ বলেছেন।

৩. আহমাদ (৩/৬৪, ৯৩) আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে শাহর ইবনে হাওশাব রয়েছেন যিনি মুজতারিবুল হাদিস (হাদিস বর্ণনায় অসংলগ্ন), তবে "সেখানে সালাতের সন্ধানে মসজিদের দিকে" অংশটুকু ব্যতীত বাকি হাদিস সাব্যস্ত। এই অংশটুকু শাহর-এর একক বর্ণনার কারণে দুর্বল। আদ-দাওসারী 'আন-নাহজুস সাদীদ' (২৩৭)-এ এটি উল্লেখ করেছেন।

(ص: 262)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

البقعة. فإن الله سبحانه "الوادي المقدس، والبقعة المباركة". وكلّم كلييه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه، فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيباً لابن الأختائي¹ فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأخذ به العلماء وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة.

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال، ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في ردة على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هو وشيخ الإسلام -رحمهما الله تعالى- أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا

ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.

قوله: "رواه في المختارة" المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين.

ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين، فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية براءة.

الثانية: إبعاده أمته عن هذه الحى غاية البعد.

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة.

السادسة: حثه على النافلة في البيت.

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.

التاسعة: كونه صلي الله عليه وسلم في البرزخ تُعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه².

والورع والفضيلة التامة والإتقان. فأن الله يرحمه ويرضى عنه.

وقال شيخ الإسلام: "تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب".

مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

1 قاضي المالكية في عصره، والرد عليه مطبوع بهامش الرد على البكري، على نفقة
جلالة الملك الصالح المصلح: الملك عبد العزيز آل سعود. أدام الله تأييده ونصره.
2 يريد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه من أعمالنا
إلا الصلاة والسلام عليه فقط، لا كما يظنه المبتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه،
فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر، مستدلين على ذلك بحديث:
أوهى من بيت العنكبوت، ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي
رواها البخاري ومسلم.

সেই স্থান। নিশ্চয়ই আল্লাহ একে 'পবিত্র উপত্যকা এবং বরকতময় স্থান' বলে নামকরণ
করেছেন। তিনি সেখানে তাঁর সরাসরি আলাপকারী মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা
বলেছেন। চার ইমাম এবং জমহুর (অধিকাংশ) ওলামায়ে কেরাম এই মতেরই ওপর রয়েছেন।
যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং এর বিরোধিতাকারীদের উত্তর জানতে চান, তারা
শায়খুল ইসলাম ইবনে আল-আখনায়ীর^১ আপত্তির জবাবে যা লিখেছেন তা দেখতে পারেন।
সেই আপত্তিগুলো ছিল সহীহ হাদীসের দালিলিক প্রমাণ এবং ওলামায়ে কেরামের অনুসৃত পথ
ও কিয়াসে আওলা (অগ্রগণ্য অনুমান)-এর বিরুদ্ধে; কারণ এতে ফিতনা বা অনিষ্ট স্পষ্ট।
আর তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফরের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে
সারকথা হলো: এতে এমন কোনো কল্যাণ নেই যা সফরকে আবশ্যিক করে, আর এমন কোনো
বিশেষত্বও নেই যা এর দিকে আহ্বান করে। হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাদী তাঁর 'আস-
সারিমুল মুনকি' গ্রন্থে আস-সুবকীর জবাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে
তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর জিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর
ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি এবং শায়খুল ইসলাম—আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর রহমত
বর্ষণ করুন—উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে
অথবা তাঁর কোনো সাহাবী থেকে কোনো সহীহ হাদীস প্রমাণিত নয়। উপরন্তু, সেই হাদীসগুলো
বিতর্কের মূল বিষয়ের ওপরও দলিল হয় না; কারণ সেগুলোতে কেবল সাধারণ জিয়ারতের
কথা রয়েছে, যা সফর করা ব্যতীত কেউ অস্বীকার করে না। সুতরাং একে শরীয়তসম্মত
জিয়ারত হিসেবে গণ্য করা হবে যাতে কোনো শিরক বা বিদআত নেই।

তাঁর কথা: 'আল-মুখতারাহ গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে।' আল-মুখতারাহ হলো এমন একটি কিতাব যেখানে এর লেখক সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর অতিরিক্ত উত্তম হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন।

আর এর লেখক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী আল-হাফিজ যিয়াউদ্দিন আল-হাম্বালী, যিনি শ্রেষ্ঠ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। আয-যাহাবী বলেন: তিনি সুদৃঢ় দ্বীনদারী সহকারে এই শাস্ত্রে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, এতে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে:

প্রথম: সূরা বারাতের আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়: তাঁর উম্মতকে এই নিষিদ্ধ এলাকা থেকে চূড়ান্তভাবে দূরে রাখা।

তৃতীয়: আমাদের প্রতি তাঁর আকাজ্ঞা, মমতা এবং করুণার উল্লেখ।

চতুর্থ: তাঁর কবর জিয়ারতকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে করতে নিষেধ করা, যদিও তাঁর জিয়ারত অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল।

পঞ্চম: বারবার জিয়ারত করতে নিষেধ করা।

ষষ্ঠ: বাড়িতে নফল সালাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

সপ্তম: তাঁদের নিকট এটি সুনিশ্চিত বিষয় ছিল যে, কবরস্থানে সালাত আদায় করা যাবে না।

অষ্টম: এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির দরুদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, সে যত দূরেই থাকুক না কেন। অতএব নৈকট্য লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাল্পনিক ধারণার কোনো প্রয়োজন নেই।

নবম: বরযাখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাঁর উম্মতের কেবল দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়২।

এবং পরহেযগারী, পূর্ণ মর্যাদা ও নিপুণতা। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হন।

শায়খুল ইসলাম বলেন: "নিঃসন্দেহে তাঁর মুখতারাহ গ্রন্থে তাঁর হাদীস সহীহ বলা আল-হাকিমের সহীহ বলার চেয়েও উত্তম।" তিনি ৬৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

১. তিনি তাঁর সময়ের মালিকী মাযহাবের বিচারক ছিলেন। তাঁর ওপর লিখিত খণ্ডনটি 'আর-রাদ্দু আলাল বাকরী' এর পার্শ্বটিকায় মুদ্রিত হয়েছে, যা পুণ্যবান ও সংস্কারক বাদশাহ আব্দুল আজিজ আল সৌদের অর্থায়নে প্রকাশিত। আল্লাহ তাঁর সমর্থন ও সাহায্য অব্যাহত রাখুন।

২. লেখক (রহিমাল্লাহ) বোঝাতে চেয়েছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমাদের আমলসমূহের মধ্যে কেবল দরুদ ও সালামই পেশ করা হয়; বিদআতীরা যেমনটি ধারণা করে যে সমস্ত আমলই তাঁর কাছে পেশ করা হয়—তেমনটি নয়। তারা দাবি করে যে, তিনি যদি ভালো আমল দেখেন তবে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং মন্দ আমল দেখলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারা এর স্বপক্ষে মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল একটি হাদীস দিয়ে দলিল দেয় এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ নসসমূহকে এড়িয়ে যায়।

(ص: 263) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان "
 وقوله تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } 1.

قوله: باب " ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ".
 "وقول الله تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ }."
 "الوثن" يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل عليه السلام: { إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا } 2. ومع قوله: { قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً } 3. وقوله: { قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ } 4. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث.
 قوله: { يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حَيِّي

1 سورة النساء آية: 51.

2 سورة العنكبوت آية: 17.

3 سورة الشعراء آية: 71.

4 سورة الصافات آية: 95.

পরিচ্ছেদ: এই উম্মতের কেউ কেউ মূর্তিপূজা করবে - এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে
মহান আল্লাহর বাণী: "তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল?
তারা 'জিবত' ও 'তাগুত'-এ বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা মুমিনদের
তুলনায় অধিক সঠিক পথে আছে।" ১।

তাঁর কথা: পরিচ্ছেদ "এই উম্মতের কেউ কেউ মূর্তিপূজা করবে - এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে"।
"এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া
হয়েছিল? তারা জিবত ও তাগুত-এ বিশ্বাস করে}।"

"আল-ওয়াতান" (মূর্তি) শব্দটি এমন সব বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হয় যা আল্লাহকে বাদ
দিয়ে কোনো প্রকার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয়, চাই তা কবর হোক, মাজার হোক বা
অন্য কিছু; খলিল (ইবরাহিম) আলাইহিস সালামের এই বাণীর কারণে: {তোমরা তো
আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ} ২। এবং তাঁর এই
বাণীর সাথে: {তারা বলল, আমরা মূর্তিপূজা করি, সুতরাং আমরা তাদের পূজায় একনিষ্ঠ
থাকব} ৩। এবং তাঁর বাণী: {তিনি বললেন, তোমরা কি তার ইবাদত করছ যা তোমরা নিজেরা
খোদাই করে তৈরি করছ?} ৪। এর দ্বারা জানা গেল যে, ওয়াতান শব্দটি মূর্তি (আসনাম) এবং
আল্লাহ ছাড়া উপাস্য অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটি ইতিপূর্বে হাদীসে
অতিবাহিত হয়েছে।

তাঁর কথা: {তারা জিবত ও তাগুত-এ বিশ্বাস করে} ইবনে আবি হাতিম ইকরিমা থেকে বর্ণনা
করেছেন, তিনি বলেন: হুয়াই আসলেন...

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫১।

২ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৭।

৩ সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৭১।

(ص: 264)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناة، ونسقي الحجيج. ومحمد صنبر، قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج من غفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً. فأنزل الله تعالى: {الْمُ تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} 1.

وقوله تعالى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ (مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ} 2. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان". وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: "الجبت: الشيطان- زاد ابن عباس-: بالحبشية". وعن ابن عباس أيضاً: "الجبت: الشرك". وعنه: "الجبت: الأصنام". وعنه: "الجبت: حيي بن أخطب".

وعن الشعبي: "الجبت: الكاهن". وعن مجاهد: "الجبت: كعب بن الأشرف" قال الجوهري: "الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر" ونحو ذلك 3.

قال المصنف -رحمه الله تعالى:- " وفيه معرفة الإيمان بالحب والطاغوت في هذا
الموضع هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها، مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ "

1 قال الحافظ ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من
السلف. وقال الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: "لما قدم كعب بن
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبت من قومه يزعم أنه خير
مننا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير. قال: فنزلت
فيهم: إن شأنك هو الأبت. ونزل (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب)
الآية. و"الكوماء" الناقة العظيمة السنام لسنها. و"العناة" جمع "عان" وهو الأسير.
و"الصنبور" الأبت الذي لا عقب له. وأصله سعة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض،
وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها. أرادوا أنه إذا بلغ انقطع ذكره كما يذهب
الصنبور لأنه لا عقب له.

2 سورة البائدة آية: 60.

3 زاد ابن كثير عن الجوهرى: وفي الحديث: "الطيرة والعيافة والطرق من الجبت".
قال ابن كثير: رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق.

হুয়াই বিন আখতাব এবং কাব বিন আশরাফ মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে বলল: তোমরা আহলে
কিতাব এবং জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং আমাদের এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে আমাদের সংবাদ
দাও। তারা বলল: তোমরা কারা এবং মুহাম্মদ কে? তারা বলল: আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক
বজায় রাখি, বড় কুঁজবিশিষ্ট উট জবাই করি, দুধের সাথে পানি মিশিয়ে পান করাই, বন্দীদের
মুক্ত করি এবং হাজীদের পানি পান করাই। আর মুহাম্মদ হলো নির্বংশ, সে আমাদের
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং গিফার গোত্রের হাজীদের চোরেরা তার অনুসরণ করেছে।
আমরা কি শ্রেষ্ঠ নাকি সে? তারা বলল: তোমরাই শ্রেষ্ঠ এবং অধিক সঠিক পথে পরিচালিত।
তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের একাংশ

দেওয়া হয়েছে, যারা জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, তারা মুমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে পরিচালিত।} ১।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, আমি কি তোমাদের আল্লাহর কাছে পরিণতির দিক দিয়ে এর চেয়েও মন্দ কিছু সংবাদ দেব? যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার ওপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করেছে।} ২।

এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

উমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "জিবত হলো জাদু এবং তাগুত হলো শয়তান"। ইবনে আব্বাস, আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, হাসান এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। ইবনে আব্বাস, ইকরিমা এবং আবু মালিক থেকে বর্ণিত: "জিবত হলো শয়তান—ইবনে আব্বাস আরও বাড়িয়ে বলেছেন—হাবশি ভাষায়"। ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে: "জিবত হলো শিরক"। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে: "জিবত হলো মূর্তি"। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে: "জিবত হলো হুয়াই বিন আখতাব"।

এবং শাবী থেকে বর্ণিত: "জিবত হলো গণক"। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত: "জিবত হলো কাব বিন আশরাফ"। জাওহারি বলেন: "জিবত এমন একটি শব্দ যা মূর্তি, গণক এবং জাদুকরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়" এবং এই জাতীয় কিছু ৩।

গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) বলেন: "এতে এই স্থানে জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ সম্পর্কে জানা যায় যে, এটি কি অন্তরের বিশ্বাস, নাকি তাদের সাথে কেবল একাত্মতা পোষণ করা, অথচ সেগুলোকে ঘৃণা করা এবং সেগুলো বাতিল হওয়া সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও?"

১ হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন: এটি ইবনে আব্বাস এবং সালাফদের এক জামাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন কাব বিন আশরাফ মক্কায় আসল, তখন কুরাইশরা বলল: তোমরা কি এই নির্বংশ লোকটিকে দেখছ না যে তার কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে দাবি করে যে সে আমাদের চেয়ে উত্তম, অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, কাবার রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং হাজীদের পানি পান করাই। সে (কাব) বলল: তোমরাই শ্রেষ্ঠ। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন: তখন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো: (নিশ্চয়ই আপনার বিদ্বেষ্ট নির্বংশ)। এবং অবতীর্ণ হলো (তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের একাংশ দেওয়া হয়েছে...) আয়াতটি। "আল-কুমা"

হলো এমন উটনি যার চর্বির কারণে কুঁজ অনেক বড় হয়েছে। "আল-আনাত" হলো "আন"-এর বহুবচন, যার অর্থ বন্দী। "আস-সনবুর" হলো সেই নির্বংশ যার কোনো উত্তরসূরি নেই। এর মূল অর্থ হলো খেজুর গাছের কাণ্ডে জন্ম নেওয়া ডাল যা মাটিতে জন্মায়নি, আবার বলা হয়: এটি এমন একাকী খেজুর গাছ যার নিচের অংশ সরু হয়ে গেছে। তারা এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছে যে, সে যখন মারা যাবে তখন তার নাম-নিশানা মুছে যাবে যেমন সনবুর হারিয়ে যায়, কারণ তার কোনো উত্তরসূরি নেই।

২ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৬০।

৩ জাওহারি থেকে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেছেন: হাদিসে আছে: "পাখির মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্ধারণ, মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ জিবতের অন্তর্ভুক্ত"। ইবনে কাসীর বলেন: ইমাম আহমাদ এটি ক্বাবিসাহ বিন মুখারিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 265) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقوله تعالى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ}." يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ} أي أبعد من رحمته {وَوَغَضِبَ عَلَيْهِ} أي غضباً لا يرضى بعده أبداً {وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} 1. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسح قوماً - فجعل لهم نسلاً ولا عقباً، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك". رواه مسلم 2.

قال البغوي في تفسيره: {قُلْ} يا محمد "هل أنبئكم" أخبركم {بِشَرِّ مِنْ {ذَلِكَم} الذي ذكرتم، يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم، ولا ديناً شراً من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شراً؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ {ذَلِكَم} {النَّارِ} 3.

وقوله: {مَثُوبَةً} ثواباً وجزاء، نصب على التفسير {عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ} أي هو من لعنه الله {وَعَضِبَ عَلَيْهِ} يعني اليهود {وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: "أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير".

{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيها سول له، وقرأ ابن مسعود⁴ "عبدوا الطاغوت"، وقرأ حمزة و "عُبد" بضم الباء، و "الطاغوت"

1 سورة البائدة آية: 60.

2 رواه مسلم في كتاب القدر في باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص من وجهين: أولهما: عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي كريب عن مسعر. وهذا هو الذي فيه: "ولا عقبا". والثاني: عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج: وليس فيه "ولا عقبا".

3 سورة الحج آية: 72.

4 في البغوي: وتصدقها قراءة ابن مسعود.

তাঁর কথা: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট এর চেয়েও মন্দ পরিণামপ্রাপ্তদের সংবাদ দেব? তারা হলো ঐ সব লোক যাদেরকে আল্লাহ লানত

করেছেন এবং যাদের ওপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করেছে।"

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলছেন: হে মুহাম্মাদ, আপনি বলুন: কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসেবে কি আমি তোমাদের এমন কিছু সংবাদ দেব, যা তোমরা আমাদের সম্পর্কে যা ধারণা করো তার চেয়েও মন্দ? আর তারা হলো তোমরা (হে আহলে কিতাব), যারা এই গুণাবলির অধিকারী যা তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: {যাকে আল্লাহ লানত করেছেন} অর্থাৎ যাকে তিনি তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, {এবং যার ওপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন} অর্থাৎ এমন রাগ যার পর তিনি আর কখনো সন্তুষ্ট হন না, {এবং যাদের মধ্য থেকে তিনি বানর ও শূকর বানিয়েছেন} ১।

সাওরী, আলকামা ইবন মারসাদ থেকে, তিনি মুগীরা ইবন আব্দুল্লাহ আল-ইয়াশকারী থেকে, তিনি মা'রুর ইবন সুওয়াইদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবন মাসউদ (রাডিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বানর ও শূকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এগুলো কি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিকৃতকৃত কোনো জাতি? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন না - অথবা তিনি বলেছেন: কোনো সম্প্রদায়কে বিকৃত করেন না - যাদের বংশধারা বা পরবর্তী কোনো প্রজন্ম বজায় থাকে। আর বানর ও শূকর এরপূর্বেও বিদ্যমান ছিল।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন ২।

ইমাম বাগাভী তাঁর তাফসিরে বলেন: {বলুন} হে মুহাম্মাদ, "আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব" {এর চেয়েও মন্দের} যা তোমরা উল্লেখ করেছ, অর্থাৎ তাদের উক্তি: আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের চেয়ে কম ভাগ্যহীন আর কোনো ধর্মের অনুসারী দেখি না, এবং তোমাদের ধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো ধর্ম দেখি না। তাই জওয়াবটি সূচনা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যদিও সূচনাটি মন্দ ছিল না; কারণ মহান আল্লাহর বাণী রয়েছে: {বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কিছু সংবাদ দেব? তা হলো আগুন} ৩।

আর তাঁর বাণী: {পরিণামপ্রাপ্ত} অর্থাৎ সওয়াব ও প্রতিদান, যা এখানে ব্যাখ্যা হিসেবে নসব অবস্থায় আছে। {আল্লাহর নিকট তারা, যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন} অর্থাৎ সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন {এবং যার ওপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন} অর্থাৎ ইয়াহুদিরা, {এবং যাদের মধ্য থেকে তিনি বানর ও শূকর বানিয়েছেন}। বানরেরা হলো শনিবারের বিধান লংঘনকারী সম্প্রদায়, আর শূকরেরা হলো ঈসার দস্তুরখানের কুফরকারীগণ। আলী ইবন আবি

তালহা ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন: "উভয় প্রকার বিকৃতিই আসহাবুস সাবতের মধ্যে ঘটেছিল; তাদের যুবকদের বানরে এবং বৃদ্ধদের শুকরে বিকৃত করা হয়েছিল।"

{এবং তারা তাগুতের ইবাদত করেছে} অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্য থেকে এমন লোক বানিয়েছেন যারা তাগুতের ইবাদত করেছে, অর্থাৎ শয়তান তাদের মনে যা কুমন্ত্রণা দিয়েছিল তাতে তারা তার আনুগত্য করেছে। ইবন মাসউদ ৪ এটি "আবাদুত্ব-ত্বাগূত" পড়েছেন এবং হামযাহ 'বা' অক্ষরে পেশ যোগে "উবুদুত্ব-ত্বাগূত" পড়েছেন।

১ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬০।

২ মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন 'কিতাবুল কদর'-এ, 'তাকদীর ও রিযিক বাড়ে বা কমে না'—বিষয়ক পরিচ্ছেদে দুই দিক থেকে: প্রথমটি: আবু বকর ইবন আবি শাইবাহ এবং আবু কুরাইব থেকে মিসআর সূত্রে। আর এতেই "পরবর্তী প্রজন্ম নেই" কথাটি রয়েছে। দ্বিতীয়টি: ইসহাক ইবন ইব্রাহিম আল-হানজালি ও হাজ্জাজ ইবন শায়ির থেকে, যার শব্দ বিন্যাস হাজ্জাজের; তবে এতে "পরবর্তী প্রজন্ম নেই" কথাটি নেই।

৩ সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭২।

৪ বাগাভীতে আছে: ইবন মাসউদের কিরাত এর সত্যতা নিশ্চিত করে।

(ص: 266) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

بجر التاء 1 أراد العبد. وهما لغتان: عبد بسكون الباء، وعبد بضمها، مثل سبع وسبع 2 وقرأ الحسن "وعبد الطاغوت" على الواحد 3. وفي تفسير الطبرسي: "قرأ حمزة وحده "وعبد الطاغوت" بضم الباء وجر التاء، والباقون "وعبد الطاغوت" بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب "وعبد الطاغوت" بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء، قال: وحجة حمزة في قراءته "وعبد الطاغوت" أنه يحمله

على ما عمل فيه "جعل" كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى "جعل" "خلق". كقوله: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} 4. وليس "عبد" لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة، ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الأفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا} 5. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يَقْظُ وَدَنْسٌ؛ وكأن تقديره: أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب.

وأما من فتح فقال {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} 6 فإنه عطفه على بناء المضى الذي في الصلة: وهو قوله: {لَعَنَهُ اللَّهُ} ، وأفرد الضمير في "عبد" وإن كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير "من" كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير "من" فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ. وأما قوله: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} فهو جمع عبد7.

وقوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً} 8. وقال أحمد بن يحيى: عَبْدُ جمع عابد؛ كَبَازِلُ وَبُزْلُ، وَشَارَفُ وَشُرْفُ، وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعُباد". اهـ.

وقال شيخ الإسلام في قوله: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} 9 الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله، مظهراً أو مضمراً. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت. وهو الضمير في "عبد" ولم يعد سبحانه "من" لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود.

1 فيكون على الإضافة، على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبدة.

2 في تفسير البغوي وقيل: هو جمع العباد وقرأ الحسن إلخ.

3 آخر النقل عن البغوي.

4 سورة الأنعام آية: 1.

5 سورة إبراهيم آية: 34.

6 سورة المائدة آية: 60.

7 قال ابن كثير: على أنه جمع الجمع. عبد عبيد عبد; مثل ثبار ثبر.

8 سورة الكهف آية: 21.

9 سورة المائدة آية: 60.

'তা' বর্ণে জের প্রদানের মাধ্যমে^১ তিনি দাস উদ্দেশ্য করেছেন। আর এখানে দুটি ভাষা বা উচ্চারণরীতি রয়েছে: 'আবদ' 'বা' বর্ণে সুকুন দিয়ে এবং 'আবুদ' 'বা' বর্ণে পেশ দিয়ে, যেমন 'সাব' ও 'সাবুই' ^২। আর হাসান একক হিসেবে "তাগুতের দাস" পাঠ করেছেন ^৩।

তাবারসির তাফসিরে রয়েছে: "একমাত্র হামযা 'বা' বর্ণে পেশ এবং 'তা' বর্ণে জের দিয়ে 'ওয়া আবুদাত-তাগুত' পাঠ করেছেন। আর অন্যান্যরা 'বা' বর্ণে জবর এবং 'তা' বর্ণে জবর দিয়ে 'ওয়া আবাদাত-তাগুতা' পাঠ করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবরাহিম নাখয়ি, আমাশ এবং আবান বিন তাগলিব 'আইন' ও 'বা' বর্ণে পেশ, 'দাল' বর্ণে জবর এবং 'তা' বর্ণে জের দিয়ে 'ওয়া উবুদাত-তাগুত' পাঠ করেছেন। তিনি বলেছেন: হামযার পাঠরীতিতে তার দলিল হলো তিনি একে 'বানিয়েছেন' (জাআলা) ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে গণ্য করেছেন; যেন বাক্যটি এমন: 'এবং তিনি তাদের মধ্য থেকে তাগুতের দাস বানিয়েছেন'। আর এখানে 'বানানো' শব্দের অর্থ হলো 'সৃষ্টি করা'। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {আর তিনি সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো} ^৪। আর 'আবদ' শব্দটি বহুবচনের শব্দ নয়; কারণ বহুবচনের গঠনরীতিতে এই ওজনে কোনো শব্দ নেই, বরং এটি একটি একবচন শব্দ যা দ্বারা আধিক্য বা বহুত্ব বোঝানো হয়েছে। আপনি কি দেখেন না যে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের (মারেফা) দিকে সম্বন্ধযুক্ত একবচন শব্দসমূহ উচ্চারণে একবচন হলেও অর্থে বহুবচন হয়, যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে: {আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তবে তা শেষ করতে পারবে না} ^৫। এছাড়া 'ফাউলা' ক্রিয়ার রূপ দ্বারা আধিক্য ও অতিশয়োক্তি বোঝানো হয়, যেমন: 'ইয়াকুযা' ও 'দানুসা'; যেন এর মর্মার্থ হলো: সে তাগুতের ইবাদতে সব দিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"

আর যারা জবর দিয়ে পড়েছেন এবং {যে তাগুতের ইবাদত করেছে} ৬ বলেছেন, তারা একে পূর্ববর্তী অতীতকালীন ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছেন, যা হলো মহান আল্লাহর বাণী: {যাকে আল্লাহ লানত করেছেন}। আর "আবাদা" শব্দে সর্বনামকে একবচন রাখা হয়েছে যদিও এর অর্থ বহুবচন; কারণ বাক্যটি অর্থের পরিবর্তে শব্দের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে এবং এর কর্তা হলো "মান" এর সর্বনাম, ঠিক যেভাবে এর পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোর কর্তাও "মান" এর সর্বনাম ছিল। ফলে শব্দের ওপর ভিত্তি করে সবগুলোকে একবচন রাখা হয়েছে। আর তাঁর বাণী: {এবং তাগুতের দাসগণ} হলো 'আবদ' শব্দের বহুবচন ৭।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তাদের বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল, অবশ্যই আমরা তাদের ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব} ৮।

আর আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বলেছেন: "উবুদ" হলো "আবিদ" এর বহুবচন; যেমন "বাজিল" থেকে "বুজল" এবং "শারিফ" থেকে "শুরাফ"। তেমনিভাবে "আবদ" ও "আবিদ" এর বহুবচন হতে পারে। আর এর অনুরূপ হলো "ইবাদ" এবং "উবাদ"।" (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

আর শাইখুল ইসলাম মহান আল্লাহর বাণী: {যে তাগুতের ইবাদত করেছে} ৯ সম্পর্কে বলেছেন, সঠিক মত হলো এটি এর পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলোর সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ যাকে আল্লাহ লানত করেছেন এবং যার ওপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং যাদের মধ্য থেকে তিনি বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যে তাগুতের ইবাদত করেছে। তিনি বলেন: পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলোর কর্তা হলো আল্লাহর নাম, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। আর এখানে কর্তা হলো সেই ব্যক্তি যে তাগুতের ইবাদত করেছে, যা "আবাদা" ক্রিয়ার মধ্যকার সর্বনাম। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে "মান" শব্দটি পুনরায় উল্লেখ করেননি কারণ তিনি এই ক্রিয়াগুলোকে একটি নির্দিষ্ট দলের গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়।

১ ফলে এটি সম্বন্ধযুক্ত (ইদাফাত) হিসেবে গণ্য হবে এবং এর অর্থ হবে: আর তিনি তাদের মধ্য থেকে তাগুতের খাদেম তথা সেবক ও দাস তৈরি করেছেন।

২ তাফসিরে বাগাবিতে রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন: এটি 'ইবাদ' এর বহুবচন এবং হাসান পাঠ করেছেন... ইত্যাদি।

৩ বাগাবি থেকে উদ্ধৃতি শেষ।

৪ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১।

৫ সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৪।

৬ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬০।

৭ ইবনে কাসির বলেছেন: এটি বহুবচনের বহুবচন। যেমন: আবদ, আবিদ, উবুদ; যেমন সিমার, সুমুর।

৮ সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২১।

৯ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬০।

(ص: 267)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: {أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا} مَا تَظُنُّونَ بِنَا {وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} 1. قاله العماد ابن كثير في تفسيره، وهو ظاهر.

قوله: "وقول الله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} ". والبراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحيم مساجد " 2 أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم.

قوله: "عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ " 3 أخرجاه". وهذا سياق مسلم. قوله: "سنن" بفتح البهلة أي طريق من كان قبلكم. قال المهبلي: الفتح أولى.

قوله: "حذو القذة بالقذة" بنصب "حذو" على المصدر. والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما

تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر، وهو عَلم من أعلام النبوة.

قوله: " " حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ". وفي حديث آخر: " حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك " 4. أراد صلي الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً. ولهذا قال سفيان بن عيينة: " من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ". اهـ.

قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريباً.

1 سورة الفرقان آية: 24.

2 تقدم تخريجه برقم [166] .

3 205- ضعيف. هو جزء من حديث أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان (2641) باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وقال الترمذي: حديث غريب. والحاكم (128، 129/1) . وضعفه المناوي في فيض القدير (347/5) .

4 الترمذي: الإيمان (2641) .

তাঁর বাণী: {তারা স্থানের দিক থেকে নিকৃষ্টতর} তোমরা আমাদের সম্পর্কে যা ধারণা করছ তার চেয়ে {এবং সরল পথ থেকে অধিক বিচ্যুত}। আর এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক শব্দের (আফআলুত তাফদিল) এমন একটি ব্যবহার যেখানে অপর পক্ষে সেই গুণের কোনো অংশই বিদ্যমান নেই। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {জান্নাতবাসীরা সেদিন উত্তম আবাস ও উৎকৃষ্ট বিশ্রামস্থলে থাকবে}। ইমাদ ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে এটি উল্লেখ করেছেন, এবং এটি সুস্পষ্ট।

তাঁর বাণী: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {যারা তাদের বিষয়ে বিজয়ী হয়েছিল তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের কবরের ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব}।"। এর উদ্দেশ্য হলো, সেই

যুবকদের মৃত্যুর পর তারা তাদের সাথে এমন আচরণ করেছিল যার কতটাকে নিন্দা করা হয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর লানত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নবী ও নেককার বান্দাদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।" তিনি তাঁর উম্মতকে তাদের ন্যায় কাজ করা থেকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর বাণী: "আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে হুবহু এক জোড়া তীরের পালকের মতো একটির সাথে অপরটির মিল রেখে, এমনকি তারা যদি কোনো সান্ডার গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।' তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদী ও নাসারাদের?' তিনি বললেন: 'তবে আর কাদের?' এটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।" আর এটি মুসলিমের বর্ণনামত।

তাঁর শব্দ: "সানান" (রীতিনীতি) সীন বর্ণে যবর যোগে, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ।

আল-মুহাল্লাব বলেছেন: যবর পড়াই অধিকতর সঠিক।

তাঁর বাণী: "হুবহু এক জোড়া তীরের পালকের মতো একটির সাথে অপরটির মিল রেখে" এখানে 'হাযওয়া' শব্দটি ক্রিয়ামূল হিসেবে যবরযুক্ত হয়েছে। আর 'কুযযাহ' কাফ বর্ণে পেশ যোগে তীরের পালককে বোঝায়। অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে তোমরা প্রতিটি বিষয়ে তাদের পথের অনুসরণ করবে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের সদৃশ হবে, যেমন তীরের এক পালক অন্য পালকের সদৃশ হয়। এর মাধ্যমেই অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছেন তা বাস্তবেও ঘটেছে, যা নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

তাঁর বাণী: "এমনকি তারা যদি কোনো সান্ডার গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" অন্য একটি হাদিসে এসেছে: "এমনকি তাদের মাঝে যদি এমন কেউ থাকে যে প্রকাশ্যভাবে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছে, তবে আমার উম্মতের মাঝেও এমন কেউ থাকবে যে তা করবে।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর উম্মত ইয়াহুদী ও নাসারাদের কৃতকর্মের কোনো কিছুই ছাড়বে না বরং তার সবকিছুই করবে, কোনো কিছুই বাকি রাখবে না। এই কারণেই সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ বলেছেন: "আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের মধ্যে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য থাকে, আর আমাদের ইবাদতগুজারদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের মধ্যে নাসারাদের সাদৃশ্য থাকে।" সমাপ্ত।

আমি বলি: এই দুই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা কতই না বেশি! তবে এটি মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি এই উম্মতকে সামগ্রিকভাবে পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না, যেমনটি সামনে আগত সাওবানের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

১. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৪।

২. এর উৎস ইতিপূর্বে ১৬৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত হয়েছে।

৩. ২০৫- দুর্বল। এটি তিরমিযী কর্তৃক সংকলিত একটি হাদিসের অংশ: কিতাবুল ঈমান (২৬৪১), অধ্যায়: এই উম্মতের বিভক্তি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেছেন: হাদিসটি গরীব। হাকেম (১/১২৮, ১২৯)। আল-মুনাভি 'ফয়জুল কাদির' গ্রন্থে (৫/৩৪৭) একে দুর্বল বলেছেন।

৪. তিরমিযী: ঈমান (২৬৪১)।

(ص: 268) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: " قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ " هو برفع "اليهود" خبر مبتدأ محذوف؛ أي أهما اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني. قوله: "قال: فمن؟" استفهام إنكاري. أي فمن هم غير أولئك؟

قوله: "وليسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغاربتها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة

بعمامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً". ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوراً لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي يأتي أمر الله تبارك وتعالى " 1.

هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله; "عن ثوبان" هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين.

قوله: " " زوى لي الأرض " قال التوربشتي: " زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره". قال الطيبي: " أي جمعها، حتى بصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها".

قوله: " " وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها " قال القرطبي: " هذا الخبر وجد مخبره

1 مسلم: الإمارة (1920) ، والترمذي: الفتن (2229) ، وأبو داود: الفتن والملاحم (4252) ، وابن ماجه: المقدمة (10) والفتن (3952) ، وأحمد (278/5، 279/5، 284/5) ، والدارمي: المقدمة (209) .

তাঁর বাণী: "তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তাঁরা কি ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: তবে আর কে?" এখানে "ইহুদিরা" শব্দটি উহ্য মুক্তাদার খবর হওয়ার কারণে রফা (পেশ) হয়েছে;

অর্থাৎ তাঁরা কি সেই ইহুদি ও নাসারা যাদের রীতিনীতি আমরা অনুসরণ করব? আর এটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হওয়ার কারণে নসব (যবর) হওয়াও বৈধ, যার সম্ভাব্য রূপ হলো: 'আপনি কি (তাদের) বুঝিয়েছেন?' তাঁর বাণী: "তিনি বললেন: তবে আর কে?" এটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ তাঁরা ছাড়া আর কারা হতে পারে?

তাঁর বাণী: "মুসলিম সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দিয়েছেন, ফলে আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ দেখেছি। আর আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছাবে যা আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে লাল ও সাদা—এই দুটি ধনভাগ্য দান করা হয়েছে। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করেছি যে, তিনি যেন তাদের গণ-দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন যারা তাদের অস্তিত্ব নির্মূল করে দেবে। আমার রব বললেন: হে মুহাম্মদ, আমি যখন কোনো ফয়সালা করি তা রদ করা হয় না। আমি তোমার উম্মতের জন্য তোমার এই প্রার্থনা কবুল করলাম যে, আমি তাদের গণ-দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে দেব না যারা তাদের অস্তিত্ব নির্মূল করবে, যদিও পৃথিবীর সব প্রান্তের লোক তাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়—যতক্ষণ না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দি করবে।" আল-বারকানি এটি তাঁর সহিহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ধিত করেছেন: "আর আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে কেবল পথভ্রষ্টকারী নেতাদের ভয় করি। আর যখন তাদের মধ্যে তলোয়ার (যুদ্ধ) আপতিত হবে, তা কিয়ামত পর্যন্ত আর তুলে নেওয়া হবে না। কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি দল মুশরিকদের সাথে মিশে যায় এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি বড় গোষ্ঠী মূর্তিপূজা করে। অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে, অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের লাঞ্ছিত করতে চায় বা যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" ১।

এই হাদিসটি আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং ইবনে মাজাহ গ্রন্থকার উল্লিখিত বর্ধিত অংশসহ বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: "সাওবান হতে"; তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুক্ত করা দাস ছিলেন। তিনি তাঁর সাহচর্য লাভ করেন এবং সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন। রাসূলের ওফাতের পর তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং চুয়ান্ন হিজরিতে হিমসে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর বাণী: "আমার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দিয়েছেন"; আত-তুরবিশতি বলেন: "আমি কোনো কিছু গুটিয়ে নিলাম মানে আমি তা একত্র করলাম ও সংকুচিত করলাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দূরবর্তী বিষয়কে নিকটবর্তী করে দেওয়া যাতে তিনি তা এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন যেমন নিকটবর্তী বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। এর সারকথা হলো, আল্লাহ তাঁর জন্য জমিনকে সংকুচিত করেছেন এবং তা হাতের তালুর মতো বা আয়নার মতো করে দিয়েছেন যেখানে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেন।" আত-তিবি বলেন: "অর্থাৎ তিনি তা একত্র করেছেন, ফলে আমার উম্মত পূর্ব ও পশ্চিমের যে প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব করবে তা আমি দেখতে পেয়েছি।"

তাঁর বাণী: "আর আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছাবে যা আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল"; আল-কুরতুবি বলেন: "এই সংবাদটির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে..."

১. মুসলিম: আল-ইমারাহ (১৯২০), তিরমিজি: আল-ফিতান (২২২৯), আবু দাউদ: আল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম (৪২৫২), ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমাহ (১০) ও আল-ফিতান (৩৯৫২), আহমাদ (৫/২৭৮, ৫/২৭৯, ৫/২৮৪), দারেমি: আল-মুকাদ্দিমাহ (২০৯)।

(ص: 270) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: " فيستبيح بيضتهم " قال الجوهرى: بيضة كل شيء حوزته. وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم، وإن قلوا.

قوله: " " حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً ". والظاهر أن "حتى" عاطفة، أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضاً. وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم.

قوله: " " وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد " قال بعضهم: أي إذا حكمت حكماً مبرماً نافذاً فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: " ولا راد لما قضيت " 1.

قوله: " رواه البرقاني في صحيحه " هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة. قال الخطيب: " كان ثبناً ورعاً، لم نر في شيوخنأ أثبت منه، عارفاً بالفقه كثير التصانيف، صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان. وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة".

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إن الله - أو قال: إن ربي - زوى لي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة 2 ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبجح بيضتهم، وإن ربي قال لي:

1 جزء من حديث أخرجه الطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري (513/11) من حديث البغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأصل الحديث في صحيح البخاري بدون هذا الجزء. البخاري: كتاب القدر (6615) : باب لا مانع لما أعطى الله.

2 الذي في سنن أبي داود (ج 4 ص 15) مع شرح عون المعبود - وهي طبعة هندية مصححة بدقة - "بسنة بعامة". وقال في عون المعبود: وفي رواية مسلم: "بسنة بعامة" في باب الفتن.

তাঁর বাণী: "যেন তারা তাদের মূল অংশকে করতলগত করে নেয়" - জাওহারী বলেছেন: কোনো কিছু 'বায়দা' হলো তার অধিকৃত এলাকা। আর কোনো কওমের 'বায়দা' হলো তাদের কেন্দ্রস্থল। এই ভিত্তিতে হাদিসের অর্থ দাঁড়ায়: আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমের ওপর শত্রুকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী করবেন না যতক্ষণ না তারা মুসলিমদের অধিকৃত সকল ভূখণ্ড ও ভূমিকে নিজেদের জন্য হালাল বা করতলগত করে নেয়, যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত তথা চারপাশ থেকে শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আবার বলা হয়েছে: তাদের 'বায়দা' বলতে তাদের মূল জনসমষ্টি ও জামাতকে বোঝানো হয়েছে, যদিও তারা সংখ্যায় অল্প হয়।

তাঁর বাণী: "পর্যন্ত না তাদের একে অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে"। বাহ্যত এখানে "পর্যন্ত" শব্দটি সংযোজক অব্যয় হিসেবে এসেছে অথবা এটি গন্তব্য বা শেষ সীমা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উম্মতের বিষয়টি এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে যে, তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে। আর বাস্তবেও একে অপরকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের প্রচুর মতভেদ ও অনৈক্যের কারণেই ঘটেছে।

তাঁর বাণী: "এবং নিশ্চয়ই আমার রব বলেছেন: হে মুহাম্মদ, আমি যখন কোনো ফয়সালা করি, তখন তা রদ করা হয় না" - কেউ কেউ বলেছেন: অর্থাৎ আমি যখন কোনো সুনিশ্চিত ও কার্যকর ফয়সালা করি, তখন তা কোনো কিছু দিয়েই ফেরানো যায় না এবং কেউ তা রদ করার ক্ষমতা রাখে না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আপনি যা ফয়সালা করেছেন তা রদ করার কেউ নেই" ১।

তাঁর বাণী: "বারকানী এটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন" - তিনি হলেন মহান হাফিজ আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন গালিব আল-খাওয়ারিজমি আশ-শাফিঈ। তিনি ৩৩৬ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২৫ হিজরি সালে মৃত্যুবরণ করেন। আল-খতিব বলেছেন: "তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাকী, আমাদের উস্তাদদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে আমরা দেখিনি। তিনি ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষ এবং প্রচুর কিতাব রচয়িতা ছিলেন। তিনি একটি মুসনাদ সংকলন করেছেন যাতে দুই সহীহ (বুখারি ও মুসলিম) এর

হাদিসগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়া তিনি সাওরী ও শু'বার হাদিস এবং একটি দলের হাদিসসমূহ সংগ্রহ করেছেন।"

এই হাদিসটি আবু দাউদ পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর সনদে আবু কিলাবা থেকে, তিনি আবু আসমা থেকে, তিনি সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ - অথবা তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই আমার রব - আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেছেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ দেখেছি। আর আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছাবে যা আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রূপা) দুটি গুপ্তধন দান করা হয়েছে। আমি আমার উম্মতের জন্য এই আবেদন করেছি যেন তাদের একযোগে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করা হয় এবং তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো শত্রুকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয় যারা তাদের মূল কেন্দ্রস্থলকে ধ্বংস বা পদানত করবে। আর নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে বলেছেন:

১ এটি মুগীরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাবারানি কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত একটি হাদিসের অংশ, যেমনটি হাফিজ (ইবনে হাজার) ফাতহুল বারীতে (১১/৫১৩) উল্লেখ করেছেন। হাদিসের মূল অংশটি সহীহ বুখারিতে এই অংশটুকু ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। বুখারি: কিতাবুল কদর (৬৬১৫): পরিচ্ছেদ: আল্লাহ যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই।

২ যা সুনানে আবু দাউদে (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫) আউনুল মাবুদ শরহসহ পাওয়া যায় - যা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সংশোধিত একটি ভারতীয় সংস্করণ - সেখানে "সাধারণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা" শব্দগুচ্ছটি রয়েছে। আউনুল মাবুদ-এ বলা হয়েছে: মুসলিমের বর্ণনায় ফিতনা অধ্যায়ে "সাধারণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা" কথাটি এসেছে।

(ص: 271)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتَ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ، وَلَا أَهْلُكُم بِسَنَةِ عَامَةٍ، وَلَا أَسْلَطَ عَلَيْهِمْ
عَدَاوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا - أَوْ

قال: بأقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشرّكين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق - قال ابن عيسى: ظاهرين ثم اتفقاً - لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى " 1. وروى أبو داود أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين؛ أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاماً، قال: قلت: أمماً بقي أو مماً مضى؟ قال: مماً مضى " 32. وروى في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتقارب الزمان وينقص العلم؛ وتظهر الفتن، ويلقى الشح؛ ويكثر الهرج، قيل: يا رسول الله أيُّه هو؟ قال: القتل القتل " 4. قوله: " وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين " أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلّونهم، 5 كما قال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} 6. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فيأت إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، ونحو هذا. وهذا

1 قال في عون المعبود: إسنادة صحيح.

2 صحيح. أبو داود: كتاب الفتن والملاحم (4254) : باب ذكر الفتن ودلائلها.

وأحمد أيضاً (390، 393/1) . وصححه الألباني في الصحيحة (974) وصحيح الجامع (2931) .

3 قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتاب الأطراف: وأخرجه البخاري في الصحيح في الأدب وفي الفتن; ومسلم في القدر، وأبو داود في الفتن.

4 صحيح أبو داود: كتاب الفتن والملاحم (4255): باب ذكر الفتن ودلائلها وهذا تقصير. (*) فالحديث أخرجه البخاري: كتاب الفتن (7061): باب ظهور الفتن. ومسلم: كتاب العلم (11) (57): باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان.

5 في قرة العيون: كما قال تعالى: (6: 119) (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين) وقال: (71: 37) (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين). وأمثال هذه الآيات كثير، وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين". رواه الدارمي.

6 سورة الأحزاب آية: 67.

হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোনো ফয়সালা করি, তখন তা আর ফেরানো হয় না। আর আমি তাদের (আপনার উম্মতকে) সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না, এবং তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো শত্রুকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব না যারা তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেবে, যদিও পৃথিবীর প্রান্তসমূহ থেকে—বা তিনি বলেছেন: প্রান্তসমূহের মধ্য থেকে—তাদের বিরুদ্ধে সবাই একত্রিত হয়, যতক্ষণ না তারা একে অপরকে ধ্বংস করে এবং একে অপরকে বন্দি করে। আমি আমার উম্মতের জন্য কেবল বিভ্রান্তকারী নেতাদের ভয় করি। আর যখন আমার উম্মতের মধ্যে তলোয়ার (যুদ্ধ) রাখা হবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত তা আর উঠিয়ে নেওয়া হবে না। আর ততক্ষণ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যায় এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজা করে। আর অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর উদ্ভব হবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে সে একজন নবী, অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। আর আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে—ইবনে ঈসা বলেন: প্রকাশ্য থাকবে, এরপর তারা

উভয়ে একমত হলেন—যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার নির্দেশ (কিয়ামত) উপস্থিত হয়। ১.

আবু দাউদ আরও বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "ইসলামের চাকা পয়ত্রিশ, ছত্রিশ অথবা সাইত্রিশ বছর পর্যন্ত ঘুরবে। যদি তারা ধ্বংস হয় তবে তা তাদের পথ যারা ধ্বংস হয়েছে, আর যদি তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে তা সত্তর বছর পর্যন্ত থাকবে।"

তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন: "আমি বললাম: যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে, নাকি যা অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে?" তিনি বললেন: "যা অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে।" ৩২.

তিনি তার সুনান গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সময় সংকুচিত হয়ে আসবে এবং ইলম (জ্ঞান) কমে যাবে; ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে; আর হারজ বৃদ্ধি পাবে।" জিজ্ঞাসা করা হলো: "হে আল্লাহর রাসূল! হারজ কী?" তিনি বললেন: "হত্যা, হত্যা।" ৪.

তাঁর বাণী: "আমি আমার উম্মতের জন্য কেবল বিভ্রান্তকারী নেতাদের ভয় করি" অর্থাৎ এমন শাসক, আলিম ও আবিদ যারা মানুষের মাঝে ইলম ছাড়াই ফয়সালা করে এবং তাদের বিভ্রান্ত করে, ৫ যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এবং তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল} ৬। এদের কেউ কেউ তার সাথীদের বলত: যার কোনো প্রয়োজন আছে সে যেন আমার কবরে আসে, কারণ আমি তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেব। আর এমন ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যাকে এক হাত মাটি তার সাথীদের থেকে আড়াল করে রাখে—এবং এই জাতীয় কথাবার্তা। এটি

১ আউনুল মাবুদ-এ বলা হয়েছে: এর সনদ সহিহ।

২ সহিহ। আবু দাউদ: কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম (৪২৫৪): ফিতনার আলোচনা ও তার নিদর্শনাদি অধ্যায়। আহমদ-ও (১/৩৯০, ৩৯৩)। আলবানী একে সহিহাহ (৯৭৪) এবং সহিহুল জামি (২৯৩১) গ্রন্থে সহিহ বলেছেন।

৩ হাফেজ আবু হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিজ্জি কিতাবুল আতরাফ-এ বলেছেন: এটি বুখারি আদব ও ফিতান অধ্যায়ে এবং মুসলিম তাকদির অধ্যায়ে এবং আবু দাউদ ফিতান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

৪ সহিহ আবু দাউদ: কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম (৪২৫৫): ফিতনার আলোচনা ও তার নিদর্শনাদি অধ্যায় এবং এটি সংক্ষিপ্ত। (*) হাদিসটি বুখারি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল ফিতান (৭০৬১): ফিতনা প্রকাশ পাওয়া অধ্যায়। এবং মুসলিম: কিতাবুল ইলম (১১) (৫৭): জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া ও সংকুচিত হওয়া এবং শেষ জমানায় মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া অধ্যায়।

৫ কুররাতুল উয়ুন-এ আছে: যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (৬: ১১৯) {আর নিশ্চয়ই অনেকে না জেনে নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অন্যকে বিভ্রান্ত করে, নিশ্চয়ই আপনার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে ভালো জানেন}। এবং তিনি বলেছেন: (৭১: ৩৭) {আর তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিভ্রান্ত হয়েছিল}। এই জাতীয় আয়াত অনেক রয়েছে। জিয়াদ ইবনে হুদাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর (রা.) আমাকে বললেন: "তুমি কি জানো কী জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়?" আমি বললাম: "না।" তিনি বললেন: "আলিমের পদস্খলন, কিতাব নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং বিভ্রান্তকারী নেতাদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়।" দারেমি এটি বর্ণনা করেছেন।

৬ সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৭।

(ص: 272) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهما. وقد قال تعالى: {يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ} ذَلِكَ هُوَ الضَّالُّ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبُئْسَ الْمَوْلَى وَلِبُئْسَ الْعَشِيرُ {1}.

وقال تعالى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً} 2. وقال تعالى: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} 3. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال.

ومن هذا الضرب: مَنْ يدّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف؛ ويدّعي أن الأولياء يُدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومبائهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ، يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم؛ ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فبأكثر هذا الهذيان والكفر والمحادّة لله وكتابه ورسوله!

وقوله صلي الله عليه وسلم: " وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين " أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بياناً لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال؛ وما وقع في خلد النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: " لتتبعن سنن من كان قبلكم " 4 الحديث.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون " 5. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين " 6 رواه الدارمي.

وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من أحدث حدثاً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلي الله عليه وسلم: " من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا

عدلا " 7. وقال: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " 8. وقال: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " 9. وهذه

1 سورة الحج آية: 12-13.

2 سورة الفرقان آية: 3.

3 سورة العنكبوت آية: 17.

4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3456) ، ومسلم: العلم (2669) ، وأحمد (84/3) ، 89/3، 94/3.

5 صحيح. الطيالسي (975) . وأحمد (441/6) والطبراني. وفيه راويان لم يسميا كما قال الهيثمي في المجمع (239/5) . والحديث صحيح لشواهده. وراجع مجمع الزوائد (239.240/5) . وصححه الألباني في الصحيحة (1582) وصحيح الجامع (1547) . (*) وعزو الحديث لأبي داود كما فعل المؤلف وهم.

6 صحيح: الدارمي (70/1) ، (311/2) . وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصحيحة (110/4) . والحديث أخرجه أيضا: أحمد (278.284/5) . وأبو داود: كتاب الفتن (4252) : باب ذكر الفتن ودلائلها. وابن ماجة: كتاب الفتن (3952) : باب ما يكون من الفتن وراجع تخريج رقم [206] .

7 البخاري: كتاب فضائل المدينة (1870) : باب حرم المدينة. كتاب الفرائض (6755) : باب إثم من تبرأ من مواليه. ومسلم: كتاب الحج (1370) (467) : باب فضل المدينة. من حديث علي رضي الله عنه. والبخاري: كتاب الاعتصام (7306) : باب إثم من آوى محدثا. ومسلم: كتاب الحج (1366) (463) : باب فضل المدينة من حديث أنس رضي الله عنه.

8 البخاري: كتاب الصلح (2697) : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
ومسلم: كتاب الأفضية (1718) . (17) : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات
الأمر من حديث عائشة رضي الله عنها.

9 صحيح. وهو جزء من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود: كتاب السنة
(4607) : باب لزوم السنة. وأحمد في المسند (127/4) وغيرهما وهو حديث
صحيح. راجع السنة لابن أبي عاصم (27) . وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن
ماجة (46) . وعن جابر عند النسائي (188/3) .

এটি সুদূরপ্রসারী পথভ্রষ্টতা; সে তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুই ইবাদত করতে
ডাকে এবং তাদের কাছে এমন সব প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করতে বলে, যা
করার ক্ষমতা তাদের নেই। মহান আল্লাহ বলেন: {সে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যা
তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না; এটিই সুদূরপ্রসারী
পথভ্রষ্টতা। সে তাকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়েও নিকটবর্তী; কতই না মন্দ এই
অভিভাবক এবং কতই না মন্দ এই সহচর!} ১।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: {তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই
সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃজিত; তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক
নয় এবং তারা মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানেরও মালিক নয়} ২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:
{অতএব আল্লাহর কাছেই রিযিক তালাশ করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করো; তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে} ৩। কুরআনে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে, যার
মাধ্যমে মহান আল্লাহ পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েতকে স্পষ্ট করেছেন।

এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো: যারা দাবি করে যে, সে আল্লাহর সাথে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে
যেখানে তার ওপর থেকে শরিয়তের বিধান (তাকলিফ) রহিত হয়ে যায়; এবং দাবি করে যে,
অলি-আউলিয়াদের ডাকা যায় এবং তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় তাদের জীবনে ও মরণে,
এবং তারা কারামতের মাধ্যমে উপকার ও অপকার করে এবং সব বিষয় পরিচালনা করে; আর
সে (তথাকথিত অলি) লাওহে মাহফুজ দেখতে পায়, মানুষের গোপন রহস্য ও তাদের অন্তরের
খবর জানে; এবং নবী ও নেককারদের কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা ও সেখানে চেরাগ
জ্বালানো বৈধ মনে করে এবং এ জাতীয় অন্যান্য অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহ ছাড়া

অন্যের ইবাদত করে। এই প্রলাপ, কুফর এবং আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা কতই না বেশি!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে কেবল বিভ্রান্তকারী ইমামদেরই ভয় করি।" এখানে তিনি 'ইমামা' (কেবল) শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সীমাবদ্ধতা বোঝাতে আসে, যাতে পথভ্রষ্ট ইমামদের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের প্রতি তীব্র ভয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে এ বিষয়টি কেবল তখনই উদিত হয়েছিল যখন আল্লাহ তাঁকে অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়েছিলেন যে, তাঁর আগের হাদিসে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় ঘটবে, যা হলো তাঁর বাণী: "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে" ৪।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো বিভ্রান্তকারী ইমামগণ" ৫। এটি আবু দাউদ তায়ালিসি বর্ণনা করেছেন। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে কেবল বিভ্রান্তকারী ইমামদেরই ভয় করি" ৬। এটি দারেমি বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথ স্পষ্ট করেছেন যা মুমিনদের পথ। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করবে যা আল্লাহর কিতাব বা তাঁর রাসূলের সুন্নাতে নেই, সে অভিশপ্ত এবং তার উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যাত। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নতুন কোনো বিষয়ের উদ্ভাবন করবে অথবা কোনো উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না" ৭। তিনি আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত" ৮। তিনি আরও বলেছেন: "প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হলো ভ্রষ্টতা" ৯। এবং এটি...

১ সূরা আল-হাজ্জ আয়াত: ১২-১৩।

২ সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ৩।

৩ সূরা আল-আনকাবুত আয়াত: ১৭।

৪ বুখারি: নবীদের হাদিসসমূহ (৩৪NT৫৬), মুসলিম: ইলম (২৬৬৯), আহমাদ (৩/৮৪, ৩/৮৯, ৩/৯৪)।

৫ সহিহ। তায়ালিসি (৯৭৫)। আহমাদ (৬/৪৪১) ও তাবারানি। এতে দুইজন রাবি রয়েছেন যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটি হাইসামি 'মাজমাউজ যাওয়ায়েদ' (৫/২৩৯)-এ বলেছেন। তবে হাদিসটি তার সমর্থক বর্ণনার ভিত্তিতে সহিহ। দেখুন: মাজমাউজ যাওয়ায়েদ (৫/২৩৯, ২৪০)। আলবানি 'সহিহাহ' (১৫৮২) ও 'সহিহুল জামে' (১৫৪৭)-এ একে সহিহ বলেছেন। (*) হাদিসটিকে আবু দাউদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা লেখকের ভুল।

৬ সহিহ: দারেমি (১/৭০), (২/৩১১)। এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ, যেমনটি আলবানি 'সহিহাহ' (৪/১১০)-এ বলেছেন। হাদিসটি আরও বর্ণনা করেছেন: আহমাদ (৫/২৭৮, ২৮৪)। আবু দাউদ: ফিতনা ও তার আলামতসমূহ অধ্যায় (৪২৫২)। ইবনে মাজাহ: ফিতনাসমূহ অধ্যায় (৩৯৫২) এবং ২০৬ নম্বর হাদিসের তাখরিজ দেখুন।

৭ বুখারি: মদিনার ফজিলত অধ্যায় (১৮৭০): মদিনার পবিত্র এলাকা পরিচ্ছেদ। কিতাবুল ফারায়িজ (৬৭৫৫): যে তার মুনিব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পাপ পরিচ্ছেদ। মুসলিম: হজ অধ্যায় (১৩৭০) (৪৬৭): মদিনার ফজিলত পরিচ্ছেদ; আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে। বুখারি: কিতাবুল ইতিসাম (৭৩০৬): যে ব্যক্তি কোনো উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দেয় তার পাপ পরিচ্ছেদ। মুসলিম: হজ অধ্যায় (১৩৬৬) (৪৬৩): আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে মদিনার ফজিলত পরিচ্ছেদ।

৮ বুখারি: কিতাবুস সুলহ (২৬৯৭): যদি তারা কোনো অন্যায় ফয়সালার ওপর সন্ধি করে তবে তা প্রত্যাখ্যাত পরিচ্ছেদ, এবং মুসলিম: কিতাবুল আকদিয়া (১৭১৮)। (১৭): বাতিল হুকুমসমূহ রহিত করা এবং উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যান করা পরিচ্ছেদ; আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিস থেকে।

৯ সহিহ। এটি ইরবাদ বিন সারিয়া বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬০৭): সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা পরিচ্ছেদ। আহমাদ মুসনাদে (৪/১২৭) এবং অন্যান্যরা। এটি একটি সহিহ হাদিস। দেখুন: ইবনে আবি আসিমের 'আস-সুন্নাহ' (২৭)। এ অধ্যায়ে ইবনে মাজাহ-তে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে (৪৬)। এবং নাসাঈতে জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে (৩/১৮৮)।

أحاديث صحيحة. ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} 1. وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} 2. ونظائرها في القرآن كثير.

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: " وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.

" هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زكاة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين " 3 رواه الدارمي.

وقال يزيد بن عبيد: " كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول: الله حكم قسط: هلك المرتابون وفيه: فأحذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني -رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؟ والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع الحق، وتلق الحق إذا سمعته؛ فإن على الحق نورا " 4. رواه أبو داود وغيره.

قوله: " وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ". وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع؛ وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى 5.

قوله: " ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين " "الحي" واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: " حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين " 6.

والمعنى: أنهم يكونون معهم ويرتدون. برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك.

وقوله: " حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان " "الفئام" بكسر الفاء مهبوز: الجماعات

1 سورة الأعراف آية: 3.

2 سورة الجاثية آية: 18.

3 صحيح. الدارمي (71/1) في المقدمة: باب في كراهية أخذ الرأي. وقال الألباني في تخريج المشكاة (89/1): "وسنده صحيح" اهـ.

4 صحيح. أبو داود: كتاب السنة (4611): باب لزوم السنة. وإسناده صحيح.

5 قال في قرة العيون: وفيه ما هو حق، كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله، وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيد، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال، وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. اهـ.

6 ابن ماجه: النكاح (1936) .

এগুলো সহীহ হাদীস। দ্বীনের মূলনীতি ও আহকাম বা বিধানাবলী এই হাদীসসমূহ ও এগুলোর সদৃশ হাদীসের ওপরই আবর্তিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এই মূলনীতিটি বর্ণনা করেছেন, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনো অভিভাবকদের অনুসরণ করো না; তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।" ১। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: "অতঃপর আমি আপনাকে শরীয়তের এক বিশেষ দ্বীনি বিধানের ওপর

প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।" ২। কুরআনে এর অনুরূপ আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। যিয়াদ বিন হুদাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বলেছেন: "আর যখন তাদের ওপর তলোয়ার পড়বে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত তা আর উঠিয়ে নেয়া হবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল মানুষ মূর্তিপূজা করবে।

"তুমি কি জানো ইসলামকে কী ধ্বংস করে দেয়? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: ইসলামকে ধ্বংস করে আলেমের বিচ্যুতি, কিতাব (কুরআন) নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট ইমামদের হুকুম বা শাসন।" ৩। এটি দারেমী বর্ণনা করেছেন।

ইয়াযিদ বিন উমাইর বলেন: মু'আয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখনই যিকিরের মজলিসে বসতেন, তখনই বলতেন: আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ বিচারক; যারা সংশয় পোষণ করে তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এতে আছে: তোমরা জ্ঞানীর বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকো; কারণ শয়তান কখনো কখনো জ্ঞানীর যবান দিয়ে গোমরাহীর কথা বলায়, আবার মুনাফিক কখনো কখনো হকের কথা বলে ফেলে। আমি মু'আযকে বললাম: আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আমি কীভাবে বুঝব যে জ্ঞানী ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার কথা বলছে আর মুনাফিক সত্য কথা বলছে? তিনি বললেন: জ্ঞানীর সেই সব অস্পষ্ট কথা বর্জন করো যার সম্পর্কে লোকে বলে: এটা কী? তবে এটি যেন তোমাকে তার (জ্ঞানী ব্যক্তির) থেকে পুরোপুরি বিমুখ না করে; কারণ হতে পারে সে সত্যের দিকে ফিরে আসবে। আর যখনই তুমি সত্য শুনবে, তা গ্রহণ করো; কারণ সত্যের ওপর একটি নূর বা আলো থাকে।" ৪। এটি আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "আর যখন তলোয়ার পড়বে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত তা আর উঠিয়ে নেয়া হবে না।" আর বাস্তবেও তাই ঘটেছে। কেননা উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যার মাধ্যমে যখন তলোয়ার পড়েছে, তখন তা আর উঠিয়ে নেয়া হয়নি; আর কিয়ামত পর্যন্ত এমনই থাকবে। তবে তা কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো কমে যায়, এবং কখনো এক অঞ্চলে বিদ্যমান থাকে আবার অন্য অঞ্চল থেকে অপসারিত হয়। ৫।

তাঁর উক্তি: "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে।" এখানে 'হায়্যুন' হলো 'আহইয়া' শব্দের একবচন, যার অর্থ

হলো গোত্রসমূহ। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে: "যতক্ষণ না আমার উম্মতের বহু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে।" ৬।

আর এর অর্থ হলো: তারা তাদের (মুশরিকদের) সাথে অবস্থান করবে এবং মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিমুখ হয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

আর তাঁর উক্তি: "যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল মানুষ মূর্তিপূজা করবে।" এখানে 'ফি'আমুন' (ফা বর্ণে কাসরা ও হামযা যোগে) অর্থ হলো: একদল বা জামাতসমূহ।

১ সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৩।

২ সূরা আল-জাসিয়া আয়াত: ১৮।

৩ সহীহ। দারেমী (১/৭১) মুকাদ্দিমা অধ্যায়: রায় বা ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করা অপছন্দনীয় হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ। আলবানী তাখরীজুল মিশকাত (১/৮৯)-এ বলেছেন: "এর সনদ সহীহ।" ইতি।

৪ সহীহ। আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬১১): সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ। এর সনদ সহীহ।

৫ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আর এতে যা সত্য তা-ও অন্তর্ভুক্ত, যেমন তাওহীদপন্থীদের সাথে আল্লাহর সাথে শিরককারীদের যুদ্ধ এবং শিরক ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ। আল্লাহ এই শেষ যামানায় তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে যাদের দাঁড় করিয়েছেন, তাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু শিরককারীরাই প্রথম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং আল্লাহ তাদের (তাওহীদপন্থীদের) তাদের ওপর বিজয়ী করেছেন, যেমনটি এই যামানায় এই দ্বীনের নিদর্শনসমূহ নিয়ে যারা চিন্তা করে তাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। ইতি।

৬ ইবনে মাজাহ: আন-নিকাহ (১৯৩৬)।

الكبيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: " وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان ".

وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد؛¹ فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب.

وفي معنى هذا الحديث: ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: " لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليآت نساء دوس على ذي الخلصة قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية " ² وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات، لما أسلمت ثقيف: " فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة، أو أعظم شركاً عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم؛ وسلخوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس، لظهور الجهل

1 في قرّة العيون: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- الذي أنكره ونهى عنه، ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة، فأظهره الله بالحجة، وأعز أنصاره على من ناوأهم. وبلغت دعوته

مشارك الأرض ومغاربها؛ ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر. وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. فله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين. قال أبو طاهر -غفر الله لهما-: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب. فكان لحديثهم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحي، د وقيام دولة مرهوبة الجانب لأهل التوحيد تصديقاً لقول الله تعالى: (57: 25) (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملوك المسلمين لمثل ما وفقهم له.

2 البخاري: كتاب الفتن (7116) : باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ومسلم: كتاب الفتن (2906) (51) : باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة.

'মহা' (পাপ), এটি আবুস সায়াদাত বলেছেন। আর আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে: "এমনকি আমার উম্মতের গোত্রসমূহ মূর্তিপূজা করবে।"

আর এটিই হলো অধ্যায়ের মূল প্রমাণ, এতে ঐসব কবরপূজারীদের খণ্ডন রয়েছে যারা তাদের মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যে শিরক সংঘটিত হয় তাকে অস্বীকার করে। আর এটি তাওহীদের প্রকৃত হাকীকত এবং এর পরিপন্থী শিরক ও সমকক্ষ স্থির করা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণেই হয়েছে; ১ কেননা তাওহীদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু এবং শিরক হলো সর্ববৃহৎ গুনাহ।

এই হাদীসের মর্মার্থেই বুখারী ও মুসলিমের সেই হাদীসটি রয়েছে যা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "কিয়ামত ততক্ষণ কয়েম হবে না যতক্ষণ না দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব 'যুল-খালাসা'র চারপাশে দুলতে থাকবে। তিনি বলেন: যুল-খালাসা হলো দাওস গোত্রের সেই তাগুত (প্রতিমা) যা তারা জাহেলী যুগে পূজা করত।" ২ ইবনে হিব্বান মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: এর ওপর বর্তমানে একটি তালাবদ্ধ ঘর নির্মিত রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর 'লাত' মূর্তিকে ধ্বংস করার ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন: "এতে প্রমাণিত হয় যে, শিরক ও তাগুতের

আড্ডাখানাগুলো ধ্বংস ও বিলুপ্ত করার ক্ষমতা অর্জনের পর একদিনের জন্যও অবশিষ্ট রাখা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে কবরের ওপর নির্মিত মাজারসমূহ এবং সেগুলোকে মূর্তি হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ ব্যতীত পূজা করার বিধানও একই। যে সকল পাথর থেকে বরকত লাভ ও মানত করার উদ্দেশ্যে পোষণ করা হয়, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠে সেগুলোর একটিকেও অবশিষ্ট রাখা জায়েয নয়। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই লাত, উযযা ও মানাতের সমপর্যায়ের কিংবা তার চেয়েও বড় শিরক সেগুলোর নিকট ও সেগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ফলে এই লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করেছে এবং তাদের পথ হুবহু অবলম্বন করেছে, আর অজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়ায় অধিকাংশ মানুষের ওপর শিরক প্রবল হয়ে পড়েছে।"

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ বর্ণিত হয়েছে: মূর্তিপূজার মাধ্যমে ফিতনা এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে, এই শেষ যুগে এমন কাউকে জানা যায়নি যিনি এসব শিরকের প্রতিবাদ করেছেন, যতক্ষণ না আল্লাহ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবকে (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) দাঁড় করান। তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেন, তা থেকে নিষেধ করেন এবং মানুষকে তা বর্জন করে ইবাদতে, নাম ও গুণাবলিতে (আসমা ও সিফাতে) আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানান যার কোনো শরিক নেই। ফলে রাজন্যবর্গ ও তাদের অনুসারীরা তাকে শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু বানায়, কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রমাণের মাধ্যমে বিজয়ী করেন এবং বিরোধীদের ওপর তার সাহায্যকারীদের সম্মানিত করেন। তার দাওয়াত পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে পৌঁছে যায়; তবে মানুষের মধ্যে কেউ তা গ্রহণ করেছে আবার কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে। নজদ, হিজাজ, ওমান ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু মানুষ তার দাওয়াতের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। এই মহান নিআমতের জন্য আল্লাহর সকল প্রশংসা, আল্লাহ আমাদের এই নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হিসেবে কবুল করুন। আবু তাহির (আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন) বলেন: আল্লাহ এটি সফল করেছেন আল-সাউদ পরিবারকে তাওহীদের পতাকাতলে আসার তাওফিক প্রদানের মাধ্যমে, যে তাওহীদের দিকে শায়খ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব দাওয়াত দিয়েছিলেন। ফলে শায়খের স্পষ্ট প্রমাণের সাথে তাদের লোহার (অস্ত্রের) সমন্বয়ে তাওহীদের বাণী বিজয়ী হয়েছে এবং তাওহীদপন্থীদের জন্য একটি প্রতাপশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আল্লাহর এই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে: (৫৭: ২৫) "এবং আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহু কল্যাণ। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে গায়েব অবস্থায় তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে।" আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের

তাওফিক অব্যাহত রাখেন এবং মুসলিম রাজন্যবর্গকে সেই তাওফিক দান করেন যা তাদের দান করেছেন।

২ বুখারী: কিতাবুল ফিতান (৭১১৬): পরিচ্ছেদ: সময় পরিবর্তিত হওয়া এমনকি মূর্তিপূজা শুরু হওয়া পর্যন্ত। মুসলিম: কিতাবুল ফিতান (২৯০৬) (৫১): পরিচ্ছেদ: কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ না দাওস গোত্র যুল-খালাসার পূজা করবে।

(ص: 275) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وخفاء العلم، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطبست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقلّ العلماء؛ وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتدّ البأس؛ وظهر الفساد، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين؛ ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين". اهـ ملخصاً.

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فساداً كما هو الواقع. قوله: "وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي" قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون؛ منهم أربع نسوة" 1 أخرجه أبو نعيم، وقال: هذا حديث غريب". انتهى.

وحديث ثوبان أصح من هذا.

قال القاضي عياض: عدّ من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا2.

وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمه، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضاً. ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أهل البيت

1 حسن. أبو نعيم في الحلية (179/4) وقال: غريب تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه موجودا في كتابه اهـ وإسناده حسن.

2 للسيد صديق حسن خان كتاب "الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة". عد فيه أولئك الدجالين إلى زمنه، وعد منهم الدجال الإفرنجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخزاه، ومن اتبعه على كفره، فإنه ما قام بفتنته وادعى المهدوية ثم النبوة إلا بإيعاز ومساعدة دولة نصرانية، سياستها التفريق لجماعات المسلمين.

...এবং ইলম বা জ্ঞান গোপন হয়ে গেল, সৎকাজ অসৎকাজ হিসেবে আর অসৎকাজ সৎকাজ হিসেবে গণ্য হতে লাগল, সুন্নাহ বিদআত আর বিদআত সুন্নাহে পরিণত হলো, হিদায়াতের নিদর্শনসমূহ মিটে গেল, ইসলামের অসহায়ত্ব তীব্র হলো এবং আলেমদের সংখ্যা কমে গেল; নির্বোধরা জয়ী হলো, বিষয়টি জটিল রূপ নিল এবং বিপদ ঘনীভূত হলো; মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ল। তবে মুহাম্মাদী দলের একটি দল সর্বদা হকের ওপর অটল থাকবে; তারা শিরক ও বিদআতের অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না আল্লাহ পৃথিবী ও এর ওপর যারা আছে তাদের উত্তরাধিকারী হন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।" সারসংক্ষেপ সমাপ্ত।

আমি বলছি: সপ্তম শতাব্দীতে এবং তার পূর্বে যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে বিপর্যয় আরও ভয়াবহ হয়েছে, যা বর্তমানে বাস্তব দৃশ্যমান।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন চরম মিথ্যুক আসবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে সে একজন নবী।" ইমাম কুরতুবী বলেন: হুযায়ফার হাদীসে তাদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে সাতাশজন চরম মিথ্যুক দাজ্জাল আসবে; তাদের মধ্যে চারজন নারী।"

১ এটি আবু নুআইম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "এই হাদীসটি গরীব (একক সূত্রীয়)।"

সমাপ্ত।

আর সাওবানের হাদীসটি এর চেয়ে অধিক সহীহ।

কাযী আযায বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত যারা নবুয়তের দাবি করেছে, যারা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং যাদের পেছনে একদল মানুষ গোমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের গণনা করলে এই সংখ্যাটিই পাওয়া যায়। আর যারা সংবাদ ও ইতিহাসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করবে, তারা এর সত্যতা জানতে পারবে। ২

হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই এর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছিল। ইয়ামামায় মুসাইলামাতুল কাযযাব এবং ইয়ামেনে আসওয়াদ আনসী আত্মপ্রকাশ করেছিল। আবু বকরের খিলাফতকালে বনু আসাদ বিন খুযাইমা গোত্রে তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ এবং বনু তামীম গোত্রে সাজাহ আত্মপ্রকাশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পূর্বেই আসওয়াদ নিহত হয়েছিল। আর মুসাইলামা নিহত হয়েছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে। ওলুদ যুদ্ধে হামযাহর হত্যাকারী ওয়াহশী তাকে হত্যা করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে একজন আনসারী ব্যক্তি মুসাইলামাকে হত্যায় শরিক ছিলেন। তুলাইহা তাওবা করেছিলেন এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। বর্ণিত আছে যে, সাজাহ-ও তাওবা করেছিলেন। এরপর মুখতার ইবনে আবি উবাইদ আস-সাকাফী আত্মপ্রকাশ করেন এবং ইবনে যুবায়েরের খিলাফতের শুরুতে কুফার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন...

১ হাসান। আবু নুআইম আল-হিলয়াহ গ্রন্থে (৪/১৭৯) এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: মুআয ইবনে হিশাম তার পিতার কিতাব থেকে এটি একাকী বর্ণনা করার কারণে এটি 'গরীব'। তবে এর সনদ হাসান।

২ সাইয়েদ সিদ্দিক হাসান খানের 'আল-ইয়াআহ লিমা কানা ওয়া ইয়াকুনু বাইনা ইয়াদায়িস সাআহ' নামক একটি কিতাব রয়েছে। তিনি সেখানে তাঁর সময় পর্যন্ত সেই দাজ্জালদের গণনা করেছেন। তাদের মধ্যে তিনি ভারতীয় খবীস ফিরিঙ্গি দাজ্জাল গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—আল্লাহ তাকে কুৎসিত করুন ও লাঞ্ছিত করুন—এবং যারা তার কুফরির অনুসরণ করেছে তাদেরও। কেননা সে ফিতনা সৃষ্টি করেছিল এবং প্রথমে মাহদী হওয়ার দাবি করেছিল, এরপর নবুয়তের দাবি করেছিল মূলত একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের প্ররোচনা ও সহায়তায়, যাদের নীতি ছিল মুসলিম জামাতসমূহকে বিভক্ত করা।

(ص: 276)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن بأمر ذلك، وأعان عليه. فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة.

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً؛ فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر.

قوله: " " وأنا خاتم النبيين ". قال الحسن: الخاتم: الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين؛ كما قال تعالى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ} 1. وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكماً بشريعة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورّة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، تبارك وتعالى "2.

محمد صلي الله عليه وسلم مصلياً إلى قبلته. فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلي الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية "3. قوله: "ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورّة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم " قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟".

قال ابن المبارك وعلي بن المديني، وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: "إنهم أهل الحديث". وعن ابن المديني رواية: "هم العرب". واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقهه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. اهـ ملخصاً مع زيادة فيه. قاله الحافظ.

1 سورة الأحزاب آية: 40.

2 البخاري: العلم (71) ، ومسلم: الإمارة (1037) ، و (1920) ، وأحمد (93/4) ، و (279/5) ، والترمذي: الفتن (2229) .

3 البخاري: كتاب البيوع (2222) : باب قتل الخزير. ومسلم: كتاب الإيمان (155) (242) : باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

তিনি মানুষকে হুসাইনের হত্যাকারীদের ধরার জন্য আহ্বান জানান, অতঃপর তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং যারা সরাসরি এতে জড়িত ছিল বা একে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল, তাদের অনেককেই হত্যা করেন। ফলে মানুষ তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এরপর তিনি নবুওয়াতের দাবি করেন এবং এই ধারণা পোষণ করেন যে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট আগমন করেন। তাদের মধ্যে হারিস কাজ্জাবও ছিল, যে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খিলাফতকালে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। বনু আব্বাসের খিলাফতকালেও একদল এমন লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

হাদিসে নবুওয়াত দাবিদার বলতে সাধারণভাবে যেকোনো দাবিদারকে বোঝানো হয়নি; কেননা তাদের সংখ্যা অগণিত এবং তাদের অধিকাংশের দাবিই মূলত উন্মাদনা বা বিষাদগ্রস্ত মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই সকল ব্যক্তি, যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অবকাশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিদের ধ্বংস করে দিয়েছেন যাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটেছিল এবং তাদের কিছু অবশিষ্ট রয়েছে যারা তাদের পূর্বসূরীদের সাথে মিলিত হবে, আর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি হবে দাজ্জালে আকবর (মহা দাজ্জাল)।

তাঁর বাণী: "এবং আমিই সর্বশেষ নবী"। হাসান বলেন: 'খাতাম' অর্থ যার মাধ্যমে মোহর করা বা সমাপ্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ তিনি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।" ১ আর শেষ যামানায় ঈসা ইবনে মারিয়াম শরিয়ত অনুযায়ী শাসনকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। আর "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের লাঞ্ছিত করতে চায় তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) উপস্থিত হয়।" ২।

তিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবেন। সুতরাং তিনি তাঁর উম্মতেরই একজন সদস্যের ন্যায় হবেন, বরং তিনি এই উম্মতের

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমাদের মধ্যে ইবনে মারিয়াম একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন; তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া রহিত করবেন।" ৩।

তাঁর বাণী: "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের লাঞ্ছিত করতে চায় বা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" ইয়াজিদ ইবনে হারুন এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন: "যদি তারা আহলে হাদিস না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা?"

ইবনুল মুবারক, আলী ইবনুল মাদিনী, আহমাদ ইবনে সিনান, বুখারী এবং অন্যান্যরা বলেছেন: "নিশ্চয়ই তারা হলো আহলে হাদিস।" ইবনুল মাদিনী থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে: "তারা হলো আরব।" তিনি সেই বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যিনি বর্ণনা করেছেন যে 'তারা হলো পশ্চিমের (আহলুল গারব) লোক', এবং এখানে 'গারব' শব্দটিকে বিশাল বালতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ আরবরাই এটি দিয়ে পানি তুলত।

ইমাম নববী বলেন: এটি সম্ভব যে এই দলটি মুমিনদের বিভিন্ন শ্রেণির একাধিক দল নিয়ে গঠিত হবে—যাদের মধ্যে বীর যোদ্ধা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজে নিষেধকারী এবং যাহিদ ও ইবাদতকারী থাকবে। এটি জরুরি নয় যে তারা সবাই এক শহরে সমবেত থাকবে, বরং তারা কোনো এক অঞ্চলে একত্রিত থাকতে পারে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকতে পারে। আবার এটিও সম্ভব যে তারা এক শহরেই একত্রিত থাকবে, অথবা কোনো কোনো অংশে থাকবে আর কোনো অংশে থাকবে না। এমনও হতে পারে যে পৃথিবী থেকে একে একে তাদের বিলুপ্তি ঘটবে যতক্ষণ না একটি শহরে কেবল একটি দলই অবশিষ্ট থাকবে। যখন তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসবে। হাফেজ (ইবনে হাজার) এটি সংক্ষেপে অতিরিক্ত কিছু তথ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

১ সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০।

২ বুখারী: কিতাবুল ইলম (৭১), মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ (১০৩৭), (১৯২০), আহমাদ (৪/৯৩), (৫/২৭৯), তিরমিযী: কিতাবুল ফিতান (২২২৯)।

৩ বুখারী: কিতাবুল বুযু (২২২২): শূকর হত্যার অধ্যায়। মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৫৫) (২৪২): আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারিয়ামের বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস।

(ص: 277)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال القرطبي: " وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة " 1.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية النساء.

الثانية: تفسير آية المائدة.

الثالثة: تفسير آية الكهف.

الرابعة: - وهي أهمها- ما معنى الإيمان بالجبوت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.

السادسة: - وهي المقصود بالترجمة- أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعد.

السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.

قال المصنف رحمه الله: " وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ". قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة.

قوله: " حتى يأتي أمر الله " الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة; ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر قال: " لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية "2. فقال

1 المراد من الإجماع: إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض، ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه، ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد: أن من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ.

2 صحيح. الحاكم (456.457/4). وصححه ووافقه الذهبي. (*) وهذا تقصير فالحديث عند مسلم: كتاب الإمارة (1924) (176) : باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم".

ইমাম কুরতুবী বলেন: "এতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, ইজমা একটি প্রমাণ; কারণ উম্মত যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকে।" ১।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: সূরা আন-নিসার আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়: সূরা আল-মায়িদার আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়: সূরা আল-কাহাফের আয়াতের তাফসীর।

চতুর্থ: - এবং এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - 'জিবত' ও 'তাগুত'-এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? এটা কি অন্তরের বিশ্বাস, নাকি ঘৃণা করা এবং বাতিল জানা সত্ত্বেও এর অনুসারীদের সাথে একমত হওয়া?

পঞ্চম: তাদের কথা: যে কাফেরদের কুফর সম্পর্কে তারা জানে, তারা মুমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

ষষ্ঠ: - এবং এটিই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য - এই বিষয়টি অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে ঘটবে, যেমনটি আবু সাঈদের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে।

সপ্তম: এটি ঘটার সুস্পষ্ট ঘোষণা, অর্থাৎ এই উম্মতের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূর্তিপূজার প্রাদুর্ভাব ঘটা।

লেখক (রহিমাল্লাহ) বলেন: "এতে একটি মহান নিদর্শন রয়েছে: তারা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও, যারা তাদের পরিত্যাগ করবে বা যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এতে এই সুসংবাদও রয়েছে যে, সত্য পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবে না।" আমি বলি: ইমাম আহমাদ একে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, যতক্ষণ এই দলটি বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ ইজতিহাদ (গবেষণা) বন্ধ হবে না।

তাঁর কথা: "যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসে"; এর প্রকাশ্য অর্থ হলো যা বর্ণিত হয়েছে যে, একটি পবিত্র বাতাসের মাধ্যমে অবশিষ্ট মুমিনদের প্রাণ কবজ করা হবে এবং বড় বড় নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হবে, এরপর কেবল নিকৃষ্ট মানুষেরাই অবশিষ্ট থাকবে। যেমনটি ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন: "নিকৃষ্টতম সৃষ্টির ওপরই কেয়ামত কায়ম হবে, তারা জাহেলিয়াতের যুগের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট।" ২। এরপর তিনি বললেন...

১ ইজমা বলতে উদ্দেশ্য হলো: পৃথিবীর সকল প্রান্তের এই উম্মতের সেই সকল ব্যক্তিদের ঐক্যমত যাদের গণ্য করা হয়। আর দ্বীনের অকাট্যভাবে জানা বিষয় (যেমন: সালাত, সিয়াম ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য বিষয়ে এটি জানা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই শাফেয়ী ও আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীদের যুগের পর যারা ইজমার দাবি করবে তারা ভুল করবে।

২ সহীহ। হাকেম (৪/৪৫৬, ৪৫৭)। তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। (*) তবে এটি একটি ত্রুটি (অসম্পূর্ণতা), কারণ হাদিসটি মুসলিমে রয়েছে: কিতাবুল ইমারা (১৯২৪) (১৭৬): অনুচ্ছেদ: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تزال عصا بة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك "1. قال عبد الله: " ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة ".

وفي صحيح مسلم: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله "2. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: "حتى تأتيهم الساعة" ساعتهم. وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ.

وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة: " قيل: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس "3. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه:

"هم بالشام". وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة، مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن القرآن حق. وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، كما زال فيها مضى، بل لا تزال عليه طائفة.

العاشر: الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.

الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوق كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال.

وإخباره بأنه أُعطي الكنزين.

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين.

وإخباره بأنه منع الثالثة.

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع.

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة.

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة.

قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن؛ فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه، وينظرون عليه، ويجاهدون فيه. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. والله على كل شيء قدير.4.

1 مسلم: الإمارة (1924) .

2 تقدم تخريجه برقم [57] .

3 إسناده ضعيف. الطبراني في الكبير (7643) . وإسناده ضعيف فيه عمرو بن عبد الله الشيباني الحضرمي. قال الذهبي في ديوان الضعفاء (3188) : تابعي مجهول أفاده الدوسري (262) النهج السديد.

4 البخاري: كتاب المناقب (3641) : باب [28] .

উকবা ইবনে আমির আবদুল্লাহকে বললেন: "তুমি যা বলছ তা ভেবেচিন্তে বলো, আর আমি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর আদেশের ওপর বিজয়ী অবস্থায় লড়াই করতে থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে আর তারা সেই অবস্থাতেই থাকবে'।"১। আবদুল্লাহ বললেন: "আর আল্লাহ এমন একটি বাতাস পাঠাবেন যার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মতো এবং স্পর্শ হবে রেশমের মতো। যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান

থাকবে, সেই বাতাস তাকে গ্রহণ না করে (অর্থাৎ মৃত্যু না ঘটিয়ে) ছাড়বে না। এরপর কেবল নিকৃষ্ট মানুষেরাই অবশিষ্ট থাকবে, আর তাদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে: "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পৃথিবীতে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার মতো কেউ থাকবে না" ২।

এর ওপর ভিত্তি করে উকবার হাদিস ও অনুরূপ বর্ণনাগুলোতে "যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে" বলতে তাদের কিয়ামত তথা মৃত্যুর সময়কে বোঝানো হয়েছে; যা সেই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে ঘটবে। হাফেজ (ইবনে হাজার) এটি উল্লেখ করেছেন।

এই দলের অবস্থানস্থল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেছেন: তারা বায়তুল মাকদাসে থাকবে, যেমনটি তাবারানি আবু উমামা (রা.)-এর হাদিসে বর্ণনা করেছেন: "জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: বায়তুল মাকদাসে" ৩। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেছেন:

"তারা সিরিয়ায় (শাম) থাকবে"। তাবারির কথায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাদের সর্বদা শাম বা বায়তুল মাকদাসে থাকা আবশ্যিক নয়, বরং কোনো কোনো যুগে অন্য স্থানেও হতে পারে। অষ্টম (শিক্ষা): চরম বিস্ময়কর বিষয় হলো: নবুওয়তের দাবিদারদের আবির্ভাব, যেমন মুখতার (আল-সাকাফি), অথচ সে শাহাদাতাইন পাঠ করত এবং নিজেকে এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করত। সে বলত যে রাসূল সত্য এবং কুরআন সত্য। আর তাতে (কুরআনে) এ-ও আছে যে মুহাম্মদ (সা.) হলেন শেষ নবী; এতদসত্ত্বেও এই স্পষ্ট বৈপরীত্যের মাঝেও তাকে এসব বিষয়ে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হতো। মুখতার সাহাবায়ে কেরামের যুগের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠী তার অনুসরণ করেছিল।

নবম (শিক্ষা): এই সুসংবাদ যে, সত্য পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, যেমনটি অতীতে হয়েছিল; বরং সর্বদা একটি দল সত্যের ওপর অবিচল থাকবে।

দশম (শিক্ষা): একটি মহান নিদর্শন হলো, সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও যারা তাদের সাহায্য করা ছেড়ে দেয় বা যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

একাদশ (শিক্ষা): এই শর্ত কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

দ্বাদশ (শিক্ষা): এর মধ্যে মহান কিছু নিদর্শন রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে: নবীজির এই সংবাদ দেওয়া যে, আল্লাহ তাঁর জন্য পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের অংশসমূহকে সংকুচিত করে দেখিয়েছেন। তিনি এর যা অর্থ বলেছিলেন তা সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে উত্তর ও দক্ষিণের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি।

এবং তাঁর এই সংবাদ দেওয়া যে, তাঁকে দুটি ভাণ্ডার (স্বর্ণ ও রৌপ্য) দান করা হয়েছে।
এবং তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, তাঁর উম্মতের জন্য করা দোয়ার মধ্যে দুটি কবুল করা হয়েছে।
এবং তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, তৃতীয়টি কবুল করা থেকে তাঁকে বিরত রাখা হয়েছে।
এবং তাঁর সংবাদ দেওয়া যে, একবার তরবারি (গৃহযুদ্ধ) শুরু হলে তা আর তুলে নেওয়া হবে না।

এবং এই উম্মতের মধ্যে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দেওয়া।

এবং সাহায্যপ্রাপ্ত দলের টিকে থাকার সংবাদ দেওয়া।

আমি (লেখক) বলি: বাস্তবতা এবং শাম ও বায়তুল মাকদাসের অধিবাসীদের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। কেননা সপ্তম শতাব্দী ও অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রা.) এবং তাঁর সাথীদের পরে দীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখা যায়নি যারা এই জিম্মাদারি পালন করেছেন; কেননা তাঁরা তাঁদের সময়ে হকের ওপর ছিলেন, হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন, হকের পক্ষে বিতর্ক করতেন এবং হকের পথে জিহাদ করতেন। পরবর্তীতে শামে তাঁদের মতো এমন ব্যক্তিদের আগমন ঘটতে পারে যারা হকের দাওয়াত এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ৪।

১. মুসলিম: আল-ইমারাহ (১৯২৪)।

২. এর তাখরিজ আগে [৫৭] নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৩. এর সনদ দুর্বল। তাবারানি ফিল কাবীর (৭৬৪৩)। এর সনদে আমার ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শাইবানি আল-হাদরামি রয়েছেন। জাহাবি 'দিওয়ানুয যুয়াফা' (৩১৮৮) গ্রন্থে বলেছেন: সে একজন অপরিচিত তাবেয়ি। এটি আদ-দাওসারি 'আন-নাহজুস সাদীদ' (২৬২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৪. বুখারি: কিতাবুল মানাকিব (৩৬৪১): অধ্যায় [২৮]।

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون، ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة؛ وحجة على كل مبتدع.

فعلى هذا، فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام، وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها.

وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة؛ فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "تبارك وتعالى" قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان: أحدها: بركة هي فعلة والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة "على" تارة، وبأداة "في" تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركاً بجعله تعالى. والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك، وعبداه ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ} 1 فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك.

1 سورة مريم آية: 31.

একে যা সমর্থন করে তা হলো, চার ইমামের যুগে এবং সে সময়ে ও তার আগে-পরে আলেমদের প্রাচুর্যের সময় আহলে হক ও সুন্নাহ কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তারা অধিকাংশ জনপদেই ছড়িয়ে ছিলেন—শামে তাদের মধ্য থেকে ইমামগণ ছিলেন, তেমনি হিজাজ, মিসর, ইরাক ও ইয়ামেনেও তারা ছিলেন। তারা সকলেই সত্যের

ওপর অটল থেকে সংগ্রাম করতেন এবং বিদআতিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। তাদের এমন সব গ্রন্থ রয়েছে যা আহলে সুন্নাহের জন্য পথপ্রদর্শক এবং প্রত্যেক বিদআতির বিরুদ্ধে দলিল স্বরূপ।

অতএব, এই দলটি কখনো একত্রিত হতে পারে আবার কখনো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে; কখনো তারা শামে থাকতে পারে আবার কখনো অন্য স্থানে। কেননা আবু উমামা-এর হাদিস এবং মুয়াজ্জ-এর বক্তব্য একে কেবল শামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা বোঝায় না; বরং এটি বোঝায় যে তারা কোনো কোনো সময় শামে থাকবেন, সব সময় নয়।

আর এই হাদিসের প্রতিটি বাক্য নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রতিটিই তিনি যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

আর তাঁর বাণী: "তিনি বরকতময় ও সুউচ্চ" সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন: বরকত দুই প্রকার: একটি হলো—বরকত

যা 'ফাআলাহ' ওজনের এবং এর ক্রিয়ামূল হলো 'বারাকা'। এটি কখনো সরাসরি ব্যবহৃত হয়, কখনো 'আলা' অব্যয়ের মাধ্যমে, আবার কখনো 'ফি' অব্যয়ের মাধ্যমে। এর কর্মবাচ্য হলো 'মুবারাক', যা মূলত সেভাবেই বানানো হয়েছে; অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় করার কারণেই তা মুবারাক বা বরকতপ্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন বরকত যা আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যেমন রহমত ও ইজ্জতকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এর ক্রিয়ামূল হলো 'তাবারাকা'। একারণেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা যায় না এবং এটি কেবল পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। সুতরাং তিনি পবিত্র ও বরকতময়, আর তাঁর বান্দা ও রাসূল হলেন বরকতপ্রাপ্ত, যেমনটি মাসীহ আলাইহিস সালাম বলেছেন: {আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আমি যেখানেই থাকি না কেন} ১। সুতরাং আল্লাহ যার মধ্যে এবং যার ওপর বরকত দান করেন, সেই হলো বরকতপ্রাপ্ত।

১ সূরা মারইয়াম আয়াত: ৩১।

وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله: {تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ} 1. {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} 2. أفلا تراها كيف
اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به، لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء
السعة والبالغة، كتعالى وتعظم ونحوه، فجاء بناء "تبارك" على بناء "تعالى" الذي
هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته ووعظمتته
ووسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: "تبارك" تعظم. وقال ابن عباس
رضي الله عنهما: "جاء بكل بركة".

1 سورة الأعراف آية: 54.

2 سورة الملك آية: 1.

আর 'তাবারাকা' গুণটি কেবল তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট, যেমনটি তিনি নিজের ক্ষেত্রে তাঁর এই
বাণীতে প্রয়োগ করেছেন: {বরকতময় আল্লাহ, জগতসমূহের রব} ১। {বরকতময় তিনি, যাঁর
হাতে রাজত্ব এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান} ২। আপনি কি দেখছেন না যে, কুরআনে
এটি কীভাবে কেবল তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্টভাবে ও নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্য
কারো ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয় না? এটি প্রশস্ততা ও আতিশয্য প্রকাশের কাঠামোতে এসেছে,
যেমন 'তাআলা' (সর্বোচ্চ হওয়া), 'তাআয্যামা' (মহামহিম হওয়া) এবং এই জাতীয় শব্দসমূহ।
সুতরাং, 'তাবারাকা'-এর কাঠামোটি 'তাআলা'-এর কাঠামোর ন্যায় এসেছে, যা উচ্চতার পূর্ণতা
ও চূড়ান্ত সীমার প্রমাণ দেয়; ঠিক তেমনি 'তাবারাকা' শব্দটিও তাঁর বরকত, মহিমা ও এর
প্রশস্ততার পূর্ণতার প্রমাণ দেয়। সালাফদের মধ্য থেকে যারা বলেছেন যে, 'তাবারাকা' অর্থ
'অতি মহান হওয়া'—এটিই তাদের কথার মর্মার্থ। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)
বলেছেন: "তিনি সকল বরকত নিয়ে এসেছেন।"

باب " ما جاء في السحر "

وقول الله تعالى: { وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ } 1.

قوله: "باب ما جاء في السحر" أي والكهانة.

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء الحديث: 2 " إن من البيان لسحرا " 3. وسمي السحر سحرا؛ لأنه يقع خفياً آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: " السحر عزائم ورُقَى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه ". قال الله تعالى: { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ } 4. وقال سبحانه: { وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ } 5. يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه.

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه

1 سورة البقرة آية: 102.

2 جزء من حديث. أخرجه البخاري: كتاب النكاح (5146): باب الخطبة. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة (869) (47): باب تخفيف الصلاة والخطبة.

3 رواه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر.

অধ্যায়: জাদুর বর্ণনা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা (জাদু) ক্রয় করবে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই।} ১।

তাঁর উক্তি: "জাদুর বর্ণনা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে" অর্থাৎ এবং গণকগিরি সম্পর্কেও।
অভিধানে 'সেহর' (জাদু) বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যার কারণ সূক্ষ্ম ও গোপন থাকে।
একারণেই হাদিসে এসেছে: ২ "নিশ্চয়ই কোনো কোনো বাগ্মিতা জাদুতুল্য।" ৩। জাদুকে 'সেহর' নামে অভিহিত করা হয়েছে; কারণ এটি অত্যন্ত সংগোপনে ঘটে, যেমন রাতের শেষাংশকে 'সেহর' (সাহরি) বলা হয়। আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি 'আল-কাফী' গ্রন্থে বলেছেন: "জাদু হলো কিছু মন্ত্র, ঝাড়ফুক এবং গিঁট যা মানুষের অন্তর ও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে; ফলে এটি মানুষকে অসুস্থ করে, হত্যা করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।" আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর তারা ঐ দুই ফেরেশতা থেকে এমন বিষয় শিখত যা দ্বারা তারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত।} ৪। মহান আল্লাহ আরও বলেন: {এবং গিঁটে ফুঁ দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে।} ৫। অর্থাৎ ঐ সকল জাদুকরী যারা তাদের জাদুতে গিঁট দেয় এবং সেই গিঁটে ফুঁ দেয়। যদি জাদুর কোনো বাস্তবতা না থাকত, তবে আল্লাহ তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিতেন না।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জাদু করা হয়েছিল, এমনকি তাঁর কাছে মনে হতো যে (তিনি কোনো কাজ করেছেন কিন্তু বাস্তবে তা করেননি)...

১. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২।

২. হাদিসের অংশ বিশেষ। ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন: নিকাহ অধ্যায় (৫১৪৬), খুতবা অনুচ্ছেদ; ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদিস হতে। ইমাম মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন: জুমুআ অধ্যায় (৮৬৯) (৪৭), সালাত ও খুতবা সংক্ষিপ্ত করা অনুচ্ছেদ।

৩. মালিক, আহমাদ, বুখারী, আবু দাউদ এবং তিরমিযী ইবনে উমর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

৪. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২।

৫. সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ৪।

(ص: 281)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: "أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان " 2 رواه البخاري.

قال: "وقول الله تعالى: {عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ} 3". قال ابن عباس: "من نصيب". قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم: أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين.

فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} 4. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعليمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق 5 عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله " 6. وهذا مرسل.

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر.

وقال الشافعي: " إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر". اهـ. وقد سماه الله كفرا بقوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} 7. وقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} 8. قال ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} : وذلك أنها علماء الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. قال: "وقوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} 9 " تقدم الكلام عليهما في الباب قبله. وفيه أن السحر من الجبت. قاله المصنف رحمه الله.

1 سورة النساء آية: 51.

2 البخاري: بدء الخلق (3268) ، ومسلم: السلام (2189) ، وابن ماجه: الطب (3545) ، وأحمد (57/6) .

3 سورة البقرة آية: 102.

4 سورة طه آية: 69.

5 228- موضوع. عبد الرزاق (184/10) . وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. قال ابن معين: كذاب رافضي. وقال النسائي والدارقطني وأحمد بن حنبل: متروك. راجع الميزان (57/1: 61) .

6 وأخرجه مسلم أيضاً: كتاب السلام (2189) (43) : باب السحر.

7 سورة البقرة آية: 102.

8 سورة البقرة آية: 102.

9 سورة النساء آية: 51.

তিনি কোনো কাজ করতেন অথচ মনে হতো যেন তিনি তা করেননি; এবং তিনি একদিন তাকে (আয়েশাকে) বলেছিলেন: "আমার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসলেন। তাঁদের একজন আমার

মাথার কাছে বসলেন এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে। একজন বললেন: লোকটির অসুখ কী? অপরজন বললেন: তার ওপর জাদু করা হয়েছে। তিনি বললেন: কে জাদু করেছে? তিনি বললেন: লাবিদ বিন আল-আ'সাম; একটি চিরুনি, চিরুনি থেকে ঝরে পড়া চুল এবং পুরুষ খেজুর গাছের আবরণের ভেতরে; যা যারওয়ান নামক কূপে রয়েছে।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: "আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: {তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (জাদু) ক্রয় করবে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই}।" ইবনে আব্বাস বলেন: "এর অর্থ কোনো অংশ নেই।" কাতাদাহ বলেন: কিতাবধারী (আহলে কিতাব) তাদের প্রতি কৃত অঙ্গীকারে জেনেছিল যে, জাদুকরের জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। আর হাসান (বসরী) বলেন: তার কোনো দীন নেই।

সুতরাং এই আয়াতটি জাদুর হারম হওয়ার ওপর দলিল প্রদান করে; আর একইভাবে এটি সকল রাসুলদের (তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ধর্মে হারাম ছিল, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {জাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না}। ইমাম আহমদের অনুসারীরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আর আব্দুর রাজ্জাক সাফওয়ান বিন সুলাইম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সামান্য বা অধিক জাদু শিক্ষা করবে, আল্লাহর সাথে তার শেষ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" এটি একটি মুরসাল হাদিস।

আর তারা (ওলামাগণ) মতভেদ করেছেন: জাদুকর কি কাফির হবে কি না? সালাফদের একটি দল এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর এটিই মালেক, আবু হানিফা ও আহমদ (আল্লাহ তাঁদের রহম করুন)-এর মত। তাঁর (ইমাম আহমদের) অনুসারীরা বলেছেন: যদি না তার জাদুটি ঔষধ, ধোঁয়া বা ক্ষতিকারক কোনো পানীয়র মাধ্যমে হয়; তবে সে ক্ষেত্রে সে কাফির হবে না।

আর শাফেঈ বলেছেন: "যখন কেউ জাদু শেখে, তখন আমরা তাকে বলি: তোমার জাদুর বর্ণনা দাও। যদি সে এমন কিছু বর্ণনা দেয় যা কুফুরির অন্তর্ভুক্ত; যেমনটি বাবেলবাসীরা বিশ্বাস করত—সাতটি গ্রহের নৈকট্য লাভ করা এবং সেগুলো যা চাওয়া হয় তা করতে সক্ষম হওয়া—তবে সে কাফির। আর যদি তা কুফুরি পর্যন্ত না পৌঁছায় কিন্তু সে জাদুকে বৈধ মনে করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে।" (উক্তি সমাপ্ত)। আল্লাহ জাদুকে কুফর হিসেবে নামকরণ করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: {আমরা কেবল পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফুরি করো না}। এবং তাঁর

বাণী: {সুলাইমান কুফুরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছিল}। ইবনে আব্বাস {আমরা কেবল পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফুরি করো না}—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এর কারণ হলো তারা দুজন কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং কুফর ও ঈমান শিক্ষা দিতেন, ফলে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে জাদু কুফুরির অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন: "আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: {তারা জিবত ও তাওতের প্রতি ঈমান আনে}"—এ দুটির আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে যে, জাদু জিবত-এর অন্তর্ভুক্ত। লেখক (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এ কথা বলেছেন।

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৫১।

২ বুখারী: সৃষ্টির সূচনা (৩২৬৮), মুসলিম: আস-সালাম (২১৮৯), ইবনে মাজাহ: চিকিৎসা (৩৫৪৫), আহমদ (৬/৫৭)।

৩ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১০২।

৪ সূরা তহা আয়াত: ৬৯।

৫ ২২৮- মাউজু (মনগড়া)। আব্দুর রাজ্জাক (১০/১৮৪)। এর সনদে ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ বিন আবি ইয়াহইয়া আল-আসলামী রয়েছে। ইবনে মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী রাফেজী বলেছেন। আর নাসাঈ, দারাকুতনী ও আহমদ বিন হাম্বল তাকে পরিত্যক্ত বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আল-মিজান (১/৫৭: ৬১)।

৬ মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুস সালাম (২১৮৯) (৪৩): জাদু অধ্যায়।

৭ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১০২।

৮ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১০২।

৯ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৫১।

قوله: "قال عمر رضي الله عنه: " الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان " هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره.

قوله: "وقال جابر: " الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي واحد ". هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين "1.

قوله: "قال جابر" هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري2. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات.

قوله: "الطواغيت كهان" أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من أفراد المعنى. قوله: "كان ينزل عليهم الشيطان" أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مائة.

قوله: "في كل حي واحد" الحي واحد الأحياء، وهم القبائل؛ أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرس السماء بكثرة الشهب.

1 الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصدده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس، والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود

وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك، مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحريمها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أو من غير قصد من واضعه، فهو طاغوت. 2 توفي جابر سنة 74، وقيل: سنة 77، وكان عمره أربعاً وتسعين سنة.

তাঁর কথা: "উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: 'জিবত' হলো যাদু, আর 'তাগুত' হলো শয়তান।" এই বর্ণনাটি ইবনে আবি হাতেম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কথা: "জাবির বলেছেন: 'তাগুতসমূহ' হলো সেই সব গণক যাদের নিকট শয়তান অবতরণ করত, প্রতিটি গোত্রে একজন করে (গণক) ছিল।" এই বর্ণনাটি ইবনে আবি হাতেম অনুরূপভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনায্বিহ থেকে দীর্ঘ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেন: আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে সেই সব তাগুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যাদের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত। তিনি বললেন: "জুহাইনা গোত্রে একজন ছিল, আসলাম গোত্রে একজন ছিল, হিলাল গোত্রে একজন ছিল এবং প্রতিটি গোত্রেই একজন করে ছিল; আর তারা ছিল গণক যাদের নিকট শয়তানরা অবতরণ করত।" ১

তাঁর কথা: "জাবির বলেছেন"—তিনি হলেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আল-আনসারী। ২

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো।"

তাঁর কথা: "তাগুতসমূহ হলো গণক"—তিনি বুঝিয়েছেন যে গণকরা তাগুতদের অন্তর্ভুক্ত; এটি এর অর্থসমূহের একটি অংশ মাত্র।

তাঁর কথা: "তাদের নিকট শয়তান অবতরণ করত"—তিনি এখানে শয়তান প্রজাতিকে বুঝিয়েছেন, বিশেষভাবে কেবল ইবলিস শয়তানকে নয়। বরং শয়তানরা তাদের কাছে অবতরণ করত, তাদের সাথে কথা বলত এবং আকাশ থেকে চুরি করে শোনা খবরাখবর তাদের জানাত। তারা একবার সত্য বলত আর তার সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করত।

তাঁর কথা: "প্রতিটি গোত্রে একজন"—এখানে 'হায়্যুন' হলো 'আহয়া' শব্দের একবচন, যার অর্থ গোত্রসমূহ। অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রে একজন করে গণক ছিল যার কাছে তারা বিচারের জন্য যেত

এবং অদৃশ্যের খবর জানতে চাইত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে বিষয়টি এমনই ছিল। অতঃপর আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে তা বাতিল করে দেন এবং অধিক পরিমাণ উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশকে সুরক্ষিত করেন।

১ সালাফদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কথা থেকে যা সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তা হলো: 'তাগুত' হলো এমন প্রতিটি বস্তু যা বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত, দ্বীনের একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত ও নিবৃত্ত করে। জিন শয়তান হোক বা মানুষ শয়তান, গাছপালা হোক বা পাথর কিংবা অন্য কিছু—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো ইসলামের আইন ও শরীয়ত বহির্ভূত বিজাতীয় আইন দ্বারা বিচার পরিচালনা করা এবং মানুষের তৈরি সেই সব আইন যার মাধ্যমে তারা রক্তপাত, লজ্জাস্থান এবং সম্পদের বিচার করে এবং আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করে দেয়—যেমন দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করা, সুদ, যিনা ও মদ হারাম করা ইত্যাদি বিষয় যা এই আইনগুলো নিজেদের প্রভাব ও প্রয়োগকারীদের মাধ্যমে বৈধ করে নিয়েছে এবং সুরক্ষা প্রদান করছে। এই আইনগুলো স্বয়ং তাগুত এবং এদের প্রণেতা ও প্রচারকারীরাও তাগুত। একইভাবে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত এমন প্রতিটি কিতাব যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য রচিত হয়েছে—চাই প্রণেতার উদ্দেশ্য সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবে—তাও তাগুত।

২ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, মতান্তরে ৭৭ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল চুরানব্বই বছর।

(ص: 283) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم.

قوله: "اجتنبوا" أي أبعادوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن

القربان أبلغ، كقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ} 1.

قوله: "الموبقات" بوحدة وقاف. أي المهلكات. وسببت هذه موبقات؛ لأنها تهلك

فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب.

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير، وعبد

الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال:

الكبائر تسع- وذكر السبعة المذكورة- وزاد: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين"

2. ولا بن أبي حاتم عن علي قال: "الكبائر- فذكر السبع- إلا مال اليتيم، وزاد:

العقوق، والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة".

قال الحافظ: ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاختصار على سبع.

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات،

ثم أعلم بها زاد. فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة

إلى السائل.

وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: "الكبائر سبع".

قال: "هن أكثر من سبع وسبع". وفي رواية: "هي إلى سبعين أقرب". وفي رواية: "إلى

السبعمئة" 3.

قوله: "قال الشرك بالله" هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه، ويخافه كما يخاف

الله، بدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود: "

سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا

وهو خلقك " 4. الحديث.

1 سورة الأنعام آية: 151.

2 حسن. البخاري في الأدب المفرد (8) . وابن جرير في تفسيره (26/5) . عن ابن عمر موقوفاً بسند صحيح. وأخرجه البيهقي. عن ابن عمر مرفوعاً (409) . وحسنه الألباني في الإرواء (156/3) لشواهده.

3 قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتاباً في عد الكبائر. طبع. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب مسائل الجاهلية، هو كذلك في عد الكبائر.

4 البخاري: تفسير القرآن (4477) ، ومسلم: الإيمان (86) ، والترمذي: تفسير القرآن (3182، 3183) ، والنسائي: تحريم الدم (4013، 4014، 4015) ، وأبو داود: الطلاق (2310) ، وأحمد (380/1، 431/1، 434/1، 462/1، 464/1) .

তাঁর উক্তি: "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা এবং সতী-সাপ্তী উদাসীন মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।"

গ্রন্থকার এটি এভাবেই কোনো উৎস উল্লেখ না করে উদ্ধৃত করেছেন। আর এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "বেঁচে থাকো" অর্থাৎ দূরে থাকো। এটি 'ছেড়ে দাও' বা 'বর্জন করো' বলার চেয়ে অধিক জোরালো; কেননা কোনো কিছুর কাছে যাওয়া থেকে নিষেধ করা অধিক অর্থবহ, যেমন আল্লাহর বাণী: {তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেও না} ১।

তাঁর উক্তি: "আল-মুবিকাত" শব্দটি 'বা' এবং 'কাফ' সহকারে। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহ। এগুলোকে মুবিকাত নামকরণ করা হয়েছে; কারণ এগুলো এর সম্পাদনকারীকে দুনিয়াতে তজ্জন্য নির্ধারিত শাস্তির মাধ্যমে এবং আখিরাতে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়।

আল-আদাবুল মুফরাদে ইমাম বুখারী, তাফসীরে ইমাম তবারী এবং আব্দুর রাজ্জাকের নিকট বর্ণিত ইবনে উমরের হাদীসে মারফু ও মাওকুফ উভয় সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "কবির গুনাহ নয়টি—অতঃপর তিনি উল্লিখিত সাতটি উল্লেখ করলেন—এবং আরও যোগ করলেন: হারামে (মক্কায়ে) ধর্মদ্রোহিতা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা" ২। ইবনে আবি হাতিম আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "কবির গুনাহসমূহ—অতঃপর তিনি সাতটি উল্লেখ করলেন—কেবল এতিমের মাল ভক্ষণ ব্যতীত, এবং আরও যোগ করলেন: অবাধ্যতা, হিজরতের পর পুনরায় মরুবাস গ্রহণ, জামাত ত্যাগ করা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।" হাফেজ বলেন: আমার মতে এই উত্তরটি সাতটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার হিকমত বা রহস্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

উত্তরে বলা হয়: সংখ্যার মাফহুম (ধারণা) কোনো দলিল নয় এবং তা দুর্বল মত, অথবা এই কারণে যে, প্রথমে তাঁকে উল্লিখিত বিষয়গুলো জানানো হয়েছিল এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিষয়গুলো জানানো হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত বিষয়গুলো গ্রহণ করা ওয়াজিব। অথবা প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুযায়ী কেবল এই সাতটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

তবারানী ও ইসমাইল আল-কাজী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে বলা হয়েছিল: "কবির গুনাহ সাতটি।" তিনি বললেন: "সেগুলো সাত সাত থেকেও বেশি।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "সেগুলো সত্তর এর কাছাকাছি।" আবার অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "সাতশত এর কাছাকাছি" ৩।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর সাথে শিরক করা" আর তা হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা যাকে সে ডাকবে, যার কাছে আশা করবে এবং যাকে সে আল্লাহর মতো ভয় করবে। শিরক দ্বারা আলোচনা শুরু করা হয়েছে; কারণ এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ যার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, যেমনটি সহীহাইন-এ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে: "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" ৪। হাদীসটি।

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৫১।

২ হাসান। বুখারী আদাবুল মুফরাদে (৮)। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে (৫/২৬)। ইবনে উমর থেকে সহীহ সূত্রে মাওকুফ হিসেবে। বায়হাকী এটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন (৪০৯)।

আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (৩/১৫৬) এর শাহেদ সমূহের কারণে একে হাসান বলেছেন।

৩ হাফেজ আব্দুর রহমান ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) কবিরা গুনাহ গণনার ওপর একটি কিতাব রচনা করেছেন। যা মুদ্রিত। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর কিতাব 'মাসাইলুল জাহিলিয়াহ'ও কবিরা গুনাহ গণনার অনুরূপ।

৪ বুখারী: তাফসীরুল কুরআন (৪৪৭৭), মুসলিম: আল-ঈমান (৮৬), তিরমিযী: তাফসীরুল কুরআন (৩১৮২, ৩১৮৩), নাসায়ী: তাহরীমুত দাম (৪০১৩, ৪০১৪, ৪০১৫), আবু দাউদ: আত-ত্বলাক (২৩১০), আহমদ (১/৩৮০, ১/৪৩১, ১/৪৩৪, ১/৪৬২, ১/৪৬৪)।

(ص: 284)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: " قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلا يديه ورجليه. وقالوا: نشهد أنك نبي " 1 الحديث. وقال: حسن صحيح.

قوله: "السحر" تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة.

وقوله: " " و قتل النفس التي حرم الله " أي حرم قتلها. وهي نفس المسلم المعصوم.

قوله: "إلا بالحق" أي بأن تفعل ما يوجب قتلها، كالشرك، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المعاهد، كما في الحديث: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" 2.

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعبداً، وهل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالاً بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} 3 وقال ابن عباس: "نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل، وما نسخها شيء". وفي رواية: "لقد نزلت في آخر ما نزل، وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي" 4

وروي في ذلك آثار تدل لها ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعبداً؟" 5.

وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} 6. الآيات.

قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِدًا} 7 قال أبو هريرة وغيره: "هذا جزاءه إن جازاه".

1 ضعيف. الترمذي: كتاب الاستئذان (2733) : باب ما جاء في قبلة اليد والرجل وقال: حسن صحيح. كتاب التفسير (3144) باب: ومن تفسير سورة بني إسرائيل. وقال: حسن صحيح. وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير (67/3) .

2 البخاري: الجزية (3166) ، والنسائي: القسامة (4750) ، وابن ماجه: الديات (2686) ، وأحمد (186/2) .

3 سورة النساء آية: 93.

4 البخاري: كتاب التفسير (4590): باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم،

ومسلم: كتاب التفسير (3023) (16).

5 صحيح. أحمد (99/4). والنسائي (81/7): كتاب تحريم الدم. وصححه الألباني

لشواهده في الصحيحة (511).

6 سورة الفرقان آية: 68-69-70.

7 سورة النساء آية: 93.

তিরমিযী তার সনদসহ সাফওয়ান ইবনে আসসাল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "এক ইহুদি তার সাথীকে বলল: আমাদের এই নবীর কাছে নিয়ে চলো। তখন তার সাথী তাকে বলল: নবী বলো না, সে যদি তোমার কথা শুনে ফেলে তবে তার চারটি চোখ হয়ে যাবে (অহংকারে)। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং তাঁকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করো না, কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে শাসকের নিকট নিয়ে যেও না, জাদু করো না, সুদ খেয়ো না, সতী-সান্ধী নারীর ওপর অপবাদ দিও না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না, আর বিশেষ করে হে ইহুদিরা! তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। অতঃপর তারা তাঁর দুই হাত ও দুই পা চুম্বন করল এবং বলল: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই একজন নবী।" ১ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ।

তাঁর উক্তি: "জাদু" - এর অর্থ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটিই অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে হাদীসটির প্রাসঙ্গিকতার দিক।

এবং তাঁর উক্তি: "আর আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে হত্যা করা" - অর্থাৎ যার হত্যা হারাম করা হয়েছে। আর তা হলো নিরাপত্তা প্রাপ্ত মুসলিমের প্রাণ।

তাঁর উক্তি: "সংগত কারণ ছাড়া" - অর্থাৎ এমন কিছু করা যা তাকে হত্যা করা আবশ্যিক করে দেয়, যেমন শিরক, প্রাণের বদলে প্রাণ, বিবাহের পর ব্যভিচার, আর অনুরূপভাবে চুক্তিবদ্ধ

অমুসলিমকে (মুয়াহিদ) হত্যা করা; যেমন হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের দ্বাণ্ড পাবে না।" ২।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যাকারীর ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, তার জন্য তাওবা আছে কি নেই? ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও অন্যান্যরা এই মত পোষণ করেছেন যে, তার কোনো তাওবা নেই। তারা মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন: {আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে} ৩। ইবনে আব্বাস বলেন: "এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর একে কোনো কিছুই রহিত করেনি।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনো কিছুই একে রহিত করেনি এবং কোনো ওহীও নাযিল হয়নি" ৪।

এই বিষয়ে এমন কিছু বর্ণনাও এসেছে যা তাদের মতকে সমর্থন করে, যেমনটি ইমাম আহমাদ, নাসায়ী এবং ইবনুল মুনিফের মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আশা করা যায় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন, তবে সেই ব্যক্তিকে নয় যে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে" ৫।

সালাফ ও খালাফ উম্মতের জুমহুর এই মত পোষণ করেছেন যে, হত্যাকারীর জন্য তার ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়ে তাওবা রয়েছে। যদি সে তাওবা করে, একনিষ্ঠভাবে ফিরে আসে এবং সৎকর্ম করে, তবে আল্লাহ তার পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আর আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি তা করবে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে সে নয় যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে} ৬। আয়াতসমূহ।

তাঁর বাণী: {আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে} ৭। আবু হুরায়রা ও অন্যান্যরা বলেছেন: "এটি তার শাস্তি যদি তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন।"

১ যয়ীফ। তিরমিযী: কিতাবুল ইস্তিয়ান (২৭৩৩): হাত ও পা চুম্বন করা সংক্রান্ত অধ্যায় এবং তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ। কিতাবুত তাফসীর (৩১৪৪) অধ্যায়: সূরা বনী ইসরাঈলের তাফসীর। তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ। তবে ইবনে কাসীর তাফসীরে (৩/৬৭) এর দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২ বুখারী: আল-জিয়রা (৩১৬৬), নাসায়ী: আল-কাসামাহ (৪৭৫০), ইবনে মাজাহ: আদ-দিয়াত (২৬৮৬), আহমাদ (২/১৮৬)।

৩ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩।

৪ বুখারী: কিতাবুত তাফসীর (৪৫৯০): যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম - অধ্যায়, মুসলিম: কিতাবুত তাফসীর (৩০২৩) (১৬)।

৫ সহীহ। আহমাদ (৪/৯৯), নাসায়ী (৭/৮১): রক্ত হারাম করা সংক্রান্ত অধ্যায়। আলবানী 'সহীহা' (৫১১) গ্রন্থে এর শাহিদ বর্ণনাসমূহের কারণে একে সহীহ বলেছেন।

৬ সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৮-৬৯-৭০।

৭ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩।

(ص: 285)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حبيد والنحاس عن سعيد بن عباد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: "لمن قتل مؤمناً توبة". وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. وروى مرفوعاً: "أن جزاءه جهنم إن جازاه". قوله: "وأكل الربأ" أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: {الذين يأكلون الربأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} 1 الآيات. قال ابن دقيق العيد: "" وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك".

قوله: "وأكل مال اليتيم" يعني التعدي فيه. وعبر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 2.

قوله: "والتولي يوم الزحف" أي الإِدْبَار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. كما قيد به في الآية 3. وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربه بالسيف" 4. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف.

قوله: "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" وهو بفتح الصاد: المحفوظات من الزنا، وبكسرهما: الحافظات فروجهن منه، والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات، أي عن الفواحش وما رمين به. فهو كناية عن البريئات؛ لأن الغافل بريء عما بُهت به. والمؤمنات، أي بالله تعالى احترازاً من قذف الكافرات. قوله: "وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربه بالسيف". رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف".

قوله: "عن جندب" ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي. لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد العبد ضعيف. قال

1 سورة البقرة آية: 275.

2 سورة النساء آية: 10.

3 في سورة الأنفال (8: 15 و16) (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله) .

4 ضعيف. الترمذي: كتاب الحدود (1460): باب ما جاء في حد الساحر. والحديث
ضعفه الحافظ في الفتح (236/10). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2698).

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলিমদের মতের অনুকূলে একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। আবদ বিন হুমাইদ এবং আন-নাহহাস সাঈদ বিন উবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার জন্য তাওবার সুযোগ রয়েছে।" ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে: "তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম, যদি তিনি (আল্লাহ) তাকে শাস্তি দেন।"

তাঁর কথা: "আর সুদ ভক্ষণ করা" অর্থাৎ যেকোনো উপায়ে তা গ্রহণ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করে দেয়} ১ আয়াতসমূহ। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেছেন: "এটি মন্দ পরিণতির কারণ হিসেবে পরীক্ষিত; আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

তাঁর কথা: "আর এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা" অর্থাৎ তাতে সীমালঙ্ঘন করা। এখানে 'ভক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটি ব্যবহারের সর্বাধিক প্রচলিত মাধ্যম, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভক্ষণ করে এবং শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে} ২।

তাঁর কথা: "আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা" অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কাফিরদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা। এটি কেবল তখনই কবির গুনাহ হবে যখন রণকৌশল পরিবর্তন বা অন্য কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে পলায়ন করা হবে। যেমনটি কুরআনের আয়াতে ৩ শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "জাদুকরের শাস্তি হলো তরবারি দিয়ে আঘাত করা" ৪। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: সঠিক হলো এটি মাউকুফ (সাহাবীর উক্তি)।

তাঁর কথা: "আর সচ্চরিত্রা, উদাসীনা, মুমিনা নারীদের অপবাদ দেওয়া"। এটি 'সাদ' অক্ষরের ফাতহা (জবর) যোগে: ব্যভিচার থেকে সংরক্ষিত নারীগণ; আর কাসরা (জের) যোগে: যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী নারীগণ। এখানে উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন সচ্চরিত্রা নারীগণ, এবং উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রতি ব্যভিচার বা সমকামিতার অপবাদ দেওয়া। আর 'গাফিলাত'

(উদাসীনা) অর্থ হলো যারা অশ্লীল কাজ এবং যে অপবাদ তাদের দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে অসচেতন। এটি নির্দোষিতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ অসচেতন ব্যক্তি ওই বিষয় থেকে নির্দোষ থাকে যে বিষয়ে তাকে অপদস্থ করা হয়েছে। আর 'মুমিনাত' অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসিনী, যা দ্বারা কাফির নারীদের অপবাদ দেওয়াকে এই বিধান থেকে আলাদা করা হয়েছে।

তাঁর কথা: "জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 'জাদুকরের শাস্তি হলো তরবারি দিয়ে আঘাত করা'। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: সঠিক হলো এটি মাউকুফ।"

তাঁর কথা: "জুনদুব থেকে" মুজামুল কাবীরে ইমাম তাবারানীর কর্মপদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হলেন জুনদুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী। তিনি জাদুকর হত্যাকারী জুনদুব আল-খাইর আল-আযদী নন; কেননা তিনি এটি জুনদুব আল-বাজালীর জীবনীতে খালিদ আল-আবদ সূত্রে হাসান (বসরী) থেকে, তিনি জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর খালিদ আল-আবদ একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তিনি বলেন

১ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২৭৫।

২ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১০।

৩ সূরা আল-আনফাল (৮: ১৫ ও ১৬) (হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা তাদের সামনে থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। আর সেদিন যারা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে—যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যতীত—তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধের শিকার হবে)।

৪ দুর্বল। তিরমিযী: কিতাবুল হুদুদ (১৪৬০), পরিচ্ছেদ: জাদুকরের শাস্তি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ (ইবনে হাজার) আল-ফাতহ গ্রন্থে (১০/২৩৬) হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। আলবানী একে যয়ীফুল জামি' (২৬৯৮) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: "أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات؛ وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول... فذكره". وجندب الخير: هو جندب بن كعب، وقيل: جندب بن زهير، وقيل: هما واحد، كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة".

قوله: " " حد الساحر ضربه بالسيف " وروي بالهاء وبالتاء، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وفي صحيح البخاري عن بجاله بن عبدة قال: "كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر". وصح عن حفصة رضي الله عنها " أنها أمرت بقتل جارية سحرته، فقتلت ". وكذلك صح عن جندب.

وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد. والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال "وفي صحيح البخاري عن بجاله بن عبدة قال: "كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر " 1.

هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله: "عن بجاله" بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة بفتحيتين، التميمي العنبري بصري ثقة.

قوله: "كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". وظاهرة أنه يقتل من غير استتابة. وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب؛ فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي؛ لأن

ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرک يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة
فرعون وتوبتهم.

قوله: "وصح عن " حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ". هذا الأثر
رواه مالك في الموطأ.

1 237- البخاري: كتاب فرض الخمس (3156) : باب الجزية والموادعة مع أهل
الذمة والحرب. ولفظه كالآتي: عن بجالة بن عبدة قال: "كنت كاتباً لجزء بن معاوية
بن عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي
محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس".

আল-হাফিয়: সঠিক কথা হলো তিনি অন্যজন। ইবনে কানি এবং হাসান ইবনে সুফিয়ান দুই
সূত্রে হাসান থেকে, তিনি জুনদুব আল-খায়র থেকে বর্ণনা করেছেন: "তিনি একজন জাদুকরের
কাছে আসলেন এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন যতক্ষণ না সে মারা গেল; এবং
তিনি বললেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি..."
অতঃপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করলেন। জুনদুব আল-খায়র হলেন জুনদুব ইবনে কাব। কারো
মতে তিনি জুনদুব ইবনে যুহাইর। আবার কারো মতে তারা দুজন একই ব্যক্তি, যেমনটি ইবনে
হিব্বান বলেছেন: আবু আব্দুল্লাহ আল-আযদি আল-গামিদি একজন সাহাবী। ইবনে আস-
সাকান বুরাইদাহ-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন: "তাকে একটি আঘাত করা হবে ফলে সে একটি উম্মত হিসেবে গণ্য হবে।"
তাঁর বক্তব্য: "জাদুকরের নির্ধারিত শাস্তি হলো তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা।" এটি 'হা' এবং
'তা' (ضربة/ضربه) উভয় বর্ণনায় এসেছে এবং উভয়টিই সঠিক।

এই হাদিসটি মালেক, আহমদ এবং আবু হানিফা গ্রহণ করেছেন এবং তারা বলেছেন:
জাদুকরকে হত্যা করা হবে। এটি উমর, উসমান, ইবনে উমর, হাফসা, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ
এবং জুনদুব ইবনে কাব থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে বাজাল্লাহ ইবনে আবদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "উমর ইবনুল খাত্তাব
লিখেছিলেন: প্রত্যেক জাদুকর এবং জাদুকরিকে হত্যা করো। তিনি বলেন: ফলে আমরা
তিনজন জাদুকরিকে হত্যা করলাম।" এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত

হয়েছে যে, "তিনি এক দাসীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁকে জাদু করেছিল, ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" অনুরূপভাবে জুনদুব থেকেও বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবং কয়েস ইবনে সাদ ও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। তবে শাফিঈ কেবল জাদুর কারণে হত্যার নির্দেশ দেননি, যদি না তার জাদু কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায়। ইবনুল মুনিয়রও এই মত পোষণ করেছেন এবং এটি আহমদ থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা। তবে প্রথম মতটিই হাদিস এবং উমরের আছারের কারণে অধিক যুক্তিযুক্ত, আর তাঁর খিলাফতকালে মানুষ এর উপর কোনো আপত্তি ছাড়াই আমল করত।

তিনি বলেন, "সহীহ বুখারীতে বাজাল্লাহ ইবনে আবদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'উমর ইবনুল খাত্তাব লিখেছিলেন: প্রত্যেক জাদুকর এবং জাদুকরিকে হত্যা করো। তিনি বলেন: ফলে আমরা তিনজন জাদুকরিকে হত্যা করলাম'।" ১

এই আছারটি (বর্ণনাটি) ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যেমনটি গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি জাদুকরিদের হত্যার কথা উল্লেখ করেননি।

তাঁর কথা: "বাজাল্লাহ থেকে" - বা-এর উপরে ফাতহা এবং এরপর জিম, আবদাহ-এর ক্ষেত্রে দুটিই ফাতহা। তিনি তামিমি আনবারি বসরি, একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী।

তাঁর কথা: "উমর ইবনুল খাত্তাব আমাদের কাছে লিখে পাঠালেন: প্রত্যেক জাদুকর এবং জাদুকরিকে হত্যা করো।" এর বাহ্যিক অর্থ হলো তওবা তলব করা ছাড়াই হত্যা করা হবে। আহমদ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মতানুসারে এটিই সঠিক এবং মালেকের অভিমতও এটি; কারণ জাদুর জ্ঞান তওবার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয় না। আহমদ থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে তওবা তলব করা হবে; যদি সে তওবা করে তবে তার তওবা কবুল করা হবে। শাফিঈও এই মত পোষণ করেছেন; কারণ তার গুনাহ শিরকের চেয়ে বেশি নয়, আর মুশরিকের তওবা তলব করা হয় এবং তা কবুল করা হয়। এ কারণেই ফেরাউনের জাদুকরদের ঈমান এবং তাদের তওবা সহীহ প্রমাণিত।

তাঁর কথা: "এবং হাফসা থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক দাসীকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁকে জাদু করেছিল, ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" এই আছারটি ইমাম মালেক মুওয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন।

১ ২৩৭- বুখারী: কিতাব ফারযুল খুমুস (৩১৫৬): অধ্যায়: যিযিয়া এবং আহলে যিম্মি ও হারবিদের সাথে সন্ধি। এর শব্দাবলি নিম্নরূপ: বাজাল্লাহ ইবনে আবদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন: "আমি জুয ইবনে মুআবিয়াহর লেখক ছিলাম, যিনি আহনাফ-এর চাচা। আমাদের কাছে উমর ইবনুল খাত্তাবের পত্র তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে পৌঁছাল: অগ্নিপূজকদের (মাজুস) মধ্যে প্রত্যেক মাহরাম আত্মীয়দের পৃথক করে দাও। উমর ইতিপূর্বে অগ্নিপূজকদের থেকে যিযিয়া গ্রহণ করতেন না।"

(ص: 287) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية البقرة.

الثانية: تفسير آية النساء.

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت. والفرق بينهما.

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنسان.

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.

السادسة: أن الساحر يكفر.

وحفصة: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم

بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة خمس وأربعين.

قوله: "وكذلك صح عن جندب" أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه

البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: "كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح

إنساناً وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله". ورواه البيهقي

في الدلائل مطولاً. وفيه: "فأمر به الوليد فسجن". فذكر القصة بتبامها ولها طرق

كثيرة.

قوله: "قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". أحمد: هو الإمام ابن محمد بن حنبل 1.

قوله: "عن ثلاثة" أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر، وحفصة، وجندباً. والله أعلم.

1 الإمام الجليل، ناصر السنة وقامع البدعة، الصابر المحتسب في الله والله على ما لقي في نصر دين الله، العلم الحافظ الحجة. ولد سنة 164، ومات سنة 241. قال الشافعي رحمه الله: (خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أروع ولا أزهد من أحمد بن حنبل). رحمة الله عليه.

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: সূরা আল-বাকারার আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়ত: সূরা আন-নিসার আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়ত: জিবত ও তাগুত-এর তাফসীর এবং তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী পার্থক্য।

চতুর্থত: তাগুত জিনদের মধ্য থেকেও হতে পারে আবার মানুষদের মধ্য থেকেও হতে পারে।

পঞ্চমত: বিশেষভাবে নিষিদ্ধ সাতটি ধ্বংসাত্মক মহাপাপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

ষষ্ঠত: জাদুকর কুফরি করে।

হাফসাহ: তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন, উমর ইবনুল খাতাবের কন্যা। খুনায়েস ইবনে হুযাফার (মৃত্যুর) পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর উক্তি: "অনুরূপভাবে জানদাব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে": এর মাধ্যমে লেখক জাদুকরকে হত্যা করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমনটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ'-এ আবু উসমান আন-নাহদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "ওয়ালীদের নিকট এক ব্যক্তি জাদু-প্রদর্শনী করছিল, সে একজন মানুষের জবেহ করে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিল, এতে আমরা বিস্মিত হলাম। এরপর সে মাথাটি পুনরায় লাগিয়ে দিল। তখন জানদাব আল-আযদী এসে তাকে হত্যা করলেন।" ইমাম বায়হাকী 'আদ-দালায়েল'-এ এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে

রয়েছে: "অতঃপর ওয়ালীদ তাকে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।" তিনি পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং এর অনেকগুলো বর্ণনাধারা রয়েছে।

তাঁর উক্তি: "আহমদ বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনজন সাহাবী থেকে বর্ণিত।" আহমদ: তিনি হলেন ইমাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ১।

তাঁর উক্তি: "তিনজন থেকে": অর্থাৎ জাদুকরকে হত্যা করার বিষয়টি তিনজন থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনজন সাহাবী থেকে জাদুকরকে হত্যা করার বিধান বর্ণিত হয়েছে; তাঁরা হলেন উমর, হাফসাহ এবং জানদাব। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১। তিনি এক মহান ইমাম, সুন্নাহর সাহায্যকারী এবং বিদআতের মূলোৎপাটনকারী। আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি যে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন তাতে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন এক প্রখ্যাত আলেম, হাফেজ ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৬৪ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইমাম শাফেয়ী রহিমাল্লাহ বলেন: "আমি বাগদাদ থেকে বের হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সেখানে আহমদ ইবনে হাম্বল অপেক্ষা অধিক ফকীহ, অধিক পরহেযগার এবং অধিক দুনিয়াবিমুখ আর কাউকে রেখে আসিনি।" তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

(ص: 288) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب.

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟

সপ্তম: তাকে হত্যা করা হবে এবং তার তওবা তলব করা হবে না।

অষ্টম: উমর (রা.)-এর যুগেও মুসলিমদের মধ্যে এর অস্তিত্ব ছিল, তবে তাঁর পরবর্তী সময়ের অবস্থা কেমন হবে?

باب: " بيان شيء من أنواع السحر "

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا

قوله: باب "بيان شيء من أنواع السحر".

قلت: ذكر الشارح -رحمه الله تعالى- هاهنا شيئاً من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيراً من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، ثم قال: "" ولشيخ الإسلام كتاب "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" فراجعه". انتهى.

قال -رحمه الله تعالى-: "قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة، والطرق، والطيرة من الجبت" قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يخط في الأرض، والجبت: قال الحسن: "رنة الشيطان". إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه: المسند منه".

قوله: "قال أحمد" هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل.

ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة ست ومائتين.

وعوف هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدى البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين، وله ست وثمانون سنة.

قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت " 1.

قال عوف: "العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالأرض" 2.
والجبت: قال الحسن: "رنة الشيطان". إسناده جيد.

وحيان بن العلاء هو بالتحية، ويقال: حيان بن مخارق، أبو العلاء البصري، مقبول.

وقطن، بفتحيتين أبو سهل البصري صدوق.

قوله: "عن أبيه" هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - أبو عبد الله الهلالي. صحابي، نزل البصرة.

1 ضعيف. أحمد (477/3)، (60/5)، وأبو داود: كتاب الطب (3907): باب في الخط وزجر الطير، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (275/8)، وابن حبان (1426-موارد). وضعفه الألباني في تخريج رياض الصالحين (1668).

2 هو ما يسبونه خط الرمل وعلمه، وهو ذائع بين أهل العصر، ولبعضهم فيه تأليف، وقد يتعیش به كثير من المتكهنين يغرون به البله والجهلة؛ زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم كاذبون؛ فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به إلا خداع الناس، وأكل أموالهم بالباطل، وقد بحثت في قواعده فوجدته - كما ذكرت لك - رجماً بالغيب، وهو من الجبت كما في الحديث. فيجب على المؤمنين بالله الكفر به. ومثله ما يسبونه علم قراءة الكف، وقراءة الفنجان، ومناجاة حب البن ونحوه. كل ذلك دجل وسحر واستمتاع كل من شياطين الجن والإنس ببعضهم. نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة.

পরিচ্ছেদ: যাদুর কিছু প্রকারের বর্ণনা

আহমাদ বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে জাফর, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আওফ, তিনি হাইয়ান ইবনুল আলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন...

তাঁর কথা: পরিচ্ছেদ: "যাদুর কিছু প্রকারের বর্ণনা"।

আমি বলছি: ব্যাখ্যাকারী -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- এখানে অলৌকিক বিষয়াবলি এবং অলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি শয়তানি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে অনেক সাধারণ ও মূর্খ লোক প্রতারিত হয়। তারা মনে করে যে, যার হাতে এই ঘটনাগুলো প্রকাশ পায় সে আল্লাহর ওলী, অথচ সে আসলে শয়তানের ওলীদের অন্তর্ভুক্ত, রহমানের ওলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরপর তিনি বলেন: "শাইখুল ইসলামের 'আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াউর রহমান ওয়া আউলিয়াউশ শয়তান' নামক একটি কিতাব রয়েছে, সেটি দেখে নিন।" সমাপ্ত।

তিনি -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- বলেন: "আহমাদ বলেছেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে জাফর, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আওফ, তিনি হাইয়ান ইবনুল আলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ক্বাতান ইবনে ক্বাবিসাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: 'নিশ্চয়ই আল-ইয়াফাহ, আত-তারক এবং আত-তিয়ারা হলো জিবত-এর অন্তর্ভুক্ত।' আওফ বলেন: ইয়াফাহ হলো পাখির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ভাগ্য নির্ধারণ করা, আর তারক হলো ভূমিতে রেখা টানা। জিবত সম্পর্কে হাসান (বসরী) বলেন: এটি হলো শয়তানের আওয়াজ। এর সনদ উত্তম। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।"

তাঁর কথা: "আহমাদ বলেছেন" - তিনি হলেন ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল। মুহাম্মদ ইবনে জাফর হলেন প্রখ্যাত গুন্দার আল-হুযালী আল-বাসরী, তিনি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ, তিনি ২০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আওফ হলেন ইবনে আবি জামিলা আল-আবদী আল-বাসরী, যিনি আওফ আল-আ'রাবী নামে পরিচিত, তিনি নির্ভরযোগ্য, ১৪৬ বা ১৪৭ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ক্বাতান ইবনে ক্বাবিসাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই আল-ইয়াফাহ, আত-তারক এবং আত-তিয়ারা হলো জিবত-এর অন্তর্ভুক্ত।" ১

আওফ বলেন: "ইয়াফাহ হলো পাখির গতিবিধি দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা, আর তারক হলো ভূমিতে রেখা টানা।" ২

আর জিবত সম্পর্কে হাসান বলেন: "এটি শয়তানের আওয়াজ।" সনদটি উত্তম।

হাইয়ান ইবনুল আলা; তাকে হাইয়ান ইবনে মুখারিকও বলা হয়, আবু আল-আলা আল-বাসরী, তিনি গ্রহণযোগ্য (মাকবুল)।

ক্বাতান, আবু সাহল আল-বাসরী, তিনি সত্যবাদী (সাদুক)।

তাঁর কথা: "তাঁর পিতা থেকে" - তিনি হলেন ক্বাবিসাহ ইবনে মুখারিক আবু আব্দুল্লাহ আল-হিলালী। তিনি একজন সাহাবী, যিনি বসরায় বসবাস করতেন।

১. দুর্বল। আহমাদ (৩/৪৭৭), (৫/৬০); আবু দাউদ: কিতাবুত তিব্ব (৩৯০৭), অধ্যায়: ভূমিতে রেখা টানা ও পাখির মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ; নাসাঈ আল-কুবরা গ্রন্থে যেমনটি তুহফাতুল আশরাফে (৮/২৭৫) উল্লেখ আছে; ইবনে হিব্বান (১৪২৬-মাওয়ারিদ)। আলবানী রিয়াদুস সলিহীন-এর তাহকীকে (১৬৬৮) একে দুর্বল বলেছেন।

২. এটিই সেই বস্তু যাকে মানুষ বর্তমানে বালিতে রেখা টানা বা ইলমে রামাল বলে থাকে। এটি বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং কারো কারো এ বিষয়ে কিতাবও রয়েছে। অনেক গণক এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং মূর্খ ও নির্বোধদের প্রতারিত করে; তারা দাবি করে যে তারা অদৃশ্যের খবর জানে, অথচ তারা মিথ্যাবাদী। কারণ এই বিদ্যা, বরং এই মূর্খতার উদ্দেশ্য মানুষকে ধোঁকা দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এর মূলনীতিগুলো গবেষণা করে দেখেছি যে, এটি—যেমনটি আপনার নিকট উল্লেখ করেছি—অদৃশ্যের ব্যাপারে অনুমান মাত্র, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জিবত-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মুমিনদের দায়িত্ব হলো একে অস্বীকার করা। অনুরূপভাবে যাকে তারা হাত দেখা (হস্তরেখা বিদ্যা), কাপের তলানি পড়া (ভাগ্য গণনা), কফি বীনের সাথে কথা বলা ইত্যাদি বলে থাকে—এই সবগুলিই হলো ভণ্ডামি ও যাদু এবং জিন ও মানুষের শয়তানদের একে অপরের দ্বারা ফায়দা নেওয়া। আমরা আল্লাহর নিকট মুসলমানদের এই সব ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

قوله: "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت". قال عوف: العيافة: زجر الطير، والتفأول بأسبائها وأصواتها ومبرها، هو من عادات العرب، وكثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف عيفاً، إذا زجر وحس وظن.

قوله: "والطرق: الخط يخط بالأرض" كذا فسر عوف، وهو كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.

قوله: "من الجبت" أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لها يعبد من دون الله، ولل ساحر والسحر.

قوله: "قال الحسن: رنة الشيطان" قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط؛ ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد" 1. رواه أبو داود، وإسناده صحيح.

ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: "لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة". رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده". رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين: الصوت. وقد رن يرن رنيناً، وبهذا يظهر معنى قول الحسن -رحمه الله تعالى-.

1حسن. أبو داود: كتاب الطب (3905) : باب في النجوم، وأحمد (277.311/1) ،
وابن ماجة كتاب الأدب (3726) : باب تعلم النجوم. وصححه الألباني في صحيح
الجامع (5950) ، وفي الصحيحة (793) .

তাঁর কথা: "নিশ্চয়ই আল-ইয়াফাহ (পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা), আত-তারক (জমিনে দাগ কেটে ভাগ্য গণনা) এবং আত-তিয়ারাহ (কুলক্ষণ গ্রহণ) জিবত-এর (জাদুর) অন্তর্ভুক্ত।" আউফ বলেছেন: আল-ইয়াফাহ হলো পাখিকে ধাওয়া করা বা তাড়ানো এবং তাদের নাম, কণ্ঠস্বর ও গতিপথের মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা। এটি আরবদের মজাগত অভ্যাস ছিল এবং তাদের কবিতায় এর প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়: সে 'আফা', 'ইয়াঈফু', 'আইফান', যখন সে পাখিকে তাড়িয়ে ধারণা ও অনুমান করে।

তাঁর কথা: "এবং আত-তারক হলো: জমিনে দাগ কাটা", আউফ এভাবেই এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিষয়টি এমনই।

আবুস সা'আদাত বলেছেন: এটি হলো নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ভাগ্য গণনা করা যা মহিলারা করে থাকে। আর আত-তিয়ারাহ (কুলক্ষণ) সম্পর্কে আলোচনা ইনশাআল্লাহ এর নিজস্ব অধ্যায়ে সামনে আসবে।

তাঁর কথা: "জিবত-এর অন্তর্ভুক্ত" অর্থাৎ জাদুর অন্তর্ভুক্ত। কাজী (আয়্যাজ) বলেছেন: জিবত মূলত এমন অসার বস্তুকে বলা হয় যাতে কোনো কল্যাণ নেই। অতঃপর এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু উপাসনা করা হয় তার জন্য এবং জাদুকর ও জাদুর ক্ষেত্রে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

তাঁর কথা: "হাসান বলেছেন: শয়তানের আর্তনাদ" আমি বলব: ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ উল্লেখ করেছেন যে, বাকি ইবনে মাখলাদ-এর তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবলিস চারবার উচ্চস্বরে আর্তনাদ করেছিল: একবার যখন তাকে অভিশপ্ত করা হয়, একবার যখন তাকে (জান্নাত থেকে) নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়;

আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এর মুসনাদ অংশ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি নক্ষত্রবিদ্যার কোনো শাখা শিক্ষা করল, সে জাদুরই একটি শাখা শিক্ষা করল; সে যতটুকু জ্ঞান বৃদ্ধি করবে, (জাদুর পাপও) ততটুকু বৃদ্ধি পাবে।" ১। এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ।

এবং একবার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন, আর একবার যখন ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) নাযিল হয়। সাঈদ ইবনে জুবারের বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিসকে অভিশপ্ত করলেন, তখন তার আকৃতি ফেরেশতাদের আকৃতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সে আত্ননাদ করে উঠল। তাই দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত যত আত্ননাদ হবে তা এরই অন্তর্ভুক্ত।" এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। এবং সাঈদ ইবনে জুবারের ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন ইবলিস এমনভাবে আত্ননাদ করে উঠল যে তার সৈন্যরা তার কাছে সমবেত হলো।" হাফেজ জিয়া 'আল-মুখতার' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। 'রানীন' অর্থ: আওয়াজ বা শব্দ। সে শব্দ করেছে, করছে, শব্দ করা। এর মাধ্যমেই হাসান রহমাতুল্লাহি তাআলার বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়।

১. হাসান। আবু দাউদ: কিতাবুত তিব (৩৯০৫): নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ক অধ্যায়; আহমাদ (১/২৭৭, ৩১১); ইবনে মাজাহ: কিতাবুল আদব (৩৭২৬): নক্ষত্রবিদ্যা শিক্ষা করা বিষয়ক অধ্যায়। আলবানী একে সহীহুল জামি' (৫৯৫০) এবং আস-সহীহাহ (৭৯৩) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

(ص: 290)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولأبي داود وابن حبان في صحيحه: المسند منه" ولم يذكر التفسير الذي فسر به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن.
قوله: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد". رواه أبو داود بإسناد صحيح". وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه.
قوله: "من اقتبس" قال أبو السعادات: "قبست العلم واقتبسته إذا علمته" اهـ1.

قوله: "شعبة" أي طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة. ومنه الحديث: ؟ " الحياء شعبة من الإيمان " 2. أي جزء منه. وللنسائي من حديث أبي هريرة: " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وكل إليه " 3. قوله: "فقد اقتبس شعبة من السحر" المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر". وقال تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} 4. قوله: "زاد ما زاد" أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس 5 من شعبه، فإن ما يعتقد في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير

-
- 1 أصله مأخوذ من القبس، وهو القليل من النار ليستدفع به. قال موسى لأهله: (امكثوا إني آنست نارا لعلني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى).
 - 2 البخاري: الإيمان (9)، ومسلم: الإيمان (35)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (5006)، وأبو داود: السنة (4676)، وابن ماجه: المقدمة (57)، وأحمد (414/2)، (442/2).
 - 3 ضعيف. النسائي: كتاب تحريم الدم (112/7) (4079): باب الحكم في السحرة. وضعفه الذهبي في الميزان (378/2). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5714).
 - 4 سورة طه آية: 69.
 - 5 الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب، كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر، وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساء وضعفة العقول. وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة، فآخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورا كذلك، مثل اسم التنويم

المغناطيسي، ومناجاة الأرواح، واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتبدنة
أيضاً.

তাঁর উক্তি: "আবু দাউদ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন: এটি একটি মুসনাদ হাদীস।" তবে তিনি আউফ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ হাসান (বাসরী)-এর উক্তি ছাড়াই উল্লেখিত ব্যাখ্যাসহ এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কোনো অংশ শিখল, সে জাদুরই একটি অংশ শিখল; সে যতটা বৃদ্ধি করল (জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান), ততটাই বৃদ্ধি পেল (জাদুর গুনাহ)।' এটি আবু দাউদ একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।" ইমাম নববী ও যাহাবীও একে সহীহ বলেছেন এবং আহমাদ ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি অর্জন করল" - আবুস সা'দাত বলেন: "আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা আহরণ করেছি এর অর্থ যখন আমি তা শিখেছি।" ইতি ১।

তাঁর উক্তি: "একটি অংশ" অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার একটি শাখা। 'শু'বাহ' অর্থ অংশ বা শাখা। এর উদাহরণ হলো হাদীস: "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" ২। অর্থাৎ তাঁর একটি অংশ।

নাসাঈতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যে ব্যক্তি গিট দিল এবং তাতে ফুঁ দিল, সে জাদু করল; আর যে জাদু করল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাল, তাকে সেই জিনিসের দিকেই সোপর্দ করে দেওয়া হলো।" ৩।

তাঁর উক্তি: "সে জাদুরই একটি অংশ শিখল" যা শিক্ষা করা হারাম। শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যা জাদুর অন্তর্ভুক্ত।" আর আল্লাহ তা'আলা বলেন: {জাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না} ৪।

তাঁর উক্তি: "সে যতটা বৃদ্ধি করল" অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষা সে যত বাড়াবে, এর বিভিন্ন শাখা আহরণের মাধ্যমে অর্জিত পাপও তত বৃদ্ধি পাবে ৫, কেননা নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে সে যা বিশ্বাস করে তা বাতিল, ঠিক যেমন প্রভাব...

১ এর মূল উৎস 'কাবাস' থেকে নেওয়া হয়েছে, যা হলো সামান্য আগুন যার মাধ্যমে উত্তাপ নেওয়া হয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিবারকে বলেছিলেন: (তোমরা অপেক্ষা করো,

আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য সেখান থেকে কিছু আগুন নিয়ে আসতে পারব অথবা আগুনের কাছে পথের সন্ধান পাব)।

২ বুখারী: ঈমান (৯), মুসলিম: ঈমান (৩৫), নাসাঈ: ঈমান ও এর বিধানসমূহ (৫০০৬), আবু দাউদ: সুন্নাহ (৪৬৭৬), ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (৫৭), আহমাদ (২/৪১৪, ২/৪৪২)।

৩ যঈফ। নাসাঈ: কিতাবুত তাহরীমুদ দাম (৭/১১২) (৪০৭৯): অনুচ্ছেদ: জাদুকরদের বিধান। ইমাম যাহাবী মীজানুল ইতিদাল (২/৩৭৮) গ্রন্থে একে যঈফ বলেছেন। আলবানী একে যঈফ আল-জামে (৫৭১৪) গ্রন্থে যঈফ বলেছেন।

৪ সূরা ত্বহা আয়াত: ৬৯।

৫ এই সতর্কবাণী ঐ ব্যক্তির জন্য যে এর থেকে এমন কিছু শেখে যা তাকে কুফরির দিকে ধাবিত করে, যেমন গায়েবি ইলম বা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করা। উদাহরণস্বরূপ আবু মা'শার-এর প্রতি সম্পর্কিত পুস্তিকাটি, যা সেইসব জাদুকরদের মধ্যে প্রচলিত যারা মুসলিম নাম ধারণ করে নারী ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্নদের বিভ্রান্ত করে। বর্তমান যুগের শয়তান ও তাদের ভাই জাদুকররা তথাকথিত সভ্য দেশগুলোতে আধুনিকতা অবলম্বন করেছে; তারা জাদুর জন্য নতুন নতুন নাম ও রূপ উদ্ভাবন করেছে, যেমন হিপনোটিজম (সম্মোহন), আত্মার সাথে আলাপচারিতা এবং বিভিন্ন আধুনিক কৌশল ও মন্ত্রের মাধ্যমে আত্মা হাজির করার মতো বিষয়সমূহ।

(ص: 291)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السحر باطل1.

قوله: "وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه " هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي. وقد رواه النسائي مرفوعاً وحسنه ابن مفلح.

قوله: "وللنسائي" هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها. وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلم الحديث، مات سنة ثلاث وثلاثمائة، وله ثمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى.

قوله: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر" اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة، حتى ينعقد ما يريدون من السحر، قال الله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} 2 يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك، والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبت والشر الذي يريده المسحور، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مباحة للشر والأذى مقارن للريق المباح لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدر لا الشرعي، قاله ابن القيم -رحمه الله تعالى-.

قوله: " " ومن سحر فقد أشرك " نص في أن الساحر مشرك؛ إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم.

1 علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها. وهذا علم الفلك لا بأس بتعليمه والعمل به. وعلم يعرف بالعلم الروحاني، يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة، والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانها عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا. ولهم في ذلك ما يسبونه بالاطالع، ويعملون جدولاً بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث عامة وخاصة. وهذا هو الدجل والكذب. وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم.

জাদু বাতিল^১।

তাঁর উক্তি: "এবং নাসায়ীতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস থেকে বর্ণিত: 'যে ব্যক্তি গিট দিল এরপর তাতে ফুঁ দিল, সে জাদু করল। আর যে জাদু করল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাল, তাকে সেটির দিকেই সোপর্দ করা হলো'।" এটি এমন একটি হাদিস যা লেখক আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস থেকে উল্লেখ করেছেন এবং নাসায়ীর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। নাসায়ী এটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু মুফলিহ একে হাসান বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "নাসায়ীতে"—তিনি হলেন ইমাম, হাফেজ আহমদ বিন শুয়াইব বিন আলী বিন সিনান বিন বাহর বিন দীনার আবু আব্দুর রহমান, সুনান ও অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি মুহাম্মদ বিন মুসান্না, ইবনু বাশশার, কুতায়বা এবং আরও অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের দোষ-ত্রুটি (ইলাল) বিষয়ক জ্ঞানে তিনি চূড়ান্ত শিখরে ছিলেন। তিনি তিনশ তিন হিজরি সনে আটাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি গিট দিল এরপর তাতে ফুঁ দিল, সে জাদু করল"—জেনে রাখুন যে, জাদুকররা যখন জাদুর কাজ করতে চায়, তখন তারা সুতা গিট দেয় এবং প্রতিটি গিটে ফুঁ দেয়, যতক্ষণ না তারা যে জাদুটি চায় তা কার্যকর হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকারদানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে} ২ অর্থাৎ সেই নারী জাদুকররা যারা এই কাজ করে। আর 'নাফছ' (ফুঁ দেওয়া) হলো সামান্য থুতুসহ ফুঁ দেওয়া, যা 'তাফল' (থুথু নিক্ষেপ) অপেক্ষা কম। নাফছ হলো জাদুকরের কাজ। যখন তার আত্মা সেই অনিষ্ট ও মন্দের মাধ্যমে প্রভাবিত হয় যা সে জাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে করতে চায় এবং এর জন্য সে খবিস আত্মাদের সাহায্য গ্রহণ করে, তখন সে ওই গিটে থুতু মিশ্রিত ফুঁ দেয়। ফলে তার খবিস আত্মা থেকে অনিষ্ট ও ক্ষতির সাথে মিশ্রিত একটি নিশ্বাস নির্গত হয় যা ওই থুতুর সাথে মিশে থাকে। কখনও সে এবং শয়তানি আত্মা জাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি করার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করে, ফলে আল্লাহর মহাজাগতিক ও তাকদিরি অনুমতিতে—শরয়ী অনুমতিতে নয়—তা তাকে আক্রান্ত করে। এটি ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "আর যে জাদু করল, সে শিরক করল"—এটি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য যে জাদুকর মুশরিক; কারণ শিরক ছাড়া জাদু সংঘটিত হয় না, যেমন হাফেজ কারও কারও থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

১ নক্ষত্র বিজ্ঞান দুই প্রকার: এক প্রকার বিজ্ঞান যার মাধ্যমে নক্ষত্রের গতিপথ, কক্ষপথ, অবস্থান, দূরত্ব ও আকার জানা যায়। এটি হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান, যা শিখতে এবং তা অনুযায়ী কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই। অন্যটি হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে পরিচিত বিজ্ঞান; তাদের দাবি অনুযায়ী এটি হলো নক্ষত্র ও গ্রহের আধ্যাত্মিকতা এবং পৃথিবী ও এর বাসিন্দাদের ওপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে জানা—যেমন রোগব্যাদি, যুদ্ধবিগ্রহ, সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতা, মৃত্যু ও জীবন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানের সময় বিয়ে হলে দম্পতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। তাদের কাছে ‘তালে’ (রাশিফল) নামক বিষয় রয়েছে এবং তারা সারা বছরের সাধারণ ও বিশেষ ঘটনাবলির একটি তালিকা তৈরি করে। এটি মূলত ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার। এটি জাদুর একটি প্রকার, শয়তানদের ব্যবহার করা এবং জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর নামে কথা বলা।

২ সূরা আল-ফালাক আয়াত: ৪।

(ص: 292)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: " ومن تعلق شيئاً وكل إليه " أي من تعلق قلبه شيئاً؛ بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء. 1 فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ } 2. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين، وكله الله إلى من تعلقه فهلك، ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عياناً، وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم.

قال: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا هل أنبئكم ما العَضُّه؟ هي النبيمة: القالة بين الناس ". رواه مسلم."

هي النبيمة: القالة بين الناس "3 رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من البيان لسحرا " 4. قوله: "ألا هل أنبئكم" أخبركم و "العضه" بفتح البهله وسكون المعجمة; قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث. والذي في كتب الغريب "ألا أنبئكم ما العَضُّه" بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها "العضه" فعلة من العضه وهو البهت. فحذفت لامه، كما حذفت من السنة والسفه، وتجمع على "عضين"، ثم فسره بقوله: "هي النبيمة: القالة بين الناس"، فأطلق عليها "العضه"؛ لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالباً. ذكره القرطبي.

وذكر ابن عبد البر عن يحيى ابن أبي كثير قال: "يفسد المنام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة". وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنبيمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمل السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتبائلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصاً.

1 ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفاه كما قال تعالى: (65: 3) (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . وقال: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) . وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد، فمن تعلق قلبه بغير الله يرجوه في دفع ضرر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك.

2 سورة الزمر آية: 36.

3 مسلم: البر والصلة والآداب (2606) ، وأحمد (437/1) .

4 البخاري: النكاح (5146) ، والترمذي: البر والصلة (2028) ، وأبو داود: الأدب (5007) ، وأحمد (16/2، 59/2، 62/2، 94/2) ، ومالك: الجامع (1850) .

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে (অবলম্বন করবে), তাকে সেটির প্রতিই সোপর্দ করা হবে।" অর্থাৎ যার অন্তর কোনো কিছুর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যে সে তার ওপর নির্ভর করে এবং তার নিকট আশা পোষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জিনিসের প্রতিই সোপর্দ করে দেন। ১ সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক, তার ইলাহ, তার নেতা এবং তার অভিভাবকের প্রতি নির্ভরশীল হয়, যিনি সবকিছুর রব ও মালিক, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, তাকে রক্ষা করেন, হিফাজত করেন এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" ২। আর যে ব্যক্তি জাদুকর, শয়তান এবং অন্যান্য মাখলুকের ওপর নির্ভরশীল হয়, আল্লাহ তাকে তাদের প্রতিই সোপর্দ করেন যাদের সে অবলম্বন করেছিল, ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সৃষ্টির অবস্থার মধ্যে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, সে তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করবে। এটি অত্যন্ত সারগর্ভ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তিনি বলেন: "ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব না যে আল-আযহু (বিভেদ সৃষ্টিকারী মিথ্যা) কী? তা হলো চোগলখুরি: মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী কথা রটানো।' মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।"

তা হলো চোগলখুরি: মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী কথা রটানো ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই কোনো কোনো বাগ্মিতার মধ্যে জাদু রয়েছে।" ৪।

তাঁর বাণী: "আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব না" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের জানাব না। আর "আল-আযহু" শব্দটি আয়ন বর্ণে ফাতহা (যবর) এবং দাদ বর্ণে সুকুন (জযম) যোগে; আবুস সাআদাত বলেন: হাদিসের কিতাবগুলোতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে ভাষাতত্ত্বের

কিতাবসমূহে যা রয়েছে তা হলো "আল-ইযাহু" আয়ন বর্ণে কাসরা (যের) এবং দাদ বর্ণে ফাতহা (যবর) যোগে। যামাখশারি বলেন: এর মূল হলো "আল-আযহাহু", এটি "আযহ" শব্দ থেকে ফালাত ওজনে, যার অর্থ হলো অপবাদ দেওয়া। এর শেষ বর্ণ বিলুপ্ত করা হয়েছে, যেমনটি "সানাহ" ও "সাফাহ" শব্দ থেকে করা হয়েছে। এর বহুবচন হলো "ইযীন"। এরপর তিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "তা হলো চোগলখুরি: মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী কথা রটানো"। একে "আল-আযহু" নামে অভিহিত করা হয়েছে কারণ এটি সাধারণত মিথ্যা ও অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে না। কুরতুবি এটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "একজন চোগলখোর ও মিথ্যাবাদী এক ঘন্টায় যা নষ্ট করে, একজন জাদুকর এক বছরেও তা করতে পারে না।" আবুল খাত্তাব 'উয়ুনুল মাসায়েল' গ্রন্থে বলেন: মানুষের মধ্যে চোগলখুরি করা এবং বিবাদ সৃষ্টি করা জাদুর অন্তর্ভুক্ত। 'আল-ফুরু' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এর কারণ হলো, সে তার কথা ও কাজের মাধ্যমে ধোঁকা ও কৌশলে অনিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে, যা জাদুর সদৃশ। এটি প্রথা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, এটি জাদুর কাজের মতো বা তার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে এবং ফলাফল দেয়। তাই একই রকম বা কাছাকাছি বিষয়ের মধ্যে সমতা বিধানের খাতিরে একে জাদুর বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বলা হয়: জাদুকর কেবল জাদুর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে কাফির হয় যা একটি বিশেষ বিষয় এবং তার দলিলও বিশেষ, আর এই ব্যক্তি জাদুকর নয়। তবে তার কাজ জাদুর মতো প্রভাব ফেলে বলে একে জাদুর বিধান দেওয়া হয়েছে; কেবল কুফর এবং তওবা কবুল না হওয়ার বিষয়টি ছাড়া যা জাদুকরের জন্য সুনির্দিষ্ট। এখানে সংক্ষেপিত আলোচনা শেষ হলো।

১ আর যে ব্যক্তি তার অন্তরের নির্ভরতাকে কেবল আল্লাহর ওপর সীমাবদ্ধ রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: (৬৫: ৩) "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট"। তিনি আরও বলেন: "তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করো"। আর এই নির্ভরতাই হলো ঈমানের প্রাণ এবং তাওহিদের নির্যাস। সুতরাং যার অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর নির্ভর করে, কোনো ক্ষতি দূর করা বা কল্যাণ লাভের জন্য তার নিকট আশা পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বড় শিরক করল।

২ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৩৬।

৩ মুসলিম: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব (২৬০৬), আহমদ (১/৪৩৭)।
৪ বুখারি: কিতাবুন নিকাহ (৫১৪৬), তিরমিজি: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি (২০২৮), আবু
দাউদ: কিতাবুল আদাব (৫০০৭), আহমদ (২/১৬, ২/৫৯, ২/৬২, ২/৯৪), মালিক: কিতাবুল
জামে (১৮৫০)।

(ص: 293)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النبية، وهو مجمع عليه.
قال ابن حزم رحمه الله: "اتفقوا على تحريم الغيبة والنبية في غير النصيحة
الواجبة". وفيه دليل على أنها من الكبائر.
قوله: "القالة بين الناس". قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين
الناس. ومنه الحديث: "فشئت القالة بين الناس" 1.
قال: "ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من البيان
لسحرا". البيان: البلاغة والفصاحة. قال صعبعة
فيه مسائل:
الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
الثانية: تفسير العيافة والطرق.
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
الرابعة: العقد مع النفث من ذلك.
الخامسة: أن النبية من ذلك.
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.

بن صوحان: "صدق نبي الله؛ فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق". وقال ابن عبد البر: "تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجعاعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سألته عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله. قال: "هذا والله السحر الحلال". انتهى.

والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تبويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم:

في زخرف القول تزيين لباطله ... والحق قد يعتريه سوء تعبير
مأخوذ من قول الشاعر:

تقول هذا مُجَاج النحل تمدحه ... وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير
مدحاً وذمّاً وما جاوزت وصفهما ... والحق قد يعتريه سوء تعبير

قوله: "إن من البيان لسحراً". هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال، حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى.

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره، ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو البمدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.

1 مسلم: البر والصلة والآداب (2606)، وأحمد (437/1).

এর মাধ্যমেই অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়। এটি চোগলখোরি (নামিমাহ) হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যা একটি ঐকমত্যপূর্ণ (ইজমা) বিষয়। ইবনে হাজম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আবশ্যকীয় নসিহত বা উপদেশ ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে গিবত

(পরনিন্দা) ও নামিমাহ (চোগলখোরি) হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন।" এতে আরও প্রমাণ রয়েছে যে এটি কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর উক্তি: "মানুষের মাঝে আজেবাজে কথার বিস্তার (আল-কালাহ)"। আবুস সাআদাত বলেছেন: অর্থাৎ অধিক কথা বলা এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করা। এ থেকেই হাদিসটি এসেছে: "মানুষের মাঝে আজেবাজে কথার বিস্তার ঘটল।"১

তিনি বলেন: "ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'নিশ্চয়ই কোনো কোনো বাগ্মিতা জাদুতুল্য'।" আল-বায়ান অর্থ: অলঙ্কারশাস্ত্র ও প্রাজ্ঞলতা। সা'সাআ

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: ইয়াফাহ (পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ), তরক (জমিনে দাগ কেটে ভাগ্য গণনা) এবং তিরাহ (কুলক্ষণ গ্রহণ) জিবত বা জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

第二ত: ইয়াফাহ ও তরকের ব্যাখ্যা।

তৃতীয়ত: জ্যোতির্বিদ্যা জাদুর একটি প্রকার।

চতুর্থত: ফুঁ দিয়ে গিঁট দেওয়া এর (জাদুর) অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চমত: চোগলখোরি (নামিমাহ) এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠত: কোনো কোনো প্রাজ্ঞল বাগ্মিতা এর অন্তর্ভুক্ত।

বিন সুহান বলেন: "আল্লাহর নবি সত্য বলেছেন; কেননা অনেক সময় কোনো ব্যক্তির ওপর অন্যের অধিকার পাওনা থাকে, কিন্তু সে প্রকৃত হকদারের চেয়েও দালিলিক যুক্তিতে অধিক পারদর্শী হয়। ফলে সে তার বাগ্মিতা দিয়ে উপস্থিত লোকজনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এবং অন্যের হক বা অধিকার হরণ করে নেয়।" ইবনে আবদিল বার বলেন: "একদল আলেম একে নিন্দনীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন; কারণ জাদু নিন্দনীয় বিষয়। তবে অধিকাংশ আলেম ও সাহিত্যিকদের এক বিরাট অংশ একে প্রশংসনীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন; কারণ আল্লাহ তাআলা বাগ্মিতার (বায়ান) প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন: উমর ইবনে আবদুল আজিজ জনৈক ব্যক্তির কথা শুনে অভিভূত হয়েছিলেন যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন: 'আল্লাহর কসম, এটিই হলো হালাল জাদু'।" সমাপ্ত।

প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। এখানে ওই বাগ্মিতাকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে শ্রোতার কাছে সত্যকে আড়াল করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকে, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন:

কথার চাকচিক্যে মিথ্যার অলঙ্করণ ঘটে ... আর সত্য কখনো কখনো প্রকাশভঙ্গির ত্রুটির কারণে অবহেলিত হয়।

এটি কবির এই পঙ্ক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে:

প্রশংসা করতে চাইলে তুমি বলবে এটি মৌমাছির নির্যাস ... আর চাইলে বলবে এটি ভীমরুলের বমি।

প্রশংসা ও নিন্দা—উভয় ক্ষেত্রেই তুমি কেবল বর্ণনাই দিয়েছ, সীমানা অতিক্রম করোনি ... অথচ সত্য কখনো কখনো প্রকাশভঙ্গির ত্রুটির কারণে অবহেলিত হয়।

তাঁর উক্তি: "নিশ্চয়ই কোনো কোনো বাগ্মিতা জাদুতুল্য"। এটি একটি চমৎকার রূপক (তাশবিহে বালিগ); কারণ এটি জাদুর মতো কাজ করে। এটি সত্যকে মিথ্যার আবরণে এবং মিথ্যাকে সত্যের আবরণে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে এটি অজ্ঞ লোকদের অন্তরকে প্রলুব্ধ করে, ফলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে। আমরা আল্লাহর কাছে হিদায়াতের ওপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফিক প্রার্থনা করছি।

আর যে বাগ্মিতা সত্যকে স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করে এবং মিথ্যাকে অসার প্রমাণ করে ফুটিয়ে তোলে, তা প্রশংসনীয়। রাসুলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের অবস্থা এমনই ছিল। এ কারণেই মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের স্থান সুউচ্চ এবং তাঁদের নেক আমলসমূহ সুমহান।

১ মুসলিম: আল-বিররু ওয়াসসিলাতু ওয়াল আদাব (২৬০৬), এবং আহমাদ (১/৪৩৭)।

(ص: 294) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب،
وتغطية الحق، وتحسين الباطل. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم، وعلى هذا تدل
الأحاديث كحديث الباب وحديث: "إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل
بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها" 1. رواه أحمد وأبو داود.

1 حسن. أحمد (165, 187/2). أبو داود: كتاب الأدب (5005): باب ما جاء في
المتشدد في الكلام والترمذي: كتاب الأدب (2853): باب ما جاء في الفصاحة
والبيان وقال: حديث حسن غريب. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
الله عنهما. وحسنه الألباني في الصحيحة (880).

সংক্ষেপে, বাগ্মিতা কেবল তখনই প্রশংসনীয় হয় যখন তা অত্যধিক প্রগলভতা ও বাগাড়ম্বরের
পর্যায় না পৌঁছায় এবং সত্যকে গোপন ও মিথ্যাকে সুশোভিত না করে।
যদি তা এই সীমার বাইরে চলে যায় তবে তা নিন্দনীয়। আর হাদীসসমূহ একথাই নির্দেশ করে,
যেমন এই অধ্যায়ের হাদীস এবং এই হাদীসটি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বাগ্মী ব্যক্তিকে ঘৃণা
করেন যে তার জিহ্বা দিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করে কথা বলে যেমন গাভী তার জিহ্বা দিয়ে
(ঘাস খাওয়ার সময়) নাড়াচাড়া করে।" এটি আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

১ হাসান। আহমদ (২/১৬৫, ১৮৭)। আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫০০৫): কথাবার্তায়
কৃত্রিমতা ও আড়ম্বরতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী: কিতাবুল আদব (২৮৫৩):
প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে; এবং তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।
এটি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। আলবানী 'আস-
সহীহা' (৮৮০) গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

(ص: 294)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في الكهان ونحوهم"
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: " من

قوله: "باب ما جاء في الكهان ونحوهم".

"الكاهن" هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيراً. وأما بعد المبعث فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أوليائهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة¹، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً}

1 والواقع أن ذلك من تألف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث، فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قريناً من الشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة. فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين، فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه. وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان، وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح.

পরিচ্ছেদ: "গণক ও তাদের সমজাতীয়দের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে"

মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক স্ত্রীর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি..."

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: গণক ও তাদের সমজাতীয়দের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।"

"গণক" হলো সেই ব্যক্তি যে আড়ি পেতে শ্রবণকারীর কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করে। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাদের সংখ্যা অনেক ছিল। তবে নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাদের সংখ্যা কমে গেছে;

কারণ আল্লাহ তায়ালা উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশকে সুরক্ষিত করেছেন। আর এই উল্কাপাতের মধ্যে যা সচরাচর ঘটে তা হলো জিনরা মানুষের মধ্য হতে তাদের বন্ধুদেরকে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অদৃশ্য সংবাদগুলো সম্পর্কে সংবাদ দেয়। ফলে অজ্ঞ ব্যক্তির একে আধ্যাত্মিক উন্মোচন (কাশফ) বা কারামত মনে করে ১, এতে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে; তারা জিনদের মাধ্যমে সংবাদ প্রদানকারী এই ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী মনে করে, অথচ সে শয়তানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {এবং যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন...

১ বাস্তবে এটি হলো শয়তান সঙ্গীর (কারীনের) আত্মার সাথে তার সহচর খবিস মানুষের আত্মার সংখ্যের ফলাফল। ফলে তারা গোপনে আলাপ করে এবং শয়তান তার মানুষের সাথিকে সেই সকল সংবাদ প্রদান করে যা সে অন্য মানুষের শয়তান সঙ্গীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। একইভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য শয়তানের মধ্য হতে একজন সঙ্গী (কারীন) রয়েছে, যেমনটি কুরআন ও সুন্নাহয় এসেছে। ফলে মানুষের শয়তান (গণক) তার কাছে আসা প্রশ্নকারীর সংবাদ, তার ঘরের অবস্থা এবং তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে সেই তথ্যই প্রকাশ করে যা জিনের মধ্য হতে থাকা শয়তান তার কাছে গোপন বার্তা হিসেবে পাঠায় যা ওই ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গী শয়তান তাকে প্রদান করেছিল। ফলে মূর্খ ও নির্বোধরা মনে করে যে এটি নেক আমল, খোদাভীতি ও কারামতের কারণে হয়েছে, এবং সে তার পুণ্যবস্তুর কারণে পর্দা উন্মোচন (কাশফ) করতে সক্ষম হয়েছে। আর এটি হলো চরম পথভ্রষ্টতা এবং সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী বলে পরিচিত অনেকে এটি বিশ্বাস করে এবং এর দ্বারা প্রতারিত হয়।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ { 1.

قوله: " روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

" من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ".
قوله: "عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم" هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها.

قوله: " من أتى عرافاً سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".

قوله: " لم تقبل له صلاة " إذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسئول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. اهـ ملخصاً.

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه قال القرطبي: " يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور ".

وعن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى

হে জিন জাতি! তোমরা মানুষদের অনেককে পথভ্রষ্ট করেছ। মানুষদের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি এবং আমরা সেই নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গিয়েছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলবেন, আগুনই তোমাদের ঠিকানা, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। ১.

তাঁর উক্তি: "মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক পত্নী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর নিকট গেল এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না।"

তাঁর উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক পত্নী থেকে" - তিনি হলেন হাফসা; আবু মাসুদ আস-সাকাফি এটি উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি এই হাদিসটি 'আল-আতরাফ' গ্রন্থে তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর নিকট গেল" - ইনশাআল্লাহ সামনে জ্যোতিষীর পরিচয় আসবে। এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, এই হুঁশিয়ারি তার আসা এবং জিজ্ঞাসার ওপরই নির্ধারিত, চাই সে তাকে বিশ্বাস করুক কিংবা তার খবরে সন্দেহ পোষণ করুক। কেননা সহীহ মুসলিমের কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর নিকট গেল এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার চল্লিশ রাতের সালাত কবুল করা হবে না।"

তাঁর উক্তি: "তার সালাত কবুল করা হবে না" - যদি প্রশ্নকারীর অবস্থা এমন হয়, তবে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অবস্থা কেমন হবে? ইমাম নববী এবং অন্যরা বলেছেন: এর অর্থ হলো এতে তার কোনো সওয়াব হবে না, যদিও ফরজ আদায়ের বাধ্যবাধকতা পতনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে। এই হাদিসের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটি অপরিহার্য; কারণ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জ্যোতিষীর নিকট আগমনকারীর জন্য চল্লিশ রাতের সালাত পুনরায় আদায় করা আবশ্যিক নয়। - সংক্ষিপ্ত সার।

হাদিসটিতে গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের নিকট যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। আল-কুরতুবি বলেছেন: "মুহতাসিব (তদারককারী) এবং অন্যান্য যারই সামর্থ্য আছে, তার ওপর ওয়াজিব হলো যারা বাজারে এসব কাজ করে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা এবং তাদের ও যারা তাদের কাছে আসে তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করা। কোনো কোনো বিষয়ে তাদের সত্য বলা অথবা ইলমের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের অধিক সংখ্যায় তাদের কাছে যাওয়ার কারণে ধোঁকা

খাওয়া যাবে না; কারণ তারা ইলমে পারদর্শী নয়, বরং তারা এসবের পরিণাম ও নিষিদ্ধতা সম্পর্কে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত।"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"যে ব্যক্তি..."

১. সূরা আল-আনআম আয়াত: ১২৮।

(ص: 296)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

কাহনা ফসদকে বোঝে বলে, فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " 1 رواه أبو داود.

وللأربعة والحاكم -وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم 2: " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " 3.

قال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". رواه أبو داود " 4.

وفي رواية أبي داود: " أو أتى امرأة - قال مسدد: امرأته حائضاً- أو أتى امرأة. قال مسدد: امرأته في دبرها - فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ".
فنأقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة، واقتصر على ما يناسب الترجمة.

قال: "وللأربعة والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ".

هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً.

قوله " من أتى كاهناً " قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين.

قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". قال القرطبي: " المراد بالمنزّل الكتاب والسنة ". اهـ. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

قال: "ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً": أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة

-
- 1 الترمذي: الطهارة (135) ، وأبو داود: الطب (3904) ، وابن ماجه: الطهارة وسننها (639) ، وأحمد (429/2) ، والدارمي: الطهارة (1136) ، وصححه الألباني في الإرواء (2006) .
 - 2 بياض بالأصل.

3 الترمذي: الطهارة (135) ، وأبو داود: الطب (3904) ، وابن ماجه: الطهارة
وسننها (639) ، وأحمد (476/2) ، والدارمي: الطهارة (1136) .

4 صحيح: أحمد (429/2) . والبيهقي (135/8) . والحاكم (8/1) . عن أبي هريرة
مرفوعاً وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في الإرواء
(69/7) : "وهو كما قال" اهـ.

গণক এর নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।" ১ আবু দাউদ এটি
বর্ণনা করেছেন।

এবং চারজন সুনান গ্রন্থকার ও হাকেম বর্ণনা করেছেন—আর তিনি বলেছেন: এটি বুখারি ও
মুসলিমের শর্তানুসারে সহিহ—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে২: "যে ব্যক্তি কোনো
ভবিষ্যদ্বাণীকারী অথবা গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তবে সে
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল"৩।
তিনি বলেন: "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস
করল, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা
অস্বীকার করল'। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন"৪।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে: "অথবা কোনো নারীর নিকট আসলো - মুসাদ্দাদ বলেছেন:
তার স্ত্রীর নিকট ঋতুবর্তী অবস্থায় - অথবা কোনো নারীর নিকট আসলো। মুসাদ্দাদ বলেছেন:
তার স্ত্রীর মলদ্বারে - তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ
হয়েছে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল।" সুনান গ্রন্থ থেকে এই হাদিসটির বর্ণনাকারী এখান
থেকে এই বাক্যটি বাদ দিয়েছেন এবং কেবল অধ্যায়ের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা উল্লেখ করার
ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

তিনি বলেন: "এবং চারজন সুনান গ্রন্থকার ও হাকেম বর্ণনা করেছেন—আর তিনি বলেছেন:
এটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহিহ—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে: 'যে
ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যদ্বাণীকারী অথবা গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস

করল, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'।"

গ্রন্থকার এভাবেই বর্ণনাকারীর নামের স্থানটি ফাঁকা রেখেছেন। আর ইমাম আহমাদ, বায়হাকি এবং হাকেম এটি আবু হুরায়রা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি "যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো", এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন: এই হাদিস এবং "যে ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যদ্বাণীকারীর নিকট আসলো এবং তাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার চল্লিশ রাতের সালাত কবুল হবে না" হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এটি তাঁদের মতানুসারে যারা বলেন: এটি এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না (ছোট কুফর)। পক্ষান্তরে যারা হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁদের নিকট উভয় হাদিসের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, যখনই সে তার সত্যতা বিশ্বাস করবে—তা যেভাবেই হোক না কেন—সে কাফের হয়ে যাবে। নবুওয়াতের পূর্বে অধিকাংশ গণক শয়তানদের থেকেই সংবাদ গ্রহণ করত।

তাঁর উক্তি: "তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল"। কুরতুবি বলেছেন: "অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহ।" সমাপ্ত। আর এই স্থানে কুফর কি এমন কুফর যা মিল্লাত (ইসলামি আদর্শ) থেকে বের করে দেয় না, ফলে তাকে ধর্মত্যাগী বলা হবে না? নাকি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে এবং বলা হবে না যে সে মিল্লাত থেকে বের হয়েছে কি হয়নি? ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত দুটি বর্ণনার মধ্যে এটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

তিনি বলেন: "এবং আবু ইয়ালা উত্তম সনদে ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা মাওকুফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন": আবু ইয়ালা-র নাম হলো আহমাদ বিন আলী বিন আল-মুসান্না আল-মাওসেলি; তিনি একজন ইমাম এবং মুসনাদসহ অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ইয়াহইয়া বিন মাইন, আবু খাইসামা, আবু বকর ইবনে আবি শায়বা ও এক বিশাল জনসমষ্টি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১ তিরমিজি: পবিত্রতা (১৩৫), আবু দাউদ: চিকিৎসা (৩৯০৪), ইবনে মাজাহ: পবিত্রতা ও এর সুন্নতসমূহ (৬৩৯), আহমাদ (২/৪২৯), দারেমি: পবিত্রতা (১১৩৬), আলবানি ইরওয়াউল গালিল-এ একে সহিহ বলেছেন (২০০৬)।

২ মূল পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানটি ফাঁকা রয়েছে।

৩ তিরমিজি: পবিত্রতা (১৩৫), আবু দাউদ: চিকিৎসা (৩৯০৪), ইবনে মাজাহ: পবিত্রতা ও এর সুলতাসমূহ (৬৩৯), আহমাদ (২/৪ ৭৬), দারেমি: পবিত্রতা (১১৩৬)।

৪ সহিহ: আহমাদ (২/৪ ২৯)। বায়হাকি (৮/১৩৫)। হাকেম (১/৮)। আবু হুরায়রা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত এবং তিনি বলেছেন: এটি শাইখাইন (বুখারি ও মুসলিম)-এর শর্তানুসারে সহিহ এবং দাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানি আল-ইরওয়া (৭/৬৯)-তে বলেছেন: "তাঁরা যেমনটি বলেছেন বিষয়টি তেমনই।" সমাপ্ত।

(ম: ২৯৭)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

الحفاظ; مات سنة سبع وثلاثمائة.

وهذا الأثر رواه البزار أيضاً ولفظه: "من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" 1. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضاً 2.

قال: "وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: 3 " ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" (رواه البزار بإسناد جيد).
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: " ومن أتى" إلى آخره.

قال البغوي: " العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك".

له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم". رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: "ومن أتى كاهناً" "إلى آخره".

قوله: "ليس مناً" 4 فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر.

قوله: "من تطير" أي فعل الطيرة "أو تطير له" أي قبل قول المتطير له وتابعه، كذا معنى "أو تكهن أو تكهن له" كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر.

فكل من تلقى هذه الأمور عن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لكونها إما شركاً كالطيرة، أو كفراً كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه.

قوله: "رواه البزار" هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار البصري صاحب

1 جيد. البزار (2067- كشف الأستار). وقال المنذري في الترغيب (36/4): "رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفاً) اهـ. وقال الحافظ في الفتح (217/10): "إسناده جيد.

2 وذلك لأن في الكتاب المنزل: (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). وقال في سورة الأنعام: (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو). وقال في سورة الجن: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً من ارتضى من رسول). فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات، ومن كذبها كفر.

3 حسن. قال المنذري في الترغيب (33/4) : "رواه البزار بإسناد جيد" اهـ. وقال الهيثمي (117/5) : "ورجّاه رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة" اهـ. أما حديث ابن عباس فقال عنه المنذري (33/4) : "إسناده حسن" اهـ.

4 فيه دليل على نفي الإيذان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك، وأن الكهانة كفر.

তিনি হাফিজগণের অন্তর্ভুক্ত; তিনশ সাত হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

এই আছারটি (বর্ণনাটি) আল-বাযযারও বর্ণনা করেছেন এবং এর শব্দ নিম্নরূপ: "যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জাদুকরের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা অস্বীকার (কুফরি) করল।" ১। এতে গণক ও জাদুকরের কাফির হওয়ার দলিল রয়েছে; কারণ তারা গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞানের দাবি করে আর তা কুফরি। আর যে ব্যক্তি তাদের কথা বিশ্বাস করে, সেও এটি বিশ্বাস করে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে, যা কুফরি হিসেবে গণ্য। ২।

তিনি বলেন: "ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত: ও 'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ব্যক্তি কুলক্ষণ গ্রহণ করল অথবা যার জন্য কুলক্ষণ গ্রহণ করা হলো, অথবা যে গণনা করল অথবা যার জন্য গণনা করা হলো, অথবা যে জাদু করল অথবা যার জন্য জাদু করা হলো। আর যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ-এর ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা অস্বীকার (কুফরি) করল।' (আল-বাযযার এটি একটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।"

আত-তাবারানি এটি 'আল-আওসাত' গ্রন্থে হাসান সনদে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে "যে ব্যক্তি আসলো..." থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি নেই।

আল-বাগাওয়া বলেছেন: "আররাফ (গণক) হলো সেই ব্যক্তি যে এমন কিছু আলামতের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় জানার দাবি করে যার দ্বারা চুরি হওয়া বস্তু, হারানো জিনিসের স্থান এবং এ জাতীয় বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়"।

তার জন্য। আর যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা অস্বীকার

(কুফরি) করল।" আল-বাযযার এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আত-তাবারানি 'আল-আওসাত' গ্রন্থে হাসান সনদে ইবনে আব্বাসের হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে "যে ব্যক্তি গণকের নিকট আসলো..." থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি নেই।

তাঁর উক্তি: "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" ৪ - এতে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে যা নির্দেশ করে যে এই বিষয়গুলো কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গণনাবিদ্যা ও জাদু হলো কুফরি।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি কুলক্ষণ গ্রহণ করল" অর্থাৎ কুলক্ষণ মানার কাজ করল। "অথবা যার জন্য কুলক্ষণ গ্রহণ করা হলো" অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার জন্য করা কুলক্ষণ মানার কথা গ্রহণ করল এবং তা অনুসরণ করল। "অথবা যে গণনা করল অথবা যার জন্য গণনা করা হলো" এর অর্থও অনুরূপ, যেমন যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করে। একইভাবে যে ব্যক্তি জাদুকরের মাধ্যমে নিজের জন্য জাদু করালো।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই কাজগুলো সম্পাদনকারীদের কাছ থেকে গ্রহণ করল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন; কারণ এগুলো হয় শিরক (যেমন কুলক্ষণ মানা), অথবা কুফরি (যেমন গণনাবিদ্যা ও জাদু)। যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট হলো এবং তা অনুসরণ করল, সে বাতিলকে গ্রহণ ও অনুসরণের কারণে সম্পাদনকারীর ন্যায় বলে গণ্য।

তাঁর উক্তি: "আল-বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন" - তিনি হলেন আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল খালিক, আবু বকর আল-বাযযার আল-বাসরি, যিনি হাফিজগণের অন্তর্ভুক্ত...

১ উত্তম (জায়িদ)। আল-বাযযার (২০৬৭- কাশফুল আস্তার)। মুনিযিরি 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (৪/৩৬) বলেছেন: "আল-বাযযার ও আবু ইয়ালা এটি উত্তম সনদে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।" ইতি। হাফিজ (ইবনে হাজার) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে (১০/২১৭) বলেছেন: এর সনদ উত্তম।

২ এর কারণ হলো নাজিলকৃত কিতাবে বলা হয়েছে: (নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে তা জানেন। কোনো প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোনো প্রাণী জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত)। তিনি সূরা আল-আনআমে বলেছেন: (এবং তাঁর নিকট গায়েবের চাবিকাঠি রয়েছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না)। তিনি সূরা আল-জিনে

বলেছেন: (তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া)। সুতরাং যে ব্যক্তি আররাফ বা গণককে বিশ্বাস করল, সে এই আয়াতগুলোকে অস্বীকার করল, আর যে এগুলো অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়।

৩ হাসান। মুনযিরি 'আত-তারগীব' গ্রন্থে (৪/৩৩) বলেছেন: "আল-বায়যার এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।" ইতি। হাইসামি (৫/১১৭) বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী, ইসহাক বিন রাবি ছাড়া, আর তিনি নির্ভরযোগ্য।" ইতি। ইবনে আব্বাসের হাদিস সম্পর্কে মুনযিরি (৪/৩৩) বলেছেন: "এর সনদ হাসান।" ইতি।

৪ এতে ওয়াজিব (আবশ্যিক) ইমান নাকচ হওয়ার দলিল রয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত কুলক্ষণ শিরক হওয়া এবং গণনাবিদ্যা কুফরি হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

(ص: 298)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

قوله: "قال البغوي إلى آخره" البغوي - بفتحيتين - هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة ست عشرة وخمسائة رحمه الله تعالى.

وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.

وقال أبو العباس ابن تيبيّة: "العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق". قوله: "العراف: الذي يدعي معرفة الأمور" ظاهرة: أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "إن العراف اسم للكهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف".

وقال أيضاً: "والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه".

وقال أيضاً: "والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين: هو من جنس الكاهن، وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى".

وقال الإمام أحمد: "العرافة طَرَف من السحر. والساحر أخْبَث". وقال أبو السعادات: "'العراف المنجم، والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به".

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سيوه عائفاً وعرافاً".

والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في

'আল-মুসনাদ আল-কাবীর'। তিনি ইবনে বাশার, ইবনে আল-মুসান্না এবং আরও অসংখ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; তিনি দুইশ বিরানব্বই হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর কথা: "আল-বাগাবী বলেছেন শেষ পর্যন্ত"—আল-বাগাবী—উভয় অক্ষরে ফাতহা (যবর) যোগে—তিনি হলেন আল-হুসাইন বিন মাসউদ আল-ফাররা আশ-শাফিঈ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং খুরাসানবাসীদের আলিম। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), ফকিহ এবং যাহিদ (সংসারবিরাগী) ছিলেন। তিনি পাঁচশ ষোল হিজরীর শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন।

বলা হয়েছে: সে হলো গণক (কাহিন)। আর গণক হলো সেই ব্যক্তি, যে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ দেয়। আবার এও বলা হয়েছে: যে মনের কথা বলে দেয়।

আবু আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: "আররাফ শব্দটি গণক (কাহিন), জ্যোতিষী (মুনাজ্জিম), বালুর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী (রাম্মাল) এবং তাদের সদৃশ ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় জানার দাবি করে।" তাঁর কথা:

"আররাফ: যে বিষয়াদি জানার দাবি করে"—এর বাহ্যিক অর্থ হলো: আররাফ হলো সেই ব্যক্তি, যে চুরি হওয়া মাল ও চোর সম্পর্কে এবং হারানো বস্তু ও তার অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—বলেছেন: "নিশ্চয়ই আররাফ হলো গণক, জ্যোতিষী, বালুর রেখা টানার কারিগর এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের একটি সাধারণ নাম; যেমন সেই অনুমানকারী (হাযের), যে অদৃশ্যের ইলম রাখার দাবি করে কিংবা কাশফ (উন্মোচন)-এর দাবি করে।"

তিনি আরও বলেছেন: "জ্যোতিষীও আররাফ নামের অন্তর্ভুক্ত, এবং কারো কারো মতে এটি তারই সমার্থক।"

তিনি আরও বলেছেন: "আল-খাত্তাবী এবং অন্যান্য আলিমদের মতে জ্যোতিষী 'কাহিন' বা গণক শব্দের অন্তর্ভুক্ত, এবং তিনি আরবদের থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্যদের মতে: সে গণকের সমজাতীয় এবং তার চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থার অধিকারী; সুতরাং অর্থের দিক থেকে তাকে তার সাথেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"

ইমাম আহমাদ বলেছেন: "গণনা করা (আররাফাত) হলো জাদুর একটি অংশ। আর জাদুকর হলো আরও অধিক অপবিত্র।" আবু আস-সাআদাত বলেছেন: "আররাফ হলো জ্যোতিষী এবং সেই অনুমানকারী যে গায়েবের ইলম রাখার দাবি করে, অথচ আল্লাহ তাআলা তা কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন।"

ইবনুল কায়্যিম—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—বলেছেন: "তাদের মাঝে যারা সুলক্ষণ-কুক্ষণ নির্ধারণে (পাখি উড়ানো ইত্যাদি) পারদর্শী হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা তাকে 'আইফ' এবং 'আররাফ' বলে অভিহিত করত।"

আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এটি জানা যে, যে ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়াদির কোনো জ্ঞান রাখার দাবি করে, সে হয় এর অন্তর্ভুক্ত...

اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعال والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر، ونحو هذا من علوم الجاهلية، ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، كالفلاسفة والكهّان والنجّمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بها جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم¹، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناها، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة.

ولا ريب أن من ادعى الولاية، واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها، ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أنني أعلم المغيبات؛ فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهّان: " فيكذبون معها مائة كذبة " 2. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة، وهكذا حال من سلك سبيل الكهّان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} 3. وليس هذا من شأن الأولياء؛ فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبتهم لها؛ وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء، وأنا نعلم الغيب؟ وفي

ضمن

1 ومعنى الجاهلية: الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة، والاعتماد على التقاليد والعادات والظنون والتخرصات، وما يوحى به الشياطين، ويحددها قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها، ولا يمنع وجود القرآن والحديث؛ لأنهم اتخذوها مهجورين، فوجودها حجة عليهم فقط، ولا يغرنك منهم عبائم ولحى وصور فبا وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية، قد تكون شرا من عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر، ومن لم يجعل الله له نورا فبا له من نور.

2 جزء من حديث عائشة. أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق (2210) : باب ذكر الملائكة. ومسلم: كتاب السلام (2228) (122) : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.

3 سورة النجم آية: 32.

গণকের নাম, অথবা অর্থগতভাবে তার সাথে অংশীদার হয় এমন ব্যক্তিও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তা এই কারণে যে, অদৃশ্যের কিছু বিষয় সম্পর্কে সংবাদদাতার তথ্য প্রদান মাঝেমাঝে 'কাশফ'-এর (উন্মোচনের) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যা শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা, পাথর নিক্ষেপ, মাটিতে রেখা টানা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণকগিরি, যাদু এবং জাহেলিয়াতের অনুরূপ বিভিন্ন বিদ্যার মাধ্যমে ঘটে থাকে। আর 'জাহেলিয়াত' বলতে আমরা তাদের সকলকে বুঝাচ্ছি যারা রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) অনুসারী নয়, যেমন—দার্শনিক, গণক, জ্যোতিষী এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্ববর্তী আরবের জাহেলিয়াত। কারণ এগুলো এমন এক সম্প্রদায়ের বিদ্যা যাদের নিকট রাসূলগণের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিষয়ের কোনো জ্ঞান নেই^১। এই সব বিষয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে গণক (কাহিন) বা জ্যোতিষী (আররাফ) অথবা তাদের সমর্থক কোনো নামে ডাকা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের নিকট গেল এবং তারা যা বলে তাতে বিশ্বাস করল, সে শাস্তির হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কিছু লোক তাদের কাছ থেকে এই বিদ্যাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি

করেছে যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন; তারা আরও দাবি করে যে তারা আল্লাহর ওলি এবং এগুলো তাদের কারামত।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি বেলায়াত (আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া) দাবি করে এবং কিছু অদৃশ্যের খবর দিয়ে নিজের দাবির প্রমাণ পেশ করে, সে শয়তানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত, রহমানের বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারামত হলো এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাঁর মুমিন ও মুত্তাকী বান্দার হাতে প্রকাশ করেন, তা দোয়ার মাধ্যমে হোক বা নেক আমলের মাধ্যমে— যাতে সংশ্লিষ্ট ওলির নিজস্ব কোনো হাত বা ক্ষমতা থাকে না। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি নিজেকে ওলি দাবি করে এবং মানুষকে বলে: 'জেনে রেখো যে আমি অদৃশ্যের বিষয় জানি'; কারণ এই বিষয়গুলো আমরা পূর্বে যে সব কারণ উল্লেখ করেছি সেগুলোর মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে, যদিও সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারাম ও মিথ্যা মাধ্যম। এই কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণকদের বর্ণনায় বলেছেন: "তারা এর সাথে একশতটি মিথ্যা যোগ করে" ২। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তারা একবার সত্য বলে এবং একশত বার মিথ্যা বলে। আর যারা ওলি হওয়ার দাবি করে এবং মানুষের অন্তরের কথা জানার দাবি করে গণকদের পথ অবলম্বন করে, তাদের অবস্থাও তদ্রূপ; অথচ তাদের এই দাবিই তাদের মিথ্যার প্রমাণ। কেননা বেলায়াতের দাবি করার মধ্যে রয়েছে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা (তাযকিয়াতুন নাফস), যা মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে: {তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা করো না} ৩। আর এটি আল্লাহর ওলিদের স্বভাব নয়; বরং তাদের স্বভাব হলো নিজেদের তুচ্ছজ্ঞান করা, নিজেদের দোষ খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রতিপালককে ভয় করা। তাহলে তারা কীভাবে মানুষের কাছে এসে বলে: 'জেনে রাখো আমরা আল্লাহর ওলি এবং আমরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি'? এবং এর পাশাপাশি

১ আর জাহেলিয়াতের অর্থ হলো: আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের ওপর হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ যে ইলম নাজিল করেছেন তা থেকে বিমুখ হওয়া এবং কুসংস্কার, প্রথা, ধারণা, অনুমান ও শয়তানের কুমন্ত্রণার ওপর নির্ভর করা। মহান আল্লাহর এই বাণী এটি নির্ধারণ করে দেয়: "এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের শত্রু বানিয়েছি, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যময় কথার কুমন্ত্রণা দেয়।" বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে প্রথম জাহেলিয়াতের মতো এমনকি তার চেয়েও ভয়াবহ জাহেলিয়াত ফিরে এসেছে। আর কুরআন ও হাদিসের বিদ্যমান থাকা একে প্রতিহত করতে পারছে না; কারণ

তারা এ দুটিকে পরিত্যক্ত করে রেখেছে। ফলে এ দুটির অস্তিত্ব কেবল তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত বা প্রমাণ হিসেবেই আছে। তাদের পাগড়ি, দাড়ি বা বাহ্যিক সুরত যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে, কেননা এগুলোর আড়ালে জাহেলিয়াত এবং সাধারণ মূর্খদের মানসতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই; যা উট ও গরুর লেজের অনুসরণকারীদের মানসতত্ত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারে। আর আল্লাহ যাকে নূর বা আলো দান করেন না, তার কোনো আলো নেই।

২ আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসের অংশ। বুখারি: কিতাব বাদউল খালক (২২১০), পরিচ্ছেদ: ফেরেশতাদের আলোচনা; মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২২৮) (১২২), পরিচ্ছেদ: গণকগিরি এবং গণকের কাছে যাওয়া হারাম হওয়া।

৩ সূরা আন-নাযম, আয়াত: ৩২।

(ص: 300)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن، كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم -: " ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق "

يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه، وكان تبيم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور1. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين

فيمّا اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفتريين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

قوله: "وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره". هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً. وإسناده ضعيف. ولفظه: "رُبَّ معلم حروف أبي جاد دارس في

1 قوله تعالى: (13: 19 و20) (إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) الآيات إلى 24. وقوله: (13: 30) (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب). وقوله: (57: 22) (إن الذين هم عن خشية ربهم مشفقون) الآيات إلى (61). وقوله: (63: 25) (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) الآيات إلى (76). وقوله: (51: 15) (إن المتقين في جنات وعيون) الآيات إلى (19). وقوله: (17: 52) (إن المتقين في جنات ونعيم) الآيات إلى (28). هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثرة جداً؛ بل أكثر آي القرآن في وصف الإيمان وأهله؛ وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على القلوب نطاقاً كثيفاً أن يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم وهم في غاية القذر والوسخ، ولا يركعون لله ركعة؛ وقد سلبوا كل نعمة إلا الحيوانية؛ وربما تكلم الشيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك الجاهلين، ولا قوة إلا بالله.

এটি সৃষ্টির হৃদয়ে মর্যাদা লাভ এবং এই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে দুনিয়া শিকার করার প্রচেষ্টা মাত্র। আপনার জন্য সাহাবী ও তাবয়ীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অবস্থাই যথেষ্ট, অথচ তাঁরাই ছিলেন ওলীগণের সর্দার; তাঁদের কাছে কি এই ধরনের কোনো দাবি বা 'শাতাহাত'

(উন্মত্ত উক্তি) ছিল? না, আল্লাহর কসম! বরং তাঁদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাঁদের কেউ কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি কান্নায় নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না, যেমনটি ছিল সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থা। আর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এমন এক কওম সম্পর্কে বলেছেন যারা 'আবা জাদ' (বর্ণমালা দিয়ে গণনা) লেখে এবং নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে ভাগ্য গণনা করে: "আমি মনে করি না যে ব্যক্তি এটি করবে, আল্লাহর কাছে তার কোনো অংশ রয়েছে।"

এর কান্নার আওয়াজ পেছনের কাতার থেকেও শোনা যেত, তিনি তাঁর সালাতে কাঁদতেন। রাতের আমলের সময় তিনি যখন কোনো আয়াতের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তার প্রভাবে তিনি কয়েক রাত অসুস্থ হয়ে থাকতেন এবং মানুষ তাঁকে দেখতে আসত। তামিম আদ-দারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জাহান্নামের ভয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন এবং খুব সামান্যই ঘুমাতে পারতেন, এরপর সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ওলীগণের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সূরা আর-রাদ, আল-মুমিনুন, আল-ফুরকান, আজ-যারিয়াত এবং আত-তূরে যা বর্ণনা করেছেন তাই আপনার জন্য যথেষ্ট ১। সুতরাং এই সমস্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই হলেন খাঁটি ওলী; মিথ্যা দাবিদাররা নয়, যারা বড়ত্ব, মহত্ব এবং ইলমে গায়েব (অদৃশ্যর জ্ঞান)-এর মতো বিষয়গুলোতে—যা রাক্বুল আলামীনের জন্য খাস—তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। বরং ইলমে গায়েবের নিছক দাবি করাই কুফরি, তবে এমন দাবিদার কীভাবে আল্লাহর ওলী হতে পারে? এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের মাধ্যমে ক্ষতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপদ চরম আকার ধারণ করেছে, যারা এই বিদ্যাগুলো মুশরিকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে অন্তরের অন্ধদের বিভ্রান্ত করেছে। আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

লেখকের কথা: "ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এমন এক কওম সম্পর্কে বলেছেন যারা আবা জাদ লেখে... শেষ পর্যন্ত।" এই বর্ণনাটি তাবারানি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি দুর্বল। এর শব্দগুলো হলো: "অনেক 'আবা জাদ' বর্ণমালার শিক্ষক যারা গবেষণা করে..."

১ আল্লাহ তাআলার বাণী: (১৩: ১৯-২০) "কেবল বুদ্ধিমানরাই শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না" ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এবং তাঁর বাণী: (১৩: ৩০) "যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর

স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পরম সুখ এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন।" এবং তাঁর বাণী: (২৩: ৫৭) "নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত" ৬১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এবং তাঁর বাণী: (২৫: ৬৩) "আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তির তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে—সালাম" ৭৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এবং তাঁর বাণী: (৫১: ১৫) "নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মাঝে থাকবে" ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এবং তাঁর বাণী: (৫২: ১৭) "নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাত ও নেয়ামতের মাঝে থাকবে" ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের গুণাবলী প্রচুর পরিমাণে রয়েছে; বরং কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই ঈমান এবং ঈমানদারদের বর্ণনায় এসেছে; আর তাঁরাই হলেন আল্লাহর ওলী যাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। অজ্ঞতা যে হৃদয়ের ওপর একটি ঘন আবরণ তৈরি করেছে তার অন্যতম বড় প্রমাণ হলো এই যে, মানুষ 'রহমানের বান্দাদের' এই উচ্চমর্যাদা এমন সব লোকের জন্য সাব্যস্ত করে যারা নিজেদের কাপড়ে পেশাব করে দেয় এবং চরম অপবিত্র ও নোংরামির মধ্যে থাকে, অথচ আল্লাহর জন্য একটি রুকুও করে না। তারা পশুতুল্য স্বভাব ছাড়া সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত; হতে পারে শয়তান তাদের জিহ্বা দিয়ে এমন কোনো কথা বলিয়ে দেয় যার মাধ্যমে সে ওই সমস্ত মূর্খদের ফিতনায় ফেলে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

(ص: 301)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

النجوم ليس له عند الله خلاق
فيه مسائل:

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.

الثانية: التصريح بأنه كفر.

الثالثة: ذكر من تُكفهن له.

الرابعة: ذكر من تُطير له.

الخامسة: ذكر من سحر له.

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد.

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.

يوم القيامة " 1 ورواه أحمد بن زنجويه عنه بلفظ: " رب ناظر في النجوم، ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق ".

قوله: "ما رأى" يجوز فتح الهزة بمعنى: لا أعلم. ويجوز ضمها بمعنى: لا أظن.

وكتابة "أبي جاد" وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف²، وهو الذي جاء فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.

قوله: "وينظرون في النجوم" أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 3.

1 موضوع: الطبراني في الكبير (10980) عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيثمي

(117/5): "وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب" اهـ. وأما الموقوف عن ابن

عباس فرواه عبد الرزاق (26/11)، والبيهقي (139/8) عن ابن عباس وسنده

صحيح.

2 وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق، ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى

الكفر، والظاهر أنه من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في

هدم الإسلام كل معول.

3 سورة غافر آية: 83.

এতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে:

প্রথমত: গণকের কথায় বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনা—এ দুটি বিষয় একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: এটি যে কুফর, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য।

তৃতীয়ত: যার জন্য গণনার কাজ করা হয়েছে তার উল্লেখ।

চতুর্থত: যার জন্য কুলক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখ।

পঞ্চমত: যার জন্য জাদু করা হয়েছে তার উল্লেখ।

ষষ্ঠত: যে ব্যক্তি ‘আবা জাদ’ (বর্ণভিত্তিক গণনা) শিখেছে তার উল্লেখ।

সপ্তমত: ‘কাহিন’ (গণক) এবং ‘আররাফ’-এর (ভবিষ্যদ্বক্তা) মধ্যকার পার্থক্যের উল্লেখ।

কিয়ামতের দিন " ১ আর আহমদ বিন জানজুওয়াইহ তাঁর থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন:

"অনেক নক্ষত্ররাজির দিকে দৃষ্টিদানকারী এবং ‘আবা জাদ’-এর বর্ণমালার শিক্ষার্থী রয়েছে, আল্লাহর কাছে যাদের কোনো অংশ নেই।"

তাঁর উক্তি: "মা রা’আ" (সে যা দেখেছে)—এখানে হামযাহ বর্ণটি ফাতহা (যবর) দিয়ে পড়া জায়েয, যার অর্থ হবে: আমি জানি না। আবার এটি দাম্মাহ (পেশ) দিয়ে পড়াও জায়েয, যার অর্থ হবে: আমি মনে করি না।

‘আবা জাদ’ লেখা এবং তা শেখা—যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে, একেই বর্ণবিদ্যা বলা হয় ২, আর এটি সেই বিষয় যার ব্যাপারে কঠোর ধর্মকি এসেছে। তবে বানান শেখা বা গাণিতিক হিসাব (হিসাবুল জুমাল) শেখার উদ্দেশ্যে হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তাঁর উক্তি: "এবং তারা নক্ষত্ররাজির দিকে দৃষ্টি দেয়" অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে এগুলোর

প্রভাব রয়েছে; যেমনটি জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে সামনে আসবে। এর মধ্যে একটি শিক্ষা হলো

যে, বাতিলের অনুসারীদের তাদের তথাকথিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কারণে বিভ্রান্ত না হওয়া,

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {অতঃপর তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট

প্রমাণাদিসহ আগমন করল, তখন তারা নিজেদের কাছে থাকা জ্ঞান নিয়ে আনন্দিত হলো এবং

তারা যা নিয়ে উপহাস করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।} ৩

১ জাল (মাওজু): তাবারানি আল-কাবীর গ্রন্থে (১০৯৮০) ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হিসেবে

বর্ণনা করেছেন। হাইসামি (৫/১১৭) বলেন: "এর সনদে খালিদ বিন যায়িদ আল-উমারি

রয়েছে, যে একজন মিথ্যাবাদী।" তবে ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফ (সাহাবীর বক্তব্য)

হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে তা আবদুর রাজ্জাক (১১/২৬) এবং বায়হাকি (৮/১৩৯) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহিহ।

২ মুশরিক দাজ্জালরা একে জাফর আস-সাদিকের দিকে নিসবত করে। এ বিষয়ে তাদের অনেক কথা রয়েছে যা কুফরের চরম সীমায় পৌঁছেছে। স্পষ্টত এটি রাফেজিদের তৈরি করা বিষয়, যারা তাদের ইহুদি পূর্বসূরিদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সবরকম হাতিয়ার ব্যবহার করেছে।

৩ সূরা গাফির আয়াত: ৮৩।

(ص: 301)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في النُّشْرَة "

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النُّشْرَة؟ فقال: " هي من عمل الشيطان ؟ " 1. رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.

قوله: "باب ما جاء في النشرة".

بضم النون; كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية.

1 أحمد (294/3) . وأبو داود: كتاب الطب (3868) : باب في النشرة. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (73/3) : "إسناده جيد" اهـ. وحسنه الحافظ في الفتح (233/10) .

পরিচ্ছেদ: নুশরাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন: "এটি শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।" ১।
আহমাদ এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: ইমাম আহমাদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সবটুকুই অপছন্দ করতেন।

তাঁর উক্তি: "নুশরাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার পরিচ্ছেদ"।

নুন বর্ণের ওপর পেশ (যম্মাহ) সহযোগে; যেমনটি আল-কামুস গ্রন্থে রয়েছে। আবুস সাআদাত বলেন: নুশরাহ হলো এক প্রকার চিকিৎসা ও ঝাড়ফুক,

১. আহমাদ (৩/২৯৪)। আবু দাউদ: চিকিৎসা অধ্যায় (৩৮৬৮): নুশরাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ।
ইবনুল মুফলিহ আল-আদাব আশ-শারইয়াহ গ্রন্থে (৩/৭৩) বলেছেন: "এর সনদ উত্তম।"
হাফেজ ইবনে হাজার আল-ফাতহ গ্রন্থে (১০/২৩৩) একে হাসান বলেছেন।

(ص: 302) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

يعالج به من يظن أن به مسا من الجن، سببت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال.
قال الحسن: النشرة من السحر. وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: " فلعل طبأ أصابه، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس " أي رقاؤه.
وقال ابن الجوزي: " النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر".

قال: "عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سئل عن النشرة؟ فقال: هي من الشيطان ". رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله".

هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه. والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقال بن معقل بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد. وحسن الحافظ إسناده.

قوله: "سئل عن النشرة" والألف واللام في "النشرة" للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان.

قوله: "وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله" أراد أحمد وفي البخاري عن قتادة: " قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو يُنشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يینه عنه ". اهـ.

وروي عن الحسن أنه قال: " لا يحل السحر إلا ساحر ".
رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التماائم مطلقاً.

قوله: "وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: " رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه، أو يُنشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُينه عنه ".

قوله: "عن قتادة" هو ابن دعامة- بكسر الدال- الدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة.

এর মাধ্যমে এমন ব্যক্তির চিকিৎসা করা হয় যার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে সে জিনের আছর দ্বারা আক্রান্ত। একে 'নুশরা' বলা হয়; কারণ এর মাধ্যমে তার মধ্যে যে ব্যাধি মিশে ছিল তা ছড়িয়ে দেওয়া (দূর করা) হয়, অর্থাৎ তা উন্মোচিত এবং দূরীভূত হয়।

হাসান বলেন: নুশরা জাদুর অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তার থেকে নুশরা করেছি (জাদু দূর করেছি)। এ থেকেই হাদিসে এসেছে: "সম্ভবত তাকে কোনো জাদুটোনা আক্রান্ত করেছে, অতঃপর তিনি 'কুল আউজু বিরাক্বিন নাস' পাঠ করে তার নুশরা করেছেন," অর্থাৎ তিনি তাকে ঝাড়ফুঁক করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী বলেন: "নুশরা হলো জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর থেকে জাদুর প্রভাব মোচন করা। আর জাদুর জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি ছাড়া সাধারণত কেউ এটি করতে সক্ষম হয় না।"

তিনি বলেন: "জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুশরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'এটি শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।' আহমদ এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদও এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন: আহমদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ এই সব কিছুকে অপছন্দ করতেন।"

এই হাদিসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ তাঁর থেকে এটি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন। ফজল ইবনে জিয়াদ 'কিতাবুল মাসাইল'-এ এটি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি আকিল ইবনে মাকিল ইবনে মুনাবিহ থেকে, তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুফলিহ বলেন: এর সনদ উত্তম। হাফেজ এর সনদকে হাসান বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "নুশরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো" — এখানে 'নুশরা' শব্দের আলিফ এবং লাম পরিচিতির জন্য এসেছে। অর্থাৎ সেই পরিচিত নুশরা যা জাহেলি যুগের লোকেরা করত, তা শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর উক্তি: "এবং তিনি বলেন: আহমদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ এই সব কিছুকে অপছন্দ করতেন" — আহমদ বুঝিয়েছেন

বুখারিতে কাতাদা থেকে বর্ণিত: "আমি ইবনুল মুসাইয়িবকে বললাম: এক ব্যক্তি জাদুটোনা আক্রান্ত অথবা তাকে তার স্ত্রীর নিকট থেকে জাদুর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে, তার থেকে কি জাদু মোচন করা হবে অথবা নুশরা করা হবে? তিনি বললেন: এতে কোনো সমস্যা নেই, তারা কেবল এর মাধ্যমে সংশোধন করতে চায়। আর যা উপকারী তা থেকে নিষেধ করা হয়নি।" সমাপ্ত।

হাসান থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: "জাদুকর ছাড়া কেউ জাদু মোচন করে না।"

আল্লাহ তাকে রহম করুন, (আহমদ বুঝিয়েছেন) যে ইবনে মাসউদ সেই নুশরাকে অপছন্দ করতেন যা শয়তানের কাজ, যেমন তিনি সাধারণভাবে তাবীয লটকানো অপছন্দ করতেন।

তাঁর উক্তি: "এবং বুখারিতে কাতাদা থেকে বর্ণিত: আমি ইবনুল মুসাইয়িবকে বললাম: এক ব্যক্তি জাদুটোনায়ে আক্রান্ত অথবা তাকে তার স্ত্রীর নিকট থেকে (জাদুর মাধ্যমে) বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে, তার থেকে কি জাদু মোচন করা হবে অথবা নুশরা করা হবে? তিনি বললেন: এতে কোনো সমস্যা নেই, তারা কেবল এর মাধ্যমে সংশোধন করতে চায়। আর যা উপকারী তা থেকে নিষেধ করা হয়নি।"

তাঁর উক্তি: "কাতাদা থেকে" — তিনি হলেন ইবনে দি'আমাহ (দাল বর্ণে যের সহ) আদ-দাউসি, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ফকিহ এবং তাবেয়িদের মধ্যে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তারা বলেন: তিনি জন্মান্ত ছিলেন, তিনি একশ দশ হিজরির কিছুকাল পরে মৃত্যুবরণ করেন।

(ص: 303) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "رجل به طب" بكسر الطاء أي سحر، يقال: طَبَّ الرجل - بالضم - إذا سحر. ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفأؤلا، كما يقال للديغ: سليم. وقال ابن الأنباري: "الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء: طب، والسحر من الداء يقال له: طب".

قوله: "يؤخذ" بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة. أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذه - بضم الهزة - الكلام الذي يقوله الساحر.

قوله: "أيحل" بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول.

قوله: "أو ينشر" بتشديد المعجمة.

قوله: "لا بأس به" يعني أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن السيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.

قوله: "وروى الحسن أنه قال: " لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر " هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد.

والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه: يسار- بالتحية والمهمل- البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائة رحمه الله، وقد قارب التسعين.

قال ابن القيم: " النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: " أحدهما" حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يُحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. " والثاني" النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز".
فيه مسائل:

الأولى: النهي عن النشرة.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.

قوله: "قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره". ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال: "بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السح

তাঁর বক্তব্য: "রুজুলুন বিহি তিব্বুন" 'ত্ব' বর্ণে কাসরা (যের) যোগে; অর্থাৎ জাদু। বলা হয়: "তুব্বাল রুজুলু"—পেশ যোগে—যখন কাউকে জাদু করা হয়। আরও বলা হয় যে, তারা জাদুকে চিকিৎসার (ত্বিব্ব) নামে অভিহিত করত শুভলক্ষণ হিসেবে, যেমনটি দংশনকৃত ব্যক্তিকে 'সুস্থ' (সালিম) বলা হয়ে থাকে।

ইবনুল আনবারী বলেন: "ত্বিব্ব শব্দটি বিপরীতার্থক শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। রোগের চিকিৎসাকে 'ত্বিব্ব' বলা হয়, আবার রোগ স্বরূপ জাদুকেও 'ত্বিব্ব' বলা হয়।"

তাঁর বক্তব্য: "ইউআখখায়ু" ওয়াও বর্ণে ফাতহা ও হামযাহ যোগে এবং 'খা' বর্ণে তাশদীদ ও নুকতা যোগে, আর এরপর নুকতায়ুক্ত 'যাল' বর্ণ। অর্থাৎ তাকে তার স্ত্রীর নিকট থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং সে সহবাসে সক্ষম নয়। আর 'আখযাহ'—হামযাহ বর্ণে পেশ যোগে—হলো সেই কালাম যা জাদুকর পাঠ করে।

তাঁর বক্তব্য: "আইউহাল্লু" 'ইয়া' বর্ণে পেশ এবং 'হা' বর্ণে ফাতহা যোগে, যা মাজহুল (কর্মবাচ্য) রূপে ব্যবহৃত।

তাঁর বক্তব্য: "আও ইউনশশারু" নুকতায়ুক্ত 'শীন' বর্ণে তাশদীদ যোগে।

তাঁর বক্তব্য: "এতে কোনো দোষ নেই" অর্থাৎ নুশরাহ-তে কোনো দোষ নেই; কারণ তারা এর মাধ্যমে সংশোধন অর্থাৎ জাদু দূর করতে চায়, আর যা সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা হয় তা নিষিদ্ধ নয়। ইবনুল মুসাইয়্যিবের এই উক্তি নুশরাহ-র এমন প্রকারের ওপর ধরা হবে যা জাদু বলে গণ্য নয়।

তাঁর বক্তব্য: "হাসান থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: 'জাদুকর ব্যতীত অন্য কেউ জাদু চুরমার করতে পারে না'।" এই আছারটি ইবনুল জাওয়াযী 'জামিআল মাসানীদ'-এ উল্লেখ করেছেন।

আর হাসান হলেন ইবনুল আবিল হাসান এবং তাঁর নাম: ইয়াসার—নিচের দিকে দুই নুকতায়ুক্ত 'ইয়া' এবং নুকতাহীন 'সীন' যোগে—আল-বাসরী আল-আনসারী তাঁদের মুক্তদাস; তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের অন্যতম ইমাম। তিনি ১১০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন, আর তখন তাঁর বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি ছিল।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "নুশরাহ হলো জাদুকৃত ব্যক্তির ওপর থেকে জাদু অপসারণ করা।

এটি দুই প্রকার: প্রথমটি হলো অনুরূপ জাদুর মাধ্যমে তা চুরমার করা, যা শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত। হাসানের উক্তিটি এই প্রকারের ওপরই প্রয়োগ করা হবে; যেখানে নুশরাহকারী এবং যার জন্য নুশরাহ করা হচ্ছে উভয়েই শয়তানের প্রিয় কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করে, ফলে শয়তান জাদুকৃত ব্যক্তির ওপর থেকে তার কাজ বাতিল করে দেয়। দ্বিতীয়টি হলো রুকইয়াহ, আশ্রয়প্রার্থনামূলক দুআ, ঔষধ এবং বৈধ দুআসমূহের মাধ্যমে নুশরাহ করা। আর এটি অনুমোদিত।"

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: নুশরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।

দ্বিতীয়: নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য যা অস্পষ্টতা দূর করে।

তাঁর বক্তব্য: "ইবনুল কাইয়িম বলেন: নুশরাহ হলো জাদুকৃত ব্যক্তি থেকে জাদু অপসারণ করা। এটি দুই প্রকার: অনুরূপ জাদুর মাধ্যমে তা চুরমার করা, যা শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত—শেষ পর্যন্ত।" অনুমোদিত নুশরাহ-র বর্ণনায় যা এসেছে: ইবনে আবি হাতিম এবং আবুশ শাইখ লাইস ইবনে আবি সুলাইম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এই আয়াতগুলো জাদু থেকে আরোগ্য প্রদানকারী..."

(ص: 304)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بِإِذْنِ اللَّهِ، تَقْرَأُ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَسْحُورِ 1 الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ
يُونُسَ: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} 2. وقوله: {فَوَقَعَ
الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 3 إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الْأَرْبَعِ. وقوله: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ
سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} 4.

وقال ابن بطال: " في كتاب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر
فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو
منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، هو جيد للرجل إذا حبس
عن أهله".

قلت: قول العلامة ابن القيم: " والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات
والأدوية المباحة فهذا جائز" يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من
أجاز النشرة من العلماء.

والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. والله أعلم.

1 مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم، ولا برأي ابن القيم (*) ولا غيرهما؛ وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجر عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم. وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدى خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعرض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويتجنب المحدثات وإن كانت عن يمين، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (*) قوله: (مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم) الخ. أقول: اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم ووهب ابن منبه وابن القيم ليس في محله، بل هو غلط من الشيخ حامد؛ لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع، بل هو من باب التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام". وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض، وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر، وبالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس فيه محذور من جهة الشرع، إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحاً، والله ولي التوفيق.

2 سورة يونس آية: 81-82.

3 سورة الأعراف آية: 118.

4 سورة طه آية: 69.

আল্লাহর অনুমতিক্রমে, একটি পানিভর্তি পাত্রে সুরা ইউনুসের এই আয়াতটি পাঠ করতে হবে, অতঃপর তা যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মাথায় ঢেলে দিতে হবে ১: {অতঃপর যখন তারা নিশ্কেপ করল, মুসা বলল, তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা যাদু; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সংশোধন করেন না। আর আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে} ২। এবং তাঁর বাণী: {অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল} ৩ পরবর্তী চারটি আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এবং তাঁর বাণী: {তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না} ৪।

ইবন বাততাল বলেন: "ওয়াহাব ইবন মুনাবিহ-এর কিতাবে বর্ণিত আছে যে: তিনি সাতটি সবুজ বরই পাতা নিয়ে তা দুটি পাথরের মাঝে পিষতেন, অতঃপর তা পানিতে মিশিয়ে তাতে আয়াতুল কুরসি ও 'কুল' সম্বলিত সুরাসমূহ পাঠ করতেন। তারপর তা থেকে তিন ঢোক পান করতেন এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন। এর ফলে তার কষ্টদায়ক সবকিছু দূর হয়ে যেত; এটি সেই ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকর যাকে যাদুর মাধ্যমে তার স্ত্রীর থেকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।"

আমি বলছি: আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের উক্তি: "দ্বিতীয় প্রকার হলো রুকইয়াহ, আশ্রয় প্রার্থনা, দোয়া এবং বৈধ ওষুধের মাধ্যমে নুশরাহ (যাদু অপসারণ), যা বৈধ" - এর মাধ্যমে তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এ জাতীয় পদ্ধতির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন এবং নুশরাহ বৈধ মনে করেন এমন আলেমদের বক্তব্য এর ওপরই প্রযোজ্য হবে।

সারকথা: যাদুর মাধ্যমে যা করা হয় তা হারাম, আর কুরআন, দোয়া এবং বৈধ ওষুধের মাধ্যমে যা করা হয় তা জায়েজ। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১ এ জাতীয় বিষয়ে লাইস ইবন আবি সালিম কিংবা ইবনুল কাইয়্যিম (*) বা অন্য কারো ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে আমল করা যাবে না; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইবন আবি সালিম বা ইবনুল কাইয়্যিম যা বলেছেন, সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি। আর ওয়াহাব ইবন মুনাবিহ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা ইসরায়েলি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসুলদের শ্রেষ্ঠতম সত্তার নির্দেশিত পথ অনুযায়ী নয়। এই শিথিলতার পথ ধরেই বিদআত এবং পরবর্তীতে বড় শিরক প্রবেশ করেছে। তাই নিজের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী মুমিনের

উচিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশিদিন (আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন) এর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করা, তা যাঁর পক্ষ থেকেই আসুক না কেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ বা বর্জন করা হতে পারে। (*) তাঁর উক্তি: (এ জাতীয় বিষয়ে লাইস ইবন আবি সালিম কিংবা ইবনুল কাইয়িমের মতামতের ভিত্তিতে আমল করা যাবে না) ইত্যাদি। আমি বলব: ব্যাখ্যাকার কর্তৃক ইবন আবি সালিম, ওয়াহাব ইবন মুনাঈহ এবং ইবনুল কাইয়িম সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে শাইখ হামিদের আপত্তি সঠিক নয়, বরং এটি শাইখ হামিদের ভুল; কারণ পবিত্র কুরআন, বরই পাতা এবং এ জাতীয় বৈধ উপাদানের মাধ্যমে চিকিৎসা করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি চিকিৎসারই একটি প্রকার। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো এবং হারামের মাধ্যমে চিকিৎসা করো না।" সুনানে আবু দাউদের চিকিৎসা অধ্যায়ে প্রমাণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্রের পানিতে পাঠ করে তা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, বরই পাতার মাধ্যমে চিকিৎসা করা এবং পানিতে পাঠ করে তা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ঢেলে দেওয়ার মাঝে শরিয়তের দিক থেকে কোনো বাধা নেই, যদি সেই পাঠ করা বিষয়টি সঠিক হয় এবং ওষুধটি বৈধ হয়। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

২ সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮১-৮২।

৩ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১১৮।

৪ সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৬৯।

(ص: 305)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في التطير "

قوله: " باب ما جاء في التطير ".

أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تَطَيَّرَ يتطير، و "الطيرة" بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجرى في المصادر على هذه الزنة غيرهما، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضرر.

قال البدائي: "سألت روبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد".

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته¹ ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيراً مما ينافي كمال التوحيد الواجب.

وقول الله تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} 2.

وقوله: {قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} 3.

قوله: "وقول الله تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ} الآية" ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: {فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ} الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة -أي الخُصْب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره- قالوا: لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به، ونحن أهلها. وإن تصبهم سيئة. أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ} . قال ابن عباس: "طائرهم: ما قضى

1 وذلك بتعلق القلب بها خوفاً وطبعاً، ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره، واعتقاد النفع والضرر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد، وإنما تذهب

وتجيء في ضرورة معايشها وشؤونها. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أثرا في جلب خير أو دفع ضر من سخر العقول وفساد الفطر، وتتمكن الخرافات والجهل وعى القلوب. وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها المستقر لها، اعتقدوا لها تأثيرا في الكون، وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام.

2 سورة الأعراف آية: 131.

3 سورة يس آية: 19.

অধ্যায়: কুলক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

তার উক্তি: "কুলক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার অধ্যায়"।

অর্থাৎ এ থেকে নিষেধ এবং এর ব্যাপারে যে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে সে সম্পর্কে। এটি 'তাতাইয়্যারা' ক্রিয়ামূলের উৎস। আর 'তিয়্যারা' (ত্ব-বর্ণের নিচে কাসরা এবং ইয়া-বর্ণের ওপর ফাতহা যোগে, যা কখনও সাকিন বা জজমযুক্তও হয়) হলো 'তাতাইয়্যুর' এর নামবাচক উৎস; যেমন বলা হয় 'তাখাইয়্যারা' থেকে 'খিয়্যারা'। আরবি ভাষার উৎসসমূহের মধ্যে এই ওজনে বা ছন্দে এই দুটি শব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ আসেনি। এর মূল ভিত্তি হলো পাখি, হরিণ বা এই জাতীয় প্রাণীর ডানে বা বামে যাওয়ার গতিবিধি দেখে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা। এটি তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বাধা প্রদান করত। ফলে শরীয়ত প্রণেতা একে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই।

মাদায়িনী বলেন: "আমি রু'বা ইবনুল আজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলাম: 'সানিহ' কোনটি? তিনি বললেন: যা তোমার ডান দিক দিয়ে অতিক্রম করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: তবে 'বারিহ' কোনটি? তিনি বললেন: যা তোমার বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে। আর যা তোমার সামনের দিক থেকে আসে তা হলো 'নাতিহ' বা 'নাতিহ', আর যা তোমার পেছন থেকে আসে তা হলো 'কাযিদ' বা 'কাঈদ'।"

যেহেতু কুলক্ষণ গ্রহণ শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা ওয়াজিব তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী; কারণ এটি শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়, তার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং কুমন্ত্রণা মাত্র।^১ তাই লেখক (রহ.)

তাওহীদের অপরিহার্য পূর্ণতার পরিপন্থী বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এটি 'কিতাবুত তাওহীদ'-এ উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: {জেনে রেখো, তাদের অশুভ ভাগ্য তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না}।২

এবং তাঁর বাণী: {তারা বলল: তোমাদের অশুভ ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। একি এ জন্য যে, তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে? বরং তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়}।৩

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ তাআলার বাণী: {জেনে রেখো, তাদের অশুভ ভাগ্য তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে} শেষ পর্যন্ত।" আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি তাঁর এই বাণীর ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করেছেন: {অতঃপর যখন তাদের কাছে কোনো কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটি আমাদেরই প্রাপ্য'। আর যখন কোনো অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করত, তখন তারা মূসা ও তাঁর সাথীদের অলক্ষুণে মনে করত} শেষ পর্যন্ত। আয়াতের অর্থ: ফেরাউনের অনুসারীদের কাছে যখন কোনো 'হাসানাহ' অর্থাৎ উর্বরতা, সচ্ছলতা ও সুস্থতা আসত—যেমন মুজাহিদ ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ ব্যাখ্যা করেছেন—তখন তারা বলত: এটি আমাদেরই প্রাপ্য, অর্থাৎ আমরাই এর উপযুক্ত ও হকদার। আর যদি তাদের কোনো 'সাইয়িয়াহ' অর্থাৎ বিপদ ও দুর্ভিক্ষ স্পর্শ করত, তবে তারা মূসা (আ.) ও তাঁর সাথীদের অলক্ষুণে সাব্যস্ত করত। তারা বলত: এটি মূসা ও তাঁর সাথীদের অশুভ লক্ষণের কারণে আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: {জেনে রেখো, তাদের অশুভ ভাগ্য তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে}। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "তাদের অশুভ ভাগ্য: অর্থাৎ তাদের জন্য যা ফয়সালা করা হয়েছে..."

১ আর তা হলো ভয় ও আশার মাধ্যমে অন্তরকে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করা, যা আল্লাহর ওপর সেই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী—যিনি ছাড়া অন্য কেউ উপকার বা অপকার করতে পারে না। কোনো পাখি বা এ জাতীয় কিছু মধ্য উপকার বা অপকারের বিশ্বাস রাখা—যাদের কোনো জ্ঞান বা উদ্দেশ্য নেই, বরং তারা কেবল নিজেদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে আসা-যাওয়া করে—তা বুদ্ধিহীনতা, সহজাত স্বভাবের বিকৃতি এবং কুসংস্কার, মূর্খতা ও অন্ধবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এটি মূলত জ্যোতিষীদের সেই বিশ্বাসের মতো যারা আল্লাহর অনুগত নক্ষত্ররাজি—যা আপন কক্ষপথে বিচরণ করে—সেগুলোর ক্ষেত্রে মহাবিশ্বে প্রভাব বিস্তারের বিশ্বাস রাখে। আর এটি সেই সাবেরীদের বিশ্বাস যাদের কাছে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন।

۲ سূرا آل-آراف، آيات: ۱۷۱।

۳ سূرا إيساين، آيات: ۱۹।

(ص: 306) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عليهم وقدر لهم". وفي رواية: "شؤمهم عند الله ومن قبله" أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورساله.

قوله: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} 1 أي أن أكثرهم جهال لا يدرون. ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه.

قوله: " وقوله تعالى: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} الآية" المعنى- والله أعلم:- حظكم وما نابكم من شر معكم، بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا. بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر البأغي الظالم معه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله؛ كما قال تعالى:

{أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} 2. ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم. أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام:

" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " 34. ذكره ابن القيم رحمه الله.

قوله تعالى: {إِنَّ دُرُؤَكُمْ} 5 أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام؟ {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} 6. قال قتادة: " إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟ "

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم; وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك. كما سيأتي في أحاديث الباب.

قال: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر " 7. أخرجاه. زاد مسلم: " ولا نوء ولا غول " 8.

قال أبو السعادات: "العدوى" اسم من الإعداء. كالدعوى. يقال: أعداء الداء يعديه إعداء: إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء.

1 سورة الأنعام آية: 37.

2 سورة القلم آية: 35-36.

3 البخاري: الاستئذان (6258) ، ومسلم: السلام (2163) ، وابن ماجه: الأدب (3697) ، وأحمد (99/3) .

4 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه.

5 سورة يس آية: 19.

6 سورة الأعراف آية: 81.

7 البخاري: كتاب الطب (5757) : باب لا هامة. دون الزيادة. ومسلم: كتاب السلام

(2220) (106) : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر عن أبي هريرة بزيادة

"ولا نوء". ومسلم: كتاب السلام (2222) (107) : باب لا عدوى ولا طيرة ولا

هامة ولا صفر بزيادة "ولا غول".

8 مسلم: السلام (2220) ، وأبو داود: الطب (3912) ، وأحمد (397/2) .

তাদের ওপর এবং তিনি তাদের জন্য তা নির্ধারণ করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

"তাদের অশুভ ভাগ্য আল্লাহর কাছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে।" অর্থাৎ তাদের কুফরি এবং তাঁর

নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে মূলত তাঁর পক্ষ থেকেই তাদের কাছে অশুভ ভাগ্য এসেছে।

তাঁর বাণী: {কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না} অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ অজ্ঞ, তারা কিছুই বোঝে না। তারা যদি অনুধাবন করত এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করত তবে তারা জানতে পারত যে, মুসা (আলাইহিস সালাম) যা নিয়ে এসেছেন তাতে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে তাদের জন্য কেবল কল্যাণ, বরকত, সৌভাগ্য ও সফলতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তাঁর বাণী: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা বলল, তোমাদের অশুভ ভাগ্য তোমাদের সাথেই আছে} আয়াতটির অর্থ—আল্লাহই ভালো জানেন—হলো: তোমাদের ভাগ্য এবং যে অনিষ্ট তোমাদের পেয়ে বসেছে তা তোমাদের সাথেই (তোমাদের কারণেই), তা তোমাদের কর্ম, কুফরি এবং নসিহতকারীদের বিরোধিতা করার কারণে হয়েছে; এটি আমাদের জন্য বা আমাদের কারণে নয়। বরং তোমাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে। সুতরাং সীমালঙ্ঘনকারী জালেমের অশুভ ভাগ্য তার সাথেই থাকে, ফলে তার ওপর যে অনিষ্ট আপতিত হয় তা সে নিজেই ডেকে আনে। আর তা আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীর, হিকমত ও ইনসাফের মাধ্যমেই ঘটে; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {তবে কি আমি মুসলিমদের অপরাধীদের মতো গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ?}। এর অর্থ এমনটিও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে: তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ তা তোমাদের ওপরই ফিরে আসবে, ফলে যে কুলক্ষণ তোমাদের হয়েছে তা তোমাদের দিকেই ফিরে যাবে। এটি কথার ক্ষেত্রে প্রতি-উত্তরের পর্যায়ভুক্ত। এর সদৃশ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী:

"যখন আহলে কিতাবরা তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলো: 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।" এটি ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: {তবে কি তোমাদের উপদেশ দেওয়া হলে?} অর্থাৎ আমরা তোমাদের উপদেশ দিয়েছি এবং আল্লাহর একত্বের নির্দেশ দিয়েছি বলেই কি তোমরা আমাদের সাথে এমন কথা বলছ? {বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়}। কাতাদাহ বলেন: "আমরা তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়েছি বলেই কি তোমরা আমাদের মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করছ?"

অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াত দুটির সামঞ্জস্যতা হলো: কুলক্ষণ গ্রহণ করা জাহেলিয়াতের যুগের লোক ও মুশরিকদের কাজ। মহান আল্লাহ এর কারণে তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুলক্ষণ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে এটি শিরক। যেমনটি এই অধ্যায়ের হাদিসগুলোতে সামনে আসবে।

তিনি বলেন: "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'ছোঁয়াচে রোগ, কুলক্ষণ, পেঁচা এবং সফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই।' তাঁরা উভয়ে (বুখারি ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: 'নক্ষত্র ও জিনের অনিষ্টের কোনো অস্তিত্ব নেই'।"

আবুস সাআদাত বলেন: "আদওয়া" (সংক্রমণ) শব্দটি "ই'দা" শব্দ থেকে নির্গত। যেমন "দাওয়া"। বলা হয়: "একজনের ব্যাধি অন্যজনকে সংক্রামিত করেছে", যখন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মতো ব্যাধি অন্য কাউকেও আক্রান্ত করে।

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ৩৭।

২ সূরা আল-কালাম আয়াত: ৩৫-৩৬।

৩ আল-বুখারি: আল-ইস্তিজান (৬২৫৮), এবং মুসলিম: আস-সালাম (২১৬৩), এবং ইবনে মাজাহ: আল-আদাব (৩৬৯৭), এবং আহমাদ (৩/৯৯)।

৪ এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, আত-তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

৫ সূরা ইয়াসিন আয়াত: ১৯।

৬ সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৮১।

৭ আল-বুখারি: কিতাবুত তিব (৫৭৫৭): বাবু লা হামাহ, অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত। এবং মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২২০) (১০৬): বাবু লা আদওয়া ওয়া লা তিয়ারা ওয়া লা হামাহ ওয়া লা সাফার, আবু হুরায়রা থেকে "ওয়া লা নু" শব্দসহ। এবং মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২২২) (১০৭): বাবু লা আদওয়া ওয়া লা তিয়ারা ওয়া লা হামাহ ওয়া লা সাফার, "ওয়া লা গুল" শব্দসহ।

৮ মুসলিম: আস-সালাম (২২২০), আবু দাউদ: আত-তিব (৩৯১২), এবং আহমাদ (২/৩৯৭)।

وقال غيره: "لا عدوى" هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة. والأول هو الظاهر.

وفي رواية لمسلم: أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُورد مريض على مُصح" 1. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث: "لا يورد مريض على مصح". وأمسك عن حديث: "لا عدوى"، فراجعوه وقالوا: سبعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به. قال أبو مسلمة- الراوي عن أبي هريرة-: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟ وقد روى حديث: "لا عدوى" جماعة من الصحابة: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله؛ والسائب بن يزيد، وابن عمر وغيرهم، وفي بعض روايات هذا الحديث: "وفّر من المجذوم كما تفر من الأسد" 2.

وقد اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما قيل فيه: قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم: أن قوله: "لا عدوى" على الوجه الذي يعتقدُه أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وإن هذه الأمور تعدي بطبعها. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك، ولهذا قال: "فر من المجذوم كما تفر من الأسد". وقال: "لا يورد مريض على مصح". وقال في الطاعون: "من سعى به في أرض فلا يقدم عليه" 3. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: "لا يعدي شيء قالها ثلاثاً، فقال أعرابي: يا رسول الله إن النُّقْبة 4 من الجَرَب تكون بِشُفْرِ البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة

فتجرب كلها؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها" 5.

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار، مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجذوم، والقدوم على بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف.

1 مسلم: السلام (2221) ، وأحمد (434/2) .

2 أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الطب (158/10) : باب الجذام وقد وصله أبو نعيم في المستخرج بسند صحيح وراجع الفتح (158/10) ، النسائي: الخيل (3578) ، وأبو داود: الجهاد (2513) ، وأحمد (148/4) ، والدارمي: الجهاد (2405) .

3 صحيح. أحمد (440/1) ، والترمذي: كتاب القدر (2143) : باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وإسناده صحيح كما قال الألباني في الصحيحة (143/3) .
(1) النقبة -بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة- أول شيء يظهر من الجرب، وجعلها: نقب؛ لأنها تنقب الجلد أي تخرقه.

5 الترمذي: الحدود (1448) ، والنسائي: قطع السارق (4971، 4972، 4975) ، وأبو داود: الحدود (4391) ، وابن ماجه: الحدود (2591) ، وأحمد (380/3) ، والدارمي: الحدود (2310) .

অন্য একজন বলেছেন: "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই" এটি 'ই'দা' (সংক্রমিত করা) শব্দ থেকে উদ্ভূত একটি বিশেষ্য, যার অর্থ হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্য কারো দিকে রোগের ব্যাপ্তি ঘটে যাওয়া। এখানে যা অস্বীকার করা হয়েছে তা হলো রোগের স্বয়ংক্রিয় সংক্রমণ অথবা সংক্রমণের ক্রিয়াকে রোগের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা। আর প্রথমটিই হচ্ছে অধিক স্পষ্ট।
মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে: আবু হুরায়রা "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই" এই হাদিসটি বর্ণনা করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এও বর্ণনা করতেন যে, তিনি বলেছেন: "অসুস্থ উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে উপস্থিত না করা হয়।" ১ অতঃপর আবু হুরায়রা

শুধু "অসুস্থ উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে উপস্থিত না করা হয়" হাদিসটির বর্ণনার ওপর সীমাবদ্ধ থাকলেন এবং "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই" হাদিসটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকলেন। তখন লোকেরা তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল এবং বলল: আমরা আপনাকে এটি বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনাকারী আবু সালামা বলেন: আমি জানি না আবু হুরায়রা কি তা ভুলে গিয়েছিলেন নাকি এই দুই বাণীর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে?

সাহাবীদের একটি জামাত "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই" হাদিসটি বর্ণনা করেছেন: আনাস বিন মালিক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, সায়েব বিন ইয়াজিদ, ইবনে ওমর এবং অন্যান্যরা। এই হাদিসের কিছু বর্ণনায় রয়েছে: "আর কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করো।" ২

এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর কথা হচ্ছে ইমাম বায়হাকীর বক্তব্য, যা অনুসরণ করেছেন ইবনে সালাহ, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে রজব, ইবনে মুফলিহ এবং অন্যান্যরা: তাঁর বাণী "সংক্রমণ বলতে কিছু নেই" বলতে জাহেলি যুগের লোকদের বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ক্রিয়াকে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কিছু দিকে সম্বন্ধযুক্ত করত এবং বিশ্বাস করত যে এসকল বিষয় নিজ প্রকৃতিগতভাবেই সংক্রমিত হয়। নতুবা, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছায় সুস্থ ব্যক্তির সাথে এমন কারো মেলামেশাকে যার কোনো ব্যাধি রয়েছে, রোগ সৃষ্টির একটি কারণ হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন। আর এ কারণেই তিনি বলেছেন: "কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করো।" এবং তিনি বলেছেন: "অসুস্থ উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে উপস্থিত না করা হয়।" আর মহামারী সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "কেউ যদি কোনো ভূখণ্ডে মহামারীর কথা শোনে, তবে যেন সে সেখানে প্রবেশ না করে।" ৩ আর এ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা তার তাকদির অনুযায়ী হয়ে থাকে। আহমাদ ও তিরমিজিতে ইবনে মাসউদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "কোনো কিছুই (নিজ থেকে) সংক্রমিত হয় না" —তিনি এটি তিনবার বললেন। তখন এক বেদুইন বলল: হে আল্লাহর রাসূল, চুলকানির প্রথম ক্ষত ৪ অনেক উটের মধ্যে প্রথমে কোনো একটির ঠোঁটে বা লেজে দেখা দেয়,

অতঃপর কি সবগুলোই চুলকানিতে আক্রান্ত হয় না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তাহলে প্রথমটিকে কে আক্রান্ত করেছিল? সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচা বা মাথার হাড়ের প্রেতাত্মা বলতে কিছু নেই এবং সফর

মাসের অশুভতা বলতে কিছু নেই। আল্লাহ প্রতিটি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন এবং তার হায়াত, বিপদ-আপদ ও রিজিক লিখে রেখেছেন।" ৫। অতঃপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিলেন যে, এ সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদির অনুযায়ী হয়। আর বান্দাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যখন সুস্থ থাকে তখন যেন অনিষ্টের কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকে। ঠিক যেমন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন নিজেকে পানিতে বা আগুনে নিষ্ক্ষেপ না করে, যা সাধারণত ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে; একইভাবে কুষ্ঠরোগীর মতো রোগীর সান্নিধ্য এবং মহামারীর জনপদে প্রবেশ বর্জন করবে; কেননা এ সবই রোগ ও ধ্বংসের বাহ্যিক কারণ।

১ মুসলিম: আস-সালাম (২২২১), এবং আহমাদ (২/৪৩৪)।

২ বুখারি এটি মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন: কিতাবুত তিব (১০/১৫৮): অনুচ্ছেদ: কুষ্ঠব্যাদি; আর আবু নুয়াইম এটি আল-মুস্তাখরাজ গ্রন্থে সহিহ সনদে যুক্ত করেছেন। দেখুন ফাতহুল বারি (১০/১৫৮), নাসায়ি: আল-খাইল (৩৫৭৮), আবু দাউদ: আল-জিহাদ (২৫১৩), আহমাদ (৪/১৪৮), দারেমি: আল-জিহাদ (২৪০৫)।

৩ সহিহ। আহমাদ (১/৪৪০), তিরমিজি: কিতাবুল কদর (২১৪৩): অনুচ্ছেদ: সংক্রমণ, অশুভ লক্ষণ ও সফর মাসের অশুভতা সম্পর্কে যা এসেছে। এর সনদ সহিহ যেমনটি আলবানী আস-সহিহাহ গ্রন্থে (৩/১৪৩) বলেছেন।

(১) আন-নুকবাহ —নুন অক্ষরে পেশ, ক্বাফ সাকিন এবং বা অক্ষরে জবর সহ— চুলকানির যে চিহ্ন প্রথম প্রকাশ পায়, এর বহুবচন হলো 'নুকাব'; কেননা এটি চামড়াকে বিদীর্ণ বা ছিদ্র করে দেয়।

৫ তিরমিজি: আল-হুদুদ (১৪৪৮), নাসায়ি: কাতউস সারিক (৪৯৭১, ৪৯৭২, ৪৯৭৫), আবু দাউদ: আল-হুদুদ (৪৩৯১), ইবনে মাজাহ: আল-হুদুদ (২৫৯১), আহমাদ (৩/৩৮০), দারেমি: আল-হুদুদ (২৩১০)।

فإن الله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه " 1. وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسليمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم. ومنه مَشِي سعد ابن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قال ابن رجب رحمه الله.

قوله: "ولا طيرة" قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "يحتمل أن يكون نفياً أو نهياً أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: " لا عدوى ولا صفر ولا هامة " يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها، والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه".

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومننا أناس يتطيرون. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم " 2. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، فوهبه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسبعه، فأوضح صلى الله عليه وسلم لأئمة الأمر، وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة، ولا فيها دلالة، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه، ولتطئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله، وأنزل بها كتبه، وخلق لأجلها السماوات والأرض، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع صلى

الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم؛ لئلا يبقى فيها علقه منها، ولا يتلبسوا
بعمل من أعمال أهل النار البتة.

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى، واعتصم بحبله المتين، وتوكل على الله، قطع
هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبأدر خواطرها من قبل استمكانها.

-
- 1 ضعيف. أبو داود: كتاب الطب (3925) : باب في الطيرة. الترمذي: كتاب الأطعمة
(1818) : باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. وابن ماجة: كتاب الطب (3542) :
باب الجذام وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4200) .
2 مسلم: كتاب السلام (537) (121) : باب تحريم الكهانة وإيان الكهان.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়াল্লা হলেন সকল কারণ এবং তার প্রভাবসমূহের স্রষ্টা, তিনি ছাড়া
অন্য কোনো স্রষ্টা নেই এবং অন্য কোনো নির্ধারণকারী নেই। আর যখন আল্লাহর ওপর
তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর ঈমান মজবুত হয়, তখন আল্লাহর
ওপর ভরসা করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি হবে না এমন আশা নিয়ে এই
কারণসমূহের কিছুর মুখোমুখি হওয়ার মানসিক শক্তি অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় তা করা বৈধ,
বিশেষ করে যদি সেখানে কোনো সাধারণ বা বিশেষ স্বার্থ নিহিত থাকে। আর এই বিষয়টির
ওপরই ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিকে প্রয়োগ করা হয়।

"নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কুষ্ঠরোগীর হাত ধরলেন এবং তা নিজের
সাথে বড় পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করালেন, এরপর বললেন: আল্লাহর ওপর আস্থা ও তাঁর ওপর
তাওয়াক্কুল রেখে আল্লাহর নামে খাও।" ১। এটি ইমাম আহমাদ গ্রহণ করেছেন। ওমর, তাঁর
পুত্র এবং সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। এরই অনুরূপ হলো খালিদ
বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা যে তিনি বিষ পান করেছিলেন। এর
অন্তর্ভুক্ত হলো সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস এবং আবু মুসলিম আল-খাওলানীর সমুদ্রের পৃষ্ঠের
ওপর দিয়ে চলা। ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ এ কথা বলেছেন।

তাঁর বাণী: "এবং কোনো কুলক্ষণ নেই"। ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তায়াল্লা বলেন: "এটি
না-বোধক অথবা নিষেধ-সূচক (অর্থাৎ তোমরা কুলক্ষণ গ্রহণ করো না) উভয়ই হওয়ার
সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু হাদিসে তাঁর এই বাণী: 'সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, সফর মাসের

অশুভত্ব বলতে কিছু নেই এবং প্যাঁচার অশুভত্ব বলতে কিছু নেই'—একথা প্রমাণ করে যে এখানে উদ্দেশ্য হলো না-বোধকতা এবং জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা যেসব কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল সেগুলোকে বাতিল করা। আর এক্ষেত্রে না-বোধকতা নিষেধের চেয়েও বেশি কার্যকর; কারণ না-বোধকতা সেই বিষয়ের অসারতা ও প্রভাবহীনতাকে নির্দেশ করে, আর নিষেধ কেবল তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।"

সহীহ মুসলিম-এ মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: "আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা কুলক্ষণ মানে। তিনি বললেন: এটি এমন একটি বিষয় যা তোমাদের কেউ তার অন্তরে অনুভব করে, সুতরাং তা যেন তোমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না করে।" ২। তিনি সংবাদ দিলেন যে, কুলক্ষণের মাধ্যমে কষ্ট পাওয়া ও অশুভ মনে করা মূলত তার নিজের মনে ও বিশ্বাসের বিষয়, যা দেখে বা শুনে সে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে বাস্তবে কিছু নেই। বরং তার বিভ্রম, ভয় এবং শিরকই তাকে কোনো কিছু দেখা বা শোনার কারণে অশুভ লক্ষণ গ্রহণে ও কাজ থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং কুলক্ষণের অসারতা বর্ণনা করেছেন; যাতে তারা জানতে পারে যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের জন্য এর মধ্যে কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ রাখেননি এবং তারা যা ভয় করে বা সতর্কতা অবলম্বন করে তার কারণ হিসেবেও একে নির্ধারণ করেননি। আর যাতে তাদের অন্তর আশ্বস্ত হয় এবং তাদের আত্মা মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি প্রশান্ত থাকে, যে তাওহীদের জন্য তিনি তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তাওহীদের কারণে জান্নাত ও জাহান্নাম নামক দুই আবাস আবাদ করেছেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অন্তর থেকে শিরকের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন; যাতে সেখানে এর কোনো লেশমাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং তারা যেন জাহান্নামবাসীদের কোনো আমলের সাথে মোটেও লিপ্ত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে, আল্লাহর মজবুত রশি আঁকড়ে ধরেছে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছে, সে কুলক্ষণের কুমন্ত্রণা মনে গেঁথে যাওয়ার আগেই তা ছিন্ন করে ফেলে এবং এর কুচিন্তা মনে জেঁকে বসার আগেই তা প্রতিহত করে।

১ দুর্বল। আবু দাউদ: কিতাবুত তিব্ব (৩৯২৫): কুলক্ষণ পরিচ্ছেদ। তিরমিজি: কিতাবুল আত'ইমাহ (১৮১৮): কুষ্ঠরোগীর সাথে খাওয়ার পরিচ্ছেদ। ইবনে মাজাহ: কিতাবুত তিব্ব

(৩৫৪২): কুষ্ঠরোগ পরিচ্ছেদ এবং এর সনদ দুর্বল। আলবানী একে যইফুল জামে (৪২০০) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

২ মুসলিম: কিতাবুস সালাম (৫৩৭) (১২১): গণকগিরি হারাম হওয়া এবং গণকদের নিকট আসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

(ص: 309)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال عكرمة: " كنا جلوسا عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر ". فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاوس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبنى. اهـ ملخصاً.

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " الشؤم في ثلاث: في المرأة، والدابة، والدار " 1. ونحو هذا.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشئومة على من قاربها وساكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولداً مشئوماً يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة

والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس. وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذا في الديار والنساء والخيول. فهذا لون والطيرة الشريكية لون". انتهى.

قوله: "ولا هامة" بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: "كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نَعَتْ إِلَيَّ نفسي أو أحداً من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله".

قوله: "ولا صفر" بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: "هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى". ومن قال بهذا: سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير.

1 البخاري: كتاب الجهاد (2858) : باب ما يذكر من شؤم الفرس. مسلم: كتاب السلام (2225) (116) : باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه، وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي: كتاب الأدب (2824) : باب ما جاء في الشؤم. والنسائي في الخيل (220/6) : باب شؤم الخيل. وابن ماجه: كتاب النكاح (995) : باب ما يكون فيه اليمين والشؤم. وأحمد (8،38/2) . من حديث ابن عمر أيضاً.

ইকরিমাহ বলেন: "আমরা ইবনে আব্বাসের নিকটে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল: 'কল্যাণ, কল্যাণ'। ইবনে আব্বাস তাকে বললেন: 'এতে কোনো কল্যাণও নেই, কোনো অকল্যাণও নেই'।" তিনি দ্রুত তাকে এটি নিষেধ করলেন যাতে সে কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে পাখির

প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস না করে। তাউস তাঁর এক সাথীর সাথে সফরে বের হলেন, তখন একটি কাক ডেকে উঠল। লোকটিকে বলল: 'কল্যাণ'। তখন তাউস বললেন: 'এর মধ্যে কীসের কল্যাণ আছে? তুমি আমার সাথে থেকো না'।" সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

এমন কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা সম্পর্কে কিছু মানুষ ধারণা করেছে যে সেগুলো অশুভ লক্ষণ গ্রহণের (তিয়ারা) বৈধতার ওপর দালিল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "অশুভ লক্ষণ তিনটি জিনিসের মধ্যে হতে পারে: নারী, পশু এবং ঘর।" এবং এই জাতীয় অন্যান্য।

ইবনুল কাইয়িম (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তিনটি বিষয়ে অশুভ হওয়ার খবর দেওয়ার মাঝে সেই অশুভ লক্ষণ গ্রহণের (তিয়ারা) স্বীকৃতি নেই যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাকচ করেছেন। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনও এমন কিছু সত্তা সৃষ্টি করেন যা তার নিকটবর্তী হওয়া বা সেখানে বসবাসকারীর জন্য অশুভ হয়। আবার এমন কিছু সত্তা সৃষ্টি করেন যা বরকতময়, যার নিকটবর্তী হলে কোনো অশুভ বা অনিষ্ট স্পর্শ করে না। এটি ঠিক তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো পিতামাতাকে এমন এক বরকতময় সন্তান দান করেন যার আগমনে তারা কল্যাণ দেখতে পায়, আবার অন্যদের এমন এক দুর্ভাগ্য সন্তান দান করেন যার আগমনে তারা অকল্যাণ দেখতে পায়। অনুরূপভাবে বান্দাকে যা কিছু দেওয়া হয় যেমন নেতৃত্ব ইত্যাদি। ঘর, নারী এবং ঘোড়ার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কল্যাণ-অকল্যাণ এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা। তিনি এই সত্তাসমূহের কোনো কোনোটিকে সৌভাগ্য ও বরকতময় হিসেবে সৃষ্টি করেন এবং এর নিকটবর্তী ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্য ও বরকত প্রাপ্তি নির্ধারণ করেন। আবার কোনো কোনোটিকে দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেন যার দ্বারা এর নিকটবর্তী ব্যক্তি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়। এর সবকিছুই তাঁর ফয়সালা ও তাকদির অনুযায়ী, যেভাবে তিনি অন্যান্য কারণসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে তাদের পরস্পরবিরোধী ও ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন তিনি মিশক (কস্তুরী) এবং অন্যান্য সুগন্ধি সৃষ্টি করেছেন এবং এর নিকটবর্তী মানুষের জন্য তা আনন্দদায়ক করেছেন। আবার এর বিপরীত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং একে নিকটবর্তী মানুষের কষ্টের কারণ বানিয়েছেন। এই দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। ঘর, নারী এবং ঘোড়ার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। সুতরাং এটি এক প্রকার বিষয়, আর শিরকি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ অন্য প্রকার।" সমাপ্ত।

তাঁর বাণী: "আর কোনো হামাহ নেই"—সঠিক মতানুসারে 'মিম' বর্ণটি তাশদিদ ছাড়া (হালকা উচ্চারণে)। আল-ফাররা বলেন: হামাহ হলো রাতের পাখিদের অন্তর্ভুক্ত একটি পাখি। মনে হয় যেন তিনি পেঁচাকে বুঝিয়েছেন। ইবনুল আরাবি বলেন: "লোকেরা একে অশুভ মনে করত; যখন এটি তাদের কারও বাড়ির ওপর বসত, তখন সে বলত: 'এটি আমার বা আমার পরিবারের কারও মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে'। অতঃপর হাদিসটি এসে তা নাকচ ও বাতিল করে দিল।"

তাঁর বাণী: "আর কোনো সাফার নেই"—'ফা' বর্ণে ফাতহাহ (জবর) দিয়ে। আবু উবায়দাহ 'গারিবুল হাদিস' গ্রন্থে রুয়বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "এটি পেটের মধ্যকার একটি সাপ যা গবাদিপশু ও মানুষকে আক্রান্ত করে এবং এটি আরবদের নিকট চর্মরোগের চেয়েও বেশি সংক্রামক মনে করা হতো। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি নাকচ করার অর্থ হলো তারা যে ছোঁয়াচে রোগের বিশ্বাস করত তা বাতিল করা।" যারা এই মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, ইমাম আহমাদ, বুখারি এবং ইবনে জারির।

১. বুখারি: কিতাবুল জিহাদ (২৮৫৮): ঘোড়ার অশুভ হওয়ার আলোচনা অধ্যায়। মুসলিম: কিতাবুস সালাম (২২২৫) (১১৬): অশুভ লক্ষণ ও শুভ লক্ষণ (ফাল) এবং যাতে অশুভ থাকতে পারে সে অধ্যায়। ইবনে উমরের হাদিস থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই শব্দে বর্ণনা করেছেন তিরমিজি: কিতাবুল আদব (২৮২৪): অশুভ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ: ঘোড়া অধ্যায় (৬/২২০): ঘোড়ার অশুভ হওয়া। ইবনে মাজাহ: বিবাহ অধ্যায় (৯৯৫): যাতে সৌভাগ্য ও অশুভ হতে পারে। আহমাদ (২/৮, ৩৮)। এটিও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদিস থেকে।

(ص: 310)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك.

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن سبعة يقول: أن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون: إنه شهر مشؤم؛ فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشائم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشائم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشائم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله: "ولا نوء" النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.

قوله: "ولا غول" هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم، أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فإن قيل: ما معنى المنفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 1 "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" 2؟ أجيب عنه: بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عبادة. أو يقال: المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو يكون المعنى بقوله: "لا غول" أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: "لا غول ولكن السعالي سحرة الجن" أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث: "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان". أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: "كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ". ولها عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة" 3.

1 ضعيف. أخرجه أحمد (382,305/3) من حديث جابر رضي الله عنه. وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ في تخريج الأذكار. ورواه الطبراني في الأوسط كما في

الجامع الصغير عن أبي هريرة، وضعفه الألباني أيضاً في ضعيف الجامع (535). وقال الهيثمي في المجمع (134/10): ((فيه عدي بن الفضل متروك)) اهـ.

2 قال السيوطي في الجامع الصغير: ((رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وهو ضعيف)).

3 البخاري: الطب (5757)، مسلم: السلام (2224)، والترمذي: السير (1615)، وأبو داود: الطب (3911)، وأحمد (434/2، 420/2)، (173/3).

অন্যেরা বলেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সফর মাস। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা 'নাসি' (মাস পিছিয়ে দেওয়া) হিসেবে যা করত, এখানে তা-ই নাকচ করা হয়েছে। তারা মুহাররম মাসকে হালাল করত এবং তার বদলে সফর মাসকে হারাম সাব্যস্ত করত। এটি ইমাম মালিকের অভিমত।

আবু দাউদ মুহাম্মদ ইবনে রাশিদ থেকে, তিনি যার কাছ থেকে শুনেছেন তার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা সফর মাসকে অশুভ মনে করত এবং তারা বলত: এটি একটি অশুভ মাস। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা বাতিল করে দেন। ইবনে রাজাব বলেন: সম্ভবত এই অভিমতটিই সব অভিমতের মধ্যে অধিক সঠিক। সফর মাসকে অশুভ মনে করা নিষিদ্ধ 'তিয়ারা' বা কুলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে সপ্তাহের কোনো দিনকে অশুভ মনে করা, যেমন বুধবার, কিংবা জাহেলিয়াতের যুগের লোকদের বিশেষভাবে শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে অশুভ মনে করাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বাণী: "এবং কোনো নক্ষত্র নেই"; 'নাও' (নক্ষত্র) হলো 'আনওয়া'-এর একবচন। ইনশাআল্লাহ এর নিজস্ব অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

তাঁর বাণী: "এবং কোনো ভূত-প্রেত (গুল) নেই"; এটি পেশ যোগে একটি বিশেষ্য, এর বহুবচন হলো 'আগওয়াল' এবং 'গিলান'। এখানে এটিই উদ্দেশ্য।

আবুস সাআদাত বলেন: 'গুল' হলো 'গিলান'-এর একবচন। এটি জ্বিন ও শয়তানের একটি প্রজাতি। আরবরা ধারণা করত যে, এই 'গুল' নির্জন প্রান্তরে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং মানুষকে বিপদে ফেলে, অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং ধ্বংস করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা নাকচ ও বাতিল করে দিয়েছেন। যদি প্রশ্ন করা হয়: এই অস্বীকৃতির অর্থ কী, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলেছেন: ১ "যখন ভূত-প্রেত বা ক্ষতিকর জ্বিনেরা আত্মপ্রকাশ করে, তখন তোমরা দ্রুত আযান দাও" ২? এর উত্তরে বলা হয়েছে: এটি ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল, পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে তাদের অনিষ্টতা দূর করে দিয়েছেন। অথবা বলা হয়: যা অস্বীকার করা হয়েছে তা গুল-এর অস্তিত্ব নয়, বরং আরবদের সেই বিশ্বাস যা তারা মনে করত যে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে। অথবা "কোনো গুল নেই" এর অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহর যিকির এবং তাঁর ওপর ভরসা থাকা অবস্থায় তারা কাউকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না। এর স্বপক্ষে অপর একটি হাদীস সাক্ষ্য দেয়: "কোনো গুল নেই, তবে 'সাআলি' রয়েছে যারা জ্বিনদের যাদুকর।" অর্থাৎ জ্বিনদের মধ্যে এমন কিছু যাদুকর আছে যাদের প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো হাদীস: "যখন ক্ষতিকর জ্বিনেরা আত্মপ্রকাশ করে, তখন আযান দাও।" অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তাদের অনিষ্টতা প্রতিহত করো। এটি প্রমাণ করে যে, তাদের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। আবু আইয়ুবের হাদীসটিও এর অন্তর্ভুক্ত: "একটি তাকের ওপর আমার কিছু খেজুর ছিল, সেখানে গুল এসে তা নিয়ে যেত।"

তাঁদের উভয়ের (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনায় আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সংক্রামক ব্যাধি ও কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, তবে শুভ লক্ষণ (ফাল) আমাকে আনন্দিত করে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন: ফাল কী? তিনি বললেন: উত্তম বাক্য।" ৩।

১ যঈফ। আহমাদ (৩/৩০৫, ৩৮২) জাবির (রা.)-এর হাদীস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হাফিয 'তাখরিজুল আযকার'-এ যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন, এর সনদ যঈফ। তাবারানী 'আল-আওসাত'-এ এবং 'জামেউস সাগির'-এ আবু হুরায়রা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আলবানীও 'যঈফুল জামে' (৫৩৫)-এ একে যঈফ বলেছেন। হাইসামি 'আল-মাজমা' (১০/১৩৪)-এ বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আদী ইবনুল ফাদল রয়েছেন, যিনি ত্যাজ্য।"

২ সুযুতী 'আল-জামেউস সাগির'-এ বলেন: "তাবারানী 'আল-আওসাত'-এ আবু হুরায়রা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তা যঈফ।"

৩ বুখারী: চিকিৎসা অধ্যায় (৫৭৫৭), মুসলিম: সালাম অধ্যায় (২২২৪), তিরমিযী: সিয়ার অধ্যায় (১৬১৫), আবু দাউদ: চিকিৎসা অধ্যায় (৩৯১১), আহমাদ (২/৪২০, ২/৪৩৪), (৩/১৭৩)।

قوله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة".

قوله: "ويعجبني الفأل" قال أبو السعادات: الفأل، مهوز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاعلت بكذا وتفاولت، على التحقيق والقلب، وقد أولع الناس بترك الهزّة تخفيفاً، وإنما أحب الفأل؛ لأنّ الناس إذا أمّلوا فائدة الله ورجوا عائدتَه عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. والتفاؤل: أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: " قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة".

قوله: "قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة". بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تسيل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم: " أنه حُب إليه من الدنيا النساء والطي؟"1، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستنح إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو

ذلك، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسباع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب، وإذا سعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال. فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفاً وطيرةً وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه؛ فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك.

وقال الحلبي: " وإنما كان صلي الله عليه وسلم يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال".

1 صحيح. وذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حب إلي من الدنيا: النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة". أخرجه أحمد (3/285، 199، 128)، والنسائي (61/7) في عشرة النساء: باب حب النساء. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3119).

তার কথা: তাঁদের দুজনের (বুখারি ও মুসলিম) নিকট আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই এবং কুলক্ষণ গ্রহণ নেই, আর শুভ লক্ষণ (আল-ফাল) আমাকে আনন্দিত করে।" তাঁরা বললেন: "শুভ লক্ষণ কী?" তিনি বললেন: "উত্তম কথা।"

তাঁর কথা: "শুভ লক্ষণ আমাকে আনন্দিত করে।" আবুস সা'আদাত বলেন: 'আল-ফাল' (শব্দটি হামযাহযুক্ত), যা আনন্দদায়ক ও কষ্টদায়ক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, তবে 'তিয়ারাহ' (কুলক্ষণ) কেবল কষ্টদায়ক বিষয়েই হয়ে থাকে, যদিও কখনো তা আনন্দদায়ক বিষয়েও ব্যবহৃত হতে পারে। বলা হয়: 'আমি অমুক বিষয়কে শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করেছি', যা ভাষাগতভাবে হামযাহ সহযোগে বা সহজ করার জন্য হামযাহ ছাড়াই ব্যবহৃত হয়; মানুষ সহজ করার স্বার্থে হামযাহ বাদ দিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি মূলত শুভ লক্ষণকে পছন্দ করতেন; কারণ মানুষ যখন আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করে এবং প্রতিটি দুর্বল বা শক্তিশালী উসিলায় তাঁর প্রতিদানের প্রত্যাশা করে, তখন তারা কল্যাণের ওপর থাকে। আর যখন তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন করে দেয়, তখন তা অকল্যাণকর হয়ে

দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ‘তিয়ারাহ’ বা কুলক্ষণ গ্রহণের মধ্যে আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ এবং বিপদের আশঙ্কা লুকিয়ে থাকে। আর শুভ লক্ষণ হলো: যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি শুনল কেউ কাউকে বলছে: ‘হে সুস্থ!’ অথবা কোনো ব্যক্তি তার হারানো বস্তু খুঁজছে এমন সময় সে কাউকে বলতে শুনল: ‘হে প্রাপ্তিমান!’ তখন তার মনে ধারণা জন্মাল যে সে তার রোগ থেকে মুক্তি পাবে এবং তার হারানো বস্তু ফিরে পাবে। আর এ বিষয়েই হাদিসে এসেছে: "জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন: উত্তম কথা।"

তাঁর কথা: "তাঁরা বললেন: শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন: উত্তম কথা।" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, শুভ লক্ষণ তাঁকে আনন্দিত করে, যা প্রমাণ করে যে এটি নিষিদ্ধ ‘তিয়ারাহ’ বা কুলক্ষণ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাল্লাহ বলেন: শুভ লক্ষণে আনন্দিত হওয়া এবং তা পছন্দ করার মাঝে শিরকের লেশমাত্র নেই, বরং তা মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতির এক বহিঃপ্রকাশ যা তার অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে ঝুঁকে থাকে। যেমন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের খবর দিয়েছেন যে: "তাঁর কাছে দুনিয়ার নারী ও সুগন্ধিকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে", তিনি মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন, কুরআনের তিলাওয়াত ও আযানের সময় সুমধুর কণ্ঠস্বর পছন্দ করতেন এবং তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, আর তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন চরিত্র ও মহান গুণাবলি পছন্দ করতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি প্রতিটি পূর্ণতা ও কল্যাণ এবং যা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় তা পছন্দ করতেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে সুন্দর নাম শুনে আনন্দিত হওয়া ও তা পছন্দ করা এবং সেদিকে মনের ঝোঁক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একইভাবে তিনি মনের প্রশান্তি, আনন্দ এবং সুসংবাদ অনুভব করার প্রবণতা দান করেছেন সাফল্য, শান্তি, কৃতকার্যতা, অভিনন্দন, সুসংবাদ, বিজয় এবং জয়লাভের মতো নামগুলোর মাঝে। তাই যখনই এই নামগুলো কর্ণে প্রবেশ করে, মন প্রফুল্ল হয়, বক্ষ উন্মুক্ত হয় এবং হৃদয় শক্তিশালী হয়। আর যখন এর বিপরীত কিছু শোনা হয়, তখন তা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষকে দুঃখিত করে এবং তার মাঝে ভয়, কুলক্ষণ ও সংকুচিত হওয়ার ভাব জাগিয়ে তোলে যা তাকে তার সংকল্প ও উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে রাখে; ফলশ্রুতিতে তা দুনিয়াতে ক্ষতি, ঈমানে ঘাটতি এবং শিরকের সংশ্লিষ্টতা বয়ে আনে।

আর আল-হালীমী বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভ লক্ষণ পছন্দ করতেন কারণ কুলক্ষণ গ্রহণ হলো কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা

পোষণ করা। আর শুভ লক্ষণ হলো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা, অথচ মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করতে আদিষ্ট।"

১. সহিহ। এটি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়ার মধ্য থেকে নারী ও সুগন্ধিকে আমার নিকট প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে।" এটি আহমদ (৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫) এবং নাসায়ী (৭/৬১) 'নারীদের সাথে মেলামেশা' অধ্যায়: 'নারীদের প্রতি ভালোবাসা' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। আলবানী একে 'সহিহুল জামে' (৩১১৯) গ্রন্থে সহিহ বলেছেন।

(ص: 312)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: "ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك".

قوله: "عن عقبة بن عامر" هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه: عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو مكي اختلف في نسبه; فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته، فقال المأوردي: له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صحبة له تصح.

قوله: "فقال: أحسنها الفأل" قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيع، يا راشد " 1. وروى أبو داود

عن بريدة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سألته عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كرهه اسمه رأي كراهية ذلك في وجهه " 2. وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل.

قال ابن القيم: " أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر، ونظير هذا: منعه من الرقي بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة".

قوله: "ولا ترد مسلماً" قال الطيبي: "تعريض بأن الكافر بخلافه".
قوله: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت". أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. و "الحسنات" هنا النعم، و "السيئات" المصائب؛ كقوله: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

1 صحيح الترمذي: كتاب السير (1616) : باب ما جاء في الطيرة. وقال: حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4854) .

2 صحيح. أبو داود: كتاب الطب (3920) : باب في الطيرة. وحسنه الحافظ في الفتح (215/10) . (*) وأخرجه أحمد أيضاً (348-347/5) . وصححه الألباني في الصحيحة (762) .

তাঁর কথা: "এবং আবু দাউদে সহীহ সনদে উকবাহ ইবনে আমির থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুলক্ষণ (তিয়ারা) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন: এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো শুভলক্ষণ (ফাল), আর

এটি কোনো মুসলিমকে (তার লক্ষ্য থেকে) ফিরিয়ে রাখে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত অন্য কেউ কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না। আর আপনার সাহায্য ব্যতীত (পাপ থেকে বেঁচে থাকার) এবং (ইবাদত করার) কোনো শক্তি নেই।" তাঁর কথা: "উকবাহ ইবনে আমির থেকে"—তাওহীদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এভাবেই এসেছে। তবে এর সঠিক রূপ হলো: উরওয়াহ ইবনে আমির থেকে। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং অন্যান্যরা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কী ছিলেন এবং তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন: উরওয়াহ ইবনে আমির আল-কুরাশী। অন্যগণ বলেছেন: আল-জুহানী। তাঁর সাহাবী হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে; আল-মাওয়ারদী বলেছেন: তিনি একজন সাহাবী। ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আল-মিজ্জী বলেছেন: তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সহীহ নয়।

তাঁর কথা: "তিনি বললেন: এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো ফাল (শুভলক্ষণ)"। ইতিপূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভলক্ষণ পছন্দ করতেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একে সহীহ বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কোনো প্রয়োজনে বের হতেন, তখন তিনি শুনতে পছন্দ করতেন: হে সফলকাম! হে সঠিক পথপ্রাপ্ত!" ১। এবং আবু দাউদ বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছুকে কুলক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করতেন না। তিনি যখন কোনো প্রতিনিধি পাঠাতেন, তখন তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি নামটি তাঁর পছন্দ হতো, তবে তিনি খুশি হতেন। আর যদি নামটি অপছন্দ করতেন, তবে তাঁর চেহারা অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠত" ২। এর সনদ হাসান। এর মধ্যে শুভলক্ষণের (ফাল) প্রয়োগ রয়েছে।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, ফাল (শুভলক্ষণ) কুলক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত তবে তা এর মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং তিনি তিয়ারা বা কুলক্ষণকে বাতিল করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে ফাল এর অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এর চেয়ে উত্তম। তিনি ফাল এবং তিয়ারার মধ্যে পার্থক্য করেছেন যেহেতু তাদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈপরীত্য বিদ্যমান; এবং একটির উপকারিতা ও অপরটির অপকারিতা রয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো: শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) নিষিদ্ধ করা এবং শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁকের অনুমতি প্রদান করা; কারণ এতে অনিষ্টমুক্ত উপকারিতা রয়েছে।"

তাঁর কথা: "আর এটি কোনো মুসলিমকে ফিরিয়ে রাখে না"—তীবী বলেন: "এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কাফিরদের অবস্থা এর বিপরীত।"

তাঁর কথা: "হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত অন্য কেউ কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না"। অর্থাৎ কুলক্ষণ কোনো কল্যাণ আনতে পারে না এবং কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দূর করতে পারে না। বরং আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনার কোনো শরীক নেই, আপনিই কল্যাণ আনয়ন করেন এবং অকল্যাণ দূর করেন। এখানে "হাসানাত" (কল্যাণ) দ্বারা নিয়ামতসমূহ এবং "সাইয়িয়াত" (অকল্যাণ) দ্বারা বিপদ-আপদ বোঝানো হয়েছে; যেমন আল্লাহর বাণী: {আর যদি তাদের কোনো কল্যাণ পৌঁছে, তবে তারা বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ পৌঁছে, তবে তারা বলে: এটি...}

১ সহীহ তিরমিযী: কিতাবুস সিয়ার (১৬১৬): কুলক্ষণ অধ্যায়। তিনি বলেছেন: হাসান গরীব সহীহ। আলবানী একে সহীহুল জামে গ্রন্থে সহীহ বলেছেন (৪৮৫৪)।

২ সহীহ। আবু দাউদ: কিতাবুত তিব (৩৯২০): কুলক্ষণ অধ্যায়। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে একে হাসান বলেছেন (১০/২১৫)। (*) আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন (৫/৩৪৭-৩৪৮)। আলবানী সাহীহাহ গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন (৭৬২)।

(ص: 313) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عِنْدَكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ { 1. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً، ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً.

قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك" استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و"القوة" على ذلك بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة والمشية بدون حول الله وقوته ومشيتته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله.

قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل " 2. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود".

ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثاً ". وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى.

قال ابن حمدان: " تكرة الطيرة ". وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: " والأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟ "

قال في شرح السنن: " وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن يُذهب بالتوكل " 3. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود.

ولأحمد من حديث ابن عمرو: " مَنْ رَدَّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟

الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى".

قوله: "وما منا إلا" قال أبو القاسم الأصبهاني والمندري: "في الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك". اهـ.

1 سورة النساء آية: 78-88.

2 صحيح: أبو داود: كتاب الطب (3910) : باب في الطيرة. الترمذي: كتاب السير (1614) : باب ما جاء في الطيرة وقال: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجة: كتاب الطب (3538) : باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. ابن حبان (1427- موارد) . وصححه الألباني في الصحيحة برقم (429) . وزيادة: "وما منا إلا ... " مدرجة كما نص على ذلك البخاري وغيره. راجع الترغيب والترهيب للمندري (64/4) .

3 الترمذي: السير (1614) ، وأبو داود: الطب (3910) ، وابن ماجة: الطب (3538) ، وأحمد (389/1، 440/1) .

{বলুন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে তারা কোনো কথা বুঝতে চায় না? যা কিছু কল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু অকল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে} ১। এতে উপকার লাভ বা অপকার দূর করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে অন্তরকে সংশ্লিষ্ট করার অস্বীকৃতি রয়েছে। আর এটাই হলো তাওহীদ। যারা মনে কুলক্ষণ বা কুসংস্কারের (তিয়ারা) উদ্বেক ঘটে, তাদের জন্য এটি একটি উপযুক্ত দোয়া। এটি একটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, কুলক্ষণ কোনো উপকার বয়ে আনে না এবং কোনো অপকারও ঠেকাতে পারে না। যে ব্যক্তি একে বিশ্বাস করে, তাকে নির্বোধ ও মুশরিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাঁর উক্তি: "এবং আপনার সাহায্য ছাড়া কোনো পরিবর্তন হওয়ার সক্ষমতা নেই এবং কোনো শক্তিও নেই" - এটি তাওয়াঙ্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা এবং কুলক্ষণের দিকে জ্রক্ষিপ না করা, যা কোনো অপছন্দনীয় বিষয় ঘটান কারণ হতে পারে তার আমলকারীর জন্য শাস্তি হিসেবে। এই দোয়াটি মূলত প্রকৃত তাওয়াঙ্কুল

থেকে উৎসারিত, যা কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী মাধ্যমসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর "হাওল" অর্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন বা স্থানান্তর হওয়া। আর এর ওপর "শক্তি" লাভ করা একমাত্র আল্লাহর মাধ্যমেই সম্ভব, যাঁর কোনো শরিক নেই। এতে আল্লাহর রূপান্তর ও শক্তি এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের কোনো রূপান্তর, শক্তি ও ইচ্ছার সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা রয়েছে। এটি হলো রুবুবিয়াতের তাওহীদ, যা উলুহিয়াতের তাওহীদের প্রমাণ। উলুহিয়াত হলো মহান আল্লাহকে ইবাদতের সকল প্রকারে একক সাব্যস্ত করা। আর এটিই হলো লক্ষ্য ও সংকল্পের তাওহীদ। আল্লাহর প্রশংসার সাথে এর বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত: 'কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে এর উদ্বেক হয় না, কিন্তু আল্লাহ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে তা দূর করে দেন' ২। এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে সহিহ বলেছেন। তিনি হাদিসের শেষ অংশকে ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।"

এটি ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শব্দ হলো: "কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরক" - তিনবার। এটি কুলক্ষণ গ্রহণের হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এটি শিরক হওয়ার কারণ হলো এতে অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

ইবনে হামদান বলেছেন: "কুলক্ষণ গ্রহণ করা মাকরুহ।" ইমাম আহমদের অন্যান্য অনুসারীরাও অনুরূপ বলেছেন।

ইবনে মুফলিহ বলেন: "প্রাথমিকভাবে এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে অটল থাকা উচিত; কারণ এটি শিরক। আর শিরক কীভাবে পারিভাষিক মাকরুহ হতে পারে?"

শারহুস সুন্নাহ-তে বলা হয়েছে: "কুলক্ষণকে শিরক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে তা দূর করবেন" ৩। এটি আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি একে সহিহ বলেছেন। হাদিসের শেষাংশকে ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

আহমদে ইবনে আমর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: "যাকে কুলক্ষণ তার প্রয়োজন পূরণ থেকে ফিরিয়ে দিল, সে শিরক করল। তারা বললেন: এর কাফফারা কী?"

কুলক্ষণ তাদের জন্য উপকার বয়ে আনে অথবা তাদের থেকে অপকার দূর করে যদি তারা সে অনুযায়ী আমল করে; ফলে তারা যেন মহান আল্লাহর সাথে শিরক করল।"

তাঁর উক্তি: "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই তবে..." আবু কাসিম আসবাহানি ও মুনজিরি বলেছেন: "হাদিসটিতে একটি উহ্য শব্দ রয়েছে। এর মর্মার্থ হলো: আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অন্তরে এর কিছু উদ্বেক না হয়।" সমাপ্ত।

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৮-৮৮।

২ সহিহ: আবু দাউদ: কিতাবুত তিব (৩৯১০): কুলক্ষণ অনুচ্ছেদ। তিরমিজি: কিতাবুস সিয়ার (১৬১৪): কুলক্ষণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে অনুচ্ছেদ এবং তিনি বলেছেন: এই হাদিসটি হাসান সহিহ। ইবনে মাজাহ: কিতাবুত তিব (৩৫৩৮): যে শুভ লক্ষণ পছন্দ করত এবং কুলক্ষণ অপছন্দ করত অনুচ্ছেদ। ইবনে হিব্বান (১৪২৭- মাওয়ারিদ)। আলবানি সহিহাহ গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন, নম্বর (৪২৯)। এবং অতিরিক্ত অংশ: "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই তবে..." এটি মুদরাজ বা প্রক্ষিপ্ত, যেমনটি ইমাম বুখারি এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। দেখুন মুনজিরি রচিত আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব (৪/৬৪)।

৩ তিরমিজি: সিয়ার (১৬১৪), এবং আবু দাউদ: তিব (৩৯১০), ইবনে মাজাহ: তিব (৩৫৩৮), আহমদ (১/৩৮৯, ১/৪৪০)।

(ص: 314)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وقال الخليلي: "حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة. وهذا من أدب الكلام".

قوله: "ولكن الله يذهب بالتوكل" أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضرر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده.

قوله: "وجعل آخره من قول ابن مسعود" قال ابن القيم: "وهو من الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك".

قال: "ولأحمد من حديث ابن عمرو: مَنْ رَدَّتْهُ الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: "اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك".

هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة¹ وبقية رجاله ثقات.

قوله: "من حديث ابن عمرو" وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهبي أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن؛ أحد السابقين الكثيرين من الصحابة وأحد العبادة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف².

قوله: "من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك". وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء البرئ أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سبغ تشاؤماً، فقد دخل في الشرك. كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاتة إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب.

قوله: "فما كفارة ذلك؟" إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه، ولم يلتفت

1 هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري، قاضيهما وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد: احترقت كتبه. وهو صحيح الكتاب. ومن كتب عنه قديماً فسبأه صحيح. مات سنة 174.

2 واقعة الحرة وفتنة الحرة: الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة، بعث يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال أهل المدينة حين امتنعوا عن بيعته، فغلبوا على

أهلها واستباحوها ثلاثاً، وقتل خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضى عنهم، وكان ذلك سنة خمس وستين. (*) قوله: (وكان ذلك سنة خمس وستين)
أقول: الصواب سنة ثلاث وستين.

আল-খালখালি বলেছেন: "ব্যতিক্রমী অংশটি উহ্য রাখা হয়েছে কারণ এতে একটি অপছন্দনীয়
অবস্থার ইঙ্গিত ছিল। আর এটি কথোপকথনের আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত।"

তাঁর বাণী: "কিন্তু আল্লাহ তাওয়াস্কুলের মাধ্যমে তা দূর করে দেন" অর্থাৎ, কিন্তু যখন আমরা
কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ রোধে আল্লাহর ওপর তাওয়াস্কুল করি, তখন আল্লাহ কেবল তাঁর
ওপর আমাদের এই তাওয়াস্কুলের কারণে তা আমাদের থেকে দূর করে দেন।

তাঁর বাণী: "এবং তিনি এর শেষাংশকে ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন" ইবনুল
কাযিয়ম বলেছেন: "আর এটিই সঠিক; কেননা কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি বলেছেন: "এবং ইমাম আহমাদ কর্তৃক ইবনে আমরের হাদীস থেকে বর্ণিত: যাকে
কুলক্ষণ গ্রহণ তার প্রয়োজন পূরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, সে শিরক করল। তারা জিজ্ঞাসা
করলেন: তবে এর কাফফারা কী? তিনি বললেন: তুমি বলবে: 'হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ
ব্যতীত কোনো কল্যাণ নেই, আপনার নির্ধারিত ফয়সালা ব্যতীত কোনো ফয়সালা নেই এবং
আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই'।"

এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তাবারানি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা
করেছেন। এর বর্ণনাসূত্রে ইবনে লাহিয়া রয়েছে এবং অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তাঁর বাণী: "ইবনে আমরের হাদীস হতে" তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস
ইবনে ওয়ায়েল আস-সাহমি আবু মুহাম্মাদ। বলা হয়ে থাকে: আবু আবদুর রহমান; তিনি প্রথম
দিকের এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের একজন এবং ফকীহ 'ইবাদিলাহ' (চার
আবদুল্লাহ)-দের অন্যতম। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি হাররার যুদ্ধের দিনগুলোতে জিলহজ মাসে
তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বাণী: "যাকে কুলক্ষণ গ্রহণ তার প্রয়োজন পূরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, সে শিরক করল।"

আর তা এজন্য যে, কুলক্ষণ গ্রহণ হলো কোনো দৃশ্যমান বা শ্রবণযোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে অশুভ
কল্পনা করা। সুতরাং যখন এই ধরনের কোনো কিছু তাকে তার সংকল্পকৃত কোনো কাজ
(যেমন সফরের ইচ্ছা বা অনুরূপ কিছু) থেকে ফিরিয়ে রাখে, অর্থাৎ যা সে দেখেছে বা শুনেছে
তা অশুভ মনে করে তাকে তার কাজ্জিত ও প্রচেষ্টাধীন কাজ থেকে বাধা দেয়, তখন সে

শিরকের অন্তর্ভুক্ত হলো। যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে ভ্রক্ষেপ করার কারণে আল্লাহর ওপর তার তাওয়াঙ্কুল বা ভরসা একনিষ্ঠ থাকেনি, ফলে এতে শয়তানের অংশ রয়ে গেল।

তাঁর বাণী: "তবে এর কাফফারা কী?" শেষ পর্যন্ত। সুতরাং যখন সে এটি বলবে এবং তার অন্তরে যা উদয় হয়েছে তা থেকে বিমুখ হবে এবং ভ্রক্ষেপ করবে না...

১ তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়া আল-হাদরামি আল-গাফেকি আল-মিসরি, সেই অঞ্চলের বিচারক, আলিম এবং হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বলেছেন: তাঁর কিতাবসমূহ পুড়ে গিয়েছিল। তিনি মূল কিতাবের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আর যারা অতীতে (পুড়ে যাওয়ার আগে) তাঁর থেকে লিখে নিয়েছিলেন, তাদের বর্ণিত হাদীস সঠিক। তিনি ১৭৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২ হাররার যুদ্ধ এবং হাররার ফিতনা: এটি একটি যুদ্ধ যা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে সিরি়াবাসীদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছিল। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া সিরি়াবাহিনীকে মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যখন তারা তার আনুগত্য গ্রহণে অসম্মতি জানায়। ফলে তারা মদিনাবাসীদের ওপর বিজয়ী হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেচ্ছাচার চালায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নিহত হন। আর এটি ৬৫ হিজরিতে ঘটেছিল। (*) তাঁর উক্তি: (আর এটি ছিল পঁয়ষাট্টি হিজরিতে) আমি বলব: সঠিক হলো তেষটি হিজরি।

(ص: 315)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءً لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن
للاعتقاد على الله وحده، والإعراض عما سواه.
وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لا يخلص
توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه

أعرض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} 1. قوله: "وله من حديث الفضل بن عباس: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك". فيه مسائل:

- الأولى: التنبيه على قوله: " ألا إنما طأركم عند الله"، مع قوله: {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} .
- الثانية: نفي العدوى.
- الثالثة: نفي الطيرة.
- الرابعة: نفي الهامة.
- الخامسة: نفي الصفر.
- السادسة: أن الفأل ليس من ذلك، بل مستحب.
- السابعة: تفسير الفأل.
- الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهب به الله بالتوكل.
- التاسعة: ذكر ما يقول من وجده.
- العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك.
- الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فبرح ظبي، فبال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت، فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ". وفي إسناد انقطاع، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل. وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج

الصفرة سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق. كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك". هذا حد الطيرة المنهي عنها: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيها أرادة. ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه

1 سورة النساء آية: 79.

তাঁর প্রতি; আল্লাহ তার অন্তরে যা প্রথমে উদিত হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেন, কারণ একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরতা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকারী এই দু'আর মাধ্যমে তা তার অন্তর থেকে বিলীন হয়ে যায়।
এই হাদীসটি একথাই অন্তর্ভুক্ত করে যে, অশুভ লক্ষণ বা কুলক্ষণ তাকে ক্ষতি করতে পারে না যে একে অপছন্দ করে এবং নিজের পথে চলতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তার তাওয়াঙ্কুলকে খাঁটি করে না এবং শয়তানের প্ররোচনায় এই বিষয়ে নিমগ্ন হয়, তবে তাকে তার অপছন্দনীয় বিপদে পড়ার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হতে পারে; কারণ সে আল্লাহর প্রতি ঈমানের আবশ্যিক কর্তব্য থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এই বিশ্বাস থেকে বিমুখ হয়েছে যে, যাবতীয় কল্যাণ একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনিই তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর বান্দার জন্য তা বয়ে আনেন এবং তিনিই তাঁর ক্ষমতা, অনুগ্রহ ও ইহসানের মাধ্যমে এককভাবে তার থেকে অনিষ্ট দূর করেন। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকেই সকল কল্যাণ আসে এবং তিনিই তাঁর বান্দার থেকে অনিষ্ট প্রতিহত করেন। সুতরাং মানুষের ওপর যে অকল্যাণ আপতিত হয় তা তার নিজের পাপের কারণেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আপনার নিকট যে কল্যাণই আসুক তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ আপনার ওপর আপতিত হয় তা আপনার নিজের পক্ষ থেকেই} ১।

তাঁর বক্তব্য: "এবং তাঁর নিকট ফাদল ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস থেকে রয়েছে: 'কুলক্ষণ তো কেবল তা-ই যা তোমাকে কোনো কাজে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করে অথবা তা থেকে ফিরিয়ে রাখে'।"

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহ তাআলার বাণী: "জেনে রেখো, তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহর নিকট রয়েছে" -এর প্রতি সতর্ক করা, সাথে এই বাণীটি: {তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে}।

দ্বিতীয়: ছোঁয়াচে রোগের সংক্রামক শক্তির ধারণা অস্বীকার করা।

তৃতীয়: অশুভ লক্ষণের প্রভাব অস্বীকার করা।

চতুর্থ: পেঁচা সংক্রান্ত কুসংস্কার অস্বীকার করা।

পঞ্চম: সফর মাসের অশুভত্বের ধারণা অস্বীকার করা।

ষষ্ঠ: সুলক্ষণ (ফাল) এর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা মুস্তাহাব।

সপ্তম: সুলক্ষণ (ফাল)-এর ব্যাখ্যা।

অষ্টম: এই বিষয়ে অন্তরে যা উদিত হয় তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও কোনো ক্ষতি করে না, বরং আল্লাহ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে তা দূর করে দেন।

নবম: যে ব্যক্তি তা অনুভব করবে তার পঠিতব্য দুআর আলোচনা।

দশম: অশুভ লক্ষণ বা কুলক্ষণ যে শিরক - সেই স্পষ্ট ঘোষণা।

একাদশ: নিন্দনীয় অশুভ লক্ষণের ব্যাখ্যা।

ইমাম আহমদের নিকট ফাদল ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম, তখন একটি হরিণ দ্রুত চলে গেল এবং সে এক পাশে কাত হয়ে গেল, তখন আমি তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করলাম? তিনি বললেন: কুলক্ষণ তো কেবল তা-ই যা তোমাকে কোনো কাজে প্ররোচিত করে অথবা বাধা প্রদান করে।" এর সনদে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) রয়েছে, অর্থাৎ এর বর্ণনাকারী মাসলামাহ এবং ফাদলের মাঝে। তিনি হলেন ফাদল ইবনুল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। ইবনে মাঈন বলেছেন: তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন। অন্যরা বলেছেন: তিনি তেরো হিজরীতে মারজ আস-সুফফারের যুদ্ধে শহীদ হন, তখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর। আবু দাউদ বলেছেন: তিনি দামেস্কে শহীদ হন। তাঁর পরিধানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ম ছিল।

তাঁর বক্তব্য: "কুলক্ষণ তো কেবল তা-ই যা তোমাকে কোনো কাজে প্ররোচিত করে অথবা বাধা প্রদান করে।" এটিই হলো নিষিদ্ধ অশুভ লক্ষণের সংজ্ঞা: যা মানুষকে তার উদ্দিষ্ট কাজে এগিয়ে

যেতে চালিত করে অথবা তাকে এগিয়ে যেতে একইভাবে বাধা দেয়। আর সুলক্ষণ (ফাল), যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন...

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৭৯।

(ص: 316)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عليه وسلم فيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يبضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق والله أعلم.

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতে এক প্রকার সুসংবাদ রয়েছে, ফলে বান্দা তাতে আনন্দিত হয় তবে সে এর ওপর নির্ভর করে না; এটি সে যা সম্পাদন করে বা বর্জন করে তার বিপরীত, কারণ সেটির ওপর হৃদয়ের এক প্রকার নির্ভরতা থাকে। অতএব পার্থক্যটি অনুধাবন করুন, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ص: 316)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في التنجيم"
قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: " خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين،

قوله: "باب ما جاء في التنجيم".

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية".

وقال الخطابي: " علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء البطر، وتغير الأسعار؛ وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب، وتعاط لعلم قد استأثر الله به، ولا يعلم الغيب سواه".

قوله: "قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث:

পরিচ্ছেদ: জ্যোতিষশাস্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন: কাতাদাহ বলেছেন: "আল্লাহ এই নক্ষত্রগুলোকে তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন: আকাশের সৌন্দর্য হিসেবে, শয়তানদের বিতাড়নের অস্ত্র হিসেবে,

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: জ্যোতিষশাস্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে"।

শাইখুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "জ্যোতিষশাস্ত্র হলো আসমানি অবস্থার মাধ্যমে পার্থিব ঘটনাবলির ওপর প্রমাণ গ্রহণ করা।"

আল-খাত্তাবী বলেছেন: "নক্ষত্র বিজ্ঞানের যে অংশটি নিষিদ্ধ, তা হলো জ্যোতিষীদের সেই দাবি যা তারা ভবিষ্যৎ সময়ের সৃষ্টি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে করে থাকে। যেমন বাতাস প্রবাহের সময়, বৃষ্টিপাত, দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়; যেগুলোর জ্ঞান নক্ষত্রসমূহের কক্ষপথে বিচরণ এবং তাদের মিলন ও বিচ্ছেদের মাধ্যমে লাভ করা যায় বলে তারা দাবি করে। তারা ধারণা করে যে পার্থিব বিষয়াবলিতে এগুলোর প্রভাব রয়েছে। এটি তাদের পক্ষ থেকে অদৃশ্যের (গায়েব) ব্যাপারে অনধিকার চর্চা এবং এমন জ্ঞান অর্জনের অপচেষ্টা যা আল্লাহ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না।"

তাঁর কথা: "ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন: কাতাদাহ বলেছেন: আল্লাহ এই নক্ষত্রগুলোকে তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন:"

زينة للسماء، ورجوماً للشياطين؛ وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به".

هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حصيد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: "إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوماً للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه، وأخطأ حظه وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به، وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، والطويل والقصير، والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء" انتهى 1.

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين. وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين. فإننا لله وإنا إليه راجعون.

قوله: "خلق الله هذه النجوم لثلاث". قال تعالى: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ} 2. وقال تعالى: {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} 3. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من

1 في قرّة العيون: وقول قتادة -رحمه الله تعالى- يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به، هذا العلم مما ينافي التحيد ويوقع في الشرك؛ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى: (3: 35) (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) . وقال: (27: 65) (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون) .

2 سورة الملك آية: 5.

3 سورة النحل آية: 16.

আকাশের সৌন্দর্য হিসেবে, শয়তানদের বিতাড়নের জন্য এবং পথপ্রদর্শনের চিহ্ন হিসেবে; তাই যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করবে সে ভুল করবে এবং তার অংশ নষ্ট করবে, আর এমন বিষয়ে নিজেকে কষ্ট দেবে যার কোনো জ্ঞান তার নেই।

এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুয়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাঈদ, ইবনে জারির, ইবনে মুনযির এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতিব 'কিতাবুন নুজুম'-এ কাতাদাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যার শব্দসমূহ হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই নক্ষত্রগুলোকে তিনটি গুণের জন্য সৃষ্টি করেছেন: তিনি সেগুলোকে আকাশের সৌন্দর্য হিসেবে তৈরি করেছেন, সেগুলোর মাধ্যমে পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেগুলোকে শয়তানদের বিতাড়নের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কিছুতে জড়িত হয়, সে তার নিজের মতানুসারে কথা বলে, তার ভাগ্যে ভুল করে এবং তার অংশ নষ্ট করে; আর এমন বিষয়ে নিজেকে কষ্ট দেয় যার কোনো জ্ঞান তার নেই। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু লোক এই নক্ষত্রগুলোর বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র আবিষ্কার করেছে: যে ব্যক্তি এই এই নক্ষত্রের উদয়ে বিয়ে করবে, তার এই এই হবে; আর যে ব্যক্তি এই এই নক্ষত্রের উদয়ে সফর করবে, তার এই এই হবে। আমার জীবনের শপথ, এমন কোনো নক্ষত্র নেই যার উদয়কালে লাল এবং কালো, লম্বা এবং খাটো, সুন্দর এবং কুৎসিত (সব ধরনের মানুষই) জন্মগ্রহণ করে না। এই নক্ষত্রগুলো, এই প্রাণী বা এই পাখিগুলোর অদৃশ্য জগতের কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। যদি কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তবে অবশ্যই আদম

তা জানতেন, যাকে আল্লাহ তাঁর নিজের হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য ফেরেশতাদের সেজদাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে সমস্ত কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" সমাপ্ত। ১

তাবেয়ীদের যুগে যেসব অপকর্ম বা বিদআত সৃষ্টি হয়েছিল, এই ইমাম সেগুলো যেভাবে অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেছেন তা লক্ষ্য করুন। তাদের পরের প্রতিটি যুগে অনিষ্ট ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি বর্তমান সময়ে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সমস্ত শহরে এর বিপদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে; কেউ এতে বেশি লিপ্ত, কেউ বা কম। মানুষের মাঝে যারা এর প্রতিবাদ করবে তাদের পাওয়া এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে এবং দ্বীনের মাঝে এর কারণে মুসিবত অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

তাঁর কথা: "আল্লাহ এই নক্ষত্রগুলোকে তিনটির জন্য সৃষ্টি করেছেন।" আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর অবশ্যই আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপসমূহ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের বিতাড়নের মাধ্যম করেছি} ২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {এবং আরও অনেক চিহ্নসমূহ; আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ পায়} ৩। এতে একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নক্ষত্রগুলো নিকটবর্তী আসমানে অবস্থিত, যেমন ইবনে মারদুওয়াই ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিকটবর্তী আসমানের কথা এই যে, আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন..."

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এই জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁর যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাঁর জন্য এটিকে অস্বীকার করা এবং যারা এতে বিশ্বাস রাখে ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাদের প্রতিবাদ করা আবশ্যিক করে দিয়েছে। এই বিদ্যা তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকে নিপতিত করে; কারণ এটি ঘটনাগুলোকে তার স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে সম্পৃক্ত করে, আর স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্প অনুযায়ী, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: (৩৫: ৩) (আল্লাহ ছাড়া আর কি কোনো স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করবে?)। তিনি আরও বলেন: (২৭: ৬৫) (বলুন, আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহ ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না এবং তারা উপলব্ধিও করে না যে কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে)।

২ সূরা আল-মুলক আয়াত: ৫।

৩ সূরা আন-নাহল আয়াত: ১৬।

دخان، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وزينها ببصايبح، وجعلها رجوماً للشياطين، وحفظاً من كل شيطان رجيم."

قوله: "وعلامات" أي دلالات على الجهات "يهتدى بها" أي يهتدي بها الناس في ذلك. كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} 1 أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب، كما يعتقد المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: "فمن تأول فيها غير ذلك" أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير؛ لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه.

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن، ويصدق في كلمة ويكذب في مائة. وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدراً، فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ} 2. فقوله: "علامات" معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} 3. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه.

وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: 4 "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد" 5. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف الأئمة" رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعاً: "أخاف على أمتي ثلاثاً: حيف الأئمة، وإيماناً بالنجوم، وتكذيباً للقدر" 6. رواه ابن عساكر، وحسنه السيوطي.

وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يُرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنها.
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: "أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدر;
وإيماناً بالنجوم" 7. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم، وحسنه
السيوطي أيضاً. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة.

- 1 سورة الأنعام آية: 97.
- 2 سورة النحل آية: 15-16.
- 3 سورة النحل آية: 16.
- 4 تقدم تخريجه برقم [239].
- 5 رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس.
- 6 صحيح، أما حديث رجاء بن حيوة فمرسل. وأما حديث أبي محجن فأخرجه ابن
عبد البر في جامع بيان العلم (39/2) أيضاً وإسناده ضعيف كما في الصحيحة
(119/3). والحديث له شواهد كثيرة عن أبي الدرداء وأنس وغيرهما يرتقي بها إلى
درجة الصحة كما قال الألباني في الصحيحة (1127).
- 7 حسن أبو يعلى في مسنده (1023)، وابن عدي في الكامل (1350/4). وإسناده
ضعيف فيه يزيد الرقاشي إلا أن للحديث شواهد. وراجع تخريج (272). فالحديث
كما قال المناوي في الفيض (204/1): "حسن لغيره".

ধোঁয়া, আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চাঁদ, এবং একে সুশোভিত
করেছেন নক্ষত্ররাজি দিয়ে, আর একে শয়তানদের জন্য বিতাড়নের উপকরণ এবং প্রত্যেক
বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষার মাধ্যম করেছেন।

তাঁর বাণী: "এবং অনেক নিদর্শন" অর্থাৎ দিকসমূহের প্রমাণ "যদ্বারা পথ প্রদর্শিত হয়" অর্থাৎ
যদ্বারা মানুষ সেই সব ক্ষেত্রে পথ খুঁজে পায়। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর তিনিই
তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে

পাও} ১ অর্থাৎ যাতে তোমরা এগুলোর মাধ্যমে তোমাদের গন্তব্যস্থলের দিক চিনতে পারো। এর অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করা যাবে, যেমনটি জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করে থাকে। এর অসারতার দিকটি আগেই গত হয়েছে এবং এর কোনো বাস্তবতা নেই যেমনটি কাতাদাহ বলেছেন: "সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করবে" অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দাবি করবে, তবে সে ভুল করেছে। কারণ সে এমন কিছু দাবি করেছে যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, এবং সে তার কল্যাণের অংশ হারিয়েছে; কারণ সে নিজেকে এমন কাজে নিয়োজিত করেছে যা তার ক্ষতি করে এবং কোনো উপকার করে না।

যদি বলা হয়: জ্যোতিষী তো মাঝে মাঝে সত্য বলে? উত্তরে বলা হবে: তার সত্য বলা গণকের সত্য বলার মতো; সে একটি কথায় সত্য বলে আর একশটি মিথ্যা বলে। আর তার সত্য বলা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, বরং কখনও কখনও তা তকদিরের সাথে মিলে যায়, ফলে তা তাকে বিশ্বাসকারীর জন্য ফিতনা বা পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বর্ণিত: {আর তিনি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং তৈরি করেছেন নদ-নদী ও পথসমূহ যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও; আর অনেক নিদর্শনও} ২। তাঁর কথা: "নিদর্শন" শব্দটি জমিন সম্পর্কে পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর সংযোজিত হয়েছে। এরপর তিনি নতুনভাবে শুরু করে বলেছেন: {আর তারা নক্ষত্ররাজির সাহায্যেও পথ খুঁজে পায়} ৩। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এর মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বাতিল ঘোষণা করে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন তাঁর বাণী: ৪ "যে ব্যক্তি নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে জ্ঞানের কিছু অংশ গ্রহণ করল, সে জাদুবিদ্যার একটি অংশ গ্রহণ করল; সে যতটুকু বৃদ্ধি করবে (জাদুকরীও) ততটুকু বৃদ্ধি পাবে" ৫।

রাজা বিন হাইওয়াহ থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি আমার উম্মতের ওপর যে বিষয়গুলোর আশঙ্কা করি তা হলো: নক্ষত্ররাজিতে বিশ্বাস স্থাপন, তকদিরকে অস্বীকার করা এবং শাসকদের জুলুম।" এটি আবদ বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন। আবু মিহজান থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "আমি আমার উম্মতের ওপর তিনটি বিষয়ে আশঙ্কা করি: শাসকদের জুলুম, নক্ষত্ররাজিতে বিশ্বাস এবং তকদিরকে অস্বীকার করা" ৬। এটি ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন এবং সুযুতী একে হাসান বলেছেন।

কাতাদাহ চন্দ্রের মঞ্জিলসমূহ (অবস্থান) শেখা অপছন্দ করেছেন এবং ইবনে উইয়াইনাহ এতে অনুমতি দেননি। হারব তাঁদের উভয় থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আহমদ এবং ইসহাক চন্দ্রের মঞ্জিলসমূহ শেখার অনুমতি দিয়েছেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আলাহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "আমি আমার পরে আমার উম্মতের ওপর দুটি স্বভাবের আশঙ্কা করি: তকদিরকে অস্বীকার করা এবং নক্ষত্ররাজিতে বিশ্বাস স্থাপন" ৭। এটি আবু ইয়ালা, ইবনে আদি এবং খাতাব 'কিতাবুন নুজুম'-এ বর্ণনা করেছেন এবং সুয়ুতী একেও হাসান বলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিন্দা ও এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে।

১ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৯৭।

২ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৫-১৬।

৩ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৬।

৪ এর তাখরীজ ২৩৯ নম্বর ক্রমিকে গত হয়েছে।

৫ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ এটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬ সহীহ; রাজা বিন হাইওয়াহর হাদিসটি মুরসাল। আর আবু মিহজানের হাদিসটি ইবনে আব্দুল বার 'জামেউ বায়ানিল ইলম' (২/৩৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ যযীফ যেমনটি 'আস-সহীহাহ' (৩/১১৯) গ্রন্থে রয়েছে। তবে আবু দারদা, আনাস এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত এই হাদিসের অনেক শাহিদ বা সাক্ষী রয়েছে যার মাধ্যমে এটি সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেমনটি আলবানী 'আস-সহীহাহ' (১১২৭) গ্রন্থে বলেছেন।

৭ হাসান; আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে (১০২৩) এবং ইবনে আদি 'আল-কামিল' (৪/১৩৫০) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইয়াযিদ আর-রকাশী রয়েছেন যিনি যযীফ, তবে হাদিসটির শাহিদ বা সাক্ষী রয়েছে। ২৭২ নম্বর তাখরীজ দেখুন। সুতরাং হাদিসটি যেমনটি মুনাভী 'আল-ফাইজ' (১/২০৪) গ্রন্থে বলেছেন: "হাসান লি-গাইরিহি"।

قوله: "وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق".

قال الخطابي: "أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال، وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيها نهى عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة؛ فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، ومعرفتهم بها وصدقهم فيها أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفتهم". انتهى 1.

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: "والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير؛ فإنه باطل محرم، قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور".

قوله: "ذكره حرب عنهما" هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرمانى، الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة ثمانين ومائتين.

1 وحقيقة علم الفلك: معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها. وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقربة; ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا بها شيئاً كثيراً جداً من العوالم العلوية، حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض. وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقاً؛ لأنه كعلم الحساب. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل، فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال.

তাঁর কথা: "কাতাদাহ চাঁদের মানজিলসমূহ (অবস্থান) শিক্ষা করাকে অপছন্দ করতেন। ইবনে উয়াইনাহ এতে অনুমতি দেননি। হারব তাদের উভয়ের নিকট থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর আহমাদ ও ইসহাক মানজিলসমূহ শিক্ষা করার অনুমতি দিয়েছেন।"

আল-খাত্তাবী বলেন: "নক্ষত্রবিদ্যা যা পর্যবেক্ষণ ও সংবাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যার দ্বারা সূর্য চলে যাওয়া (যাওয়াল) চেনা যায় এবং কিবলার দিক জানা যায়, তা নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তা এজন্য যে, ছায়ার পর্যবেক্ষণ জানার বিষয়টি এর চেয়ে বেশি কিছু নয় যে, যতক্ষণ ছায়া হ্রাস পেতে থাকে ততক্ষণ সূর্য পূর্ব দিগন্ত থেকে আকাশের মধ্যভাগের দিকে উঠতে থাকে। আর যখন তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখন সূর্য আকাশের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে নামতে থাকে। এটি এমন এক জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুধাবন করা সঠিক। তবে এই শিল্পের পারদর্শীরা একে এমন কিছু যন্ত্রের মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন যেগুলোর দ্বারা পর্যবেক্ষক সময় পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষার ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। আর নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে কিবলার যে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হয়, তা মূলত এমন কিছু নক্ষত্র যা সেই ইমামগণ ও বিশেষজ্ঞগণ পর্যবেক্ষণ করেছেন যাদের দ্বিনি বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান, জ্ঞান এবং সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। যেমন কাবা শরীফের উপস্থিতিতে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং তা থেকে দূরে থাকা অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করা। সুতরাং তাদের জন্য এর মাধ্যমে দিকনির্দেশনা লাভ ছিল চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে, আর আমাদের জন্য তা তাদের সংবাদ গ্রহণের মাধ্যমে; কেননা আমাদের নিকট তারা তাদের দ্বিনির ব্যাপারে অভিযুক্ত নন এবং তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা ত্রুটিযুক্ত নন।" সমাপ্ত। ১

ইবনুল মুনিযির মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কোনো ব্যক্তি চাঁদের মানজিলসমূহ শিক্ষা করার মধ্যে কোনো সমস্যা দেখতেন না। ইবরাহীম থেকে বর্ণিত যে, তিনি পথ চেনার জন্য

নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে শিক্ষা করাকে দোষণীয় মনে করতেন না। ইবনে রাজাব বলেন: "যেটি শিক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা হলো গতিবিদ্যা (তাসযীর), প্রভাবের জ্ঞান (তাসীর) নয়; কেননা তা বাতিল ও হারাম, তার অল্প হোক বা বেশি। আর গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে, পথ চেনা, কিবলা জানা এবং রাস্তা চেনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা শিক্ষা করা জমহুর (অধিকাংশ) আলিমের নিকট জায়েজ।"

তাঁর কথা: "হারব তাদের উভয়ের নিকট থেকে এটি বর্ণনা করেছেন" - তিনি হলেন ইমাম আল-হাফিয হারব ইবনে ইসমাঈল আবু মুহাম্মাদ আল-কিরমানি, তিনি ইমাম আহমাদের বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে একজন ফকীহ। তিনি আহমাদ, ইসহাক, ইবনুল মাদীনী, ইবনে মাজীন ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর 'আল-মাসাইল' নামক একটি কিতাব রয়েছে যাতে ইমাম আহমাদ ও অন্যদের নিকট করা প্রশ্নসমূহ সংকলিত হয়েছে। তিনি দুইশ আশি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

১ আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাস্তবতা হলো: নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের গতিবিধি, তাদের স্থানান্তর এবং মানজিলসমূহ সম্পর্কে জানা। এটি জানার জন্য বর্তমানে হিসাবকারী যন্ত্র, দূরবীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানমন্দির ও যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে তারা উর্ধ্বজগত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে, এমনকি সেগুলো যেন এখন এই জমিনেরই অংশ হয়ে গেছে। এগুলোর কোনোটিতেই দ্বিমত হওয়া মোটেও সঠিক নয়; কেননা এটি গণিতশাস্ত্রের মতো। তবে এই নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের দিকে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যেমন মৃত্যু, জীবন, যুদ্ধ বা শান্তিকে সম্বন্ধ করা—এটি নিঃসন্দেহে মিথ্যা এবং পথভ্রষ্টতা।

(ص: 320) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال

أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضاً عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. قال: "وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر ". رواه أحمد وابن حبان في صحيحه".

هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وتبأه: " ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة: نهر يجري من فروع البومسات؛ يؤذي أهل النار ريح فروجهن ".

قوله: "وعن أبي موسى" هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار - بفتح البهلة وتشديد الضاد- أبي موسى الأشعري. صحابي جليل. مات سنة خمسين. قوله: " ثلاثة لا يدخلون الجنة ". هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم " 1. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل:

الأولى: الحكمة في خلق النجوم.

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.

الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.

تأويلها. وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته.

قوله: "مدمن الخمر" أي المداوم على شربها.

قوله: "وقاطع الرحم" يعني القرابة كما قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ} 2 الآية.

قوله: "ومصدق بالسحر" أي مطلقاً. ومنه التنجيم; لما تقدم من الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة.

1 ضعيف: أبو داود: الجهاد (2705) ، وأحمد (399/4) ، وابن حبان (1381، 1380-موارد) ، والحاكم (146/4) ، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2597) .
2 سورة محمد آية: 22.

আর ইসহাক হলেন ইসহাক ইবন ইব্রাহিম ইবন মাখলাদ আবু আইয়ুব আল-হানজালি আন-নিসাবুরি, যিনি ইবনে রাহওয়াইহ নামে পরিচিত ইমাম। তিনি ইবনুল মুবারক, আবু উসামা, ইবনে উয়ায়নাহ এবং তাঁদের সমপর্যায়ের রাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বলেন: ইসহাক আমাদের নিকট মুসলিমদের ইমামদের মধ্যে একজন ইমাম। তাঁর থেকে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন, আর তিনিও আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৩৯ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি বলেন: "আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তিন প্রকার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: মদ্যপানে আসক্ত, রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং জাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী।' এটি আহমাদ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"

এই হাদিসটি তাবারানি এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম বলেছেন: এটি সহীহ। যাহাবি তা সমর্থন করেছেন। হাদিসটির পূর্ণ অংশ হলো: "আর যে ব্যক্তি মদ্যপানে আসক্ত অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ তাকে 'গূতা' নদী থেকে পান করাবেন; এটি এমন এক নদী যা ব্যভিচারিণীদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত হয়; তাদের লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধে জাহান্নামবাসীরা কষ্ট পাবে।"

তাঁর উক্তি: "আবু মুসা থেকে" তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন কায়স ইবন সুলায়ম ইবন হাদ্দার -হা বর্ণে ফাতহা এবং দদ বর্ণে তাশদীদ সহ- আবু মুসা আল-আশআরি। তিনি একজন মহান সাহাবী। ৫০ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর উক্তি: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। এটি শাস্তির সতর্কবাণী সম্বলিত (ওয়াঈদ) এমন সব পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত যা সালাফগণ অপছন্দ করতেন মদ, জাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী।" ১। এটি আহমাদ এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এতে বেশ কিছু মাসআলাহ রয়েছে:

প্রথম: নক্ষত্র সৃষ্টির হিকমত বা প্রজ্ঞা।

দ্বিতীয়: যারা এর বিপরীত দাবি করে তাদের খণ্ডন।

তৃতীয়: নক্ষত্রের মঞ্জিলসমূহ শিক্ষা করার বিষয়ে মতভেদের উল্লেখ।

চতুর্থ: যে ব্যক্তি জাদুর কোনো বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে তার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি, যদিও সে জানে যে তা বাতিল।

এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। তাঁরা (সালাফগণ) বলেছেন: এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই অতিক্রম করতে দাও। আর যে ব্যক্তি এগুলোর অপব্যখ্যা করবে, সে ইলম ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম কথা হলো: শিরক এবং ইসলাম থেকে বের করে দেয় এমন কুফর ব্যতীত প্রতিটি অপরাধ আল্লাহর ইচ্ছাধীন; যদি তিনি তাকে শাস্তি দেন তবে সে শাস্তির যোগ্য ছিল, আর যদি তিনি তাকে ক্ষমা করেন তবে তা তাঁর অনুগ্রহ, মার্জনা এবং দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

তাঁর উক্তি: "মদ্যপানে আসক্ত" অর্থাৎ যে নিয়মিত মদ পান করে।

তাঁর উক্তি: "রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী" অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তবে কি তোমাদের নিকট এ আশা করা যায় যে, যদি তোমরা শাসনক্ষমতা লাভ কর তবে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?} ২ আয়াত।

তাঁর উক্তি: "জাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী" অর্থাৎ সাধারণভাবে জাদুকে বিশ্বাস করা। আর নক্ষত্রবিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত; যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা গেছে। হাদিসটি অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণ এটিই।

১ যয়ীফ: আবু দাউদ: জিহাদ (২৭০৫), আহমাদ (৪/৩৯৯), ইবনে হিব্বান (১৩৮০, ১৩৮১-মাওয়ারিদ), হাকেম (৪/১৪৬)। এর সনদ যয়ীফ, আলবানী 'যয়ীফ আল-জামি' (২৫৯৭) গ্রন্থে একে যয়ীফ বলেছেন।

২ সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২২।

(ص: 321)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال الذهبي في الكبائر: " ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها، وعقد البرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكليات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر- بل عامتها إلا الأقل- يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه; ولا الوعيد عليه". اهـ.

আয-যাহাবী ‘আল-কাবাইর’ গ্রন্থে বলেছেন: “এর অন্তর্ভুক্ত হলো সিমিয়া (এক প্রকার জাদু) শিক্ষা করা ও তার প্রয়োগ করা, স্বামীকে তার স্ত্রীর মিলন থেকে অক্ষম করে রাখা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা উদ্বেক করা, আর অজ্ঞাত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে এ জাতীয় অন্যান্য কাজ। তিনি বলেন: এবং কবির গুনাহসমূহের অনেকগুলো—বরং সামান্য কিছু বাদে এর অধিকাংশই—উম্মতের এক বিশাল অংশ এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানে না এবং এ বিষয়ে যে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে কিংবা যে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাছে পৌঁছেনি।” সমাপ্ত।

(ص: 321)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في الاستسقاء بالأنواء"
وقول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} 1.

قوله: "باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء".

أي من الوعيد، والمراد: نسبة السقياء ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع "نوء" وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: {الْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ} 2. يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، ويقولون: "مطرنا بنوء كذا وكذا". وإنما سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالشرق، أي نهض وطلع.

قال: "وقوله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} . روى الإمام أحمد والترمذي - وحسنه - وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ} يقول: شكركم {أَنْكُمْ

1 سورة الواقعة آية: 82.

2 سورة يس آية: 39.

পরিচ্ছেদ: নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে
এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর তোমরা তোমাদের রিযিক (অর্থাৎ নেয়ামতের শোকর) এই
বানাচ্ছ যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো।" ১

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে।"

অর্থাৎ এতে যে ধমকি বা সতর্কতা এসেছে। আর এর উদ্দেশ্য হলো: বৃষ্টি বর্ষণকে নক্ষত্রের (আনোয়া) দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা। 'আনোয়া' হলো 'নউ' শব্দের বহুবচন, আর এগুলো হলো চাঁদের মঞ্জিলসমূহ। আবুস সা'আদাত বলেন: এগুলো আটাশটি মঞ্জিল, চাঁদ প্রতি রাতে তার একটিতে অবস্থান করে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো মহান আল্লাহর বাণী: "এবং চাঁদের জন্য আমি মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছি।" ২। প্রতি তেরো রাত অন্তর সুবহে সাদেকের সময় পশ্চিম দিগন্তে একটি মঞ্জিল অস্ত যায় এবং একই সময়ে পূর্ব দিগন্ত থেকে তার বিপরীতে আরেকটি উদিত হয়। এভাবে বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবগুলোর আবর্তন পূর্ণ হয়। আরবরা ধারণা করত যে, একটি মঞ্জিল অস্ত যাওয়ার সময় এবং তার বিপরীতটি উদিত হওয়ার সময় বৃষ্টি হয়। তারা বৃষ্টির সম্বন্ধ সেই নক্ষত্রের দিকে করত এবং বলত: "আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি।" একে 'নউ' বলা হয় কারণ, যখন এর কোনো একটি অস্ত যায়, তখন পূর্ব দিগন্ত থেকে উদীয়মানটি 'না'আ' হয়, অর্থাৎ জেগে ওঠে এবং উদিত হয়।

তিনি বলেন: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: 'আর তোমরা তোমাদের রিযিক এই বানাচ্ছ যে, তোমরা অস্বীকার করছো।' ইমাম আহমাদ, তিরমিযী (তিনি একে হাসান বলেছেন), ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম এবং দিয়া আল-মাকদিসী 'আল-মুখতার' গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: '{আর তোমরা তোমাদের রিযিক}' অর্থাৎ তোমাদের শোকর (কৃতজ্ঞতা) '{এই যে তোমরা...}'"

১. সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৮২।

২. সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩৯।

(ص: 322) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

تُكَذِّبُونَ { تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا: بنجم كذا وكذا " 1. وهذا أولى ما فسرته به الآية. وروى ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني

وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية.

قال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قوله: "عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب; والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم; والنياحة". وقال: "النائحة إذا لم تنب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". رواه مسلم". أبو مالك: اسمه الحارث بن الحارث الشامي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.

قوله: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن" ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث، سوا بذلك لفرط جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف، ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية، بلغ مائة وعشرين مسألة². قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين

1 ضعيف. أحمد (108، 131/1) والترمذي: كتاب التفسير (3295) : باب ومن سورة الواقعة وقال: حسن غريب صحيح. وابن جرير (119/27) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (299/4) . وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وقد جاء موقوفاً على ابن عباس رواه سعيد بن منصور في سننه، وإسناده صحيح كما في الفتح (522/2) .

2 كتاب مسائل الجاهلية طبع في المطبعة السلفية، وهو نفيس جدا ككل كتب شيخ الإسلام التي تفيض علماً ونوراً، رحمه الله.

"তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো" অর্থাৎ তোমরা বলো: অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। ১. এটিই এই আয়াতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। এটি আলী, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহহাক, আতা আল-খুরাসানি ও অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত। এর মাধ্যমেই এই আয়াতের মাধ্যমে গ্রন্থকারের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দলিল পেশ করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

ইবনুল কাইয়িম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: অর্থাৎ তোমাদের এই রিযিক বা জীবনোপকরণ থেকে তোমাদের অংশ করছ একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে, যা দ্বারা তোমাদের জীবন টিকে আছে; অর্থাৎ কুরআনকে। হাসান (রহ.) বলেন: তোমরা কুরআন থেকে তোমাদের অংশ ও ভাগ্য এটাই নির্ধারণ করেছ যে, তোমরা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তিনি আরও বলেন: সেই বান্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যার কুরআনের অংশ কেবল একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই হলো।

তাঁর উক্তি: "আবু মালেক আল-আশআরি (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'আমার উম্মতের মাঝে জাহেলিয়াতের চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে যা তারা বর্জন করবে না: আভিজাত্যের গৌরব করা, বংশমর্যাদায় আঘাত করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করে কান্নাকাটি করা।' তিনি আরও বলেন: 'বিলাপকারী নারী যদি তার মৃত্যুর আগে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে তার পরিধানে থাকবে আলকাতরার পোশাক এবং খুজলিযুক্ত বর্ম।' এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।" আবু মালেক: তাঁর নাম আল-হারিস ইবনুল

হারিস আশ-শামি। তিনি একজন সাহাবী, যাঁর থেকে কেবলমাত্র আবু সালাম বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছাড়াও আরও দুইজন আবু মালেক আল-আশআরি রয়েছেন। তাঁর উক্তি: "আমার উম্মতের মাঝে জাহেলিয়াতের চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে যা তারা বর্জন করবে না" - এই উম্মত এই কাজগুলো করবে, হয় তা হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অথবা এ ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে, যদিও এগুলো জাহেলিয়াতের নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও হারাম কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে জাহেলিয়াত বলতে উদ্দেশ্য হলো: রাসুলুল্লাহর আগমনের পূর্ববর্তী সময়; তাদের চরম মূর্খতার কারণে তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তার বিপরীত সবকিছুই জাহেলিয়াত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের অনেক বা অধিকাংশ বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন, যা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা এবং সুন্নাহর জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। আমাদের শাইখের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে তিনি জাহেলিয়াতের লোকদের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন তা উল্লেখ করেছেন, যা একশত বিশটি মাসআলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ২.

শাইখুল ইসলাম (রহমাতুল্লাহি তাআলা) বলেন: "তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে জাহেলিয়াতের কিছু বিষয় সকল মানুষ বর্জন করবে না, যা মূলত তাদের নিন্দাস্বরূপ যারা তা বর্জন করবে না। এটি এ কথাই দাবি করে যে, জাহেলিয়াতের যা কিছু বিষয় ও কর্মকাণ্ড রয়েছে তার সবই দ্বীনের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়..."

১. দুর্বল। আহমাদ (১/১০৮, ১৩১) এবং তিরমিযী: কিতাবুত তাফসির (৩২৯৫): সূরা আল-ওয়াকিয়াহর অধ্যায় এবং তিনি বলেছেন: হাসান গারীব সহীহ। ইবনে জারীর (২৭/১১৯) এবং ইবনে আবি হাতিম যেমনটি ইবনে কাসীরের তাফসিরে (৪/২৯৯) রয়েছে। এর সনদে আব্দুল আ'লা ইবনে আমের আস-সা'লাবি রয়েছেন যিনি দুর্বল, তবে এটি ইবনে আব্বাসের ওপর মাকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যা সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ যেমনটি আল-ফাতহ-এ (২/৫২২) রয়েছে।

২. মাসাইলুল জাহেলিয়াহ কিতাবটি আল-মাতবাহা আস-সালাফিয়াহ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থ যেমনটি শাইখুল ইসলামের অন্যান্য সকল কিতাব যা জ্ঞান ও নূরে ভরপুর, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

الإسلام؛ وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها،
الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم،
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} 1. فإن في ذلك ذماً للتبرج وذماً لحال الجاهلية الأولى، وذلك
يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.

قوله: "الفخر بالأنساب" أي التعاضد على الناس بالآباء ومآثرهم؛ وذلك جهل
عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} 2.
وقال تعالى: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ} 3.
ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها
بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب،
ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على
الله من الجعلان" 4.

قوله: "والطعن في الأنساب" أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولها عَيْرٌ أبو ذر رضي
الله عنه رجلاً بأمه 5 قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 6 "أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ
فيك جاهلية". متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية؛ وأن
المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية،
ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله.

قوله: "والاستسقاء بالنجوم" أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم. كما أخرج
الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: " أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاء بالنجوم، وحييف السلطان، وتكذيباً بالقدر " 7.

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا. فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء البيت والغائب يجلب لهم نفعاً، أو يدفع عنهم ضراً. أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث

1 سورة الأحزاب آية: 33.

2 سورة الحجرات آية: 13.

3 سورة سبأ آية: 37.

4 حسن. أبو داود: كتاب الأدب (5116) : باب في التفاخر بالأحساب. وحسنه

المنذري في الترغيب (614/3) ، وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (ص73) .

5 وإنما عيره بسوادها فقط. فقال له: يا ابن السوداء. فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان؟.

6 278- البخاري: كتاب الإيمان (30) ; باب المعاصي من أمر الجاهلية واللفظ له.

ومسلم: كتاب الإيمان (1661) (38) : باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما

يلبس. عن أبي ذر رضي الله عنه، وأبو داود: الأدب (5157) ، وأحمد (161/5) .

7 صحيح. أحمد (89،90/5) . وصححه الألباني لشواهدة في السنة لابن أبي عاصم

رقم (324) وراجع تخريج رقم [272] .

ইসলাম; অন্যথায় এই অপকর্মগুলোকে জাহেলিয়াতের দিকে সম্বন্ধ করার মধ্যে সেগুলোর কোনো নিন্দা থাকত না।

আভিজাত্য নিয়ে অহংকার করা, বংশ তুলে খোটা দেওয়া এবং নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

আর এটা সুবিদিত যে, এগুলোকে জাহেলিয়াতের দিকে সম্বন্ধ করা নিন্দার উদ্দেশ্যেই হয়েছে; যেমনটি মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করো না।" ১। নিশ্চয় এতে বেপর্দা বা সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিন্দা এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের অবস্থার নিন্দা রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকে আবশ্যিক করে।

তাঁর বক্তব্য: "বংশ নিয়ে অহংকার" অর্থাৎ পূর্বপুরুষ এবং তাদের কীর্তি নিয়ে মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা; আর এটা এক মহা মূর্খতা, কেননা তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।" ২। মহান আল্লাহ আরও বলেন: "আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে; তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্যই রয়েছে তাদের আমলের বহুগুণ প্রতিদান এবং তারা জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহে শান্তিতে থাকবে।" ৩। আবু দাউদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে গৌরব করা দূর করে দিয়েছেন। মানুষ হয় মুত্তাকী মুমিন, অথবা হতভাগা পাপাচারী। সব মানুষই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা যেন অবশ্যই এমন কওমকে নিয়ে গর্ব করা বর্জন করে যারা জাহান্নামের কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়, অন্যথায় তারা আল্লাহর কাছে গোবরে পোকার চেয়েও তুচ্ছ গণ্য হবে।" ৪।

তাঁর বক্তব্য: "বংশ তুলে খোটা দেওয়া" অর্থাৎ দোষারোপ ও অবমাননার মাধ্যমে বংশমর্যাদাকে আক্রমণ করা। যখন আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে তার মায়ের নাম ধরে লজ্জা দিয়েছিলেন ৫, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন: ৬ "তুমি কি তাকে তার মায়ের নাম ধরে লজ্জা দিলে? তুমি এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। এটি প্রমাণ করে যে, বংশ নিয়ে খোটা দেওয়া জাহেলিয়াতের কাজ; এবং একজন মুসলিমের মধ্যে জাহেলিয়াত, ইহুদিবাদ বা খ্রিস্টবাদ হিসেবে নামকৃত এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটি থাকতে পারে, কিন্তু তার কারণে সে কাফের বা ফাসেক হয়ে যায় না। এটি শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা" অর্থাৎ বৃষ্টির সম্বন্ধ নক্ষত্রের (নাও-এর) দিকে করা, যা হলো নক্ষত্রের অস্ত যাওয়া। যেমনটি ইমাম আহমাদ এবং ইবনে জারির জাবির আস-

সুওয়াই থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আমি আমার উম্মতের ওপর তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করছি: নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা, সুলতানের (শাসকের) জুলুম এবং তাকদিরকে অস্বীকার করা।" ৭।

সুতরাং তাদের কেউ যখন বলে: "অমুক নক্ষত্র বা অমুক লগ্নের কারণে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে", তবে বিষয়টি দুই অবস্থা থেকে খালি নয়: হয় সে বিশ্বাস করে যে বৃষ্টি বর্ষণে ঐ নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে, আর এটি হলো শিরক ও কুফর। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এটাই বিশ্বাস করত, যেমন তাদের বিশ্বাস ছিল যে মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকার মাধ্যমে তারা লাভবান হতে পারে অথবা ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে; কিংবা তাদের ডাকার মাধ্যমে তারা সুপারিশ করবে—এটাই হলো সেই শিরক যা...

১ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৩৩।

২ সূরা আল-হুজুরাত আয়াত: ১৩।

৩ সূরা সাবা আয়াত: ৩৭।

৪ হাসান। আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫১১৬): বংশমর্যাদা নিয়ে গৌরব করা অধ্যায়।

মুনযিরি 'আত-তারগিব' গ্রন্থে (৩/৬১৪) এটিকে হাসান বলেছেন এবং ইবনে তাইমিয়াহ 'আল-ইকতিদা' গ্রন্থে (পৃ. ৭৩) একে সহিহ বলেছেন।

৫ তিনি কেবল তার কালো বর্ণের জন্য তাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন: "হে কালো মহিলার পুত্র।" বর্তমান যুগের মানুষের কী অবস্থা, যারা তাদের কলম ও জিহ্বাকে অবাধে ছেড়ে দিয়েছে?

৬ ২৭৮- বুখারি: কিতাবুল ঈমান (৩০); জাহেলিয়াত যুগের গুনাহসমূহের বর্ণনা অধ্যায় এবং শব্দগুলো তাঁর। মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৬৬১) (৩৮): অধ্যায়: গোলামকে তাই খাওয়ানো যা নিজে খায় এবং তাই পরানো যা নিজে পরে। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ: আদব (৫১৫৭), আহমাদ (৫/১৬১)।

৭ সহিহ। আহমাদ (৫/৮৯, ৯০)। আলবানী ইবনে আবি আসিম-এর 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে (নম্বর ৩২৪) এর অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে একে সহিহ বলেছেন। দেখুন তাহকিক নম্বর [২৭২]।

الله رسوله صلي الله عليه وسلم بالنهاي عنه وقتال من فعله. كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} 1. والفتنة الشرك، وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاً، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع: بأنه يحرم قول: "مطرنا بنوء كذا". وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافاً. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركاً أصغر. والله أعلم.

قوله: "والنياحة" أي رفع الصوت بالندب على الميت²؛ لأنها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" 3. رواه مسلم.

قوله: "والنائحة إذا لم تتب قبل موتها" فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضاً بالחסنات المأخوذة والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عن من لا يشرك به شيئاً. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً: "إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" 4. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان.

قوله: "تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلبخن بالقطران،

فيكون لهن كالقصص؛ حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن،
وألهن بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس: إن القطران هو النحاس المذاب.⁵

1 سورة الأنفال آية: 39.

2 وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية.

3 مسلم: الجنائز (934)، وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1581)، وأحمد (344/5، 342/5).

4 حسن. أحمد (132/2، 153) والترمذي: كتاب الدعوات (3537): باب في فضل التوبة والاستغفار. وحسنه. وابن ماجه: كتاب الزهد (4253): باب ذكر التوبة. وابن حبان (2249-موارد). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1899).

5 ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى: (14: 49، 50) (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراييلهم من قطران).

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা থেকে নিষেধ করতে এবং যারা এটি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" ১। আর ফিতনা হলো শিরক। অথবা যেমন কেউ বলল: "অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে," কিন্তু সে বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহই বৃষ্টি বর্ষণকারী। তবে সে ধারণা করে যে ওই নক্ষত্রের অঙ্গমিত হওয়ার সময় বৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সঠিক মত হলো: নক্ষত্রের দিকে বৃষ্টির সম্বন্ধ করা হারাম, চাই তা রূপক অর্থেই হোক না কেন। ইবনে মুফলিহ 'আল-ফুর' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন যে, "অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছে" বলা হারাম। আর 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থেও এটি রূপক অর্থে বলাকেও হারাম হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আর এর কারণ হলো, বক্তা এমন একটি বিষয়কে এক অনুগত সৃষ্টির দিকে সম্বন্ধ করেছে—যে সৃষ্টি কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোনো কিছুর ওপরই তার সামর্থ্য

নেই—যা মূলত মহান আল্লাহর কাজ এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা করতে সক্ষম নয়। ফলে এটি ছোট শিরক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাঁর কথা: "এবং বিলাপ করা" অর্থাৎ মৃতের জন্য উচ্চস্বরে শোক প্রকাশ করে ক্রন্দন করা; ২ কারণ এটি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, যা আবশ্যিকীয় ধৈর্যের পরিপন্থী। আর কঠোর হুঁশিয়ারি ও শাস্তির ঘোষণা থাকায় এটি কবির গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেছেন: "বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার তৈরি জামা এবং খোস-পাঁচড়ার তৈরি বর্ম থাকবে।" ৩। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কথা: "বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে"—এতে এই সতর্কতা রয়েছে যে, তওবা গুনাহ মিটিয়ে দেয় যদিও তা অনেক বড় হয়। এ বিষয়টি সাধারণভাবে সর্বসম্মত। এছাড়া গুনাহ আরও মোচন হয় পাপমোচনকারী নেক আমল, বিপদ-আপদ, একে অপরের জন্য মুসলমানদের দোয়া, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করেনি তার প্রতি আল্লাহর ক্ষমার মাধ্যমে। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে এসেছে: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।" ৪। এটি আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কথা: "তাকে কিয়ামতের দিন দাঁড় করানো হবে এবং তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও খোস-পাঁচড়ার বর্ম।" কুরতুবী বলেন: 'সিরবাল' হলো 'সারাবীল'-এর একবচন, যার অর্থ পোশাক ও কামিজ। অর্থাৎ তাদের শরীর আলকাতরা দ্বারা লেপে দেওয়া হবে, যা তাদের জন্য কামিজের মতো হয়ে যাবে; যাতে তাদের শরীরে আগুনের দহন আরও তীব্র হয়, তাদের শরীরের দুর্গন্ধ আরও প্রকট হয় এবং খোস-পাঁচড়ার কারণে তাদের যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায়। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: 'ক্বাতরান' হলো গলিত তামা। ৫।

১ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৯।

২ এবং গালে চড় মারা, কাপড়ের বুক চেরা (বক্ষ বিদীর্ণ করা) এবং জাহেলিয়াতের ডাক দেওয়া।

৩ মুসলিম: জানাজা (৯৩৪), ইবনে মাজাহ: জানাজা অধ্যায় (১৫৮১), আহমদ (৫/৩৪২, ৫/৩৪৪)।

৪ হাসান। আহমদ (২/১৩২, ১৫৩) এবং তিরমিযী: দোয়া অধ্যায় (৩৫৩৭), তওবা ও ইস্তিগফারের মর্যাদা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। তিনি একে হাসান বলেছেন। ইবনে মাজাহ: যুহুদ অধ্যায় (৪২৫৩), তওবা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। ইবনে হিব্বান (২২৪৯-মাওয়ারিদ)। আলবানী 'সহীহুল জামি' গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন (১৮৯৯)।

৫ হাফিজ ইবনে কাসীর ও অন্যান্যরা মহান আল্লাহর এই বাণীর তাফসীরে এটি উল্লেখ করেছেন: (১৪: ৪৯, ৫০) "আর তুমি সেদিন অপরাধীদের দেখবে শিকলে বাঁধা। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে।"

(ص: 325) فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

قال: "ولهما 1 عن زيد بن خالد قال: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب " 2".

زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين، وقيل: غير ذلك، وله خمس وثمانون سنة.

قوله: "صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازاً، وإنما الصلاة لله.

قوله: "بالحديبية" بالهملزة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل 3.

قوله: "على إثر سماء كانت من الليل" بكسر الهمة وسكون المثلثة على المشهور: وهو ما يعقب الشيء.

قوله: "سماء" أي مطر؛ لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع.

قوله: "فلما انصرف" أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: "أقبل على الناس" ويحتمل أنه أراد السلام.

قوله: "هل تدرون" لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي: "ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟" 4. وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم.

فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قوله: "قالوا الله ورسوله أعلم" فيه حسن الأدب للمسئول عما لا يعلم أن يكل العلم إلى

-
- 1 رواه البخاري في الصلاة في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم؛ وفي الاستسقاء في باب قول الله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (71) (125) : باب بيان كفر من قال مطرنا بأنواع.
 - 2 البخاري: الجمعة (1038) ، ومسلم: الإيمان (71) ، وأبو داود: الطب (3906) ، وأحمد (117/4) ، ومالك: النداء للصلاة (451) .
 - 3 قرية على حدود الحرم، وتسمى الآن الشبيسي. وكان فيها صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة ست من الهجرة، وكان هذا الصلح الفتح المبين.
 - 4 صحيح. أحمد (116/4) ، النسائي (164، 165/3) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (1326) .

তিনি বলেন: "তঁরা উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) যাইদ বিন খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে রাতের বেলা হয়ে যাওয়া বৃষ্টির পর আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?

তারা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আর কেউ কাফির হয়ে ভোরে উপনীত হয়েছে। যে বলেছে: আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে: অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রে বিশ্বাসী।""

যায়িদ বিন খালিদ আল-জুহানি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, তিনি আটষটি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশ বছর।

তাঁর কথা: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য সালাত আদায় করেছেন" অর্থাৎ আমাদের নিয়ে। এখানে 'লাম' বর্ণটি 'বা' বর্ণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাফেজ বলেন: এতে রূপকভাবে এর প্রয়োগ রয়েছে, কেননা সালাত তো কেবল আল্লাহরই জন্য।

তাঁর কথা: "হুদাইবিয়াতে" এখানে প্রথম বর্ণে পেশ এবং 'ইয়া' বর্ণটি হালকা (তাশদীদহীন) ও ভারী (তাশদীদযুক্ত) উভয়ভাবেই পড়া যায়।

তাঁর কথা: "রাতের বেলা হয়ে যাওয়া বৃষ্টির পর" এখানে 'হামযা'র নিচে যের এবং 'সা' বর্ণে সুকুন—এটিই প্রসিদ্ধ মত: এর অর্থ কোনো কিছু পরপরই সংঘটিত হওয়া।

তাঁর কথা: "আসমান" অর্থাৎ বৃষ্টি; কারণ তা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। আর আসমান শব্দটি উঁচুতে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তাঁর কথা: "যখন তিনি ফিরলেন" অর্থাৎ তাঁর সালাত থেকে। অর্থাৎ মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফেরালেন, যেমনটি পরবর্তী অংশ নির্দেশ করে:

তাঁর কথা: "মানুষের দিকে মুখ ফেরালেন" এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি সালাম ফেরানো উদ্দেশ্য করেছেন।

তাঁর কথা: "তোমরা কি জানো" এটি একটি প্রশ্নবোধক শব্দ যার অর্থ হলো মনোযোগ আকর্ষণ করা। নাসায়ীতে এসেছে: "আজ রাতে তোমাদের রব কী বলেছেন তোমরা কি তা শোনোনি?"

আর এটি হাদীসে কুদসীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে আলেমের জন্য তাঁর সাথীদের কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার বিষয়টি রয়েছে যাতে তিনি তাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

তবে যে ব্যক্তি বলেছে: আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা বৃষ্টি পেয়েছি, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি...

তাঁর কথা: "তারা বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত" এতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি যদি তা না জানেন, তবে সেই জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতি অর্পণ করার উত্তম শিষ্টাচার ফুটে উঠেছে।

১. ইমাম বুখারী এটি সালাত অধ্যায়ে 'সালাম ফেরানোর পর ইমামের মানুষের দিকে মুখ ফেরানো' পরিচ্ছেদে; এবং ইস্তিসকা অধ্যায়ে আল্লাহর বাণী: (আর তোমরা তোমাদের রিযিকের শুকরিয়া এই আদায় করছ যে, তোমরা একে মিথ্যা বলছ) পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ঈমান কিতাবে (৭১) (১২৫): 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বলা ব্যক্তির কুফরী বর্ণনা' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

২. বুখারী: জুমুআ (১০৩৮), মুসলিম: ঈমান (৭১), আবু দাউদ: তিব (৩৯০৬), আহমাদ (৪/১১৭), মালিক: নিদাউস সালাত (৪৫১)।

৩. এটি হারামের সীমানায় অবস্থিত একটি গ্রাম, বর্তমানে একে শুমাইসি বলা হয়। সেখানে হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল এবং এই সন্ধি ছিল 'প্রকাশ্য বিজয়'।

৪. সহীহ। আহমাদ (৪/১১৬), নাসায়ী (৩/১৬৪, ১৬৫)। আলবানী সহীহুল জামি'তে (১৩২৬) একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 326) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عالمه. وذلك يجب 1.

قوله: "أصبح من عبادي" الإضافة هنا للعبوم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَبْنُكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} 2.

قوله: "مؤمن بي وكافر" إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية، والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه

نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضاً الباء تحتل معاني، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله، فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقاً لفساد المعنى. 3 وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف رحمه الله: "وفيه التفتن للإيمان في هذا الموضع" يشير إلى أنه الإخلاص.

قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "4. قوله: "فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته" فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات: كالحياة

1 وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا حاضر المجلس؛ فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه. وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنيا، فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله وحده. فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقولهم: "الله ورسوله أعلم".

2 سورة التغابن آية: 2.

3 وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون، كقولهم: يا ربنا بمحمد وببنته، ونحو ذلك من ألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية.

4 البخاري: الأذان (846) والجمعة (1038) ، ومسلم: الإيمان (71) ، وأبو داود:
الطب (3906) ، وأحمد (117/4) .

১.

তাঁর বাণী: "আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ভোরে উপনীত হয়েছে..." এখানে সম্বন্ধটি ব্যাপকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রমাণ হলো মুমিন ও কাফিরে বিভক্ত করা। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: "তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মুমিন।" ২.

তাঁর বাণী: "আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী" - যদি কেউ বিশ্বাস করে যে বৃষ্টি বর্ষণে নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে, তবে এটি কুফর; কারণ সে রুবুবিয়াতে (প্রভুত্বে) শিরক করল, আর মুশরিক হলো কাফির। আর যদি সে তা বিশ্বাস না করে, তবে তা ছোট শিরক; কারণ সে আল্লাহর নেয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে এবং আল্লাহ নক্ষত্রকে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ বানাননি। বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত; তিনি চাইলে তা আটকে রাখেন এবং চাইলে বর্ষণ করেন।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কার্যাবলীকে রূপক অর্থেও অন্য কারো দিকে সম্বন্ধ করা কারো জন্য জায়েয নয়। এছাড়া 'বা' বর্ণটি বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, কিন্তু এই শব্দের ক্ষেত্রে তার কোনটিই সঠিক নয়। এটি কারণ বুঝাতে নয়, আবার সাহায্য প্রার্থনা বুঝাতেও নয়; কারণ আপনি জেনেছেন যে তা বাতিল। আবার তা সহগামিতা বুঝাতেও সঠিক নয়; কারণ এই সময়ে বৃষ্টি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। বরং বৃষ্টি তখনই হয় যখন আল্লাহ তাঁর রহমত, হিকমত ও অনুগ্রহে তা বর্ষণের ইচ্ছা করেন। সুতরাং এই নিষিদ্ধ শব্দে 'বা' বর্ণটি যে অর্থেই বহন করুক না কেন, তা ভ্রান্ত। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের বিকৃতির কারণে এই শব্দটি বলা নিরঙ্কুশভাবে হারাম। ৩ এবং 'আল-ফুর' ও 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যে এটি হারাম হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে।

লেখক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এবং এতে এই স্থানে ঈমান সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে" - তিনি এর দ্বারা ইখলাস বা একনিষ্ঠতাকে বুঝিয়েছেন।

তিনি বলেছেন: "আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি পেয়েছি, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।" ৪।

তাঁর বাণী: "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলল: আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টি পেয়েছি" - অনুগ্রহ এবং রহমত আল্লাহর দুটি গুণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাব হলো: আল্লাহ নিজের জন্য যে সব গুণাবলি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যা বর্ণনা করেছেন, তা আল্লাহর সত্তাগত গুণ: যেমন জীবন...

১ তাদের এই উত্তর ফিরিয়ে দেওয়া কেবল তখনই সঠিক ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পার্থিব জীবনে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন; কারণ তখন ইলম বা জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে এবং তারপর তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তিনি ইন্তেকাল করার পর এবং এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর, ইলমকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দিকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বর্তমানে মানুষের এই বাক্যটি ব্যবহার করা এবং তাদের এই বলা যে: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন" - এটি একটি ভুল।

২ সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ২।

৩ একইভাবে মূর্খরা যা ব্যবহার করে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন তাদের বলা: "হে আমাদের রব! মুহাম্মাদের উসিলায় এবং তাঁর কন্যার উসিলায়" এবং তাদের মূর্খতাপ্রসূত উসিলা ও দোয়ায় এ জাতীয় অন্যান্য শব্দাবলী।

৪ বুখারী: আল-আযান (৮৪৬) এবং আল-জুমুআহ (১০৩৮), মুসলিম: আল-ঈমান (৭১), আবু দাউদ: আত-তিব্ব (৩৯০৬), আহমাদ (৪/১১৭)।

(ص: 327) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والعلم، وصفات الأفعال؛ كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمدها عليها، وهذه حال أهل التوحيد.

قوله: "وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا" إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: "وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع".
يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر؛ فيكون من كفر النعم، لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} 1.

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: "وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق، وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم". انتهى.

قوله: "فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد" يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: {وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} 2. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره. فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.

ولها من حديث ابن عباس معناه، وفيه: "قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

এবং জ্ঞান, ও কার্যাবলি সংক্রান্ত গুণাবলি; যেমন রহমত যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করেন, এ সবই আল্লাহর গুণাবলি যা তাঁর সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত, অন্যের সাথে নয়। সুতরাং এই বিষয়টি লক্ষ্য করুন, কারণ এতে অনেক দল ভুল করেছে।

আর এই হাদিসে রয়েছে: আল্লাহর নেয়ামতসমূহ তিনি ছাড়া অন্য কারো দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ নয়, বরং এর জন্য কেবল তাঁরই প্রশংসা করতে হবে; আর এটাই হলো তাওহিদপন্থীদের অবস্থা।

তাঁর কথা: "আর যে ব্যক্তি বলে: অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে" শেষ পর্যন্ত; এর সংশ্লিষ্ট আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন: "এর মাধ্যমে এই স্থানে কুফর সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়।"

তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, নেয়ামতকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে সম্বন্ধ করা কুফরি। এই কারণেই কিছু আলেম একে হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য মত দিয়েছেন, যদিও কেউ বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে নক্ষত্রের প্রভাব থাকার বিশ্বাস পোষণ না করে। কারণ এটি নেয়ামত অস্বীকার করার অন্তর্ভুক্ত হবে, যেহেতু একে প্রকৃত দাতার দিকে সম্বন্ধ করা হয়নি বরং অন্যের দিকে করা হয়েছে। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে আসবে: "তারা আল্লাহর নেয়ামত চিনতে পারে, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে।" ১

কুরতুবী য়ায়েদ বিন খালিদ-এর হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: "আরবদের নিয়ম ছিল, যখন পূর্ব দিগন্তে কোনো নক্ষত্র উদিত হতো এবং পশ্চিমে অন্য একটি অস্ত যেত, আর তখন যদি বৃষ্টি বা বায়ু প্রবাহিত হতো, তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা উদিত নক্ষত্রের দিকে এবং কেউ কেউ অস্তগামী নক্ষত্রের দিকে সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের সম্বন্ধ করত এবং হাদিসে উল্লিখিত কথাটি বলত। তাই শরিয়ত প্রণেতা এই কথা বলা থেকে নিষেধ করেছেন; যাতে কেউ তাদের মতো বিশ্বাস পোষণ না করে এবং তাদের কথার সাথে সাদৃশ্য না রাখে।" সমাপ্ত।

তাঁর কথা: "তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে সৃষ্টির সম্বন্ধ করত" - এটি প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনটি বিশ্বাস করত না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।" ২। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল যারা জানত এবং স্বীকার করত যে আল্লাহই বৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন। তবে তারা হয়তো বিশ্বাস করত যে এতে নক্ষত্রের কোনো প্রভাব রয়েছে। আর কুরতুবী তাঁর ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে বলেননি যে, সমস্ত আরব তাঁর উল্লিখিত সেই বিশ্বাস পোষণ করত। তাই উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণে এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ওপর কোনো আপত্তি আসে না।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ অর্থের হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যাতে রয়েছে: "তাদের কেউ কেউ বলল: অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য হয়েছে। তখন আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাজিল করলেন: 'আমি নক্ষত্ররাজির অস্ত্রাচলের শপথ করছি। আর নিশ্চয় এটি এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে!'"

(ص: 328)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "ولهما من حديث ابن عباس بعناه، وفيه: قال بعضهم: "لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} 1. وبلغه عن ابن عباس قال: "مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكراً، ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا". فقال: فنزلت هذه الآية: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ}."

هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} . فتكون "لا" صلة لتأكيد النفي؛ فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: " {فَلَا أُقْسِمُ} فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقي: أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً في السنين بعد2، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء. وقال

মজাহদ: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقتها. واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه- وهو القرآن- من وجوه:

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة، وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم رحمه الله.

وقوله: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعَبُونَ عَظِيمٌ} 3 قال ابن كثير: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلبون عظيماً لعظمت المقسم به عليه.

1 سورة الواقعة آية: 75-76-77-78-79-80-81-82.

2 الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل منجماً، فكان ينزل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مفهوم لما قاله بعض المفسرين: إنه نزل إلى السماء الدنيا مرة، ثم كان ينزل بعد ذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم منها.

3 سورة الواقعة آية: 76.

তাঁর বাণী: "বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে: তাদের কেউ কেউ বলল: 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাজিল করলেন: 'আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির পতনের স্থানের, আর নিশ্চয়ই এটি একটি মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে; নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে, পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না, এটি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবে কি তোমরা এই বাণীর প্রতি

উদাসীন? আর তোমরা তোমাদের রিজিক বানিয়ে নিয়েছ যে তোমরা মিথ্যারোপ করছ।' ১।
এবং ইবনে আব্বাসের শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের যুগে মানুষের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বললেন: মানুষের মধ্যে কেউ শুকরিয়া আদায়কারী হয়েছে আর কেউ কাফির হয়েছে। তারা
বলল: এটি আল্লাহর রহমত। আর তাদের কেউ কেউ বলল: অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত
হয়েছে।' তিনি বললেন: তখন এই আয়াত নাজিল হলো: 'আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির
পতনের স্থানের'।"

এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি শপথ, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তা দিয়ে যা
ইচ্ছা তার ওপর শপথ করেন। আর শপথের জবাব হলো: 'নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত
কুরআন'। এখানে 'লা' শব্দটি নেতিবাচকতাকে জোরালো করার জন্য সংযুক্ত হয়েছে; সুতরাং
কথার সারমর্ম হলো: কুরআন সম্পর্কে তোমরা যা দাবি করেছ যে এটি জাদু বা গণকবদ্যা,
বিষয়টি তেমন নয়, বরং এটি এক সম্মানিত কুরআন। ইবনে জারীর বলেন: কতিপয় ভাষাবিদ
বলেছেন: তাঁর বাণী 'আমি শপথ করছি না' এর অর্থ হলো—বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি
তোমরা বলছ, এরপর নতুন করে শপথ শুরু করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে: আমি নক্ষত্ররাজির
পতনের স্থানের শপথ করছি। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: এর দ্বারা কুরআনের কিস্তিগুলো
(অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়া) উদ্দেশ্য, কারণ তা লাইলাতুল কদরে উর্ধ্বাকাশ থেকে
দুনিয়ার আসমানে একবারে অবতীর্ণ হয়েছে, এরপর দীর্ঘ বছরগুলোতে বিভিন্ন ভাগে নাজিল
হয়েছে ২, এরপর ইবনে আব্বাস এই আয়াতটি পাঠ করলেন। আর এর 'মাওয়াকি' (পতনের
স্থান) হলো: এর ক্রমে ক্রমে নাজিল হওয়া। মুজাহিদ বলেন: নক্ষত্ররাজির পতনের স্থান হলো:
তাদের উদয়স্থল ও উদিত হওয়ার স্থান। ইবনে জারীর একেই পছন্দ করেছেন। এর ভিত্তিতে,
যার শপথ করা হয়েছে এবং যার ওপর শপথ করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন)—এদের উভয়ের
মধ্যে সামঞ্জস্যতা কয়েকটি দিক থেকে হতে পারে:

প্রথমত: আল্লাহ নক্ষত্ররাজিকে স্থলপথ ও জলপথের অন্ধকারে পথপ্রদর্শনের মাধ্যম
বানিয়েছেন, আর কুরআনের আয়াতসমূহকে পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথপ্রদর্শনের
মাধ্যম বানিয়েছেন। সুতরাং নক্ষত্র হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্ধকারে পথপ্রদর্শক, আর কুরআন হলো
আত্মিক ও চিন্তাগত অন্ধকারে পথপ্রদর্শক। এভাবে তিনি দুই প্রকার পথপ্রদর্শনকে একত্রিত
করেছেন; এর সাথে নক্ষত্রের মাঝে রয়েছে বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং কুরআনের মাঝে রয়েছে
অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। আর নক্ষত্র যেমন শয়তানদের বিতাড়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, কুরআন

তেমনি জিন ও মানুষের শয়তানদের বিতাড়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্র হলো তাঁর চাক্ষুষ ও দৃশ্যমান নিদর্শন, আর কুরআন হলো তাঁর পঠিত ও শ্রুত নিদর্শন। নক্ষত্রের অস্ত্র যাওয়ার স্থানের মধ্যে যেমন শিক্ষা ও তাঁর কুরআনিক নিদর্শনের ওপর দলিল রয়েছে, তেমনি কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ইবনে কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) এটি উল্লেখ করেছেন।

আর তাঁর বাণী: "আর নিশ্চয়ই এটি একটি মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে" ৩। ইবনে কাসীর বলেন: অর্থাৎ আমি যে বিষয়ের শপথ করেছি তা এক মহান শপথ, যদি তোমরা এর মাহাত্ম্য জানতে তবে যার ওপর শপথ করা হয়েছে তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান করতে।

১ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২।

২ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, এটি সুরক্ষিত কিতাবেই বিদ্যমান ছিল যতক্ষণ না জিবরাঈল (আ.) এটি অল্প অল্প করে নিয়ে আসতেন, তিনি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এটি নিয়ে অবতীর্ণ হতেন। কতিপয় মুফাসসির যা বলেছেন যে এটি একবার দুনিয়ার আসমানে নাজিল হয়েছিল এবং তারপর সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাজিল হতো—তার সপক্ষে কোনো অকাট্য দলিল নেই।

৩ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৭৬।

(ص: 329)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} 1 هذا هو المقسم عليه، وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار: إنه سحر أو كهانة، أو شعر. بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير؛ لأنه كلام الله.
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم؛ وهو من كل شيء أحسنه

وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظرة من النبات وغيره، ولذلك فسر السلف "الكريم" بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمده، والله تعالى كريم جليل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمده لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة".

وقوله: { فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ } 2 أي في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير. وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "اختلف المفسرون في هذا؛ ف قيل: هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: { فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ } 3. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } 4 فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه".

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ } 5. قوله: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يمسّه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء". وفي رواية: "لا يمسّه إلا المطهرون يعني الملائكة". وقال قتادة: "لا يمسّه عند الله إلا المطهرون". فأما في الدنيا فإنه يمسّه المجوسي النجس والمنافق الرجس". واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسّه إلا المطهرون، كما قال تعالى: { وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعُزُولُونَ } 6. قال ابن كثير: هذا قول جيد. وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في هذه الآية: "لا يجد طعمه إلا من آمن به".

2 سورة الواقعة آية: 78.

3 سورة عبس آية: 13-14-15-16.

4 سورة الواقعة آية: 79.

5 سورة الواقعة آية: 75-76-77-78-79-80-81.

6 سورة الشعراء آية: 210-211-212.

এবং তাঁর বাণী: {নিশ্চয় এটি এক সম্মানিত কুরআন} ১ এটিই সেই বিষয় যার শপথ করা হয়েছে, আর তা হলো কুরআন। অর্থাৎ এটি আল্লাহর ওহী, তাঁর নাযিলকৃত বিষয় এবং তাঁর কালাম; কাফিররা যেমনটি বলে যে এটি যাদু, গণকবদ্যা বা কবিতা—তেমনটি নয়। বরং এটি এক সম্মানিত কুরআন, অর্থাৎ সুমহান ও প্রভূত কল্যাণময়; কারণ এটি আল্লাহর কালাম। ইবনুল কায়েম -রহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেন: "তিনি এটিকে এমন গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন যা এর সৌন্দর্য, প্রচুর কল্যাণ, উপকারিতা এবং মাহাত্ম্যের দাবি রাখে। কেননা 'কারীম' (সম্মানিত) হলো সেই বিষয় যা উজ্জ্বল, প্রভূত কল্যাণময় ও মহান; এবং তা প্রতিটি জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেকে 'কারাম' (মহত্ত্ব) গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর কালামকেও এর দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, তাঁর আরশকেও এর দ্বারা গুণান্বিত করেছেন এবং উদ্ভিদ ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যার কল্যাণ বেশি ও দৃশ্যপট সুন্দর সেটিকেও এর দ্বারা গুণান্বিত করেছেন। এ কারণেই পূর্বসূরিগণ (সালাফ) 'কারীম' শব্দের ব্যাখ্যা 'হাসান' (সুন্দর) দিয়ে করেছেন। আজহারী বলেন: 'কারীম' এমন একটি নাম যা প্রশংসনীয় সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর আল্লাহ তাআলা কারীম (মহাদানশীল), তাঁর কার্যাবলি অত্যন্ত সুন্দর। আর এটি অবশ্যই এক সম্মানিত কুরআন যা এর মধ্যে থাকা হিদায়াত, বর্ণনা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে প্রশংসিত।"

এবং তাঁর বাণী: {যা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে} ২ অর্থাৎ এক মর্যাদাপূর্ণ, সংরক্ষিত ও সম্মানিত কিতাবে। ইবনে কাসীর এটি বলেছেন।

ইবনুল কায়েম -রহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেন: "মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন: এটি লাওহে মাহফুজ। তবে সঠিক অভিমত হলো, এটি সেই কিতাব যা ফেরেশতাদের হাতে থাকে; আর এটিই তাঁর এই বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে: {তা আছে এমন সব সহীফায় যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাশীল ও পবিত্র, যা থাকে এমন লেখকদের হাতে যারা

সম্মানিত ও অনুগত} ৩। আর এটি যে ফেরেশতাদের হাতের কিতাব, তার প্রমাণ হলো তাঁর বাণী: {পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না} ৪; যা প্রমাণ করে এটি তাদের হাতে এবং তারা এটি স্পর্শ করেন।"

{পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটি বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবে কি তোমরা এই কথা কে তুচ্ছজ্ঞান করছ?} ৫।

তাঁর বাণী: {পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না} ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: "{পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না}। তিনি বলেন: আকাশস্থিত কিতাবটি।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "{পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না} অর্থাৎ ফেরেশতাগণ।"

কাতাদাহ বলেন: "আল্লাহর কাছে পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। আর দুনিয়াতে একে অপবিত্র অগ্নিউপাসক এবং নাপাক মুনাফিকরাও স্পর্শ করে।" অনেক আলিম এই মতটি

গ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে ইবনুল কায়্যিম রহিমাল্লাহ অন্যতম এবং তিনি একে প্রাধান্য

দিয়েছেন। ইবনে যায়দ বলেন: কুরাইশরা দাবি করত যে, শয়তানরা এই কুরআন নিয়ে

অবতীর্ণ হয়। তখন আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিলেন যে, পবিত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ

করে না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {শয়তানরা এটি নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। তারা এর

যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। নিশ্চয় তাদেরকে শ্রবণ করা থেকে দূরে রাখা

হয়েছে} ৬। ইবনে কাসীর বলেন: এটি একটি উত্তম মত। আর এটি পূর্ববর্তী মতের বহির্ভূত

নয়। ইমাম বুখারী রহিমাল্লাহ তাআলা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: "যে

ব্যক্তি এর ওপর ঈমান এনেছে সে ছাড়া অন্য কেউ এর স্বাদ পায় না।"

১ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৭৭।

২ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৭৮।

৩ সূরা আবাসা আয়াত: ১৩-১৪-১৫-১৬।

৪ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৭৯।

৫ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১।

৬ সূরা আশ-শুয়ারা আয়াত: ২১০-২১১-২১২।

قال ابن القيم رحمه الله: " هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاً، وأنزله على رسوله وحياً، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه".
وقال آخرون: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " 2 1.

وقوله: { تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } 3. قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه؛ وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به.
قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره: { وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي } 4. وقوله: { قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ } 5 هو إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: { وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } 6؛ لأننا نقول: إن الذي أنزلها فوق سمواته. فأنزلها لنا بأمره.

قال ابن القيم رحمه الله: " وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم، وحكمه عليهم، وإحسانه إليهم، وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع

1 صحيح. مالك في الموطأ (199/1) في كتاب القرآن: باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، مرسلاً. وصححه الألباني لطرقه وشواهده في الإرواء (122). وقال: "والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل.... " اهـ.

2 قال الحافظ ابن كثير: ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الزهري. قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الخ. قال: ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص. وفي إسناد كل منهما نظر. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: ((وقد ضعف النووي وابن كثير في الإرشاد وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعاً)). والضمير في الآية يعود على الكتاب المكنون; فهي صريحة في أنهم البلائكة. والمقصود بالآية - ما قال ابن زيد - الرد على قريش زعمها أنه تنزلت به الشياطين، فليس في الآية دليل ولا شبه دليل لمن يقول: إن المصحف لا يمسسه إلا طاهر.

3 سورة الواقعة آية: 80.

4 سورة السجدة آية: 13.

5 سورة النحل آية: 102.

6 سورة الزمر آية: 6.

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এটি আয়াতের ইঙ্গিত ও সতর্কতা। আর তা হলো, এই কুরআন এবং এর তিলাওয়াত, অনুধাবন ও গবেষণার স্বাদ কেবল সেই ব্যক্তিই আস্বাদন করতে পারবে, যে সাক্ষ্য দেয় যে এটি আল্লাহর কালাম, তিনি প্রকৃতপক্ষে এটি বলেছেন এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলের নিকট এটি অবতীর্ণ করেছেন। যে ব্যক্তির অন্তরে এর প্রতি কোনো প্রকার সংকীর্ণতা নেই, সে ব্যতীত অন্য কেউ এর অর্থসমূহ লাভ করতে পারবে না।"

অন্যান্যরা বলেছেন: {পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করবে না} অর্থাৎ জানাবাত (অপবিত্রতা) এবং হদস (অজুহীন অবস্থা) থেকে পবিত্র ব্যক্তিগণ। তাঁরা বলেন: আয়াতের

শব্দসমূহ সংবাদ বা বর্ণনা সূচক হলেও এর অর্থ হলো নির্দেশ সূচক। তাঁরা বলেন: এখানে কুরআন দ্বারা মুসহাফ (লিখিত কুরআন) উদ্দেশ্য। তাঁরা এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা পেশ করেন: নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে হাযমের নিকট যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে ছিল: "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" ১২।

এবং তাঁর বাণী: {জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ} ৩। ইবনে কাসীর বলেছেন: এই কুরআন জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, আর তারা যা বলে এটি তেমন নয় যে—এটি জাদু কিংবা গণতগিরি কিংবা কবিতা; বরং এটি সত্য যাতে কোনো সন্দেহ নেই; আর এর বাইরে কোনো কল্যাণকর সত্য নেই। আর এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে: এটি আল্লাহর কালাম, তিনি এটি বলেছেন।

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: এর অনুরূপ হলো: {কিন্তু আমার পক্ষ থেকে কথাটি সাব্যস্ত হয়েছে} ৪। এবং তাঁর বাণী: {বলুন, রুহুল কুদ্দুস একে আপনার রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন} ৫। এটি সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তাআলার উচ্চমর্যাদা ও সুউচ্চ অবস্থানের প্রমাণ; কেননা বুদ্ধি এবং ফিতরাত (প্রকৃতি) যে 'অবতরণ' বা 'নাযিল' হওয়া বোঝে তা হলো কোনো বস্তু ওপর থেকে নিচে পৌঁছানো। আর এতে তাঁর এই বাণী: {এবং তিনি তোমাদের জন্য আট জোড়া চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন} ৬ এর মাধ্যমে কোনো আপত্তি বা খণ্ডন সৃষ্টি হবে না; কারণ আমরা বলি: নিশ্চয়ই যিনি এগুলো অবতীর্ণ করেছেন তিনি তাঁর আসমানসমূহের উপরে রয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর নির্দেশের মাধ্যমে আমাদের জন্য এগুলো অবতীর্ণ করেছেন।

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আর জগতসমূহের প্রতি তাঁর রুবুবিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করে অবতীর্ণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের ওপর তাঁর মালিকানা, তাদের বিষয়ে তাঁর পরিচালনা, তাদের প্রতি তাঁর বিধান, তাদের প্রতি তাঁর দয়া এবং তাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত দানকে অপরিহার্য করে তোলে। আর যাঁর শান বা বৈশিষ্ট্য হলো এমন তাঁর সাথে..."

১ সহীহ। মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে (১/১৯৯), কিতাবুল কুরআন অধ্যায়ে: কুরআন স্পর্শকারীর জন্য ওয়ুর নির্দেশ অনুচ্ছেদে, মুরসাল হিসেবে। আলবানী একে এর বিভিন্ন সূত্র ও শাহিদ বর্ণনার কারণে ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (১২২) সহীহ বলেছেন। তিনি বলেছেন: "এই হাদিসের

বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মন প্রশান্ত হয়, বিশেষ করে যেহেতু আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন..." সমাপ্ত।

২ হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন: আবু দাউদ একে মারাসীল গ্রন্থে যুহরীর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের কাছে থাকা একটি পত্রে পড়েছি... ইত্যাদি। তিনি বলেন: এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর দারাকুতনী এটি আমর ইবনে হাযম, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং উসমান বিন আবিল আস থেকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকটিরই সনদে আপত্তি রয়েছে। আর হাফিজ ইবনে হাজার আল-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলেছেন: "নববী, ইবনে কাসীর আল-ইরশাদ গ্রন্থে এবং ইবনে হাযম—তঁরা সকলে হাকিম বিন হিয়ামের হাদিস এবং আমর বিন হাযমের হাদিস উভয়টিকেই দুর্বল বলেছেন।" আর আয়াতে বিদ্যমান সর্বনামটি কিতাবে মাকনুন (সুরক্ষিত কিতাব) এর দিকে ফিরেছে; ফলে এটি স্পষ্ট যে তাঁরা হলেন ফেরেশতা। আর আয়াতের উদ্দেশ্য হলো—যেমনটি ইবনে যায়েদ বলেছেন—কুরাইশদের সেই দাবির জবাব দেওয়া যে শয়তানরা এটি অবতীর্ণ করেছে। সুতরাং যারা বলে যে মুসহাফ পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না, তাদের জন্য এই আয়াতে কোনো দলীল বা দলীলের সাদৃশ্য নেই।

৩ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৮০।

৪ সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ১৩।

৫ সূরা আন-নাহল আয়াত: ১০২।

৬ সূরা আজ-যুমার আয়াত: ৬।

(ص: 331)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، ويدعهم هكلاً، ويخلقهم عبثاً. لا يأمرهم ولا ينهأهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال

بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عبوم الناس. وذلك إنما تكون لخواص العقلاء".

قوله: {أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ} 1. قال مجاهد: "أتريدون أن تمألوهم فيه وتركنوا إليهم؟"

{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} 2 3.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية الواقعة.

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به، ويعض عليه بالنواجذ؛ وتثني عليه الخناصر؛ وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة؛ ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به؛ ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به؛ فهو روح الوجود، وحياة العالم؛ ومدار السعادة؛ وقائد الفلاح، وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر. فكيف تطلب المداينة بما هذا شأنه، ولم ينزل للمداينة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداينة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداين إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداين به؟".

قوله: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ} . تقدم الكلام عليها أول الباب؛ والله تعالى أعلم.

1 سورة الواقعة آية: 81.

2 سورة الواقعة آية: 82.

3 283- مسلم: كتاب الإيمان (73) (127) : باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا. * وحديث ابن عباس هذا ليس عند البخاري كما عزاه المؤلف هنا.

সৃষ্টির ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁর পরিপূর্ণ রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বের) সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে যে, তিনি তাদের বৃথা ছেড়ে দেবেন, লক্ষ্যহীনভাবে অবহেলায় ফেলে রাখবেন এবং নিরর্থক সৃষ্টি করবেন? তিনি তাদের কোনো আদেশ দেবেন না, নিষেধ করবেন না, কোনো প্রতিদান দেবেন না এবং কোনো শাস্তিও দেবেন না? অতএব, যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, সে অবশ্যই স্বীকার করে যে কুরআন তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক হওয়ার বিষয়টি থেকে তাঁর রাসূলের রিসালাতের প্রমাণ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার দলিল পেশ করেছেন। আর এই দলিল মুজিজা ও অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে দলিল পেশ করার চেয়েও শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ, যদিও মুজিজার প্রমাণ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার অধিক নিকটবর্তী। তবে এই (পূর্বোক্ত) দলিলটি কেবল বিশেষ জ্ঞানীদের জন্যই প্রযোজ্য।

তাঁর বাণী: {তবে কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করছ?} ১। মুজাহিদ বলেন: "তোমরা কি চাও যে এর ব্যাপারে তাদের সাথে আপস করতে এবং তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে?"

{এবং তোমরা তোমাদের প্রাপ্ত রিযিকের শোকরিয়ার পরিবর্তে এই কাজ করছ যে, তোমরা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ} ২ ৩।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি: সূরা আল-ওয়াকিয়াহ-র আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়টি: জাহেলিয়াতের চারটি বিষয়ের উল্লেখ।

তৃতীয়টি: তার কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে কুফর শব্দের উল্লেখ।

চতুর্থটি: এমন কিছু কুফর রয়েছে যা মিল্লাত (ইসলাম) থেকে বের করে দেয় না।

ইবনুল কাইয়িম -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- বলেন: "অতঃপর তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন অনুচিত স্থানে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য। তারা এমন বিষয়ে শিথিলতা দেখাচ্ছে যা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এবং পরিচিত করানোই ছিল প্রকৃত হক; যা মাড়ির দাঁত

দিয়ে কামড়ে ধরা এবং আঙুল দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা উচিত; যার ওপর অন্তর ও হৃদয়কে অটল রাখা প্রয়োজন; যার জন্য যুদ্ধ ও শান্তি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এ থেকে ডানে বা বামে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়; অন্তর অন্য কিছু দিকে ভ্রক্ষেপ করবে না, ফয়সালা কেবল এর মাধ্যমেই হবে এবং এর জন্যই বিতর্ক হবে। উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের পথে এর নূর ছাড়া কোনো হিদায়াত নেই এবং এটি ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই। এটি অস্তিত্বের প্রাণ, বিশ্বের জীবন, সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু, সাফল্যের চালক, নাজাতের পথ, হিদায়াতের রাস্তা এবং অন্তর্দৃষ্টির আলো। সুতরাং এমন মহান বিষয়ে কীভাবে শিথিলতা কামনা করা যায়? এটি তো শিথিলতার জন্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং সত্যের সাথে এবং সত্যের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। শিথিলতা তো কেবল এমন শক্তিশালী বাতিলের ক্ষেত্রে হয় যা দূর করা সম্ভব নয়, অথবা এমন দুর্বল হকের ক্ষেত্রে হয় যা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়; ফলে শিথিলতাকারী ব্যক্তি কিছু হক বর্জন করতে এবং কিছু বাতিল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে হকের মাধ্যমে প্রতিটি হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ব্যাপারে কীভাবে শিথিলতা প্রদর্শন করা যায়?"

তাঁর বাণী: {এবং তোমরা তোমাদের প্রাপ্ত রিযিকের শোকরিয়ার পরিবর্তে এই কাজ করছ যে, তোমরা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ}। এ বিষয়ে অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে; আর আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

১ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৮১।

২ সূরা আল-ওয়াকিয়াহ আয়াত: ৮২।

৩ ২৮৩- মুসলিম: ঈমান অধ্যায় (৭৩) (১২৭): অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি বলে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে তার কুফরের বর্ণনা। আর ইবনে আব্বাসের এই হাদীসটি বুখারীতে নেই, যেমনটি লেখক এখানে উদ্ধৃত করেছেন।

(ص: 332)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الخامسة: قوله: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " بسبب نزول النعمة.

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع.

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.

الثامنة: التفطن لقوله " لقد صدق نوء كذا وكذا".

التاسعة: إخراج العالم للتعليم للسألة بالاستفهام عنها لقوله: "أتدرون ماذا قال ربكم؟"

العاشرة: وعيد النائحة.

পঞ্চম: তাঁর বাণী: "নেয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কেউ অবিশ্বাসী হিসেবে সকাল অতিবাহিত করেছে।"

ষষ্ঠ: এই ক্ষেত্রে ঈমান সম্পর্কে অনুধাবন করা।

সপ্তম: এই ক্ষেত্রে কুফর সম্পর্কে অনুধাবন করা।

অষ্টম: "অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য বলেছে" এই উক্তিটির (পরিণতি) সম্পর্কে অনুধাবন করা।

নবম: আলিমের পক্ষ থেকে কোনো মাসআলা শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করা; যেমন

তাঁর উক্তি: "তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?"

দশম: বিলাপকারিনীর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি।

(ص: 332)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}

...

بَاب "قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} 1.

قوله: "بَابُ قولِ الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}."

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا} الآية. قال في شرح المنازل: "أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية؛ فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} 2. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} ؛ مباحاة ومضاهاة للحق بالأنداد. {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} من الكفار لأوثانهم. ثم روي عن ابن زيد قال:

1 سورة البقرة آية: 165.

2 سورة البقرة آية: 165.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত}

...

পরিচ্ছেদ: "মহান আল্লাহর বাণী: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত} ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাদের এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত}"।

যেহেতু মহান আল্লাহর প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসাই হলো ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি যার ওপর এর সবকিছুর আবর্তন ঘটে, এবং এই মহব্বতের পূর্ণতার মাধ্যমেই মানুষের তাওহীদ পূর্ণ হয় আর এর ঘাটতির কারণে তাওহীদে ঘাটতি দেখা দেয়, তাই গ্রন্থকার এই শিরোনামের মাধ্যমে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: {আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে...} (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। 'শারহু মানাযিল'-এ বলা হয়েছে: "মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর মতোই ভালোবাসবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষ বা সদৃশ সাব্যস্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি হলো মহব্বত বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমকক্ষ স্থির করা, সৃষ্টি বা রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্ব) ক্ষেত্রে নয়; কেননা পৃথিবীর কেউ (সৃষ্টি বা রুবুবিয়্যাতে ক্ষেত্রে) এমন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমকক্ষের বিষয়টি ভিন্ন; কেননা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যদের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন: {আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অনেক বেশি দৃঢ়} ২। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি মত রয়েছে: প্রথমটি হলো: ঈমানদাররা আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে, তা অংশীবাদীরা তাদের উপাস্য ও দেবতাদের প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান পোষণ করে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: {তারা তাদের ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত}; অর্থাৎ তারা সমকক্ষগুলোকে হকের (আল্লাহর) সাথে গর্ব ও সদৃশ করার উদ্দেশ্যে এরূপ করে। {আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় অনেক বেশি দৃঢ়} কাফিররা তাদের মূর্তিদের প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তার চেয়ে। অতঃপর ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

١. سূرا آل-بাকاراه، آيات: ١٦٥١

٢. سূرا آل-بাকاراه، آيات: ١٦٥١

(ص: 333)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

هؤلاء المشركون أنادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم". 1 انتهى.

والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أنادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} 2 فإن فيها قولين أيضا: أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أنادهم. والثاني: أن المعنى يحبون أنادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنادهم.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أنادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى: حكاية عنهم، وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأنادهم وهي محضرة معهم في العذاب: {تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ { 3. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية 4، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى:

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} 5 به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم.
 وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} 6. وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم، فبما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة، ومحبته لكم منتفية.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ

1 مدارج السالكين أول الجزء الثالث من طبعة المنار.

2 سورة البقرة آية: 165.

3 سورة الشعراء آية: 97-98.

4 في قرّة العيون: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاً في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفاً في الكون ونحو ذلك.

5 سورة الأنعام آية: 1.

6 سورة آل عمران آية: 31.

এই মুশরিকরা তাদের সমকক্ষদের—অর্থাৎ সেই উপাস্যদের যাদের তারা আল্লাহর সাথে ইবাদত করত—এমনভাবে ভালোবাসে যেমন মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা তাদের (মুশরিকদের) উপাস্যদের প্রতি ভালোবাসার চেয়েও অধিক প্রবল।" ১ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ত: যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা সেই মুশরিকদের চেয়েও অধিক প্রবল যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে। কেননা মুমিনদের ভালোবাসা একনিষ্ঠ, আর অংশীদার সাব্যস্তকারীদের ভালোবাসার একটি অংশ তাদের উপাস্যদের প্রতি

নিবেদিত হওয়ার কারণে তা বিভক্ত হয়ে গেছে; আর একনিষ্ঠ ভালোবাসা অংশীদারমূলক ভালোবাসার চেয়ে শক্তিশালী। আর এই দুটি বক্তব্য মহান আল্লাহর বাণী: "তারা তাদের (উপাস্যদের) ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো" ২-এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে। কেননা এখানেও দুটি মত রয়েছে। একটি হলো: তারা তাদের উপাস্যদের এমনভাবে ভালোবাসে যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। এতে তাদের জন্য আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণিত হয়, কিন্তু তা এমন এক ভালোবাসা যাতে তারা আল্লাহর সাথে তাদের উপাস্যদের অংশীদার করেছে। দ্বিতীয়টি: এর অর্থ হলো তারা তাদের উপাস্যদের এমনভাবে ভালোবাসে যেভাবে মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা মুশরিকদের তাদের উপাস্যদের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে অধিক প্রবল।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিতেন এবং বলতেন: তাদের মূলত এজন্যই নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে তাদের উপাস্যদের শরিক করেছে এবং মুমিনদের মতো আল্লাহর জন্য সেই ভালোবাসা একনিষ্ঠ করেনি। আর এই সমান্তরাল করা বা সমান জ্ঞান করার বিষয়টি মহান আল্লাহর বাণীতে তাদের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যখন তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে এবং তাদের উপাস্য ও সমকক্ষদের—যাদের তাদের সাথে আযাবে উপস্থিত করা হবে—বলবে: "আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রবের সমান গণ্য করতাম" ৩। এটি সুবিদিত যে, তারা সৃষ্টি এবং রুবুবিয়াতের (প্রভুত্বের) ক্ষেত্রে তাদেরকে সৃষ্টিকুলের রবের সমান মনে করত না ৪, বরং তারা কেবল ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রেই তাদেরকে আল্লাহর সমান মনে করত। আর এটিই হলো মহান আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত 'আদল' (সমকক্ষ স্থির করা): "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন; এরপরও যারা কুফরি করে তারা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়" ৫—অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যকে তাঁর সমান করে ফেলে, যা ভালোবাসা ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন" ৬। এটিকে পরীক্ষার আয়াত বলা হয়। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন: এক সম্প্রদায় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার আয়াত নাজিল করেন: "বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে

ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন"—যা ভালোবাসার প্রমাণ, তার প্রতিদান এবং সুফলের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং এর প্রমাণ ও লক্ষণ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ, আর এর সুফল ও প্রতিদান হলো প্রেরকের (আল্লাহর) পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভালোবাসা। ফলে যতক্ষণ তোমাদের পক্ষ থেকে অনুসরণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসা সাব্যস্ত হবে না এবং তোমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও অনুপস্থিত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন...

-
১. মাদারিজুস সালিকিন, আল-মানার সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভ।
 ২. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫।
 ৩. সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ৯৭-৯৮।
 ৪. কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এই উম্মতের শেষের দিকে অনেক বিশিষ্ট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রেও শিরক দেখা দিয়েছে; তারা বিশ্বাস করে যে, এই মৃত ব্যক্তিদের মহাবিশ্ব পরিচালনায় কোনো ক্ষমতা বা অনুরূপ কিছু রয়েছে।
 ৫. সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১।
 ৬. সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১।
-

(ص: 334) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ { 1 ذكر لها أربع علامات:
إحداها: أنهم أذلة على المؤمنين. قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم،
فلما ضمن "أذلة" هذا المعنى عداة بأداة "على". قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد

لوالده وكالعبد لسيدة، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، {أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} 2.

العلامة الثالثة3: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. وذلك تحقيق
دعوى المحبة.

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة المحبة. فكل
محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: {أُولَئِكَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ} 4. فذكر المقامات الثلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه
بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء
الرحمة وخوف العذاب، ومن المعلوم قطعاً أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب
قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته؛ بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند
الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا
يقرب من ذاته شيء، ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب، ونعيم الأرواح وبهجة
النفوس، وقرّة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة
وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته؛ فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا
يذكرونه إلا عند تعطيل أسبائه وصفاته، فذكروهم أعظم آثامهم وأوزارهم؛ بل
يعاقبون من يذكره بأسبائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق
بها وأهلها، وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والبقت
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان.

وقال -رحمه الله تعالى- أيضاً: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها
إلا

خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم
الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدا وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل
في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد.

1 سورة المائدة آية: 54.

2 سورة الفتح آية: 29.

3 لم يذكر الثانية. ولعله اكتفى بها في كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله: وعلى
الكافرين.

4 سورة الإسراء آية: 57.

{তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র
এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের
নিন্দাকে ভয় করে না} ১। এর জন্য চারটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমটি: তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র। বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো তারা তাদের প্রতি কোমল,
দয়ালু, স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল। যখন 'বিনম্র' শব্দটি এই অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করল, তখন একে
'উপরে/প্রতি' অর্থবোধক অব্যয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আতা (রহিমাল্লাহ) বলেছেন:
মুমিনদের জন্য তারা পিতার নিকট সন্তানের মতো এবং মুনিবের নিকট দাসের মতো; আর
কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা শিকারের ওপর সিংহের মতো। {তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং
নিজেদের মধ্যে দয়ালু} ২।

তৃতীয় নিদর্শন ৩: জান, হাত, মাল ও জবান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর এটিই হলো
ভালোবাসার দাবির সত্যতা প্রমাণ।

চতুর্থ নিদর্শন: আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দা তাদেরকে বিচলিত করে না। আর এটিই
হলো ভালোবাসার বিশুদ্ধতার নিদর্শন। কারণ যে প্রেমিক তার প্রিয়তমের বিষয়ে নিন্দার কারণে
পিছু হটে, সে প্রকৃত প্রেমিক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: {তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা
নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় তালিশ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত বেশি
নিকটবর্তী হতে পারে। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আজাবকে ভয় করে} ৪।

এখানে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: ভালোবাসা—যা হলো তাঁর নৈকট্য অবশেষণ

করা এবং নেক আমলের মাধ্যমে তাঁর অসিলা তালাশ করা। আর আশা ও ভয় প্রমাণ করে যে, অসিলা অন্বেষণ করা রহমতের আশা ও আজাবের ভয়ের অতিরিক্ত একটি বিষয়। এটি সুনিশ্চিতভাবে জানা যে, মানুষ কেবল তারই নৈকট্য লাভের প্রতিযোগিতা করে যার নৈকট্য লাভকে সে ভালোবাসে; আর তাঁর নৈকট্যের ভালোবাসা তাঁর সত্তার ভালোবাসার অনুগামী। বরং তাঁর সত্তার ভালোবাসাই তাঁর নৈকট্যের ভালোবাসাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। কিন্তু জাহমিয়াহ ও মুয়াত্তিলাদের নিকট এর কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। কেননা তাদের মতে তাঁর সত্তা কোনো কিছুর নিকটে আসে না এবং কোনো কিছুও তাঁর সত্তার নিকটে যায় না, আর তাঁকে ভালোবাসাও যায় না। ফলে তারা হৃদয়ের জীবন, রুহের নেয়ামত, আত্মার প্রশান্তি, চোখের শীতলতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে। এ কারণেই তাদের অন্তরসমূহ কঠোরতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের ও আল্লাহর মাঝে তাঁর পরিচয় ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে এক পর্দা পড়ে গেছে। ফলে তারা তাঁকে চেনে না, তাঁকে ভালোবাসে না এবং তারা তাঁর জিকিরও করে না—কেবল তাঁর নাম ও গুণাবলিকে অর্থহীন বা অস্বীকার করার সময় ব্যতীত। তাই তাদের এই জিকিরই তাদের সবচেয়ে বড় পাপ ও বোঝা। বরং তারা তাকেই শাস্তি দেয় যে তাঁকে তাঁর নাম, গুণাবলি ও মহিমাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে স্মরণ করে; এবং তারা তাদেরকে এমন সব দোষে অভিযুক্ত করে যার অধিক হকদার ও যোগ্য তারা নিজেরাই। বিচক্ষণ ও জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য তাদের কথার মধ্যে পরিলক্ষিত কঠোরতা, ঘৃণা এবং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জানা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর তাওহিদ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই যথেষ্ট। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তিনি (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) আরও বলেছেন: ভালোবাসার কোনো সংজ্ঞা এর চেয়ে স্পষ্টতর কোনো কিছুর দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়। সংজ্ঞাসমূহ একে কেবল আরও অস্পষ্টই করে তোলে। সুতরাং এর সংজ্ঞাই হলো এর অস্তিত্ব। ভালোবাসাকে ভালোবাসার চেয়ে প্রকাশ্য অন্য কোনো বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। মানুষ কেবল এর কারণ, আবশ্যিকতা, নিদর্শন, প্রমাণ, ফলাফল ও বিধানসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সারগর্ভ হলো আবু বকর আল-কাত্তানি জুনাইদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন।

১ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪।

২ সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯।

৩ তিনি দ্বিতীয় নিদর্শনটি উল্লেখ করেননি। সম্ভবত আতা-র কথার মধ্যে 'কাফিরদের প্রতি কঠোর' হওয়ার যে ইশারা রয়েছে, তাকেই দ্বিতীয় নিদর্শনের বর্ণনায় যথেষ্ট মনে করেছেন।
৪ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৭।

(ص: 335)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال أبو بكر: "جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام الموسم - فتكلم الشيوخ فيها; وكان الجنيد أصغرهم سناً، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه; ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه; أحرق قلبه أنوار هيئته، وصفاً شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله; وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين".

وذكر رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة:

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالأنوافل بعد الفرائض.

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.

الخامس: مطالعة القلب لأسبائه وصفاته ومشاهدتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.

السادس: مشاهدة برة وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.

السابع: - وهو أعجبها- انكسار القلب بين يديه.

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي¹، وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطيب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.

وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} 2.

العاشر: مباحدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب.

قوله: "وقول الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

1 وذلك إذا مضى ثلثا الليل كما في حديث النزول.

2 سورة التوبة آية: 24.

আবু বকর বলেন: "মক্কায়ে—আল্লাহ একে সম্মানিত করুন—হজ্জের দিনগুলোতে ভালোবাসা (মহব্বত) বিষয়ে একটি মাসআলা আলোচিত হয়েছিল। তখন প্রবীণ শায়খগণ এ বিষয়ে কথা বলছিলেন; জুনায়েদ ছিলেন তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তারা বললেন: 'হে ইরাকি, তোমার কাছে যা আছে তা পেশ করো।' তখন তিনি মাথা নিচু করলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল; তারপর তিনি বললেন: 'এমন এক বান্দা যে নিজের সত্তা থেকে বিচ্যুত, তার রবের স্মরণে যুক্ত, তাঁর হক আদায়ে দণ্ডায়মান এবং নিজ অন্তর দিয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতকারী; তাঁর মহিমার নূর তার অন্তরকে দক্ষ করেছে, তাঁর ভালোবাসার পেয়ালা থেকে তার পানীয় স্বচ্ছ হয়েছে এবং তাঁর অদৃশ্যের পর্দা থেকে তার জন্য লজ্জাশীলতা উন্মোচিত

হয়েছে। সে যদি কথা বলে তবে আল্লাহর মাধ্যমেই বলে, আর যদি কিছু ব্যক্ত করে তবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ব্যক্ত করে, যদি সে নড়াচড়া করে তবে আল্লাহর নির্দেশে করে এবং যদি স্থির থাকে তবে আল্লাহর সাথেই থাকে। সুতরাং সে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর মাধ্যমে এবং আল্লাহর সাথেই আছে।' এতে শায়খগণ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: 'এর ওপর আর কোনো কথা হতে পারে না। হে আরিফকুলের মুকুট, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'।"

তিনি (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) উল্লেখ করেছেন যে: ভালোবাসা আকর্ষণের কারণ দশটি:

এক: কুরআন তিলাওয়াত করা—এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা অনুধাবনের সাথে।

দুই: ফরজ ইবাদতসমূহের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা।

তিন: জিহ্বা, অন্তর, আমল এবং অবস্থার মাধ্যমে সর্বদা তাঁর জিকির বজায় রাখা; এ ক্ষেত্রে জিকিরের পরিমাণ অনুযায়ী সে ভালোবাসা লাভ করবে।

চার: প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার সময় নিজের পছন্দের ওপর আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া।

পাঁচ: অন্তর দিয়ে আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর সিফাতসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ করা; আর এই জ্ঞানের উদ্যান ও ময়দানে বিচরণ করা।

ছয়: তাঁর অনুগ্রহ, ইহসান এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করা।

সাত:—যা সবচাইতে বিস্ময়কর—আল্লাহর সামনে অন্তরের চূড়ান্ত বিনয় ও দীনতা।

আট: ইলাহি অবতরণের সময় নির্জনে অবস্থান করা, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করা এবং অতঃপর ইস্তিগফার ও তওবার মাধ্যমে তা শেষ করা।

নয়: সত্যনিষ্ঠ প্রেমিকদের মজলিসে বসা এবং তাদের কথার উৎকৃষ্ট ফলসমূহ কুড়ানো; আর কথা না বলা যতক্ষণ না কথা বলার প্রয়োজনীয়তা প্রবল হয় এবং তুমি বুঝতে পারো যে তাতে তোমার অবস্থার উন্নতি ও অন্যের কল্যাণ রয়েছে।

এবং তাঁর বাণী: {বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের এমন ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার তোমরা আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান আল্লাহ, তাঁর

রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত।} ২।

দশ: এমন প্রত্যেকটি কারণ থেকে দূরে থাকা যা অন্তর ও আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা-র মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই দশটি কারণের মাধ্যমেই প্রেমিকগণ ভালোবাসার স্তরসমূহে পৌঁছেছেন এবং পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে প্রবেশ করেছেন।

তাঁর বাণী: "এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের এমন ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার তোমরা আশঙ্কা করো এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়...

১. আর এটি হলো যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, যেমনটি অবতরণ (নুজুল) সংক্রান্ত হাদিসে এসেছে।

২. সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ২৪।

(ص: 336) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ} "۔
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته
ومسكنه فأثارها، أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله
تعالى ويرضاها، كالهجرة والجهاد ونحو ذلك.

قال العباد ابن كثير - رحمه الله تعالى -: أي إن كانت هذه الأشياء {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا} أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى
الإمام أحمد وأبو داود- واللفظ له- من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء
الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول: " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم " 1.

فلا بد من إثارة ما أحبه الله من عبده وأرادته على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها.

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " 2 أخرجاه.

قوله: "وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ". أخرجاه " أي البخاري ومسلم.

قوله: "لا يؤمن أحدكم" أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر " 3. رواه البخاري.

فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض

1 صحيح. أحمد (28 / 2 ، 42 ، 84) . وأبو داود: كتاب البيوع (3462) : باب في النهي عن العينة. وقال الألباني في الصحيحة (1 / 15) : "وهو حديث صحيح لمجموع طرقه".

2 البخاري: الإيمان (15) ، ومسلم: الإيمان (44) ، والنسائي: الإيمان وشرائعه (5013) ، وابن ماجه: المقدمة (67) ، وأحمد (177/3، 275/3) ، والدارمي: الرقاق (2741) .
3 البخاري: الإيمان والنذور (6632) ، وأحمد (233/4، 336/4، 293/5) .

...এবং তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে [অধিক প্রিয় হয়], তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ফয়সালা নিয়ে আসেন।"

আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করতে যে তার পরিবার, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসা ও আবাসস্থলকে ভালোবাসে এবং এগুলিকে অথবা এগুলোর কিছু অংশকে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির কাজগুলোর ওপর প্রাধান্য দেয়, যা আল্লাহ তার ওপর আবশ্যক করেছেন, যেমন হিজরত, জিহাদ এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজ।

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) বলেন: অর্থাৎ যদি এই বিষয়গুলো {তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো} অর্থাৎ অপেক্ষা করো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কী শাস্তি নেমে আসে তার জন্য। ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ (শব্দচয়ন তাঁরই) আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী থেকে, তিনি আতা আল-খুরাসানী থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যখন তোমরা 'ঈনাহ' (এক প্রকার সুদী কারবার) পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরবে (অর্থাৎ কৃষিকাজে মগ্ন হবে), চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসো।" ১।

অতএব, বান্দার নিজের পছন্দ ও ইচ্ছার ওপর আল্লাহ তার কাছ থেকে যা ভালোবাসেন ও ইচ্ছা করেন তাকে প্রাধান্য দেওয়া অপরিহার্য। ফলে সে তা-ই ভালোবাসবে যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তা-ই ঘৃণা করবে যা আল্লাহ ঘৃণা করেন। আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করবে, আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে যেমনটি ইতিপূর্বে পরীক্ষার আয়াত ও এর সদৃশ বিষয়গুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" ২ (বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

তাঁর উক্তি: "এবং আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।' তাঁরা উভয় এটি বর্ণনা করেছেন" অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম।

তাঁর উক্তি: "তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না" অর্থাৎ ওয়াজিব ঈমান, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের পূর্ণতা, যতক্ষণ না রাসূল বান্দার কাছে তার সন্তান, তার পিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হন। বরং এই পূর্ণতা ততক্ষণ অর্জিত হবে না যতক্ষণ না রাসূল তার কাছে তার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হন। যেমনটি হাদিসে এসেছে: "উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে নিজের জীবন ছাড়া অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন তিনি বললেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হই। তখন উমর তাঁকে বললেন: এখন আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। তিনি বললেন: হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হলো)।" ৩। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলে: যা অস্বীকার করা হয়েছে তা হলো পূর্ণতা, তবে যদি সে ওয়াজিব পূর্ণতা উদ্দেশ্য করে যার ত্যাগকারী নিন্দিত হয় এবং সে [শাস্তির] সম্মুখীন হয়...

১ সহীহ। আহমাদ (২/২৮, ৪২, ৮৪)। আবু দাউদ: কিতাবুল বুয়ূ' (৩৪৬২): ঈনাহ পদ্ধতি নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ক অধ্যায়। আলবানী আস-সহীহাহ (১/১৫)-তে বলেছেন: "এটি এর সকল সূত্রের সমষ্টির কারণে একটি সহীহ হাদিস।"

২ বুখারী: আল-ঈমান (১৫), মুসলিম: আল-ঈমান (৪৪), নাসাঈ: আল-ঈমান ওয়া শারাইয়ুহু (৫০১৩), ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমাহ (৬৭), আহমাদ (৩/১৭৭, ৩/২৭৫), দারেমী: আর-রিকাক (২৭৪১)।

৩ বুখারী: আল-আইমান ওয়ান নুযুর (৬৬৩২), আহমাদ (৪/২৩৩, ৪/৩৩৬, ৫/২৯৩)।

للعقوبة فقد صدق؛ وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله.

فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعتة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} 1. فنفي الإيثار عن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً وإن لم يكن مؤمناً الإيثار المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيثار إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة؛ وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق". انتهى.

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيثار؛ لأن المحبة عمل القلب. وفيه: أن محبة الرسول واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها؛ فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محباً لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيثار والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء

من شوائب الشرك كالاغتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه. وما كان فيها ذلك فمحبتته مع الله لها فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله، التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لها يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده.

قوله: "ولها عنه - أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله

1 سورة النور آية: 47.

শাস্তির জন্য, তবে তিনি সত্য বলেছেন; আর যদি তিনি উদ্দেশ্য করেন যে যা নাকচ করা হয়েছে তা মুস্তাহাব পূর্ণতা, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে এমনটি কখনোই ঘটেনি। শাইখুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এটি বলেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা এবং তাঁর কথাকে অন্যের কথার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া ব্যতিরেকেই তাঁর প্রতি মহব্বতের দাবি করে, সে মিথ্যা বলেছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি; অতঃপর তাদের একটি দল এরপরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তারা মুমিন নয়।" ১। সুতরাং যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তার থেকে ঈমানকে নাকচ করেছেন। তবে প্রত্যেক মুসলিমই তার মাঝে থাকা ইসলামের পরিমাণ অনুযায়ী মহব্বত পোষণকারী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই মুমিন হওয়া জরুরি, যদিও সে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী না হয়; কারণ তা কেবল বিশিষ্ট মুমিনদের ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়।

শাইখুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "সাধারণ মানুষ যখন কুফরের পর ইসলাম গ্রহণ করে, অথবা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে এবং এর শারঈ বিধিবিধানগুলো মেনে চলে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তারা মুসলিম এবং তাদের সাথে একটি

ভাসা-ভাসা ঈমান থাকে। কিন্তু ঈমানের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ তাদের অন্তরে প্রবেশ করাটা ধীরে ধীরে অর্জিত হয় যদি আল্লাহ তাদের তা দান করেন। অন্যথায় অনেক মানুষই ইয়াকীন বা জিহাদের স্তরে পৌঁছাতে পারে না; যদি তাদের মনে সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা সংশয়ে নিপতিত হয়, আর যদি তাদের জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয় তবে তারা জিহাদ করে না। কারণ তাদের নিকট সংশয় দূর করার মতো ইয়াকীনী জ্ঞান নেই, আর তাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এমন শক্তিশালী মহব্বত নেই যা তারা পরিবার ও সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে পারে। সুতরাং এরা যদি পরীক্ষা থেকে রক্ষা পায় তবে তারা মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে; কিন্তু যদি তারা এমন কারো দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যে তাদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করে যা তাদের সন্দেহে ফেলে দেয়, এমতাবস্থায় আল্লাহ যদি তাদের ওপর এমন অনুগ্রহ না করেন যা তাদের সংশয় দূর করে দেয়, তবে তারা সংশয়বাদী হয়ে পড়ে এবং এক প্রকার নিফাক বা কপটতার দিকে ধাবিত হয়।" সমাপ্ত।

আর এই হাদিসে এটি প্রমাণিত হয় যে: আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; কারণ মহব্বত হলো অন্তরের আমল।

এতে আরও রয়েছে যে: রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখা ওয়াজিব এবং তা আল্লাহর প্রতি মহব্বতের অনুগামী ও তার জন্য অপরিহার্য। কেননা এটি আল্লাহর জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। মুমিনের অন্তরে আল্লাহর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি বৃদ্ধি পায় এবং তার হ্রাসের সাথে এটি হ্রাস পায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, সে কেবল আল্লাহর জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসে, যেমনটি সে ঈমান ও নেক আমলকে ভালোবাসে। আর এই মহব্বতের মধ্যে শিরকের কোনো কলুষতা নেই, যেমন রাসূলের ওপর নির্ভর করা বা তাঁর থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার আশা রাখা কিংবা তাঁর নিকট হতে কোনো ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে মুক্তির আশা করা। যার মধ্যে এগুলো থাকবে, তবে তা হবে 'আল্লাহর সাথে মহব্বত' (শিরক), কারণ এতে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের সাথে অন্তরের সংশ্লিষ্টতা ও তাঁর পরিবর্তে অন্যের কাছে প্রত্যাশা রয়েছে। এর মাধ্যমেই 'আল্লাহর জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মহব্বত' (যা তাওহীদের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত) এবং 'আল্লাহর সাথে মহব্বত' (যা আল্লাহকে ছেড়ে সমকক্ষদের ভালোবাসা)-এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়, যা মুশরিকদের হৃদয়ে সেই ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সৃষ্টি হয় যা কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রাপ্য। তাঁর বক্তব্য: "আর তাঁদের উভয়ের (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের) বর্ণনায় তাঁর থেকে - অর্থাৎ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন: তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল..."

১. সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৭।

(ص: 338)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " 1 وفي رواية: " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله " 2 إلخ".
قوله: "ثلاث" أي ثلاث خصال. قوله: "من كن فيه" أي وجدت فيه تامة.
قوله: "وجد بهن حلاوة الإيمان" الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم.

قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: "وجد حلاوة الإيمان" فيه استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه". وقال النووي: "معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق، وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم".

قال يحيى بن معاذ: "حقيقة الحب في الله: أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء".
قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" يعني بالسوي: ما يحبه الإنسان بطبعه، كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون "أحب" هنا على بابها. وقال

الخطابي: " المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة
الشركية التي قد تقدم ببيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله". وفي بعض
الأحاديث.

" أحبوا الله بكل قلوبكم " 3. فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله
ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه
كما يكره أن يقذف في النار".

مرضاته ما استطاع؛ ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله
ويمثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: {مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} 4، فمن
آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه، فذلك عَلم على عدم محبته لله ورسوله؛
فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه.
ومن لا فلا؛ كما في آية المحنة ونظائرها. والله المستعان.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه
الثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له.
فمن أحب شيئاً

1 البخاري: الإيمان (16) ، ومسلم: الإيمان (43) ، والترمذي: الإيمان (2624) ،
والنسائي: الإيمان وشرائعه (4987، 4988، 4989) ، وابن ماجه: الفتن (4033) ،
وأحمد (103/3، 113/3، 172/3، 174/3، 176/3، 206/3، 230/3، 248/3،
251/3، 272/3، 275/3، 278/3، 288/3) .

2 البخاري: الأدب (6041) .

3 ضعيف: رواه البيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور (3 / 67) . عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن مرسل فهو ضعيف لإرساله. أفاده الدوسري في النهج السديد (356) .

তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে তারা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল) বেশি প্রিয় হওয়া; কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; আর কুফর থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করা যেমন সে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অপছন্দ করে। এক বর্ণনায় রয়েছে: "কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না সে কোনো মানুষকে ভালোবাসবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই" ইত্যাদি।

তাঁর বাণী: "তিনটি" অর্থাৎ তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তাঁর বাণী: "যার মধ্যে এগুলো থাকবে" অর্থাৎ যার মধ্যে এগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে।

তাঁর বাণী: "সে এগুলোর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা পাবে।" এখানে 'মিষ্টতা' বলতে সেই আনন্দকে বোঝানো হয়েছে যা হৃদয়ের আনন্দ, নেয়ামত, খুশি ও খোরাকের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটি একটি অনুভবযোগ্য বিষয় যা মুমিনগণ তাদের অন্তরে অনুভব করেন।

আল-সুয়ূতী (রহিমাল্লাহ) 'আত-তাওশীহ' গ্রন্থে বলেছেন: "ঈমানের মিষ্টতা খুঁজে পাওয়া"— এখানে একটি আলঙ্কারিক উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ঈমানের প্রতি মুমিনের আগ্রহকে কোনো মিষ্টি জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই জিনিসের একটি অপরিহার্য গুণ এখানে ঈমানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম নববী বলেছেন: "ঈমানের মিষ্টতার অর্থ হলো ইবাদত-আনুগত্যে আনন্দ পাওয়া, কষ্টের বোঝা বহন করা, পার্থিব স্বার্থের চেয়ে দীনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর অবাধ্যতা বর্জনের মাধ্যমে বান্দার আল্লাহকে ভালোবাসা। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও ভালোবাসা।"

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয বলেছেন: "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসার প্রকৃত রূপ হলো— সদাচরণের কারণে তা বৃদ্ধি পাবে না এবং রুঢ়তার কারণে তা হ্রাস পাবে না।" তাঁর বাণী: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হন।" এখানে 'অন্য সবকিছু' বলতে বোঝানো হয়েছে যা মানুষ তার স্বভাবজাত কারণে ভালোবাসে, যেমন সন্তান, সম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদির ভালোবাসা। ফলে এখানে 'অধিক প্রিয়' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। খাতাবী বলেছেন: "এখানে ভালোবাসা দ্বারা স্বেচ্ছাধীন ভালোবাসা উদ্দেশ্য, স্বভাবজাত ভালোবাসা নয়—তিনি এমনই বলেছেন। আর ইতিপূর্বে বর্ণিত শিরকী ভালোবাসার

কথা, তা কম হোক বা বেশি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার পরিপন্থী।" এবং কিছু হাদীসে এসেছে:

"তোমরা আল্লাহকে তোমাদের পূর্ণ অন্তর দিয়ে ভালোবাসো।" আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন হলো: আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা; অন্য সবকিছুর ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া; সাধ্যমতো তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া;

কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা; আর কুফর থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করা যেমন সে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অপছন্দ করে।

আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা এবং সেটিকে চরমভাবে ঘৃণা করা; তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং তাঁর নিষেধ বর্জন করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল}। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলের আদেশের চেয়ে অন্য কারো আদেশকে প্রাধান্য দেয় এবং রাসূল যা নিষেধ করেছেন তার বিরোধিতা করে, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তার ভালোবাসা না থাকারই প্রমাণ। কেননা রাসূলের প্রতি ভালোবাসা হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর আনুগত্য করে, সে রাসূলকেও ভালোবাসবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। আর যে তা করে না, সে মূলত আল্লাহকেও ভালোবাসে না; যেমনটি 'পরীক্ষার আয়াতে' এবং এর অনুরূপ আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

শায়খুল ইসলাম (রাহিমাল্লাহ তাআলা) বলেছেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে। কারণ কোনো জিনিসের মিষ্টতা অনুভব করা সেই জিনিসের প্রতি ভালোবাসারই অনুগামী। তাই কেউ যখন কোনো কিছুকে ভালোবাসে..."

১. বুখারী: ঈমান (১৬), মুসলিম: ঈমান (৪৩), তিরমিযী: ঈমান (২৬২৪), নাসায়ী: ঈমান ও শরীয়ত (৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯), ইবনে মাজাহ: ফিতনা (৪০৩৩), আহমাদ (৩/১০৩, ৩/১১৩, ৩/১৭২, ৩/১৭৪, ৩/১৭৬, ৩/২০৬, ৩/২৩০, ৩/২৪৮, ৩/২৫১, ৩/২৭২, ৩/২৭৫, ৩/২৭৮, ৩/২৮৮)।

২. বুখারী: আদব (৬০৪১)।

৩. যঈফ: বায়হাকী 'আদ-দালায়িল'-এ এটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি 'আদ-দুররুল মানসুর' (৩/৬৭)-এ রয়েছে। আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত, তাই এটি যঈফ। দাওসারী 'আন-নাহজ আস-সাদীদ' (৩৫৬)-এ এটি উল্লেখ করেছেন।

৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০।

(ص: 339)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

واشتهاه، إذا حصل له مراده؛ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها، ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواه؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه.

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه. والمحبة يحب ما يحبه محبوبه ولا بد.

ومن لوازم محبة الله أيضاً: محبة أهل طاعته، كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. قال: وتفريغها. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار". انتهى.

قوله: "أحب إليه مما سواه" فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان:

وفي رواية: " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى " 1 إلى آخره.
أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين،
لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية. وأمر بالافراد في حديث الخطيب 2 إشعاراً بأن كل
واحد من

1 البخاري: الأدب (6041) .

2 وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم: "أن خطيباً
خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن
يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: من يعص
الله تعالى ورسوله فقد غوى". قال النووي: ((سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها
البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله كان إذا
تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه، قال: وإنما ثنى الضمير في قوله: "أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما"; لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما
قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة)) اهـ. أقول: ولعلها حادثة حال لها
ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم.

...এবং সে তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যখন সে তার লক্ষ্য অর্জন করে; তখন সে এর
মাধ্যমে মিষ্টতা, স্বাদ এবং আনন্দ লাভ করে। আর স্বাদ হলো এমন একটি বিষয় যা কোনো
প্রিয় বা কাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর উপলব্ধির পর অর্জিত হয়। তিনি বলেন: সুতরাং ঈমানের
মিষ্টতা, যা স্বাদ ও আনন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বতের পূর্ণতার
অনুগামী। আর এটি তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়: এই মহব্বতকে পূর্ণ করা, একে
একনিষ্ঠ করা এবং এর বিপরীত বিষয়কে প্রতিহত করা। মহব্বত পূর্ণ করার অর্থ হলো আল্লাহ
ও তাঁর রাসূল বান্দার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হওয়া; কারণ আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের মহব্বতের ক্ষেত্রে কেবল মূল ভালোবাসাটুকুই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল
অবশ্যই তাঁর কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হতে হবে।

আমি বলি: আল্লাহ তাআলার মহব্বত তাঁর আনুগত্যের প্রতি মহব্বতকেও অপরিহার্য করে; কেননা তিনি তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে তাঁর আনুগত্য করাকে পছন্দ করেন। আর প্রেমিক অবশ্যই তার প্রিয়তম যা পছন্দ করেন তাকে পছন্দ করবে।

আল্লাহর প্রতি মহব্বতের আরও একটি অপরিহার্য দাবি হলো: তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, যেমন তাঁর নবীগণ, রাসূলগণ এবং তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের ভালোবাসা। সুতরাং আল্লাহ যা পছন্দ করেন এবং যাদের পছন্দ করেন, তাদের ভালোবাসা ঈমানের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি সামনে আগত ইবনে আব্বাসের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: আর এই মহব্বতকে একনিষ্ঠ করা হলো এমন যে, ব্যক্তি কাউকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। তিনি বলেন: আর এর বিপরীতকে প্রতিহত করা হলো ঈমানের বিপরীত বিষয়কে অপছন্দ করা, যেমনটি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "অন্য সবকিছুর চেয়ে তাঁর নিকট অধিক প্রিয় হওয়া"—এখানে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বনামকে একত্রে দ্বিবাচনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে:

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "কোনো ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না..." ১ শেষ পর্যন্ত। প্রথমটি হলো: এখানে সর্বনামকে দ্বিবাচন করা হয়েছে এই ইঙ্গিত দিতে যে, ধর্তব্য বিষয় হলো উভয় ভালোবাসার সমন্বিত রূপ, এককভাবে প্রতিটি নয়; কারণ এককভাবে তা অকার্যকর। আর খতিবের হাদিসে ২ একবচন ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটি বুঝাতে যে, তাঁদের প্রত্যেকের...

১. বুখারি: আদাব (৬০৪১)।

২. আর এটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসায়ি আদি ইবনে হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন:

"একজন খতিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভাষণ প্রদানকালে বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল সে সঠিক পথ পেল, আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের অবাধ্য হলো সে পথভ্রষ্ট হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কতই না মন্দ খতিব! তুমি বলো: যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো সে পথভ্রষ্ট হলো।" ইমাম নববী বলেন: "তাকে তিরস্কার করার কারণ হলো, খুতবার বৈশিষ্ট্য হলো বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল বর্ণনা এবং ইঙ্গিত ও অস্পষ্টতা পরিহার করা। তিনি বলেন: এ কারণেই এটি প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ যখন কোনো কথা বলতেন তা তিনবার

পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তা বোঝা যায়। তিনি বলেন: আর 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হওয়া' এই বাণীতে সর্বনাম দ্বিচন করা হয়েছে কারণ এটি নসিহতমূলক খুতবা নয়, বরং এটি একটি বিধানের শিক্ষা, আর শব্দ যত কম হবে তা মুখস্থ করার জন্য তত সহজ হবে, যা খুতবার বিপরীত।" সমাপ্ত। আমি বলি: সম্ভবত এটি এমন একটি বিশেষ ঘটনা ছিল যার নিজস্ব পরিস্থিতি ছিল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমনটি বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

(ص: 340)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا هو الجواز. وجواب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.

قوله: "كما يكره أن يقذف في النار" أي يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقاً وإن تاب منه.

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب فلا، ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفاراً فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة. كما صح الحديث بذلك.

قوله: "وفي رواية: لا يجد أحد" هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه. ولفظها: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب البرء لا يحبه إلا الله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" 1

وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر:

أهابك إجلالا وما بك قدرة... عليّ ولكن ملء عين حبيبها
قوله: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً". رواه ابن جرير". وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط.

قوله: "من أحب في الله" أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك.
قوله: "وأبغض في الله" أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} 2 الآية. قوله: "ووالى في الله" هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله تعالى أحب فيه، ووالى أوليائه، وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها؛ وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فبقل ومستكثر ومحروم.

قوله: "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أي توليه لعبده. و "ولاية" بفتح الواو لا غير: أي الأخوة³ والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً". رواه ابن جرير.

1 مسلم: الإيمان (55) ، والنسائي: البيعة (4197، 4198) ، وأبو داود: الأدب (4944) ، وأحمد (102/4) .

2 سورة المجادلة آية: 22.

3 لعل كلمة "الأخوة" زائدة أو مبدلة عن كلمة أخرى تناسب المقام.

দুই অবাধ্যতা স্বতন্ত্রভাবে পথভ্রষ্টতাকে আবশ্যিক করে; কারণ সংযোজক অব্যয় পুনরাবৃত্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং মূলনীতি হলো সংযোজিত প্রতিটি বিষয় বিধানের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হওয়া। দ্বিতীয়ত: খতীবের হাদীসটিকে শিষ্টাচার এবং উত্তম হওয়ার অর্থে গ্রহণ করা, আর এটাই হলো বৈধতা। তৃতীয় উত্তর: এটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এসেছে, আর খতীবের হাদীসটি মূলনীতি থেকে পরিবর্তনকারী, তাই এটিই অধিকতর অগ্রগণ্য।

তাঁর উক্তি: "যেভাবে সে আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে" অর্থাৎ তার কাছে উভয় বিষয় সমান। এতে ওই চরমপন্থীদের খণ্ডন রয়েছে যারা ধারণা করে যে, বান্দার পক্ষ থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়া তার জন্য নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিপূর্ণ, যদিও সে তা থেকে তওবা করে। সঠিক কথা হলো: যদি সে তওবা না করে তবে তা ত্রুটি, আর যদি সে তওবা করে তবে তা ত্রুটি নয়। এই কারণেই মুহাজির এবং আনসারগণ (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, অথচ তাঁরা মূলত কাফির ছিলেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁদের ইসলামের দিকে হেদায়াত দান করেন এবং ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। হিজরতের ক্ষেত্রেও একই কথা, যেমনটি হাদীসে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "এবং এক বর্ণনায় এসেছে: কেউ আস্বাদ পাবে না" - এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'আদব' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর শব্দগুলো হলো: "কোনো ব্যক্তি ঈমানের মিষ্টতা পাবে না যতক্ষণ না সে কোনো মানুষকে ভালোবাসে আর তা কেবল আল্লাহর জন্যই হয়, এবং যতক্ষণ না আগুনে নিষ্কিপ্ত হওয়া তার কাছে কুফরিতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ তাকে তা থেকে উদ্ধার করার পর, এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হন।" ১

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে ভালোবাসা বলতে ঈমানদার ব্যক্তি যে স্বাদ, আনন্দ, খুশি, মহানুভবতা, গাভীর্য এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো অনুভব করে তা বোঝানো হয়েছে। কবি বলেছেন:

আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আমি আপনাকে ভয় পাই অথচ আপনার আমার ওপর কোনো ক্ষমতা নেই ... বরং প্রিয়জনের চোখে এটি পরিপূর্ণতা মাত্র

তাঁর উক্তি: "এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলো, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করলো এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করলো, তবে এর মাধ্যমেই আল্লাহর অভিভাবকত্ব লাভ করা যায়। আর কোনো বান্দা ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার নামাজ ও রোজা অনেক বেশি হয়, যতক্ষণ না সে এরূপ হবে। বর্তমানে মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছে দুনিয়াবী স্বার্থের ওপর, যা তার অধিকারীদের কোনো উপকারে আসবে না।' এটি ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন।" ইবনে আবি শায়বাহ এবং ইবনে আবি হাতিম এর শুধু প্রথম অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো" অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর আনুগত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সেই কারণে ভালোবাসা।

তাঁর উক্তি: "এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলো" অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে, শিরক করেছে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে অবাধ্য হয়েছে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ঘৃণা করা যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে, যদিও তারা তার নিকটতম আত্মীয় হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তুমি এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, অথচ তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে} ২ আয়াত।

তাঁর উক্তি: "এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করলো" এটি এবং এর পূর্বের বিষয়টি বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার আবশ্যিক দাবি। সুতরাং যে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসলো, সে তাঁর জন্যই ভালোবাসবে, তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তাঁর অবাধ্যদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে ও ঘৃণা করবে, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং তাঁর সাহায্যকারীদের সাহায্য করবে। বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যত প্রবল হবে, তার ওপর ভিত্তি করে এই আমলগুলো তত শক্তিশালী হবে। এগুলো পূর্ণ করার মাধ্যমেই বান্দার তাওহীদ পূর্ণতা পায়। আর এগুলোর দুর্বলতা হবে বান্দার প্রতি রবের ভালোবাসার দুর্বলতার পরিমাণ অনুযায়ী; কেউ অল্প পায়, কেউ বেশি পায়, আবার কেউ বঞ্চিত থাকে।

তাঁর উক্তি: "তবে এর মাধ্যমেই আল্লাহর অভিভাবকত্ব লাভ করা যায়" অর্থাৎ তাঁর বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ। এখানে "ওয়ালায়াহ" শব্দটি ওয়াও অক্ষরে শুধু ফাতাহ (যবর) যোগে উচ্চারিত হবে: অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব ও, ভালোবাসা এবং সাহায্য। আর কাসরা (যের) যোগে হলে এর অর্থ হয় শাসন বা কর্তৃত্ব, তবে এখানে প্রথম অর্থটিই উদ্দেশ্য। ইমাম আহমাদ এবং তাবারানি নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন: "আর কোনো বান্দা ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার নামাজ ও রোজা অনেক বেশি হয়, যতক্ষণ না সে এরূপ হবে। বর্তমানে মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছে দুনিয়াবী স্বার্থের ওপর, যা তার অধিকারীদের কোনো উপকারে আসবে না।" এটি ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন।

১ মুসলিম: ঈমান (৫৫), নাসায়ি: বাইআত (৪১৯৭, ৪১৯৮), আবু দাউদ: আদব (৪৯৪৪), আহমাদ (৪/১০২)।

২ সূরা আল-মুজাদালাহ আয়াত: ২২।

৩ সম্ভবত "ভ্রাতৃত্ব" শব্দটি অতিরিক্ত অথবা অন্য কোনো শব্দের পরিবর্তে এসেছে যা প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(ص: 341)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

" لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله، فقد استحق الولاية لله " 1. وفي حديث آخر: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله عز وجل " 2. رواه الطبراني.

قوله: "ولن يجد عبد طعم الإيمان" إلى آخره. أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله، ويبغض في الله، ويعادي في الله؛ ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: " من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان " 3. رواه أبو داود.

قوله: "وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يجدي على أهله شيئاً" أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

1 أحمد (430 /3) . وقال الهيثبي في المجمع (89 /1) : "وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف" ا. هـ.

2 حسن. الطبراني في الكبير (10531) ، (10537) من حديث ابن مسعود. وقال الهيثبي في المجمع (7/ 260 ، 261) : رواه الطبراني بإسنادين ورجاله أحدهما رجال الصحيح. وحسنه الألباني لشواهده في صحيح الجامع (2536) . وراجع الصحيحة (1728) .

3 صحيح. أبو داود: كتاب السنة (4681) : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وصححه الألباني في الصحيحة (380) وصحيح الجامع (5841) .

"একজন বান্দা ঈমানের বিশুদ্ধতা খুঁজে পাবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে। সুতরাং যখন সে আল্লাহর জন্য ভালোবাসল এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করল, তখন সে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনের যোগ্য হলো।" ১। এবং অন্য একটি হাদীসে রয়েছে: "ঈমানের মজবুততম হাতল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা পোষণ করা।" ২। এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "আর কোনো বান্দা ঈমানের স্বাদ পাবে না" শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ তার মাঝে ঈমানের স্বাদ, মিষ্টতা ও আনন্দ অর্জিত হবে না, যদিও তার সালাত ও সওম অধিক হয়, যতক্ষণ না সে এরূপ হয়; অর্থাৎ যতক্ষণ না সে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব রাখে। আবু উমামা থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে রয়েছে: "যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলো, আল্লাহর জন্য দান করলো এবং আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থাকলো, সে তার ঈমান পূর্ণ করলো।" ৩। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "মানুষের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব এখন পার্থিব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটি এর অধিকারীদের কোনো উপকারে আসবে না" অর্থাৎ এটি তাদের কোনো উপকার করবে না বরং ক্ষতি করবে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে...}

১ আহমাদ (৩/৪৩০)। আল-হাইসামি আল-মাজমা গ্রন্থে (১/৮৯) বলেছেন: "এর সনদে রিশাদিন ইবন সাদ রয়েছেন এবং এটি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল।" সমাপ্ত।

২ হাসান। তাবারানী আল-কাবীর গ্রন্থে (১০৫৩১), (১০৫৩৭) ইবন মাসউদের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাইসামি আল-মাজমা গ্রন্থে (৭/২৬০, ২৬১) বলেছেন: তাবারানী এটি দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর একটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। আল-আলবানী এর সমর্থনমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে সহীহ আল-জামি গ্রন্থে (২৫৩৬) একে হাসান বলেছেন। দেখুন আস-সহীহাহ (১৭২৮)।

৩ সহীহ। আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬৮১): ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ অধ্যায়। আল-আলবানী আস-সহীহাহ (৩৮০) এবং সহীহ আল-জামি গ্রন্থে (৫৮৪১) একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 342)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

إِلَّا الْمُتَّقِينَ} 1. فَإِذَا كَانَتِ الْبُلُوى قَدْ عَمَتَ بِهَذَا فِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرَ الْقُرُونِ، فَمَا زَادَ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا شِدَّةً، حَتَّى وَقَعَتِ الْهَوَالَاةُ عَلَى الشَّرْكِ وَالْبِدْعِ وَالْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانِ. وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} 2 قَالَ: الْهَوْدَةُ". فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تفسير آية البقرة.

الثانية: تفسير آية براءة.

الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.

الرابعة: نفي الإيْمَان لا يدل على الخروج من الإسلام.

الخامسة: أن للإيْمَان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.

"بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ" 3 4. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلي الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضاً على نفسه محبة في الله وتقرباً إليه. كما قال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} 5. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهه من أخيه المسلم". رواه ابن ماجه.

قوله: "وقال ابن عباس في قوله تعالى: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} قال: "المودة". هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله: "قال: المودة" أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض؛ كما قال تعالى: {وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ} 6.

قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ} 7 الآيتين: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرءون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وأولياء، يوالي لهم، ويعادي لهم، ويرضى لهم، ويغضب لهم؛

2 سورة البقرة آية: 166.

3 مسلم: كتاب الإيمان (145) و (146) : باب بيان الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
4 رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة. والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود. وقد شرحه الحافظ ابن رجب شرحاً نفيساً سماه " كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة " طبع مراراً.

5 سورة الحشر آية: 9.

6 سورة العنكبوت آية: 25.

7 سورة البقرة آية: 166.

"...মুত্তাকীদের ব্যতীত।" ১. যদি এই ফিতনা ও পরীক্ষা ইবনে আব্বাসের যামানায় (যাকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে এরপর বিষয়টি আরও চরম আকার ধারণ করেছে; এমনকি শিরক, বিদআত, পাপাচার এবং নাফরমানির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও আনুগত্য স্থাপিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছিলেন তা সংঘটিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

আল্লাহ তাআলার বাণী: "এবং তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে" ২ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "তা হলো (পার্থিব) ভালোবাসা।" এতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রয়েছে:

প্রথম: সূরা আল-বাকারার আয়াতের তাফসীর।

৮৩০: সূরা বারাত (আত-তাওবাহ)-এর আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়: নিজের জীবন, পরিবার এবং সম্পদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি ভালোবাসা ওয়াজিব হওয়া।

চতুর্থ: ঈমান নেই বলা হলেই তা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না।

পঞ্চম: ঈমানের একটি মিষ্টতা রয়েছে, যা মানুষ কখনো পায় আবার কখনো পায় না।

ষষ্ঠ: অন্তরের চারটি আমল, যা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না এবং কেউ ঈমানের স্বাদ পায় না।

সপ্তম: বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সাহাবীর উপলব্ধি: সাধারণ ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব দুনিয়াবী স্বার্থের ভিত্তিতে হওয়া।

"ইসলাম শুরু হয়েছে গরীবা (অপরিচিত) অবস্থায় এবং অচিরেই তা সূচনাকালের ন্যায় গরীবা অবস্থায় ফিরে যাবে।" ৩৪। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় একে অপরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তারা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাবগ্রস্ত।" ৫। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখেছি যে, আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে তার নিজের দীনার ও দিরহামের ওপর তার মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে নিজেকে বেশি হকদার মনে করত।" এটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তি: "এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: 'এবং তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে' সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'তা হলো ভালোবাসা'।" এই বর্ণনাটি আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনিয়র, ইবনে আবি হাতেম এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "তিনি বলেছেন: ভালোবাসা" অর্থাৎ যা দুনিয়াতে তাদের মধ্যে ছিল, তা চরম প্রয়োজনে সময় তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যখন তারা এর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল। ফলে তারা একে অপরের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনি বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিদের গ্রহণ করেছ কেবল পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার খাতিরে। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।" ৬।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আল্লাহ তাআলার বাণী: "যখন অনুসারিত ব্যক্তির তাদের অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে" ৭—এই দুই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এই অনুসারিত ব্যক্তির হেদায়েতের ওপর ছিলেন এবং তাদের অনুসারীরা দাবি করত যে তারা তাদের পথ ও পদ্ধতির ওপর আছে, অথচ তারা ছিল তাদের বিরোধী এবং ভিন্ন পথের অনুসারী। তারা ধারণা করত যে, তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাদের প্রতি ভালোবাসা তাদের উপকারে আসবে। ফলে কিয়ামতের দিন তারা তাদের থেকে

সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এটাই সেই ব্যক্তির অবস্থা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অলি বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্য শত্রুতা করে এবং তাদেরই কারণে সন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হয়।

১. সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৬৭।

২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৬।

৩. মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৪৫) ও (১৪৬): অনুচ্ছেদ: ইসলাম শুরু হয়েছে গরীবা অবস্থায় এবং অচিরেই গরীবা অবস্থায় ফিরে যাবে—ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস থেকে।

৪. মুসলিম ও ইবনে মাজাহ এটি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে রজব এর এক চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যার নাম দিয়েছেন "কাশফুল কুরবাহ ফি ওয়াসফি হালি আহলিল গুরবাহ", যা বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।

৫. সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯।

৬. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২৫।

৭. সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৬।

(ص: 343)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حشرات عليه مع كثرتها وشدة تعبها فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد

وربّه، وهو حظّه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها: من
 الحب والبغض، والعطاء والمنع، والموالات والمعاداة، والتقريب والإبعاد، وتجريد
 متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضاً بريئاً من شوائب الالتفات إلى
 غيره، فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره؛ فضلاً عن تقديم قول غيره عليه.
 فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربّه،
 وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا
 تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما
 جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بتابعتهما. وقد قال
 تعالى: {وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} 1. فهذه هي الأعمال
 التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباءً
 منثوراً لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم
 القيامة: أن يرى سعيه ضائعاً. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصاً.
 الثامنة: تفسير: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} 2.
 التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً.
 العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية 3 أحب إليه من دينه.
 الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.

1 سورة الفرقان آية: 23.

2 سورة البقرة آية: 166.

3 هي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن.

নিশ্চয়ই তার সকল আমল বাতিল, কিয়ামতের দিন সে তা নিজের জন্য আক্ষেপ হিসেবে
 দেখবে, যদিও তা পরিমাণে ছিল অনেক এবং তা অর্জনে তার ক্লান্তি ও পরিশ্রম ছিল প্রচুর;
 যেহেতু সে তার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালোবাসা ও ঘৃণা এবং সাহায্য ও অগ্রাধিকারকে আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলের জন্য একনিষ্ঠ করেনি, তাই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সেই সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়েছেন। আর তিনি সেই সকল মাধ্যম ছিন্ন করে দিয়েছেন, ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বিদ্যমান প্রতিটি মাধ্যম, সম্পর্ক, উসিলা ও ভালোবাসা ছিন্ন হয়ে যাবে। কেবল বান্দা ও তার রবের মধ্যকার সংযোগকারী মাধ্যমটিই অবশিষ্ট থাকবে, আর তা হলো আল্লাহর দিকে ও তাঁর রাসূলের দিকে তার হিজরতের অংশ এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা: যেমন ভালোবাসা ও ঘৃণা, প্রদান ও বর্জন, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এবং নৈকট্য ও দূরত্ব। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে একনিষ্ঠ করা যা অন্য কারো দিকে ঝঞ্জেপ করার কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করা তো দূরের কথা, বরং অন্য কারো কথাকে তাঁর কথার ওপর প্রাধান্য দেওয়া থেকেও মুক্ত।

এই মাধ্যমটিই এমন যা তার অধিকারীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, আর এটিই হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্ক, যা হলো নিছক দাসত্বের সম্পর্ক। এটিই তার সেই মূল ভিত্তি যেখানে সে বিচরণ করে এবং যেকোনো তার প্রত্যাবর্তন। আর এটি রাসূলগণের (তাঁদের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) অনুসরণে একনিষ্ঠ হওয়া ব্যতীত অর্জিত হয় না; কেননা এই দাসত্বের বিধান তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে, তাঁদের মাধ্যমেই তা জানা গেছে এবং তাঁদের অনুসরণ ব্যতীত এর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {আর তারা যে আমল করেছে আমি তার দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব} ১। এগুলো হলো সেই আমল যা দুনিয়াতে তাঁর রাসূলগণের সুন্নাহ ও পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল না এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যও ছিল না। আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন যার দ্বারা আমলকারী আদৌ উপকৃত হবে না। আর কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য এটিই হবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আক্ষেপ: তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখা। অথচ কল্যাণকর প্রচেষ্টাকারীরা তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফল হয়েছে। সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

অষ্টম: {এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে} ২ -এর ব্যাখ্যা।

নবম: মুশরিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

দশম: যার কাছে উক্ত আটটি ও বিষয় তার দ্বীনের চেয়ে অধিক প্রিয়, তার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি।

একাদশ: যে ব্যক্তি এমন কোনো সমকক্ষ গ্রহণ করে যার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার সমান হয়, তবে তা বড় শিরক।

১ সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ২৩।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৬৬।

৩ সেগুলো হলো: পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ, ব্যবসা ও বাসস্থান।

(ص: 344) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ}

...

باب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} 1.

قوله: "باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ}."

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} 2. وقال تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} 3. وقال تعالى: {وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ} 4. وقال تعالى: {فَأَرْهَبُونَ} 5. وقال تعالى: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِي} 6. وأمثلة هذه الآيات في القرآن كثير.

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام:

أحدها: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو يصيبه بما يكره. كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له: {إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ} 7. وقال تعالى: {وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} 8. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها، ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه، خوفاً من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول هذه الآية. كما قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

1 سورة آل عمران آية: 175.

2 سورة الأنبياء آية: 28.

3 سورة النحل آية: 50.

4 سورة الرحمن آية: 46.

5 سورة النحل آية: 51.

6 سورة المائدة آية: 44.

7 سورة هود آية: 54-55.

8 سورة الزمر آية: 36.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {এ তো কেবল শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।}

...

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {এ তো কেবল শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।} ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {এ তো কেবল শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।}"।

ভয় (খওফ) দ্বীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহান মাকাম (স্তর), এবং এটি ইবাদতের এমন এক ব্যাপক প্রকার যা মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সম্ভ্রান্ত} ২। তিনি আরও বলেন: {তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন} ৩। তিনি আরও বলেন: {যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত} ৪। তিনি আরও বলেন: {সুতরাং কেবল আমাকেই ভয় করো} ৫। তিনি আরও বলেন: {সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো} ৬। কুরআনে এই ধরনের আয়াত প্রচুর রয়েছে।

ভয় (খওফ) মূলত তিন প্রকার:

প্রথমত: গোপন ভয় (খওফে সির), আর তা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মূর্তি বা তাগুতকে এই ভয় করা যে, সে তাকে কোনো অপছন্দনীয় বিপদে ফেলবে; যেমনটি হুদ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে বলেছিল: {আমরা তো কেবল এটাই বলি যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্য হতে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা তাঁর সাথে যাদের শরীক করো তা থেকে আমি মুক্ত। তাঁর পরিবর্তে (যাদের ইবাদত করো)। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না} ৭। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়} ৮। আর এটাই হলো কবরপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের বর্তমান অবস্থা; তারা সেগুলোকে ভয় করে এবং এর মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদের ভয় দেখায় যখন তারা সেই ইবাদতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর জন্য ইবাদতকে একনিষ্ঠ করার নির্দেশ দেয়। এটি তাওহীদের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত: মানুষের ভয়ে নিজের ওপর অর্পিত ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করা। এটি হারাম এবং এটি আল্লাহর সাথে শিরকের একটি প্রকার যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। আর এটাই এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {যাদেরকে লোকেরা বলেছিল,

নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল...}

১ সূরা আল-ইমরান আয়াত: ১৭৫।

২ সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত: ২৮।

৩ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৫০।

৪ সূরা আর-রাহমান আয়াত: ৪৬।

৫ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৫১।

৬ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৪৪।

৭ সূরা হুদ আয়াত: ৫৪-৫৫।

৮ সূরা আজ-জুমার আয়াত: ৩৬।

(ص: 345)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّهَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ { 1 الآية. وفي الحديث: " إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى " 2 3. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: { فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } 4 الآية. ومعنى قوله: { إِنَّهَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } أي يخوفكم أوليائه { فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ } 5. وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به

عبادة ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون، وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} 6 الآية.

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "ومن كيد عدو الله: أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم، ولا يأمرهم بمعروف، ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه. ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي

وقوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} 7.

إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلّت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان".
قوله: "وقول الله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} الآية".

1 سورة آل عمران آية: 173-174-175.

2 صحيح. أحمد (3/ 27 ، 29 ، 77) وابن حبان (1845) وابن ماجة: كتاب الفتن: (4008) ; باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري وصححه الألباني في صحيح الجامع (1814) .

3 رواه ابن ماجة عن أبي سعيد بلفظ: "لا يحقر أحدكم نفسه؛ قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا: كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى". ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة

المائدة: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم).
الآيات.

4 سورة القصص آية: 21.

5 سورة آل عمران آية: 175.

6 سورة الزمر آية: 36.

7 سورة التوبة آية: 18.

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। বস্তুত ওটা তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়... ১ আয়াত পর্যন্ত।

আর হাদিসে এসেছে: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন: যখন তুমি অন্যায় কাজ হতে দেখলে, তখন তা পরিবর্তন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? সে বলবে: হে রব, মানুষকে ভয় পাওয়ার কারণে। তখন আল্লাহ বলবেন: আমাকেই ভয় করা তোমার জন্য অধিক সমীচীন ছিল" ২ ও।

তৃতীয়: স্বাভাবিক ভয়, আর তা হলো শত্রু, হিংস্র প্রাণী বা এ জাতীয় অন্য কোনো কিছুর ভয়। এটি নিন্দনীয় নয়, যেমন মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীতে বলেছেন: {অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বেরিয়ে পড়লেন} ৪ আয়াত পর্যন্ত।

আর তাঁর বাণী: {বস্তুত ওটা তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়} এর অর্থ হলো সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায় {সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো} ৫। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের প্রতি তাঁর ব্যতিরেকে অন্য কাউকে ভয় করতে নিষেধ এবং তাদের জন্য আদেশ যেন তারা তাদের ভয়কে কেবল আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ করে, ফলে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আর এটিই হলো সেই ইখলাস (একনিষ্ঠতা) যার আদেশ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন এবং তাদের থেকে এতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তারা যখন ভয় ও সমস্ত ইবাদতকে কেবল তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে, তিনি তাদের তাদের প্রত্যাশিত বস্তু দান করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ভীতি থেকে তাদের

নিরাপদ করেন, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের ভয় দেখায়} ৬ আয়াত পর্যন্ত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম -রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা- বলেছেন: "আল্লাহর শত্রুর একটি চক্রান্ত হলো: সে মুমিনদেরকে তার সেনাবাহিনী ও বন্ধুদের ভয় দেখায়; যাতে তারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করে, তাদের সৎকাজের আদেশ না দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ না করে।

মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি শয়তানের চক্রান্ত ও ভীতি প্রদর্শন। আর তিনি আমাদের তাদের ভয় পেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: সকল মুফাসসিরের মতে এর অর্থ হলো: সে তার বন্ধুদের দ্বারা তাদের ভয় দেখায়। কাতাদাহ বলেন: সে তাদের তোমাদের অন্তরে বড় করে দেখায়। ফলে মুমিনের

এবং তাঁর বাণী: {নিশ্চয়ই আল্লাহর মাসজিদসমূহ তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় তারাই হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে} ৭।

ঈমান যত শক্তিশালী হয়, তার অন্তর থেকে শয়তানের বন্ধুদের ভয় তত দূরীভূত হয়। আর তার ঈমান যত দুর্বল হয়, তাদের প্রতি তার ভয় তত প্রবল হয়। সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ভয়ের একনিষ্ঠতা ঈমানের শর্তাবলির পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত।"

তাঁর বক্তব্য: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই আল্লাহর মাসজিদসমূহ তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে...} আয়াত পর্যন্ত।"

১ সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৭৩-১৭৪-১৭৫।

২ সহীহ। আহমাদ (৩/ ২৭, ২৯, ৭৭), ইবনু হিব্বান (১৮৪৫), ইবনু মাজাহ: কিতাবুল ফিতান (৪০০৮); আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ অধ্যায় এবং আলবানী একে সহীহুল জামে গ্রন্থে (১৮১৪) সহীহ বলেছেন।

৩ ইবনু মাজাহ আবু সাঈদ থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "তোমাদের কেউ যেন নিজেকে তুচ্ছ না করে; তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কেউ নিজেকে কীভাবে তুচ্ছ করে? তিনি বললেন: সে আল্লাহর কোনো নির্দেশ দেখে যাতে তার কিছু বলার ছিল কিন্তু সে তা বলে না, তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন: অমুক অমুক বিষয়ে বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? সে বলবে: মানুষকে ভয় পাওয়ার কারণে। তখন তিনি বলবেন: আমাকেই ভয় করা তোমার জন্য অধিক সমীচীন ছিল।" ইবনু কাসীর সূরা আল-মায়িদাহ-এর {বনী ইসরাঈলের

মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তাদের দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখে লানত করা হয়েছে} আয়াতসমূহের তাফসীরে এটি উল্লেখ করেছেন।

৪ সূরা আল-কাসাস আয়াত: ২১।

৫ সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৭৫।

৬ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৩৬।

৭ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১৮।

(ص: 346)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعبرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عبارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لأن عبارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشارك وإن عمل فعمله {كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} 1، أو {كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} 2. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.

قوله: {يَخْشَى اللَّهَ} قال ابن عطية: "يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه".

وقال ابن القيم رحمه الله: "الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب".

قوله: {فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} . قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: " إن أولئك هم المهتدون، وكل " عسى " في القرآن فهي واجبة 3". وفي الحديث:

وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} 4 الآية.

" إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان " 5. قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} 6. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري.

قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} 7.

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بالسنتهم، ولم يثبت في قلوبهم: أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم، فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أُوذِيَ في الله".

1 سورة النور آية: 39.

2 سورة إبراهيم آية: 18.

3 قال ابن كثير: قال ابن عباس: "كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) . وهي الشفاعة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: "وعسى" في القرآن من الله حق".

4 سورة العنكبوت آية: 10.

5 ضعيف. أحمد (3/ 68 ، 76) ، والترمذي: كتاب التفسير (3093) : باب ومن
سورة التوبة، والحاكم (1/ 212 ، 213 ، (2/ 332) . وإسناده ضعيف. وضعفه
الألباني في المشكاة (723) وضعيف الجامع (608) .

6 سورة التوبة آية: 18.

7 سورة العنكبوت آية: 10.

মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর মসজিদসমূহ কেবল তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, যারা অন্তরের সাথে ঈমান এনেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করেছে, এবং অন্য কাউকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁর প্রতিই একনিষ্ঠ ভয় প্রদর্শন করেছে। তাই তিনি তাদের জন্য মসজিদের আবাদ হওয়া সাব্যস্ত করেছেন, মুশরিকদের থেকে তা অস্বীকার করার পর। কেননা মসজিদের আবাদ হয় আনুগত্য ও সৎকাজের মাধ্যমে। আর মুশরিক ব্যক্তি যদি আমলও করে, তবে তার আমল হচ্ছে "মরুভূমির মরিচীকার মতো, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে, কিন্তু যখন সে তার কাছে আসে তখন তাকে কিছুই পায় না" ১, অথবা "এমন ভস্মের মতো যার ওপর ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায়" ২। আর যা এমন হয়, তার অন্তিত্বই অস্তিত্বের চেয়ে উত্তম। অতএব, তাওহীদ প্রধান ঈমান এবং শিরক ও বিদআতের আবিলতা মুক্ত একনিষ্ঠ আমল ছাড়া মসজিদ আবাদ হয় না। আর এ সবই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট নিঃশর্ত ঈমানের নামকরণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বাণী: {আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না} ইবনে আতিয়্যাহ বলেন: "এর দ্বারা সম্মান প্রদর্শন, ইবাদত ও আনুগত্যের ভয় উদ্দেশ্য। আর মানুষ তো স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াবী বিপদাপদকে ভয় করেই থাকে, তবে এ সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর পরিচালনার ভয় রাখা উচিত।"

এবং ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাল্লাহ) বলেন: "ভয় হলো হৃদয়ের দাসত্ব, তাই এটি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য শোভনীয় নয়, যেমন হীনতা স্বীকার করা, আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, মহস্বত, তাওয়াক্কুল ও আশা এবং হৃদয়ের অন্যান্য দাসত্ব।"

তাঁর বাণী: {অচিরেই তারা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে}। ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই তারা হলো

হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবহৃত প্রত্যেক 'আসা' (অচিরেই/সম্ভবত) শব্দই অবধারিত ৩।" এবং হাদীসে রয়েছে:

এবং তাঁর বাণী: {মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন সে নির্যাতিত হয়, তখন সে মানুষের দেওয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে} ৪ আয়াতটি।

"যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও" ৫। মহান আল্লাহ বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে} ৬। এটি আহমাদ, তিরমিযী ও হাকীম আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: {মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি’; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন সে নির্যাতিত হয়, তখন সে মানুষের দেওয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে} ৭।

ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহু তা'আলা) বলেন: মহান আল্লাহ মিথ্যারোপকারী একদল সম্প্রদায়ের গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যারা মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু তাদের অন্তরে তা সুদৃঢ় হয়নি: তারা যখন দুনিয়াতে কোনো পরীক্ষা বা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তারা বিশ্বাস করে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোনো প্রতিশোধ, ফলে তারা ইসলাম থেকে ফিরে যায়। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "অর্থাৎ তার পরীক্ষা হলো এই যে, আল্লাহর পথে নির্যাতিত হলে সে তার দীন থেকে ফিরে যায়।"

১ সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৯।

২ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ১৮।

৩ ইবনে কাসীর বলেন: ইবনে আব্বাস বলেছেন: "যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর বাণী: (আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন)। আর তা হলো শাফায়াত। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বলেন: আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে ব্যবহৃত 'আসা' হলো সত্য (বাস্তবায়িত হওয়া)।"

৪ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১০।

৫ যঈফ। আহমাদ (৩/৬৮, ৭৬), তিরমিযী: কিতাবুত তাফসীর (৩০৯৩): সূরা আত-তাওবার
অধ্যায়, হাকীম (১/২১২, ২১৩, ২/৩৩২)। এর সনদ দুর্বল। আলবানী একে মিশকাত (৭২৩)
ও যঈফুল জামে (৬০৮)-এ দুর্বল বলেছেন।

৬ সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১৮।

৭ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১০।

(ص: 347)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن
يقول أحدهم: آمنا، وإما أن لا يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفر، فمن
قال: آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من
الكاذب، ومن لم يقل: آمنا. فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن
بالرسل وأطاعهم عاذاً أعداءهم وأذوه وابتلي بما يؤله، ومن لم يؤمن بهم ولم
يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤله، وكان هذا الألم أعظم وأدوم
من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان،
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا
والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم؛
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه
أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذوبة؛ وإن وافقهم حصل له العذاب
تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجأر ظلمة لا
يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقتهم لهم أو سكوتهم عنهم، فإن وافقهم أو
سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف

مَا كَانَ يَخَافُهُ ابْتِدَاءَ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَخَالَفَهُمْ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمْ فَلَا بُدَّ أَنْ يِيهَانَ وَيَعَاقِبَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ.

فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَزْمِ بِمَا قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِمَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَثْوَنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يَغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا " 1.

فَمِنْ هِدَاةِ اللَّهِ وَأَلْهِمِهِ رَشْدَهُ وَوَقَاةِ شَرِّ نَفْسِهِ امْتَنَعَ مِنَ الْمَوَافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمَحْرَمِ وَصَبَرَ عَلَى عِدَاوَتِهِمْ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا كَانَتْ لِلرَّسْلِ وَاتِّبَاعِهِمْ.

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حَالِ الدَّاخِلِ فِي الْإِيمَانِ بِلَا بَصِيرَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ لَهُ، وَهِيَ أَذَاهُمْ وَنِيلُهُمْ إِيَّاهُ بِالْمَكْرُوهِ، وَهُوَ الْأَلَمُ الَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَنَالَ الرِّسْلَ وَاتِّبَاعَهُمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، جَعَلَ ذَلِكَ فِي فِرَارِهِ مِنْهُ وَتَرْكِهِ السَّبَبَ الَّذِي يَنَالُهُ بِهِ: كَعَذَابِ اللَّهِ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِيمَانِ. فَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالِ بَصِيرَتِهِمْ فَرَوْا مِنْ أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ إِلَى الْإِيمَانِ، وَتَحَلَّوْا مَا فِيهِ مِنْ

1 رواه الترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في ص 342.

এবং ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেছেন: "মানুষের নিকট যখন রাসূল পাঠানো হয়, তখন তারা দুই অবস্থার মধ্যে থাকে: হয় তাদের কেউ বলবে: 'আমরা ঈমান এনেছি', অথবা সে তা বলবে না। বরং সে পাপ ও কুফরিতে লিপ্ত থাকবে। অতঃপর যে বলে: 'আমরা ঈমান এনেছি', তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, কষ্টে নিপতিত করেন এবং তাকে ফিতনায় ফেলেন। আর ফিতনা হলো পরীক্ষা ও যাচাই, যাতে মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদীকে পৃথক করা যায়। আর যে ব্যক্তি বলে না: 'আমরা ঈমান এনেছি', সে যেন মনে না করে যে সে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবে এবং তাঁকে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলদের ওপর ঈমান আনল এবং তাঁদের আনুগত্য করল, তাদের শত্রুরা তার সাথে শত্রুতা করে, তাকে কষ্ট দেয় এবং সে এমন কষ্টের দ্বারা পরীক্ষিত হয় যা তাকে ব্যথিত করে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের ওপর ঈমান

আনে না এবং তাঁদের আনুগত্য করে না, সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তার এমন কষ্ট অর্জিত হয় যা তাকে ব্যথিত করে, আর এই কষ্ট রাসূলগণের অনুসারীদের কষ্টের চেয়েও বৃহত্তর ও অধিক স্থায়ী। অতএব প্রতিটি আত্মা—চাই সে ঈমান আনুক বা ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিক—অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হবে। তবে মুমিনের ক্ষেত্রে শুরুতে দুনিয়াতে কষ্ট অর্জিত হয়, অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য শুভ পরিণাম নির্ধারিত থাকে। আর যে ঈমান থেকে বিমুখ হয়, শুরুতে তার সাময়িক আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু পরবর্তীতে সে স্থায়ী কষ্টের দিকে ধাবিত হয়। আর মানুষকে অবশ্যই মানুষের সাথে বসবাস করতে হয়, এবং মানুষের নানাবিধ ইচ্ছা ও চিন্তা থাকে; তারা চায় সে যেন তাদের সাথে একমত হয়। যদি সে তাদের সাথে একমত না হয়, তবে তারা তাকে কষ্ট দেয় ও উৎপীড়ন করে। আর যদি সে তাদের সাথে একমত হয়, তবে কখনো তাদের পক্ষ থেকে, আবার কখনো অন্যদের পক্ষ থেকে সে আজাবের সম্মুখীন হয়। যেমন কোনো দীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তি এমন এক পাপাচারী ও জালেম কওমের মাঝে অবতরণ করল, যারা তাদের পাপাচার ও জুলুম ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে পারে না যতক্ষণ না সে তাদের সাথে একমত হয় অথবা তাদের ব্যাপারে নীরব থাকে। যদি সে তাদের সাথে একমত হয় অথবা নীরব থাকে, তবে শুরুতে সে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তার ওপর এমন অপমান ও কষ্ট চাপিয়ে দেয়, যা শুরুতে তাদের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করলে যে ভয় সে করত তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। আর যদি সে তাদের থেকে রক্ষা পায়ও, তবুও অন্যের হাতে তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হতে হয়।

সুতরাং চূড়ান্ত বিচক্ষণতা তা-ই, যা উমূল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোনোই উপকারে আসবে না।"

১

অতএব যাকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন, সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং তার নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, সে হারাম কাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের শত্রুতার ওপর ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য শুভ পরিণাম অর্জিত হয়, যেমনটি রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য হয়েছিল।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে সঠিক অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াই ঈমানে প্রবেশ করে; যখন আল্লাহর পথে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন সে মানুষের ফিতনাকে—যা

হলো তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেওয়া এবং অপ্রীতিকর কিছুর সম্মুখীন হওয়া, আর এই কষ্ট তো রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদের বিরোধীদের পক্ষ থেকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়— সেটিকেই সে তার পলায়নের কারণ বানিয়ে নেয় এবং সেই কারণটিই ত্যাগ করে যার মাধ্যমে সে ঈমান লাভ করেছিল: যেমনটি মুমিনরা ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে পলায়ন করে।

মুমিনগণ তাদের পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির কারণে আল্লাহর আজাবের কষ্ট থেকে ঈমানের দিকে পলায়ন করেছে এবং তারা এতে বিদ্যমান কষ্ট সহ্য করে নিয়েছে...

১ তিরমিযী এটি আয়েশা থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন; সামনে ৩৪২ পৃষ্ঠায় এটি আসবে।

(ص: 348)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغُبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأوليائه قال: إني كنت معكم، والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق". انتهى.

وفي الآية رد على البرجئة والكرامية. ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: آمنا بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفيه الخوف من مدهانة الخلق في الحق. والمعصوم من عصيه الله.
قوله: " عن أبي سعيد مرفوعاً. " إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله،
وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تدمهم على ما لم يؤتكَ الله؛ إن رزق الله لا يجره
حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره " 1.

هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي
وقال: ضعيف. وفيه أيضاً عطية العوفي: ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. ومعنى
الحديث صحيح، وتبامه: " وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين،
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط " 2.

قوله: "إن من ضعف اليقين" الضعف بضم ويحرك، ضد القوة، ضعف ككرم ونصر،
ضعفاً، وضعفة، وضعاوية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان. والجمع: ضعاف وضعفاء
وضعفة وضعفى، أو الضعف - بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة
وضعوف. و "اليقين" كمال الإيمان. قال ابن مسعود: " اليقين الإيمان كله، والصبر
نصف الإيمان " رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً:
قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس
مرفوعاً. 3 " فإن

1 ضعيف. أبو نعيم في الحلية (5 / 106) ، (10 / 41) ، والبيهقي في الشعب (1 / 151 ، 152) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2007) .

2 صحيح موقوفاً. وعلقه البخاري في صحيحه (1 / 47) كتاب الإيمان. وقال الحافظ في
الفتح (1 / 48) : وصله الطبراني بسند صحيح.. "وأخرجه أبو نعيم في الحلية
والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً ولا يثبت رفعه" ا. هـ.

3 ضعيف. الرواية الأولى جزء من حديث رواه الحاكم (3 / 541) ، وأبو نعيم في
الحلية (1 / 314) بإسناد ضعيف. والرواية الثانية أخرجهما الآجري في الشريعة ص

(198) بسند ضعيف أيضاً، والحديث ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص
(184).

শীঘ্রই দূরীভূত ও অপসূয়মাণ বেদনা। আর এটি তার অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতার কারণে যে, সে রাসূলগণের শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে তাদের সাথে একমত হওয়া ও তাদের অনুসরণের দিকে পলায়ন করেছে। ফলে সে তাদের আযাবের কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে আল্লাহর আযাবের কষ্টের দিকে পলায়ন করল। সে মানুষের পক্ষ থেকে আসা ফিতনার কষ্ট থেকে পলায়ন করাকে আল্লাহর আযাবের সমতুল্য গণ্য করল। সে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো যখন সে তপ্ত বালু থেকে বাঁচতে গিয়ে আগুনের আশ্রয় নিল এবং এক মুহূর্তের কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে চিরস্থায়ী কষ্টের দিকে পলায়ন করল। আর যখন আল্লাহ তাঁর বাহিনী ও বন্ধুদের সাহায্য করেন, তখন সে বলে: "আমি তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।" অথচ আল্লাহ তার অন্তরে লুকায়িত মুনাফিকি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। সমাপ্ত।

আর এই আয়াতে মুরজিয়া ও কাররামিয়াদের খণ্ডন করা হয়েছে। এর কারণ হলো: তাদের এই কথা যে 'আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি' তাদের কোনো উপকারে আসেনি যখন তারা আল্লাহর পথে শত্রুতা পোষণকারীদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর ধৈর্য ধারণ করেনি। সুতরাং আমল ব্যতিরেকে কেবল মৌখিক ঘোষণা ও অন্তরের বিশ্বাস কোনো উপকারে আসে না। কোনো ব্যক্তির ওপর শরয়ি ঈমানের নাম ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না তিনটি বিষয় একত্রিত হবে: অন্তরের বিশ্বাস ও তার আমল, জিহ্বার স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল। আর এটিই সালাফ ও খালাফ নির্বিশেষে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জানেন।

আর এর মধ্যে সত্যের ব্যাপারে সৃষ্টির সাথে তোষামোদ করার ভয় প্রকাশ পেয়েছে। আর মাসুম বা সংরক্ষিত সেই যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন।

তাঁর বাণী: "আবু সাঈদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 'নিশ্চয়ই ইয়াকীনের দুর্বলতা হলো তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিকের জন্য মানুষের প্রশংসা করবে, আর আল্লাহ যা তোমাকে দেননি তার জন্য মানুষের নিন্দা করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহর রিযিক কোনো লোভীর লোভ তা নিয়ে আসতে পারে না এবং কোনো অপছন্দকারীর অপছন্দ তা রোধ করতে পারে না'।"

এই হাদিসটি আবু নুআয়ম 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান আস-সুদী থাকার কারণে একে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন এবং বলেছেন: সে যঈফ (দুর্বল)। এতে আতিয়াহ আল-আওফীও রয়েছেন; যাহাবী তাঁকে যঈফ ও মাতরুফ (পরিত্যাজ্য) রাবিদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। তবে হাদিসটির অর্থ সঠিক। এর বাকি অংশ হলো: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রশান্তি ও আনন্দকে সম্ভ্রুতি ও ইয়াকীনের মধ্যে রেখেছেন, আর দুশ্চিন্তা ও দুঃখকে সন্দেহ ও অসম্ভ্রুতির মধ্যে রেখেছেন।"

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই ইয়াকীনের দুর্বলতা থেকে" - 'আদ-দ'ফ' শব্দটি দাল বর্ণে পেশ দিয়ে অথবা যবর দিয়ে পড়া যায়, এটি শক্তির বিপরীত। শব্দটি দাউফা- ইয়াদউফু থেকে ক্রিয়ামূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কর্তা হলো দঈফ, দউফ ও দ'ফান। এর বহুবচন হলো: দিআফ, দুআফা, দাফাতুন ও দাফা। অথবা 'আদ-দ'ফ' যবর যোগে মেধার ক্ষেত্রে এবং পেশ যোগে শরীরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো দঈফাহ ও দউফ। আর 'ইয়াকীন' হলো ঈমানের পূর্ণতা। ইবনে মাসউদ বলেছেন: "ইয়াকীন হলো পূর্ণ ঈমান, আর ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধেক।" আবু নুআয়ম 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী 'যুহদ' গ্রন্থে তাঁর থেকে মারফু সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এর অন্তর্ভুক্ত হলো পূর্বনির্ধারিত তাকদীরের ওপর ঈমানকে সুদৃঢ় করা, যেমনটি ইবনে আব্বাসের মারফু হাদিসে এসেছে।

১ যঈফ। আবু নুআয়ম 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে (৫/১০৬, ১০/৪১) এবং বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে (১/১৫১, ১৫২) বর্ণনা করেছেন। আলবানী একে 'যঈফুল জামে' গ্রন্থে (২০০৭) দুর্বল বলেছেন।

২ মাওক্ফ সূত্রে সহীহ। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (১/৪৭) 'কিতাবুল ঈমান'-এ এটি তা'লীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (১/৪৮) বলেছেন: তাবারানি এটি সহীহ সনদে সংযুক্ত করেছেন... "আবু নুআয়ম 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী 'যুহদ' গ্রন্থে তাঁর থেকে মারফু সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তবে মারফু হিসেবে এটি প্রমাণিত নয়।" - সমাপ্ত।

৩ যঈফ। প্রথম বর্ণনাটি একটি হাদিসের অংশ যা হাকেম (৩/৫৪১) এবং আবু নুআয়ম 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে (১/৩১৪) দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি আজুররী 'আশ-শরীয়াহ' পৃষ্ঠায় (১৯৮) দুর্বল সনদে বের করেছেন। হাদিসটিকে ইবনে রজব 'জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম' পৃষ্ঠায় (১৮৪) দুর্বল বলেছেন।

استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا". وفي رواية "قلت: يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك " 1.

قوله: "أن ترضي الناس بسخط الله" أي تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته، ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بها يجلب له سخط خالقه وربّه ومليكه الذي يتصرف في القلوب، ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه أثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بها يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله، ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله، وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيدة من ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق.

قوله: "وأن تحمدهم على رزق الله" أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث:

"من لا يشكر الناس لا يشكر الله" 23؛ لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم؛ لحديث: "ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" 4 5.

فإضافة الصنعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده.

قوله: "وأن تذمهم على ما لم يؤتكم الله"؛ لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقته بالمقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم

يُمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله، ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي هذا

-
- 1 البخاري: الإيمان (26) ، ومسلم: الإيمان (83) ، والترمذي: فضائل الجهاد (1658) ، والنسائي: مناسك الحج (2624) والجهاد (3130) ، وأحمد (264/2) ، والدارمي: الجهاد (2393) .
 - 2 البخاري: الجهاد والسير (2786) ، ومسلم: الإمارة (1888) ، والترمذي: فضائل الجهاد (1660) ، والنسائي: الجهاد (3105) ، وأبو داود: الجهاد (2485) ، وابن ماجه: الفتن (3978) ، وأحمد (37/3) .
 - 3 رواه أبو داود والترمذي - وقال: حسن صحيح - ، وابن حبان عن أبي هريرة.
 - 4 صحيح. جزء من حديث ابن عمر أوله: "من استعاذكم بالله فأعيزوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع... الحديث". رواه أبو داود: كتاب الزكاة (1673) : باب عطية من سأل بالله. والنسائي: كتاب الزكاة (82 / 5) : باب من سأل بالله عز وجل. وقال الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول (692 / 11) وإسناده صحيح ا. هـ. وصححه الألباني في الصحيحة (254) .
 - 5 رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. كذا في كشف الخفاء.

যদও তুমি ইয়াকীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সাথে সন্তুষ্টির ওপর আমল করতে সক্ষম হও, তবে তা করো। আর যদি সক্ষম না হও, তবে তুমি যা অপছন্দ করো তার ওপর সবার করার মাঝে অনেক কল্যাণ রয়েছে।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াকীনের ব্যাপারে কী করব? তিনি বললেন: তুমি এই জ্ঞান রাখবে যে, তোমার কাছে যা পৌঁছেছে তা তোমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তোমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে তা তোমাকে পৌঁছানোর ছিল না।" ১।

তাঁর বাণী: "আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা" অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর তাদের সন্তুষ্টিকে প্রধান্য দেওয়া। আর এটি তখনই ঘটে যখন তার অন্তরে আল্লাহর মহিমা,

মর্যাদা ও ভয় সেভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে না, যা তাকে তার স্রষ্টা, পালনকর্তা ও মালিকের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে সৃষ্টির সন্তুষ্টি অর্জনে বাধা দেয়; অথচ তিনিই অন্তরসমূহ পরিবর্তন করেন, বিপদ দূর করেন এবং গুনাহ ক্ষমা করেন। আর এদিক থেকে এটি এক প্রকার শিরকের অন্তর্ভুক্ত; কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর সৃষ্টির সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টির নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছে। আর আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন এবং যাকে তাঁর পরিচয় ও তাঁর গুণাবলি (সিফাত) তাঁর সুমহান মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাব্যস্ত করা এবং তাঁর পূর্ণতার পরিপন্থী সব কিছু থেকে তাঁকে পবিত্র রাখার জ্ঞান দান করেন, এবং তাঁর রবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহর তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন, সে ছাড়া কেউ এ থেকে নিষ্ফ্রুতি পায় না। আর আল্লাহর তাওফীকেই সব কিছু সম্পন্ন হয়।

তাঁর বাণী: "আল্লাহর দেওয়া রিযিকের ওপর তাদের প্রশংসা করা" অর্থাৎ তাদের হাতের মাধ্যমে তোমার কাছে যা পৌঁছেছে, সেটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করা এবং তার জন্য তাদের প্রশংসা করা। অথচ প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ, যিনি এটি তোমার জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তিনি যখন কোনো বিষয় চান, তখন সেটির জন্য উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করে দেন। আর এটি এই হাদীসের পরিপন্থী নয় যে:

"যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না" ৩; কারণ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা হলো তাদের জন্য দোয়া করার মাধ্যমে, যেহেতু আল্লাহ তাদের হাতের মাধ্যমেই এটি পাঠিয়েছেন। তাই তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে কিংবা তাদের প্রতিদান দেবে; হাদীসে এসেছে: "যে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করে তাকে তার প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দোয়া করো যতক্ষণ না তোমরা অনুভব করো যে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।" ৪ ৫। সুতরাং অনুগ্রহটি তাদের দিকে সম্বন্ধ করা এ কারণে যে তারা তোমার কাছে এই কল্যাণ পৌঁছানোর মাধ্যম হয়েছে। আর যিনি এটি নির্ধারণ করেছেন ও পাঠিয়েছেন তিনি একমাত্র আল্লাহ।

তাঁর বাণী: "আল্লাহ তোমাকে যা দেননি তার জন্য তাদের নিন্দা করা"; কারণ তুমি তাদের কাছে যা চেয়েছিলে আল্লাহ তা তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি। তিনি যদি তা তোমার জন্য নির্ধারণ করতেন, তবে তাকদীর তা তোমার কাছে পৌঁছে দিত। সুতরাং যে ব্যক্তি জানে যে দান করা ও বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহই অমুখাপেক্ষী এবং তিনিই বান্দাকে মাধ্যমসহ বা মাধ্যম ছাড়া এবং তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন, সে রিযিকের জন্য কোনো

সৃষ্টির প্রশংসা করবে না এবং না দেওয়ার জন্য কারও নিন্দাও করবে না। বরং সে তার সব বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে এবং তার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে তাঁরই ওপর ভরসা করবে। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন

১ বুখারী: ঈমান (২৬), মুসলিম: ঈমান (৮৩), তিরমিযী: ফাযাইলুল জিহাদ (১৬৫৮), নাসাঈ: মানাসিকুল হাজ্জ (২৬২৪) ও জিহাদ (৩১৩০), আহমাদ (২/২৬৪), দারেমী: জিহাদ (২৩৯৩)।

২ বুখারী: জিহাদ ও সিয়র (২৭৮৬), মুসলিম: ইমারাহ (১৮৮৮), তিরমিযী: ফাযাইলুল জিহাদ (১৬৬০), নাসাঈ: জিহাদ (৩১০৫), আবু দাউদ: জিহাদ (২৪৮৫), ইবনে মাজাহ: ফিতান (৩৯৭৮), আহমাদ (৩/৩৭)।

৩ আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন - তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ -, এবং ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪ সহীহ। ইবনে উমারের হাদীসের অংশ যার শুরুতে রয়েছে: "যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দাও, যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে চায় তাকে দান করো, যে দাওয়াত দেয় তার ডাকে সাড়া দাও, আর যে ... হাদীসটি"। বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ: যাকাত অধ্যায় (১৬৭৩): অনুচ্ছেদ: আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রার্থনাকারীকে দান করা। এবং নাসাঈ: যাকাত অধ্যায় (৫/৮২): অনুচ্ছেদ: যে মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে চায়। আর জামেউল উসূলের তাখরীজে আরনাউত (১১/ ৬৯২) বলেছেন এর সনদ সহীহ। আলবানী আস-সাহীহাহ গ্রন্থে (২৫৪) এটিকে সহীহ বলেছেন।

৫ আবু দাউদ ও নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। কাশফুল খাফা-তেও অনুরূপ রয়েছে।

(ص: 350) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

المعنى بقوله في الحديث: "إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يردده كراهية كاره". كما قال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 1.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم، فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرَكَ ورزقَكَ وكفأك مؤنثهم. وإرضاءهم بما يسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس " 2 رواه ابن حبان في صحيحه. ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: "أي محمد أعطني؛ فإن حمدي زَيْن وذمي شَيْن". قال النبي صلى الله عليه وسلم " ذاك الله " 3. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.

قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ". رواه ابن حبان في صحيحه".

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: "كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبني لي كتاباً

توصيني فيه، ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك،
أما بعد:

1 سورة فاطر آية: 2.

2 صحيح. ابن حبان (1542- موارد). والترمذي: كتاب الزهد (2414) باب (64)
. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5973).

3 حسن. أحمد (3/ 488)، (6/ 393، 394) عن الأقرع بن حابس، والترمذي
كتاب التفسير (3267): باب ومن سورة الحجرات وقال: حديث حسن غريب من
حديث البراء، وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (2/ 363).

হাদিসের এই বাণীর অর্থ: "আল্লাহর রিযিক কোনো লোভীর লোভ টেনে আনতে পারে না এবং
কোনো অপছন্দকারীর অপছন্দ তা রোধ করতে পারে না।" যেমন মহান আল্লাহ বলেন:
"আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকানোর কেউ নেই; আর তিনি যা
আটকে দেন, তার পরে তা আর কেউ পাঠাতে পারে না। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়।" ১.

শাইখুল ইসলাম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর
আদেশ পালনে দৃঢ়তা রাখা এবং আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে
বিশ্বাস রাখা। এছাড়াও আল্লাহর তাকদীর, তাঁর সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাও
এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি যদি আল্লাহর অসম্ভবতার বিনিময়ে মানুষকে সম্ভব করো, তবে তুমি
তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিকের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পারলে না। কেননা, মানুষকে
এই পথে পরিচালিত করে হয় তাদের কাছে যা আছে তার প্রতি লোভ—ফলে সে তাদের কাছ
থেকে পাওয়ার আশায় তাদের মাঝে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ত্যাগ করে—নতুবা আল্লাহ
তাঁর অনুগত বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতে যে সাহায্য, সমর্থন ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন, তার প্রতি তার বিশ্বাসের দুর্বলতা। কারণ তুমি যদি আল্লাহকে সম্ভব করো, তবে তিনি
তোমাকে সাহায্য করবেন, রিযিক দেবেন এবং মানুষের ওপর তোমার নির্ভরতা দূর করে
দেবেন। আর আল্লাহর অসম্ভবতার বিনিময়ে তাদের সম্ভব করা মূলত তাদের ভয় পাওয়া এবং
তাদের কাছে আশা করার কারণেই হয়ে থাকে, যা ইয়াকীনের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। আর তুমি

যা ধারণা করছ যে তারা তোমার সাথে করবে, তা যদি তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত না থাকে, তবে সেই বিষয়টি আল্লাহর হাতে, তাদের হাতে নয়। কেননা তিনি যা চান তা-ই হয়, আর যা চান না তা হয় না। সুতরাং যা তাকদীরে নেই তার ওপর যদি তুমি তাদের নিন্দা করো

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সম্ভুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তার ওপর সম্ভুষ্টি হবেন এবং মানুষকেও তার ওপর সম্ভুষ্টি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সম্ভুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তার ওপর অসম্ভুষ্টি হবেন এবং মানুষকেও তার ওপর অসম্ভুষ্টি করে দেবেন।" ২। এটি ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সেটি তোমার ইয়াকীনের দুর্বলতা থেকে ঘটে থাকে। সুতরাং তুমি তাদের ভয় করো না, তাদের কাছে আশাও করো না এবং তোমার নফস ও প্রবৃত্তির কারণে তাদের নিন্দা করো না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের মধ্যে যার প্রশংসা করেছেন, সেই প্রশংসিত, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের মধ্যে যার নিন্দা করেছেন, সেই নিন্দিত। বনু তামীম গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের কেউ যখন বলেছিল: "হে মুহাম্মাদ! আমাকে দান করুন; কেননা আমার প্রশংসা সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং আমার নিন্দা কলঙ্কজনক।" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "সেটি তো আল্লাহর গুণ।" ৩। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায় এবং আমল ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর উক্তি: "আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি মানুষের অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সম্ভুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তার ওপর সম্ভুষ্টি হবেন এবং মানুষকেও তার ওপর সম্ভুষ্টি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সম্ভুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তার ওপর অসম্ভুষ্টি হবেন এবং মানুষকেও তার ওপর অসম্ভুষ্টি করে দেবেন।' এটি ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"

এই হাদিসটি ইবনে হিব্বান এই শব্দেই বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী মদিনার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি বলেছেন: "মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমাকে একটি চিঠি লিখুন যেখানে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন, তবে তা যেন আমার ওপর দীর্ঘ না হয়। তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) মুয়াবিয়ার নিকট লিখলেন: আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর:

১ সূরা ফাতির, আয়াত: ২।

২ সহীহ। ইবনে হিব্বান (১৫৪২- মাওয়ারিদ)। তিরমিযী: কিতাবুয যুহদ (২৪১৪), অনুচ্ছেদ (৬৪)। আলবানী সহীহুল জামি'তে (৫৯৭৩) একে সহীহ বলেছেন।

৩ হাসান। আহমাদ (৩/৪৮৮), (৬/৩৯৩, ৩৯৪) আকরা' বিন হাবিস থেকে, এবং তিরমিযী: কিতাবুত তাফসীর (৩২৬৭): সূরা হুজুরাত অধ্যায়। তিনি বলেন: এটি বারার বর্ণনা থেকে একটি হাসান ও গরীব হাদিস। আরনাউত জামি'উল উসুল-এর তাহকীকে (২/৩৬৩) একে হাসান বলেছেন।

(ص: 351)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ التَّمَسَّ رِضًا اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَّاهُ اللَّهُ مَعُونَةَ النَّاسِ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضًا النَّاسُ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ". وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ.
قَوْلُهُ: "مَنْ التَّمَسَّ" أَيُّ طَلَبٍ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ.

الثالثة: تَفْسِيرُ آيَةِ الْعَنْكَبُوتِ.

الرابعة: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعَفُ وَيَقْوَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: "وَكُتِبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَرَوَى أَنَّهَا رَفَعَتْهُ: "مَنْ أَرْضَى اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَّاهُ اللَّهُ مَعُونَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسُ بِسَخَطِ اللَّهِ، لَمْ يَغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا". هَذَا لَفْظُ الْمَرْفُوعِ. وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ: "مَنْ أَرْضَى اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ،

رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أَرْضَى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً". وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أَرْضَى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} 1. والله يكفيه مئونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك؛ لكن يرضون عنه إذا سلبوا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. "ومن أَرْضَى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً" كالظالم الذي يعرض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاماً، فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة. فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم". اهـ. وقد أحسن من قال:

إذا صح منك الود يا غاية البنى ... فكل الذي فوق التراب تراب
قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم

1 سورة الطلاق آية: 2-3.

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তার জন্য মানুষের কষ্টের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতেই সোপর্দ করে দেবেন।" আর তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটি আবু নুআইম আল-হিলইয়াহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে" অর্থাৎ প্রার্থনা বা অন্বেষণ করবে।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: সূরা আলে ইমরানের আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: সূরা বারাত (তওবা)-এর আয়াতের ব্যাখ্যা।

তৃতীয়: সূরা আল-আনকাবুত-এর আয়াতের ব্যাখ্যা।

চতুর্থ: একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি পায়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "আয়েশা (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট লিখেছিলেন—বর্ণিত আছে যে তিনি এটি মারফু হিসেবেও বর্ণনা করেছেন—: 'যে ব্যক্তি মানুষের অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, আল্লাহ তার জন্য মানুষের কষ্টের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, তারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোনো উপকারে আসবে না।' এটি মারফু হাদীসের শব্দ। আর মাওকুফ বর্ণনার শব্দগুলো হলো: 'যে ব্যক্তি মানুষের অসম্ভুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, মানুষের মধ্যে যারা তার প্রশংসা করত তারাই তার নিন্দুক হয়ে যাবে।' এটি দ্বীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ); কারণ যে ব্যক্তি মানুষের অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, সে মূলত আল্লাহকে ভয় করল এবং তাঁর নেক বান্দা হিসেবে গণ্য হলো। আর আল্লাহ নেককারদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট। {আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করেনি} ১। আল্লাহ নিঃসন্দেহে তার জন্য মানুষের কষ্টের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবেন। তবে সব মানুষই যে তার ওপর সন্তুষ্ট হবে, তা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে; কিন্তু তারা তার ওপর সন্তুষ্ট হবে যখন তারা হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হবে এবং যখন তাদের কাছে পরিণাম স্পষ্ট হবে। 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসম্ভুষ্টির বিনিময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করে, তারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোনো উপকারে আসবে না', যেমন সেই জালেম ব্যক্তি যে অনুশোচনায় নিজের হাত কামড়ায়। আর প্রশংসাকারীর নিন্দুক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সচরাচর ঘটে থাকে এবং পরিণামে তা প্রকাশ পায়। কারণ শুভ পরিণাম কেবল তাকওয়ার জন্যই নির্ধারিত, যা মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নায় শুরুতে অর্জিত হয় না।" সমাপ্ত।

কবি কতই না চমৎকার বলেছেন:

হে আমার সকল আকাঙ্ক্ষার মূল! যদি আপনার সাথে ভালোবাসা অটুট থাকে ... তবে মাটির উপরে যা কিছু আছে সবই তো মাটি।

ইবনে রজব রাহিমাঃল্লাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি এই হাকীকত অনুধাবন করেছে যে মাটির উপরে প্রতিটি সৃষ্টিই মাটি, সে কীভাবে প্রাধান্য দেবে..."

طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أمر كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين، عيادا بالله من ذلك. كما قال تعالى: { فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } 1.

الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث.

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.

السابعة: ذكر ثواب من فعله.

الثامنة: ذكر عقاب من تركه.

1 سورة التوبة آية: 77.

মাটির তৈরি মানুষের আনুগত্য কি প্রতিপালকদের প্রতিপালকের আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য হতে পারে? অথবা মাটি কীভাবে রাজাধিরাজ মহাদাতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? এটি তো নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

হাদিসে রয়েছে: যারা মানুষকে ভয় পায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় তাদের শাস্তির কথা। আর এই শাস্তি দ্বীনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) স্থায়ী করে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে; কারণ তারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত।" ১।

পঞ্চম: ইমানের দুর্বলতার লক্ষণ। এই তিনটি বিষয় তারই অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ: ভয়কে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা ফরজ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম: যে ব্যক্তি এটি পালন করবে তার সওয়াবের বর্ণনা।

অষ্টম: যে এটি পরিত্যাগ করবে তার শাস্তির বর্ণনা।

باب: قول الله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} 1.

قوله: "باب قول الله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ". قال أبو السعادات: " يقال: توكل بالأمر. إذا ضمن القيام به; ووكلت أمري إلى فلان. إذا اعتمدت عليه; ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته; أو عجزا عن القيام بأمر نفسه". اهـ.

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى; فإن تقديم المعبول يفيد الحصر. أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية، دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} 2. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله; كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: {إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} 3. وقوله: {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} 4. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: "التوكل عمل القلب".

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان فدل على

1 سورة المائدة آية: 23.

2 سورة الفاتحة آية: 5.

3 سورة يونس آية: 84.

4 سورة المزمل آية: 9.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো} ১।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো}"। আবুস সাআদাত বলেছেন: "বলা হয়: সে বিষয়ের দায়িত্ব নিয়েছে (তাওয়াক্কাল বিল আমরি), যখন সে তা সম্পাদনের নিশ্চয়তা দেয়। আর আমি আমার বিষয়টি অমুকের ওপর সোপর্দ করেছি (ওয়াক্কালতু আমরি), যখন আমি তার ওপর নির্ভর করেছি। অমুক ব্যক্তি অন্য একজনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে (ওয়াক্কালতা ফুলানান), যখন সে তার পর্যাণ্ডতার ওপর আস্থা রেখে অথবা নিজের কাজ সম্পন্ন করতে অক্ষম হয়ে তাকে কাজটির জন্য যথেষ্ট মনে করেছে।" সমাপ্ত।

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের শিরোনামের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর ওপর ভরসা করা (তাওয়াক্কুল) একটি ফরজ ইবাদত এবং তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব। কেননা ব্যাকরণগতভাবে কর্মকে আগে আনা সীমাবদ্ধতা বা সুনির্দিষ্টকরণ (হাসর) নির্দেশ করে। অর্থাৎ, কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করো, অন্য কারো ওপর নয়। এটি ইবাদতের অন্যতম ব্যাপক ও মহান প্রকার, কারণ এর থেকেই নেক আমলসমূহের উৎপত্তি ঘটে। কেননা যখন বান্দা তার দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয়ে অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তখন আল্লাহর সাথে তার লেনদেন ও একনিষ্ঠতা সঠিক হয়। এটি "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই" ২-এর অন্যতম মহান স্তর। তাওহীদের তিন প্রকারের পূর্ণতা আল্লাহর ওপর ভরসার পূর্ণতা ব্যতীত অর্জিত হয় না; যেমনটি এই আয়াতে রয়েছে এবং যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি

তোমরা মুসলিম হও} ৩। এবং তাঁর বাণী: {তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়ক (ওয়াকিল) হিসেবে গ্রহণ করো} ৪। এই বিষয়ে আদেশ সম্বলিত আয়াত অত্যন্ত অধিক। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তাওয়াঙ্কুল হলো অন্তরের কাজ।"

ইবনুল কাইয়িম শিরোনামভুক্ত আয়াতের অর্থে বলেছেন: এখানে আল্লাহর ওপর ভরসা করাকে ঈমানের শর্ত করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে...

১ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ২৩।

২ সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫।

৩ সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪।

৪ সূরা আল-মুয্যামিল, আয়াত: ৯।

(ص: 353)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

انتفاء الإيمان عند انتفائه; وفي الآية الأخرى: {وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ} 1. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية.

وقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} 2.

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه مشرك {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} 3.

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: قلت: لكن التوكل على الله قسبان: أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر، أو حفظ أو رزق أو شفاعة. فهذا شرك أكبر.

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق، أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها، ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.

قال: "وقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} الآيات". قال ابن عباس في الآية: "المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا،

1 سورة يونس آية: 84.

2 سورة الأنفال آية: 2.

3 سورة الحج آية: 31.

তাওয়াস্কুলের অনুপস্থিতিতে ঈমানের অনুপস্থিতি ঘটে; অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: "আর মূসা বললেন, হে আমার কওম, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।" ১। সুতরাং তিনি ইসলামের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে তাওয়াস্কুলকে নির্ধারণ করেছেন। বান্দার ঈমান যত শক্তিশালী হয়, তার তাওয়াস্কুল তত দৃঢ় হয়; আর ঈমান দুর্বল হলে তাওয়াস্কুলও দুর্বল হয়ে যায়। তাওয়াস্কুল দুর্বল হওয়া অবশ্যই ঈমান দুর্বল হওয়ারই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা তাওয়াস্কুল ও ইবাদত, তাওয়াস্কুল ও ঈমান, তাওয়াস্কুল ও তাকওয়া, তাওয়াস্কুল ও ইসলাম এবং তাওয়াস্কুল ও হিদায়াতকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

এবং তাঁর বাণী: "মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" ২।

এতে স্পষ্ট হলো যে, তাওয়াস্কুল হলো ঈমান ও ইহসানের সকল স্তরের এবং ইসলামের সকল আমলের মূল। আর এগুলোর ক্ষেত্রে তাওয়াস্কুলের মর্যাদা হলো শরীরের সাথে মাথার মর্যাদার মতো; কেননা শরীর ব্যতীত যেমন মাথার অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ তাওয়াস্কুলের ভিত্তি ব্যতীত ঈমান, এর স্তরসমূহ এবং আমলসমূহও টিকে থাকতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেছেন: "যে ব্যক্তিই কোনো সৃষ্টির নিকট আশা পোষণ করে কিংবা তার ওপর ভরসা করে, সে অবশ্যই হতাশ হয়; কারণ সে একজন মুশরিক। (আল্লাহ বলেন:) 'আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল'।" ৩।

শারহকারী —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বলেন: আমি বলি: তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াস্কুল দুই প্রকার: প্রথমত: এমন সব বিষয়ে তাওয়াস্কুল করা যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয়। যেমন সাহায্য প্রার্থনা, সুরক্ষা, রিযিক বা শাফায়াত লাভের আশায় মৃত ব্যক্তি বা তাগুতদের ওপর ভরসা করা। এটি শিরকে আকবর বা বড় শিরক।

দ্বিতীয়ত: প্রকাশ্য কারণ বা উপকরণের ওপর ভরসা করা। যেমন রিযিক লাভ বা কোনো ক্ষতি প্রতিরোধের মতো বিষয়ে কোনো আমীর বা সুলতানের ওপর ভরসা করা, যা করার সক্ষমতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। এটি এক প্রকার শিরকে আসগর বা ছোট শিরক। আর বৈধ প্রতিনিধিত্ব (ওয়ালাকাহ) হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে এমন কাজে

প্রতিনিধি নিয়োগ করা যা করার সক্ষমতা তার আছে। তবে যে বিষয়ে তাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে, তা অর্জনের ক্ষেত্রে তার ওপর পূর্ণ নির্ভর করা যাবে না। বরং নিজের জন্য বা প্রতিনিধির মাধ্যমে যা চাওয়া হচ্ছে, সেই বিষয়টি সহজ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে হবে। এটি সেই সকল উপকরণের অন্তর্ভুক্ত যা গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু এর ওপর নির্ভর করা যাবে না; বরং নির্ভর করতে হবে সেই 'মুসাঈব' (মূল কারণদাতা) এর ওপর, যিনি উপকরণ এবং ফলাফল উভয়টি সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন: "এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: 'মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর সুরণে প্রকম্পিত হয়...' (আয়াতসমূহ শেষ পর্যন্ত)।"

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহর ফরজসমূহ আদায়ের সময় আল্লাহর সুরণের কিছুই প্রবেশ করে না। তারা আল্লাহর কোনো আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহর ওপর ভরসা করে না এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে সালাত আদায় করে না।"

১. সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪।

২. সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২।

৩. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩১।

(ص: 354) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} ، فأدوا فرائضه " 1. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى

وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} 2.

عنه. قال السدي: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} 3 هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهمل بمعصية، فيقال له: اتق الله، اتق الله، فيجل قلبه4. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.

قوله: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} 5. استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه.

قال عمير بن حبيب الصحابي: "إن الإيمان يزيد وينقص، فقليل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه". رواه ابن سعد.

وقال مجاهد: "الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل". رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى.

قوله: {وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي: الخوف، وزيادة الإيمان، والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} 6.

قال: وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} . قال ابن القيم -

1 تمامه عند ابن جرير: "وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. يقول: تصديقاً. وعلى ربهم يتوكلون. يقول: لا يرجون غيره".

2 سورة الأنفال آية: 64.

3 سورة الأنفال آية: 2.

4 عند ابن جرير: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهمل بمعصية، أحسبه قال: فينزعه عنه.

5 سورة الأنفال آية: 2.

6 سورة العنكبوت آية: 45.

এবং তারা তাদের সম্পদের জাকাত আদায় করে না, তাই আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে তারা মুমিন নয়। অতঃপর তিনি মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেছেন: {মুমিন তো কেবল তারাই, যাদের সামনে যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়}, ফলে তারা তাঁর ফরজসমূহ আদায় করে ১। এটি ইবনে জারির এবং ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর ভয়ে অন্তর প্রকম্পিত হওয়া তাঁর নির্দেশিত কাজসমূহ সম্পাদন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের আবশ্যকতা দাবি করে।

এবং তাঁর বাণী: {হে নবী! আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট} ২।

তাঁর থেকে বর্ণিত। সুদি বলেছেন: {যাদের সামনে যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়} ৩ এটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে জুলুম করতে চায় অথবা তিনি বলেছেন: কোনো পাপ কাজের সংকল্প করে, তখন তাকে বলা হয়: আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো; ফলে তার অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ৪। এটি ইবনে আবি শাইবা এবং ইবনে জারির বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: {এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে} ৫। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেয়ীগণ এবং আহলে সুন্নাহর মধ্য থেকে যারা তাঁদের অনুসারী, তাঁরা এই আয়াত এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

সাহাবী উমাইর বিন হাবিব বলেছেন: "নিশ্চয় ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: এর বৃদ্ধি এবং হ্রাস কী? তিনি বললেন: "যখন আমরা আল্লাহর জিকির করি এবং তাঁকে ভয় করি, তখন তা হলো এর বৃদ্ধি; আর যখন আমরা উদাসীন হই, ভুলে যাই এবং অবহেলা করি, তখন তা হলো এর হ্রাস।" এটি ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ বলেছেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় এবং তা হলো কথা ও কাজের নাম।" এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ি, আহমাদ, আবু উবাইদ এবং অন্যান্যরা (রহিমাহুমুল্লাহ তাআলা) এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: {এবং তারা তাদের রবের ওপর তাওয়াঙ্কুল করে} অর্থাৎ তারা তাদের অন্তর দিয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করে এবং তাঁদের যাবতীয় বিষয় তাঁর নিকট সোপর্দ করে। ফলে তারা তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকট আশা করে না, কেবল তাঁরই সংকল্প করে এবং কেবল তাঁরই অভিমুখী হয়। তারা জানে যে, তিনি যা চান তা-ই হয় এবং যা চান না তা হয় না। আর রাজত্ব পরিচালনায় তিনি একক এবং ইবাদতের যোগ্যও একমাত্র তিনি, তাঁর কোনো শরিক নেই। এই আয়াতে প্রকৃত মুমিনদের ইহসানের তিনটি স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা হলো: ভয়, ঈমান বৃদ্ধি এবং কেবল আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল করা। এই স্তরগুলো পূর্ণাঙ্গ ঈমান এবং এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহ অর্জনের দাবি রাখে। এর উদাহরণ হলো সালাত; যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, তার প্রতি যত্নবান হয় এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জাকাত প্রদান করে, তা তার সামর্থ্যানুযায়ী অন্যান্য ওয়াজিবসমূহ পালন এবং সকল হারাম কাজ বর্জনের আবশ্যিকতা তৈরি করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহর জিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ} ৬।

তিনি বলেন: এবং তাঁর বাণী: {হে নবী! আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট}। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন-

১ ইবনে জারিরের বর্ণনায় এর পূর্ণরূপ হলো: "এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। তিনি বলেন: অর্থাৎ সত্যায়ন বৃদ্ধি করে। এবং তারা তাদের রবের ওপর তাওয়াঙ্কুল করে। তিনি বলেন: তারা তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা রাখে না।"

২ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬৪।

৩ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২।

৪ ইবনে জারিরের বর্ণনায়: তিনি এমন এক ব্যক্তি যে জুলুম করতে চায় অথবা কোনো পাপের সংকল্প করে, আমার ধারণা তিনি বলেছেন: অতঃপর সে তা থেকে নিবৃত্ত হয়।

৫ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২।

৬ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৪৫।

(ص: 355)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

رحمه الله:- " أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقوله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} 1.
وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون.
قال ابن القيم رحمه الله: " وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: {وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} 2. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عبادة حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} 3. ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} 4. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال: {إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} . فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال

تعالى: {إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ} 5. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى". انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: "من تعلق شيئاً وكل إليه" 6.

قال: "وقول الله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} ". قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبداً، وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه; وبين الضرر الذي يتشقى به منه. قال بعض السلف: "جعل الله

1 سورة الطلاق آية: 3.

2 سورة الأنفال آية: 62.

3 سورة آل عمران آية: 173.

4 سورة التوبة آية: 59.

5 سورة الشرح آية: 8.

6 304- تقدم تخريجه برقم (98) .

-আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন:- "অর্থাৎ আল্লাহ একাই আপনার জন্য যথেষ্ট এবং আপনার অনুসারীদের জন্যও যথেষ্ট, সুতরাং তাঁর সাথে আপনাদের অন্য কারো প্রয়োজন নেই।" আর এটিই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)-এর পছন্দকৃত অভিমত।

আর তাঁর বাণী: {এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট} ১।

আর বলা হয়েছে: এর অর্থ হলো আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং মুমিনগণও আপনার জন্য যথেষ্ট।

ইবনুল কাইয়িম (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: "এটি একটি স্পষ্ট ভুল, আয়াতের অর্থ এমনটি গ্রহণ করা বৈধ নয়; কারণ 'হাসব' (পর্যাপ্ততা) এবং 'কিফায়াহ' (যথেষ্ট হওয়া) একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যেমন তাওয়াঙ্কুল (ভরসা), তাকওয়া (ভীতি) এবং ইবাদত কেবল তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ বলেন: {আর তারা যদি আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনিই আপনাকে তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন} ২। সুতরাং তিনি 'হাসব' (যথেষ্ট হওয়া) এবং 'তায়য়িদ' (সাহায্য/শক্তিশালী করা)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি 'হাসব'-কে একমাত্র তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং 'তায়য়িদ'-কে তাঁর সাহায্য ও তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাওহীদপন্থীদের প্রশংসা করেছেন যখন তারা 'হাসব'-কে কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: {যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। এতে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল এবং তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক} ৩। তারা বলেনি: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য যথেষ্ট। এরই অনুরূপ মহান আল্লাহর বাণী: {আর যদি তারা সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে দিয়েছেন এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও; নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর প্রতিই অনুরাগী} ৪। অতএব লক্ষ্য করুন, কীভাবে তিনি 'দান করা' (ইতা)-কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে নিসবত করেছেন, আর 'হাসব' (যথেষ্ট হওয়া)-কে কেবল তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেননি: 'তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য যথেষ্ট', বরং তিনি একে তাঁর একান্ত হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন: {নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর প্রতিই অনুরাগী}। সুতরাং তিনি 'রাগবাহ' (অনুরাগ)-কে একমাত্র তাঁর দিকেই নিসবত করেছেন, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর তোমার রবের প্রতিই অনুরাগী হও} ৫। সুতরাং অনুরাগ, ভরসা, ইনাবে (প্রত্যাবর্তন) এবং 'হাসব' (যথেষ্ট হওয়া) কেবল আল্লাহর জন্যই, যেমনিভাবে ইবাদত, তাকওয়া, সিজদা, মানত এবং শপথ তাঁর মহান সত্তা ছাড়া আর কারো জন্য হওয়া সম্ভব নয়।" (সমাপ্ত)।

এর মাধ্যমে অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়। সুতরাং যখন তিনিই তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট, তখন কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করা ওয়াজিব। আর যখনই বান্দা তার অন্তর দিয়ে তিনি ছাড়া অন্য কারো দিকে ভ্রক্ষেপ করে, আল্লাহ তাকে সেই জিনিসের দিকেই সোপর্দ করে দেন যার দিকে সে ভ্রক্ষেপ করেছে। যেমনটি হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলায় (তার ওপর মন নিবিষ্ট করে), তাকে তার দিকেই সোপর্দ করে দেওয়া হয়" ৬।

তিনি বলেন: "আর মহান আল্লাহর বাণী: {এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট}।"

ইবনুল কাইয়িম (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এবং অন্যান্যরা বলেন: অর্থাৎ আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং রক্ষাকারী হন, তার শত্রুর তার ওপর কোনো লোভ বা কর্তৃত্ব থাকে না; আর সে সামান্য কষ্ট ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যা অনিবার্য, যেমন গরম, শীত, ক্ষুধা ও পিপাসা। কিন্তু শত্রুর উদ্দেশ্য পূরণ হয় এমন কোনো ক্ষতি তার কখনো হবে না। আর সেই 'কষ্ট' যা বাহ্যিকভাবে কষ্টদায়ক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ ও নিজের আত্মার জন্য পরিশুদ্ধি, তার মধ্যে এবং এমন 'ক্ষতির' মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যার মাধ্যমে শত্রু আনন্দিত হয়। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন: "আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন

১. সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৩।

২. সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬২।

৩. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৭৩।

৪. সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৯।

৫. সূরা আশ-শারহ, আয়াত: ৮।

৬. ৩০৪- পূর্বে ৯৮ নং অধীনে এর তাখরীজ উল্লেখ করা হয়েছে।

لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في وعن ابن عباس قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} 1 " رواه البخاري والنسائي².

الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله، وكادته السموات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجاً، وكفاه رزقه ونصره". انتهى.

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: "قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، فأني أجعل له من ذلك مخرجاً، ومن لم يعتصم بي فأني أقطع يديه من أسباب السماء، وأخسف من تحت قدميه الأرض، فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفي بي لعبدي مآلاً. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي نرفق به منه".

وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسباً له.

وفيها: تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل؛ كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} 3. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب بالمأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب بالمأمور بها عجز محض، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن

يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلًا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بسعناه.

قال: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل". قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أُلقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ

1 سورة آل عمران آية: 173.

2 البخاري: كتاب التفسير (4563): باب الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، والنسائي في التفسير من الكبرى (كما في تحفة الأشراف (5/ 238).

3 سورة البائدة آية: 11.

প্রতিটি কর্মের প্রতিদান তার অনুরূপ হয়ে থাকে, এবং তিনি তাঁর ওপর তাওয়াস্কুলের প্রতিদান হিসেবে স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে পর্যাণ্ডতা নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন: "আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াস্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।" তিনি এ কথা বলেননি যে: তার জন্য অমুক অমুক পুরস্কার রয়েছে, যেমনটি তিনি বলেছেন

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা তাঁকে বলেছিল: 'নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো।' কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।'।" বুখারী ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য কর্মসমূহের ক্ষেত্রে; বরং সুবহানাছ ওয়া তাআলা নিজেকে তাঁর ওপর তাওয়াস্কুলকারী বান্দার জন্য পর্যাণ্ডকারী, যথেষ্ট এবং রক্ষাকারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যদি বান্দা আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে তাওয়াস্কুল করে, আর আসমান-জমিন ও এর মধ্যকার বাসিন্দারাও যদি

তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তার রিযিক ও সাহায্যের জন্য যথেষ্ট হবেন। সমাপ্ত।

ইমাম আহমাদ 'কিতাবুত যুহদ'-এ ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহ থেকে বর্ণিত একটি আসারে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁর কোনো এক কিতাবে বলেছেন: আমার সম্মানের কসম, যে ব্যক্তি আমাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, অতঃপর আসমানসমূহ ও তাতে যারা আছে এবং জমিনসমূহ ও তাতে যারা আছে তারা যদি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে আমি অবশ্যই তার জন্য তা থেকে বের হওয়ার পথ করে দেব। আর যে আমাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে না, আমি তার হাতকে আসমানের উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব এবং তার পায়ের নিচে জমিনকে ধসিয়ে দেব। অতঃপর তাকে শূন্যে রেখে দেব এবং তারপর তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেব। আমার বান্দার জন্য গন্তব্যস্থল হিসেবে আমিই যথেষ্ট। যখন আমার বান্দা আমার আনুগত্যে লিপ্ত থাকে, তখন সে চাওয়ার আগেই আমি তাকে দান করি এবং সে ডাকার আগেই আমি তার ডাকে সাড়া দিই; কারণ আমি তার প্রয়োজন সম্পর্কে তার চেয়েও বেশি অবগত, যে ব্যাপারে আমি তার প্রতি সদয় হই।"

এই আয়াতে তাওয়াস্কুলের ফযিলতের দলিল রয়েছে এবং এটি কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কারণ আল্লাহ তাআলা শেষ বাক্যটিকে প্রথম বাক্যের সাথে শর্তের বিপরীতে প্রতিদান হিসেবে সংযুক্ত করেছেন। সুতরাং শর্তের বিদ্যমান থাকা আর না থাকা এক হওয়া অসম্ভব; কারণ আল্লাহ তাআলা উপযুক্ত গুণের ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রদান করেছেন। ফলে এটি জানা গেল যে, তার তাওয়াস্কুলই হলো আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কারণ। এতে আরও রয়েছে: তাওয়াস্কুলের সাথে সাথে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার প্রতি সতর্কতা; কারণ আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তারপর তাওয়াস্কুলের কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই তাওয়াস্কুল করা।" এখানে তাওয়াস্কুলকে তাকওয়ার সাথে রাখা হয়েছে, যা নির্দেশিত উপায়-উপকরণ পালনের নামান্তর। সুতরাং নির্দেশিত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ব্যতীত তাওয়াস্কুল করা নিছক অক্ষমতা, যদিও তাতে এক প্রকারের তাওয়াস্কুলের মিশ্রণ থাকে। তাই বান্দার উচিত নয় তার তাওয়াস্কুলকে অক্ষমতায় পরিণত করা, আর না তার অক্ষমতাকে তাওয়াস্কুল মনে করা; বরং সে তার তাওয়াস্কুলকে সেই সকল উপায়-উপকরণের অন্তর্ভুক্ত করবে যার সব কটি ব্যতীত উদ্দেশ্য সফল হয় না। ইবনুল কাইয়িম এটি মর্মার্থে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন: "ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।' ইব্রাহিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা তাঁকে বলেছিল: 'নিশ্চয়ই লোকেরা...'"

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩।

২. বুখারী: কিতাবুত তাফসীর (৪৫৬৩): পরিচ্ছেদ: যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। এবং নাসাঈ 'আত-তাফসীর' গ্রন্থে (তুহফাতুল আশরাফ ৫/২৩৮ অনুযায়ী)।

৩. সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১।

(ص: 357)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ فِرَارًا ۚ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 1 رواه البخاري.

قوله "حسبنا الله" أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} 2.

قوله: {وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} أي نعم الموكل إليه، كما قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} 3 ومخصوص "نعم" محذوف تقديره "هو". قال ابن القيم رحمه الله: "هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه؛ وانقطع

بكلية إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه، أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع".

قوله: "قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى في النار". قال تعالى: {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ} 4.

قوله: "وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} ". وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد "بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين راكباً حتى انتهى إلى حراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمداً عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. فقال: حسبنا والله ونعم الوكيل ". ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين -عليهما الصلاة والسلام- في الشدائد. وجاء في الحديث:

فيه مسائل:

الأولى: أن التوكل من الفرائض.

الثانية: أنه من شروط الإيمان.

الثالثة: تفسير آية الأنفال.

الرابعة: تفسير الآية في آخرها.

الخامسة: تفسير آية الطلاق.

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة: أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.

" إذا وقعت في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل " 5.

1 سورة آل عمران آية: 173.

2 سورة الزمر آية: 36.

3 سورة الحج آية: 78.

4 سورة الأنبياء آية: 86-87-88.

5 ضعيف. رواه أحمد (326/1) ، وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً كما في الجامع الصغير، وضعفه المناوي في فيض القدير (1/ 455) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (829) .

{লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। ফলে এটি তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক।} ১ ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" অর্থাৎ তিনি আমাদের জন্য পর্যাপ্ত, তাই আমরা কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করি। মহান আল্লাহ বলেন: {আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?} ২।

তাঁর বাণী: {এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক} অর্থাৎ যাঁর ওপর কাজের ভার অর্পণ করা হয় তিনি কতই না উত্তম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {এবং তোমরা আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো, তিনিই তোমাদের অভিভাবক; সুতরাং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।} ৩। এখানে "উত্তম" (নি'মা) এর নির্দিষ্ট কর্তাটি উহ্য রয়েছে, যার মর্মার্থ হলো "তিনি" (অর্থাৎ আল্লাহ)।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) বলেন: "যিনি তাঁর ওপর ভরসা করেন আল্লাহ তাঁর জন্য যথেষ্ট এবং যে তাঁর আশ্রয় নেয় তিনি তার জন্য পর্যাপ্ত। তিনি ভীতু ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করেন এবং আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, তাঁর

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাঁর ওপর ভরসা করবে; এবং সর্বান্তকরণে তাঁর দিকে নিবিষ্ট হবে, তিনি তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন, তাকে হিফাজত করবেন, পাহারা দেবেন এবং রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করবে, তিনি তাকে সেই বিষয় থেকে নিরাপদ রাখবেন যা নিয়ে সে ভীত ও শঙ্কিত এবং তার প্রয়োজনীয় কল্যাণসমূহ তার কাছে পৌঁছে দেবেন।"

তাঁর কথা: "এটি ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।" মহান আল্লাহ বলেন: {তারা বলল, একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।} ৪।

তাঁর কথা: "এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি বলেছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল: {লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো; ফলে এটি তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক।} " এটি ছিল উহুদ প্রান্তর থেকে কুরাইশ ও আহযাব বাহিনীর ফিরে যাওয়ার পরের ঘটনা। "তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা পুনরায় আক্রমণের জন্য একজোট হয়েছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্তরজন আরোহী নিয়ে বের হলেন এবং হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছালেন। তখন আল্লাহ আবু সুফিয়ানের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। পথে বনু আব্দুল কায়েসের একটি কাফেলার সাথে তার দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা মদিনায় যাচ্ছি। সে বলল, তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদকে একটি বার্তা পৌঁছে দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ। সে বলল, যখন তার সাথে তোমাদের দেখা হবে, তখন তাকে বলো যে, আমরা তার ও তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসার এবং তাদের অবশিষ্টদের সমূলে উৎপাটন করার সংকল্প করেছি। কাফেলাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল যখন তিনি হামরাউল আসাদে ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান যা বলেছিল তা তাঁকে জানাল। তখন তিনি বললেন: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক।" এই দুটি ঘটনায় এই মহান বাক্যের ফযিলত প্রমাণিত হয় এবং এটি যে বিপদ-আপদে উভয় খলীলের (আলাইহিমাস সালাম) উক্তি ছিল তাও স্পষ্ট হয়। হাদিসে এসেছে:

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহর ওপর ভরসা করা (তাওয়াক্কুল) ফরজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়: এটি ঈমানের শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়: সূরা আনফালের আয়াতের ব্যাখ্যা।

চতুর্থ: উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা।

পঞ্চম: সূরা তালাকের আয়াতের ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ: এই কালিমার গুরুত্ব: এটি বিপদ-আপদে ইব্রাহিম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি ছিল।

"যখন তোমরা কোনো বড় বিপদে পড়বে তখন বলো: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক।" ৫।

১. সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৭৩।

২. সূরা আয-যুমার আয়াত: ৩৬।

৩. সূরা আল-হজ্জ আয়াত: ৭৮।

৪. সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত: ৬৮-৭০।

৫. দুর্বল। আহমাদ (১/৩২৬) এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মারদুইয়াহ আবু হুরায়রা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি জামিউস সাগীরে রয়েছে। আল-মুনাভি ফয়জুল কদীরে (১/৪৫৫) এটিকে দুর্বল বলেছেন এবং আলবানি যঈফ আল-জামি (৮২৯) গ্রন্থে এটিকে দুর্বল বলেছেন।

(ص: 358) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} 1.

قوله: " باب قول الله تعالى: { أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } ". قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى الكاذبين للرسول بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: { أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِبُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } 2 أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا.

قال الحسن رحمه الله: " من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ". وقال قتادة: " بَغَتِ الْقَوْمَ أَمْرَ اللَّهِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَطٍ إِلَّا عِنْدَ سُلُوتِهِمْ وَنَعْمَتِهِمْ وَغَرَّتْهُمْ. فَلَا تَغْتَرُوا بِاللَّهِ " 3.

وفي الحديث: " إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ " 4. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم.

وقوله: { وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ } 5.

وقال إسحاق بن رافع: " من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة " رواه ابن أبي حاتم.

1 سورة الأعراف آية: 99.

2 سورة الأعراف آية: 97-98-99.

307 3- صحيح. أحمد (4/ 145) ، وابن جرير في تفسيره (7/ 115) . وحسنه
العراقي في تخريج الإحياء (4/ 132) ، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (413) .
4 البخاري: التوحيد (7423) ، وأحمد (339/2، 335/2) .
5 سورة الحجر آية: 56.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।} ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।}।"। গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের মাধ্যমে সতর্ক করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ থাকা কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী, যেমনটি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও তদ্রূপ। এটি নির্দেশ করে যে, মুমিন আল্লাহর দিকে ভয় ও আশার মাঝে পরিচালিত হবে, যেমনটি কিতাব ও সুন্নাহ প্রমাণ করে এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ নির্দেশনা দিয়েছেন।

আয়াতের অর্থ: আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন রাসূলদের অস্বীকারকারী জনপদবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, তাদের যা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ থাকা এবং তাঁকে ভয় না করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {তবে কি জনপদবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের ওপর রাতে আসবে যখন তারা ঘুমে বিভোর? অথবা জনপদবাসীরা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের ওপর দিনের বেলা আসবে যখন তারা খেলাধুলায় মত্ত? তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।} ২ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তরা। আর তা একারণে যে, যখন তিনি তাদের সুখ ও নেয়ামত দিয়ে ধীরে ধীরে পাকড়াও করার (ইস্তিদরাজ) দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করেছিল এবং এটি যে একটি কৌশল হতে পারে তা তারা সুদূরপর্যন্ত ভেবেছিল।

হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা দান করেছেন, আর সে যদি মনে না করে যে এর মাধ্যমে তাকে কৌশলে পাকড়াও করা হচ্ছে, তবে তার কোনো বিচারবুদ্ধি নেই।"

কাতাদাহ বলেন: "আল্লাহর নির্দেশ কওমটির কাছে আকস্মিকভাবে এসেছিল। আল্লাহ যখনই কোনো কওমকে পাকড়াও করেছেন, তাদের আনন্দ-উল্লাস, নেয়ামত ও অসতর্কতার সময়েই করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় থেকো না।" ৩।

হাদিসে এসেছে: "যখন তুমি দেখবে যে আল্লাহ কোনো বান্দাকে তার পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়ার তার পছন্দনীয় বস্তু দান করছেন, তবে তা কেবল ইস্তিদরাজ (ধীরে ধীরে পাকড়াও করার কৌশল) মাত্র।" ৪। এটি আহমদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন।

এবং তাঁর বাণী: {আর পথভ্রষ্টরা ছাড়া নিজ রবের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়?} ৫।

ইসমাইল বিন রাফে বলেন: "আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ থাকার একটি দিক হলো বান্দার গুনাহের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা পোষণ করা।" এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন।

১. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৯৯।

২. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৯৭-৯৯।

৩. ৩০৭- সহীহ। আহমদ (৪/১৪৫), এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে (৭/১১৫)। ইরাকী 'তাখরিজুল ইহয়া' (৪/১৩২) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলেছেন এবং আল্লামা আলবানী 'আস-সহীহা' (৪১৩) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৪. বুখারী: আত-তাওহীদ (৭৪২৩), এবং আহমদ (২/৩৩৫, ২/৩৩৯)।

৫. সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৫৬।

(ص: 359) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: "يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه،
ويبلي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر".

وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه.

قال: "وقول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} ". القنوط: استبعاد
الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما
فيه لمنافاته لكمال التوحيد.

وذكر المصنف -رحمه الله تعالى- هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن
خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا، يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته،
ويرجو رحمته، كما قال تعالى: {أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} 1. وقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 2. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة
غرور من الشيطان، ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك،
بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من
عقابه؛ وطعنا في المغفرة ورجاء لثوابه.

والمعنى: أن الله تعالى حكى قول خليفه إبراهيم عليه السلام، لما بشرته الملائكة
بأنه إسحاق {قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ} 3؛ لأن العادة أن
الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير.
فقالت الملائكة: " {بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ} 4 الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئا إنما
يقول له: كن فيكون. {فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ} 5 أي من الآيسين، فقال عليه
السلام: {وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما
هو أبلغ من ذلك وأعظم؛ لكنه -والله أعلم- قال ذلك على وجه التعجب.
قوله: {إِلَّا الضَّالُّونَ} قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: " الشرك
بالله واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله ".
كقوله: {إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} 6.

1 سورة الزمر آية: 9.

2 سورة البقرة آية: 218.

3 سورة الحجر آية: 54.

4 سورة الحجر آية: 55.

5 سورة الحجر آية: 55.

6 سورة يوسف آية: 87.

এটাই হলো কতক সালাফদের উক্তি মকরের (কৌশলের) ব্যাখ্যা: "যখন তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়, তখন আল্লাহ নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে টেনে নেন, তাদের অবকাশ দেন এবং অতঃপর তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যেভাবে একজন মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিদর সত্তা পাকড়াও করেন।"

এটাই হলো মকর (কৌশল), প্রতারণা এবং এই জাতীয় শব্দের অর্থ। ইবনে জারীর এর মর্মার্থ এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন: "আর মহান আল্লাহর বাণী: {বিভ্রান্তরা ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়?}।" কুনূত (নিরাশা) হলো: মুক্তি বা প্রশস্ততাকে অসম্ভব মনে করা এবং তা থেকে হতাশ হয়ে যাওয়া। এটি আল্লাহর মকর (কৌশল) থেকে নির্ভয় হওয়ার বিপরীত বিষয়। এই উভয়টিই কবীরা গুনাহ। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, এগুলো তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে উল্লেখ করেছেন এটা সতর্ক করার জন্য যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বৈধ নয়। বরং তাকে ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে হবে। সে তার গুনাহসমূহকে ভয় করবে, আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত আশা করে (সে কি তার সমান যে তা করে না?)}।

১। তিনি আরও বলেন: {নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করে। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু} ২। সুতরাং অবাধ্যতা ও আনুগত্য বর্জনের সাথে আশা পোষণ করা শয়তানের পক্ষ

থেকে একটি ধোঁকা মাত্র, যাতে সে বান্দাকে ধ্বংস থেকে মুক্তিদানকারী উপায়সমূহ বর্জন করানোর মাধ্যমে ভয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারে। এর বিপরীত হলো মুমিনদের অবস্থা, যারা আল্লাহ তাআলার ভয়ে এবং তাঁর শাস্তি থেকে পলায়ন করে মুক্তির পথ ও উপায়সমূহ অবলম্বন করেছে; আর তাঁর ক্ষমা পাওয়ার লোভে ও সওয়াবের আশায় তা করেছে।

এর মর্মার্থ হলো: মহান আল্লাহ তাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তি বর্ণনা করেছেন, যখন ফেরেশতারা তাঁকে তাঁর পুত্র ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলেন: {তিনি বললেন: তোমরা কি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সুসংবাদ দিচ্ছ? তবে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?} ৩; কারণ সাধারণত মানুষের বয়স বেশি হয়ে গেলে এবং স্ত্রীর বয়স বেড়ে গেলে সন্তান হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব মনে করা হয়, অথচ আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তখন ফেরেশতারা বললেন: {আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি} ৪ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন: 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। {কাজেই আপনি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না} ৫ অর্থাৎ হতাশদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তখন তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন: {বিভ্রান্তরা ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়?}। কেননা তিনি আল্লাহর কুদরত ও রহমত সম্পর্কে এর চাইতেও অনেক বেশি ও মহান কিছু জানেন; তবে—আল্লাহই ভালো জানেন—তিনি বিস্ময় প্রকাশ স্বরূপ এ কথাটি বলেছিলেন।

তাঁর বাণী: {বিভ্রান্তরা ছাড়া}—কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হলো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতরা অথবা কাফিররা।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর মকর (কৌশল) থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।"

যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয়ই কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না} ৬।

১ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৯।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২১৮।

৩ সূরা আল-হিজর আয়াত: ৫৪।

৪ সূরা আল-হিজর আয়াত: ৫৫।

৫ সূরা আল-হিজর আয়াত: ৫৫।

৬ সূরা ইউসুফ আয়াত: ৮৭।

(ص: 360)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر؟ فقال: "الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله " 1". هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة. ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفاً.

قوله: "الشرك بالله" هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: "الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين". انتهى.

ولقد صدق ونصح. قال تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} 2 وقال تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} 3. ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.

قوله: "واليأس من روح الله" أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله، وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته.

قوله: "والأمن من مكر الله" أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها.

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن

تيمية رحمه الله: أو نفي الإيمان. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو قال: " ليس منا من فعل كذا وكذا " .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " هي إلى سبعائة أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار " .
وعن ابن مسعود قال: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله،

-
- 1 حسن. البزار (106- كشف الأستار) ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/485) . وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (4/ 17) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4479) .
 - 2 سورة الأنعام آية: 1.
 - 3 سورة لقمان آية: 13.

তাঁর উক্তি: "ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কবির গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা ১।" এই হাদিসটি আল-বায়হার এবং ইবনে আবি হাতিম শাবিব বিন বিশর-এর সূত্রে ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য, তবে শাবিব বিন বিশর ব্যতীত। ইবনে মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু হাতিম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন: এর সনদে ত্রুটি রয়েছে এবং এটি মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর সাথে শিরক করা" এটি সবচেয়ে বড় কবির গুনাহ। ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আল্লাহর সাথে শিরক করা হলো রুবুবিয়াতকে খর্ব করা, উলুহিয়াতকে অবমাননা করা এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি কুধারণা পোষণ করা।" সমাপ্ত। তিনি সত্য বলেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর যারা কুফরি করে, তারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে} ২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম} ৩। এ কারণেই আল্লাহ তওবা ব্যতীত শিরক ক্ষমা করেন না।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া" অর্থাৎ যে বিষয়ে মানুষ ভয় পায় বা আশা করে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন করা। এটি আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর প্রশস্ত রহমত, দান ও ক্ষমা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা" অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে টিল দেওয়া এবং তাকে প্রদত্ত ঈমান কেড়ে নেওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা; আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এটি আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নিজের ওপর অতি বিশ্বাস ও আত্মমুগ্ধতা।

জেনে রাখুন যে, এই হাদিস দ্বারা কবির গুনাহকে কেবল তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়নি, বরং কবির গুনাহ অনেক। এই তিনটি হলো কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত বৃহত্তম কবির গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আলেমদের মধ্যে যারা গবেষক, তাদের মতে কবির গুনাহর মানদণ্ড হলো: এমন প্রতিটি পাপ যার পরিণাম হিসেবে আল্লাহ জাহান্নাম, লানত, ক্রোধ বা শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাল্লাহু) এতে আরও যুক্ত করেছেন: অথবা ঈমান নাকচ করা। আমি বলব: অথবা যার থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন অথবা বলেছেন: "যে এমন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। ইবনে আব্বাস (রাডিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: "কবির গুনাহ সাতটির চেয়ে সাতশ'র অধিক নিকটবর্তী। তবে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে কোনো গুনাহই কবির থাকে না এবং জেদ ধরে বারবার করার ফলে কোনো গুনাহই সগির থাকে না।" ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "সবচেয়ে বড় কবির গুনাহ হলো: আল্লাহর সাথে শিরক করা,

১ হাসান। আল-বাযযার (১০৬- কাশফুল আস্তার), এবং ইবনে আবি হাতিম যেমনটি ইবনে কাসীরের তাফসিরে (১/৪৮৫) বর্ণিত হয়েছে। ইরাকি একে তাখরিজুল ইহয়া (৪/১৭) গ্রন্থে হাসান বলেছেন এবং আলবানী একে সহীহুল জামি (৪৪৭৯) গ্রন্থে হাসান বলেছেন।

২ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১।

৩ সূরা লুকমান আয়াত: ১৩।

والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله ". رواه عبد الرزاق 1.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية الأعراف.

الثانية: تفسير آية الحجر.

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله.

الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن

من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله " رواه عبد الرزاق.

ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

قوله: "أكبر الكبائر الإشراك بالله" أي في ربوبيته أو عبادته. وهذا بالإجماع.

قوله: "والقنوط من رحمة الله" قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. وفيه التنبيه على

الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف

يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان

الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء

الخوف فسد القلب. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

كَبِيرٌ} 2. وقال: {يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} 3. قال تعالى:

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي

الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} 4. وقال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} 5 الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.

- 1 صحيح. عبد الرزاق (10/ 459 ، 460) ، وابن جرير (5/ 26) . وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 484) : "وهو صحيح إليه بلا شك" ا. هـ. وقال الهيثمي (1/ 104) : "وإسناده صحيح" ا. هـ.
- 2 سورة الملك آية: 12.
- 3 سورة النور آية: 37.
- 4 سورة المؤمنون آية: 60-61.
- 5 سورة الزمر آية: 9.

"আর আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা হতে হতাশ হওয়া।" এটি আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন।^১

এতে কয়েকটি মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথমত: সূরা আল-আ'রাফের আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়ত: সূরা আল-হিজরের আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

চতুর্থত: নিরাশ হওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

তাঁর উক্তি: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো: আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা হতে হতাশ হওয়া।" এটি আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীরও সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা" অর্থাৎ তাঁর রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব) অথবা ইবাদতে শিরক করা। আর এটি সর্বসম্মত বিষয়।

তাঁর উক্তি: "আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া" - আবুস সা'আদাত বলেন: এটি হলো চরম পর্যায়ের হতাশা। এতে আশা ও ভীতির প্রতি সতর্ক করা হয়েছে; সুতরাং যখন সে ভয় করবে তখন যেন সে নিরাশ বা হতাশ না হয়, বরং আল্লাহর রহমতের আশা করে। সালাফগণ পছন্দ করতেন যেন সুস্থ অবস্থায় ভীতি প্রবল থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায় আশা প্রবল থাকে। এটিই আবু

সুলাইমান আদ-দারানি ও অন্যদের পদ্ধতি। তিনি বলেন: অন্তরের ওপর ভীতির প্রভাবই প্রবল থাকা উচিত, কেননা যখন আশা ভীতির ওপর প্রবল হয়ে যায় তখন অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"২। তিনি আরও বলেন: "তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"৩। মহান আল্লাহ বলেন: "আর যারা তাদের যা দান করার তা দান করে এই অবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত, কারণ তারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী।"৪। মহান আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে..."৫ -আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এই আয়াতে ভীতির বিষয়টিকে আশার আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

১ সহীহ। আব্দুর রাজ্জাক (১০/ ৪৫৯, ৪৬০), এবং ইবনে জারীর (৫/ ২৬)। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে (১/ ৪৮৪) বলেন: "নিঃসন্দেহে এটি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার সনদ সহীহ।" সমাপ্ত।

হাইসামি (১/ ১০৪) বলেন: "এর সনদ সহীহ।" সমাপ্ত।

২ সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১২।

৩ সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৭।

৪ সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৬০-৬১।

৫ সূরা আজ-যুমার, আয়াত: ৯।

(ص: 361)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله "

قوله: "باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله". قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه. وفي الحديث الصحيح: " الصبر ضياء " 1. رواه

أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعاً: " ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر " 2.

قال عمر رضي الله عنه: " وجدنا خير عيشنا بالصبر " 3 رواه البخاري.

1 جزء من حديث أبي مالك الأشعري مسلم: كتاب الطهارة (223) (1) : باب فضل الوضوء، وأحمد (5/ 343 ، 344) .

2 البخاري: الزكاة (1469) ، ومسلم: الزكاة (1053) ، والترمذي: البر والصلة (2024) ، والنسائي: الزكاة (2588) ، وأبو داود: الزكاة (1644) ، وأحمد (93/3) ، ومالك: الجامع (1880) ، والدارمي: الزكاة (1646) .

3 البخاري معلقاً (303 / 11) كتاب الرقاق. وقال الحافظ في الفتح (303 / 11) : وقد وصله أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال: قال عمر ... " ا. هـ.

অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হলো আল্লাহর তাকদীরের ওপর ধৈর্য ধারণ করা

তাঁর উক্তি: "অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হলো আল্লাহর তাকদীরের ওপর ধৈর্য ধারণ করা।" ইমাম আহমাদ বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের নব্বইটি স্থানে ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং সহীহ হাদীসে এসেছে: "ধৈর্য হলো জ্যোতি।" এটি আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এবং বুখারী ও মুসলিমে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও অধিক প্রশস্ত আর কোনো দান কাউকে দেওয়া হয়নি।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমরা আমাদের জীবনের সর্বোত্তম সুখ ধৈর্যের মাধ্যমেই পেয়েছি।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১. এটি আবু মালিক আল-আশআরীর হাদীসের অংশ; মুসলিম: পবিত্রতা অধ্যায় (২২৩) (১): উয়ুর ফযীলত অনুচ্ছেদ, এবং আহমাদ (৫/ ৩৪৩, ৩৪৪)।

২. বুখারী: যাকাত (১৪৬৯), এবং মুসলিম: যাকাত (১০৫৩), এবং তিরমিযী: সদাচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা (২০২৪), এবং নাসাঈ: যাকাত (২৫৮৮), এবং আবু দাউদ: যাকাত

(১৬৪৪), এবং আহমাদ (৩/৯৩), এবং মালিক: আল-জামে (১৮৮০), এবং দারেমী: যাকাত (১৬৪৬)।

৩. বুখারী এটি মুআল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (১১/ ৩০৩), রিকাক অধ্যায়। এবং হাফেয (ইবনে হাজার) আল-ফাতহ গ্রন্থে (১১/ ৩০৩) বলেছেন: "ইমাম আহমাদ 'কিতাবুয যুহদ'-এ মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উমর বলেছেন ...।" সমাপ্ত।

(ص: 362)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال علي رضي الله عنه: "إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - ثم رفع صوته- فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له ". واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع. والصبر: حبس النفس عن الجزع، وحبست اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. ذكره ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من البصائب.

وقوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} 1. قال علقمة: " هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ". قوله: "وقول الله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} ".

وأول الآية: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} 2 أي بشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} 3 وقال: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ} أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} 4. قوله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} . قال ابن عباس في قوله:

{إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} "إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ" يعني عن قدره ومشيئته. {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} أي من صابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه، وعوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه، ويقينا صادقا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه.

قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} 5 تنبيهه على أن ذلك إنما يصدر عن عليه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.

قوله: "قال علقمة: " هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم".

هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم -رضي الله

1 سورة التغابن آية: 11.

2 سورة التغابن آية: 11.

3 سورة الحديد آية: 22.

4 سورة البقرة آية: 156-157.

5 سورة البقرة آية: 282.

আলী (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের স্থান দেহের মাথায় অবস্থানের মতো" -অতঃপর তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ করলেন- এবং বললেন: "জেনে রেখো, যার সবর নেই তার ঈমান নেই।" আর এর বুৎপত্তিগত অর্থ হলো: 'সবর' থেকে, যার অর্থ আটকে রাখা ও বিরত রাখা। আর সবর হলো: নফসকে অস্থিরতা থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গালে চড় মারা, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলা ও অনুরূপ কাজ থেকে বিরত রাখা। ইবনুল কাইয়িম (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) এটি উল্লেখ করেছেন। আর জেনে রেখো যে, সবর তিন প্রকার: আল্লাহর

আদেশ পালনের ক্ষেত্রে সবার, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সবার এবং তাঁর নির্ধারিত বিপদাপদে সবার।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: {আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত} ১। আলকামাহ বলেছেন: "সে হলো সেই ব্যক্তি যে বিপদে আক্রান্ত হলে জানে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, ফলে সে সন্তুষ্ট থাকে এবং আত্মসমর্পণ করে।"

তাঁর বক্তব্য: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন}।"

আর আয়াতের প্রথমাংশ হলো: {আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো বিপদই আপতিত হয় না} ২ অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী, যেমনটি তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন:

{পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না যা আমি তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ} ৩ এবং তিনি বলেছেন: {যাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই তাদের রবের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত} ৪। তাঁর বাণী: {আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন}। ইবনে আব্বাস {আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত} এর ব্যাখ্যায় বলেন, "অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত" যার অর্থ হলো তাঁর তকদির ও ইচ্ছা অনুযায়ী। {আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন} অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুসিবতে আক্রান্ত হয় এবং জানে যে তা আল্লাহর তকদির অনুযায়ী হয়েছে, ফলে সে ধৈর্য ধারণ করে, সওয়াবের আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ায় তার যা কিছু হারিয়েছে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার অন্তরে হিদায়াত ও সত্য দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) দান করেন। আর তার থেকে যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে আল্লাহ তার বদলে তাকে উত্তম প্রতিদানও দিতে পারেন।

তাঁর বাণী: {আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত} ৫ এটি একটি সতর্কতা যে, নিশ্চয়ই যা কিছু ঘটে তা তাঁর জ্ঞান থেকেই উৎসারিত যা তাঁর প্রজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর এটি ধৈর্য ধারণ ও সন্তুষ্টিতে আবশ্যিক করে।

তাঁর বক্তব্য: "আলকামাহ বলেছেন: 'সে হলো সেই ব্যক্তি যাকে বিপদ স্পর্শ করে, ফলে সে জানে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকে ও আত্মসমর্পণ করে'।" এই বর্ণনাটি ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। আর আলকামাহ হলেন: ইবনে কায়েস ইবনে আব্দুল্লাহ আন-নাখঈ আল-কুফী। তিনি নবী (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, সাদ, ইবনে মাসউদ ও আয়েশা (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন...

১ সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১১।

২ সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১১।

৩ সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২।

৪ সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৬-১৫৭।

৫ সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮২।

(ص: 363)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عنهم- . وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلماؤهم وثقاتهم مات بعد الستين.
قوله: "هو الرجل تصيبه المصيبة" إلخ. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان، قال:
كنا عند علقمة فقرأ عليه هذه الآية {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} 1 قال: هو
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن
جرير.

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسعى الإيمان. قال سعيد بن جبیر: {وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} يعني يسترجع. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن
الصبر سبب لهداية القلب، وأنها ثواب الصابرين.

قوله: "وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على البيت " 2". أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علماً وإيماناً يستضيء به. لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً كالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً بالإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعروف باللام كما في قوله: " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " 3 4 وبين كفر منكر في الإثبات.

قوله: "الطعن في النسب" أي عيبه، يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه.

هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت " 5. ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: " ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية " 6.

قوله: "والنياحة على الميت" أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت، لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: واعضداه، واناصره، ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قوله: "ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: " ليس منا من ضرب الخدود; وشق

1 سورة التغابن آية: 11.

2 مسلم: كتاب الإيمان (67) (121) : باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة.

3 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان (82) (134) : باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وذلك من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ: "إن بين الرجل

وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". أما الرواية بهذا اللفظ فهي عند ابن ماجة من حديث أنس (1080) .

4 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة.

5 مسلم: الإيذان (67) ، وأحمد (496/2) .

6 البخاري: الجنائز (1297) ، ومسلم: الإيذان (103) ، والترمذي: الجنائز

(999) ، والنسائي: الجنائز (1860، 1862، 1864) ، وابن ماجة: ما جاء في

الجنائز (1584) ، وأحمد (386/1، 432/1) .

তাদের মধ্য থেকে। তিনি ছিলেন প্রবীণ তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান, বিজ্ঞ আলেম ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ষাট হিজরীর পর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উক্তি: "তিনি সেই ব্যক্তি যাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে..." ইত্যাদি। এই আছারটি (বর্ণনাটি) আমাশ আবু জোবিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমরা আলকামার কাছে ছিলাম, তখন তাঁর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলো: {আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন} ১। তিনি বললেন: তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করলে তিনি অবগত হন যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, ফলে তিনি তাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং আত্মসমর্পণ করেন। এটি ইবনে জারীরের বর্ণনাভঙ্গি।

এতে এই দলিল রয়েছে যে, আমলসমূহ ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন: {আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন} অর্থাৎ সে 'ইসতিরজা' করে। সে বলে: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী'। এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধৈর্য (সবর) হচ্ছে অন্তর হিদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার কারণ এবং এটি ধৈর্যশীলদের প্রতিদান।

তাঁর উক্তি: "সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'মানুষের মধ্যে দুটি বিষয় এমন রয়েছে যা তাদের মধ্যে কুফর হিসেবে গণ্য: বংশমর্যাদায় আঘাত করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা' ২।" অর্থাৎ এই দুটি কাজ মানুষের মাঝে কুফর হিসেবে গণ্য, যেহেতু এ দুটি জাহেলিয়াতের আমল। আর এ দুটি মানুষের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে; আল্লাহ যাকে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং যাকে এমন ইলম ও ঈমান দান করেছেন যা দ্বারা তিনি আলোকপ্রাপ্ত হন, তিনি ছাড়া আর কেউ

এগুলো থেকে নিরাপদ নয়। তবে যার মধ্যে কুফরের কোনো একটি শাখা বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সে এর দ্বারা কুফরে মুতলাক বা চূড়ান্ত কাফিরে পরিণত হয় না। যেমনটি যার মধ্যে ঈমানের কোনো একটি শাখা পাওয়া যায়, সে এর দ্বারা ঈমানে মুতলাক বা পূর্ণাঙ্গ মুমিনে পরিণত হয় না। আর 'আলিফ-লাম' যোগে নির্দিষ্ট কুফর (আল-কুফর)—যেমনটি তাঁর এই বাণীতে রয়েছে: "বান্দা এবং কুফর বা শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত বর্জন করা" ৩৪—এবং ইতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত অনির্দিষ্ট কুফর (কুফরুল-কুফর)-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর উক্তি: "বংশমর্যাদায় আঘাত করা" অর্থাৎ এর দোষ চর্চা করা। কারো বংশ পরিচয় প্রমাণিত থাকার পরেও "সে অমুকের পুত্র নয়" বলা এর অন্তর্ভুক্ত।

তাদের মধ্যে এ দুটি বিষয় কুফর: বংশমর্যাদায় আঘাত করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা ৫।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে গালে চপেটাঘাত করে, জামার বুক ফেড়ে ফেলে এবং জাহেলিয়াতের ন্যায় চিৎকার দেয়" ৬।

তাঁর উক্তি: "মৃত ব্যক্তির ওপর বিলাপ করা" অর্থাৎ উচ্চস্বরে বিলাপ করা এবং মৃতের গুণাবলী আওড়ানো। কারণ এতে তাকদীরের প্রতি এমন অসন্তোষ প্রকাশ পায় যা ধৈর্যের পরিপন্থী; যেমন বিলাপকারীর উক্তি: 'হায় আমার শক্তি!', 'হায় আমার সাহায্যকারী!' এবং এই জাতীয় কথাবার্তা। এতে প্রমাণ রয়েছে যে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব এবং কুফর এমন প্রকারেরও হতে পারে যা ধর্ম থেকে বহিস্কার করে না।

তাঁর উক্তি: "বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: 'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে গালে চপেটাঘাত করে এবং জামার বুক ফেড়ে ফেলে

১ সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১১।

২ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (৬৭) (১২১): বংশমর্যাদায় আঘাত করা এবং বিলাপ করার ওপর কুফর শব্দের প্রয়োগ অনুচ্ছেদ।

৩ মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল ঈমান (৮২) (১৩৪): সালাত বর্জনকারীর ওপর কুফর শব্দের প্রয়োগ অনুচ্ছেদ; যা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর মারফু সূত্রে এই শব্দে বর্ণিত: "নিশ্চয়ই ব্যক্তির মাঝে এবং শিরক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হলো সালাত বর্জন করা।" তবে এই শব্দে বর্ণনাটি ইবনে মাজাহ-তে আনাস এর হাদীস (১০৮০) থেকে পাওয়া যায়।

৪ আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসায়ী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৫ মুসলিম: ঈমান (৬৭), আহমাদ (২/৪৯৬)।

৬ বুখারী: জানাজা (১২৯৭), মুসলিম: ঈমান (১০৩), তিরমিজি: জানাজা (৯৯৯), নাসায়ী: জানাজা (১৮৬০, ১৮৬২, ১৮৬৪), ইবনে মাজাহ: জানাজা অধ্যায় (১৫৮৪), আহমাদ (১/৩৮৬, ১/৪৩২)।

(ص: 364)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

الجيوب، ودعاً بدعوى الجاهلية". هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس؛ وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.

قوله: "من ضرب الخدود" وقال الحافظ: "خُص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله". قوله: "وشق الجيوب" هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزناً على البيت.

قوله: "ودعاً بدعوى الجاهلية" قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: هو ندب البيت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله: "الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية".

وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبتها، والداعية بالويل والثبور " 1.

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً، وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: " تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون " 2 3 وفي الصحيحين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته⁴ ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عبادة الرحماء " 5.

-
- 1 حسن. ابن ماجة: كتاب الجنائز (1585) : باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب وابن حبان (737- موارد) وصححه البوصيري في الزوائد. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4968) .
 - 2 البخاري: كتاب الجنائز (1303) : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون مسلم: كتاب الفصائل (2315) (62) : باب رحمة صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال.
 - 3 رواه البخاري وغيره.
 - 4 هي زينب كما في صحيح البخاري.
 - 5 البخاري: كتاب الجنائز (1284) : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب البيت ببعض بكاء أهله عليه.... مسلم: كتاب الجنائز (923) (11) : باب البكاء على البيت.
-

জামার কলার (ছেঁড়া), এবং জাহেলিয়াতের ডাক দেয়া।" এটি শাস্তির হুঁশিয়ারি সম্বলিত বাক্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুফিয়ান সাওরি এবং ইমাম আহমাদ থেকে এগুলোর ব্যাখ্যা করা অপছন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, যাতে এটি মানুষের অন্তরে অধিকতর প্রভাব ফেলে এবং সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়। এটি প্রমাণ করে যে, এই কাজগুলো ঈমানের অপরিহার্য পূর্ণতার পরিপন্থী।

তাঁর বাণী: "যে ব্যক্তি গাল চড়ালো"; হাফেজ বলেন: "গালকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ সাধারণত এখানেই আঘাত করা হয়, অন্যথায় মুখের বাকি অংশে আঘাত করাও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।" তাঁর বাণী: "এবং জামার কলার ছিঁড়ে ফেলল"; এটি হলো কাপড়ের সেই অংশ যেখান দিয়ে মাথা প্রবেশ করানো হয়। মৃত ব্যক্তির শোকে এটি করা জাহেলি যুগের লোকেদের অভ্যাস ছিল।

তাঁর বাণী: "এবং জাহেলিয়াতের ডাক দিল"; শায়খুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা) বলেন: এটি হলো মৃত ব্যক্তির বিলাপ করা। অন্যান্যের মতে: এটি হলো ধ্বংস ও বিনাশের জন্য চিৎকার করে দুআ করা। ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "জাহেলিয়াতের ডাক হলো যেমন গোত্রবাদ এবং বংশীয় পক্ষপাতের দিকে আহ্বান করা। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মাজহাব, দল ও পীর-মাশায়েখের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করা এবং তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, যার দিকে সে আহ্বান করে এবং যার ভিত্তিতে সে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ করে; এই সব কিছুই জাহেলিয়াতের ডাকের অন্তর্ভুক্ত।"

ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনে হিব্বান একে সহিহ বলেছেন, আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীর ওপর লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন যে (শোকাতুর হয়ে) নিজের মুখ আঁচড়ায়, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে এবং ধ্বংস ও বিনাশের চিৎকার দিয়ে বিলাপ করে।" ১

এটি প্রমাণ করে যে, এই বিষয়গুলো কবির গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে এর সামান্য কিছু অংশ ক্ষমাযোগ্য হতে পারে যদি তা কেবল মনের আবেগ থেকে হয় এবং বিলাপ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে না হয়। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) স্পষ্টভাবে এটি উল্লেখ করেছেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আবু বকর ও ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ক্ষেত্রে যা প্রকাশ পেয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। এই হাদিসগুলোর মধ্যে কান্নাকাটি করা নিষেধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ সহিহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন,

তখন তিনি বলেছিলেন: "চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর ব্যথিত হয়, তবে আমরা তা-ই বলি যা রবের সন্তুষ্টি লাভ করে। হে ইব্রাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাতুর।" ২ ৩ এবং এটি সহিহইন-এ রয়েছে।

উসামা ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক কন্যার ৪ কাছে গেলেন যার একটি শিশু মৃত্যুশয্যায় ছিল। শিশুটিকে তাঁর কাছে তুলে ধরা হলো, তখন তার প্রাণ ছটফট করছিল যেন তা একটি শুকনো মশক। তখন তাঁর (নবীজির) উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সাদ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি কী? তিনি বললেন: এটি হলো দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" ৫.

১ হাসান। ইবনে মাজাহ: জানাজা অধ্যায় (১৫৮৫): গাল চড়াও এবং জামার কলার ছিঁড়ে ফেলা নিষেধ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ; ইবনে হিব্বান (৭৩৭- মাওয়ারিদ); বুসিরি একে যাওয়াইদ গ্রন্থে সহিহ বলেছেন এবং আলবানি একে সহিহুল জামে (৪৯৬৮) গ্রন্থে হাসান বলেছেন।

২ বুখারি: জানাজা অধ্যায় (১৩০৩): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার জন্য শোকাতুর' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ; মুসলিম: ফজিলত অধ্যায় (২৩১৫) (৬২): শিশু ও পরিবারের প্রতি তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ।

৩ বুখারি এবং অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

৪ তিনি হলেন জয়নব, যেমনটি সহিহ বুখারিতে এসেছে।

৫ বুখারি: জানাজা অধ্যায় (১২৮৪): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: 'পরিবারের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে আজাব দেয়া হয়' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ.... মুসলিম: জানাজা অধ্যায় (৯২৩) (১১): মৃত ব্যক্তির ওপর কান্নাকাটি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ।

قوله: "وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة " 1.

هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. وحسنه الترمذي. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل. وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر.

قوله: " إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ". أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له؛ والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عبود الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع، حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر، وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبورا وطاعة، كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطايا رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} 2. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصاً.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، قوله: "وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه" أي أخر عنه العقوبة بذنبه. "حتى يوافي به يوم القيامة" وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنياً للفاعل.
قال العيزي:

1 صحيح. الترمذي: كتاب الزهد (2396) : باب ما جاء في الصبر على البلاء. وقال:
هذا حديث حسن غريب. والحاكم (1/ 349 ، 4/ 376 ، 377) . وصححه الألباني
لشواهده وطرقه في الصحيحة (1220) .
2 سورة البقرة آية: 157.

তাঁর উক্তি: "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি দুনিয়াতেই তার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার পাপের শাস্তি আটকে রাখেন, যাতে কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা যায়।'" ১।
এই হাদীসটি তিরমিযী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন। তাবারানী ও হাকেম আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী এটি আবু হুরায়রা থেকে এবং তাবারানী আম্মার বিন ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি দুনিয়াতেই তার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন।" অর্থাৎ তার কৃত পাপের কারণে তার উপর বিপদ-আপদ ও মুসিবত বর্ষণ করা হয়, ফলে সে তা থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসে যে তার ওপর আর কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাল্লাহু তাআলা) বলেন: বিপদ-আপদ হলো নেয়ামত; কারণ এগুলো পাপের কাফফারা স্বরূপ এবং ধৈর্য ধারণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যার ফলে সওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া এটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন, তাঁর প্রতি বিনম্র হওয়া এবং সৃষ্টিজীব থেকে বিমুখ হওয়ার মতো মহান কল্যাণসমূহ নিশ্চিত করে। মূল বিপদ-আপদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাপ ও ত্রুটিসমূহ মোচন করে দেন এবং এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিপদ-আপদ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে রহমত ও নেয়ামত, যদি না তার কারণে সেই ব্যক্তি পূর্বের চেয়েও বড়

কোনো পাপে লিপ্ত হয়। সে ক্ষেত্রে তা তার দ্বীনের জন্য অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কিছু মানুষ এমন আছে যে দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা ব্যথায় আক্রান্ত হলে তার মধ্যে নিফাক (কপটতা), অস্থিরতা, অন্তরের ব্যাধি ও প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পায়। এছাড়া সে এমন কিছু ওয়াজিব ত্যাগ করে এবং এমন কিছু হারাম কাজ করে যা তার দ্বীনের ক্ষতিসাধন করে। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুস্থ থাকাকাটাই তার জন্য কল্যাণকর ছিল, কারণ বিপদ তার মাঝে মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, বিপদের নিজের কারণে নয়। পক্ষান্তরে যার জন্য বিপদ ধৈর্য ও আনুগত্যের কারণ হয়, তা তার জন্য দ্বীনি নেয়ামত হিসেবে গণ্য হয়। মূলত এটি খোদ রবের পক্ষ থেকে একটি কাজ এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর রহমত, আর আল্লাহ তাআলা এর জন্য প্রশংসিত। সুতরাং যাকে বিপদে ফেলা হয়েছে এবং ধৈর্য দান করা হয়েছে, তার দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই ধৈর্য একটি নেয়ামত। তার পাপসমূহ মোচনের পর সে রহমত লাভ করে এবং আপন রবের প্রশংসা করার মাধ্যমে তার রবের পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের ওপরই তাদের রবের পক্ষ থেকে রহমত এবং বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়।" ২। আর সে পাপের মার্জনা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি ওয়াজিব ধৈর্য ধারণ করে সে তা অর্জন করে। সংক্ষেপিত সমাপ্ত। এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই বিপদের পরিমাণ যত বড় হবে, প্রতিদানও তত বড় হবে।"

তাঁর উক্তি: "আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার থেকে (শাস্তি) আটকে রাখেন।" অর্থাৎ তার পাপের শাস্তি বিলম্বিত করেন। "যাতে কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা যায়।" শব্দটি 'ইয়া' বর্ণে পেশ এবং 'ফা' বর্ণে যের যোগে পঠিত, যা 'হাত্তা' এর কারণে মানসুব এবং কর্তৃবাচ্য হিসেবে ব্যবহৃত।

আল-আযীযী বলেন:

১ সহীহ। তিরমিযী: কিতাবুয যুহদ (২৩৯৬): বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ সংক্রান্ত অধ্যায়। তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি হাসান গরীব। হাকেম (১/৩৪৯, ৪/৩৭৬, ৩৭৭)। আলবানী একে তার সহীহাহ (১২২০) গ্রন্থে এর বিভিন্ন সূত্রের কারণে সহীহ বলেছেন।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৫৭।

أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء " إلى آخره"، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواها الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلها المصنف كالحديث الواحد.

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: " {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } 1.

قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط ". حسنه الترمذي".

قال الترمذي: حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، فذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن عظم الجزاء " الحديث. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجة.

وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط " 2. حسنه الترمذي.

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: " إذا أحب الله قوماً ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع " 3 قال المنذري: رواه ثقات. قوله: "إن عظم الجزاء" بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها مع سكون الظاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب

يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح، كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب.

قوله: "وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم" ولهذا ورد في حديث سعد "سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر

1 سورة البقرة آية: 216.

2 حسن. الترمذي: كتاب الزهد (2396) : باب ما جاء في الصبر على البلاء. وابن ماجة: كتاب الفتن (4031) : باب الصبر على البلاء من حديث أنس. وحسنه الألباني في الصحيحة (146) . وحسنه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (5/ 245) .
3 صحيح. أحمد (5/ 427 ، 429) . وقال المنذري في الترغيب (4/ 283) ، والهيثي في المجمع (2/ 291) ، والحافظ (10/ 108) : "رواته ثقات". وصححه الألباني في صحيح الجامع (282) .

অর্থাৎ দুনিয়াতে তাকে তার গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয় না, যতক্ষণ না সে কিয়ামতের দিন তার গুনাহসমূহ পরিপূর্ণভাবে নিয়ে উপস্থিত হয়, ফলে সে তার প্রাপ্য শাস্তি পূর্ণরূপে ভোগ করে। আর এই বাক্যটি হলো হাদিসের শেষ অংশ। আর তাঁর উক্তি: "এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয়ই বিপদের মাহাত্ম্যের সাথেই প্রতিদানের মাহাত্ম্য' শেষ পর্যন্ত", এটি হলো অন্য একটি হাদিসের প্রথম অংশ। কিন্তু যখন তিরমিযী এ দুটিকে একই সনদ ও একই সাহাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তখন গ্রন্থকার এ দুটিকে একটি হাদিসের ন্যায় গণ্য করেছেন।

এতে আপনার জন্য আল্লাহর ফয়সালাকৃত বিষয়ে তাঁর প্রতি উত্তম আশা ও সুধারণা পোষণের ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "{তবে এটা সম্ভব যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং এও সম্ভব যে, তোমরা কোন কিছুকে পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আর আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না} ১।"

তাঁর উক্তি: "এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয়ই বিপদের মাহাত্ম্যের সাথেই প্রতিদানের মাহাত্ম্য, আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য সন্তুষ্ট রয়েছে, আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তুষ্ট রয়েছে।' তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।"

তিরমিযী বলেন: কুতায়বা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট লাইস বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ ইবন আবি হাবীব থেকে, তিনি সা'দ ইবন সিনান থেকে, তিনি আনাস থেকে; অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী হাদিসটি উল্লেখ করেন এবং বলেন: এই সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: 'নিশ্চয়ই প্রতিদানের মাহাত্ম্য' হাদিসটি। তারপর তিনি বলেন: এই হাদিসটি এই সূত্রে হাসান গরীব। আর এটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

"আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য সন্তুষ্ট রয়েছে, আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তুষ্ট রয়েছে" ২। তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।

আর ইমাম আহমাদ মাহমুদ ইবন লাবীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যা তিনি মারফু' সূত্রে নবীজি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন: "যখন আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুতরাং যে সবর করে তার জন্য সবর রয়েছে, আর যে অস্থিরতা প্রকাশ করে তার জন্য অস্থিরতা রয়েছে" ৩। আল-মুনযিরী বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাঁর উক্তি: "নিশ্চয়ই বিপদের মাহাত্ম্য" (ইযামাল জাযা) এখানে 'আইন' বর্ণে কাসরা এবং 'যা' বর্ণে ফাতহা সহযোগে। আর 'আইন' বর্ণে যাম্মা এবং 'যা' বর্ণে সুকুন পড়াও জায়েয, অর্থাৎ যার পরীক্ষা পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে অধিক মহান ছিল। যারা বলেন যে, বিপদে গুনাহ মার্ফের পাশাপাশি সওয়াবও পাওয়া যায়, তারা এই হাদিসটি দিয়ে দলিল পেশ করতে পারেন। তবে ইবনুল কাইয়িম প্রাধান্য দিয়েছেন যে, বিপদের সওয়াব হলো কেবল গুনাহ মাফ হওয়া, যদি না তা কোনো নেক আমলের কারণ হয়, যেমন সবর, সন্তুষ্ট, তওবা এবং ইস্তিগফার। কেননা

তখন সেই নেক আমলের কারণে সওয়াব পাওয়া যাবে যা ঐ বিপদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই ভিত্তিতে হাদিসের মর্মার্থ সম্পর্কে বলা হয়: বিপদের মাহাত্ম্যের সাথে প্রতিদানের মাহাত্ম্য তখনই হবে যখন সে সবার করবে এবং সওয়াবের আশা রাখবে।

তাঁর উক্তি: "আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন।" একারণেই সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে কার বিপদ সবচেয়ে কঠিন? তিনি বললেন: নবীগণের, তারপর যারা তাদের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ, তারপর যারা তাদের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিকে তার দীনদারি অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়; যদি তার দীনে দৃঢ়তা থাকে তবে তার বিপদ কঠোর হয়, আর যদি তার দীনে শিথিলতা থাকে তবে তাকে পরীক্ষা করা হয় তার দীনের মাত্রা অনুযায়ী..."

১ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২১৬।

২ হাসান। তিরমিযী: কিতাবু যুহুদ (২৩৯৬): বিপদে ধৈর্য ধারণ অধ্যায়। ইবনে মাজাহ: কিতাবুল ফিতান (৪০৩১): আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে বিপদে ধৈর্য ধারণ অধ্যায়। আলবানী একে আস-সহীহাহ (১৪৬) গ্রন্থে হাসান বলেছেন। আরনাউত শারহুস সুন্নাহ (৫/২৪৫) এর তাখরীজে একে হাসান বলেছেন।

৩ সহীহ। আহমাদ (৫/৪২৭, ৪২৯)। মুনিযীরী আত-তারগীব (৪/২৮৩) গ্রন্থে, হাইসামী আল-মাজমা (২/২৯১) গ্রন্থে এবং হাফিয (১০/১০৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।" আলবানী একে সহীহুল জামে (২৮২) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

(ص: 367)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثالثة: الطعن في النسب.

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير.

السادسة: إرادة الله به الشر.

السابعة: علامة حب الله للعبد.

الثامنة: تحريم السخط.

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء.

قوله: "فمن رضي فله الرضا" أي من الله تعالى؛ والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى: {جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} 2. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير، وسلم من كل شر. والرضى هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به، ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانسباً محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل لهم الحزن في الشك والسخط".

قوله: "ومن سخط" وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به. أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم.

1 صحيح. أحمد (1/ 172 ، 174 ، 180 ، 185) والترمذي: كتابه الزهد (2398) : باب ما جاء في الصبر على البلاء وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن (4023) : باب الصبر على البلاء والدارمي (2/ 320) . ورواه أيضاً النسائي في الكبرى

[كما في تحفة الأشراف (3/ 318) . و صححه الألباني في الصحيحة (143) . و صححه
الأنباء و ط في تخريج شرح السنة (5/ 245) .
2 سورة البينة آية: 8.

তৃতীয়: বংশমর্যাদার ওপর অপবাদ দেওয়া।

চতুর্থ: যারা গালে চপেটাঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলিয়াতের ডাক দেয়, তাদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি।

পঞ্চম: আল্লাহ তাঁর বান্দার কল্যাণ চাওয়ার নিদর্শন।

ষষ্ঠ: আল্লাহর বান্দার প্রতি অকল্যাণ চাওয়া।

সপ্তম: বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন।

অষ্টম: অসন্তুষ্টির অবৈধতা।

নবম: বিপদে সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

তাঁর বাণী: "যে সন্তুষ্ট থাকল, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে" অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে; সন্তুষ্টির গুণটি মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন, যেমন আল্লাহর বাণী: {তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এ পুরস্কার তার জন্য যে তার রবকে ভয় করে} ২। সালাফ এবং তাদের অনুসারী আহলে সুন্নাতের মাযহাব হলো: আল্লাহ নিজের জন্য যেসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্ব অনুযায়ী সেগুলোকে সাব্যস্ত করা। এটি হবে কোনো সাদৃশ্য প্রদান ছাড়াই সাব্যস্ত করা এবং কোনো গুণকে অর্থহীন করা ছাড়াই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা। সুতরাং আল্লাহ যখন কারো ওপর সন্তুষ্ট হন, তখন সে সকল কল্যাণ লাভ করে এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। সন্তুষ্টি হলো বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করবে, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এবং তাঁর প্রতিদানের আশা করবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ওপর আস্থার কারণে সে এর মাধ্যমে এক প্রকার প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা অনুভব করতে পারে। যেমন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসারফ দ্বারা প্রশান্তি ও আনন্দকে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও সন্তুষ্টির মধ্যে রেখেছেন, আর দুশ্চিন্তা ও দুঃখকে রেখেছেন সন্দেহ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে।"

তাঁর বাণী: "আর যে অসন্তুষ্ট হলো" - এখানে 'খা' বর্ণে কাসরা বা জের হবে। আবুস সাআদাত বলেন: অসন্তুষ্ট হলো কোনো কিছুকে অপছন্দ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট না হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন তার ওপর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্ট রয়েছে। আর শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট। এর মাধ্যমে সন্তুষ্ট থাকাকে ওয়াজিব বা আবশ্যিক হওয়ার ওপর দলিল পেশ করা হয়, যা ইবনে আকীলের পছন্দ। আর আল-কাজী ওয়াজিব না হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন এবং একেই শাইখুল ইসলাম ও ইবনুল কাইয়িম প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. সহীহ। আহমাদ (১/১৭২, ১৭৪, ১৮০, ১৮৫) এবং তিরমিযী: কিতাবুয যুহদ (২৩৯৮), পরিচ্ছেদ: বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ। তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান সহীহ। ইবনে মাজাহ: কিতাবুল ফিতান (৪০২৩), পরিচ্ছেদ: বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ এবং দারেমী (২/৩২০)। এটি নাসাঈ ও 'আল-কুবরা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন [যেমনটি তুহফাতুল আশরাফ (৩/৩১৮)-এ বর্ণিত হয়েছে]। আলবানী একে 'আস-সহীহাহ' (১৪৩) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন। আরনাউত একে 'শারহুস সুন্নাহ' (৫/২৪৫) এর তাখরীজে সহীহ বলেছেন।

২. সূরা আল-বাইনাহ, আয়াত: ৮।

(ص: 368) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال:

وأما ما يروى: "من لم يصبر على بلائٍ ولم يرض بقضائٍ فليتخذ رباً سوائٍ" 1. فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال شيخ الإسلام: "وأعلى من ذلك- أي من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها". اه والله أعلم.

1 ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب (1/ 149 ، 150) من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف، ورواه ابن حبان في المجروحين (1/ 327) ، والطبراني في الكبير (22/ 320) عن أبي هند الداري، وضعفه ابن حبان. وقال العراقي (كما في فيض القدير 4/ 47): إسناده ضعيف جدا. وراجع النهج السديد (410) .

শাইখুল ইসলাম বলেন: ধৈর্যের ব্যাপারে যেভাবে নির্দেশ এসেছে, এর (সন্তুষ্টির) ব্যাপারে সেভাবে কোনো নির্দেশ আসেনি; বরং কেবল এর অধিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি বলেন:

আর যা বর্ণিত হয়: "যে ব্যক্তি আমার বিপদে ধৈর্য ধারণ করে না এবং আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয় না, সে যেন আমি ব্যতীত অন্য কোনো রব গ্রহণ করে" ১। এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "আর এর চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা হলো—অর্থাৎ সন্তুষ্টির চেয়েও—বিপদের ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, কেননা সে এতে তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ দেখতে পায়।" সমাপ্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

১. দুর্বল। বায়হাকী এটি 'শুআবুল ইমান' গ্রন্থে (১/১৪৯, ১৫০) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান এটি 'আল-মাজরুহীন' গ্রন্থে (১/৩২৭) ও তাবারানী 'আল-কাবীর' গ্রন্থে (২২/৩২০) আবু হিন্দ আদ-দারী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান একে দুর্বল বলেছেন। ইরাকী বলেন (যেমনটি 'ফায়দুল কাদির' গ্রন্থে ৪/৪৭-এ বর্ণিত হয়েছে): এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। দেখুন: 'আন-নাহজুস সাদীদ' (৪১০)।

(ص: 368)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في الرياء "

وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} 1.

قوله: "باب ما جاء في الرياء".

أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: "هو مشتق من الرؤية. والبراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السبحة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة. والسبحة لما يُسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله".

قوله: "وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ} " أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ} أي يخافه {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} .

1 سورة الكهف آية: 110.

পরিচ্ছেদ: লোকদেখানো ইবাদত (রিয়া) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আল্লাহ তাআলার বাণী: {বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।} ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: লোকদেখানো ইবাদত (রিয়া) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" ।

অর্থাৎ এ বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী এসেছে। হাফেয (ইবনে হাজার) বলেন: "এটি 'রু'ইয়াহ' (দেখা) শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—মানুষ দেখবে এই নিয়তে ইবাদত প্রকাশ করা, যাতে তারা আমলকারীর প্রশংসা করে। রিয়া এবং সুমআহ (শোনানো)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো: রিয়া ঐ আমলের ক্ষেত্রে হয় যা দেখা যায়, যেমন সালাত। আর

সুমআহ ঐ আমলের ক্ষেত্রে হয় যা শোনা যায়, যেমন তিলাওয়াত, ওয়াজ ও যিকির; আর নিজে যা আমল করেছে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত।"

তাঁর কথা: "আল্লাহ তাআলার বাণী: {বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ}; অর্থাৎ রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব) বা উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়া)-এর কোনো কিছুই আমার জন্য নেই, বরং এই সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য যাঁর কোনো শরিক নেই; তিনি তা আমার প্রতি ওহী করেছেন। {সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে} অর্থাৎ তাঁকে ভয় করে {সে যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।}

১. সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০।

(ص: 369)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "أحدا" نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسرهُ طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك.

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيّد بالسنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين

وعن أبي هريرة مرفوعاً: " قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " 1. رواه مسلم.

قبله، هو إفراذه تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} 2. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته؛ ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم، لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ". رواه مسلم.

قوله: "من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري". أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولا بن ماجه: " فأنا بريء وهو الذي أشرك " 3. قال الطيبي: " الضمير المنصوب في قوله: "تركته" يجوز أن يرجع إلى العمل".

قال ابن رجب رحمه الله: 4 واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضاً

1 مسلم: الزهد والرقائق (2985) ، وابن ماجه: الزهد (4202) ، وأحمد (301/2) ، (435/2) .

2 سورة الأنبياء آية: 25.

3 ابن ماجه: الزهد (4202) ، وأحمد (301/2، 435/2) .

4 في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات من جامع العلوم والحكم.

তাঁর বাণী: "কাউকে" এটি নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গে একটি অনির্দিষ্ট শব্দ, যা ব্যাপকতা প্রদান করে। এই ব্যাপকতা নবীগণ, ফেরেশতাগণ, নেককারগণ, ওলীগণ এবং অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে। শায়খুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: সাক্ষাতের (লিকা) ব্যাপারে সালাফ এবং খালাফদের একটি দল এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা সরাসরি দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা বলেছেন: আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মধ্যে কিয়ামতের দিন তাঁকে (সুবহানাছ ওয়া তায়ালা) দেখাও অন্তর্ভুক্ত। তিনি এর স্বপক্ষে দলিলসমূহ উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ তাআলা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ, আল্লাহ যেমন এক এবং তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তেমনি ইবাদতও তাঁর একার জন্যই হওয়া উচিত যার কোনো শরিক নেই। যেভাবে তিনি উলুহিয়াতে একক, তেমনি তাঁকে ইবাদতেও একক করা আবশ্যিক। সুতরাং সৎ আমল হলো যা রিয়া (লোক দেখানো প্রদর্শন) থেকে মুক্ত এবং সুন্নাহ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

আর এই আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে যে, দ্বীনের মূল ভিত্তি যার ওপর আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য রাসূলদের পাঠিয়েছেন—

এবং আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত: “আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে, আমি তাকে এবং তার শরিককে বর্জন করি।” ১. এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

—তাঁর পূর্ববর্তীগণ, তা হলো ইবাদতের সকল প্রকারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে একক করা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁর প্রতি এই ওহীই প্রেরণ করেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো} ২। আর এই উম্মতের মধ্যে যারা এই মূলনীতির বিরোধিতা করে তারা বিভিন্ন প্রকারের: হয় তারা এমন তাগুত যারা আল্লাহর রুবুবিয়্যত ও উলুহিয়াত নিয়ে আল্লাহর সাথে বিবাদ করে এবং মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে; অথবা এমন তাগুত যারা মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করে; অথবা এমন মুশরিক যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে এবং ইবাদতের বিভিন্ন প্রকার বা তার অংশবিশেষের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য লাভ করতে চায়; অথবা তাওহীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী: এটি কি সত্য নাকি আল্লাহর ইবাদতে শরিক করা জায়েজ? অথবা এমন মূর্থ যে বিশ্বাস করে যে শরিক এমন এক ধর্ম যা আল্লাহর নৈকট্য দান করে; আর অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটিই বেশি ঘটে তাদের মূর্থতা এবং

পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণের কারণে, যখন দ্বীনের অসহায়ত্ব তীব্র হয়েছে এবং রাসূলদের আনীত দ্বীনের ইলম বিস্মৃত হয়েছে।

তাঁর উক্তি: আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত: “আল্লাহ তাআলা বলেন: আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে, আমি তাকে এবং তার শরিককে বর্জন করি।” মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: “যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কাউকে উদ্দেশ্য করে, আমি তাকে এবং তার শরিককে বর্জন করি। ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে: “আমি তার থেকে মুক্ত এবং সে যা শরিক করেছে তার জন্যই তা।” ৩। আল-তিবি বলেন: “‘আমি তাকে বর্জন করি’ বাক্যে কর্মবাচক সর্বনামটি আমলের দিকে ফেরারও অবকাশ রাখে।”

ইবনে রজব (রহিমাল্লাহ) বলেন: ৪ এবং জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কাজ করা কয়েক প্রকারের: কখনো তা হয় কেবলই লোক দেখানো (রিয়া)

১. মুসলিম: কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়েক (২৯৮৫), ইবনে মাজাহ: যুহদ (৪২০২), আহমাদ (২/৩০১, ২/৪৩৫)।

২. সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত: ২৫।

৩. ইবনে মাজাহ: যুহদ (৪২০২), আহমাদ (২/৩০১, ২/৪৩৫)।

৪. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে ‘আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল’ হাদীসের ব্যাখ্যায়।

(ص: 370) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

كحال المنافقين. كما قال تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} 1. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرها من الأعمال

الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعاً: " من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئاً فإن جدّة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. أنا عنه غني " 2.

رواه أحمد. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء، مثل أخذ أجره الخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكاري أجروهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.

وقال أيضاً فيمن يأخذ جُعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه إن أُعطي شيئاً أخذه. وروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أُعطي دراهم غزاً وإن لم يعط لم يغز فلا خير في ذلك ".

وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجبال وحج الأجير، وحج التاجر: " هو تام لا ينقص من أجرهم شيء ". أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكبسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجأزى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاها الإمام أحمد وابن جرير، ورجحاً أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه

وعن أبي سعيد مرفوعاً: " ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل " 3 رواه أحمد.

يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من

1 سورة النساء آية: 142.

2 أحمد (4/ 125 ، 126) ، والحاكم (4/ 329) . وقال الهيثمي: (10/ 221) :

"وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره، وضعفه غير واحد".

3 ابن ماجه: الزهد (4204) .

মুনাফিকদের অবস্থার মতো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, অলসভাবে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে।" ১। আর এই খাঁটি লোক-দেখানো মনোভাব (রিয়া) কোনো মুমিনের থেকে ফরজ সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রকাশ পায় না। তবে তা সদকা, ফরজ হজ্জ অথবা অন্যান্য প্রকাশ্য আমল বা এমন আমলে প্রকাশ পেতে পারে যার উপকারিতা অন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; কেননা সেগুলোতে ইখলাস বা একাগ্রতা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। কোনো মুসলিমই এতে সন্দেহ পোষণ করে না যে এই আমল বাতিল বা নিষ্ফল এবং এর কর্তা আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির যোগ্য।

আর কখনো আমলটি আল্লাহর জন্যই হয় কিন্তু তাতে লোক-দেখানো মনোভাবের অংশীদারিত্ব ঘটে। যদি আমলের শুরু থেকেই তাতে রিয়া মিশ্রিত থাকে, তবে সহিহ দলিলসমূহ তা বাতিল হওয়ার প্রমাণ দেয়। তিনি এর স্বপক্ষে বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: বর্তমান হাদিসটি এবং শাদ্দাদ ইবনে আউস কর্তৃক বর্ণিত মারফু হাদিস: "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা করল সে শিরক করল। আর আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা বলেন: 'যে ব্যক্তি আমার সাথে কাউকে শরিক

করে, আমি তার শ্রেষ্ঠ অংশীদার। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করল, তবে তার আমলের কষ্ট এবং তার অল্প ও অধিক সবই ওই শরিকের জন্য যার কারণে সে শরিক করেছে। আমি তার থেকে অভাবমুক্ত।" ২। এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ অর্থের আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করে বলেন: যদি জিহাদের নিয়তের সাথে রিয়া ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ত মিশে যায়, যেমন খিদমতের পারিশ্রমিক গ্রহণ, গনিমতের কিছু অংশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ব্যবসা, তবে এর দ্বারা তার জিহাদের সওয়াব হ্রাস পাবে কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে না।

ইবনে রাজাব বলেন: ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: ব্যবসায়ী, কর্মচারী এবং ভাড়াটিয়া—তাদের যুদ্ধের সওয়াব হবে তাদের জিহাদে তাদের নিয়তের বিশুদ্ধতার পরিমাণ অনুযায়ী। তারা ওই ব্যক্তির সমতুল্য হবে না যে তার জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে এবং তার সাথে অন্য কিছুকে মিশ্রিত করেনি।

জিহাদের বিনিময় গ্রহণকারী সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: যদি সে দিরহামের (টাকার) উদ্দেশ্যে বের না হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই; যেন সে তার দ্বীনের খাতিরেই বের হয়েছে, যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় তবে সে তা গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তোমাদের কেউ যখন যুদ্ধের সংকল্প করে আর আল্লাহ তাকে জীবিকা হিসেবে কোনো বিনিময় প্রদান করেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যদি তোমাদের কাউকে দিরহাম দেওয়া হলে সে যুদ্ধে যায় আর না দেওয়া হলে না যায়, তবে তাতে কোনো কল্যাণ নেই।"

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি উটচালক, কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীর হজ সম্পর্কে বলেছেন: "তা পূর্ণাঙ্গ, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাস পাবে না।" অর্থাৎ যেহেতু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হজ করা, উপার্জন করা নয়। তিনি বলেন: আর যদি আমলের মূল ভিত্তি আল্লাহর জন্য হয় এবং পরবর্তীতে তাতে লোক-দেখানো নিয়ত উদয় হয়, তবে যদি তা কেবল মনের কুমন্ত্রণা হয় এবং সে তা প্রতিহত করে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা তার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু সে যদি তার অনুসরণ করে চলতে থাকে, তবে কি তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে নাকি যাবে না, বরং সে তার মূল নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে? এ বিষয়ে সালাফদের আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যা ইমাম আহমাদ এবং ইবনে জারির উল্লেখ করেছেন। তারা দুজনেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এর দ্বারা তার আমল বাতিল হবে না এবং সে—

আবু সাঈদ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত: "আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেব না যা আমার কাছে তোমাদের জন্য মাসিহ দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভীতিজনক? তারা বললেন: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: গোপন শিরক; (তা হলো) কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এবং তার সালাতকে সুন্দর করার চেষ্টা করে যখন সে দেখে যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে।" ৩। এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

—তার প্রথম নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এটি হাসান (বসরি) ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত। এই অর্থেই আবু যার থেকে নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিসটি এসেছে: "তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কোনো নেক আমল করে—

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৪২।

২ আহমাদ (৪/ ১২৫, ১২৬), এবং আল-হাকিম (৪/ ৩২৯)। আল-হাইসামি বলেন: (১০/ ২২১): "এতে শাহর বিন হাওশাব রয়েছেন যাকে আহমাদ ও অন্যান্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং একাধিক ব্যক্তি তাকে দুর্বল বলেছেন।"

৩ ইবনে মাজাহ: যুহদ (৪২০৪)।

(ص: 371)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن "1. رواه مسلم. انتهى ملخصاً. قلت: وتبام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. قوله: "وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل "2. رواه أحمد". وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما

شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلّي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر " 3.

قوله: "عن أبي سعيد الخدري" وتقدم.

قوله: "الشرك الخفي" سبأه خفياً؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره. أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال: "كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية الكهف.

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.

الرابعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء.

الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.

السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزيّن لها يرى من نظر رجل إليه.

الشرك الأصغر " 4. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب،

والطبراني والحاكم وصححه.

قال ابن القيم: "وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير

الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك،

وما لي

1 مسلم: البر والصلة والآداب (2642)، وابن ماجه: الزهد (4225)، وأحمد

- 2 صحيح. أحمد (30 /3) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (17 /1) وصحيح الجامع (2604) . ورواه أيضا ابن ماجة: كتاب الزهد (240) باب الرياء والسبعة وحسنه البوصيري في الزوائد.
- 3 صحيح. ابن خزيمة (937) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (17 /1) .
- 4 حسن. الطبراني (7160) والحاكم (329 /4) وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (18 /1) .

মানুষ যার জন্য তাঁর প্রশংসা করে, তিনি বললেন: "এটি মুমিনের জন্য দুনিয়াতে আগাম সুসংবাদ।" ১. এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। সারসংক্ষেপ সমাপ্ত। আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এই প্রসঙ্গের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আবু সাঈদের হাদিসের ব্যাখ্যায় ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হবে।

তাঁর উক্তি: "আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 'আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেব না, যা আমার কাছে তোমাদের জন্য মাসীহ দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয়ের?' তারা বললেন: 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন: 'তা হলো গোপন শিরক; এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে যখন সে কারো দৃষ্টি তার দিকে পড়তে দেখে'।" ২. এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে খুজাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে মাহমুদ ইবনে লাবীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন: 'হে লোকসকল! তোমরা অন্তরের শিরক থেকে বেঁচে থাকো।' তারা বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের শিরক কী?' তিনি বললেন: 'এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে যখন সে তার দিকে কোনো লোকের দৃষ্টি দেখতে পায়; এটাই হলো অন্তরের শিরক'।" ৩.

তাঁর উক্তি: "আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে" যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর উক্তি: "গোপন শিরক"—একে গোপন বলা হয়েছে; কারণ এর আমলকারী প্রকাশ করে যে তার আমল আল্লাহর জন্য, অথচ সে এর মাধ্যমে অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে, অথবা তার জন্য সালাত সুন্দর করার মাধ্যমে তাতে অন্যকে অংশীদার করে। শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে রিয়াকে গণ্য করতাম...

এতে কিছু মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথম: সূরা কাহাফের আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: নেক আমল প্রত্যাখ্যান হওয়ার ক্ষেত্রে এক মহান বিষয়, যখন তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্য প্রবেশ করে।

তৃতীয়: এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা।

চতুর্থ: অন্যতম একটি কারণ হলো: মহান আল্লাহ অংশীদারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম: সাহাবীদের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিয়ার ভয় পাওয়া।

ষষ্ঠ: তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করবে কিন্তু কোনো লোকের দৃষ্টি তার দিকে পড়তে দেখে তা সুন্দর করবে।

ছোট শিরক।" ৪. ইবনে আবিদ দুনিয়া 'কিতাবুল ইখলাস'-এ, ইবনে জারীর 'আত-তাহযীব'-এ এবং তাবারানী ও হাকেম এটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম একে সহীহ বলেছেন।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "আর ছোট শিরক হলো সামান্য লোকদেখানো (রিয়া), সৃষ্টির জন্য কৃত্রিমতা অবলম্বন করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে কসম খাওয়া, এবং কোনো ব্যক্তির অন্য ব্যক্তিকে বলা: 'আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন', 'এটি আল্লাহ এবং আপনার পক্ষ থেকে', 'আমি আল্লাহ এবং আপনার সাহায্যে টিকে আছি', 'আমার আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই'...

১. মুসলিম: আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব (২৬৪২), ইবনে মাজাহ: আয-যুহদ (৪২২৫), আহমাদ (৫/১৫৬)।

২. সহীহ। আহমাদ (৩/৩০), আলবানী একে সহীহত তারগীব (১/১৭) এবং সহীহুল জামি (২৬০৪)-এ হাসান বলেছেন। ইবনে মাজাহ-ও এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুয যুহদ (২৪০), রিয়া ও সুমআ অনুচ্ছেদ এবং বুসাইরি 'যাওয়াইদ'-এ একে হাসান বলেছেন।

৩. সহীহ। ইবনে খুজাইমা (৯৩৭), আলবানী একে সহীহত তারগীব (১/১৭)-এ হাসান বলেছেন।

৪. হাসান। তাবারানী (৭১৬০), হাকেম (৪/৩২৯) এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানী একে সহীহত তারগীব (১/১৮)-এ সহীহ বলেছেন।

إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده". انتهى.

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} 1. قال: "أخلصه وأصوبه، قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة".

وفي الحديث عن الفوائد: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره.

1 سورة هود آية: 7.

...আল্লাহ এবং আপনি ব্যতীত, এবং আমি আল্লাহ এবং আপনার ওপর ভরসা করছি, আর যদি আল্লাহ এবং আপনি না থাকতেন তবে এমন এমন হতো না। এটি বক্তার অবস্থা এবং উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বড় শির্ক হতে পারে।" সমাপ্ত।

এতে কোনো মতভেদ নেই যে ইখলাস (নিষ্ঠা) আমল বিশুদ্ধ হওয়ার এবং তা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত, আর তেমনিভাবে অনুসরণও (শর্ত), যেমনটি ফুদাইল ইবনে ইয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) মহান আল্লাহর এই বাণীর ক্ষেত্রে বলেছেন: {যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ} ১। তিনি বলেন: "সর্বাধিক নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সর্বাধিক সঠিক। জিজ্ঞেস করা হলো: হে আবু আলী, সর্বাধিক নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সর্বাধিক সঠিক কোনটি? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আমল যদি নিষ্ঠাপূর্ণ হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তবে তা কবুল

করা হবে না; আর যদি তা সঠিক হয় কিন্তু নিষ্ঠাপূর্ণ না হয়, তবে তা কবুল করা হবে না—
যতক্ষণ না তা নিষ্ঠাপূর্ণ ও সঠিক উভয়টিই হয়। নিষ্ঠাপূর্ণ হলো যা আল্লাহর জন্য হয়, আর
সঠিক হলো যা সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।"

হাদিসটি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে: স্বীয় উম্মতের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম)-এর মমতা ও নসিহত, এবং এই যে রিয়া (লৌকিকতা) নেককার বান্দাদের জন্য
দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও অধিক আশঙ্কাজনক। সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) যদি শ্রেষ্ঠ ওলিগণের শক্তিশালী ইমান ও ইলম থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যাপারে এই
আশঙ্কা করেন, তবে তাঁদের চেয়ে বহুগুণ নিচে থাকা অন্যদের জন্য ছোট এবং বড় শিক থেকে
ভীত থাকা আরও বেশি জরুরি।

১ সূরা হুদ, আয়াত: ৭।

(ص: 372)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا"
وقوله تعالى: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوْفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ
فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } 1.

قوله: "بَاب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا".
فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟
قلت: بينها عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله
التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال

البنافقين. وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس، وطلب المداحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً، أراد به عرضاً من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث.

"تعس عبد الدينار" 2. أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا} . وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال

1 سورة هود آية: 15-16.

2 جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري: كتاب الجهاد (2887) : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله وسيأتي برقم (232) .

পরিচ্ছেদ: মানুষের আপন আমলের মাধ্যমে পার্থিব জীবন কামনা করা শিকের অন্তর্ভুক্ত এবং মহান আল্লাহর বাণী: {যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলসমূহের পূর্ণ ফল দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদের প্রতি কোনো কমতি করা হয় না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা যা কিছু করেছিল তা সেখানে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা যা করত তাও বাতিল হয়ে যাবে।} ১।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: মানুষের আপন আমলের মাধ্যমে পার্থিব জীবন কামনা করা শিকের অন্তর্ভুক্ত"।

যদি প্রশ্ন করা হয়: এই শিরোনাম এবং এর পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমি বলব: এ দুটির মধ্যে সাধারণ ও বিশেষের নিরঙ্কুশ (উমুম ওয়া খুসুস মুতলাক) সম্পর্ক রয়েছে। তারা একটি ক্ষেত্রে একত্রিত হয়, আর তা হলো যখন মানুষ মানুষের নিকট সৌন্দর্য প্রদর্শন, কৃত্রিম লৌকিকতা এবং প্রশংসার উদ্দেশ্যে কোনো আমল করে। এটি হলো রিয়া (লোকদেখানো), যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে, যা মুনাফিকদের অবস্থা। এটি আবার মানুষের

কাছে কৃত্রিম আচরণের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ এবং তাদের নিকট থেকে প্রশংসা ও সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষাও বটে। আর এটি রিয়ার চেয়ে ভিন্ন হয় যখন কেউ কোনো নেক আমল করে যার মাধ্যমে সে দুনিয়ার কোনো নশ্বর বস্তু চায়; যেমন কেউ অর্থ লাভের জন্য জিহাদ করে, যেমনটি হাদিসে এসেছে।

"দীনারের দাস ধ্বংস হোক" ২। অথবা কেউ গনিমতের মাল বা অন্য কোনো পার্থিব বিষয়ের জন্য জিহাদ করে, যা আমাদের শাইখ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ মহান আল্লাহর এই বাণীর অর্থ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: {যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে}। গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এই পরিচ্ছেদ এবং এর পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ার স্বার্থে আমল করা এমন এক শিক্র যা তাওহিদের পূর্ণতার পরিপন্থী...

১ সূরা হুদ আয়াত: ১৫-১৬।

২ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিসের অংশ বিশেষ যা বুখারি সংকলন করেছেন: কিতাবুল জিহাদ (২৮৮৭): আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় পাহারাদারি করার পরিচ্ছেদ এবং সামনে এটি ২৩২ নম্বরে আসবে।

(ص: 373) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

التوحيد الواجب، ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل، ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا.

قال: "وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}."

قال ابن عباس رضي الله عنه: "من كان يريد الحياة الدنيا" أي ثوابها. وزينتها: أي مالها. نوف أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد. "وهم فيها لا يبخسون" لا ينقصون، ثم نسختها {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ} 1 الآيتين. رواه النحاس في ناسخه.

قوله: "ثم نسختها" أي قيدتها. فلم تبق الآية على إطلاقها². وقال قتادة: "من كانت الدنيا همه وطلبته ونيتته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة" ذكره ابن جرير بسنده، ثم ساق حديث أبي هريرة 3 عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد ابن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شُفِّي بن مَاتع الأصبحي حدثه "أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال: فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثك حديثاً حدثني رسول الله

1 سورة الإسراء آية: 18.

2 من العجيب جداً دعوى النسخ (*). فإن الآيتين في معنى واحد. وتفسير النسخ بتقييد مطلقها -يعني بالشيئة- كذلك غير واضح، والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. (*) قوله: (من العجيب جداً دعوى النسخ) إلخ. أقول: ليس في ذلك ما يتعجب منه؛ لأن معنى النسخ عند السلف أوسع من معناه عند الفقهاء؛ لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام؛ لكونهما غيرا المعنى المفهوم من النص المطلق والنص العام، ومعلوم أن آية هود مطلقة ظاهراً أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده، وآية الأسرى بينت أنه لا يعطى من

ذلك إلا ما شاء الله، وإن ذلك أيضاً لا يحصل إلا لمن أراد الله، فأتضح من ذلك أن طالب الدنيا بأعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك، وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد؛ لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك، وهذا واضح جداً، والله أعلم.

3 صحيح. أخرجه الترمذي: كتاب الزهد (2382) : باب ما جاء في الرياء والسبعة. وقال: حديث حسن غريب. وابن حبان (2502- موارد) ، والحاكم (1/ 418 ، (419) ، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 13: 15) . وصحيح الجامع (1709) .

আবশ্যিক তাওহীদকে নষ্ট করে এবং আমলসমূহকে বাতিল করে দেয়। এটি রিয়া (লোকদেখানো) অপেক্ষা বড় বিষয়। কারণ দুনিয়াকামী ব্যক্তির সেই ইচ্ছা তার অধিকাংশ আমলের ওপর প্রবল হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে রিয়া কখনও কখনও কোনো একটি আমলে দেখা দেয় আবার অন্যটিতে দেয় না এবং সে তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে না। আর মুমিন এই উভয়টি থেকেই সতর্ক থাকে।

তিনি বলেন: "এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: {যে ব্যক্তি দুনিয়াবী জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদের আমলের প্রতিফল দুনিয়াতেই পূর্ণরূপে প্রদান করি এবং সেখানে তাদের কোনো কমতি করা হয় না। এরাই তারা, পরকালে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা যা কিছু করেছিল তা সেখানে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং তারা যা করত তা সবই বাতিল হয়েছে}।"

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াবী জীবন কামনা করে" অর্থাৎ এর সওয়াব বা প্রতিদান। "এবং তার সৌন্দর্য" অর্থাৎ এর ধন-সম্পদ। "পূর্ণরূপে প্রদান করি" অর্থাৎ আমি তাদের আমলের সওয়াব প্রদান করি সুস্বাস্থ্য এবং সম্পদ, পরিবার ও সন্তানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দের দ্বারা। "সেখানে তাদের কোনো কমতি করা হয় না" অর্থাৎ হ্রাস করা হয় না। এরপর একে রহিত (সীমাবদ্ধ) করেছে এই আয়াত: {যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া কামনা করে, আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তাকে দ্রুত প্রদান করি} ১ আয়াত দুটি। এটি আন-নাহাস তাঁর 'নাসিখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "এরপর একে রহিত করেছে" অর্থাৎ একে সীমাবদ্ধ করেছে। ফলে আয়াতটি তার নিঃশর্ত বা সাধারণ অবস্থায় থাকেনি ২। কাতাদাহ বলেন: "দুনিয়া যার চিন্তা, লক্ষ্য ও নিয়ত

হয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই তার নেক আমলের প্রতিদান দিয়ে দেন। এরপর সে যখন পরকালের দিকে যাবে, তখন তার কোনো নেকি অবশিষ্ট থাকবে না যার প্রতিদান তাকে দেওয়া যায়। আর মুমিনের ক্ষেত্রে তার নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং পরকালেও তাকে এর সওয়াব প্রদান করা হবে।" এটি ইবনে জারীর তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ইবনুল মুবারক থেকে, হাইওয়াহ ইবনে শুরাইহ-এর সূত্রে আবু হুরায়রা ৩ এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাইওয়াহ বলেন: আমাকে ওয়ালীদ ইবনে আবুল ওয়ালীদ আবু উসমান বর্ণনা করেছেন যে, উকবাহ ইবনে মুসলিম তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শুফাই ইবনে মাতি' আল-আসবাহি তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি মদীনায় প্রবেশ করে একজন লোককে দেখলেন যাকে ঘিরে মানুষ জমায়েত হয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ইনি কে? তারা বলল: আবু হুরায়রা। তিনি বলেন: আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এমনকি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম, তখন তিনি মানুষের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি নীরব হলেন এবং একা হলেন, আমি বললাম: আমি আপনাকে সত্যের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন এবং তা অনুধাবন ও আয়ত্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: অবশ্যই, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন...

১. সূরা আল-ইসরা আয়াত: ১৮।

২. রহিত হওয়ার দাবিটি খুবই আশ্চর্যজনক (*)। কারণ উভয় আয়াত একই অর্থ বহন করে। আর রহিত হওয়ার অর্থকে মুতলাক বা নিঃশর্ত বিষয়কে তাকয়ীদ বা সীমাবদ্ধ করা—অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা—হিসেবে ব্যাখ্যা করাও স্পষ্ট নয়। বাহ্যত এটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে প্রমাণিত কোনো বর্ণনা নয়। (*) লেখকের বক্তব্য: (রহিত হওয়ার দাবিটি খুবই আশ্চর্যজনক) ইত্যাদি। আমি বলব: এতে আশ্চর্যজনক কিছু নেই; কারণ সালাফদের নিকট নাসখ বা রহিতকরণের অর্থ ফকীহদের পরিভাষার চেয়ে অনেক ব্যাপক। কেননা সালাফগণ মুতলাক (নিঃশর্ত)-কে তাকয়ীদ (শর্তযুক্ত) করা এবং আম (সাধারণ)-কে খাস (বিশেষিত) করাকেও নাসখ বা রহিতকরণ বলতেন; কারণ এই পদ্ধতিগুলো মূল পাঠ থেকে বোঝা যায় এমন অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়। আর এটি সুপরিচিত যে, সূরা হূদ-এর আয়াতটি মুতলাক বা নিঃশর্ত, যার প্রকাশ্য অর্থ হলো—যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা দুনিয়া চাইবে তাকে তার উদ্দেশ্য দিয়ে দেওয়া হবে। আর সূরা আল-ইসরা-এর আয়াতটি স্পষ্ট করে

দিয়েছে যে, তাকে কেবল ততটুকুই দেওয়া হবে যা আল্লাহ চাইবেন এবং সেটিও কেবল তার জন্যই ঘটবে যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করে, তাকে তার উদ্দেশ্য দিয়ে দেওয়া হতে পারে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, আবার সে আমল করতে পারে কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত ফল নাও পেতে পারে; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা চাননি। আর এটি অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন।

৩. সহীহ। তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুয যুহদ (২৩৮২): রিয়া ও সুমআহ (লোকদেখানো ও লোক শোনানো) অধ্যায়। তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব। ইবনে হিব্বান (২৫০২- মাওয়ারিদ), হাকিম (১/ ৪১৮, ৪১৯), তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। আলবানী একে সহীহুত তারগীব (১/ ১৩: ১৫) এবং সহীহুল জামি' (১৭০৯)-তে সহীহ বলেছেন।

(ص: 374)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره، ثم نَشَغ أبو هريرة
نَشْغَةً 1 ثم أفاق فقال: لأحدثك حديثاً حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في
هذا البيت ما فيه غيري أحد وغيره. ثم نَشَغ أبو هريرة نَشْغَةً أخرى، ثم مال خارا
على وجهه؛ واشتد به طويلاً. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة
جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قُتل في سبيل الله، ورجل كثير
المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا
رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول
الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان

قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أَدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب، قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة " 2.

1 نشغ بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين معجمة; أي شهق حتى كاد يغشى عليه أسفاً وخوفاً.

2 تمام الحديث عند ابن جرير وغيره: "قال أبو عثمان الوليد: فأخبرني عقبه أن شفياء هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم، أنه كان سيفاً لمعاوية قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا؟ فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى ظننا أنه هلك، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال: صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون). قال المنذري: ورواه ابن خزيمة في صحيحه.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরে ছিলেন এবং আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এরপর আবু হুরায়রা একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তারপর তিনি সচেতন হয়ে বললেন: আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে এই ঘরে বলেছিলেন যখন আমি ও তিনি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। এরপর আবু হুরায়রা আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন; এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর এই অবস্থা চলতে থাকল। এরপর তিনি সচেতন হয়ে বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন বান্দাদের মাঝে বিচার করার জন্য নেমে আসবেন, আর প্রতিটি উম্মত তখন হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। প্রথম যাদেরকে ডাকা হবে তারা হলো: এক ব্যক্তি যে কুরআন আয়ত্ত করেছিল, এক ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছিল এবং এক ব্যক্তি যার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কারীকে বলবেন: আমি যা আমার রাসূলের ওপর নাজিল করেছি, আমি কি তা তোমাকে শিক্ষা দেইনি? সে বলবে: অবশ্যই হে রব। আল্লাহ বলবেন: তুমি যা শিখেছিলে সে অনুযায়ী কী আমল করেছ? সে বলবে: আমি রাত-দিন দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতাম। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ, এবং ফেরেশতারাও তাকে বলবে: তুমি মিথ্যা বলেছ। আর আল্লাহ তাকে বলবেন: বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয় যে, অমুক একজন কারী, আর তা বলা হয়েছে। এরপর সম্পদশালীকে আনা হবে এবং আল্লাহ তাকে বলবেন: আমি কি তোমার জন্য সচ্ছলতা দান করিনি যাতে তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয়? সে বলবে: অবশ্যই হে রব। আল্লাহ বলবেন: আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম সে ব্যাপারে তুমি কী কাজ করেছ? সে বলবে: আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতাম এবং দান-সদকা করতাম। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ, এবং ফেরেশতারাও তাকে বলবে: তুমি মিথ্যা বলেছ। আর আল্লাহ বলবেন: বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয় যে, অমুক একজন দানবীর, আর তা বলা হয়েছে। এরপর যাকে আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছিল তাকে আনা হবে। তাকে বলা হবে: তুমি কিসের জন্য নিহত হয়েছিলে? সে বলবে: আমাকে আপনার পথে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই আমি লড়াই করেছি যতক্ষণ না আমি নিহত হয়েছি। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ, এবং ফেরেশতারাও তাকে বলবে: তুমি মিথ্যা বলেছ। আর আল্লাহ তাকে বলবেন: বরং তুমি চেয়েছিলে যেন বলা হয় যে, অমুক একজন সাহসী ব্যক্তি, আর তা বলা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুর ওপর আঘাত করে বললেন: হে আবু হুরায়রা, এই তিনজনই হলো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যাদের দিয়ে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে।"

১ 'নাশাগা' নুন ও শীন বর্ণে ফাতহা এবং এরপর গাইন বর্ণসহ; অর্থাৎ তিনি এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন যে দুঃখ এবং ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন।

২ হাদিসের পূর্ণ বিবরণ ইবনে জারীর এবং অন্যান্যদের নিকট রয়েছে: "আবু উসমান আল-ওয়ালিদ বলেন: ওকবা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, শুফায়ি নামক ব্যক্তি মুয়াবিয়ার কাছে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। আবু উসমান বলেন: আর আল-আলা বিন আবি হাকিম আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুয়াবিয়ার দেহরক্ষী ছিলেন, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি মুয়াবিয়ার কাছে প্রবেশ করে তাকে আবু হুরায়রা থেকে এটি বর্ণনা করেন। তখন মুয়াবিয়া বললেন: এদের সাথেই যদি এমন করা হয়, তবে অবশিষ্ট মানুষের কী অবস্থা হবে? এরপর মুয়াবিয়া এতোটাই উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন যে আমরা ভাবলাম তিনি হয়তো মারা যাবেন, এবং আমরা বললাম: এই ব্যক্তিটি অকল্যাণ নিয়ে এসেছে। এরপর মুয়াবিয়া সচেতন হলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন (যারা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদের আমলের প্রতিফল দুনিয়াতেই পূর্ণ করে দেই এবং সেখানে তাদের কোনো কমতি করা হয় না। এরাই সেই লোক যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা যা কিছু করেছিল তা সেখানে সব নিষ্ফল হয়ে যাবে আর যা তারা আমল করত তা হবে ভিত্তিহীন)। মুনিযীরী বলেন: ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।"

(ص: 375) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناها. فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة وصلاة، وصلة وإحسان إلى الناس، وترك ظلم، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله

وتنميته، أو حفظ أهله وعبأله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا هبة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس.

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه: وهو أن يعمل أعبالا صالحة ونيتته رياء الناس، لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث: أن يعمل أعبالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا.

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج به عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله، أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يخافون منها، فقال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} 1.

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله، طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعبالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لها غلب عليه منها. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخالص وأهل النار الخالص، ويسكت عن

আমাদের শাইখ, গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি যা উত্তর দিয়েছেন তার সারমর্ম হলো: সালাফদের থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন কিছু প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে যা বর্তমানকালে মানুষ করে থাকে, অথচ তারা এর অর্থ জানে না।

তার মধ্যে রয়েছে: সেই নেক আমল যা অনেক মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে: যেমন সদকা, সালাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও মানুষের প্রতি ইহসান করা এবং জুলুম পরিহার করা। মানুষ এ জাতীয় আমল আল্লাহর জন্যই করে বা বর্জন করে, কিন্তু সে পরকালে এর সওয়াব বা প্রতিদান চায় না। বরং সে চায় আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে দুনিয়াতে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করেন ও তা বৃদ্ধি করে দেন, অথবা তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করেন, কিংবা তাদের ওপর নেয়ামত অব্যাহত রাখেন। জাল্লাত অন্বেষণ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতি তার কোনো ভ্রক্ষেপ থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই তার আমলের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না। ইবনে আব্বাস এই প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার: এটি প্রথম প্রকারের চেয়েও গুরুতর ও ভয়ংকর। মুজাহিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, এটি তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা মানুষকে দেখানোর নিয়তে নেক আমল করে, পরকালের সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

তৃতীয় প্রকার: নেক আমল করার মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ উদ্দেশ্যে করা। যেমন অর্থ উপার্জনের জন্য হজ করা, অথবা দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল বা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করা, কিংবা গনিমতের মালের আশায় জিহাদ করা। এই আয়াতের তাফসিরে এই প্রকারটির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোনো ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তার পরিবারের মাদরাসা বা তাদের উপার্জন কিংবা পদমর্যাদার জন্য, অথবা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সালাতে নিয়মিত হয় মসজিদের চাকরির আশায়, যেমনটা অহরহ ঘটে থাকে।

চতুর্থ প্রকার: আল্লাহর আনুগত্যের কাজগুলো একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই জন্য করা যার কোনো শরিক নেই, কিন্তু সে এমন আমল বা আকিদাহ পোষণ করে যা তাকে কুফরিতে লিপ্ত করে এবং ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন ইহুদি ও নাসারারা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও

পরকালের আশায় ইবাদত করে, দান-সদকা করে বা রোজা রাখে। তদ্রূপ এই উম্মতের অনেকেরই অবস্থা এমন যাদের মধ্যে এমন কুফর বা শিরকে আকবর বিদ্যমান যা তাদের ইসলাম থেকে পুরোপুরি বের করে দেয়; তারা যদিও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সওয়াবের আশায় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে, কিন্তু তারা এমন সব কাজে লিপ্ত যা তাদের ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তাদের আমল কবুল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আনাস ইবনে মালিক ও অন্যান্যদের থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই প্রকারটিও বর্ণিত হয়েছে। সালাফগণ একে ভয় পেতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন: "যদি আমি জানতাম যে আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে মাত্র একটি সিজদাহ কবুল করেছেন, তবে আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতাম; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই কবুল করেন} ১।"

অতঃপর তিনি বলেন: এখন একটি বিষয় বলা বাকি থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জাকাত, সিয়াম এবং হজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সওয়াবের আশায় আদায় করে, কিন্তু এরপর সে দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু আমল করে—যেমন সে তার ফরজ হজ্জাট আল্লাহর জন্য আদায় করল, কিন্তু পরবর্তী হজগুলো দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে করল যেমনটা ঘটে থাকে—তবে তার হুকুম হবে এই দুই বিষয়ের মধ্যে যা তার ওপর প্রবল হবে তার ওপর ভিত্তি করে। কেউ কেউ বলেছেন: কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ জালাতবাসীদের এবং একনিষ্ঠ জাহান্নামবাসীদের কথা উল্লেখ করে, আর নিরবতা অবলম্বন করে...

১ সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ২৭।

(ص: 376)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله اهـ.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخميعة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، قوله: "في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخميعة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع " 1.

قوله: "في الصحيح" أي صحيح البخاري. قوله: "تعس" هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي. قال أبو السعادات: يقال: تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك.

قوله: "عبد الدينار" هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. قوله: "تعس عبد الدرهم" وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزناً، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زنة خمسين حبة شعير وخمسا حبة، سباه عبدا له؛ لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال الأكثر.

قوله: "تعس عبد الخبيصة" قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خبيصة إلا أن تكون سوداء معلّمة، وتجمع على خبائص. والخميعة بفتح الخاء المعجمة.

وقال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان.

قوله: "تعس وانتكس" قال الحافظ: هو بالبهلة، أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقى بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه. وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط.

1 البخاري: الجهاد والسير (2887)، وابن ماجه: الزهد (4136).

দুই প্রকার ণটিযুক্ত ব্যক্তি, আর তিনি হলেন এই ব্যক্তি এবং তার মত অন্যরা। ইতি।
সহীহ (বুখারী)-তে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দীনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, খামীসার (দামী নকশা করা চাদর) দাস ধ্বংস হোক, খামিলার (মখমল যুক্ত কাপড়) দাস ধ্বংস হোক। যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেয়া হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক এবং উল্টে পড়ুক; আর যদি তার পায়ে কাঁটা ফোটে তবে তা যেন বের না হয়।"

তাঁর উক্তি: "সহীহ (বুখারী)-তে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'দীনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, খামীসার দাস ধ্বংস হোক, খামিলার দাস ধ্বংস হোক। যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেয়া হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক এবং উল্টে পড়ুক; আর যদি তার পায়ে কাঁটা ফোটে তবে তা যেন বের না হয়। সুসংবাদ সেই দাসের জন্য যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং যার দু'পা ধূলিধূসরিত। যদি তাকে পাহারাদারিতে রাখা হয় তবে সে পাহারাদারিতেই থাকে, আর যদি তাকে বাহিনীর পেছনে রাখা হয় তবে সে পেছনেই থাকে। সে যদি অনুমতি চায় তবে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না, আর যদি সে সুপারিশ করে তবে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না'।" ১।
তাঁর উক্তি: "সহীহ-তে" অর্থাৎ সহীহুল বুখারীতে। তাঁর উক্তি: "তা'ইসা" (ধ্বংস হোক) এটি 'আইন' বর্ণে কাসরা (জের) দিয়ে, তবে ফাতহা (যবর) হওয়াও বৈধ, যার অর্থ হলো—সে পড়ে গেল। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো সে ধ্বংস হলো। এটি হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেছেন। তিনি অন্য স্থানে বলেছেন: এটি 'সা'দ' (সৌভাগ্য)-এর বিপরীত অর্থাৎ সে হতভাগ্য হলো। আবুস

সা'আদাত বলেছেন: বলা হয় 'তা'ইসা ইয়াত'আসু' যখন কেউ হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এটি তার ধ্বংসের জন্য একটি বদদোয়া।

তাঁর উক্তি: "দীনারের দাস" এটি স্বর্ণের তৈরি প্রসিদ্ধ মুদ্রা, যা ওজনে মিথকালের সমান।

তাঁর উক্তি: "দিরহামের দাস ধ্বংস হোক" আর এটি রূপার তৈরি, ফকীহগণ ওজনের ক্ষেত্রে একে যবের দানার মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন। আমাদের কাছে উমাইয়া বংশের মুদ্রাঙ্কিত একটি দিরহাম আছে যার ওজন পঞ্চাশটি যবের দানা এবং একটি দানার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। তিনি তাকে এর 'দাস' বলেছেন; কারণ এটিই ছিল তার কর্মের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে নিবদ্ধ করল, সে তাকে তার ইবাদতে অংশীদার বানাল, যেমনটি অধিকাংশ মানুষের অবস্থা।

তাঁর উক্তি: "খামীসার দাস ধ্বংস হোক" আবুস সা'আদাত বলেছেন: এটি রেশমি বা পশমি নকশা করা কাপড়। কেউ কেউ বলেছেন: কালো ও নকশা করা না হলে তাকে খামীসা বলা হয় না। এর বহুবচন হলো 'খামাইস'। আর 'খামিলা' শব্দটি 'খা' বর্ণে ফাতহা যোগে।

আবুস সা'আদাত বলেছেন: (খামিলা হলো) মখমল যুক্ত কাপড়; এমন কাপড় যাতে যে কোনো জিনিসেরই হোক না কেন পশম বা মখমলের স্তর থাকে।

তাঁর উক্তি: "সে ধ্বংস হোক এবং উল্টে পড়ুক" হাফেজ বলেছেন: এটি নুকতাহীন বর্ণ (সিন) যোগে, যার অর্থ—তার ব্যাধি পুনরায় ফিরে আসুক। আবুস সা'আদাত বলেছেন: অর্থাৎ সে মাথার ওপর উল্টে পড়ুক, এটি তার ব্যর্থতার জন্য একটি বদদোয়া। তীবী বলেছেন: এটি বদদোয়ার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি; কারণ সে যখন 'তা'ইসা' হয় তখন সে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আর যখন 'ইনতাকাসা' হয় তখন সে পড়ে যাওয়ার পর মাথার ওপর উল্টে যায়।

১ বুখারী: জিহাদ ও সিয়ার (২৮৮৭), এবং ইবনে মাজাহ: যুহদ (৪১৩৬)।

قوله: "وإذا شيك" أي أصابته شوكة "فلا انتقش" أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش قاله أبو السعادات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخبيصة. وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: "تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش"، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب، ولا خلاص من المكروه، وهذه حال من عبد المال.

وقد وصف ذلك بأنه "إن أُعطي رضي، وإن مُنِع سخط" كما قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَّن يَكْمُرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} 1.

فرضاؤهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده - إلى أن قال: -

وهكذا أيضاً طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك؛ فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوفاً.

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها، وربما صار مستعبداً ومعتبداً على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: "

تعس عبد الدينار; تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخيصة، تعس عبد الخيلة ".
وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها

1 سورة التوبة آية: 58.

তার বাণী: "এবং যখন তার গায়ে কাঁটা বিঁধবে", অর্থাৎ সে কাঁটাবিদ্ধ হবে, "তখন যেন তা নির্গত না হয়", অর্থাৎ সে যেন চিমটা দিয়ে তা বের করতে সক্ষম না হয়—একথা আবুস সাআদাত বলেছেন। এর অর্থ হলো, যার অবস্থা এমন হবে, সে পরিণামে অমঙ্গল হওয়ার বদদোয়ার যোগ্য। আর যার অবস্থা এমন, সে অবশ্যই তার দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির ক্ষেত্রে এই বদদোয়ার প্রভাব খুঁজে পাবে।

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিনার ও দিরহামের দাস এবং কম্বল ও চাদরের দাস বলে অভিহিত করেছেন। এতে তিনি এমন শব্দ উল্লেখ করেছেন যা সংবাদের ভঙ্গিতে করা বদদোয়া; আর তা হলো তাঁর বাণী: "সে ধ্বংস হোক এবং অধঃপতিত হোক, আর যখন তার গায়ে কাঁটা বিঁধবে তখন যেন তা নির্গত না হয়।" এটি এমন এক ব্যক্তির অবস্থা যে যদি কোনো অনিষ্টে পতিত হয়, তবে তা থেকে বের হতে পারে না এবং সফল হয় না; কারণ সে ধ্বংস হয়েছে এবং অধঃপতিত হয়েছে। ফলে সে কাক্ষিত বস্তুও লাভ করতে পারে না এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকেও মুক্তি পায় না। আর এটিই হলো সম্পদের দাসের অবস্থা।

একে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেওয়া হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়," যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সদকা বণ্টনের ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে; যদি তাদের তা থেকে কিছু দেওয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তাদের তা থেকে না দেওয়া হয় তবে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।" ১ সুতরাং তাদের সন্তুষ্টি আল্লাহর জন্য নয় এবং তাদের অসন্তুষ্টিও আল্লাহর জন্য নয়।

অনুরূপ অবস্থা তাদেরও, যারা নেতৃত্ব, রূপ-লাবণ্য বা নফসের এই জাতীয় প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে; যদি সে তা পায় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। সে তার সেই প্রবৃত্তিরই দাস এবং তার গোলাম; কারণ প্রকৃত দাসত্ব ও গোলামি হলো অন্তরের গোলামি ও দাসত্ব। সুতরাং যা অন্তরকে দাস বানিয়ে ফেলে এবং তাকে গোলাম বানিয়ে নেয়, অন্তর তারই দাসে পরিণত হয়—এই পর্যন্ত বলে তিনি বলেন:—

একইভাবে সম্পদ অন্বেষণকারীকেও সম্পদ তার দাসে পরিণত করে এবং তাকে গোলাম বানিয়ে নেয়। আর এই বিষয়গুলো দুই প্রকার: এক প্রকার হলো যা বান্দার প্রয়োজন হয়, যেমন তার খাদ্য, পানীয়, বিবাহ এবং বাসস্থান ইত্যাদি। এগুলো সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁর কাছেই এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। এমতাবস্থায় সম্পদ তার কাছে এমন হবে যা সে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করে, ঠিক তার আরোহণের গাধার মতো অথবা তার বসার বিছানার মতো; যা তাকে দাসে পরিণত করে না যে সে এর জন্য অতিশয় লোভাতুর হবে। অন্য প্রকার হলো: যার প্রতি বান্দার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তার উচিত হবে না যে সে এগুলোর সাথে অন্তরকে লটকে রাখবে। যদি তার অন্তর এগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে এগুলোর দাসে পরিণত হয়। এমনকি কখনো কখনো সে এগুলোর ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর দাসে পরিণত হয় এবং গায়রুল্লাহর ওপর ভরসা করতে শুরু করে। ফলে তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং তাঁর ওপর প্রকৃত তাওয়াঙ্কুল অবশিষ্ট থাকে না। বরং তার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের একটি শাখা এবং গায়রুল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুলের একটি শাখা তৈরি হয়। এই ব্যক্তিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র: "দিনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, চাদরের দাস ধ্বংস হোক, মখমলের দাস ধ্বংস হোক।" সে মূলত এসব জিনিসেরই দাস, যদিও সে তা অনুসন্ধান করে।

১. সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৫৮।

(ص: 378) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

طلبها من الله؛ فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض لله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً.

قوله: "طوبى لعبد" قال أبو السعادات: "طوبى" اسم الجنة، وقيل: هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: "قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها".

ورواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السرح أن أبا الهيثم¹ حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رجلاً قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك؛ قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها"². وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباً. قال وهب رحمه الله: "إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها: زهرها رباط، وورقها برود³ وقضبانها عنبر، وبطحاًؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجباء مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسناتها، ووبرها كخز المرعزي من لينها، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلبوا عليه. قال: فيركبونها، قال: فهي أسرع من الطائر، وأوطأ

1 ابن لهيعة وأبو الهيثم ضعيفان. كما صرح بذلك الإمامان أحمد وأبو داود. وقد روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها".

2 صحيح: أحمد (71 / 3) ، وابن حبان (2625- موارد) . وصححه الألباني في الصحيحة (1241) ، وصحيح الجامع (3818) لشواهد وطرقه.

3 الریاط: جمع ریطة -بفتح الراء المهملة- ثوب كالبلاءة. قيل: كل ثوب رقيق لين. والبرد: كالعباءة (*) . (*) قوله: (والبرد كالعباءة) فيه نظر، والصواب أن البرد لا يشبه العباءة بل هو نوع آخر، قال في القاموس ما نصه: (البرد بالضم: ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود، وأكسية يلتحق بها. الواحدة بالهاء) انتهى.

তিনি তা আল্লাহর কাছে চান; কেননা আল্লাহ যদি তাকে তা দান করেন তবে তিনি সন্তুষ্ট হন, আর যদি তাকে তা থেকে বিরত রাখেন তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন। মূলত আল্লাহর সেই বান্দাই আল্লাহর ইবাদত করে, যাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়গুলো সন্তুষ্ট করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলো অসন্তুষ্ট করে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন তা সে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ঘৃণা করেন তা সে ঘৃণা করে, এবং আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করে ও আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করে; এই হলো সেই ব্যক্তি যে ঈমান পূর্ণ করেছে। সংক্ষেপিত সারসংক্ষেপ সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "সেই বান্দার জন্য তুবা (সুসংবাদ)"; আবুস সাআদাত বলেছেন: "তুবা" জান্নাতের একটি নাম, আবার কেউ কেউ বলেছেন: এটি জান্নাতের একটি গাছ। ইবনে ওয়াহাব তাঁর সনদে আবু সাঈদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা একে সমর্থন করে, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, তুবা কী? তিনি বললেন: জান্নাতের একটি গাছ যার পথ অতিক্রম করতে একশত বছর সময় লাগে, জান্নাতবাসীদের পোশাক এর কুঁড়ি থেকে বের হবে।"

ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন: আমাদের নিকট হাসান ইবনে মুসা বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়াকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট দাররাজ আবুল সামাহ বর্ণনা করেছেন যে, আবুল হাইসাম (১) তাকে আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, তুবা তার জন্য যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। তিনি বললেন: তুবা তার জন্য যে আমাকে দেখেছে এবং আমাকে বিশ্বাস করেছে; এবং তুবা, অতঃপর তুবা, অতঃপর তুবা তার জন্য যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আমাকে দেখেনি।

এক ব্যক্তি তাঁকে বলল: তুবা কী? তিনি বললেন: জান্নাতের একটি গাছ যার ছায়া পথ একশত বছরের, জান্নাতবাসীদের পোশাক এর কুঁড়ি থেকে বের হয়।" (২)

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য গ্রন্থে এর স্বপক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে। ইবনে জারীর এখানে ওহাব ইবনে মুনাবিহ থেকে একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ওহাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যাকে 'তুবা' বলা হয়, একজন আরোহী এর ছায়ায় একশত বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। এর ফুল হলো পোশাক, এর পাতা হলো চাদর (৩), এর ডালপালা হলো আম্বর, এর কঙ্কর হলো ইয়াকুত, এর মাটি হলো কপূর, এর কাদা হলো মিশক। এর গোড়া থেকে শরাব, দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হয়। এটি জান্নাতবাসীদের জন্য বসার স্থান। যখন তারা তাদের মজলিসে থাকবে, তখন তাদের রবের পক্ষ থেকে ফিরিশতারা স্বর্ণের শিকল দিয়ে বাঁধা উট নিয়ে আসবে, সৌন্দর্যের কারণে সেগুলোর মুখমণ্ডল হবে প্রদীপের মতো। সেগুলোর পশম হবে রেশমের মতো নরম। সেগুলোর পিঠে থাকবে ইয়াকুতের গদি, সেগুলোর সাজসজ্জা হবে স্বর্ণের এবং সেগুলোর গায়ের কাপড় হবে পাতলা ও মোটা রেশমের। ফিরিশতারা সেগুলোকে সেখানে বসাবে এবং বলবে: আমাদের রব আমাদের আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন যাতে আপনারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে সালাম প্রদান করেন। তিনি বললেন: তখন তারা সেগুলোতে আরোহণ করবেন। তিনি বললেন: সেগুলো পাখির চেয়েও দ্রুতগামী এবং অত্যন্ত আরামদায়ক..."

১. ইবনে লাহিয়া এবং আবুল হাইসাম দুর্বল। যেমনটি ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।"

২. সহীহ: আহমাদ (৩/৭১), এবং ইবনে হিব্বান (২৬২৫- মাওয়ারিদ)। আলবানী একে সহীহাহ (১২৪১) এবং সহীহুল জামি' (৩৮১৮) গ্রন্থে এর অন্যান্য সূত্র ও প্রমাণের কারণে সহীহ বলেছেন।

৩. রিয়াত: রিতা-এর বহুবচন—চাদরের মতো কাপড়। বলা হয়েছে: প্রতিটি পাতলা ও নরম কাপড়। আর বুরদ: কস্বলের মতো (*) । (*) তাঁর উক্তি: (বুরদ কস্বলের মতো) এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। সঠিক হলো বুরদ কস্বলের মতো নয় বরং এটি অন্য এক প্রকার

কাপড়। আল-কামুস গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলো: (বুরদ হলো ডোরাকাটা কাপড় যার বহুবচন আবরাদ, আবরুদ এবং বুরুদ। এর একটিকে বুরদাহ বলা হয়)। সমাপ্ত।

(ص: 379)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من الفراش. حَبًّا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلبه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبته، ولا برك راحلة برك صاحبته، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فائذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم، بأن لكل رجل منكم أمنيته. فيسألونه، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، رب فأتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيته، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد.

قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيتهم ولم يخطر على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيتهم¹ التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُقرّنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير

منها قبة من ذهب مفزعة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة، حتى يظن من يراها أنها من دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك، ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له".

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: "فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية بالدر والمرجان أبوابها

1 في ابن جرير: "حتى يقضوهم أمانهم". وفي ابن كثير: "حتى تقصر بهم أمانهم".

বিছানা থেকে। কোনো ক্লাস্তি ছাড়াই দ্রুত গতিতে, আরোহী তার ভাইয়ের পাশে পাশাপাশি পথ চলে, সে তার সাথে কথা বলে ও কানে কানে আলাপ করে। কোনো সওয়ারির কান তার সঙ্গীর সওয়ারির কানের সাথে ঘষা লাগে না, আর কোনো সওয়ারির হাঁটু তার সঙ্গীর হাঁটুতে লাগে না। এমনকি গাছগুলো তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায় যাতে দুই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন: তারপর তারা পরম দয়াময় মেহেরবানের নিকট উপস্থিত হবে। তখন তিনি তাদের জন্য তাঁর সম্মানিত চেহারা উন্মোচন করবেন, ফলে তারা তাঁর দিকে তাকাবে। যখন তারা তাঁকে দেখবে, তখন তারা বলবে: হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়, আর আপনার জন্যই মহিমা ও মহানুভবতা। তিনি বলেন: তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলবেন: আমিই সালাম, আমার পক্ষ থেকেই শান্তি, আর

তোমাদের ওপর আমার রহমত ও ভালোবাসা অবধারিত হয়েছে। আমার ওই বান্দাদের স্বাগতম যারা আমাকে না দেখে ভয় করেছে এবং আমার নির্দেশ পালন করেছে। তিনি বলেন: তখন তারা বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি এবং আপনার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে পারিনি। সুতরাং আপনি আমাদের আপনার সামনে সিজদাহ করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন: তখন আল্লাহ বলবেন: নিশ্চয়ই এটা পরিশ্রম কিংবা ইবাদতের ঘর নয়, বরং এটি রাজত্ব ও নিআমতের ঘর। আমি তোমাদের ওপর থেকে ইবাদতের কষ্ট তুলে নিয়েছি। অতএব তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা চাও, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তখন তারা তাঁর কাছে চাইবে, এমনকি তাদের মধ্যে যার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে কম সেও বলবে: হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়াবাসীরা তাদের দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছে এবং সেখানে সংকীর্ণতায় ভুগেছে। হে প্রতিপালক! দুনিয়া সৃষ্টির দিন থেকে তার শেষ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু মধ্যে ছিল, তার সবকিছু আমাকে দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন: আজ তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমার জন্য কম হয়ে গেছে এবং তুমি তোমার মর্যাদার চেয়ে কম চেয়েছ। এটি আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য রইল এবং আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপহার দেব; কারণ আমার দানে কোনো কষ্ট নেই এবং আমার আল্লাহর হাতের কোনো সংকীর্ণতা নেই।

তিনি বলেন: তারপর তিনি বলবেন: আমার বান্দাদের সামনে এমন কিছু পেশ করো যা তাদের আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছায়নি এবং তাদের মনেও উদ্ভিত হয়নি। তিনি বলেন: তখন তাদের সামনে এমন সব নিআমত পেশ করা হবে যে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষাগুলো তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। তাদের সামনে যা পেশ করা হবে তার মধ্যে থাকবে জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত ঘোড়া, যাদের প্রতি চারটির ওপর একটি করে ইয়াকুত পাথরের খাটিয়া থাকবে। প্রতিটি খাটিয়ার ওপর থাকবে একটি করে স্বর্ণখচিত গম্বুজ। প্রতিটি গম্বুজের ভেতর থাকবে জান্নাতের একের পর এক বিছানো গালিচা। প্রতিটি গম্বুজের ভেতর থাকবে দুইজন করে হুর্ল আইন। তাদের প্রত্যেকের গায়ে থাকবে জান্নাতের দুটি করে পোশাক। জান্নাতের এমন কোনো রঙ নেই যা তাদের মধ্যে নেই, আর এমন কোনো সুগন্ধি নেই যা তাদের থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে না। তাদের চেহারার নূর গম্বুজের পুরুত্ব ভেদ করে বাইরে আসবে, এমনকি যে তাদের দেখবে সে মনে করবে তারা গম্বুজের বাইরেই আছে। তাদের নলার হাড়ের মজ্জা বাইরে থেকে দেখা যাবে লাল ইয়াকুতের ভেতর সাদা সুতোর মতো। তারা তাদের সঙ্গীর কাছে নিজেদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দেখবে তা পাথরের ওপর সূর্যের শ্রেষ্ঠত্বের মতো বা তার চেয়েও বেশি। আর স্বামীও তাদের

মধ্যে অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাবে। তারপর সে তাদের কাছে প্রবেশ করবে, তখন তারা তাকে অভিবাদন জানাবে, তাকে চুম্বন করবে এবং আলিঙ্গন করবে। তারা তাকে বলবে: আল্লাহর কসম! আমরা ভাবিনি যে আল্লাহ আপনার মতো কাউকে সৃষ্টি করবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন, তখন তারা তাদের সারিবদ্ধভাবে জান্নাতের দিকে নিয়ে চলবে, যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকে তার জন্য নির্ধারিত নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছাবে।

এই আছারটি ইবনে আবি হাতিম তাঁর সনদে ওহাব ইবনে মুনাবিহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে যোগ করেছেন: তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া উপহারের দিকে তাকাও। হঠাৎ দেখা যাবে সুউচ্চ স্থানে অনেক গম্বুজ এবং মুক্তা ও প্রবাল দিয়ে নির্মিত কক্ষসমূহ, যার দরজাসমূহ...

১. ইবনে জারিরে রয়েছে: "যাতে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে"। আর ইবনে কাসিরে রয়েছে: "যাতে তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো তুচ্ছ হয়ে যায়"।

(ص: 380)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من ذهب وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتبع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبنية بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجواهر، وشرفها من قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان

المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برزون من تلك البراذين، ولجها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق، فأنطلقت بهم تلك البراذين تزف، فينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزورهم ويصافحهم ويهنئهم كرامة ربهم، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم وما سألوا وما تمنوا، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذاتا أفنان، وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحوار مقصورات في الخيام. فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} 1. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي، فعند ذلك قالوا: {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} 2. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين 3.

وقال خالد بن معدان: "إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى، ضروع كلها، ترضع صبيان

1 سورة الأعراف آية: 44.

2 سورة فاطر آية: 34-35.

3 قال هذا الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: (13: 29) (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) . وقال فيه ابن كثير: إنه سياق غريب وأثر عجيب اهـ. وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات الملفقة. وكم لو هب بن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة التي تمجها الفطر السليمة،

وقد فتن الناس بهذه الإسرائيليات وفسدت بها عقائد كثير منهم ولا حول ولا قوة
إلا بالله.

স্বর্ণের তৈরি এবং এর শয্যাগুলো ইয়াকুতের তৈরি, এর বিছানাগুলো চিকন ও পুরু রেশমের তৈরি, এর মিস্বরগুলো নূরের তৈরি। এর দরজা এবং আগ্নীনা থেকে সূর্যের রশ্মির ন্যায় নূর উথলে পড়ছে, যা আলোকোজ্জ্বল দিনে ধ্রুবতারার মতো মনে হয়। হঠাৎ দেখা গেল ইয়াকুতের তৈরি সুউচ্চ সব প্রাসাদ 'ইল্লিয়ান'-এর সর্বোচ্চ শিখরে শোভা পাচ্ছে এবং এর নূর চমকচ্ছে। যদি এগুলোকে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া না হতো, তবে এর তীব্র আলো দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিত। সেই ইয়াকুতের তৈরি প্রাসাদগুলোর মধ্যে সাদা ইয়াকুতের প্রাসাদগুলো সাদা রেশম দ্বারা বিছানো, সবুজ ইয়াকুতের প্রাসাদগুলো সবুজ চিকন রেশম দ্বারা বিছানো এবং হলুদ ইয়াকুতের প্রাসাদগুলো হলুদ আরজুয়ানি চাদরে বিছানো। সেগুলোর দরজা সবুজ পান্না, লাল সোনা এবং সাদা রূপা দ্বারা নির্মিত। সেগুলোর খুঁটি এবং কোণগুলো রত্নপাথরের তৈরি, এর অলঙ্কৃত ছাদগুলো মুক্তার গম্বুজবিশিষ্ট এবং এর বুরুজ বা মিনারগুলো প্রবালের কক্ষবিশিষ্ট। যখন তারা তাদের প্রতিপালক যা দান করেছেন সেদিকে ফিরে গেল, তখন তাদের নিকট সাদা ইয়াকুতের ঘোড়া সদৃশ বাহন আনা হলো যাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর নিচে চিরঞ্জীব কিশোরেরা থাকবে। তাদের প্রত্যেকের হাতে সেই বাহনগুলোর একটির লাগাম থাকবে। সেগুলোর লাগাম এবং বলগাগুলো মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত সাদা রূপার তৈরি। সেখানে অলঙ্কৃত শয্যাগুলো চিকন ও পুরু রেশমে সজ্জিত থাকবে। সেই বাহনগুলো তাদের নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করবে। তারা জান্নাতের বাগানসমূহ দেখতে থাকবে। যখন তারা তাদের মঞ্জিলগুলোতে পৌঁছাবে, তখন তারা ফেরেশতাদের নূরের মিস্বরসমূহের উপর বসা দেখতে পাবে। ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার, করমর্দন করার এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্মানের জন্য অভিনন্দন জানানোর অপেক্ষা করবে। যখন তারা তাদের প্রাসাদে প্রবেশ করল, সেখানে তারা এমন সব কিছু পেল যা তাদের ধারণাভীত এবং যা কিছু তারা চেয়েছিল ও কামনা করেছিল। সেই প্রাসাদগুলোর প্রত্যেকটির দরজায় চারটি জান্নাত রয়েছে: দুটি জান্নাত যা ঘন পল্লববিশিষ্ট, এবং দুটি জান্নাত যা ঘন সবুজ। তাতে দুটি প্রবহমান ঝরনা রয়েছে এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল জোড়ায় জোড়ায় বিদ্যমান। আর তাবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ রয়েছে। যখন তারা তাদের নিবাস গ্রহণ করল এবং সেখানে স্থিত হলো, তখন তাদের প্রতিপালক তাদের বললেন: {তোমাদের প্রতিপালক

তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? তারা বলল: হ্যাঁ} ১। তিনি বললেন: তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের পুরস্কারে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলল: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি বললেন: তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টির কারণেই আমি তোমাদের আমার গৃহে স্থান দিয়েছি এবং তোমরা আমার চেহারার দিকে তাকাচ্ছ। তখন তারা বলল: {সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাসে স্থান দিয়েছেন, যেখানে আমাদের কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করে না এবং কোনো অবসাদও আমাদের স্পর্শ করে না} ২। এটি একটি বিরল বর্ণনা এবং বিস্ময়কর বর্ণনা, যার কিছু অংশের সমর্থনে সহীহাইন-এ বর্ণনা পাওয়া যায় ৩। খালিদ ইবনে মা'দান বলেন: "জান্নাতে 'তূবা' নামক একটি গাছ আছে যার আপাদমস্তক স্তনবিশিষ্ট, যা শিশুদের দুধ পান করায়...

১. সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৪৪।

২. সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৪-৩৫।

৩. হাফেজ ইবনে কাসীর সূরা আর-রা'দ-এর (১৩:২৯) আয়াতের তাফসীরে এ কথা বলেছেন: (যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তূবা এবং সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল তাদেরই জন্য)। সেখানে ইবনে কাসীর বলেছেন: এটি একটি বিরল বর্ণনা এবং বিস্ময়কর বর্ণনা। এর ওপর জাল ইসরাঈলী বর্ণনার ছাপ সুস্পষ্ট। ওহাব ইবনে মুনাঈহ এবং কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত এ ধরণের কত যে ভিত্তিহীন কিচ্ছা এবং অসার বর্ণনা রয়েছে যা সুস্থ বিবেক প্রত্যাখ্যান করে। মানুষ এই ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এর ফলে অনেকের আকিদা নষ্ট হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোনো ক্ষমতা নেই।

أهل الجنة، وإن سَقَطَ المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة، فيبعث ابن أربعين سنة" رواه ابن أبي حاتم.

قوله: "أخذ بعنان فرسه في سبيل الله" أي في جهاد المشركين.

قوله: "أشعث" مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل. و "رأسه" مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر.

قوله: "مغبرة قدماء" هو بالجر صفة ثانية لعبد.

قوله: "إن كان في الحراسة كان في الحراسة" هو بكسر الحاء أي حصى الجيش عن أن يهجم العدو عليهم.

قوله: "كان في الحراسة" أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله: "وإن كان في الساقة كان في الساقة" أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهاراً، رغبة في ثواب الله وطلباً لمرضاته ومحبة لطاعته.

فيه مسائل:

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثانية: تفسير آية هود.

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخبيصة.

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط سخط.

الخامسة: قوله: "تعس وانتكس".

السادسة: قوله: "وإذا شيك فلا انتقش".

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.

قال ابن الجوزي رحمه الله: " وهو خامل الذكر لا يقصد السمو ". وقال الخلدائي: " المعنى ائتماره بما أمر، وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنها أشد مشقة ". انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله: "إن استأذن لم يؤذن له" أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له؛ لأنه لا جاء له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه.

قوله: "وإن شفع" بفتح أوله وثانيه "لم يشفع" بفتح الفاء مشددة. يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم.

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: " رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره

জান্নাতবাসীগণ, এবং নারীর গর্ভপাতকৃত সন্তান জান্নাতের নদীসমূহের একটি নদীতে থাকবে, যেখানে সে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত বিচরণ করবে, অতঃপর সে চল্লিশ বছর বয়স্ক হয়ে পুনরুত্থিত হবে। এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: "আল্লাহর রাস্তায় আপন ঘোড়ার লাগাম ধারণ করেছে" অর্থাৎ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত রয়েছে।

তাঁর বাণী: "অগোছালো চুল বিশিষ্ট" শব্দটি ফাতহা যোগে মাজরুর হয়েছে; কারণ এটি গুনাগুণ (ছিফাত) ও ক্রিয়ার ওজনে হওয়ার কারণে 'গাইরে মুনসারিফ' বিশেষ্য। আর "তার মাথা" শব্দটি কর্তৃপদ (ফায়েল) হওয়ার কারণে মারফু হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে উস্কোখুস্কো চুল। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তাকে তেল ব্যবহার ও চুল আঁচড়ানোর বিলাসিতা থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

তাঁর বাণী: "তার দুই পা ধূলিমলিন" এটি মাজরুর অবস্থায় দাসের দ্বিতীয় গুণ (ছিফাত)।

তাঁর বাণী: "যদি সে পাহারাদারিতে নিযুক্ত থাকে, তবে সে পাহারাদারিতেই থাকে" এটি 'হা' বর্ণের কাসরা (জের) যোগে পঠিত, যার অর্থ হলো শত্রুরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য সেনাবাহিনীকে রক্ষা করা।

তাঁর বাণী: "পাহারাদারিতেই থাকে" অর্থাৎ এতে সে কোনো ঝুঁটি করে না এবং উদাসীনও হয় না। এই শব্দটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে পূর্ণাঙ্গরূপে দায়িত্ব পালন করে। তাঁর বাণী: "আর যদি সে পশ্চাদ্বর্তী দলে থাকে, তবে সে পশ্চাদ্বর্তী দলেই থাকে" অর্থাৎ সেনাবাহিনীর পেছনের অংশে। সে নিজেকে জিহাদের কল্যাণে নিয়োজিত রাখে। অতএব রাত বা দিনে সে যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, তা কেবল আল্লাহর সওয়াবের আশায়, তাঁর সন্তুষ্টির কামনায় এবং তাঁর আনুগত্যের ভালোবাসায়।

এতে কতগুলো মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথমত: আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া অর্জনের ইচ্ছা করা।

দ্বিতীয়ত: সূরা হুদের আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়ত: মুসলিম ব্যক্তিকে দিনার, দিরহাম ও পরিধেয় বস্ত্রের (খামিসা) দাস হিসেবে অভিহিত করা।

চতুর্থত: এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি তাকে প্রদান করা হয় তবে সে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি প্রদান না করা হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়।

পঞ্চমত: তাঁর বাণী: "সে ধ্বংস হোক এবং অধঃপতিত হোক"।

ষষ্ঠত: তাঁর বাণী: "যখন তার কাঁটা বিঁধে, তখন যেন তা খোলা না হয়"।

সপ্তমত: সেই সকল গুণে গুণাবিত মুজাহিদের প্রশংসা করা।

ইবনুল জাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "সে অখ্যাত বা স্বল্প পরিচিত, সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না।" খালখালী বলেন: "এর অর্থ হলো তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা পালন করা এবং যেখানে রাখা হয় সেখানে অবস্থান করা, সে নিজ অবস্থান ত্যাগ করে না। পাহারাদারি এবং পশ্চাদ্বর্তী দলের কথা কেবল এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দুটি কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।" সমাপ্ত। এতে আল্লাহর পথে পাহারাদারির ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর বাণী: "যদি সে অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না" অর্থাৎ যদি সে আমীর বা এই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চায় তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না; কারণ তাদের নিকট তার কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি বা মর্যাদা নেই। যেহেতু সে পদমর্যাদা অন্বেষণকারী নয়, বরং সে কেবল আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা-ই অন্বেষণ করে এবং তার আমলের মাধ্যমে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে না।

তাঁর বাণী: "আর যদি সে সুপারিশ করে" প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে ফাতহা যোগে, "তবে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না" ফা বর্ণে তাশদীদ ও ফাতহা যোগে। অর্থাৎ যদি

পরিস্থিতি তাকে এমন কোনো বিষয়ে সুপারিশ করতে বাধ্য করে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, তবে আমীর ও তাদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের নিকট তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।

ইমাম আহমাদ ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "অনেক উস্কোখুস্কো চুলধারী ব্যক্তি যাদেরকে দ্বারপ্রান্ত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করেন।"

(ص: 382)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وروى الإمام أحمد أيضاً عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان "رضي الله عنه وهو يخطب على منبره:-" إني محدثكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ينعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها " 2.

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينه أنه أُملي عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعدة الخروج. وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولهم يوم الصبيحة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رَهَج السنايك والغبار الأطيب
ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب

لا يستوي غبار خيل الليل في ... أنف امرئ ودخان نار تلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب
قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق
أبو عبد الرحمن ونصحتني، ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم، قال لي:
اكتب هذا الحديث، وأملئ عليّ الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن
أبي صالح عن أبي هريرة: " أن رجلاً قال: يا رسول الله علمني عملاً أنال به ثواب
المجاهدين في سبيل الله، فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟
فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه
وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوّقت ذلك ما بلغت، فضل المجاهدين في سبيل الله،
أما علمت أن فرس المجاهد ليُسْتَنُّ في طوله فيكتب له بذلك حسنات "؟ 4 3

1 الترمذي: فضائل الجهاد (1667)، وابن ماجه: الجهاد (2766)، وأحمد (64/1)،
والدارمي: الجهاد (2424). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2703).
2 البخاري: كتاب الجهاد (2785): باب فضل الجهاد والسير من حديث أبي هريرة
بنحوه.

3 روى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عن أبي هريرة. وفيه: فقال أبو هريرة:
"فإن فرس المجاهد ليستن يهرح في طوله فيكتب له حسنات". والطول: الحبل.
والاستنان: العدو. وروى مسلم مثله قريباً منه في فضل الجهاد في سبيل الله.

ইমাম আহমদ আরও বর্ণনা করেছেন মুসাব বিন সাবিত বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের থেকে,
তিনি বলেন: উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মিস্বরে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন: "আমি
তোমাদের কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করছি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি। তোমাদের প্রতি (সু)ধারণার কারণেই কেবল ইতিপূর্বে এটি
তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে আমি বিরত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেওয়া, এমন এক হাজার

রাতের চেয়েও উত্তম যার রাতগুলোতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হয় এবং দিনগুলোতে রোজা রাখা হয়।" ২।

হাফেজ ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জীবনীতে বর্ণনা করেছেন: নাসিবিনের বিচারক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বলেছেন: মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম ইবনে আবি সাকিনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক তারসুসে তাঁকে এই কবিতাগুলো শিখিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৭৭ হিজরি সনে তিনি ফুদাইল বিন ইয়াদকে এই কবিতাগুলো লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন:

হে দুই হারামের ইবাদতকারী! যদি আপনি আমাদের দেখতেন ... তবে আপনি জানতেন যে আপনি ইবাদত নিয়ে কেবল খেলা করছেন।

যার গাল নিজের চোখের পানিতে রঞ্জিত হয় ... সেখানে আমাদের গর্দানগুলো আমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

কিংবা কেউ যদি অনর্থক কাজে তার ঘোড়াকে ক্লান্ত করে ... তবে আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের সকালে ক্লান্ত হয়।

আপনাদের জন্য সুগন্ধি সুবাস, আর আমাদের সুবাস হলো ... ঘোড়ার খুরের নিচে ওড়া ধূলিকণা যা অত্যন্ত পবিত্র।

আমাদের নবীর বাণী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে ... এমন এক সত্য ও সঠিক কথা যাতে কোনো মিথ্যা নেই।

কোনো ব্যক্তির নাকের ভেতরে আল্লাহর পথের ঘোড়ার ধুলো এবং ... প্রজ্বলিত আগুনের ধোঁয়া কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

এটি আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মাঝে ফয়সালা দেয় ... যে শহীদ মৃত নয় এবং এটি মিথ্যা নয়।

তিনি বলেন: আমি মসজিদে হারামে ফুদাইলের কাছে তাঁর চিঠিটি নিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যখন এটি পড়লেন তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরল। তিনি বললেন: আবু আব্দুর রহমান সত্য বলেছেন এবং আমাকে নসিহত করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: তুমি কি হাদিস লিখে থাকো? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন: এই হাদিসটি লেখো। ফুদাইল বিন ইয়াদ আমাকে হাদিসটি শিখিয়ে দিলেন: মানসুর বিন মুতামির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে: "একজন ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সওয়াব অর্জন

করতে পারি। তিনি বললেন: তুমি কি ক্লাস্তিহীনভাবে নামাজ পড়তে এবং বিরতিহীনভাবে রোজা রাখতে সক্ষম? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা করতে পারার মতো সামর্থ্যের চেয়েও দুর্বল। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাকে এর সামর্থ্যও দেওয়া হতো তবুও তুমি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারতে না। তুমি কি জানো না যে, মুজাহিদদের ঘোড়া যখন তার রশিতে বাঁধা অবস্থায় খেলাধুলা করে, তখনো তার জন্য নেকি লেখা হয়?" ৩ ৪

১ তিরমিজি: জিহাদের ফজিলত (১৬৬৭), ইবনে মাজাহ: জিহাদ (২৭৬৬), আহমদ (১/৬৪), দারেমি: জিহাদ (২৪২৪)। আলবানী একে যযীফ আল-জামে (২৭০৩)-এ দুর্বল বলেছেন।

২ বুখারি: জিহাদ অধ্যায় (২৭৮৫): জিহাদের ফজিলত ও যাত্রা পরিচ্ছেদ, আবু হুরায়রার হাদিস থেকে অনুরূপ।

৩ বুখারি আবু হুরায়রা থেকে লোকটির এই প্রশ্নের হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে: আবু হুরায়রা বলেছেন: "মুজাহিদদের ঘোড়া যখন তার রশিতে বাঁধা অবস্থায় খেলাধুলা করে, তখনো তার জন্য নেকি লেখা হয়।" 'তউল' মানে রশি এবং 'ইস্তিনান' মানে দৌড়ানো। মুসলিমও আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত সম্পর্কে এর কাছাকাছি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 383) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من أطاع العلماء والأمرء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله"
وقال ابن عباس: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ ".

قوله: "باب من أطاع من العلماء والأمرء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله".

لقول الله تعالى: {اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} 1. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

قوله: "وقال ابن عباس رضي الله عنهما "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟". قوله: "يوشك" بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر - رضي الله

1 سورة التوبة آية: 31.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ক্ষেত্রে যারা আলেম ও শাসকবর্গের আনুগত্য করে, তারা মূলত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে"

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "খুব শীঘ্রই তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে; আমি বলছি: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আর তোমরা বলছো: আবু বকর ও উমর বলেছেন?"।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করার ক্ষেত্রে যারা আলেম ও শাসকবর্গের আনুগত্য করে, তারা মূলত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তারা কেবল এক ইলাহের ইবাদত

করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।} ১। এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে গ্রন্থকারের মূল কিতাবে আদি ইবনে হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস বর্ণনার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: 'খুব শীঘ্রই তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে; আমি বলছি: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আর তোমরা বলছো: আবু বকর ও উমর বলেছেন?'"

তাঁর উক্তি: "খুব শীঘ্রই" শব্দটি প্রথম বর্ণের পেশ এবং 'শীন' বর্ণের যের যোগে গঠিত, যার অর্থ হলো নিকটবর্তী হওয়া বা দ্রুত ঘটনা।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এই উক্তিটি তাদের প্রতি উত্তর ছিল যারা তাঁকে বলেছিল যে, নিশ্চয়ই আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)...

১ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১।

(ص: 384)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

عنهما- لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن أفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول: " إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فقد حل من عمرته شاء أمر أبي "؛ لحديث سراقه بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقه: " يا رسول الله ألعامناً هذا أمر للأبد؟ فقال: بل للأبد " 1. والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدلل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. كما قال

تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} 2.

وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو استقبلت من
أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلت " 3 4. هذا لفظ
البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظه في حديث جابر: " افعلوا ما
أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم " 5 في عدة أحاديث
تؤيد قول ابن عباس.

وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله
عنهما: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ". الحديث.
وقال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: " ما منّا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا
القبر صلى الله عليه وسلم ". وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.
وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن
أخطأ فله أجر، كما في الحديث 6 7. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا
اجتهادهم. وأما إذا لم

1 البخاري: كتاب العمرة (1785) : باب عمرة التنعيم بلفظ: ألكم هذه خاصة يا
رسول الله؟ قال: "لا بل للأبد" ومسلم: كتاب الحج (1216) (141) : باب بيان
وجوه الإحرام.. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
2 سورة النساء آية: 59.

3 البخاري: كتاب الحج (1651) : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف
بالبیت، كتاب العمرة (1785) : باب عمرة التنعيم، كتاب التمني (7230) : باب
قول -النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ومسلم: كتاب
الحج (1216) (143) : باب بيان وجوه الإحرام، واللفظ له في الرواية التي ذكرها

المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه والبخاري: كتاب التمني (7229) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ومسلم: كتاب الحج (1211) (130); باب بيان وجوه الإحرام من حديث عائشة رضي الله عنها.

4 قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسحوا حجهم إلى العبرة، ليكونوا متمتعين. ووجدوا في أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى، وقصر البدة التي يقيمونها في مكة متمتعين بنسائهم حتى قالوا: "نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منياً". انظر: زاد المعاد في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم.

5 البخاري: الحج (1568).

6 وذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام (7352): باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. مسلم: كتاب الأقضية (1716) (15): باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.

7 "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر".

তাদের (আবু বকর ও উমর) থেকে বর্ণিত—তারা হজের সাথে উমরার তামাত্তু করাকে সমীচীন মনে করতেন না এবং তারা হজে ইফরাদকে উত্তম মনে করতেন কিংবা অনুরূপ কোনো অভিমত পোষণ করতেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মনে করতেন হজের সাথে উমরার তামাত্তু করা ওয়াজিব। তিনি বলতেন: "যখন কেউ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করল এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত চক্রর সায়ী করল, সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে গেল, চাই সে তা পছন্দ করুক বা না করুক।" এটি সুরাকা বিন মালিকের বর্ণিত হাদিসের কারণে, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আদেশ করেছিলেন যেন তারা ইহরামকে উমরায় পরিণত করে এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী শেষ করে হালাল হয়ে যায়। তখন সুরাকা বলেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসুল! এটি কি শুধু আমাদের এই বছরের জন্য নাকি চিরকালের জন্য?" তিনি বললেন: "বরং চিরকালের জন্য।" ১। হাদিসটি সহিহাইন (বুখারি ও মুসলিম)-এ রয়েছে।

এমতাবস্থায়, যে ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার জন্য আলেমদের মাজহাব এবং প্রত্যেক ইমাম কিসের ভিত্তিতে দলিল পেশ করেছেন তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই; যদি তার সেই যোগ্যতা থাকে যার মাধ্যমে সে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তবে তাদের বক্তব্য থেকে দলিলে যা প্রমাণিত হয় তা গ্রহণ করাই কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখো। এটিই কল্যাণকর এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" ২।

বুখারি ও মুসলিম এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি, তবে আমি হাদি (কুরবানির পশু) সাথে নিয়ে আসতাম না। আর যদি আমার সাথে হাদি না থাকত, তবে অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম।" ৩ ও ৪। এটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদিসে বুখারির শব্দ। আর জাবিরের হাদিসে শব্দগুলো হলো: "আমি তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছি তোমরা তাই করো। যদি আমি হাদি নিয়ে না আসতাম, তবে তোমাদের যা নির্দেশ দিয়েছি আমিও তাই করতাম।" ৫। বেশ কিছু হাদিস ইবনে আব্বাসের মতকে সমর্থন করে। সংক্ষেপে, এই কারণেই ইবনে আব্বাস যখন দেখলেন তারা হাদিসের বিপরীতে আবু বকর ও উমরের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ব্যক্তিগত মত পেশ করছে, তখন তিনি বলেছিলেন: "আশঙ্কা হয় যে আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পাথর বর্ষিত হবে।" (পুরো হাদিসটি দ্রষ্টব্য)।

ইমাম মালিক (রহিমাল্লাহু) বলেছেন: "আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো কথা গ্রহণ করা হতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করা হতে পারে, একমাত্র এই কবরের বাসিন্দা (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত।" এই মর্মে ইমামদের থেকে অনেক বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। আলেমগণ (রহিমাল্লাহু) সর্বদা বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনায় ইজতিহাদ করে আসছেন। তাদের মধ্যে যার ইজতিহাদ সঠিক হয় সে দুটি পুরস্কার পায়, আর যার ভুল হয় সে একটি পুরস্কার পায়; যেমনটি হাদিসে এসেছে ৬ ও ৭। তবে যখন তাদের কাছে দলিল স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা সেই দলিল গ্রহণ করেন এবং নিজেদের ইজতিহাদ ত্যাগ করেন। আর যদি তা না হয়...

১. বুখারি: কিতাবুল উমরা (১৭৮৫), পরিচ্ছেদ: তানঈম থেকে উমরা করা। শব্দগুলো হলো: "এটি কি আমাদের জন্য বিশেষ বিধান হে আল্লাহর রাসুল?" তিনি বললেন: "না, বরং

চিরকালের জন্য।" এবং মুসলিম: কিতাবুল হজ (১২১৬) (১৪১), পরিচ্ছেদ: ইহরামের প্রকারভেদের বর্ণনা... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-র হাদিস থেকে।

২. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯।

৩. বুখারি: কিতাবুল হজ (১৬৫১), পরিচ্ছেদ: ঋতুবতী নারী বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত সব কাজ সম্পন্ন করবে; কিতাবুল উমরা (১৭৮৫), পরিচ্ছেদ: তানঈম থেকে উমরা করা; কিতাবুত তামান্নি (৭২৩০), পরিচ্ছেদ: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী: 'আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি'। মুসলিম: কিতাবুল হজ (১২১৬) (১৪৩), পরিচ্ছেদ: ইহরামের প্রকারভেদের বর্ণনা; এবং লেখক জাবিরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন সেটি মুসলিমের শব্দ। এবং বুখারি: কিতাবুত তামান্নি (৭২২৯), মুসলিম: কিতাবুল হজ (১২১১) (১৩০), আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র হাদিস থেকে ইহরামের প্রকারভেদের বর্ণনা।

৪. এটি তিনি তখন বলেছিলেন যখন বিদায় হজে তিনি সাহাবিদের তাদের হজকে উমরায় পরিবর্তিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা তামাত্তু পালনকারী হতে পারেন। তাদের মনে এই নিয়ে কিছুটা সংকোচ কাজ করেছিল কারণ মিনায় যাওয়ার সময় খুব নিকটবর্তী ছিল এবং মক্কায় তামাত্তু অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কাটানোর সময় ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। এমনকি তারা বলেছিলেন: "আমরা কি মিনায় এমন অবস্থায় যাব যে আমাদের লিঙ্গ থেকে বীর্য ঝরছে?" দেখুন: জাদুল মা'আদ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ সংক্রান্ত অধ্যায়)।

৫. বুখারি: হজ (১৫৬৮)।

৬. এটি আমার ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "বিচারক যখন বিচার করেন এবং ইজতিহাদ করেন, অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। আর যখন তিনি বিচার করেন এবং ইজতিহাদ করেন কিন্তু ভুল করেন, তবে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।" এটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল ইতিসাম (৭৩৫২), ইমাম মুসলিম: কিতাবুল আকদিয়াহ (১৭১৬) (১৫)।

৭. "যখন বিচারক ইজতিহাদ করেন এবং সঠিক হন তবে তার জন্য দুটি পুরস্কার, আর ভুল করলে একটি পুরস্কার।"

يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب، وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به -تقليدا لإمامه- فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزاز، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: "ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم".

وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه، كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى.

قوله: وقال الإمام أحمد: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 1. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ} 2. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك."

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك."

هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: "نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو

1 سورة النور آية: 63.

2 سورة النور آية: 63.

হাদিস তাদের কাছে পৌঁছেছে অথবা তাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসটি সাব্যস্ত হয়নি, অথবা সাব্যস্ত হলেও তার কোনো বিরোধী (দলিল) বা নির্দিষ্টকারী (মুকাসসিস) এবং অনুরূপ কিছু ছিল; এমতাবস্থায় ইমামের জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ। আর চার ইমামের—আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন—যুগে হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল কেবল তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও শ্রবণের মাধ্যমে যাদের কাছে তা সংরক্ষিত ছিল, আর একজন ব্যক্তি হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরে বেশ কয়েক বছর সফর করতেন। এরপর ইমামগণ গ্রন্থ সংকলনের প্রতি যত্নবান হলেন এবং হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করলেন এবং সেগুলোকে তাদের সনদসহ বর্ণনা করলেন, আর সেগুলোর সহিহ, হাসান ও জয়িফ (দুর্বল) বর্ণনাগুলোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন। আর ফকিহগণ প্রত্যেক মায়হাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করলেন এবং মুজতাহিদগণের দলিলসমূহ উল্লেখ করলেন, ফলে ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে গেল। আর প্রত্যেক ইমাম তাঁর নিকট সাব্যস্ত দলিলসহ বিধান উল্লেখ করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বক্তব্যে এমন বিষয় রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, যার কাছে দলিল পৌঁছেছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি—তার ইমামের তাকলিদ করার কারণে—তবে দলিলের বিরোধিতা করার কারণে তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা আবশ্যিক।

ইমাম আহমাদ বলেন: আমাদের নিকট আহমাদ বিন উমর আল-বাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট জিয়াদ বিন আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট আবু উবাইদাহ আল-হাদাদ মালিক বিন দিনার থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কথা গ্রহণ বা বর্জন করা হয় না, কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত।"

এর ওপর ভিত্তি করে, যে ব্যক্তি কোনো আলেমের কথার কারণে দলিল বর্জন করে সে যেই হোক না কেন, তাকে তিরস্কার করা আবশ্যিক। ইমামগণের বক্তব্যসমূহ এরই ওপর ভিত্তি করে যে, তাকলিদ কেবল সেই ইজতিহাদি মাসআলাগুলোতেই বৈধ যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিরে যাওয়ার মতো কোনো নির্দিষ্ট দলিল নেই। সুতরাং এটিই হলো সেই বিষয় যা কিছু আলেম তাঁদের এই উক্তি মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে: 'ইজতিহাদি মাসআলায় কোনো আপত্তি নেই'। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করবে তার প্রতিবাদ করা আবশ্যিক যেমনটি ইবনে আব্বাস, শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ বলেছেন, এবং এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়, যেমনটি ইতিপূর্বে ইমাম শাফিঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর উক্তি: ইমাম আহমাদ বলেন: "আমি সেই কওমের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছি যারা সনদ ও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জেনেও সুফিয়ানের মতামতের দিকে যায়, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা (বিপদ) আসবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে} ১। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {ফিতনা অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে} ২। তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হলো শিরক; সম্ভবত যখন সে তাঁর (নবীর) কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তখন তার অন্তরে কিছুটা বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হলো শিরক; সম্ভবত যখন সে তাঁর কোনো কথা প্রত্যাখ্যান করবে, তখন তার অন্তরে কিছুটা বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর এই বক্তব্যটি তাঁর থেকে ফজল বিন জিয়াদ এবং আবু তালিব বর্ণনা করেছেন। ফজল আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন: "আমি মুসহাফের দিকে তাকালাম এবং তেত্রিশটি স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের নির্দেশ পেলাম, এরপর তিনি তিলাওয়াত করতে লাগলেন..."

১ সূরা আন-নূর আয়াত: ৬৩।

২ সূরা আন-নূর আয়াত: ৬৩।

(ص: 386)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الآية. فذكر من قوله: الفتنة الشرك - إلى قوله: - فيهلك". ثم جعل يتلو هذه الآية: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوا تَسْلِيمًا} 1.

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: "إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سبوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 2 فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي". ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-. قوله: "عرفوا الإسناد" أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء.

وسفيان: هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي. وغير هؤلاء.

فَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصَحَّتْهُ "إِلْخَ" إِنْكَارَ مِنْهُ لَذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَى زَيْغِ الْقُلُوبِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْمَرْءُ كَافِرًا. وَقَدْ عَمِتِ الْبُلُوبُ بِهَذَا الْمِنْكَرِ خُصُوصًا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ، نَصَبُوا الْحَبَائِلَ فِي الصَّدِّ عَنْ الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَصَدَّوْا عَنْ مِتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ:

لَا يَسْتَدِلُّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَّا الْمَجْتَهِدُ. وَالْاجْتِهَادُ قَدْ انْقَطَعَ³ وَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي قَلَّدْتَهُ أَعْلَمُ مِنْكَ بِالْحَدِيثِ وَبِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي غَايَتُهَا تَرْكُ مِتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ

1 سورة النساء آية: 65.

2 سورة البقرة آية: 217.

3 فِي قِرَةِ الْعَيُونِ: وَقَدْ أَخْطَأُوا فِي ذَلِكَ. وَقَدْ اسْتَدِلَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مِنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " أَنْ الْاجْتِهَادَ لَا يَنْقُطُ.

{অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা আপতিত হতে পারে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হতে পারে} আয়াত। তিনি তাঁর কথা থেকে উল্লেখ করেছেন: "ফিতনা হলো শিরক" - তাঁর এই কথা পর্যন্ত: - "ফলে সে ধ্বংস হবে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন: {না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের বিবাদের বিষয়ে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, অতঃপর আপনি যা ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তারা পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে} ১।

আবু তালিব আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে (আহমাদকে) বলা হলো: "একদল লোক হাদিস বর্জন করে এবং সুফিয়ান ও অন্যদের মতের দিকে ধাবিত হয়।" তিনি বললেন: "আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য আশ্চর্যান্বিত হই যারা হাদিস শুনেছে এবং এর সনদ ও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জেনেছে, তবুও তারা তা বর্জন করে সুফিয়ান ও অন্যদের মতের দিকে ধাবিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেন: {অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা আপতিত হতে পারে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হতে পারে}। তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হলো কুফর। মহান আল্লাহ বলেন: {আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর} ২। অথচ তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস বর্জন করে এবং তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে মতামতের দিকে ধাবিত করে।" শাইখুল ইসলাম -রাহিমাহুল্লাহ তাআলা- তাঁর পক্ষ থেকে এটি উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কথা: "তারা সনদ চিনেছে" অর্থাৎ হাদিসের সনদ এবং এর বিশুদ্ধতা। সুতরাং যখন কোনো হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ হয়, তখন তা হাদিস বিশারদগণ এবং অন্যান্য আলেমদের নিকট সহিহ (বিশুদ্ধ)।

আর সুফিয়ান হলেন: সাওরি, যিনি ইমাম, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার, নির্ভরযোগ্য এবং ফকিহ। তাঁর একদল অনুসারী ছিল যারা তাঁর নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করতেন। তাঁর মাজহাব প্রসিদ্ধ, যা ওলামায়ে কেরাম রাহিমাহুল্লাহ সেই সকল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেখানে ইমামদের মাজহাবসমূহ আলোচনা করা হয়েছে; যেমন ইবনে আব্দুল বার-এর 'আত-তামহিদ' ও 'আল-ইসতিযকার', ইবনুল মুনযিরের 'আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবিল আশরাফ', ইবনে হাযমের 'আল-মুহাল্লা', এবং আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামা আল-হাম্বলির 'আল-মুগনি' এবং এগুলি ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা: "আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য আশ্চর্যান্বিত হই যারা সনদ ও এর বিশুদ্ধতা চিনেছে" ইত্যাদি—এটি তাঁর পক্ষ থেকে উক্ত বিষয়ের প্রতি একটি অস্বীকৃতি। আর এটি অন্তরের বক্রতার দিকে ধাবিত করে যার মাধ্যমে মানুষ কাফেরে পরিণত হয়। এই অপকর্মের মাধ্যমে বিপদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, বিশেষ করে তাদের পক্ষ থেকে যারা নিজেদেরকে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করে। তারা কিতাব ও সুন্নাহ গ্রহণ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ফাঁদ পেতেছে এবং তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করা থেকে বাধা প্রদান করেছে। তারই অন্তর্ভুক্ত হলো তাদের এই কথা:

মুজতাহিদ ব্যতীত কেউ কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলিল গ্রহণ করতে পারবে না। আর ইজতিহাদ তো বন্ধ হয়ে গেছে। ৩ এবং সে বলে: "আমি যার তাকলিদ করেছি তিনি তোমার চেয়ে হাদিস এবং এর নাসিখ-মানসুখ (রহিতকারী ও রহিতকৃত) সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।" এই জাতীয়

কথাগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ বর্জন করা, যিনি নিজের পক্ষ থেকে কথা বলেন না...

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫।

২ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে আছে: তারা এ বিষয়ে ভুল করেছে। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের সাহায্য করা ত্যাগ করবে অথবা যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসে এবং তারা এই অবস্থাতেই থাকবে।" এটি প্রমাণ করে যে, ইজতিহাদ বন্ধ হয়নি।

(ص: 387)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه، وينع
قوله بدليل، فبما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله.
فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك:
أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ وَيَعْمَلْ بِهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ مِنْ خَالَفَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} 1. وقال تعالى:
{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ} 2. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، وبيان أن المقلد ليس من أهل
العلم، وقد حكى أيضاً أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة، لجهلهم بالكتاب والسنة، ورغبتهم عنها، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم، واتبعوا غير سبيلهم. كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقوم إمام من الأئمة، وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله، والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} 3، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم، فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها، وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنًا، وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال:

1 سورة الأعراف آية: 3.

2 سورة العنكبوت آية: 51.

প্রবৃত্তি এবং এমন ব্যক্তির বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা যার ভুল হওয়া সম্ভব, অথচ অন্য ইমামগণ তার বিরোধিতা করেন এবং দলিলের ভিত্তিতে তার বক্তব্যকে নিষেধ করেন; কেননা এমন কোনো ইমাম নেই যার নিকট সমস্ত ইলম রয়েছে, বরং প্রত্যেকের নিকট ইলমের একাংশ বিদ্যমান।

অতএব প্রত্যেক মুকাল্লাফের (শরিয়তের বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তি) ওপর ওয়াজিব হলো, যখন তার কাছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে দলিল পৌঁছাবে এবং সে তার অর্থ বুঝতে পারবে, তখন সে যেন সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তদনুযায়ী আমল করে, যদিও অন্য কেউ তার বিরোধিতা করুক না কেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।" ১। আর আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "তাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই রহমত ও উপদেশ রয়েছে।" ২। আর এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণিত হয়েছে এবং এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) আলেমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু ওমর ইবনে আবদিল বার এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

আমি বলছি: মূর্খ মুকাল্লিদরাই কেবল এর বিরোধিতা করে, কারণ তারা কিতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এ দুটির প্রতি বিমুখ। তারা যদিও মনে করে যে তারা ইমামদের অনুসরণ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁদের বিরোধিতা করছে এবং তাঁদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করছে। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছি। তবে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুজ্জাত (প্রমাণ) পৌঁছানোর আগে তাকলীদ করা নিন্দনীয় নয়। মূলত নিন্দা করা হয় তার ওপর যার কাছে হুজ্জাত পৌঁছেছে, তবুও সে কোনো ইমামের কথার কারণে তার বিরোধিতা করে। এটি মূলত সৃষ্টি হয় আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা থেকে বিমুখ হওয়া এবং পরবর্তী যুগের লোকদের কিতাবসমূহের দিকে ঝুঁকে পড়া ও ওহীদ্বয় (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে সেগুলোকে যথেষ্ট মনে করার কারণে। এটি আহলে কিতাবদের অবস্থার সদৃশ, যাদের

সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদের রবরূপে গ্রহণ করেছে।" ৩। যেমনটি আদি বিন হাতিম (রা.)-এর হাদিসে সামনে বর্ণিত হবে। সুতরাং যে নিজের কল্যাণ চায়, তার জন্য ওয়াজিব হলো যখন সে আলেমদের কিতাবসমূহ পড়বে ও সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবে এবং তাঁদের বক্তব্যসমূহ জানবে, তখন যেন সেগুলো কিতাব ও সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখে। কারণ আলেমদের মধ্যে প্রত্যেক মুজতাহিদ এবং যারা তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তারা অবশ্যই তাদের দলিল উল্লেখ করেন। আর যেকোনো মাসআলায় হক (সত্য) একটাই হয়, তবে ইমামগণ তাঁদের ইজতিহাদের জন্য সওয়াব লাভ করেন। তাই একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের কথা পর্যবেক্ষণ ও গভীরভাবে চিন্তাকে মাসআলাসমূহ জানা ও সেগুলো মনে রাখার মাধ্যম বানাবে এবং দলিলদাতাদের উল্লিখিত দলিলের মাধ্যমে সত্য ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করবে। এর মাধ্যমে সে আলেমদের মধ্যে কে দলিলের দিক থেকে বেশি সঠিক তা জানতে পারবে এবং তার অনুসরণ করবে। এই মূলনীতির ওপর আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহতে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যেমন ইমাম আবু দাউদ তাঁর সনদে মুয়াজ (রা.)-এর কতিপয় সাথী থেকে বর্ণনা করেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুয়াজকে ইয়ামেনে পাঠাতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন: তোমার কাছে কোনো বিচার আসলে তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে? তিনি বললেন: আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূলুল্লাহ বললেন: যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে না পাও? তিনি বললেন: তবে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী। রাসূলুল্লাহ বললেন: যদি তুমি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহতেও না পাও এবং আল্লাহর কিতাবেও না পাও? তিনি বললেন: আমি আমার বুদ্ধি খাটিয়ে ইজতিহাদ করব এবং কোনো ত্রুটি করব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বুকে হাত মারলেন এবং বললেন:

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩।

২ সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৫১।

৩ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১।

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " 1. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن - بمعناه".

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانَت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء.

قال أبو حنيفة رحمه الله: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال".

وقال: "إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه فأتروا قولي لكتاب الله". قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه؟ قال: "أتروا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم". وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: "أتروا قولي لقول الصحابة".

وقال الربيع: "سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت".

وقال: "إذا صح الحديث بما يخالف قولي فأضربوا بقولي الحائط". عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

وقال مالك: "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم". وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى 2.

قوله: "لعله إذا رد بعض قوله" أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} 3.

-
- 1 منكر. أبو داود: كتاب الأقضية (3592) ، (3593) : باب اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي: الأحكام (1327) ، وأحمد (236/5، 242/5) ، والدارمي: المقدمة (168) . وضعفه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجر وغيرهم. راجع الضعيفة للألباني (881) .
- 2 في قرّة العيون: فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به متبعاً للدليل مع من كان معه. وبالله التوفيق.
- 3 سورة الصف آية: 5.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে। ১. আর তিনি হারিস ইবনে আমর থেকে তাঁর সনদে মুআজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কতিপয় সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন - এর মর্মার্থ অনুযায়ী।"

আর ইমামগণ (রাহিমাল্লাহু) বিষয়টি বর্ণনায় কোনো ত্রুটি করেননি, বরং সুন্নাহ যখন স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাঁরা তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, ইলমের এমন কিছু অংশ রয়েছে যা তাঁরা জানতেন না এবং তা অন্যদের নিকট পৌঁছাতে পারে। আলেমদের বক্তব্য যারা পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের নিকট এটি একটি বহুলাংশিক বিষয় যা গোপন নয়।

আবু হানীফা (রাহিমাল্লাহু) বলেছেন: "যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো হাদীস আসে, তবে তা শিরোধার্য। আর যদি সাহাবীগণের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পক্ষ

থেকে আসে, তবে তাও শিরোধার্য। কিন্তু যদি তাবিঈগণের পক্ষ থেকে আসে, তবে আমরাও মানুষ এবং তারাও মানুষ (অর্থাৎ আমরাও ইজতিহাদ করার যোগ্য)।"

তিনি আরও বলেছেন: "যদি আমি এমন কোনো কথা বলি যা আল্লাহর কিতাবের বিরোধী হয়, তবে আল্লাহর কিতাবের খাতিরে আমার কথা ছেড়ে দাও।" বলা হলো: যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী এর বিরোধী হয়? তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর খাতিরে আমার কথা ছেড়ে দাও।" বলা হলো: যদি সাহাবীগণের কথা এর বিরোধী হয়? তিনি বললেন: "সাহাবীগণের কথার খাতিরে আমার কথা ছেড়ে দাও।"

রবী বলেছেন: "আমি শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি: যদি তোমরা আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর পরিপন্থী কিছু পাও, তবে তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ গ্রহণ করো এবং আমার কথা বর্জন করো।"

তিনি আরও বলেছেন: "যদি আমার কথার পরিপন্থী কোনো সহীহ হাদীস পাও, তবে আমার কথাকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারো।"

আদী ইবনে হাতিম থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনেছেন: {তারা তাদের পণ্ডিতদের গ্রহণ করেছে...

মালিক বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই গ্রহণ করা হতে পারে আবার বর্জনও করা হতে পারে।"

তাঁর পক্ষ থেকে অনুরূপ কথা আগেও বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এরপর কোনো মুকাল্লিদের (অন্ধ অনুসারীর) জন্য কোনো ওজর অবশিষ্ট থাকে না। যদি আমরা এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতাম, তবে আমাদের সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো। হেদায়েত অন্বেষণকারীর জন্য আমরা যা উল্লেখ করেছি তা-ই যথেষ্ট। ২।

তাঁর বক্তব্য: "সম্ভবত সে যদি তাঁর কিছু কথা প্রত্যাখ্যান করে" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা "তবে তার হৃদয়ে বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে এবং সে ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) সতর্ক করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করা অন্তর বক্র হওয়ার কারণ, আর তা দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের নামান্তর; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন

আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।} ৩।

১ মুনকার (অগ্রহণযোগ্য)। আবু দাউদ: বিচারকার্য অধ্যায় (৩৫৯২), (৩৫৯৩): বিচারকার্যে রায়ের ইজতিহাদ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী: আহকাম (১৩২৭); আহমাদ (৫/২৩৬, ৫/২৪২); দারেমী: মুকাদ্দিমা (১৬৮)। বুখারী, তিরমিযী, উকাইলী, দারাকুতনী, ইবনে হাযম, ইবনে তাহির, ইবনুল জাওযী, যাহাবী, সুবকী, ইবনে হাজার এবং অন্যান্যরা এটিকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। দেখুন: আলবানী রচিত আয-যঈফাহ (৮৮১)।

২ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে আছে: সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিজ মাযহাবের ইমামদের রচিত গ্রন্থাবলী নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তার উচিত বিরোধীদের বক্তব্য এবং তাদের দলীলসমূহ দেখা, আর যার সাথে দলীল থাকবে তার অনুসরণ করা। আল্লাহর নিকটই তাওফীক কাম্য।

৩ সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৫।

(ص: 389)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} 1: " فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك، أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فأفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترب به من الاستخفاف في حق الأمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى" اهـ. وقال أبو جعفر ابن جرير - رحمه الله تعالى - عن الضحاك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} قال: "يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه".

قال أبو جعفر ابن جرير: "أدخلت "عن" لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين".

قوله: "أو يصيبهم" في عاجل الدنيا عذاب من الله موجه على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سيع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} 2 الآية.

(وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} 3. فقلت له: "إننا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم". رواه أحمد والترمذي وحسنه 4.

فقلت: "إننا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم". رواه أحمد والترمذي وحسنه".

هذا الحديث قد روي من طرق؛ فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني، وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله: "عن عدي بن حاتم" أي الطائي المشهور.

وحاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج- بفتح الحاء- المشهور بالسخاء والكرم، قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم

1 سورة النور آية: 63.

2 سورة التوبة آية: 31.

3 سورة التوبة آية: 31.

শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) মহান আল্লাহর বাণী: {যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক থাকে} ১-এর অর্থ সম্পর্কে বলেন: "যখন আল্লাহর আদেশের বিরোধিতাকারীকে কুফর ও শিরক অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তখন এটি প্রমাণ করে যে, তা কুফর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে ধাবিত করতে পারে। এটি সুবিদিত যে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে ধাবিত হওয়া হলো নিছক নাফরমানি করার ফল; আর কুফরের দিকে ধাবিত হওয়া হলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট আদেশদাতার হকের প্রতি অবজ্ঞার কারণে, যেমনটি অভিশপ্ত ইবলিস করেছিল।" সমাপ্ত। আবু জাফর ইবনে জারীর (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) যাহহাক থেকে আল্লাহর বাণী: {যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক থাকে যে, তাদের ওপর কোনো ফিতনা আপতিত হতে পারে} এর ব্যাখ্যায় বলেন: "তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হবে, ফলে সে ঈমান আনবে না বরং তার জিহ্বায় কুফর প্রকাশ পাবে এবং তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

আবু জাফর ইবনে জারীর বলেন: "এখানে 'আন' (থেকে) অব্যয়টি যুক্ত করা হয়েছে কারণ বাক্যের অর্থ হলো—যারা তাঁর আদেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তারা যেন সতর্ক থাকে।"

তাঁর উক্তি: "অথবা তাদের ওপর আপতিত হবে" অর্থাৎ দুনিয়ার নগদ জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা করার কারণে।

তাঁর উক্তি: "আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছেন: {তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম তনয় মাসীহকেও} ২ আয়াতাংশ।

{...এবং তাদের সংসারবিরাগীদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে ছেড়ে এবং মারইয়াম তনয় মাসীহকেও; অথচ তারা কেবল এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তিনি তা থেকে পবিত্র} ৩। আমি তাঁকে (নবীজিকে) বললাম: "আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না।" তিনি বললেন: "আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করত না এবং তোমরাও কি তা হারাম মনে করতে না?"

আবার আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা কি তা হালাল করত না এবং তোমরাও কি তা হালাল মনে করতে না?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "এটাই তাদের ইবাদত।" এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান বলেছেন ৪।

আমি বললাম: "আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না।" তিনি বললেন: "আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করত না এবং তোমরাও কি তা হারাম মনে করতে না? আবার আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা কি তা হালাল করত না এবং তোমরাও কি তা হালাল মনে করতে না?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "এটাই তাদের ইবাদত।" এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান বলেছেন।

এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; ইবনে সাদ, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, তাবারানি, আবুশ শাইখ, ইবনে মারদুওয়াইহি এবং বাইহাকী এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর উক্তি: "আদী বিন হাতিম থেকে" অর্থাৎ প্রখ্যাত আদী আত-তায়ী।

আর হাতিম হলেন ইবনে আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আল-হাশরাজ —হা-বর্ণে ফাতহাহ (যবর) সহ— যিনি দানশীলতা ও মহত্ত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন।

১ সূরা আন-নূর আয়াত: ৬৩।

২ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৩১।

৩ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৩১।

৪ এর তাখরীজ ইতিপূর্বে ৮০ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ص: 390)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

في شعبان سنة تسع من الهجرة، فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة.

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعالى في آخر الآية: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} . ونظير ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} 1. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم، لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف البقلد، وهو من هذا الشرك.

ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، أو يحرم، فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بزم من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل:

" فتغيرت الأحوال، وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين".
فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية النور.

الثانية: تفسير آية براءة.

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.

وَأَمَّا طَاعَةُ الْأُمَرَاءِ وَمَتَابِعَتُهُمْ فَيَبْأَىٰ يَخَالِفَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عَمِتَ بِهَا الْبُلُوَىٰ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي أَكْثَرِ الْوَلَاةِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَهَلُمَّ جَرَا. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} 2. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين". رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.

1 سورة الأنعام آية: 121.

2 سورة القصص آية: 50.

হিজরীর নবম বর্ষের শাবান মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একশ বিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

এই হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর অবাধ্যতা করে ধর্মগুরু ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করা এবং এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না; কারণ মহান আল্লাহ আয়াতের শেষে বলেছেন: "তাদেরকে কেবল এক ইলাহের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি অত্যন্ত পবিত্র।" আর এর সদৃশ হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী: "যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা থেকে তোমরা খেয়ো না, নিশ্চয় তা পাপাচার। আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয় যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তবে নিশ্চয় তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" ১। অনেক মানুষই তাদের অনুসৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই পাপে লিপ্ত হয়েছে; কারণ যখন দলিল তাদের অনুসৃত ব্যক্তির মতের বিপরীতে যায়, তখন তারা দলিলের পরোয়া করে না, আর এটি এই শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং মনে করে যে, এমতাবস্থায় দলিলের অনুসরণ করা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) অথবা হারাম; ফলে ফিতনা চরম আকার ধারণ করেছে।

সে বলে: তারা দলিল সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং মুজতাহিদ ব্যতীত কেউ দলিল গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি কখনো কখনো তারা দলিলের ওপর আমলকারীর নিন্দাও করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের সেই পরবাস অবস্থার অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি আমাদের শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-মাসায়িল'-এ বলেছেন:

"অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো এবং শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, অধিকাংশ মানুষের নিকট সংসারবিরাগীদের পূজা করাই সর্বোত্তম আমলে পরিণত হলো এবং তারা এর নাম দিল 'ওয়ালাইয়াত' (আল্লাহর বন্ধুত্ব)। আর ধর্মগুরুদের ইবাদত করাকে তারা ইলম (জ্ঞান) ও ফিকহ (তত্ত্বজ্ঞান) হিসেবে গণ্য করলো। এরপর অবস্থার আরও পরিবর্তন হলো এবং এমন ব্যক্তিদের উপাসনা শুরু হলো যারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর দ্বিতীয় অর্থের বিচারে (আনুগত্যের ক্ষেত্রে) এমন ব্যক্তিদের ইবাদত করা হলো যারা মূর্থদের অন্তর্ভুক্ত।"

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: সূরা আন-নূরের আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত: সূরা বারায়াতের (তওবা) আয়াতের ব্যাখ্যা।

তৃতীয়ত: আদি ইবনে হাতিম যে ইবাদতের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন, তার অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

চতুর্থত: ইবনে আব্বাস কর্তৃক আবু বকর ও উমর এবং ইমাম আহমাদ কর্তৃক সুফিয়ানের উদাহরণ প্রদান।

পঞ্চমত: অবস্থার পরিবর্তন এমন পর্যায়ে পৌঁছানো যে, অধিকাংশের নিকট সংসারবিরাগীদের পূজা সর্বোত্তম আমল হওয়া এবং একে 'ওয়ালাইয়াত' নামকরণ করা। আর ধর্মগুরুদের পূজা করাকে ইলম ও ফিকহ বলা। অতঃপর অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন ব্যক্তিদের উপাসনা করা যারা নেককার নয়, এবং দ্বিতীয় অর্থের বিচারে মূর্থদের ইবাদত করা।

আর শাসকবর্গের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়ত বিরোধী কাজে তাদের অনুসরণ করার যে ফিতনা, তা প্রাচীন ও আধুনিককালে খুলাফায়ে রাশিদীনের পরবর্তী অধিকাংশ শাসকের যুগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

"অতঃপর তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হেদায়েত ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ

জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" ২। যিয়াদ ইবনে হুদাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, "তুমি কি জানো কোন জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়?" আমি বললাম, "না"। তিনি বললেন, "আলেমের পদস্থলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়।" এটি দারেমী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা সত্যের পথ দেখায় এবং সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

১. সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১২১।

২. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০।

(ص: 391)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}

بَاب "قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} 1 الْآيَات.

قَالَ الْعِمَادُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: "وَالْآيَةُ ذَامَةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْبَاطِلِ; وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا".

وَتَقْدُمُ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حُدَّةٍ لِلطَّاغُوتِ، وَأَنَّهُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حُدَّةَ مَنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبِعٍ أَوْ مَطَاعٍ، فَكُلُّ مَنْ حَاكَمَ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ; فَإِنَّ التَّحَاكُمَ لَيْسَ إِلَّا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده،
 وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزله منزلة لا يستحقها.
 وكذلك من عبد شيئاً دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحاً صارت
 عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
 جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ
 شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ
 عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ

1 سورة النساء آية: 60.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে? তারা ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তা অস্বীকার করে।}

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে...}
 ১ আয়াতসমূহ।

ইমাদ ইবনে কাসীর -রাহিমাল্লাহু তা'আলা- বলেছেন: "এই আয়াতটি তাদের নিন্দা করছে যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়েছে এবং এ দু'টি ছাড়া অন্য বাতিল বিষয়ের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে; আর এখানে তাগুত দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।"

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম -রাহিমাল্লাহু- তাগুতের সংজ্ঞায় যা উল্লেখ করেছেন তা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাগুত হলো এমন প্রতিটি বিষয় যার মাধ্যমে বান্দা তার সীমা অতিক্রম করে—চাই তা মাবুদ (উপাস্য) হোক, অনুসরণীয় হোক কিংবা আনুগত্যশীল হোক। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুকে বিচার প্রার্থনা করল, সে মূলত তাগুতের কাছেই বিচার প্রার্থনা করল, যাকে অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা বিচার

ফয়সালা কেবল আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এবং যা দ্বারা বিচার করা হয় তার মাধ্যমেই হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টি ব্যতীত অন্য কিছুর কাছে বিচার প্রার্থনা করল, সে তার সীমা লঙ্ঘন করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা থেকে বেরিয়ে গেল এবং একে এমন এক মর্যাদায় আসীন করল যার সে যোগ্য নয়।

একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করল, সে মূলত তাগুতেরই ইবাদত করল। যদি সেই মারুদ সৎ ব্যক্তি হন, তবে ইবাদতকারীর এই ইবাদত শয়তানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যে তাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদের বলব, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর আমি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেব এবং তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার পূর্বকৃত আমলগুলো পরীক্ষা করবে এবং তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে...}

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০।

(ص: 392) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} 1. وكقوله: {وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ} 2. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، مما يتخذة المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عبادة أن

يكفروا بعبادته، ويتبرءوا منه؛ ومن عبادة كل معبود سوى الله كائناً من كان، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله؛ وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ} 3. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: "الطاغوت ما عبد من دون الله".

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} 4. وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} 5. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: "يزعمون" من نفي إيمانهم؛ فإن "يزعمون" إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، يحقق هذا قوله: "وقد أمروا أن يكفروا به"؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدًا،

2 سورة سبأ آية: 40-41.

3 سورة الممتحنة آية: 4.

4 سورة المائدة آية: 49.

5 سورة النساء آية: 65.

...তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। ১। এবং তাঁর বাণীর মতো: "যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদের বলবেন: এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত? তারা বলবে: আপনি পবিত্র! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা জিনের ইবাদত করত, তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।" ২। আর যদি সে এমন কেউ হয় যে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, অথবা যদি তা গাছ, পাথর, কবর বা অন্য কিছু হয় যা মুশরিকরা পুণ্যবান ব্যক্তি ও ফেরেশতাগণের আকৃতিতে বা অন্য কোনো রূপে প্রতিমা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবে তা সেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত যার ইবাদতকে অস্বীকার (কুফরি) করতে এবং তা থেকে সম্পর্কহীন হতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন; এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যের ইবাদত থেকেও সম্পর্কহীন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, সে যে-ই হোক না কেন। এ সবই শয়তানের কাজ ও প্ররোচনা, সেই সকল বাতিলের দিকে আহ্বান করেছে এবং সম্পাদনকারীর নিকট তা সুশোভিত করেছে। এটি সেই তাওহীদের পরিপন্থী যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যের মর্মার্থ। সুতরাং তাওহীদ হলো: আল্লাহ ছাড়া ইবাদতকারীরা যার ইবাদত করে এমন সকল তাগুতকে অস্বীকার করা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।" ৩। আর যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করল, সে তার সীমা লঙ্ঘন করল এবং তাকে এমন ইবাদত প্রদান করল যার সে যোগ্য নয়।

ইমাম মালিক (রাহিমাল্লাহ) বলেছেন: "তাগুত হলো তা-ই, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।"

একইভাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো বিচার কামনা করল, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তা ত্যাগ করল এবং তা থেকে বিমুখ হলো। সে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর যে নির্দেশের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পাঠিয়েছেন তার বিরোধিতা করল। আল্লাহর বাণী: "আর আপনি তাদের মধ্যে বিচার করুন আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার মাধ্যমে এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না, আর তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন যাতে আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাজিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত না করে।" ৪। এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: "অতএব আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক মানবে, অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দেবেন সে সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা সম্ভূষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" ৫। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নির্দেশ দিয়েছেন তার বিরোধিতা করল—এভাবে যে সে মানুষের মধ্যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করল অথবা নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসরণে তা প্রার্থনা করল—সে তার ঘাড় থেকে ইসলাম ও ঈমানের বন্ধন ছিন্ন করল, যদিও সে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে। কারণ আল্লাহ তাআলা যারা এমনটি চায় তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের ঈমানের দাবিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন; তাঁর বাণী: "তারা দাবি করে" এর মধ্যে তাদের ঈমানের অনুপস্থিতি নিহিত রয়েছে। কেননা "তারা দাবি করে" শব্দটি সাধারণত এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে এমন কোনো দাবি করে যাতে সে মিথ্যাবাদী, কারণ সে তার দাবির আবশ্যকীয় বিষয়ের বিরোধিতা করছে এবং এর পরিপন্থী কর্মে লিপ্ত। এর সত্যতা প্রমাণ করে তাঁর এই বাণী: "অথচ তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে"। কেননা তাগুতকে অস্বীকার করা তাওহীদের একটি রুকন বা স্তম্ভ, যেমনটি সূরা বাকারার আয়াতে রয়েছে। সুতরাং যখন এই রুকন অর্জিত হলো না, তখন সে মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) হতে পারল না।

১ সূরা ইউনুস আয়াত: ২৮-২৯-৩০।

২ সূরা সাবা আয়াত: ৪০-৪১।

৩ সূরা আল-মুমতাহিনা আয়াত: ৪।

৪ সূরা আল-মায়িদা আয়াত: ৪৯।

(ص: 393)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ} 1 الآية. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} 2 يبين تعالى في هذه الآية

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} 3.

أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله؛ وأكده بالمصدر، ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى.

ففي هذه الآية أربعة أمور:

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده بالمصدر. الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب العالمين، أوحاه إلى رسوله الكريم، وبلغه عبده الصادق الأمين -صلوات الله وسلامه عليه-.

قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} . بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه، وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان.

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " هذا دليل على أنه من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين".

قوله: {وَيَصُدُّونَ} لازم وهو بمعنى يعرضون؛ لأن مصدره "صدودا" فما أكثر من اتصف بهذا الوصف! خصوصاً ممن يدعي العلم؛ فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيراً ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتبادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون

1 سورة البقرة آية: 256.

2 سورة النساء آية: 60.

3 سورة النساء آية: 60-61-62.

তাওহীদ হলো ঈমানের মূল ভিত্তি, যার মাধ্যমে সকল আমল সঠিক হয় এবং যার অভাবে আমল নষ্ট হয়ে যায়; যেমনটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে স্পষ্ট হয়েছে: {অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে অবশ্যই এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল} ১ নং আয়াত। আর তা এই কারণে যে, তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা তার প্রতি ঈমান রাখারই নামান্তর। এবং তাঁর বাণী: {আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করতে} ২। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন

{এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে তোমার থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিতে। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়? তারপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তোমার কাছে আসে যে, আমরা কেবল কল্যাণ ও সম্প্রীতিই চেয়েছিলাম} ৩।

তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা শয়তানের নির্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে তার অনুসারীদের নিকট একে সুশোভিত করে। আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, এটি শয়তানের বিভ্রান্ত করার একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে সে বিভ্রান্ত করে। তিনি একে মাসদার (ক্রিয়ামূল) দ্বারা

গুরুত্বারোপ করেছেন এবং একে 'দূরবর্তী' বলে বিশেষিত করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, এটি চরম বিভ্রান্তি এবং হিদায়াত থেকে অনেক দূরের পথ।

এই আয়াতে চারটি বিষয় রয়েছে:

প্রথম: এটি শয়তানের ইচ্ছা। দ্বিতীয়: এটি পথভ্রষ্টতা। তৃতীয়: মাসদার বা ক্রিয়ামূল যোগে এর ওপর তাকিদ বা জোর প্রদান। চতুর্থ: একে সত্য ও হিদায়াতের পথ থেকে দূরবর্তী বলে অভিহিত করা। সুতরাং আল্লাহ অতি পবিত্র, এই কুরআন কতই না মহান এবং কতই না অলঙ্কারপূর্ণ! এটি যে রাসূল আলামীনের বাণী, তার কতই না বড় প্রমাণ! তিনি এটি তাঁর সম্মানিত রাসূলের প্রতি ওহী করেছেন এবং তাঁর সত্যবাদী ও আমানতদার বান্দা তা পৌঁছে দিয়েছেন—তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

তাঁর বাণী: {এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে তোমার থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিতে}। আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, এটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে বা তা কামনা করে, সে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করলেও সে ঈমান থেকে অত্যন্ত দূরে রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন—বলেছেন: "এটি এর প্রমাণ যে, যাকে কিতাব ও সুন্নাহর বিচারের দিকে আহ্বান জানানো হয় আর সে তা অস্বীকার করে, সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।"

তাঁর বাণী: {তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়} এটি একটি অকর্মক ক্রিয়া এবং এর অর্থ হলো তারা বিমুখ হয়; কারণ এর মাসদার হলো 'মুখ ফিরিয়ে নেওয়া'। এই বৈশিষ্ট্যে কত মানুষই না বৈশিষ্ট্যমন্ডিত! বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা ইলম বা জ্ঞানের দাবিদার; তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দলীলের দাবিসমূহ থেকে বিমুখ হয়ে এমন ব্যক্তিদের কথার দিকে ঝুঁকে পড়ে যারা অনেক ভুল করেন। তারা চার ইমামের অনুসারী দাবিদার হয়ে এমন ব্যক্তিদের তাকলীদ করে যাদের তাকলীদ করা বৈধ নয় এবং এমন ব্যক্তির কথার ওপর নির্ভর করে যার কথার ওপর নির্ভর করা জায়েয নয়। আর তারা সাব্যস্ত করে...

১. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬।

২. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০।

قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريباً. كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا.

وقوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} 1. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق، وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان.

قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} 2. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: {ثُمَّ أَذِّنْ مُّؤَذِّنٌ أَيْتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} 3 - إلى قوله -: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ} 4. فدلّت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض.

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقيم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه! وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة، تخرج صاحبها عن

الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله، ومن عليه بقوة داعي الإيمان، وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات، وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وقوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} 5

وقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} 6.

قوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} 7 قال أبو بكر ابن عياش في

1 سورة البقرة آية: 11.

2 سورة البقرة آية: 11.

3 سورة يوسف آية: 70.

4 سورة يوسف آية: 73.

5 سورة الأعراف آية: 56.

6 سورة المائدة آية: 50.

7 سورة الأعراف آية: 56.

কিতাব, সুন্নাহ এবং শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী তার কথাটিই তাদের নিকট নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য হয়, যা ব্যতিরেকে ফতোয়া প্রদান করা সঠিক হয় না। ফলে তাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ব্যক্তি আগন্তুক বা অপরিচিত হয়ে পড়েছেন, যেমনটি এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা জমিনে ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।" ১।

অতএব এই আয়াতগুলো এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন, তাহলে অধিকাংশ মানুষ যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য অনুযায়ী আমল ত্যাগ করার যে অবস্থায় পতিত হয়েছে, তা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

তাঁর বাণী: "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।" ২। আরু আল-আলিয়াহ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: অর্থাৎ তোমরা জমিনে আল্লাহর অবাধ্যতা করো না; কারণ যে ব্যক্তি জমিনে আল্লাহর অবাধ্য হলো অথবা আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার আদেশ দিল, সে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করল; কারণ জমিন ও আসমানের সংশোধন বা কল্যাণ তো কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর মহান আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন তাঁর এই বাণীতে: "অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে কাফেলা! তোমরা তো চোর।" ৩ — তাঁর এই বাণী পর্যন্ত —: "তারা বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো নিশ্চিতভাবেই জানো যে, আমরা এই দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।" ৪। সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, প্রতিটি পাপাচারই জমিনে ফাসাদ বা বিপর্যয়।

অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্যের নিকট বিচার ফয়সালা নিয়ে যাওয়া মুনাফিকদের কাজ, যা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতটিতে আরও রয়েছে: প্রবৃত্তি পূজারীদের কথায় প্রতারণা না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা, যদিও তারা তাদের দাবিগুলোকে চাকচিক্যময় করে উপস্থাপন করে। এতে আরও রয়েছে মনগড়া মতামতের দ্বারা প্রতারণা হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা, যতক্ষণ না তার সত্যতার সপক্ষে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে কোনো দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। কত মানুষই না মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং সত্য যখন তার কাছে আসে তখন সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে! আর এটিও জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং এর ফলে আরও অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তিকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে বাতিলের মধ্যে প্রবেশ করায়। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা, নিরাপত্তা এবং দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে চিরস্থায়ী সুস্থতা কামনা করি।

অতএব চিন্তা করে দেখুন, আপনি অধিকাংশের মাঝে এই অবস্থাই পাবেন, তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন এবং যার প্রতি ঈমানের আহ্বানে শক্তি দান করে অনুগ্রহ করেছেন, আর যাকে

প্রকৃতি বা লালসা আসার সময় পূর্ণ বিবেক এবং সংশয় আসার সময় প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন। আর এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

এবং তাঁর বাণী: "আর তোমরা জমিনে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করো না এবং তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকো; নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" ৫ এবং তাঁর বাণী: "তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারকার্যে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" ৬।

তাঁর বাণী: "আর তোমরা জমিনে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।" ৭। আবু বকর ইবন আইয়াশ বলেন...

১ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১১।

২ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১১।

৩ সূরা ইউসুফ আয়াত: ৭০।

৪ সূরা ইউসুফ আয়াত: ৭৩।

৫ সূরা আল-আ'রাফ আয়াত: ৫৬।

৬ সূরা আল-মায়দাহ আয়াত: ৫০।

৭ সূরা আল-আ'রাফ আয়াত: ৫৬।

(ص: 395) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الآية: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَهُمْ فِي فُسَادٍ، فَأَصْلَحَهُمُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنْ دَعَا إِلَى خِلَافِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مِنَ الْمَفْسُودِينَ فِي الْأَرْضِ".

وقال ابن القيم رحمه الله: " قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل، وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره، ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سماع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير الله ورسوله". اهـ. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 1.

قوله: "وقول الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ".

قال ابن كثير رحمه الله: " ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات

আয়াত: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীবাসীর নিকট পাঠিয়েছেন যখন তারা ফাসাদের (বিপর্যয়ের) মধ্যে ছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার বিপরীত কিছু দিকে আহ্বান করে, সে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

ইবনুল কায়েম রহিমাল্লাহ বলেন: "অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন: তোমরা তাতে (জমিনে) পাপাচার এবং আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছু দিকে আহ্বানের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে, শরীয়ত স্পষ্ট করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ডাকার মাধ্যমে জমিনকে সংশোধন করার পর। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা, অন্যের দিকে আহ্বান করা এবং তাঁর সাথে শিরক করা হলো জমিনের বুকে সবচেয়ে বড় ফাসাদ। বরং জমিনের প্রকৃত ফাসাদ তো হলো তাঁর সাথে শিরক করা এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করা। সুতরাং শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দিকে আহ্বান করা, অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করাই হলো জমিনের সবচেয়ে বড় ফাসাদ। জমিন ও জমিনবাসীর কোনো সংশোধন নেই যদি না একমাত্র আল্লাহই মাবুদ ও আনুগত্যপ্রাপ্ত হন, দাওয়াত তাঁরই জন্য হয় অন্য কারও জন্য নয়, এবং আনুগত্য ও অনুসরণ কেবল তাঁর রাসূলেরই হয়। অন্য কারও আনুগত্য কেবল তখনই ওয়াজিব হয় যখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। আর যদি সে তাঁর (রাসূলের) অবাধ্যতা ও তাঁর শরীয়তের বিরোধিতার নির্দেশ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে কোনো কথা শোনা বা আনুগত্য করা যাবে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর অবস্থার ওপর গভীর চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে যে জমিনের সকল সংশোধন আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কারণেই অর্জিত হয়েছে। আর পৃথিবীর সকল অনিষ্ট, ফিতনা, বালা-মুসিবত, দুর্ভিক্ষ, শত্রুর আধিপত্য এবং অন্যান্য সবকিছুর কারণ হলো তাঁর রাসূলের বিরোধিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু দিকে আহ্বান।" (সমাপ্ত)।

এই আয়াতের সাথে অনুচ্ছেদের মিলের দিক হলো এই যে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্যের কাছে বিচারপ্রার্থনা করা পাপাচারসমূহের মধ্যে জমিনকে বিনষ্টকারী অন্যতম বৃহত্তম

বিষয়। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর বিধান কার্যকর করা ছাড়া জমিনের কোনো সংশোধন নেই; আর এটাই মুমিনদের পথ, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর যে ব্যক্তি হেদায়েত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব যা সে বেছে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো; আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্য।} ১।

তাঁর উক্তি: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?}।"

ইবনে কাসীর রহিমাল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে যায়—যা সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সকল অনিষ্ট থেকে নিষেধ করে—এবং মানুষের তৈরি করা মতবাদ, খেয়ালখুশি ও পারিভাষিক রীতিনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে যেগুলোর আল্লাহর শরীয়ত থেকে কোনো ভিত্তি নেই। যেমনটি জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা মূর্খতাবশত ফয়সালা করত।"

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১১৫।

(ص: 396) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان، الذي وضع لهم "الياسق"، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه.

فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير." 1

قوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} 2 استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن الله شرعه، وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بعبادة من الوالدة بولدها، العليم ببصالح عبادة القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره؟ وفي الآية، التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن، وهو الحق، إلى ضده من الباطل.

قوله: "عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " 3. قال النووي: " حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح".

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: "الحجة على تارك الحجّة" بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم، والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح

1 ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بها أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.

2 سورة المائدة آية: 50.

3 ضعيف. مختصر الحجّة على تارك الحجّة (رقم 25- بترقيمي) مخطوط بدار الكتب، وأخرجه البغوي في شرح السنة (1/ 213)، وابن أبي عاصم في السنة (1/1)

(12) . وعزاه الألباني في تخريج المشكاة (59 / 1) إلى الحسن بن سفيان في الأربعين (ق 1 / 95) ، والقاسم بن عساكر في أربعينه وقال: حديث غريب. وأعله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (364) بثلاث علل. وضعفه الألباني في تخريج المشكاة (59 / 1) .

ঐষ্টাসমূহ যেমন তাতাররা চেঙ্গিস খানের কাছ থেকে গ্রহণ করা রাজনৈতিক নিয়মাবলি দিয়ে শাসন করে, যিনি তাদের জন্য "আল-ইয়াসিক" প্রণয়ন করেছিলেন। এটি মূলত একটি বিধানের কিতাব যা তিনি ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শরীয়াহ থেকে সংকলন করেছিলেন এবং এতে এমন অনেক বিধান ছিল যা তিনি কেবল তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

ফলে এটি তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন এক শরীয়তে পরিণত হয়েছে যাকে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর বিধানের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে কাফির, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। ফলে ছোট কিংবা বড় কোনো বিষয়েই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বিধান দিয়ে ফয়সালা করা যাবে না।" ১

তাঁর উক্তি: {আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে??} ২ এটি একটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্নবোধক বাক্য, অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম আর কোনো বিধান নেই। এটি এমন এক ক্ষেত্রে ‘আফআলুত তাফদিল’ (সেরা গুণবাচক শব্দ) ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত যেখানে অন্য কোনো পক্ষ অংশীদার হওয়ার যোগ্য নয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াহ অনুধাবন করেছে এবং ঈমান এনেছে ও নিশ্চিত বিশ্বাস করেছে যে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি জননীর চেয়েও অধিক দয়ালু, তিনি বান্দাদের কল্যাণ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তিনি তাঁর কথা, কাজ, শরীয়াহ ও তকদিরে প্রজ্ঞাময়—তার নিকট আল্লাহর বিধানের চেয়ে অধিক ইনসাফপূর্ণ আর কার বিধান হতে পারে?

আয়াতে জাহেলিয়াতের বিধান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের ওপর তা অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে সর্বোত্তম বিষয় অর্থাৎ সত্য থেকে বিমুখ হয়ে তার বিপরীত বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

তাঁর উক্তি: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী হয়'।" ৩ নববী বলেছেন: "এটি একটি সহীহ হাদীস, যা আমরা 'কিতাবুল হুজ্জাহ' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছি।"

এই হাদীসটি শেখ আবুল ফাতহ নাসর ইবনে ইব্রাহিম আল-মাকদিসি আশ-শাফিয়ী তাঁর 'আল-হুজ্জাতু আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) নববীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাবারানি, আবু বকর বিন আসিম এবং হাফেজ আবু নুআইম ও সেই 'আরবাঈন' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন যার হাদীসগুলো সহীহ হওয়ার শর্ত তিনি আরোপ করেছিলেন।

১ এর সদৃশ এবং এর চেয়েও জঘন্য হলো সেই ব্যক্তি যে ফিরিঙ্গিদের (পাশ্চাত্যের) কথা থেকে আইন গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে রক্তপাত, লজ্জাস্থান এবং ধন-সম্পদের বিচার ফয়সালা করে এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ থেকে যা তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তার ওপর সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। সে নিঃসন্দেহে এমন এক কাফির ও মুরতাদ যে এর ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের দিকে ফিরে আসে না। সে যে নামই ধারণ করুক না কেন এবং সালাত, সিয়াম ও এজাতীয় প্রকাশ্য আমল যাই করুক না কেন, তা তার কোনো উপকারে আসবে না।

২ সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত: ৫০।

৩ যঈফ। মুখতাসারুল হুজ্জাতু আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ (আমার নম্বর অনুযায়ী ২৫ নং), দারুল কুতুবে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত; বাগাভি এটি শারহুস সুন্নাহ (১/২১৩) গ্রন্থে এবং ইবনে আবি আসিম আস-সুন্নাহ (১/১২) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আলবানী তাখরিজুল মিশকাত (১/৫৯)-এ একে হাসান বিন সুফিয়ান-এর আরবাঈন (৯৫/১) এবং কাসিম ইবনে আসাকিরের আরবাঈন-এর দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন: হাদীসটি গরীব। হাফেজ ইবনে রজব জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম (৩৬৪) গ্রন্থে একে তিনটি কারণে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। আলবানী তাখরিজুল মিশকাত (১/৫৯) গ্রন্থে একে যঈফ বলেছেন।

الأخبار، وشاهده في القرآن قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} 1 الآية. وقوله: " {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} 2. وقوله: " {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ} 3، ونحوه هذه الآيات.

قوله: "لا يؤمن أحدكم" أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام.

قوله: "حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". "الهوى" بالقصر، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" 4 5 يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، وينزل عنه في درجة الإسلام، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق. فيقال: مؤمن عاص، أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته؛ فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. 6
كما قال تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} 7. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها - أن الإيمان: قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

2 سورة الأحزاب آية: 36.

3 سورة القصص آية: 50.

4 البخاري: كتاب الأشربة (5578) : باب قول الله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ. ومسلم:
كتاب الإيمان (57) (100) : باب نقصان الإيمان بالعاصي ونفيه عن المتلبس
بالمعصية على إرادة نفي كماله.

5 رواه البخاري ومسلم.

6 في قرّة العيون: وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. وهذا هو الذي يذهب
إليه أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج يكفرون
بaldنوب، والمعتزلون لا يطلقون عليه الإيمان، ويقولون بتخليده في النار، وكلا
الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: (4):
(48) (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . فقيد مغفرة ما
دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة. فقد
أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يخرج من
النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال:
لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله،
وفي قلبه وزن ذرة من خير "

7 سورة النساء آية: 92.

সংবাদসমূহ, আর কুরআনে এর প্রমাণ হলো মহান আল্লাহর বাণী: {তবে না, তোমার রবের
শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের
মধ্যকার বিবাদের বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানবে} ১ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। এবং তাঁর
বাণী: {আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন কোনো মুমিন
পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য তাদের সে বিষয়ে কোনো এখতিয়ার থাকে না} ২। এবং তাঁর বাণী:

{অতঃপর তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করছে} ৩, এবং এ জাতীয় আয়াতসমূহ।

তাঁর উক্তি: "তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না" অর্থাৎ সে সেই ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, যাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে সে ইসলাম পালনকারীদের মধ্যে পাপাচারী ও অবাধ্যদের স্তরে থাকতে পারে।

তাঁর উক্তি: "যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী হয়"। "আল-হাওয়া" (প্রবৃত্তি) হলো যা সে আকাঙ্ক্ষা করে এবং তার নফস যা ভালোবাসে ও যার প্রতি সে ঝুঁকে পড়ে। সুতরাং যা তার নফস ভালোবাসে, যার প্রতি সে ঝুঁকে পড়ে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসারী হয় এবং তা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরোধী কোনো কিছুর দিকে না যায়, তবে এটিই হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের (মুতলাক ঈমান) গুণ। আর যদি এর বিপরীত হয় অথবা তার কিছু অবস্থায় বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয়, তবে তার থেকে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় পূর্ণাঙ্গ ঈমান অপসারিত হবে, যেমন আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে: "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না, আর চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না" ৪ ৫ অর্থাৎ পাপের কারণে তার থেকে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় পূর্ণাঙ্গ ঈমান বিলুপ্ত হয় এবং সে ঈমানের স্তর থেকে নেমে ইসলামের স্তরে অবস্থান করে এবং তার ঈমান হ্রাস পায়। ফলে পাপ বা ফাসেকির শর্ত ছাড়া তার ওপর ঈমান শব্দটির নিঃশর্ত প্রয়োগ করা যায় না। এমতাবস্থায় বলা হবে: সে একজন পাপাচারী মুমিন, অথবা বলা হবে: সে তার ঈমানের কারণে মুমিন আর পাপের কারণে ফাসেক; ফলে তার কাছে কেবল সেই মূল ঈমানটুকু থাকে যা ছাড়া তার ইসলামই সহিহ হবে না। ৬

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করা} ৭। আর উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ যে মূলনীতির ওপর রয়েছেন তার দলীলসমূহ—যে ঈমান হলো কথা, কাজ ও নিয়ত; যা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়—তা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে বিদ্যমান।

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫।

২ সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬।

৩ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০।

৪ বুখারি: পানীয় অধ্যায় (৫৫৭৮): অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যেন তোমরা সফল হতে পারো।' এবং মুসলিম: ঈমান অধ্যায় (৫৭) (১০০): অনুচ্ছেদ: পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পাওয়া এবং পাপাচারী ব্যক্তি থেকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানকে অস্বীকার করা।

৫ বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

৬ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এটিই সেই তাওহিদ যাতে শিরক বা কুফরের কোনো সংমিশ্রণ নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এই মতই পোষণ করেন, যা খারেজি ও মুতাজিলাদের মতের বিপরীত; কেননা খারেজিরা পাপের কারণে কাফের সাব্যস্ত করে, আর মুতাজিলারা তাকে মুমিন বলে না এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলে। উভয় দলই দ্বীনের মধ্যে নতুনত্বের (বিদআত) উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ করে তা বর্জন করেছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন: (৪: ৪৮) {নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব কিছু যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করেন}। এখানে শিরকের নিম্নপর্যায়ের গুনাহের ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে এবং আহলে সুন্নাতের মতের সত্যতা প্রমাণে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ও অন্যান্যরা আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকে বের করা হবে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ আছে। জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকে বের করা হবে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ আছে। আর জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকে বের করা হবে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ আছে।"

৭ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯২।

أكثر من أن تحصر، فمن ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو فد عبد القيس: "أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله " 2. الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: {وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} 3 الآية.

وقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} 4 الآية. خلافاً لمن قال: إن الإيمان هو القول، وهم المرجئة، وإن قال: من الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة. قال الله تعالى: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} - إلى قوله -: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} 5. أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة. وقد سى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاً، فقال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} 6 قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئاً إلا ركبه.

قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن ببطل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} 7.

فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً، وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً كان ذلك فضلاً. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه

أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة.

1 سورة البقرة آية: 143.

2 البخاري: كتاب الإيمان (53) : باب أداء الخمس من الإيمان. ومسلم: كتاب الإيمان (17) (24) : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين وأبو داود: كتاب الأشربة (3692) : باب في الأوعية والترمذي: كتاب الإيمان (2611) : باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. والنسائي: كتاب الإيمان (120 / 8) : باب أداء الخمس، وأحمد (113/4) .

3 سورة المائدة آية: 31.

4 سورة التوبة آية: 124.

5 سورة البقرة آية: 177.

6 سورة الجاثية آية: 23.

7 سورة محمد آية: 28.

এগুলো সীমাবদ্ধ করার চেয়েও অনেক বেশি। তন্মধ্যে মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না।" ১ অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে তোমাদের সালাত। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী যা তিনি আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন: "আমি তোমাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কী? এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" ২ হাদিসটি বুখারি, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থগুলোতে

রয়েছে। আর ঈমান যে বৃদ্ধি পায় তার দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: "যাতে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" ৩ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত।

এবং তাঁর বাণী: "সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে।" ৪ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত। এটি তাদের মতের পরিপন্থী যারা বলে: ঈমান হলো কেবল মৌখিক স্বীকৃতি, আর তারা হলো মুরজিয়া। আবার কেউ বলে: ঈমান হলো কেবল সত্যায়ন (তাসদিক), যেমন আশআরিগণ। যুক্তি ও শরয়ি উভয়ভাবেই এটি সুবিদিত যে, সত্যের নিয়ত করা হলো সত্যায়ন, সেই অনুযায়ী আমল করা হলো সত্যায়ন এবং সত্য কথা বলাও হলো সত্যায়ন।

বিদআতপন্থীদের কাছে এমন কোনো দলিল নেই যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বক্তব্যকে খণ্ডন করে, আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ বলেন: "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনলে..." - তাঁর এই বাণী পর্যন্ত - "তরাই হলো সেইসব লোক যারা সত্যবাদী।" ৫ অর্থাৎ এই আয়াতে তারা যেসব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমল করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা সত্যবাদী। আর আরবি ভাষায় এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের এই উক্তি: "সুদূঢ় আক্রমণ" (হামলাতুন সাদিকাহ)। আর মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার পরিপন্থী প্রবৃত্তি অনুসরণ করাকে ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন: "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?" ৬ জনৈক মুফাসসির বলেন: সে যা-ই আকাঙ্ক্ষা করে, তা-ই সে করে ফেলে।

ইবনে রাজাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদিসটির অর্থ হলো—মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব বা আবশ্যিক ঈমান পূর্ণকারী মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ভালোবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত আদেশ, নিষেধ এবং অন্যান্য বিষয়ের অনুগামী হয়। সুতরাং তিনি যা আদেশ করেছেন তা সে ভালোবাসবে এবং যা নিষেধ করেছেন তা সে অপছন্দ করবে। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এই অর্থটি বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করে অথবা আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়কে পছন্দ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: "এটি এ কারণে যে, তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিতে অপছন্দ করেছে; ফলে তিনি তাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন।" ৭ সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের ওপর ওয়াজিব হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাকে এমনভাবে ভালোবাসা যা তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত ফরজ কাজগুলো পালন করতে তাকে বাধ্য করে। অতঃপর যদি

সেই ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাকে মুস্তাহাব কাজগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তা অতিরিক্ত ফজিলতের বিষয়। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়সমূহকে এমনভাবে ঘৃণা করা যা তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। যদি সেই ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাকে মাকরুহে তানজিহি (সামান্য অপছন্দনীয় কাজ) থেকেও বিরত রাখে, তবে তাও ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসবে, তা তাকে বাধ্য করবে অন্তর দিয়ে তা-ই ভালোবাসতে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালোবাসেন এবং তা-ই ঘৃণা করতে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ঘৃণা করেন। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা নিয়ে সন্তুষ্ট সে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যাতে অসন্তুষ্ট হন সে তাতে অসন্তুষ্ট হবে এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে এই ভালোবাসা ও ঘৃণার দাবি অনুযায়ী আমল করবে। তবে যদি সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে এর বিপরীত কিছু করে, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অপছন্দ করেন এমন কিছু করে ফেলে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা পছন্দ করেন তা সামর্থ্য ও ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও বর্জন করে, তবে তা তার ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় ভালোবাসার ঘাটতির প্রমাণ বহন করবে।

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩।

২ বুখারি: কিতাবুল ঈমান (৫৩): অধ্যায়: ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) প্রদান করা। মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (১৭) (২৪): অধ্যায়: আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এবং দ্বীনের বিধানসমূহ পালনের নির্দেশ। আবু দাউদ: কিতাবুল আশরিবা (৩৬৯২): পাত্রসমূহ সংক্রান্ত অধ্যায়। তিরমিজি: কিতাবুল ঈমান (২৬১১): ঈমানের সাথে ফরজসমূহ সম্পৃক্ত করার অধ্যায়। নাসায়ি: কিতাবুল ঈমান (৮/১২০): এক-পঞ্চমাংশ প্রদানের অধ্যায় এবং আহমাদ (৪/১১৩)।

৩ সূরা আল-মুদাসসির, আয়াত: ৩১।

৪ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪।

৫ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৭।

৬ সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ২৩।

৭ সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৮।

فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت، فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقال الشعبي: " كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، -لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة-، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جُهينة فيتحاكما إليه " 1. فنزلت {الْمُ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} 2 الآية.

وقد وصف الله المشركين بأتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} 3. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. ولهذا سبي أهلها أهل الأهواء، وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه، وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسول والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان: أن يحب البرء لا يحبه إلا الله 4 فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصاً.

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم.

قوله: "وقال الشعبي". هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه؛

وقيل: " نزلت في رجلين اختصا، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله".

وكان حافظاً علامة ذا فنون. كان يقول: "ما كتبت سوداء في بيضاء"5، وأدرك خلقاً كثيراً من الصحابة، وعاش بضعا وثمانين سنة. قاله الذهبي.

1 ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن جرير (97 /5) مرسلاً. وأما السبب الذي ذكره المصنف بقوله: "وقيل: نزلت في رجلين ... فهو موضوع. فقد علقه الواحدى في أسباب النزول ص 107 ، 108، والبغوي في تفسيره (1 /552) . وفي إسناده كذاب. وقد صح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني (12045) وغيره عن ابن عباس قال: "كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون) الآية. قال الهيثمي (6 /7) : رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في الإصابة (4 /19) : وسنده جيد؛ وأفاده الدوسري في النهج السديد (449) .

2 سورة النساء آية: 60.

3 سورة القصص آية: 50.

4 لما روى البخاري وغيره: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار".

5 لشدة حفظه واستغنائاه به عن الكتابة.

অতএব তাকে তা থেকে তাওবা করতে হবে এবং সেই ওয়াজিব (আবশ্যিক) মহব্বত পূর্ণ করার দিকে ফিরে আসতে হবে, যা পূর্ণ হলে ইবাদতের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। কেননা যাবতীয়

নাফরমানি বা পাপের উৎপত্তি ঘটে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার ওপর নফসের খাহেশ বা প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে।

ইমাম শাবী রহি. বলেন: "একজন মুনাফিক ও একজন ইহুদির মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ইহুদি ব্যক্তিটি বলল: আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বিচার নিয়ে যাব— কেননা সে জানত যে তিনি কোনো ঘুষ গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে মুনাফিকটি বলল: আমরা ইহুদিদের কাছে বিচারের জন্য যাব—কারণ সে জানত যে তারা ঘুষ গ্রহণ করে। অবশেষে তারা উভয়ে জুহায়না গোত্রের এক গণকের কাছে যেতে একমত হলো এবং তার কাছেই বিচারপ্রার্থী হলো।" ১। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে..." ২।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে মুশরিকদেরকে প্রবৃত্তির অনুসারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতঃপর তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন যে তারা কেবল তাদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হেদায়াত ছাড়া যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?" ৩। একইভাবে বিদআত বা নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহের উৎপত্তি ঘটে শরিয়তের ওপর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে। এই কারণেই বিদআতীদেরকে 'আহলুল আহওয়া' বা প্রবৃত্তিপূজারি বলা হয়। তদ্রূপ গুনাহের কাজগুলোর উৎপত্তি ঘটে আল্লাহর ভালোবাসা ও যা তিনি ভালোবাসেন তার ওপর প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে। একইভাবে ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও আবশ্যিকীয় বিষয় হলো—তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসারী হওয়া। সুতরাং একজন মুমিনের ওপর আবশ্যিক হলো আল্লাহ যাঁদের ভালোবাসেন—ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ, নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ (সিদ্দিক), শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিগণকে সাধারণভাবে ভালোবাসা। এই কারণেই ঈমানের স্বাদ লাভের অন্যতম নিদর্শন হলো—মানুষকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ৪। সুতরাং আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং যাঁদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন তাঁদের সাধারণভাবে ঘৃণা করা হারাম; আর এভাবেই পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসল, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করল, আল্লাহর জন্যই দান করল এবং আল্লাহর জন্যই দান করা থেকে বিরত থাকল, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল। আর যার ভালোবাসা, ঘৃণা, দান এবং দান থেকে বিরত থাকা স্বীয় নফসের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হবে, তা তার ওয়াজিব ঈমানের ক্রটি হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তা থেকে তাওবা করা অপরিহার্য। সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

অধ্যায়ের সাথে হাদীসটির প্রাসঙ্গিকতা: মুমিন এবং মুনাফিক ও পাপাচারীদের কথা, কাজ ও সংকল্পের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা।

তাঁর উক্তি: "শাবী বলেছেন"। তিনি হলেন আমির বিন শারাহিল আল-কুফি, স্বীয় যুগের আলিম।

বর্ণিত আছে যে: "এই আয়াতটি এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে যারা বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের একজন বলল: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফয়সালা চাইব, আর অন্যজন বলল: কাব বিন আশরাফের কাছে। এরপর তারা ওমরের কাছে বিচার নিয়ে গেলে তাদের একজন তাকে ঘটনাটি খুলে বলল। তখন তিনি যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচারে সন্তুষ্ট ছিল না তাকে জিজ্ঞেস করলেন: ঘটনা কি এমনই? সে বলল: হ্যাঁ। এরপর তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন।" তিনি (শাবী) ছিলেন হাফিজ, প্রাজ্ঞ আলিম ও বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বলতেন: "আমি সাদার ওপর কালো (কাগজে কালি দিয়ে) কখনো কিছু লিখিনি" ৫, তিনি অসংখ্য সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং আশি বছরের কিছু বেশি সময় জীবিত ছিলেন। ইমাম যাহাবী এটি উল্লেখ করেছেন।

১ এই শব্দে বর্ণিত রেওয়াতটি জয়ীফ (দুর্বল)। ইবনে জারীর (৫/৯৭) এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) "বর্ণিত আছে যে: এটি দুই ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে..." বলে যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তা বানোয়াট (মওজু)। ওয়াহিদী এটি 'আসবাবুন নুয়ুল' (পৃ. ১০৭-১০৮) এবং বাগাবী তাঁর তাফসীরে (১/৫৫২) তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে। তবে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঠিক কারণ সম্পর্কে তাবারানী (১২০৪৫) ও অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "আবু বুরদাহ আল-আসলামী একজন গণক ছিলেন, তিনি ইহুদিদের মধ্যকার বিবাদের বিচার করতেন। কিছু মুসলিমও তার কাছে বিচারের জন্য গেল, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন: (আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে...)।" হায়সামি (৭/৬) বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। হাফিজ ইবনে হাজার 'আল-ইসাবাহ' (৪/১৯) গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদ উত্তম; আদ-দাউসারী 'আন-নাহজুস সাদীদ' (৪৪৯) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

২ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০।

৩ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫০।

৪ যেহেতু বুখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন: "তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং কুফর থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিষ্কিণ্ড হওয়ার মতো অপছন্দ করা।"

৫ তাঁর প্রখর মুখস্থ শক্তির কারণে এবং এর মাধ্যমে লেখার অমুখাপেক্ষিতার কারণে।

(ص: 400)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفياً قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان، ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديماً وحديثاً، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} 1 الآية. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له، والإظهار لعداوته فانتقض به عهده، وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر: سمعت جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، قال: ائذن لي فلا أقول، قال: قل، فأتاه فقال له، وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عتانا. فلما سمعه قال: وأيضاً والله

لتبلمنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفاً، قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: يُسبُّ ابن أحدنا فيقال: رُهن في وسقين من تمر. ولكن نرهنك اللامة- يعني السلاح- قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحرث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلاً فنزل إليهم. -قال سفيان: قال غير عمرو: - قالت له امرأته: إني أسمع صوتاً كأنه صوت دم، قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة2؛ إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف

1 سورة التوبة آية: 73.

2 قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة. ووقع في صحيح البخاري: "ورضيعي أبو نائلة".

এবং আশ-শা'বী যা বলেছেন তাতে এটি স্পষ্ট হয় যে, মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের প্রতি ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের চেয়েও বেশি ঘৃণা পোষণ করে এবং মুমিনদের প্রতি তাদের চেয়েও অধিক শত্রুতা পোষণ করে। যেমনটি বর্তমান যুগে এবং এর পূর্বের সময়গুলোতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সহযোগিতা করা এবং ইসলাম ও ঈমানের নূর নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের আগ্রহের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইতিহাসে যা আছে এবং তাদের পক্ষ থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তা করবে, সে জানতে পারবে যে, এটিই অতীত ও বর্তমানের মুনাফিকদের অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের আনুগত্য করা ও তাদের নিকটবর্তী হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন এবং তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: {হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন} ১ (আয়াত শেষ পর্যন্ত)। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর

ঘটনায় এবং তাঁর ঐ মুনাফিককে হত্যার মধ্যে—যে ইয়াহুদি কা'ব বিন আশরাফের কাছে বিচারপ্রার্থনা করেছিল—ঐ ব্যক্তিকে হত্যার দলিল রয়েছে যে কুফর ও নিফাক প্রকাশ করে। আর এই কা'ব বিন আশরাফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা পোষণ করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত এবং তাঁর শত্রুতা প্রকাশ করত; ফলে তার মাধ্যমে তার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল। মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন: আমি জাবিরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কা'ব বিন আশরাফের (বিহিত করার) জন্য কে আছে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।" মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি?" তিনি বলেন: "হ্যাঁ।" তিনি বলেন: "আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি (তাকে গোপন করার জন্য কিছু) বলি।" তিনি বলেন: "বলো।" অতঃপর তিনি তার কাছে আসলেন এবং তার সাথে কথা বললেন। তাদের উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলেন এবং বলেন: "নিশ্চয়ই এই লোকটি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদকা চেয়েছে এবং সে আমাদের কষ্টে ফেলেছে।" যখন সে এটি শুনল, তখন বলল: "আল্লাহর কসম, তোমরা আরও বেশি বিরক্ত হবে।" তিনি বলেন: "আমরা তো এখন তাঁর অনুসরণ করেছি এবং আমরা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করি যতক্ষণ না দেখি তাঁর বিষয়টি কোন দিকে গড়ায়।" তিনি বলেন: "আমি চেয়েছিলাম আপনি আমাকে কিছু ঋণ দেবেন।" সে বলল: "তাহলে তুমি আমার কাছে কী বন্ধক রাখবে?" তিনি বলেন: "আপনি কী চান?" সে বলল: "তোমরা কি আমার কাছে তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখবে?" তিনি বলেন: "আপনি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, আমরা কীভাবে আপনার কাছে আমাদের নারীদের বন্ধক রাখব?" সে বলল: "তাহলে তোমরা কি তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখবে?" তিনি বলেন: "আমাদের কারো সন্তানকে গালি দেওয়া হবে এবং বলা হবে: একে দুই ওয়াসাক খেজুরের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। বরং আমরা আপনার কাছে 'লাম্মাহ' অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখব।" সে বলল: "ঠিক আছে।" এবং তিনি তার সাথে ওয়াদা করলেন যে, তিনি হারিস, আবু আবস ইবনুল জাবর এবং আব্বাদ বিন বিশরকে সাথে নিয়ে আসবেন। রাবী বলেন: অতঃপর তারা আসলেন এবং রাতে তাকে ডাকলেন, তখন সে তাদের দিকে নেমে আসল। সুফিয়ান বলেন: আমার ছাড়া অন্য জন বলেছেন: তার স্ত্রী তাকে বলল: "আমি এমন একটি আওয়াজ শুনছি যা রক্তের আওয়াজের মতো।" সে বলল: "এ তো কেবল মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এবং তার দুধভাই আবু নাইলাহ ২; নিশ্চয়ই একজন সম্মানিত

ব্যক্তিকে যদি রাতে আঘাত করার জন্যও ডাকা হয়, তবুও সে সাড়া দেয়।" মুহাম্মাদ বললেন:
"সে যখন আসবে তখন আমি..."

১ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৭৩।

২ আন-নববী বলেছেন: সব পাণ্ডুলিপিতে এভাবেই আছে। কাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:
আমাদের শায়খ কাজী শহিদ আমাদের বলেছেন: সঠিক হলো এটি বলা যে: তিনি কেবল
মুহাম্মাদ এবং তার দুধভাই আবু নাইলাহ। আর সীরাত বিশেষজ্ঞরা এভাবেই উল্লেখ করেছেন
যে আবু নাইলাহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর দুধভাই ছিলেন। আর সহিহ বুখারীতে এসেছে:
"এবং আমার দুধভাই আবু নাইলাহ"।

(ص: 401)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل وهو متوشح. فقالوا:
نجد منك ريح الطيب، قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن
أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال:
فأستمكن من رأسه. ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه " 1.

وفي قصة عمر: بيان أن المنافق المغبوض بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في
الصحيحين وغيرهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس؛ فإنه
قال: " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " 2. فصلوات الله وسلامه عليه.

1 مسلم كتاب الجهاد والسير (1801) (119) : باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا تقصير، فالحديث أخرجه البخاري أيضاً: كتاب الرهن (2510) : باب رهن السلاح.

2 البخاري: كتاب المناقب (3518) : باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. مسلم: كتاب البر والصلة (2584) (63) : باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

আমি আমার হাত তার মাথার দিকে প্রসারিত করব, অতঃপর যখন আমি তাকে শক্তভাবে কবজা করতে পারব, তখন তোমরা তাকে ধরবে। তিনি বলেন: যখন সে চাদর পরিহিত অবস্থায় নিচে নেমে এল। তখন তারা বলল: আমরা আপনার নিকট থেকে সুগন্ধি দ্রাণ পাচ্ছি। সে বলল: হ্যাঁ, আমার কাছে অমুক নারী রয়েছে যে আরব নারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুগন্ধিময়ী। তিনি বললেন: আপনি কি আমাকে তার দ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দেবেন? সে বলল: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি দ্রাণ নিলেন এবং আরও অনেকে দ্রাণ নিলেন। এরপর তিনি বললেন: আপনি কি আমাকে পুনরায় অনুমতি দেবেন? বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর তিনি তার মাথা শক্তভাবে কবজা করলেন। তারপর বললেন: তোমরা তাকে ধরো। তিনি বলেন: ফলে তারা তাকে হত্যা করল।

১.

এবং ওমরের ঘটনায় এ কথার বর্ণনা রয়েছে যে, যার মুনাফেকি সুস্পষ্ট, সে যখন তার নিফাক প্রকাশ করে দেয় তখন তাকে হত্যা করা হবে, যেমনটি বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে:

নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্য হতে যারা নিফাক প্রকাশ করেছিল তাদের হত্যা করা বর্জন করেছিলেন মানুষের মন জয়ের উদ্দেশ্যে; কেননা তিনি বলেছিলেন: "লোকে যেন এ কথা না বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেন।" ২. তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১. মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়্যার (১৮০১) (১১৯): ইয়াহুদিদের তাগুত কা'ব বিন আল-আশরাফকে হত্যা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত

হাদিস থেকে। এটি একটি অপূর্ণতা, কারণ হাদিসটি বুখারিও বর্ণনা করেছেন: কিতাবুর রাহন (২৫১০): অস্ত্র বন্ধক রাখা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

২. বুখারি: কিতাবুল মানাকিব (৩৫১৮): জাহেলিয়ার আহ্বান থেকে যা যা নিষিদ্ধ সেই সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। মুসলিম: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ (২৫৮৪) (৬৩): জালিম অথবা মজলুম ভাইকে সাহায্য করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদিস থেকে।

(ص: 401)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: من جحد شيئاً من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ} 1.

قوله: "باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ} .

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها. وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم "الرحمن" عنادا. وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} 2. و"الرحمن" اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال؛ فإذا كان المشركون جحدوا اسماً من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحدوا معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك، فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.

فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى:-

ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان
والللكائي الإمام حكاة عن ... هم بل حكاة قبله الطبراني
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه
به رسوله

1 سورة الرعد آية: 30.

2 سورة الإسراء آية: 110.

পরিচ্ছেদ: যারা আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলির) কোনো কিছু অস্বীকার করে, এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার ফিরে যাওয়া।} ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: যারা আসমা ও সিফাতের কোনো কিছু অস্বীকার করে। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার ফিরে যাওয়া।}।

এই আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ও উল্লিখিত আছে। আর তা হলো, কুরাইশ মুশরিকরা হঠকারিতাবশত "আর-রহমান" নামটিকে অস্বীকার করেছিল। আর মহান আল্লাহ বলেছেন: {বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো তাঁরই।} ২। এবং "আর-রহমান" তাঁর নাম এবং গুণও বটে। এই নামটি এ কথার প্রমাণ দেয় যে, রহমত (দয়া) সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি গুণ, আর এটি পূর্ণতার গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মুশরিকরা যখন মহান আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নামকে অস্বীকার করেছিল, যা সুবহানাহু ওয়া বিহামদিহি-র পূর্ণতার প্রমাণবাহী ছিল, তখন এই নামের অর্থ বা এর অনুরূপ অন্যান্য নামের অর্থ অস্বীকার করাও একই পর্যায়ে বিষয়। কারণ জাহম বিন সাফওয়ান এবং যারা তার অনুসরণ করেছে তারা দাবি করে যে, এই নামগুলো মহান আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো

গুণের প্রমাণ দেয় না। মুতাজিলা, আশাইরা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের একদল লোক এ বিষয়ে তাদের অনুসরণ করেছে।

এই কারণে আহলে সুন্নাতের অনেক আলেম তাদের কাফির বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম -রাহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেছেন:

নিশ্চয়ই বিভিন্ন জনপদের পাঁচশ (পঞ্চাশ গুণ দশ) আলেম ... তাদের কুফরির ফতোয়া দিয়েছেন

আর ইমাম লালকাঈ তাদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন ... বরং তাঁর আগে তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন

কেননা এই জাহমিয়া সম্প্রদায় এবং যারা গুণাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে (তাতীল) তাদের সাথে একমত হয়েছে, তারা মহান আল্লাহ নিজের জন্য যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যা বর্ণনা করেছেন, তা অস্বীকার করেছে।

১. সূরা আর-রাদ, আয়াত: ৩০।

২. সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১১০।

(ص: 402) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماً، هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبّهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطّوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجادات والمعدومات؛ فشبّهوا أولاً وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله؟" 1.

وعطلوا ثانياً، وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته.

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبتته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، لا تشبه صفاته صفات خلقه؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل والله الحمد والمنة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين.

وقد صنف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الرد على الجهمية والمعتلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع، وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رده المشهور، وكتاب السنة لابنه عبد الله، وصاحب الحيدة عبد العزيز الكتاني في رده على بشر المريسي، وكتاب السنة لأبي عبد الله البروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد. وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، وأبي عثمان الصابوني الشافعي، وشيخ الإسلام الأنصاري، وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم، وأهل الحديث. ومن متأخريهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. فله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. والله أعلم.

قوله: "وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون

1 البخاري: كتاب العلم (127) : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا

يفهموا.

তাঁর পূর্ণতার গুণাবলি এবং তাঁর মহিমার বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে। তারা এই ‘তাতিল’ (গুণাবলি অস্বীকার করা)-কে একটি বাতিল মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছে, যা তারা নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করেছে। তারা বলেছে: এই গুণাবলি হলো দেহবিশিষ্ট বস্তুর গুণ। সুতরাং এগুলো সাব্যস্ত করলে অনিবার্যভাবে আল্লাহকে দেহবিশিষ্ট হতে হয়। এটাই তাদের বুদ্ধিবিভ্রাটের উৎস। তারা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে তেমন কিছুই বোঝেনি যা তারা সৃষ্টির গুণাবলির বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝেছে। ফলে তারা তাদের ভ্রান্ত মতামতের শুরুতে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছে, এরপর তাঁকে তাঁর পূর্ণতার গুণাবলি থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁকে অপূর্ণ, জড় ও অস্তিত্বহীন বস্তুর সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং তারা প্রথমে তুলনা (তাশবিহ) করেছে...

এবং সহিহ বুখারিতে আলি (রা.) বলেছেন: "মানুষের কাছে তা-ই বর্ণনা করো যা তারা চেনে (বোঝে); তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হোক?" ১।

এবং দ্বিতীয়ত তারা (গুণাবলিকে) অস্বীকার করেছে, এবং তৃতীয়ত তাঁকে প্রত্যেক অপূর্ণ ও অস্তিত্বহীন বিষয়ের সাথে তুলনা করেছে। ফলে তারা কিতাব ও সুন্নাহ যে বিষয়ের ওপর প্রমাণ দাখিল করে তা বর্জন করেছে, যা হলো আল্লাহ নিজের জন্য যা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য যা বর্ণনা করেছেন, তা আল্লাহর মহিমা ও গান্ধীর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাব্যস্ত করা। এটাই উম্মতের সালাফ এবং ইমামগণ যার ওপর ছিলেন। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করেছেন যা তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন—এমন এক সাব্যস্তকরণ যাতে কোনো সাদৃশ্য প্রদান (তামসিল) নেই এবং এমন এক পবিত্রতা ঘোষণা (তানজিহ) যাতে কোনো অস্বীকার (তাতিল) নেই। কারণ, আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা তাঁর সত্তা (জাত) সম্পর্কে আলোচনারই অনুবর্তী এবং একই পথ অনুসরণ করে। সুতরাং এই অস্বীকারকারীরা (মুয়াততিলা) যেমন আল্লাহর জন্য এমন এক সত্তা সাব্যস্ত করে যা অন্য কোনো সত্তার সদৃশ নয়, তেমনি আহলুস সুন্নাহও তা-ই বলেন এবং আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহিমার বৈশিষ্ট্যসমূহ সাব্যস্ত করেন যা আল্লাহ নিজের জন্য এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন; তাঁর গুণাবলি তাঁর সৃষ্টির গুণাবলির সদৃশ নয়। নিশ্চয়ই তাঁরা

আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর ওপর ঈমান এনেছেন এবং কোনো স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হননি। পক্ষান্তরে ঐ অস্বীকারকারীরা কিতাব ও সুন্নাহর এসব বিষয়কে অস্বীকার করেছে এবং স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং যুক্তি (আকল) ও শরয়ি দালিলের (নাকল) ভিত্তিতে মুয়াততিলাদের বক্তব্য বাতিল হয়ে গেল; সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য। আর এটিই সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি এবং মুসলিম ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত আহলুস সুন্নাহর ঐকমত্য (ইজমা)।

এসকল বিদআত এবং সেগুলোর মধ্যকার স্ববিরোধিতা ও অসারতা বাতিল করার উদ্দেশ্যে জহামিয়া, মুয়াততिला, মুতাজিলা, আশারিয়া ও অন্যদের খণ্ডনে উলামায়ে কেরাম—আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন—অনেক কিতাব রচনা করেছেন। যেমন: ইমাম আহমাদ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর প্রসিদ্ধ খণ্ডনমূলক গ্রন্থে, তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর ‘কিতাবুস সুন্নাহ’, ‘আল-হায়দাহ’ গ্রন্থের লেখক আব্দুল আজিজ আল-কিনানি কর্তৃক বিশর আল-মাররিসির খণ্ডন, আবু আব্দুল্লাহ আল-মারওয়াজির ‘কিতাবুস সুন্নাহ’, একগুঁয়ে কাফিরের—অর্থাৎ বিশর আল-মাররিসির—বিরুদ্ধে উসমান বিন সাঈদের খণ্ডন, ইমামুল আইম্মাহ মুহাম্মাদ বিন খুজাইমা শাফিঈর ‘কিতাবুত তাওহিদ’, আবু বকর আল-খাল্লালের ‘কিতাবুস সুন্নাহ’, আবু উসমান আস-সাবউনি শাফিঈ, শাইখুল ইসলাম আল-আনসারি, আবু উমর ইবনে আব্দুল বার আন-নামারি এবং চার ইমামের অনেক অনুসারী ও আহলে হাদিসগণের কিতাবসমূহ। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীদের থেকে হলেন: আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামা, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তাঁর সাথীবর্গ এবং অন্যান্যগণ—আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। সুতরাং কুপ্রবৃত্তির ভিন্নতা ও মতামতের বিভাজন সত্ত্বেও সুন্নাহ ও সুন্নাহর অনুসারীদের টিকে থাকার জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। আর আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর উক্তি: "এবং সহিহ বুখারিতে আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: মানুষের কাছে তা-ই বর্ণনা করো যা তারা চেনে (বোঝে); তোমরা কি চাও...

১. বুখারি: কিতাবুল ইলম (১২৭): অনুচ্ছেদ: যারা না বোঝার আশঙ্কায় কোনো এক সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে অন্য এক সম্প্রদায়কে ইলমের জন্য নির্দিষ্ট করেন।

أَنْ يُكْذَّبَ اللَّهُ ورسوله؟".

"علي": هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي ابن أبي طالب، وأحد الخلفاء الراشدين.

وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث، وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل¹ فربما استنكرها بعض الناس وردھا. وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض البفاسد لذلك، فأرشدھم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علماً وعملاً، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته، وكثرة خوضهم وجدلهم.

وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم، وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش، والمرعش، والتبصرة؛ لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصيه الله.

وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص؛ لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك؛ ويقول: " لا يقص إلا أمير أو

مأمور " 2. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: " أنه

1 وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريمهم الصدق سبباً في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرها أئمة الجرح والتعديل، وحذروا الناس منها. ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد. فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً إلا بذكر من خرجه، وخير وأولى أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف، إذا كان في غير الصحيحين.

2 ثبت هذا مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك بلفظ: " لا يقص إلا أمير، أو مأمور، أو مختار". أخرجه أبو داود: كتاب العلم (3665) : باب في القصص. وأحمد (22/6، 27/6، 29/6) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (7630) .

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কি অস্বীকার করা হবে?

‘আলী’: তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি তালিব এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম। আর এই বাণীর কারণ—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—তা হলো তাঁর খিলাফতকালে হাদিসের প্রতি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ এবং গল্পকার ও উপদেশ দানকারীদের আধিক্য। তারা তাদের কাহিনীগুলোতে এমন সব হাদিস নিয়ে আসত যা এই পর্যায়ে অপরিচিত ছিল, ফলে কিছু মানুষ হয়তো তা অস্বীকার করত এবং প্রত্যাখ্যান করত। যদিও সেগুলোর কোনো কোনোটির ভিত্তি বা সঠিক অর্থ থাকতে পারে, তবে এর ফলে কিছু অনিষ্টের সৃষ্টি হতো। তাই আমিরুল মুমিনীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তারা যেন সাধারণ মানুষের সামনে কেবল এমন পরিচিত বিষয়ই আলোচনা করে যা মানুষের দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও এর বিধিবিধানে উপকারে আসে—অর্থাৎ যার জ্ঞান অর্জন করা ও আমল করার জন্য তারা আদিষ্ট হয়েছে এমন হালাল-হারামের বর্ণনা—যা থেকে বিমুখকারী এমন বিষয় ছাড়া যা সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ না করার দিকে পরিচালিত করতে পারে, ফলে তা তাদেরকে অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়; বিশেষ করে তাঁর সময়ে মানুষের মধ্যকার মতভেদ এবং তাদের অত্যধিক বাদানুবাদ ও বিতর্কের কারণে।

আমাদের শাইখ গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) মানুষের সামনে কেবল তা-ই পাঠ করা পছন্দ করতেন যা তাদের দ্বীনের মূল বিষয়, ইবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উপকারে আসে, যা জানার প্রয়োজনীয়তা তাদের ফুরায় না। তিনি ইবনুল জাওযীর বইয়ের মতো বইগুলো যেমন: ‘আল-

মুনয়িশ’, ‘আল-মুরিইশ’ এবং ‘আত-তাবসিরাহ’ পাঠ করতে নিষেধ করতেন; কারণ এতে অধিকতর ওয়াজিব ও উপকারী বিষয় থেকে বিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এতে এমন কিছু রয়েছে যা বিশ্বাস করা অনুচিত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আর সুরক্ষিত সেই যাকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

আমিরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানও গল্পকারদের কিচ্ছা-কাহিনী বলতে নিষেধ করতেন; কারণ তাদের কাহিনীতে অদ্ভুত ও আজগুবি বিষয় এবং বর্ণনায় শিথিলতা ইত্যাদি থাকত। তিনি বলতেন: "আমির বা আদিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কিচ্ছা শোনাবে না।" এই সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল থাকাকে নিশ্চিত করা।

আব্দুর রাজ্জাক মা’মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "

১ এই গল্পকাররা সত্যতা যাচাই না করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে অনেক হাদিস জাল করার কারণ হয়েছিলেন, যা জারাহ ও তা’দীল শাস্ত্রের ইমামগণ উল্লেখ করেছেন এবং তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তাঁরা সহিহ, সুনান ও মাসানিদ গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন। তাই বর্তমানে কারো জন্য উচিত নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে কোনো হাদিস সম্বন্ধ করবে তার সংকলনকারীর নাম উল্লেখ করা ছাড়া। আর যদি তা সহিহাইন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে থাকে, তবে এর বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার মান বর্ণনা করা অধিকতর উত্তম ও বাঞ্ছনীয়।

২ এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আওফ ইবনে মালিকের হাদিস থেকে মারফু’ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এই শব্দে: "আমির, আদিষ্ট ব্যক্তি অথবা দাস্তিক লোক ছাড়া কেউ কিচ্ছা শোনাবে না।" এটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন: কিতাবুল ইলম (৩৬৬৫): অধ্যায়: কিচ্ছা-কাহিনী সম্পর্কে। এবং আহমাদ (৬/২২, ৬/২৭, ৬/২৯)। আলবানী একে সহিহুল জামে’ (৭৬৩০)-তে সহিহ বলেছেন।

رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات - استنكاراً لذلك- فقال: ما فرّق هؤلاء؟ يجدون رقة عند مُحكمه، ويهلكون عند متشابهه " 1. انتهى.

المستقيم علماً وعملاً ونية وقصداً، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله: "وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: " أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك، فقال: ما فرّق هؤلاء؟ يجدون رقة عند مُحكمه، ويهلكون عند متشابهه ".

قوله: "وروى عبد الرزاق" هو ابن هبام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً.

ومعمر- بفتح اليمين وسكون العين- أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيراً.

قوله: "عن ابن طاوس" هو عبد الله بن طاوس اليماني. قال معمر: " كان من أعلم الناس بالعربية". وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

قوله: "عن أبيه" هو طاوس بن كيسان الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العلم، قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي.

قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم، قال في تهذيب الكمال: عن الوليد البوقري عن الزهري قال: " قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة، قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من البوالي؟ قلت: من البوالي. قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من البوالي؟

قال: قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميهون بن مهران. قال: فمن العرب أم من

1 صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (485). وقال الألباني في تخريج السنة: "إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم غير ابن ثور واسمه محمد وهو ثقة اتفأفا" ا. هـ.

তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত) সম্পর্কে একটি হাদিস শুনল, তখন সে তা অস্বীকার করে শিউরে উঠল। তখন তিনি বললেন: "এই লোকদের ভয় কিসের? তারা এর মুহকাম (স্পষ্ট) বিষয়ের কাছে কোমলতা অনুভব করে আর মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বিষয়ের কাছে এসে ধ্বংস হয়ে যায়।" ১। সমাপ্ত।

জ্ঞান, আমল, নিয়ত ও উদ্দেশ্যগতভাবে সরল সঠিক পথ, এবং তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যম স্বরূপ সকল বিদআত ও এর উপায়সমূহ বর্জন করা। আল্লাহই সঠিক পথের তাওফিকদাতা, আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

তাঁর বক্তব্য: "আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন মা'মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে: তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস শুনে তা অস্বীকার করে কেঁপে উঠল। তখন তিনি বললেন: এই লোকদের ভয় কিসের? তারা এর মুহকাম (স্পষ্ট) বিষয়ের কাছে কোমলতা অনুভব করে আর মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বিষয়ের কাছে এসে ধ্বংস হয়ে যায়।" তাঁর বক্তব্য: "আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন" - তিনি হলেন ইবনে হাম্মাম আস-সানআনি আল-মুহাদিস, ইয়ামেনের মুহাদিস এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি যুহরীর সাথী মা'মার ইবনে রাশিদ থেকে প্রচুর বর্ণনা করেছেন, আর মা'মার হলেন আব্দুর রাজ্জাকের উস্তাদ, যার থেকে তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন।

আর মা'মার—দুই 'মীম' এ যবর এবং 'আইন' সাকিন যোগে—তিনি আবু উরওয়াহ ইবনে আবি ٱرهو রাশিদ আল-আযদি আল-হাররানি অতঃপর আল-ইয়ামানি। তিনি মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আয-যুহরীর বিশিষ্ট ছাত্র ও সঙ্গীদের অন্যতম একজন, যিনি তাঁর থেকে প্রচুর বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "ইবনে তাউস থেকে" - তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস আল-ইয়ামানি।

মা'মার বলেছেন: "তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন।"

ইবনে উইয়াইনাহ বলেছেন: তিনি ১৩২ হিজরি সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর বক্তব্য: "তাঁর পিতা থেকে" - তিনি হলেন তাউস ইবনে কাইসান আল-জানাতি—'জীম' এবং 'নূন' এ যবর যোগে—প্রসিদ্ধ ইমাম। বলা হয় যে: তাঁর নাম ছিল যাকওয়ান। ইবনে আল-জাওয়ী এটি বলেছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: তিনি তাফসিরের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইলমের ভাণ্ডার ছিলেন।

'তাজিবুল কামাল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে: ওয়ালিদ আল-মুওয়াফ্ফারি হতে যুহরী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আমি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস

বললেন: হে যুহরী, কোথেকে এসেছেন? আমি বললাম: মক্কা থেকে। তিনি বললেন: সেখানে

মক্কাবাসীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কাকে রেখে এসেছেন? আমি বললাম: আতা ইবনে আবি

রাবাহকে। তিনি বললেন: তিনি কি আরবদের মধ্য থেকে নাকি অনারব আযাদকৃত দাস

(মাওয়ালি)? আমি বললাম: অনারব আযাদকৃত দাসদের মধ্য থেকে। তিনি বললেন: কিসের

ভিত্তিতে তিনি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন? আমি বললাম: দ্বীনদারি এবং হাদিস বর্ণনার ভিত্তিতে।

তিনি বললেন: নিশ্চয়ই দ্বীনদার ও হাদিস বর্ণনাকারীদেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। এরপর তিনি

বললেন: ইয়ামেনবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? আমি বললাম: তাউস ইবনে কাইসান। তিনি

বললেন: তিনি কি আরবদের মধ্য থেকে নাকি আযাদকৃত দাস? আমি বললাম: আযাদকৃত

দাসদের মধ্য থেকে। তিনি বললেন: কিসের ভিত্তিতে তিনি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন? আমি

বললাম: আতা যে কারণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই কারণেই। তিনি বললেন: তা-ই হওয়া উচিত।

তিনি বললেন: মিশরবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? আমি বললাম: ইয়াযিদ ইবনে হাবিব। তিনি

বললেন: তিনি কি আরব নাকি আযাদকৃত দাস? আমি বললাম: আযাদকৃত দাস। তিনি

বললেন: শামবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? আমি বললাম: মাকহুল। তিনি বললেন: তিনি কি

আরব নাকি আযাদকৃত দাস? আমি বললাম: আযাদকৃত দাস; তিনি একজন নুবীয় দাস ছিলেন

যাকে ছায়াইল গোত্রের এক মহিলা আযাদ করেছিলেন। তিনি বললেন: জাজিরাবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? আমি বললাম: মাইমুন ইবনে মাহরান। তিনি বললেন: তিনি কি আরব নাকি...

১ সহিহ। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি আসিম 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে (৪৮৫)। আলবানী 'তাখরিজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেছেন: "এর সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীগণ মুসলিমের শর্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য, তবে ইবনে সাওর ব্যতীত, তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য।" সমাপ্ত।

(ص: 405)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

البوأي؟ قال: قلت: من البوأي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاک بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من البوأي؟ قال: قلت: من البوأي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من البوأي؟ قلت: من البوأي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من البوأي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن البوأي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط ". قوله: "عن ابن عباس" قد تقدم، وهو خبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" 1. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير: كجَاهِد، وسعيد بن جبیر، وعطاء ابن أبي رباح، وطاوس وغيرهم.

قوله: "ما فرق هؤلاء؟" يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئاً من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي

خوف، فإذا سبعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين². قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: "إذا جلس الرب على الكرسي" فأقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: "أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها". أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: {أَفْتَوُمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} 3. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

1 تقدم تخريجه برقم (44) .

2 قال الشيخ رحمه الله في قرّة عيون الموحدين: وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعائهم غيلان. قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية، فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحي بعد صلاة العيد بمكة. اهـ.

3 سورة البقرة آية: 85.

আযাদ করা দাসরা? তিনি বলেন: আমি বললাম: আযাদ করা দাসদের থেকে। তিনি বললেন: তাহলে খোরাসানবাসীদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? আমি বললাম: দাহহাক ইবনে মুযাহিম। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে নাকি আযাদ করা দাসদের থেকে? আমি বললাম: আযাদ করা দাসদের থেকে। তিনি বললেন: তাহলে বসরাবাসীদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? আমি বললাম:

হাসান বসরী। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে নাকি আযাদ করা দাসদের থেকে? আমি বললাম: আযাদ করা দাসদের থেকে। তিনি বললেন: আক্ষেপ তোমার প্রতি! কুফাবাসীদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? আমি বললাম: ইব্রাহিম আন-নাখয়ী। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে নাকি আযাদ করা দাসদের থেকে? আমি বললাম: আরবদের থেকে। তিনি বললেন: আক্ষেপ হে যুহরী! তুমি আমাকে ভারমুক্ত করলে। আল্লাহর কসম, অবশ্যই এই ভূখণ্ডে আযাদ করা দাসরা আরবদের ওপর নেতৃত্ব দেবে, এমনকি তাদের জন্য মিসরের ওপর খুতবা দেওয়া হবে আর আরবরা তাদের নিচে থাকবে। আমি বললাম: হে আমিরুল মুমিনীন, এটি মূলত দীন; যে একে সংরক্ষণ করবে সে-ই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে, আর যে একে অবহেলা করবে সে পতিত হবে। তাঁর বাণী: "ইবনে আব্বাস থেকে" - এটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি হলেন এই উম্মতের বিজ্ঞ আলিম এবং কুরআনের ভাষ্যকার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন: "হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন এবং তাকে ব্যাখ্যার জ্ঞান শিক্ষা দিন।" ১।

আর তাঁর থেকে তাঁর ছাত্র তাফসীরের ইমামগণ বর্ণনা করেছেন: যেমন মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আতা ইবনে আবি রাবাহ, তাউস এবং অন্যান্যরা।

তাঁর বাণী: "এদের কী হলো যে তারা ভীত হচ্ছে?" তিনি তাঁর সাথীদের থেকে জানতে চাচ্ছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তাঁর মজলিসে উপস্থিত কিছু লোকের দিকে ইঙ্গিত করছেন। তারা যখন কুরআনের সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াত এবং এর অর্থ শোনে, তখন তাদের মাঝে ভীতি বা শঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর গুণাবলী (সিফাত) সংক্রান্ত কোনো হাদীস শোনে, তখন তারা অস্বীকারকারীর ন্যায় শিউরে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে সেই অপরিহার্য ঈমান অর্জিত হয় না যা আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন। ২। ইমাম যাহাবী বলেন: ওয়াকি' ইসরাঈল থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন: "যখন পালনকর্তা কুরসীর ওপর বসেন"। তখন ওয়াকি'র কাছে থাকা এক ব্যক্তি শিউরে উঠল। এতে ওয়াকি' রাগান্বিত হয়ে বললেন: "আমরা আমাশ এবং সুফিয়ানকে পেয়েছি, তাঁরা এই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন এবং তা অস্বীকার করতেন না।" এটি আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ 'কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়াহ'-তে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তা গ্রহণ না করার কারণে তাদের থেকে সেই ঈমান বর্জন করার বিষয়টি ঘটে যা বিশ্বাস করা অপরিহার্য ছিল। ফলে তাদের অবস্থা তাদের মতো হয়ে যায় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?" ৩। সুতরাং কুফর থেকে কেউ মুক্তি পাবে না যতক্ষণ

না সে আল্লাহর কিতাবের সবটুকুর প্রতি ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) রাখার যা ওয়াজিব তা পালন না করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ (রূপক বা অস্পষ্ট)। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর...

১. এর উদ্ধৃতি ৪৪ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে।

২. শায়খ (রহিমাহুল্লাহ) 'কুররাতু উয়ুনিল মুওয়াহহিদীন'-এ বলেন: ইবনে আব্বাসের যুগে কাদারিয়াহদের বিদআত প্রকাশ পেয়েছিল, যেমনটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। তাদের দাঈদের মধ্যে গায়লানকে হত্যা করা হয়েছিল। হিশাম বিন আবদুল মালিক তাকে হত্যা করেন যখন সে তাকদীর অস্বীকার করার ওপর অটল ছিল। এরপর জা'দ বিন দিরহাম জাহমিয়াহদের বিদআত প্রকাশ করে, তখন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসরী তাকে মক্কায় ঈদের নামাযের পর কুরবানীর দিন হত্যা করেন। সমাপ্ত।

৩. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫।

(ص: 406) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ { 1. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع: كالخوارج والرافضة والقدرية، ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. وقد وقع

منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم؛ فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس.

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها، وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة البراد، والتوفيق بين النصوص، والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فله الحمد لا نحصي ثناء عليه.

" ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه "

قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم - وصححه-2 عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. فأحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتهم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا ". قال: وأخرج عبد بن حبيد عن قتادة في قوله تعالى: { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ } 3 الآية. قال: طلب القوم التأويل، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: { آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ } 4 قال: "منهن قوله تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } 5 إلى ثلاث آيات، ومنهن " {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} 6 إلى آخر الآيات".

وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم: "المحكمات النسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات".

1 سورة آل عمران آية: 7.

2 352- حسن: الحاكم (1/ 553) . وحسنه الألباني في الصحيحة (587) لطرقة.

3 سورة آل عمران آية: 7.

4 سورة آل عمران آية: 7.

5 سورة الأنعام آية: 151.

6 سورة الإسراء آية: 23.

তারা বলেন: {আমরা এতে ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বুদ্ধিমানগণ ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।} ১। সুতরাং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা কুরআনের সেই অংশগুলোর প্রতি ঈমান আনার আবশ্যিকতা ছেড়ে দিয়েছে যার অর্থ তারা জানে না। অথচ এটি সত্য যাতে কোনো মুমিন সন্দেহ করে না। আর তাদের কেউ কেউ তা থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় এমন অর্থ বুঝে থাকে এবং একে ভুল অর্থে প্রয়োগ করে। যেমনটি বিদআতপন্থীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে: যেমন খারিজি, রাফেজি, কাদারিয়াহ এবং তাদের ন্যায় যারা কুরআনের কিছু আয়াতকে নিজ বিদআতের আলোকে ব্যাখ্যা করে। তাদের পক্ষ থেকে বিদআত এবং সিরাতুল মুস্তাকিম (সরল পথ) থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। বিদআতপন্থীদের বাস্তবতা এবং আয়াতগুলোর অর্থের বিকৃতি ইবনে আব্বাসের উক্তির মর্ম স্পষ্ট করে দেয়।

এই বিদআতগুলোর কারণ হলো এদের অনুসারীদের অজ্ঞতা ও বুঝের সীমাবদ্ধতা এবং শরিয়াহর জ্ঞানসমূহ যথাযথ পদ্ধতিতে গ্রহণ না করা। আর তারা সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেনি যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক উদ্দেশ্য জানার তৌফিক দিয়েছেন, যারা দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয় করেন এবং নিশ্চিতভাবে জানেন যে একটি দলিল অন্যটির বিরোধিতা করে না, আর যারা মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতকে মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করান। এটিই হলো সকল যুগে ও সকল স্থানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পদ্ধতি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর অসংখ্য প্রশংসা করছি।

"মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে পূর্বসূরি ওলামাদের থেকে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ"

'আদ-দুররুল মানসুর' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন - এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন২ - ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ একটি দরজা দিয়ে এক অক্ষরের (বা পদ্ধতিতে) নাজিল হতো, কিন্তু কুরআন সাতটি দরজা দিয়ে সাতটি অক্ষরে নাজিল হয়েছে: ধমক, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ এবং উপমা। সুতরাং তোমরা এর হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করো, এর হারামকে হারাম হিসেবে গণ্য করো, যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো, যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকো, এর উপমাগুলো থেকে শিক্ষা নাও, এর মুহকাম অনুযায়ী আমল করো এবং এর মুতাশাবিহর প্রতি ঈমান আনো। আর তোমরা বলো: আমরা এতে ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে।" তিনি বলেন: আবদ ইবনে হুমাইদ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: {তবে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টি ও অপব্যর্থতার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে} ৩। তিনি বলেন: লোকেরা অপব্যর্থতা (তাউইল) খুঁজেছে, ফলে তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং ফিতনায় পতিত হয়েছে; তারা এর মুতাশাবিহ তালাশ করেছে এবং এর মাঝেই ধ্বংস হয়েছে। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারির এবং ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: {সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ} ৪। তিনি বলেন: "এগুলোর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী: {বলুন: এসো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন আমি তা তিলাওয়াত করি} ৫ - এই তিন আয়াত পর্যন্ত। আর এগুলোর মধ্যে আরও আছে: {এবং আপনার রব ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না} ৬ - আয়াতের শেষ পর্যন্ত।"

ইবনে জারির আবু মালিকের সূত্রে আবু সালিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, এবং মুররাহ থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ ও একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেছেন:

"মুহকাম আয়াত হলো রহিতকারী (নাসিখ) আয়াতসমূহ যার ওপর আমল করা হয়, আর মুতাশাবিহ আয়াত হলো রহিত (মানসুখ) আয়াতসমূহ।"

১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭।

২ ৩৫২- হাসান: আল-হাকিম (১/৫৫৩)। আলবানী একে 'আস-সহিহাহ' (৫৮৭) গ্রন্থে এর বিভিন্ন সূত্রের কারণে হাসান বলেছেন।

৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭।

৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭।

৫ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৫১।

ولما سمعت قریش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر " الرحمن " أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} 1. وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأباً فاختة تراجعاً هذه الآية {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} 2 فقال أبو فاختة: "هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ} منها استخرجت البقرة، و {الم الله لا إله إلا هو} 3 منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض، والأمر والنهي والحلال والحرام، والحدود وعباد الدين". 4. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: "المحكمات فيهن حجة الرب وعصية العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس فيه تصريح ولا تحريف عما وضعت عليه. "وأخر متشابهات" في الصدق، لهن تصريح وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق". وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} ؛ لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. {وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ} 5 يعني فيما بلغنا "الم" و "المص" و "البر".

قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. قوله: "ولما سمعت قریش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} . روى ابن جرير عن قتادة: {وَهُمْ

يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ { ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: "6
لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: لا. اكتبوا كما يريدون: إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب "بسم الله

فيه مسائل:

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.

الثانية: تفسير آية الرعد.

الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع.

الرابعة: ذكر العلة أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه.

1 سورة الرعد آية: 30.

2 سورة آل عمران آية: 7.

3 سورة آل عمران آية: 1-2.

4 تمام الأثر عند ابن جرير: "وضرب لذلك مثلاً. فقال: أم القرى مكة. وأم خراسان مرو. وأم المسافرين: الذي يجعلون إليه أمرهم. ويعنى بهم في سفرهم. قال: فذاك أمهم".

5 سورة آل عمران آية: 7.

6 الذي كان يقول ذلك هو سهيل بن عمرو الذي ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

যখন কুরাইশরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আর-রহমান' উল্লেখ করতে শুনল, তখন তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন: {আর তারা আর-রহমানকে অস্বীকার করে} ১।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম ইসহাক ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর এবং আবু ফাখিতাহ এই আয়াতটি {সেগুলোই কিতাবের মূল} ২ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু ফাখিতাহ বললেন: "সেগুলো হলো সূরার প্রারম্ভিক অক্ষরসমূহ, যা থেকে কুরআন নির্গত হয়। {আলিফ লাম মীম, এটি সেই কিতাব} থেকে সূরা আল-বাকারাহ নির্গত হয়েছে এবং {আলিফ লাম মীম, আল্লাহ—তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই} ৩ থেকে সূরা আলে-ইমরান নির্গত হয়েছে। আর ইয়াহইয়া বললেন: সেগুলো হলো এমন আয়াত যেগুলোতে ফরজ বিধানসমূহ, আদেশ, নিষেধ, হালাল, হারাম, দণ্ডবিধি এবং দ্বীনের স্তম্ভসমূহ বর্ণিত হয়েছে।" ৪

ইবনে জারীর মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "মুহকামাত (সুস্পষ্ট) আয়াতসমূহের মধ্যে রবের প্রমাণ, বান্দাদের জন্য রক্ষা কবচ এবং প্রতিপক্ষ ও বাতিলকে পরাভূত করার উপাদান রয়েছে। এগুলো যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে তা থেকে কোনো রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটানোর সুযোগ নেই। 'আর অন্যগুলো মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট বা রূপক) যা সত্যতার বিচারে সেগুলোর ব্যাখ্যা, পরিবর্তন এবং তাবীলের অবকাশ রাখে। আল্লাহ এগুলো দিয়ে বান্দাদের পরীক্ষা করেছেন যেমন তিনি তাদের হালাল ও হারাম দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তবে সেগুলোকে বাতিলের দিকে নেওয়া যাবে না এবং সত্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।"

ইবনে আবি হাতিম মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন: {সেগুলোই কিতাবের মূল}; এর কারণ হলো এমন কোনো ধর্মাবলম্বী নেই যারা এগুলোতে সন্দেহ নয়। {আর অন্যগুলো মুতাশাবিহাত} ৫ অর্থাৎ আমাদের নিকট যা পৌঁছেছে তা অনুযায়ী যেমন 'আলিফ লাম মীম', 'আলিফ লাম মীম সাদ' এবং 'আলিফ লাম মীম রা'।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এই সকল বর্ণনা বা এর সমজাতীয় বর্ণনার মধ্যে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলী মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আর (আল্লাহর গুণাবলী) অস্বীকারকারীরা যা বলে থাকে যে এগুলো মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, তা প্রমাণহীন একটি দাবি মাত্র।

তাঁর কথা: "যখন কুরাইশরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর-রহমান উল্লেখ করতে শুনল, তখন তারা তা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন: {আর তারা আর-রহমানকে অস্বীকার করে}।" ইবনে জারীর কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: {আর তারা আর-রহমানকে অস্বীকার করে} আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সময় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশদের সাথে সন্ধি করলেন, তখন তিনি লিখলেন: "এটি সেই সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সম্পাদন করেছেন।" তখন কুরাইশ মুশরিকরা বলল: "৬ আমরা যদি জানতাম যে আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না এবং আপনার প্রতি অন্যায়ও করতাম না। বরং আপনি লিখুন: এটি সেই সন্ধিপত্র যা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পাদন করেছেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের তাদের সাথে যুদ্ধ করতে দিন। তিনি বললেন: না। তারা যা চায় তা-ই লেখো: নিশ্চয়ই আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। এরপর যখন লেখক লিখলেন: আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ)

এর মধ্যে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: নাম ও গুণাবলীর কোনো কিছু অস্বীকার করার মাধ্যমে ঈমান না থাকা।

দ্বিতীয়: সূরা আর-রাদের আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়: শ্রোতা যা বুঝতে অক্ষম তা বর্ণনা করা বর্জন করা।

চতুর্থ: এর কারণ উল্লেখ করা যে, এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে ধাবিত করে, যদিও অস্বীকারকারী তা ইচ্ছা করে না করে।

পঞ্চম: ইবনে আব্বাসের কথা ঐ ব্যক্তির জন্য যে এর (গুণাবলীর) কোনো কিছু অস্বীকার করে এবং এটি তাকে ধ্বংস করে দেয়।

১ সূরা আর-রাদ আয়াত: ৩০।

২ সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৭।

৩ সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১-২।

৪ ইবনে জারীরের বর্ণনায় পূর্ণ আছারটি হলো: "তিনি এর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন: উম্মুল কুরা হলো মক্কা। উম্মু খোরাसान হলো মার্ব। আর মুসাফিরদের মা (উম্মু)

হলো সেই ব্যক্তি যার নিকট তারা তাদের বিষয়াদি সোপর্দ করে এবং সফরে যিনি তাদের দেখাশোনা করেন। তিনি বলেন: অর্থাৎ তিনি তাদের মূল বা স্তম্ভ।"

৫ সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৭।

৬ যিনি এটি বলেছিলেন তিনি হলেন সুহাইল ইবনে আমর, যাকে কুরাইশরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই সন্ধি করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছিল।

(ص: 408)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الرحمن الرحيم" قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون بآسبك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا. ولكن اكتبوا كما يريدون". وروي أيضاً عن مجاهد قال: قوله: {كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ} 1. قال: "هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية; كتب "بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: لا تكتب الرحمن، لا ندري ما الرحمن؟ لا نكتب إلا بآسبك اللهم. قال الله تعالى: {وهم يكفرون بالرحمن} الآية.

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} 2 الآية.

"পরম করুণাময়, অতি দয়ালু" কুরাইশরা বলল: রহমান সম্পর্কে তো আমাদের জানা নেই। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা 'হে আল্লাহ, আপনার নামে' (বিসমিকা আল্লাহুমা) লিখত। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন: আমাদের যুদ্ধ করতে দিন। তিনি বললেন: না, বরং তারা যেভাবে চায় তোমরা সেভাবেই লেখো। মুজাহিদ হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর এই বাণীর ব্যাপারে বলেন: "এভাবেই আমি আপনাকে এমন এক উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি যাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিবাহিত হয়েছে, যাতে আপনি তাদের কাছে তা পাঠ করেন যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি; অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলুন: তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, আমি তাঁরই ওপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন" ১। তিনি বলেন: "এটিই সেই বিষয় যার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়াতে কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি লিখেছিলেন; তিনি লিখেছিলেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' (পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে)। তারা বলল: রহমান লিখবেন না, আমরা জানি না রহমান কী? আমরা কেবল 'বিসমিকা আল্লাহুমা' লিখব। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন: 'অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে' - এই আয়াতটি।"

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাবনত অবস্থায় দোয়া করতেন: হে রহমান, হে রহিম। তখন মুশরিকরা বলল: এই ব্যক্তি দাবি করে যে সে একজনকে ডাকছে, অথচ সে তো দুইজনকে ডাকছে। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন: 'বলুন: তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তোমরা ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো তাঁরই' ২ - এই আয়াতটি।

১. সূরা আর-রাদ আয়াত: ৩০।

২. সূরা আল-ইসরা আয়াত: ১১০।

باب: قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ}

...

باب: قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} 1

قول مجاهد ما معناه: " هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبيي".

وقال عون بن عبد الله: " يقولون لولا فلان لم يكن كذا".

وقال قتيبة: " يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا".

قوله: "باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ}."

ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدي {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ

1 سورة النحل آية: 83.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির}

...

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির} ১

মুজাহিদ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন: "এটি হলো কোনো ব্যক্তির এমন উক্তি: 'এটি আমার সম্পদ যা আমি আমার পিতৃপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি'।"

আউন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন: "তারা বলে: 'যদি অমুক না থাকত তবে এমনটি হতো না'।"

কুতাইবাহ বলেন: "তারা বলে: 'এটি আমাদের উপাস্যদের সুপারিশের কারণে হয়েছে'।"

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির}।"

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এর অর্থ সম্পর্কে কিছু আলেম যা উল্লেখ করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর বলেন: তাফসিরবিদগণ 'অনুগ্রহ' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। অতঃপর তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি সুদী থেকে বর্ণনা করেছেন: {তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে, অতঃপর...

১ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৩।

(ص: 409) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يُنْكِرُونَهَا} . قَالَ: "محمد صلى الله عليه وسلم". وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو النعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك، فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: "يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها". قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسراويل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره، بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه". وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعاة آلهتنا.

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر 1 النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية

على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة ست وسبعين ومائتين.

وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" الحديث. وقد تقدم:- " وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والبلاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير".

وقال آخرون: ما ذكره المصنف "عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي"

أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} 2 قال: "إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا". واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعلم.

قوله: "قال مجاهد" هو شيخ التفسير: الإمام الرباني، مجاهد بن جبر البكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرات؛ أقفه عند كل آية وأسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توفي سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة رحمه الله.

1 لعله قاضي الدينور؛ فإنه لم يتول القضاء إلا فيها.

2 سورة النحل آية: 83.

তারা তা অস্বীকার করে}। তিনি বললেন: "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। অন্যরা বলেছেন: বরং এর অর্থ হলো তারা জানে যে আল্লাহ তাআলা এই সূরায় যেসব নিয়ামত গণনা করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহই তাদের ওপর এসব নিয়ামত বর্ষণকারী, কিন্তু

তারা তা অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে তারা এগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তারা আল্লাহর নিয়ামত চেনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।" তিনি বলেন: "এগুলো হলো ঘরবাড়ি, গবাদিপশু এবং সেগুলো থেকে তারা যা রিযিক পায়, আর লোহার বর্ম ও পোশাক-পরিচ্ছদ। কুরাইশ কাফিররা এসব চিনত কিন্তু পরে তা অস্বীকার করত এই বলে যে: 'এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল এবং তারা আমাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে'।" অন্যরা বলেছেন: এর অর্থ হলো কাফিরদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়: 'কে তোমাদের রিযিক দেয়?' তারা স্বীকার করে যে আল্লাহই তাদের রিযিক দেন, অতঃপর তারা তাদের এই উক্তির মাধ্যমে তা অস্বীকার করে: 'আমাদের উপাস্যদের সুপারিশের কারণে আমরা এই রিযিক পেয়েছি'।

গ্রন্থকার ইবনে কুতাইবা থেকেও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, মিসরের বিচারক, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ। তিনি অত্যন্ত চমৎকার ও উপকারী বহু গ্রন্থের প্রণেতা যা অগাধ জ্ঞান সমৃদ্ধ। তিনি বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও তাঁর সমসাময়িকদের নিকট হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি ২৭৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু আল-আক্বাস বলেন—যায়েদ ইবনে খালিদ বর্ণিত সেই হাদিসের পর যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কেউ কাফির হিসেবে সকাল করেছে" (হাদিসটি ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে)—: "কিতাব ও সুন্নাহতে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর নিয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বন্ধকারী ও তাঁর সাথে শিরককারীর নিন্দা করেছেন।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন: এটি তাদের এই কথার মতো: 'বাতাস খুব ভালো ছিল এবং নাবিক দক্ষ ছিল', এবং এ জাতীয় আরও কথা যা অনেকের মুখে মুখে প্রচলিত।"

অন্যরা বলেছেন: গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন "আউন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ আল-হুজালি থেকে"—যিনি আবু আবদুল্লাহ আল-কুফি, একজন জাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) ব্যক্তি, তিনি তাঁর পিতা, আয়েশা এবং ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর থেকে কাতাদাহ, আবু জুবায়ের ও যুহরি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজীন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুখারি বলেছেন: তিনি ১২০ হিজরির পর মৃত্যুবরণ করেন—{তারা আল্লাহর নিয়ামত চেনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে}। তিনি বলেন: "তাদের অস্বীকার করার

ধরন হলো কোনো ব্যক্তি বলবে: 'যদি অমুক না হতো তবে এমন হতো না, যদি অমুক না হতো তবে আমি এটি অর্জন করতে পারতাম না'।" ইবনে জারির প্রথম মতটি পছন্দ করেছেন, আর অন্যরা মনে করেন যে আয়াতটি আলেমগণ এর অর্থ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটিই সঠিক, আল্লাহই ভালো জানেন।

গ্রন্থকারের উক্তি: "মুজাহিদ বলেছেন", তিনি হলেন তাফসিরের প্রধান ইমাম: ইমাম রব্বানি, মুজাহিদ ইবনে জাবর আল-মাক্কি, যিনি বনু মাখজুমের মুক্তদাস ছিলেন। ফজল ইবনে মাইমুন বলেন: আমি মুজাহিদকে বলতে শুনেছি: "আমি ইবনে আব্বাসের নিকট কয়েকবার সম্পূর্ণ মাসহাফ পেশ করেছি; আমি প্রতিটি আয়াতের নিকট থামতাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম এটি কী বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে? কীভাবে অবতীর্ণ হয়েছে? এবং এর অর্থ কী?" তিনি ১০২ হিজরিতে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

১ সম্ভবত তিনি দিনাওয়ারের বিচারক ছিলেন; কারণ তিনি সেখানে ব্যতীত অন্য কোথাও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি।

২ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৩।

(ص: 410)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقال أبو العباس" هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد- وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: " وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة؛ والبلاح حاذقا. ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير". اهـ.

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها، وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا.

قال شيخنا رحمه الله: " وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسوية هذا الكلام إنكاراً للنعمة".

فيه مسائل:

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.

الثانية: معرفة أن هذا جار على السنة كثير.

الثالثة: تسوية هذا الكلام إنكاراً للنعمة.

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

তাঁর বক্তব্য: "এবং আবুল আব্বাস বলেছেন" - তিনি হলেন শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন তাইমিয়াহ, মহান ইমাম (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন)। এটি যায়েদ বিন খালিদ বর্ণিত হাদীসের পর উল্লেখ করা হয়েছে - যা ইতিপূর্বে নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন: "এবং এটি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে তাঁর নেয়ামতকে অন্য কারো দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এবং তাঁর সাথে শিরক করে। জনৈক সালাফ বলেছেন: এটি তাদের এই কথার মতো যে: 'বাতাস অনুকূল ছিল' এবং 'নাবিক দক্ষ ছিল'। এই জাতীয় কথা যা অনেক মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।" সমাপ্ত।

শায়খুল ইসলামের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এই আয়াতের হুকুম ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক যে নেয়ামতসমূহকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে নিসবত করে—অথচ তিনি (আল্লাহ) নেয়ামত দান করেছেন—এবং এর কারণসমূহকে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে, যেমনটি মুফাসসিরগণের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যার কিছু অংশ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের শায়খ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন: "এর মধ্যে অন্তরে দুটি বিপরীত বিষয়ের একত্রিত হওয়া এবং এই ধরনের কথাকে নেয়ামতের অস্বীকৃতি হিসেবে নামকরণ করার বিষয়টি রয়েছে।"

এতে কতিপয় মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথম: নেয়ামত চেনা এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: এটি অনেকের মুখেই প্রচলিত—তা জানা।

তৃতীয়: এই জাতীয় কথাকে নেয়ামতের অস্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করা।

চতুর্থ: অন্তরে দুটি বিপরীত বিষয়ের সহাবস্থান।

(ص: 410) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: قول الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 1.

قوله: "بَاب قول الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ". الند: المثل والنظير. وجعل الند لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله،

1 سورة البقرة آية: 22.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থির করো না।} ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থির করো না।}। 'নিদ্দ' (সমকক্ষ) অর্থ হলো সদৃশ ও সমতুল্য। আর আল্লাহর জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করার অর্থ হলো ইবাদতের প্রকারসমূহ বা তার কোনো অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা।

১. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২।

كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم، ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 1. قال العباد ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو العالية: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل ابن أبي خالد.

وقال ابن عباس: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} أشباها، وقال مجاهد: "فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون". قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند أحمد: عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي؛ إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس، حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف. فحمد

اللّٰهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي بِخَمْسٍ كُلِّمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَمَرَكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أُولَاهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنْ مِثْلَ ذَلِكَ كَمِثْلَ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ; فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدَةٍ، فَأَيُّكُمْ يَسْرُهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَأَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَأَمَرَكُم بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدَةٍ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. وَأَمَرَكُم بِالصِّيَامِ؛ فَإِنْ مِثْلَ ذَلِكَ كَمِثْلَ رَجُلٍ مَعَهُ صِرَةٌ مِنْ مَسْكَ فِي عَصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمَسْكِ. وَإِنْ خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ

1 سورة البقرة آية: 21-22.

যেমন মূর্তিপূজারীদের অবস্থা, যারা যাদের কাছে প্রার্থনা করে এবং আশা রাখে তাদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের উপকার করবে, তাদের থেকে বিপদ দূর করবে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর এই আয়াতটি মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রসঙ্গে এসেছে: {হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের রিযিক হিসেবে ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করো না} ১। ইমাদ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে বলেছেন: আবুল আলিয়া বলেছেন: "আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না" অর্থাৎ সমান ও অংশীদার স্থির করো না। রবি ইবনে আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবু মালিক এবং ইসমাইল ইবনে আবি খালিদও অনুরূপ বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: {সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না এমতাবস্থায় যে তোমরা জানো} অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কোনো সমকক্ষকে শরিক করো না যারা কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না, অথচ তোমরা জানো যে তিনিই তোমাদের রব, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো রব নেই যিনি তোমাদের রিযিক দেন। আর তোমরা অবশ্যই জেনেছ যে, রাসূল তোমাদেরকে তাঁর তাওহীদের দিকে যে আহ্বান জানাচ্ছেন তা-ই সত্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাতাদাহও অনুরূপ বলেছেন। কাতাদাহ ও

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত: {সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না} - তিনি বলেন: তারা হলো মানুষের মধ্য থেকে এমন সমতুল্য ব্যক্তি যাদের তোমরা আল্লাহর নাফরমানিতে আনুগত্য করো। ইবনে যায়েদ বলেছেন: সমকক্ষ হলো ঐসব উপাস্য যাদের তারা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে এবং আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করেছে তাদের জন্যও তেমনটিই সাব্যস্ত করেছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত {তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না} অর্থাৎ সদৃশ বস্তু। মুজাহিদ বলেছেন: "সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না এমতাবস্থায় যে তোমরা জানো"। তিনি বলেন: তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাধ্যমে জানো যে তিনি একমাত্র ইলাহ। আর তিনি এই মহান আয়াতের অর্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে: হারিস আল-আশআরী থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে পাঁচটি কালেমার আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও সেগুলো পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি সেগুলো পৌঁছাতে কিছুটা বিলম্ব করছিলেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন: আল্লাহ আপনাকে পাঁচটি কালেমার আদেশ দিয়েছেন যেন আপনি সেগুলো পালন করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তা পালনের নির্দেশ দেন; সুতরাং হয় আপনি তা পৌঁছে দেবেন, নতুবা আমি পৌঁছে দেব। তখন ইয়াহইয়া (আ.) বললেন: হে আমার ভাই! আমি আশঙ্কা করছি যে আপনি যদি আমার আগে এটি করে ফেলেন তবে আমাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা আমাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া বনী ইসরাঈলকে বাইতুল মাকদিসে সমবেত করলেন, ফলে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল এবং লোকেরা উঁচু স্থানে বসে পড়ল। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কালেমার নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি সেগুলো পালন করি এবং তোমাদেরকেও সেগুলো পালনের নির্দেশ দিই: প্রথমটি হলো: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো যে নিজের একান্ত সম্পদ থেকে সোনা বা রূপার বিনিময়ে একজন গোলাম ক্রয় করল; এরপর সেই গোলাম কাজ করতে লাগল কিন্তু তার উপার্জিত লভ্যাংশ তার মালিক ছাড়া অন্য কাউকে দিতে লাগল। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার গোলাম এমন হোক তা পছন্দ করবে? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর আমি

তোমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা আল্লাহ তাঁর চেহারা তাঁর বান্দার চেহারার দিকে স্থাপন করেন যতক্ষণ না সে অন্য দিকে ফিরে তাকায়। সুতরাং তোমরা যখন নামায পড়বে তখন অন্য দিকে ফিরে তাকাবে না। আর আমি তোমাদেরকে রোযার নির্দেশ দিচ্ছি; এর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো যার কাছে এক থলি কস্তুরী রয়েছে এবং সে এক দলের মধ্যে আছে যেখানে সবাই কস্তুরীর সুঘ্রাণ পাচ্ছে। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট অধিক সুগন্ধিময়...

১. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১-২২।

(ص: 412)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

من ربح البسك. وأمركم بالصدقة; فإن مثل ذلك كمثل رجل أسر العدو فشدوا يديه إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيراً; فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة، والهجرة; والجهاد في سبيل الله; فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي 1 جهنم. قالوا: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سبأهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله " 2. وهذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: "إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً". وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده

لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جداً. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:

تأمل في نبات الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين ناظرات ... بأحداق هي الذهب السبيك
على قضب الزبرجد شاهدات ... بأن الله ليس له شريك
وقال ابن المعتز:

فياً عجباً كيف يعصى الإل ... ه أم كيف يجحده الجاحد؟
وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
قوله: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: "الأنداد: هو الشرك، أخفى من
دبيب

1 الجثا: بضم الميم وفتح الثاء المثناة مقصوراً - جمع جثو بضم الجيم - وهو الشيء
المجموع. قال ابن الأثير: وتروى هذه الكلمة "جثي" بضم الجيم وكسر الثاء
وتشديد الياء.. جمع جاث: وهو الذي يجلس على ركبتيه.
2 صحيح. أحمد (4/ 130 ، 202 ، 344) ، وصححه ابن حبان (1550- موارد) ،
والحاكم (1/ 421 ، 422) ، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب
(1720) .

কস্তুরীর সুগন্ধ অপেক্ষা। আর আমি তোমাদের দান-সদকাহ করার নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তার
উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার হাত দুটিকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে
ফেলেছে এবং তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। তখন সে তাদের
বলল: আমি কি তোমাদের থেকে নিজের জীবন মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করতে পারি? এরপর সে
অল্প এবং বেশি যা পেল তা দিয়ে মুক্তিপণ দিতে থাকল যতক্ষণ না সে নিজেকে মুক্ত করে
নিল। আর আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার জন্য; কেননা তার

উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যার পিছনে শত্রু দ্রুতবেগে ধাওয়া করছে, অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে এসে সেখানে আশ্রয় নিল। নিশ্চয়ই বান্দা শয়তান থেকে সবচাইতে বেশি সুরক্ষিত থাকে যখন সে আল্লাহর সুরণে থাকে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আর আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন: জামাআতবদ্ধ থাকা, শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা, হিজরত করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা; কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের ডাক দিল, সে জাহান্নামের স্তূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে।" তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে? তিনি বললেন: "যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে এবং ধারণা করে যে সে মুসলিম। সুতরাং তোমরা মুসলিমদের সেই নামে ডাকো যা মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের দিয়েছেন; অর্থাৎ মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহর বান্দা।"

এটি একটি হাসান হাদীস। আর এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর সাক্ষ্য হলো তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের রিযিক দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।" আর এই আয়াতটি আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদ) ওপর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার এবং তাঁর কোনো শরীক না থাকার প্রমাণ বহন করে। অনেক মুফাসসির এই আয়াতটি দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করেছেন এবং এটি তার চাইতেও বেশি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। এই বিষয়ে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। আবু নুওয়াসকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন:

পৃথিবীর উদ্ভিদরাজির দিকে তাকাও এবং অবলোকন করো ... মহিমাম্বিত সম্রাটের নিপুণ কারুকার্য।

রূপার তৈরি চোখের মতো ফুলগুলো চেয়ে আছে ... যার মণিগুলো বিগলিত স্বর্ণের মতো।
পান্না সদৃশ সবুজ ডালপালার ওপর এগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ... নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো শরীক নেই।

ইবনুল মুতায় বলেন:

হায় আশ্চর্য! কীভাবে মাবুদের নাফরমানি করা হয়? ... অথবা অস্বীকারকারী কীভাবে তাঁকে অস্বীকার করে?

অথচ প্রতিটি বস্তুর মাঝেই তাঁর নিদর্শন রয়েছে ... যা প্রমাণ করে যে তিনি এক।

তাঁর বাণী: "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত: 'আন্দাদ' (সমকক্ষ) হলো শিরক, যা পিঁপড়ার চলাচলের গতির চাইতেও সূক্ষ্ম...

১ জুসা: মিম বর্ণে পেশ এবং সা বর্ণে জবরসহ -যা জুসওয়ুন (জিম বর্ণে পেশসহ) শব্দের বহুবচন- এর অর্থ হলো পুঞ্জীভূত বা একত্রিত বস্তু। ইবনুল আসীর বলেন: এই শব্দটি 'জুসিয়্যুন' (জিম বর্ণে পেশ, সা বর্ণে যের এবং ইয়া বর্ণে তাশদীদসহ) হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে, যা 'জাসিন' এর বহুবচন: যার অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার হাঁটু গেড়ে বসে।

২ সহীহ। আহমাদ (৪/১৩০, ২০২, ৩৪৪), একে সহীহ বলেছেন ইবনে হিব্বান (১৫৫০-মাওয়ারিদ), আল-হাকিম (১/৪২১, ৪২২) এবং আয-যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। আলবানী একে সহীহ আত-তারগীব (১৭২০)-এ সহীহ বলেছেন।

(ص: 413)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبته هذه لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك". رواه ابن أبي حاتم "بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور؛ فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه؛ لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما شبيهه بالأدنى من الشرك على الأعلى.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك " 1. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً " 2. "وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " 3. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم". قوله: "فقد كفر أو أشرك" يحتمل لي أن يكون شكاً من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ.

- 1 صحيح. الترمذي: كتاب الأيمان والنذور (1535) : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. والحاكم (18 / 1) ، (297 / 4) وصححه ووافقه الذهبي. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6080) . والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الأيمان والنذور (3251) : باب كراهية الحلف بالآباء.
- 2 صحيح. رواه الطبراني في الكبير (8902) بإسناد صحيح. وقال المنذري في الترغيب (607 / 3) . وكذا الهيثمي في المجمع (177 / 4) : "ورواته رواية الصحيح" 1. هـ.
- 3 وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه: إنها هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذباً. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذباً غير مبالين. فإذا استحلّفوا بمن يعظّمونه من الموتى والأولياء، ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا، وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة، يضحون بها خوفاً من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم. ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائهم. فيحكون أن رجلاً سرق سبكة مبلحة، وأكلها فاستحلّفه بالسروق منه بالله فأقسم بالله ثلاث مرات

بأنه لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء. فاستحلفه بأحد البدوي فما كاد يلفظ الاسم حتى سبقت السكة من بطنه ولفظها. وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله. قبحهم الله وأخزاهم.

অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ের চলাচলের চেয়েও গোপন। আর তা হলো তোমার বলা: "আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম ও আমার জীবনের কসম।" আর তোমার বলা: "এই কুকুরছানাটি না থাকলে আমাদের কাছে চোর আসত।" এবং "বাড়িতে এই হাঁসটি না থাকলে চোর আসত।" আর কোনো ব্যক্তির তার সাথীকে বলা: "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আপনি যা চেয়েছেন।" এবং কোনো ব্যক্তির বলা: "যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকত।" এতে কাউকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করো না। এই সবই শিরক।" ইবনে আবি হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা স্পষ্ট করেছেন যে, এই সব কিছুই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর বর্তমান সময়ে তাওহিদ ও শিরক সম্পর্কে অজ্ঞ বহু মানুষের মুখে এটিই প্রচলিত। সুতরাং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক হোন; কেননা এটি একটি গুরুতর গর্হিত কাজ যা থেকে নিষেধ করা এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা ওয়াজিব; কারণ এটি কবিরী গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই বক্তব্যটি নিম্নপর্যায়ের শিরকের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের শিরকের ওপর সতর্ক করার সদৃশ।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরি করল অথবা শিরক করল।" ১. তিরমিযি এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন, আর হাকেম একে সহিহ বলেছেন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অন্য কারো নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।" ২।

"উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরি করল অথবা শিরক করল।" ৩. তিরমিযি এটি বর্ণনা করেছেন ও একে হাসান বলেছেন এবং হাকেম একে সহিহ বলেছেন।" তাঁর বাণী: "সে কুফরি করল অথবা শিরক করল" সম্পর্কে আমার কাছে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো—এটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে কোনো সন্দেহ হতে পারে, আবার এটিও সম্ভব যে 'অথবা' শব্দটি 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; ফলে এর অর্থ হবে 'সে কুফরি করল এবং

শিরক করল'। আর এটি এমন কুফরি যা বড় কুফরি অপেক্ষা ছোট, যেমনটি এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ শব্দে এটি বর্ণিত হয়েছে।

১ সহিহ। তিরমিযি: কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর (১৫৩৫): আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অনুচ্ছেদ। হাকেম (১/১৮), (৪/২৯৭) এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন এবং আয-যাহাবি তার সাথে একমত হয়েছেন। এটি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিস থেকে গৃহীত, আলবানি একে 'সহিহুল জামে' (৬০৮০) গ্রন্থে সহিহ বলেছেন। হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর (৩২৫১): পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অনুচ্ছেদ।

২ সহিহ। তাবারানি তার 'আল-কাবীর' (৮৯০২) গ্রন্থে সহিহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-মুনযিরি 'আত-তারগিব' (৩/৬০৭) গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। একইভাবে হাইসামি 'আল-মাজমা' (৪/১৭৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।" সমাপ্ত।

৩ আর এর কারণ হলো শপথের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো: শপথকারী যেন তার বক্তব্যকে এমন কিছু কসমের মাধ্যমে দৃঢ় করতে পারে যাকে সে শ্রদ্ধা করে এবং বিশ্বাস করে যে, সে মিথ্যা বললে সেই সত্তা তার ওপর প্রতিশোধ নিতে বা তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম। এজন্য আপনি দেখবেন সাধারণ মানুষের অধিকাংশ আল্লাহর নামে অনায়াসেই মিথ্যা শপথ করে। কিন্তু যখনই তাদের এমন কারো নামে শপথ করতে বলা হয় যাকে তারা মৃত ব্যক্তিদের বা অলিদের মধ্য থেকে সম্মান করে এবং যাদের ব্যাপারে তারা অলৌকিক ক্ষমতা ও পরিচালনার (তাসারুফ) বিশ্বাস রাখে, তখন তারা থমকে যায় এবং সত্য কথা বলে; যদিও তাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত কোনো স্বার্থ বা উপকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবুও তারা সেই ওলির শাস্তি, প্রতিশোধ এবং তাদের ওপর তার প্রভাবের ভয়ে তা বিসর্জন দেয়। আর তারা তাদের এই বিশ্বাসকে কিছু মিথ্যা গল্পের মাধ্যমে সুদৃঢ় করে যা এই পৌত্তলিক মাজারগুলোর খাদেমরা সাধারণ মানুষের মনে তাদের অলিদের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে বস্তুগত ফায়দা হাসিলের জন্য প্রচার করে থাকে। তারা গল্প শোনায় যে, এক ব্যক্তি একটি নোনতা মাছ চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল। যার মাছ চুরি হয়েছিল সে তাকে আল্লাহর নামে শপথ করতে বললে সে আল্লাহর নামে তিনবার শপথ করে বলল যে সে তা নেয়নি এবং দেখেনি, তাতে তার কিছুই হলো না। এরপর সে তাকে আহমাদ আল-বাদাভির নামে শপথ করতে বলল। সে নামটি উচ্চারণ করতে না করতেই তার পেট থেকে মাছটি জ্যাস্ত বেরিয়ে এলো এবং সে তা উগরে দিল। এর মাধ্যমে তাদের এই বিশ্বাস

জন্মায় যে, বাদাভি আল্লাহর চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সম্মানিত এবং অধিক শক্তিশালী। আল্লাহ তাদের কদর্য করণ এবং লাঞ্ছিত করণ।

(ص: 414)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً ."

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به، والرغبة إليه، وإنزال حوائجه به؛ كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبور، واتخاذها أوثاناً، والبناء عليها، واتخاذها مساجد، وبناء المشاهد باسم البيت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه، والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنْتَهِمُ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ} 1. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} 2. وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} 3. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر

فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه ببا نهم
عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به... سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم

1 سورة الأعراف آية: 37.

2 سورة الجن آية: 18.

3 سورة الجن آية: 20-21.

তার এই বক্তব্য: "ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার নিকট অন্য কারো নামে সত্য শপথ করার চেয়ে অধিক প্রিয়।"

এটা সুবিদিত যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে শিরক কবীরা গুনাহর চেয়েও বড়, যদিও তা ছোট শিরক হয়—যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ছোট শিরকের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে সেই বড় শিরকের অবস্থা কেমন হবে যা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ? যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দোয়া করা, অন্যের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা, অন্যের প্রতি আশা পোষণ করা এবং অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনসমূহ পেশ করা; যেমনটি বর্তমান সময়ে এবং এর পূর্ববর্তী সময়ে এই উম্মতের অধিকাংশের অবস্থা: কবরের অতিশয় সম্মান করা, সেগুলোকে মূর্তিতে পরিণত করা, সেগুলোর ওপর অট্টালিকা নির্মাণ করা, সেগুলোকে মসজিদে রূপান্তর করা এবং মৃত ব্যক্তির ইবাদত ও সম্মানের উদ্দেশ্যে তার নামে মাজার নির্মাণ করা এবং অন্তর, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার দিকে ধাবিত হওয়া। এই বড় শিরকের মাধ্যমে বিপর্যয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। তারা মহান কুরআনের সেই পথনির্দেশনা ত্যাগ করেছে যা এই শিরক এবং শিরকের দিকে ধাবিতকারী বিষয়সমূহ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: {অতঃপর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? তাদের কাছে কিতাবে নির্ধারিত তাদের অংশ পৌঁছাবে। অবশেষে যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করতে আসবে, তখন তারা বলবে:

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে: তারা আমাদের থেকে

হারিয়ে গেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিল।} ১। পার্থিব জীবনে আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের তারা ডাকত, তাদের ডাকার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।} ২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {বলুন: আমি তো কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন: আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করার কিংবা সুপথে আনার মালিক নই।} ৩। এই মুশরিকরা বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের কাছে যা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং নিজের সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছিলেন, তারা তার বিরোধিতা করেছে। তারা তাঁর সাথে এমন আচরণ করেছে যা থেকে তিনি তাদের আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি তাদের একজন বলেছে:

হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ! যখন বিপদ সর্বব্যাপী হয়, তখন আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই যার নিকট আমি আশ্রয় নিতে পারি ...

যদি পরকালে আপনি অনুগ্রহ করে আমার হাত না ধরেন ... তবে বলুন: হে পদস্থলন (অর্থাৎ আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম)!

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৭।

২ সূরা আল-জিন, আয়াত: ১৮।

৩ সূরা আল-জিন, আয়াত: ২০-২১।

(ص: 415)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فإن من جودك الدنيا وضررتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم
فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعبادته وليأذنه بغير الله،
وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله

عليه وسلم بقوله: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله ". رواه مالك وغيره 1 2. وقد قال تعالى: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} 3. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان " 4 رواه أبو داود بسند صحيح.

وجاء عن إبراهيم النخعي " أنه يكره أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان ".
فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادثة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر 5 هو الذي في نفوس كثير خصوصاً ممن يدعون العلم والمعرفة. ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإننا لله وإننا إليه راجعون.

قوله: "وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان ". رواه أبو داود بسند صحيح".

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر- مثل هذا- فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: {تَأْتِيهِمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} 6
بخلاف المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بها يكون متراخياً عن المعطوف عليه بهملة، فلا محذور لكونه صار تابعاً.

2 رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم من كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. قال الحافظ في الفتح (ج 6 ص 314) تقول: أطريت فلانا: مدحته فأفرطت في مدحه.

3 سورة الأنعام آية: 50.

4 صحيح: أبو داود: كتاب الأدب (4980) : باب لا يقال خبثت نفسي، وأحمد (398/5، 384/5) . وصححه الألباني في الصحيحة (137) .

5 هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة التي هي عند الناس بمنزلة القرآن، وربما عظمها بعضهم أكثر. فإنه يواظب على قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن.

6 سورة الشعراء آية: 97-98.

নিশ্চয়ই দুনিয়া ও তার প্রতিপক্ষ (আখেরাত) আপনার দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত ... এবং লাওহ ও কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

এই মহা মূর্খতার দিকে লক্ষ্য করুন, যেখানে সে বিশ্বাস করেছে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ ও শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার নাজাতের কোনো পথ নেই। এবং এই চরম অতিরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য করুন যা প্রশংসার সীমা অতিক্রম করেছে, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে নিষেধ করে বলেছেন: "তোমরা আমার এমন অতিরঞ্জিত প্রশংসা করো না যেমন খ্রিস্টানরা মারইয়ামের পুত্রের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছে। আমি তো কেবল একজন বান্দা, সুতরাং তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" এটি মালিক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না আর আমি তোমাদের এও বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা}।

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা বলো না: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছে, বরং তোমরা বলো: যা আল্লাহ চেয়েছেন অতঃপর অমুক চেয়েছে।" আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইব্রাহিম নাখয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি 'আমি আল্লাহর এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' বলা অপছন্দ করতেন। তবে কেউ বলতে পারে: আল্লাহর এবং অতঃপর আপনার। তিনি বলেন: 'যদি আল্লাহ না হতেন অতঃপর অমুক না হতো' বলা যাবে, কিন্তু তোমরা বলো না: যদি আল্লাহ এবং অমুক না হতো।"

কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি এই চরম বিরোধিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার দিকে লক্ষ্য করুন। এই কবি যা বলছেন তা-ই অনেক মানুষের অন্তরে বিদ্যমান, বিশেষ করে যারা ইলম ও মারেফতের দাবিদার। তারা এ জাতীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে। সুতরাং আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

তাঁর উক্তি: "হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা বলো না: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছে, বরং তোমরা বলো: যা আল্লাহ চেয়েছেন, অতঃপর অমুক চেয়েছে।' আবু দাউদ এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।" এর কারণ হলো, 'ওয়াও' (এবং) দ্বারা যা সংযুক্ত করা হয় তা পূর্ববর্তী বিষয়ের সমতুল্য হয়ে যায়, কারণ এটি কেবল নিঃশর্ত সমাবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়; এটি কোনো ধারাবাহিকতা বা পর্যায়ক্রম দাবি করে না। আর সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমকক্ষ করা শিরক; যদি তা ছোট শিরকের পর্যায়ে হয়—যেমন এখানে—তবে তা ছোট শিরক, আর যদি বড় শিরকের পর্যায়ে হয় তবে তা বড় শিরক। যেমন আল্লাহ তাআলা পরকালে তাদের সম্পর্কে বলেছেন: {আল্লাহর কসম! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের রবের সমতুল্য মনে করতাম}। পক্ষান্তরে 'সুম্মা' (অতঃপর) দ্বারা যা সংযুক্ত করা হয় তার বিপরীত; কারণ এর দ্বারা সংযুক্ত বিষয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের পরে এবং তার অনুবর্তী হিসেবে আসে, তাই এতে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নেই।

১ এর তাখরীজ ১৬০ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর লেখক এখানে যেমনটি বলেছেন মালিক এটি সেভাবে বর্ণনা করেননি।

২ বুখারী ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন; আশ্বিয়া অধ্যায়ে আল্লাহর বাণী: 'কিতাবে মারইয়ামের কথা সুরণ করুন' পরিচ্ছেদে এবং হুদুদ অধ্যায়ে 'বিবাহিত গর্ভবতী ব্যভিচারিণীর রজম' পরিচ্ছেদে। হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী'তে (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৪)

বলেন: 'আমি অমুকের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছি' মানে হলো আমি তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছি।

৩ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫০।

৪ সহীহ: আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৪৯৮০): 'আমার নফস অপবিত্র হয়েছে' বলা যাবে না পরিচ্ছেদ; আহমাদ (৫/৩৮৪, ৫/৩৯৮)। আলবানী 'আস-সহীহাহ' (১৩৭) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৫ তিনি হলেন বুসিরি, তার প্রসিদ্ধ 'বুরদাহ' কাসিদার জন্য, যা মানুষের কাছে কুরআনের মর্যাদায় আসীন, এমনকি তাদের কেউ কেউ একে অধিক সম্মান করে। কেননা সে কুরআন পড়ার চেয়ে এটি পড়াতে বেশি মনোযোগী থাকে।

৬ সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ৯৭-৯৮।

(ص: 416)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وعن إبراهيم النخعي" أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان".
وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هو في الحي فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.

الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس.

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.

الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم، ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك. فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه، والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئاً من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله:

أخي لن تنال العلم إلا بستة ... سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وإرشاد أستاذ وطول زمان وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ، وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} 1.

والجهل داء قاتل وشفاءه ... أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها ... من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسياء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه ... وجزاء يوم البعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالقرآن بسواهما إلا من الهذيان والله ما قال امرؤ متحذلق ...

তাঁর উক্তি: "ইব্রাহিম আন-নাখায়ি থেকে বর্ণিত যে, তিনি অপছন্দ করতেন যখন কোনো ব্যক্তি বলে: 'আমি আল্লাহর এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। তবে বলা বৈধ: 'আল্লাহর এবং তারপর আপনার (আশ্রয় প্রার্থনা করছি)'। তিনি আরও বলেন: 'যদি আল্লাহ না থাকতেন এবং তারপর অমুক না থাকত'—এভাবে বলা যাবে, কিন্তু বলা না: 'যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকত'।"

এ ধরনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কোনটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, তার মধ্যকার পার্থক্য ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এটি কেবলমাত্র সেই জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—

এতে কয়েকটি মাসআলা (বিষয়) রয়েছে:

প্রথমত: 'আন্দাদ' (সমকক্ষ) সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত: সাহাবীগণ বড় শিরক সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় একে ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অর্থবহ মনে করতেন।

তৃতীয়ত: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা শিরক।

চতুর্থত: কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে সত্য শপথও করে, তবে তা 'ইয়ামিনে গামূস' (ডুবন্ত মিথ্যা শপথ) এর চেয়েও গুরুতর।

পঞ্চমত: শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'ওয়াও' (এবং) ও 'সুম্মা' (তারপর) এর মধ্যকার পার্থক্য।

এমন উপস্থিত ব্যক্তি যার কোনো বিষয়ে সামর্থ্য ও কার্যকারণ রয়েছে, তার ক্ষেত্রেই এরূপ কথা বলা চলে এবং এটি কেবল তাদের হকেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মৃতদের ক্ষেত্রে—যাদের তাদের আহ্বানকারীদের সম্পর্কে কোনো অনুভূতি নেই এবং যাদের কোনো উপকার বা অপকার করার সক্ষমতা নেই—তাদের ক্ষেত্রে এর কোনো কিছুই বলা যাবে না। কোনোভাবেই কোনো বিষয়ে তাদের ওপর নির্ভর করা বৈধ নয়। কুরআন বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, যদি তাদের কাছে এর কোনো কিছু চাওয়া হয় অথবা কেউ তার কথা, গোপন বা প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে তাদের উপাস্যে পরিণত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং একে বোঝার তাওফিক লাভ করবে, সে তার দ্বীনের ব্যাপারে দূরদৃষ্টি লাভ করবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাওফিক আসে। ইলম জোরপূর্বক অর্জিত হয় না, বরং তা অর্জিত হয় নির্দিষ্ট কিছু কারণ বা উপায়ের মাধ্যমে, যা কেউ কেউ তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

হে ভাই! ছয়টি বিষয় ছাড়া তুমি কখনো ইলম অর্জন করতে পারবে না ... অচিরেই আমি তোমাকে তার বিবরণ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি

মেধা, একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম, প্রয়োজনীয় পাথেয় ... শিক্ষকের নির্দেশনা এবং দীর্ঘ সময় আর এই ছয়টি বিষয়ের চেয়েও মহান বিষয় হলো তাকে আল্লাহ তাআলা বোধশক্তি ও মুখস্থ শক্তি দান করা এবং সে তা অর্জনে নিজেকে ক্লান্ত করা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাওফিক দান করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং তিনি আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না, আর আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।} ১।

অজ্ঞতা একটি প্রাণঘাতী ব্যাধি, আর এর নিরাময় হলো ... দুটি বিষয় যা সমন্বিতভাবে কার্যকর হয়

কুরআন অথবা সুন্নাহর অকাট্য দলিল ... এবং এর চিকিৎসক হলেন বিজ্ঞ রব্বানী আলেম ইলম তিন প্রকারের, এর চতুর্থ কোনো ... প্রকার নেই এবং সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ইলাহর গুণাবলি ও তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কিত ইলম ... এবং অনুরূপভাবে রাহমানের নামসমূহ আদেশ ও নিষেধ যা তাঁর দ্বীন ... এবং দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের দিবসে তাঁর প্রতিদান এই সবকিছুই কুরআন এবং সেই সুন্নাহর মধ্যে রয়েছে যা ... কুরআনের সাথে প্রেরিত রাসূলের পক্ষ থেকে এসেছে

উভয় উৎস ব্যতীত অন্য যা কিছু, তা প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়

আল্লাহর কসম, কোনো দাস্তিক ব্যক্তি যা বলেছে ...

১. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩।

(ص: 417)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله "
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بأبائكم. من حلف له بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله " 1.
رواه ابن ماجه بسند حسن.

কোলে: "বাব মা জা ফিহ লম ইকনেع بالحلل بالله"

"عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بأبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله ". رواه ابن ماجه بسند حسن."

কোলে: "لا تحلفوا بأبائكم" تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموماً.

কোলে: "من حلف بالله فليصدق" هذا مما أوجبه الله على عبادة وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} 2. وقال: {وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ} 3 وقال: {فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} 4. وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} - إلى قوله:- {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} 5. وقوله: " من حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله ". أما إذا لم يكن له بحكم

1 صحيح. ابن ماجه: كتاب الكفارات (2101) : باب من حلف له بالله فليرض.

وصححه الألباني في الإرواء (2765) وصحيح الجامع (7124) .

2 سورة التوبة آية: 119.

3 سورة الأحزاب آية: 35.

4 سورة محمد آية: 21.

5 سورة البقرة آية: 177.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহর নামে শপথ করার পর যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয় না, তার সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে"

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না। যে আল্লাহর নামে শপথ করে, সে যেন সত্য বলে। আর যার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।" ১। ইবনে মাজাহ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামে শপথ করার পর যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয় না, তার সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে"

"ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না। যে আল্লাহর নামে শপথ করে, সে যেন সত্য বলে। আর যার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।' ইবনে মাজাহ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।"

তাঁর কথা: "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করো না" - আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে শপথ করার নিষেধাজ্ঞা ইতিপূর্বে সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর কথা: "যে আল্লাহর নামে শপথ করে সে যেন সত্য বলে" - এটি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন এবং তাঁর কিতাবে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও} ২। তিনি আরও বলেন: {সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ} ৩। তিনি আরও বলেন: {যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে সত্যবাদী হতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো} ৪। আর এটিই পুণ্যবানদের অবস্থা, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {কিন্তু পুণ্য হলো তার, যে আল্লাহর ওপর, শেষ দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, কিতাবসমূহের ওপর এবং নবীগণের ওপর ঈমান আনে...} - শেষ পর্যন্ত - {তারাই সেই লোক যারা সত্য বলেছে এবং তারাই মুত্তাকী} ৫।

এবং তাঁর কথা: "যার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।" তবে এটি যদি কোনো বিচারিক ফয়সালা না হয়...

১ সহীহ। ইবনে মাজাহ: কাফফারা অধ্যায় (২১০১): পরিচ্ছেদ: যার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা হয় সে যেন সন্তুষ্ট থাকে। আলবানী একে ইরওয়াউল গালীল (২৭৬৫) এবং সহীহুল জামি' (৭১২৪)-তে সহীহ বলেছেন।

২ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ১১৯।

৩ সূরা আল-আহযাব আয়াত: ৩৫।

৪ সূরা মুহাম্মদ আয়াত: ২১।

৫ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ১৭৭।

(ص: 418)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: "ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا".

وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل

في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، كما في الحديث 1، وهو من مكارم الأخلاق.

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى: من القيام بحقوقه وحقوق عبادة، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، دل على وفور دينه، وكبال عقله. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين. والله أعلم.

1 رواه الترمذي- وقال: حسن صحيح-، وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء ". ورواه أبو داود مختصراً.

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: পূর্বপুরুষদের নামে কসম করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

দ্বিতীয়ত: যার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কসম করা হয়েছে, তাকে সন্তুষ্ট হওয়ার নির্দেশ।

তৃতীয়ত: যে সন্তুষ্ট হলো না তার জন্য হুঁশিয়ারি।

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কসম ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকায় সে তাকে কসম করালো, তবে তার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া অনিবার্য। আর যদি বিষয়টি মানুষের মাঝে প্রচলিত পারস্পরিক ওজোর-আপত্তি বা অনুরূপ কোনো ক্ষেত্রে হয়, তবে একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের হক হলো যে, সে যখন ওজোর পেশ করে বা কোনো অভিযোগ থেকে নির্দোষ হওয়ার জন্য কসম করে, তখন তা গ্রহণ করা। এবং তার প্রতি সুধারণা পোষণ করা তার হক, যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছু প্রকাশ পায়। যেমনটি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আসারে এসেছে: "কোনো মুসলিমের মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কথাকে মন্দের ওপর সাব্যস্ত করো না, যতক্ষণ তুমি তার মাঝে ভালোর কোনো অবকাশ পাও।"

এর মধ্যে বিনয়, হৃদয়তা, ভালোবাসা এবং আল্লাহর পছন্দনীয় এমন আরও অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা একজন বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয়। আর এটি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অন্তরসমূহকে একত্রিত করার অন্যতম কারণ। অতঃপর এটি উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত যা বান্দার মিয়ানে (পাল্লায়) রাখা সবচেয়ে ভারী বস্তু, যেমনটি হাদীসে এসেছে; আর এটি মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অংশ।

হে নিজের নফসের নসিহতকারী! আল্লাহ তাআলার সাথে তোমার সম্পর্ক কীসে সংশোধন হবে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো: তাঁর হকসমূহ এবং তাঁর বান্দাদের হকসমূহ আদায় করা, মুসলিমদের মনে আনন্দ দান করা এবং তাদের থেকে বিমুখ হওয়া ও তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা পরিহার করা। কারণ এতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা মানুষের ভাবনায় আসে না এবং কল্পনাতেও আসে না।

এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা আদব ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং যাকে এসব বিষয়ের তাওফিক দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্য থেকে যা পালন করা উচিত তা পালন করার এবং যা বর্জন করা উচিত তা বর্জন করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে, তা তার দ্বীনের প্রাচুর্য এবং আকলের পূর্ণতার প্রমাণ দেয়। আর আল্লাহই তাঁর দুর্বল ও মিসকিন বান্দার তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১ তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন—এবং তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ—, আর ইবনে হিব্বান আবুদদারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মুমিনের মিয়ানে (পাল্লায়) উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছু হবে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।" আবু দাউদ এটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

بَاب: "قول" ما شاء الله وشئت

عن قتيلة " أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت "1. رواه النسائي وصححه.

قوله: "باب قول ما شاء الله وشئت".

"عن قتيلة " أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون.

1 صحيح. النسائي: كتاب الأيمان والنذور (6 / 7) : باب الحلف بالكعبة، وأحمد (371/6) . وصححه الألباني في الصحيحة (136) .

পরিচ্ছেদ: "যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন" বলা সম্পর্কে
কুতাইলা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইহুদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: "নিশ্চয়ই আপনারা শিরক করেন। আপনারা বলেন: 'যা
আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন', এবং আপনারা বলেন: 'কাবার কসম'।" অতঃপর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন শপথ করতে চায়
তখন যেন বলে: "কাবার রবের কসম", এবং যেন বলে: "যা আল্লাহ চেয়েছেন অতঃপর আপনি
চেয়েছেন"। ১। এটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং একে সহিহ বলেছেন।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন বলা সম্পর্কে"।

"কুতাইলা থেকে বর্ণিত" যে, জনৈক ইহুদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে
বলল: "নিশ্চয়ই আপনারা শিরক করেন।"

১. সহিহ। নাসাঈ: কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর (৭/৬): কাবার কসম করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ,
এবং আহমাদ (৬/৩৭১)। আলবানী 'আস-সহিহাহ' (১৩৬) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।

تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت ". رواه النسائي وصححه".

قوله: "عن قتيلة" بثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي، وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. وفيه: قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان. وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة، مع أنها بيت الله التي حجبها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. وإنما شرع الله لعبادة الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة، فالتطواف بها وله أيضاً: عن ابن عباس " أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده " 1.

مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يسنع. وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلاً. قوله: "إنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت". والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: {لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} 2. وقوله: {إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} 3.

وفي هذه الآيات والأحاديث: الرد على القدرية والمعتزلة، نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أَراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في "باب ما جاء في منكري القدر" إن شاء الله تعالى، وأنهم مجوس هذه الأمة.

1 ابن ماجه: الكفارات (2117) ، وأحمد (224/1) .

2 سورة التكوير آية: 28-29.

3 سورة الإنسان آية: 30-31.

তোমরা বল: "আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান", এবং তোমরা বল: "কাবার কসম"। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, যখন তারা শপথ করতে চায় তখন তারা যেন বলে: "কাবার রবের কসম", এবং যেন বলে: "আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান"। এটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন। তাঁর বক্তব্য: "কুতাইলাহ থেকে বর্ণিত": কুতাইলাহ (قتيلة) শব্দটি 'তা' বর্ণের নিচে দুই নুকতা বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্রার্থবোধক শব্দ (তাসগীর)। তিনি সাইফী আনসারীর কন্যা, একজন মুহাজির নারী সাহাবী। সুনানে নাসাঈতে তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর থেকে এটি আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার আল-জু'ফী বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: সত্য যে-ই নিয়ে আসুক না কেন, তার থেকে তা গ্রহণ করা। এতে আরও রয়েছে: কাবার নামে শপথ করার নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা, যদিও কাবা আল্লাহর ঘর যার হজ্জ করা এবং হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করা ফরজ। এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করার নিষেধাজ্ঞাটি ব্যাপক, এর কোনো কিছুই জায়েজ নয়; কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার জন্য নয়, কোনো প্রেরিত নবীর জন্য নয়, এমনকি কাবার জন্যও নয় যা জমিনে আল্লাহর ঘর। আপনি আজ মানুষের মধ্যে যা ঘটছে তা দেখছেন, যেমন কাবার নামে শপথ করা এবং কাবার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করা যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। এটি সর্বজনবিদিত যে, কাবা কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের জন্য কেবল এর তাওয়াফ করা এবং এর নিকট ইবাদত করা বিধিবদ্ধ করেছেন এবং একে উম্মতের কিবলা বানিয়েছেন। সুতরাং এর তাওয়াফ করা

নাসাঈর আরও বর্ণনা রয়েছে ইবনে আব্বাস থেকে: "এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল: আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান। তখন তিনি বললেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং বলো: আল্লাহ যা একাকী চান।" ১।

বৈধ, কিন্তু এর নামে শপথ করা বা এর নিকট প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। হে মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে দায়বদ্ধ ব্যক্তি)! যা বৈধ এবং যা নিষিদ্ধ তার মধ্যে পার্থক্য করুন, যদিও আপনার বিরোধী পক্ষ আপনার বিরোধিতা করে, তারা তো সেই সব অজ্ঞ লোক যারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।

তাঁর বক্তব্য: "নিশ্চয় তোমরা শিরক করছ। তোমরা বলছ: আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান।" বান্দার যদিও ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু তার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু ইচ্ছা করার ক্ষমতা তার নেই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না যদি না জগতসমূহের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" ২। এবং তাঁর বাণী: "নিশ্চয় এটি একটি উপদেশ, সুতরাং যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" ৩।

এই আয়াত ও হাদীসগুলোতে কাদারিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের খণ্ডন রয়েছে, যারা তাকদীরের অস্বীকারকারী এবং বান্দার জন্য এমন ইচ্ছা সাব্যস্ত করে যা আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকট যা চেয়েছেন এবং ইচ্ছা করেছেন তার বিপরীত হয়। ইনশাআল্লাহ তাআলা তাদের বক্তব্য বাতিলের বিষয়টি "তাকদীর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়ে আসবে, আর তারা হলো এই উম্মতের অগ্নিপূজক (মাজুস)।

১. ইবনে মাজাহ: আল-কাফফারা (২১১৭), এবং আহমদ (১/২২৪)।

২. সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ২৮-২৯।

৩. সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৩০-৩১।

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه، من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة الله وإرادته. فما وافق ما شرعه رضىه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} 1 الآية. وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: "إنكم تشركون".

قوله: "وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما-2 " أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أ جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده ". ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: " رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزيز ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم

هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك، لوجود التسوية في العطف بالواو. وقوله: "أ جعلتني لله ندا" 3. فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر، فقد جعله ندا لله شاء أمر أبي، خلافاً لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عبادة، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

قوله 4 "ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: " رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم

1 سورة الزمر آية: 7.

2 قال ابن كثير: ج 1 ص 104 وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح - عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس- وساقه. رواه ابن مردويه، وأخرجه النسائي وابن

مأجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عنه. وهذا كله صيانة وحماية لجنباب التوحيد. والله أعلم.

3 لفظ حديث. أخرجه البخاري: كتاب العلم (71) : باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومسلم: كتاب الزكاة (1037) (100) : باب النهي عن المسألة. من حديث معاوية رضي الله عنه.

4 قال ابن كثير في التفسير (ج 1 ص 104) : وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأُمها - وساقه - ثم قال: هكذا رواه ابن مردويه في تفسير الآية. وأخرجه ابن مأجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه.

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই বিষয়সহ অন্যান্য সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। তাঁরা এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, বান্দার কার্যাবলি ও কথাবার্তার মধ্যে যা আল্লাহর শরীয়তসম্মত এবং যা তার পরিপন্থী, সবকিছুর মধ্যেই বান্দার ইচ্ছা মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। সুতরাং সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের মাধ্যমেই ঘটে। যা তাঁর শরীয়তসম্মত হয়, তিনি তাতে সন্তুষ্ট হন এবং তা ভালোবাসেন; আর যা তাঁর শরীয়ত পরিপন্থী, বান্দার সেই কাজকে তিনি অপছন্দ করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {যদি তোমরা কুফরি করো, তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরি পছন্দ করেন না।} ১ আয়াত। আর এতে বর্ণনা রয়েছে যে, কাবার নামে কসম করা শিরক; কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদির এই কথার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে: "নিশ্চয়ই তোমরা শিরক করছো।"

তাঁর বক্তব্য: "ইবনে আব্বাস (রাতিয়াল্লাহু আনহুমা) হতেও বর্ণিত হয়েছে যে- ২" এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন। তিনি বললেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং যা আল্লাহ একা চেয়েছেন।"

এবং ইবনে মাজাহ-তে আয়েশার বৈপিত্রীয় ভাই তুফায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি একদল ইহুদির কাছে এসেছি। আমি বললাম: তোমরা কারা? তারা বলল: আমরা ইহুদি। আমি বললাম: তোমরা কতই না উত্তম জাতি হতে পারতে, যদি না

তোমরা বলতে যে 'উযাইর আল্লাহর পুত্র'। তারা বলল: আর তোমরাও কতই না উত্তম জাতি হতে পারতে..."

এটি পূর্বের এই সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে এটি শিরক, কারণ 'ওয়াও' (এবং) অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে সমতা বিধান করা হয়েছে।

এবং তাঁর বাণী: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে" ৩। এতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি বান্দাকে আল্লাহর সাথে সমান করে দেয়, এমনকি যদি তা ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও হয়, তবে সে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করল—চাই সে তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। এটি জাহেলদের বক্তব্যের বিপরীত, যারা আল্লাহর ইবাদতের এমন বিষয়গুলো বান্দার জন্য সাব্যস্ত করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আর শিরকের উভয় প্রকার থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। আর আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।

তাঁর বক্তব্য ৪: "এবং ইবনে মাজাহ-তে আয়েশার বৈপিত্রীয় ভাই তুফায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি একদল ইহুদির কাছে এসেছি। আমি বললাম: তোমরা কারা?' তারা বলল: আমরা ইহুদি। আমি বললাম: তোমরা কতই না উত্তম জাতি হতে পারতে, যদি না তোমরা..."

১ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৭।

২ ইবনে কাসীর বলেন: ১ খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা। এবং সুফিয়ান ইবনে সাঈদ আস-সাওরি আল-আলাজ হতে—ইয়াজিদ ইবনে আসম হতে—ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ইবনে মারদুওয়াই এটি বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ এটি ঈসা ইবনে ইউনুসের সূত্রে আল-আলাজ হতে বর্ণনা করেছেন। আর এ সবকিছুই তাওহীদের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা ও সংরক্ষণের স্বার্থে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৩ হাদিসের শব্দ। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল ইলম (৭১): 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন' অধ্যায়। এবং মুসলিম: কিতাবুজ্জাকাত (১০৩৭) (১০০): 'যাচনা করা নিষেধ' অধ্যায়। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস থেকে।

৪ ইবনে কাসীর তাফসীরে (১ খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা) বলেছেন: হাম্মাদ ইবনে সালামাহ বলেছেন: আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন রিবয়ি ইবনে হিরাশ হতে, তিনি আয়েশার বৈপিত্রীয় ভাই তুফায়েল ইবনে সাখবারাহ হতে—এবং তিনি তা বর্ণনা করেছেন—

অতঃপর তিনি বললেন: ইবনে মারদুওয়াই আয়াতের তাফসীরে এভাবেই এটি বর্ণনা করেছেন।
এবং ইবনে মাজাহ আব্দুল মালিক ইবনে উমাইরের অন্য একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 421)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

تقولون: عزيز ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله
وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى.
قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم
القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من
أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت به أحدا؟
قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلاً رأى رؤياً أخبر
بها من أخبر منكم، وإنكم قلتُم القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد.
ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم
لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم.
قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلاً رأى رؤياً أخبر بها من أخبر
منكم، كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاركم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء
محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده".

قوله: "عن الطفيل أخي عائشة لأمها" هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة
لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره البصنف في الباب.

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا: "ما شاء الله وحده".
وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا: "ما شاء الله وحده". ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: "ثم شاء فلان"؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد البنائي للتبديد في كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص.
قوله: "كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها" ورد في بعض الطرق: "أنه كان يمنعه

তোমরা বলো: উযাহর আল্লাহর পুত্র। তারা বলল: আর তোমরাই তো সেই কওম, যদি না তোমরা বলতে: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন। এরপর আমি একদল খ্রিষ্টানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং বললাম: তোমরা কারা? তারা বলল: আমরা খ্রিষ্টান। আমি বললাম: তোমরাই তো সেই কওম, যদি না তোমরা বলতে: মসীহ আল্লাহর পুত্র। তারা বলল: আর তোমরাই তো সেই কওম, যদি না তোমরা বলতে: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন। যখন সকাল হলো, আমি যাকে জানানোর তাকে তা অবহিত করলাম। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন: তুমি কি এটি কাউকে জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন: আম্মা বাদ, নিশ্চয়ই তোফায়েল একটি স্বপ্ন দেখেছে যা সে তোমাদের মধ্য হতে যাকে জানানোর তাকে জানিয়েছে। আর তোমরা সেই কওম থাকতে, যদি না তোমরা বলতে: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন। এরপর আমি একদল খ্রিষ্টানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং বললাম: তোমরা কারা? তারা বলল: আমরা খ্রিষ্টান। আমি বললাম: তোমরাই তো সেই কওম, যদি না তোমরা বলতে: মসীহ আল্লাহর পুত্র। তারা বলল: আর তোমরাই তো সেই কওম, যদি না তোমরা বলতে: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন। যখন সকাল হলো, আমি যাকে জানানোর তাকে তা অবহিত করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন: তুমি কি কাউকে এটি জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন: আম্মা বাদ, নিশ্চয়ই তোফায়েল একটি স্বপ্ন দেখেছে যা সে তোমাদের মধ্য হতে যাকে জানানোর তাকে জানিয়েছে। এটি এমন একটি কথা ছিল, যা থেকে

তোমাদেরকে নিষেধ করতে আমাকে অমুক অমুক বিষয় বাধা দিচ্ছিল। সুতরাং তোমরা বলো না: যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন, বরং বলো: কেবল যা আল্লাহ চেয়েছেন। তাঁর উক্তি: "আয়েশার বৈমাত্রেয় ভাই তোফায়েল থেকে বর্ণিত"—তিনি হলেন তোফায়েল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাখবারাহ, আয়েশার মায়ের দিক থেকে ভাই। তিনি একজন সাহাবী, ইবনে মাজাহ-তে তাঁর একটি হাদিস রয়েছে এবং লেখক এই অধ্যায়ে সেটিই উল্লেখ করেছেন। আর এই স্বপ্নটি সত্য যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করেছেন। ফলে তিনি তাদেরকে 'যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং মুহাম্মদ চেয়েছেন' বলতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে 'কেবল যা আল্লাহ চেয়েছেন' বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হাদিসটি এবং এর পূর্বের হাদিসটিতে তাদেরকে 'কেবল যা আল্লাহ চেয়েছেন' বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি ইখলাসের ক্ষেত্রে অধিক পরিপূর্ণ এবং শিরক থেকে অধিক দূরবর্তী, 'অতঃপর অমুক যা চেয়েছেন' বলার চেয়েও। কেননা এতে তাওহীদের এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যা সর্বতোভাবে শিরকের বিরোধী। সুতরাং দূরদর্শী ব্যক্তি তাওহীদ ও ইখলাসের মাকামে নিজের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের পূর্ণতাকে বেছে নেন। তাঁর উক্তি: "আমাকে তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করতে অমুক অমুক বিষয় বাধা দিচ্ছিল"—কিছু বর্ণনায় এসেছে: "নিশ্চয়ই তাঁকে বাধা দিচ্ছিল..."

(ص: 422)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الحياء منهم" 1 وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهياً بليغاً، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة، وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله
وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده "2.

فيه مسائل:

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.

الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: "أجعلني لله ندا" فكيف بمن قال: "ما لي من
ألوذ به سواك" والبيتين بعده.

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: "يمنعني كذا وكذا".

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.

السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام.

وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا
من النبوة" 3 4.

قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمراً ونهياً. والله
أعلم.

1 لعل الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئاً.
فلما أوحى إليه بلغه. أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي (*) فهذا ما لا يليق
برسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. (*) قوله: (أما الحياء في تبليغ الأوامر
والنواهي) إلخ. أقول: هذا كلام جيد، والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي
قوله: (ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم) أن يقال: إن صحت هذه
الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن ينهأهم عن شيء
لم يوح إليه أن ينهى عنه، وإن كان هو يستحسن تركه، فلما جاءه الوحي بالنهاي
عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهأهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم

بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطئت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، وكان ذلك سبباً لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة.

2 صحيح: ابن ماجة: كتاب الكفارات (2118) : باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. وصححه الألباني في الصحيحة لشواهد (138) .

3 البخاري; كتاب التعبير (6987) : باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. ومسلم: كتاب الرؤيا (2264) (7) . من حديث عبادة بن الصامت.

4 هذا الحديث إنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يرى قبل النبوة وهو يتحنث في غار حراء من الرؤيا التي كانت تجيء مثل فلق الصبح. وذلك في الدور الذي كان يهيئه الله فيه لتلقي الوحي، وكان ذلك الدور ستة أشهر، وهي بالنسبة إلى مدة النبوة الثلاثة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً منها. والله أعلم.

قوله: (هذا الحديث إنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يرى قبل النبوة) إلخ. يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة: أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، أنه خبر عما قد وقع ومضى، وليس الأمر كذلك بل الروايات الواردة في هذا الباب تدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن جنس الرؤيا في الماضي والمستقبل، وأنها تفيد وتحصل بها البشرى، وأن فائدتها جزء من أجزاء النبوة المتضمنة الأخبار عن الغيبات، ولهذا اختلفت ألفاظ الروايات في ذلك، ففي بعضها: جزء من خمسة وأربعين جزءاً، وفي بعضها: جزء من ستة وأربعين جزءاً، وفي بعضها: جزء من سبعين جزءاً من النبوة، وفي بعضها غير ذلك. ولو كان المراد ما قاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات عنها، ووجه التنوع -والله أعلم- أن الرؤيا الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرأي وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهد الدالة على صدق الرؤيا، وقد نص العلماء على ما ذكرناه قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ما نصه: (قال القاضي: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال

الرأي، فالمرء الصالح تكون رؤياه جزء من ستة وأربعين جزءا، والفاسق جزء من سبعين جزءا، وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين، والجلي جزء من ستة وأربعين). ثم نقل عن الخطابي عن بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ حامد، ثم نقل عن المازري ما نصه: (وقيل: المراد أن للمنامات شيئا مما حصل له وميز به من النبوة بجزء من ستة وأربعين). انتهى. والله أعلم.

তাদের থেকে লজ্জা..."^১ তুফাইল বর্ণিত তার স্বপ্নের হাদীসটির পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং কঠোরভাবে তা থেকে নিষেধ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে প্রচার করতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করলেন এবং তাঁর মাধ্যমে নিয়ামত সম্পন্ন করলেন, আর তিনি সুস্পষ্টভাবে দ্বীন প্রচার করলেন। আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

তোমরা এমন একটি কথা বলতে যা তোমাদের নিষেধ করতে আমাকে অমুক অমুক বিষয় বাধা দিচ্ছিল। অতএব তোমরা বলো না: "আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ যা চান", বরং বলো:

"একমাত্র আল্লাহ যা চান" ২।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদিদের জ্ঞান থাকা।

দ্বিতীয়: মানুষের যখন কোনো বিশেষ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে, তখন তার বুঝ।

তৃতীয়: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে?" তাহলে তার অবস্থা কী হবে যে বলে: "আপনি ছাড়া আমার আশ্রয় নেওয়ার মতো কেউ নেই" এবং এর পরবর্তী দুই পঙক্তি।

চতুর্থ: এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ তিনি বলেছেন: "আমাকে অমুক অমুক বিষয় বাধা দিচ্ছিল"।

পঞ্চম: নেক স্বপ্ন ওহীর প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ: স্বপ্ন কিছু আহকাম শরীয়তভুক্ত হওয়ার কারণ হতে পারে।

আর এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অর্থ রয়েছে: "নেক স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ" ৩ ৪।

আমি বলি: যদি স্বপ্ন ঘুমের মধ্যেও হয়, তবে তা ওহী; এর মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে ওহী দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা-ই সাব্যস্ত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

১ সম্ভবত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা বাধা দিচ্ছিল তা হলো এই যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তখনো তাঁর কাছে কোনো ওহী পাঠাননি। যখন তাঁর কাছে ওহী এলো, তিনি তা পৌঁছে দিলেন। পক্ষান্তরে আদেশ ও নিষেধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সমীচীন নয় এবং আল্লাহই ভালো জানেন। (*) লেখকের উক্তি: (পক্ষান্তরে আদেশ ও নিষেধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করা...) ইত্যাদি। আমি বলি: এটি একটি উত্তম কথা। আর ব্যাখ্যাকার যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ: (কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, তাদের থেকে লজ্জাবোধ করা তাকে বাধা দিচ্ছিল), এর উত্তর হলো: যদি এই বর্ণনাটি সহীহ হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, তিনি তাদের এমন কোনো বিষয় নিষেধ করতে লজ্জাবোধ করছিলেন যে বিষয়ে নিষেধ করার জন্য তাঁর কাছে ওহী আসেনি, যদিও তিনি তা বর্জন করাকে উত্তম মনে করতেন। যখন উল্লিখিত স্বপ্নের কারণে এ বিষয়ে নিষেধের ওহী এলো, তিনি তাদের তা থেকে নিষেধ করলেন। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রমজানের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর তালাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তাদের স্বপ্নগুলো শেষ সাত দিনের ব্যাপারে একমত হয়েছিল। আর এটি ছিল সেই সাত দিনে অধিক ইবাদত করার বিধানের কারণ।

২ সহীহ: ইবনে মাজাহ: কাফফারা অধ্যায় (২১১৮): 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' বলা নিষেধ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। আলবানী একে তার 'আস-সহীহা' গ্রন্থে এর শাহিদ বর্ণনাসমূহের কারণে সহীহ বলেছেন (১৩৮)।

৩ বুখারী: তাবীর (স্বপ্ন ব্যাখ্যা) অধ্যায় (৬৯৮৭): নেক স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ অনুচ্ছেদ। মুসলিম: স্বপ্ন অধ্যায় (২২৬৪) (৭)। উবাদাহ বিন সামিত থেকে বর্ণিত।

৪ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি দ্বারা মূলত নবুওয়াতের আগে যা দেখতেন তা সংবাদ দিয়েছেন, যখন তিনি হেরা গুহায় ইবাদত করতেন; সেসব স্বপ্ন ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে আসত। এটি ছিল সেই সময় যখন আল্লাহ তাঁকে ওহী গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। সেই সময়কাল ছিল ছয় মাস, যা নবুওয়াতের তেইশ বছরের মেয়াদের তুলনায় ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহই ভালো জানেন। লেখকের উক্তি: (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি দ্বারা মূলত নবুওয়াতের আগে যা দেখতেন তা

সংবাদ দিয়েছেন...) ইত্যাদি। শায়খ হামিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নেক স্বপ্ন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: "তা নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ", এটি মূলত যা ঘটে গেছে তার সংবাদ। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়, বরং এই অধ্যায়ে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল অতীত ও ভবিষ্যতের সকল প্রকার স্বপ্নের সংবাদ দেওয়া। আর এটি সুসংবাদ প্রদান করে এবং এর উপকারিতা নবুওয়াতের অংশসমূহের একটি অংশ যা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণেই বর্ণনাসমূহের শব্দে ভিন্নতা এসেছে। কোনো কোনোটিতে আছে: পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ, কোনোটিতে: ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ, কোনোটিতে: সত্তর ভাগের এক ভাগ, আবার কোনোটিতে এর ভিন্ন কিছু। যদি শায়খ হামিদ যা বলেছেন তা-ই উদ্দেশ্য হতো, তবে বর্ণনার শব্দে ভিন্নতা আসত না। আর এই ভিন্নতার কারণ—আল্লাহই ভালো জানেন—হলো নেক স্বপ্ন তার সত্তাগতভাবে স্বপ্নদ্রষ্টার নেক আমল এবং স্বপ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যা স্বপ্নের সত্যতা নির্দেশ করে। উলামাগণ আমরা যা উল্লেখ করেছি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে মুসলিম-এ বলেছেন: "কাজী বলেছেন: তাবারী ইঙ্গিত করেছেন যে, এই ভিন্নতা স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থার ভিন্নতার কারণে হয়। নেককার ব্যক্তির স্বপ্ন হয় ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ, আর পাপাচারীর স্বপ্ন হয় সত্তর ভাগের এক ভাগ। আবার বলা হয়েছে: উদ্দেশ্য হলো যা অস্পষ্ট তা সত্তর ভাগের এক ভাগ, আর যা স্পষ্ট তা ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" এরপর তিনি খাতাবী থেকে কিছু আলিমের মতামত বর্ণনা করেছেন যা শায়খ হামিদের কথার অনুরূপ। এরপর মাযেরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন: "বলা হয়েছে: উদ্দেশ্য হলো ঘুমের স্বপ্নের সাথে নবুওয়াতের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় ও যার দ্বারা নবুওয়াত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় তার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগের সাদৃশ্য রয়েছে।" সমাপ্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 422) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: " من سَبَّ الدهر فقد آذى الله "

وقول الله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} 1.

قوله: "باب من سب الدهر فقد آذى الله".

1 سورة الجاثية آية: 24.

পরিচ্ছেদ: "যে ব্যক্তি কালকে গালি দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়"

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবনই তো সব; আমরা মরি ও বাঁচি এবং কাল (সময়) ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল ধারণা করে।" ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি কালকে গালি দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়।"

১. সূরা আল-জাছিয়াহ, আয়াত: ২৪।

(ص: 423)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقول الله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}

قال العباد ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهريّة الكفار، ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا

قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقولوه الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدأة والرجعة. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية، المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} . قال الله تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحباً الصحيح وأبو داود والنسائي

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار " 1. من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار " 2. وفي رواية: " لا تسبوا الدهر؛ فأني أنا الدهر " 3. وفي رواية: " لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر؛ فأني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتها " 4 اهـ 5.

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي سبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل؛

1 البخاري: التوحيد (7491) ، ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) ، وأبو داود: الأدب (5274) ، وأحمد (238/2) .

2 في ابن كثير: "أقلب ليله ونهاره".

3 مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب (2246) (5) : باب النهي عن سب الدهر. من حديث أبي هريرة أيضاً، وأحمد (158/6) .

4 مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) ، وأحمد (275/2، 318/2) ، ومالك: الجامع (1846) .

5 هذه الرواية ليست في نسخ ابن كثير المطبوعة بأيدينا. وهي في تفسير البغوي.

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তারা বলে: "আমাদের এই পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এবং কাল (মহাকাল) ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।"}। ইমাদ ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেছেন: মহান আল্লাহ কাফির দাহরিয়াদের (বস্তুবাদী) এবং আরবের মুশরিকদের মধ্যে যারা পরকাল অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন: {আর তারা বলে: আমাদের এই পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এবং কাল ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।}। অর্থাৎ এই জগৎ ছাড়া আর কিছুই নেই; একদল লোক মারা যায় এবং অন্যদল জীবিত হয়, সেখানে কোনো পুনরুত্থান বা কিয়ামত নেই। এ কথাটি আরবের মুশরিক যারা পরকাল অস্বীকার করত তারা বলত এবং তাদের মধ্যকার ঐশ্বরিক দার্শনিকরা এটি বলত, যারা সৃষ্টির সূচনা এবং পুনরায় ফিরে আসাকে অস্বীকার করত। আর দাহরিয়া চাবুক দার্শনিকরা যারা ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে প্রতি ছত্রিশ হাজার বছর অন্তর সবকিছু পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, তারাও এটি বলত। তারা দাবি করত যে এটি অগণিত বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে; ফলে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে অস্বীকার করেছে এবং শরীয়তের বর্ণিত বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এই কারণেই তারা বলেছিল: {এবং কাল ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।}। মহান আল্লাহ বলেন: {এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল ধারণা করে মাত্র।} অর্থাৎ তারা কেবল অনুমান ও কল্পনা করে। আর যে হাদীসটি দুই সহীহ গ্রন্থকার (বুখারী ও মুসলিম), আবু দাউদ এবং নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে কালকে গালি দেয় অথচ আমিই কাল, আমিই রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি।" ১।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহর বর্ণনা থেকে, যুহরী থেকে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে কালকে গালি দেয় অথচ আমিই কাল, আমার হাতেই সকল বিষয়, আমিই রাত ও দিনকে আবর্তিত করি।" ২। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "তোমরা কালকে গালি দিও না; কারণ আল্লাহই হলেন কাল।" ৩। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "আদম সন্তান যেন না বলে: 'হায় কালের দুর্ভাগ্য!'; কারণ আমিই কাল, আমিই রাত ও দিনকে প্রেরণ করি, আর আমি যখন ইচ্ছা করি তখন সেগুলোকে গুটিয়ে ফেলি।" ৪ — সমাপ্ত। ৫।

শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি এমন একটি হাদীস যার বিশুদ্ধতার ওপর সকলে একমত। তারা উভয়ই মামার-এর সূত্র ধরে আবু হুরায়রা থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এর অর্থ হলো আরবরা যখন কোনো বিপদে পড়ত তখন কালকে নিন্দা করত তথা গালি দিত; কারণ তারা তাদের ওপর আপতিত বিপদ-আপদ ও অপছন্দনীয় বিষয়গুলোকে কালের দিকেই সম্বন্ধ করত। তারা বলত: 'কালের বিপর্যয় তাদের আঘাত করেছে' এবং 'কাল তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে'। সুতরাং যখন তারা তাদের ওপর আপতিত কঠোরতাকে কালের দিকে সম্বন্ধ করত, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে এর কর্তাকেই গালি দিত; ফলে তাদের গালির বিষয়টি মহান আল্লাহর দিকেই ফিরে যেত;

১ আল-বুখারী: আত-তাওহীদ (৭৪৯১), এবং মুসলিম: আল-আলফাজ মিনাল আদাব ওয়া গয়রিহা (২২৪৬), আবু দাউদ: আল-আদাব (৫২৭৪), এবং আহমাদ (২/২৩৮)।

২ ইবনে কাসীরের বর্ণনায়: "আমি তার রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি"।

৩ মুসলিম: কিতাবুল আলফাজ মিনাল আদাব (২২৪৬) (৫): কালকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়। এটিও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস, এবং আহমাদ (৬/১৫৮)।

৪ মুসলিম: আল-আলফাজ মিনাল আদাব ওয়া গয়রিহা (২২৪৬), আহমাদ (২/২৭৫, ২/৩১৮), এবং মালিক: আল-জামে (১৮৪৬)।

৫ এই বর্ণনাটি আমাদের হাতে থাকা ইবনে কাসীরের মুদ্রিত কপিতে নেই। এটি তাফসীরে বাগাউয়ীতে রয়েছে।

إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. اه باختصار.
وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق 1. قال: "كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويبيتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} 2.
ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار".

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار" 3. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به.

وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: "استقرضت عبدي فلم يعطني، ويسبني عبدي، يقول: وادهراه، وأنا الدهر". قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر" 4: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره - وهو المراد - والله أعلم.

وقد غلط ابن حزم ومن نحاً نحوه من الظاهرية في عدّهم "الدهر" من الأسماء الحسنی أخذاً من هذا الحديث. اهـ.

وقد بین معناه في الحديث بقوله: "أقلب الليل والنهار". وتقليبه: تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه.

وفي رواية: " لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر " 5. فيه مسائل:

الأولى: النهي عن سب الدهر.

الثانية: تسميته أذى الله.

الثالثة: التأمل في قوله: " فإن الله هو الدهر ".

الرابعة: أنه قد يكون سباً ولو لم يقصده بقلبه.

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله: "بيدي الأمر".

1 أي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان أهل الجاهلية" إلخ.

2 سورة الجاثية آية: 24.

3 الترمذي: تفسير القرآن (3058) ، وابن ماجه: الفتن (4014) .

4 أحمد (129/1) (2/300 ، 506) . وابن خزيمة (2479) ، والحاكم (1/418)

وإسناده ضعيف. والفقرة الأخيرة من الحديث بلفظ: "يشتمني ابن آدم يقول

وادهره... " عند ابن أبي عاصم في السنة (598) . وإسنادها حسن كما قال الألباني.

5 مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) ، وأحمد (2/395، 2/491، 2/499) .

যেহেতু তিনি মূলত সেই কাজগুলোর প্রকৃত কর্তা যা তারা সম্পাদন করে, তাই কাল বা সময়কে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। সংক্ষেপিত সমাপ্ত।

ইবনে জারীর এই সূত্রে এটি একটি অত্যন্ত বিরল প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন।^১ তিনি বলেন: "জাহেলি যুগের লোকেরা বলত: রাত ও দিনই কেবল আমাদের ধ্বংস করে, আর এটিই আমাদের ধ্বংস করে, মৃত্যু দেয় এবং জীবিত করে। তখন আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করলেন: {তারা বলে: আমাদের এই দুনিয়ার জীবনই শেষ কথা, আমরা মরি ও বাঁচি এবং কাল (মহাকাল) ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধ্বংস করে না}।^২ তারা কালকে গালি দিত। তখন মহান আল্লাহ বললেন: আদমের সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই কাল, আমার হাতেই সব ফয়সালা, আমি রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি।"

অনুরূপভাবে ইবনে আবি হাতিম আহমদ বিন মানসুর থেকে, তিনি সুরাইজ বিন নুমান থেকে, তিনি ইবনে উইয়াইনা থেকে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি ইউনুস থেকে, তিনি ইবনে ওয়াহাব থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তাআলা বলেন: আদমের সন্তান কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই কাল, আমার হাতেই রাত ও দিন।"^৩ সহীহ গ্রন্থের সংকলক এবং নাসায়ী এটি ইউনুস বিন ইয়াজীদেদ হাদিস থেকে বের করেছেন।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক আলা বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন: "আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছি কিন্তু সে আমাকে দেয়নি, এবং আমার বান্দা আমাকে গালি দেয়, সে বলে: হায় কাল! অথচ আমিই কাল।" ইমাম শাফেয়ী, আবু উবাইদ এবং অন্যান্য ইমামগণ "তোমরা কালকে গালি দিও না; কারণ আল্লাহই কাল"^৪—এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন: জাহেলি যুগে আরবদের যখন কোনো বিপদ, বালা-মসিবত বা দুর্যোগ স্পর্শ করত, তখন তারা বলত: হায় কালের দুর্ভোগ! তারা সেই কাজগুলোকে কালের দিকে সম্বন্ধ করত এবং কালকে গালি দিত, অথচ সেগুলোর প্রকৃত কর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। ফলে তারা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকেই গালি দিল; কারণ বাস্তবে তিনিই সেগুলোর সম্পাদনকারী। এই কারণেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে কালকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে; কারণ আল্লাহই হলেন সেই 'কাল' যা তারা উদ্দেশ্য করে এবং যার দিকে তারা ঐ কাজগুলোকে সম্বন্ধ করে। এই ব্যাখ্যার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে উত্তম—এবং এটিই কাঙ্ক্ষিত অর্থ—আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবনে হাজম এবং জাহেরি মাযহাবের যারা তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন, তারা এই হাদিস থেকে "আদ-দাহর" (কাল) শব্দটিকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে ভুল করেছেন। সমাপ্ত।

হাদিসে "আমি রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি" বাণীর মাধ্যমে এর অর্থ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তন করার অর্থ হলো: আল্লাহ তাআলা রাত ও দিনকে মানুষের পছন্দ বা অপছন্দ অনুযায়ী পরিচালনা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে: "তোমরা কালকে গালি দিও না; কারণ আল্লাহই কাল।"৫

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: কাল বা সময়কে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা।

দ্বিতীয়: একে আল্লাহর প্রতি কষ্ট প্রদান হিসেবে গণ্য করা।

তৃতীয়: "কারণ আল্লাহই কাল" এই বাণীর ওপর চিন্তা-গবেষণা করা।

চতুর্থ: কোনো ব্যক্তি কালকে গালি প্রদানকারী হতে পারে যদিও সে অন্তরে তা উদ্দেশ্য না করে।

এবং এই হাদিসে একটি অতিরিক্ত অংশ রয়েছে যা লেখক (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেননি, তা হলো তাঁর বাণী: "আমার হাতেই সব ফয়সালা।"

১ অর্থাৎ সুফিয়ান বিন উইয়াইনা থেকে যুহরী, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: "জাহেলি যুগের লোকেরা ছিল..." ইত্যাদি।

২ সূরা আল-জাসিয়া আয়াত: ২৪।

৩ তিরমিজি: তাফসীরুল কুরআন (৩০৫৮), এবং ইবনে মাজাহ: আল-ফিতান (৪০১৪)।

৪ আহমদ (১/১২৯) (২/৩০০, ৫০৬)। ইবনে খুজায়মাহ (২৪৭৯), হাকেম (১/৪১৮) এবং এর সনদ দুর্বল। হাদিসের শেষাংশ: "আদমের সন্তান আমাকে গালি দেয়, সে বলে: হায় কাল..."

ইবনে আবি আসিমের আস-সুন্নাহ (৫৯৮) গ্রন্থে রয়েছে। ইনাদটি হাসান যেমন আলবানী বলেছেন।

৫ মুসলিম: আদব সংক্রান্ত পরিভাষা ও অন্যান্য (২২৪৬), আহমদ (২/৩৯৫, ২/৪৯১, ২/৪৯৯)।

قوله: "وفي رواية: " لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر ".
معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: " وأنا الدهر؛ أقلب الليل والنهار ". يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة، لا يشاركه في ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى: {وَبَكُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} 1. وقال تعالى: {وَبَكُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} 2. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة، كما في أشعار المولدين، كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ} 3 الآية.

وقال بعض الشعراء:

إن الليالي من الزمان مهولة ... تطوى وتنشر بينها الأعمار
فقصارهن مع الهوم طويلة ... وطوالهن مع السرور قصار
وقال أبو تمام:

أعوام وصل كاد يُنسى طيبها ... ذكرى النوى فكأنها أيام
ثم انبرت أيام هجر أعقت ... نحوي أسى فكأنها أعوام
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام

1 سورة الأعراف آية: 168.

2 سورة الأنبياء آية: 35.

3 سورة يوسف آية: 48.

তাঁর বাণী: "অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: 'তোমরা কালকে গালি দিও না; কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহই কাল'।"

এই বর্ণনার অর্থ হলো যা হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে: "আর আমিই কাল; আমিই রাত ও দিনকে আবর্তন করি।" অর্থাৎ এতে যা কিছু কল্যাণ ও অকল্যাণ ঘটে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনায় এবং তাঁরই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী হয়ে থাকে, যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারোর কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি যা চান তা হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। সুতরাং এমতাবস্থায় উভয় পরিস্থিতিতেই তাঁর প্রশংসা করা, মহান ও পবিত্র আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁর দিকে ফিরে আসা কর্তব্য। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আর আমি তাদের ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি যাতে তারা ফিরে আসে} ১। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: {আর আমি তাদের ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি যাতে তারা ফিরে আসে} ২। কোনো কাজকে কালের প্রতি সম্বন্ধ করা এবং কালকে গালি দেওয়ার প্রবণতা অনেক, যেমনটি পরবর্তী যুগের কবিদের কবিতায় দেখা যায়, যেমন ইবনুল মুতায়, মুতানাব্বী এবং অন্যান্যরা। তবে বছরসমূহকে কঠিন বা এই জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: {অতঃপর এরপরে আসবে সাতটি কঠিন বছর} ৩ (আয়াত)।

জনৈক কবি বলেন:

নিশ্চয়ই কালের রাত্রিগুলো ভয়াবহ ... এর মাঝে মানুষের আয়ু সংকুচিত ও প্রসারিত হয়
দুশ্চিন্তার সময় সংক্ষিপ্ত রাতগুলোও দীর্ঘ মনে হয় ... আর আনন্দের সময় দীর্ঘ রাতগুলোও
সংক্ষিপ্ত মনে হয়

আবু তাম্মাম বলেন:

মিলনের সেই বছরগুলোর মাধুর্য প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিল ... বিচ্ছেদের স্মৃতিকে, ফলে সেগুলো
যেন দিন মনে হতো

এরপর এলো বিরহের দিনগুলো যা বয়ে আনলো ... আমার প্রতি বিষণ্ণতা, ফলে সেগুলো যেন
বছর মনে হতো

অতঃপর সেই বছরগুলো এবং তার অধিবাসীরা বিদায় নিল ... মনে হলো যেন সেগুলো এবং
তারা সবাই ছিল কেবলই স্বপ্ন

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৬৮।

২ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫ (দ্রষ্টব্য: মূল পাঠে আয়াতের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে)।

৩ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪৮।

(ص: 425)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه

...

بَاب: "التسمي بقاضي القضاة ونحوه"

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخرج اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله" 1.

قوله: "باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه".

ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً

1 البخاري: الأدب (6206) ، ومسلم: الآداب (2143) ، والترمذي: الأدب (2837) ، وأبو داود: الأدب (4961) ، وأحمد (244/2) .

অধ্যায়: ‘কাযিউল কুযাত’ (বিচারকদের বিচারক) এবং এ জাতীয় নাম রাখা

...

অধ্যায়: "‘কাযিউল কুযাত’ এবং এ জাতীয় নাম রাখা"

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম নাম হলো সেই ব্যক্তির নাম যে নিজেকে

‘মালিকুল আমলাক’ (রাজাদের রাজা) বলে অভিহিত করে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত মালিক নেই।" ১।

তাঁর উক্তি: "অধ্যায়: ‘কাযিউল কুযাত’ এবং এ জাতীয় নাম রাখা।"

গ্রন্থকার (রাহিমাহুল্লাহ) এই শিরোনামটি উল্লেখ করে কিয়াসের ভিত্তিতে ‘কাযিউল কুযাত’ নাম রাখার নিষেধাজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১. বুখারী: আদব (৬২০৬), মুসলিম: আদব (২১৪৩), তিরমিযী: আদব (২৮৩৭), আবু দাউদ: আদব (৪৯৬১), এবং আহমাদ (২/২৪৪)।

(ص: 426)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

على ما في حديث الباب؛ لكونه شبهه في المعنى فينهي عنه.
قوله: "في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخرج اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله " 1.
لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وكل ملك يؤتیه الله من يشاء من عبادة فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله تعالى، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك قال سفيان: " مثل شاهان شاه".

منه تارة 2 فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسياه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه؛ ويحفظ على عبادة أعبالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير

وإن شرا فشر. كما ورد في الحديث: " اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وببيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله "3.

1 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال العريزي في الشرح الكبير: وفي الباب غيره أيضاً. وفي قرّة العيون: لأن هذا اللفظ إنشأ يصدق على الله فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى: 3: 26 (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير) الآية. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهي عنه كالذي ترجم به المصنف؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق؛ لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له -تعالى وتقدس- دون غيره.

2 قال تعالى: 3: 26 (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء).

3 أحمد (395/5).

এই অধ্যায়ের হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে; কারণ এটি অর্থগতভাবে এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই এটি নিষিদ্ধ।

তাঁর কথা: "সহিহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে সেই ব্যক্তির নাম যে নিজেকে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ) উপাধিতে ভূষিত করে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মালিক নেই।" ১।

কারণ এই শব্দটি কেবল আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে। তিনিই হচ্ছেন রাজাধিরাজ, তাঁর চেয়ে বড় বা মহান কোনো রাজা নেই; তিনি রাজত্বের মালিক, মহিমময় ও মহানুভব। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা যে রাজত্ব দান করেন, তা মূলত

একটি ধারের মতো যা দ্রুতদাতার নিকট ফিরিয়ে দিতে হয়; আর সেই দাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি কখনও রাজার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং কখনও রাজার থেকে রাজত্ব সুফিয়ান বলেন: "যেমন শাহানশাহ"।

ছিনিয়ে নেন ২, ফলে তার কোনো বাস্তবতা অবশিষ্ট থাকে না কেবল সেই নামটুকু ছাড়া যার নামধারী ব্যক্তি বিলীন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে জগতসমূহের রব আল্লাহর রাজত্ব চিরস্থায়ী, পরিপূর্ণ এবং এর কোনো সমাপ্তি নেই। তাঁর হাতেই রয়েছে ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা, যা তিনি অবনমিত করেন এবং উত্তোলিত করেন; তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা তাঁর বান্দাদের আমলসমূহ এবং তাদের ওপর নিয়োজিত ফেরেশতাগণ যা লিখে রাখে তা সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন; যদি তা ভালো হয় তবে ভালো প্রতিদান এবং মন্দ হলে মন্দ প্রতিদান। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা কেবল আপনারই জন্য, সকল রাজত্ব আপনারই জন্য, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই, এবং সকল বিষয় আপনার কাছেই ফিরে যায়। আমি আপনার নিকট সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সকল অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" ৩।

১. বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযি এটি বর্ণনা করেছেন। আল-আজিজি 'শারহুল কাবীর'-এ বলেছেন: এই অধ্যায়ে আরও অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে। আর 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: কারণ এই শব্দটি কেবল আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাই তিনিই হলেন রাজাধিরাজ; কেননা প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজা, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী রাজন্যবর্গ ও অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (বলুন: হে আল্লাহ! আপনিই রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি লাঞ্চিত করেন; আপনার হাতেই কল্যাণ)। অতএব, স্রষ্টাকে যে বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান করা হয়, সেটির সদৃশ কোনো কিছু দ্বারা সৃষ্টিকে সম্মান করা উচিত নয়; এবং এই জাতীয় যা কিছু আছে তা নিষিদ্ধ, যেমনটি লেখক এখানে অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে সত্য হয় না। সুতরাং সৃষ্টিকে এই নামে অভিহিত করা সমীচীন নয়; কেননা সম্মান ও পরিপূর্ণতা দাবি করে এমন প্রতিটি শব্দ কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কারো জন্য নয়।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন: (বলুন: হে আল্লাহ! আপনিই রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি লাঞ্চিত করেন)।

৩. আহমাদ (৫/৩৯৫)।

(ص: 427) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "قال سفيان" يعني ابن عيينة "مثل شاهنشاه 1" عند العجم عبارة عن

1 قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج 12 ص 43) في حوادث سنة 429: وفي رمضان منها لقب جلال الدولة - السلجوقي - شاهنشاه الأعظم، ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله، وخطب له بذلك على المنابر، فنفرت العامة من ذلك، ورموا الخطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك. واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك، فأفتى أبو عبد الله الصيمري - الشافعي - أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية. وقد قال تعالى: (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا). وقال: (وكان وراءهم ملك). وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير. والمباعدة بين الخالق والمخلوقين. وكتب القاضي أبو الطيب الطبري: "أن إطلاق (ملك الملوك) جائز، ويكون معناه: ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة وقاضي القضاة; جاز أن يقال: ملك الملوك، وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة. ومنه قولهم: اللهم أصلح الملك، فيصرف الكلام إلى المخلوقين". وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك. =

তাঁর বক্তব্য: "সুফিয়ান বলেছেন" অর্থাৎ ইবনে উয়াইনাহ (বলেন) "শাহানশাহ-এর ন্যায় ১" পারস্যবাসীদের নিকট এটি দ্বারা বোঝানো হয়...

১ হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে (১২ খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা) ৪২৯ হিজরীর ঘটনাবলীতে বলেছেন: উক্ত বছরের রমজান মাসে খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর নির্দেশে জালালুদ্দৌলা—সেলজুকি—'শাহানশাহ আল-আজম' (সর্বশ্রেষ্ঠ রাজাদের রাজা) ও 'মালিকুল মুলুক' (রাজাধিরাজ) উপাধিতে ভূষিত হন এবং মিসরসমূহে তাঁর জন্য এই উপাধিসহ খুতবা পাঠ করা হয়। এতে সাধারণ জনগণ ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা খতিবদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে, যার ফলে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ বিষয়ে তারা বিচারক ও ফকিহগণের নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে। তখন আবু আবদুল্লাহ আস-সাইমারি—শাফেয়ি—ফতোয়া দেন যে, এই নামগুলোর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও নিয়ত বিবেচ্য। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা হিসেবে পাঠিয়েছেন।" তিনি আরও বলেছেন: "তাদের পেছনে একজন রাজা ছিল।" যদি পৃথিবীতে অনেক রাজা থাকেন, তবে তাদের কেউ কারো উর্ধ্বে এবং কারো চেয়ে বড় হওয়া বৈধ, আর এতে আপত্তির কিছু নেই। এটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য বিধান নয়। কাজী আবু তৈয়ব আত-তাবারী লিখেছেন: "'মালিকুল মুলুক' (রাজাদের রাজা) শব্দটির প্রয়োগ বৈধ এবং এর অর্থ হবে: পৃথিবীর রাজাদের রাজা। যদি 'কাফিয়ুল কুফাত' এবং 'কাযিল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) বলা বৈধ হয়, তবে 'মালিকুল মুলুক' বলাও বৈধ। আর যখন শব্দের মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাকে যা নির্দেশ করে যে এর দ্বারা পৃথিবীর রাজাদের রাজা উদ্দেশ্য, তখন সংশয় দূর হয়ে যায়। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষের এই উক্তি: 'হে আল্লাহ, আপনি রাজাকে সংশোধন করুন', যেখানে কথটি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।" আত-তামিমি আল-হাম্বলিও অনুরূপ লিখেছেন। =

(ص: 428) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ملك الأملاك. ولهذا مثل به سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم.

বাদশাহদের বাদশাহ। আর একারণেই সুফিয়ান এর মাধ্যমে উদাহরণ দিয়েছেন; কারণ এটি অনারবদের ভাষায় এরই একটি অভিব্যক্তি।

(ص: 429) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وفي رواية: "أغيط رجل على الله يوم القيامة وأخبثه" 1.
قوله: "أخنع" يعني أوضع.

1 مسلم: الآداب (2143) ، وأحمد (315/2) .

এবং একটি বর্ণনায় রয়েছে: "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ক্রোধ উদ্দেককারী ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি।" ১।

তাঁর উক্তি: "আখনা" এর অর্থ সর্বাধিক হীন।

১ মুসলিম: আল-আদাব (২১৪৩), এবং আহমাদ (২/৩১৫)।

(ص: 430) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وفي رواية" أغيط رجل على الله وأخبثه ".
قوله: "أغيط" من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضاً إلى الله مغضوباً عليه 1. والله أعلم.

قوله: "وأخبثه" وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاطفه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقّهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم، لتعاطفه في نفسه على خلق الله بنعم الله.

قوله: "أخنع: يعني أوضع" 2 هذا هو معنى "أخنع"، فيفيد ما ذكرنا في معنى "أغيظ" أنه يكون حقيراً بغيضاً عند الله.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك.

الثانية: إن ما في معناه مثله كما قال سفيان.

الثالثة: التفتن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.

الرابعة: التفتن أن هذا لأجل الله سبحانه.

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاضم. كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده من النار" 3. وأخرجه الترمذي أيضاً، وقال: حسن.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على عصا، فقمنا إليه. فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضاً" 4. رواه أبو داود.

قوله: "أغيظ رجل" هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل كما تقدم، والباب كله

واحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة.

وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بها وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.

- 1 ويؤيده "اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك" أخرجه الطبراني.
- 2 "أخنع" بفتح الهزة والنون بينهما معجمة ساكنة أي أدخلها في الخنوع، وهو الذل والضعف والهوان، ذكره الزمخشري. وفي رواية: "أخنى" من الخنا بمعنى الفحش في القول، ويحتمل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر أي أهلكه. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ: "أنخع" بتقديم النون على الخاء المعجمة وهو بمعنى أهلك. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلاً يوم القيامة أي أشدهم ذلاً وصغاراً. وفي قرّة العيون: وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل. والله أعلم.
- 3 صحيح: أبو داود: كتاب الأدب (5229): باب في قيام الرجل للرجل، والترمذي: كتاب الأدب (2754): باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. وصححه الألباني في الصحيحة برقم (357).
- 4 ضعيف: أبو داود: كتاب الأدب (5230): باب في قيام الرجل للرجل. وضعفه الألباني في الضعيفة (346) بقوله: "ضعيف، وفي إسنادة اضطراب وضعف وجهالة". اهـ.

তাঁর বাণী: "এবং এক বর্ণনায় এসেছে: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ক্রোধোদ্বেককারী এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।"

তাঁর বাণী: "সবচেয়ে ক্রোধোদ্বেগকরী" শব্দটি ক্রোধ থেকে আগত, যা রাগ ও বিদ্বেষের সমার্থক। এর অর্থ হলো সে আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত এবং তাঁর ক্রোধভাজন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

তাঁর বাণী: "এবং নিকৃষ্টতম" এটিও প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তার নিজের মনের অহমিকা এবং এই শব্দের মাধ্যমে মানুষের পক্ষ থেকে তাকে যে চরম সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে—যা সে পাওয়ার যোগ্য নয়—তার কারণে তার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো একত্রিত হয়েছে। এর ফলে নিজের মনে বড়ত্ব প্রকাশ এবং মানুষের নিকট অযোগ্য বড়ত্ব পাওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সে লাঞ্ছিত হবে। ফলে সে সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও তুচ্ছ ব্যক্তিতে পরিণত হবে। কারণ আল্লাহর নিকট যে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত, সে কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে হীন ও অপবিত্র হবে; যেহেতু সে আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে আল্লাহর সৃষ্টির সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করেছিল। তাঁর বাণী: "সবচেয়ে হীন: অর্থাৎ সবচেয়ে নিচু।" এটিই হলো "সবচেয়ে হীন" শব্দের অর্থ, যা "সবচেয়ে ক্রোধোদ্বেগকরী" এর অর্থের ন্যায় এটিই নির্দেশ করে যে, সে আল্লাহর নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ ও ঘৃণিত হবে।

এতে কয়েকটি মাসআলাহ রয়েছে:

প্রথমত: 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ) নাম রাখা নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: এর সমার্থক শব্দগুলোও একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি সুফিয়ান বলেছেন।

তৃতীয়ত: এ জাতীয় শব্দের ক্ষেত্রে কঠোরতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, যদিও এটি নিশ্চিত যে অন্তরে সেই অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি।

চতুর্থত: সচেতন হওয়া যে, এটি মহান আল্লাহর সম্মানের খাতিরে।

এতে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে অহমিকা বা বড়ত্ব প্রকাশ পায়। যেমন আবু দাউদ আবু মিজলাজ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আমিরের নিকট আসলেন, তখন ইবনে আমির দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু ইবনে জুবায়ের বসে থাকলেন। মুয়াবিয়া ইবনে আমিরকে বললেন: বসো; কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এটি পছন্দ করে যে মানুষ তার সম্মানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" এটি তিরমিজিও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন: তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না যেভাবে অনারবরা দাঁড়ায়, তারা একে অপরকে অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন করে।" এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বাণী: "সবচেয়ে ক্রোধোদ্বেগকরী ব্যক্তি" এটি আল্লাহর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত যা যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর আল্লাহর মহানুভবতা ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে তা সাব্যস্ত করতে হবে। কোনো সদ্‌শ করা ছাড়া সাব্যস্ত করা এবং অর্থহীন করা ছাড়া পবিত্রতা বর্ণনা করা—যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে। এই পুরো বিষয়টি একই নীতির অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই হলো সাহাবী, তাবেরী এবং তাদের পরবর্তী নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের বক্তব্য, যা তিয়াকুরটি দলের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত।

আর এই বিভেদ ও মতপার্থক্য মূলত তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং তার পরবর্তীতে সূচিত হয়েছে, যা উম্মাহর মধ্যে ঘটানৈক্য, মতভেদ এবং সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের নিকট গোপন নয়। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

১. একে সমর্থন করে তাবারানি বর্ণিত হাদিস: "যে ব্যক্তি নিজেকে রাজাধিরাজ বলে দাবি করে তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ অত্যন্ত কঠিন হয়।"

২. "আখনা'আ" আলিফ এবং নুন এর ওপর ফাতহা এবং মাঝখানের খিন বর্ণটি সাকিন। অর্থাৎ তাকে অপমান, লাঞ্ছনা ও হীনতার মধ্যে প্রবেশ করানো। এটি যামাখশারি উল্লেখ করেছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে: "আখনা" যা 'খনা' থেকে এসেছে যার অর্থ অশ্লীল কথা। এটিও হতে পারে যে এটি আরবদের উক্তি "আখনা আলাইহি দাহর" থেকে এসেছে অর্থাৎ কাল তাকে ধ্বংস করেছে। আবু উবাইদ উল্লেখ করেছেন যে এটি "আনখা'আ" শব্দেও বর্ণিত হয়েছে যেখানে নুন বর্ণটি খিন বর্ণের আগে এসেছে, যার অর্থ সে তাকে ধ্বংস করেছে। ইবনে বাত্তাল বলেন: যখন এই নামটি সবচেয়ে হীন নাম হয়, তখন কিয়ামতের দিন যে এই নাম ধারণ করবে সে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হবে। 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এটি সেই গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত যা যেভাবে এসেছে সেভাবেই রাখতে হবে, কোনো পরিবর্তন, ব্যাখ্যা, সাদৃশ্য প্রদান বা অস্বীকার করা ছাড়াই। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

৩. সহীহ: আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫২২৯): একজনের জন্য অন্যজনের দাঁড়ানো বিষয়ক অধ্যায়। তিরমিজি: কিতাবুল আদব (২৭৫৪): একজনের জন্য অন্যজনের দাঁড়ানো অপছন্দনীয় হওয়া বিষয়ক অধ্যায়। আলবানী একে সহীহাহ গ্রন্থে (৩৫৭) সহীহ বলেছেন।
৪. যঈফ: আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫২৩০): একজনের জন্য অন্যজনের দাঁড়ানো বিষয়ক অধ্যায়। আলবানী যঈফাহ গ্রন্থে (৩৪৬) একে দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন: "এটি যঈফ, এর সনদে অস্থিরতা, দুর্বলতা ও অজ্ঞাত রাবী রয়েছে।" সমাপ্ত।

(ص: 430)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

بَاب: "احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك"
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله هو الحكم، وإليه الحكم."

قوله: "بَاب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك".
"عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এই কারণে নাম পরিবর্তন করা
আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত যে, তাঁর উপনাম ছিল আবুল হাকাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন আল-হাকাম (প্রকৃত
ফয়সালাকারী), এবং ফয়সালা তাঁরই নিকট ফিরে আসে।”

তাঁর উক্তি: “পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এই কারণে নাম
পরিবর্তন করা।”

“আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত যে, তাঁর উপনাম ছিল আবুল হাকাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন:”

إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح " 1. رواه أبو داود وغيره".

قوله: "عن أبي شريح" قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو 2 أسلم يوم الفتح، له عشرون حديثاً، اتفقاً على حديثين وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي قاله الحافظ. وقيل: الحارث الضبائي قاله المزي.

قوله: "يكنى" الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك 3 كزين العابدين ونحوه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحكم وإليه الحكم". فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا والله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة؛ فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداً، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم، وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية! فنسأل الله من فضله.

قوله: "وإليه الحكم في الدنيا والآخرة" كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} 4. وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ 5. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 6

- 1 صحيح: أبو داود: كتاب الأدب (4955) ; باب في تغيير الاسم القبيح، والنسائي: كتاب آداب القضاء (8/ 226) : باب إذا حكموا رجلا ففضى بينهم. وصححه الألباني في الإرواء (2615) ، وصحيح الجامع (1841) .
- 2 وبهامش الخلاصة: وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل هانئ بن عمرو. وقيل: خويلد بن شريح بن عمرو. كذا في الكنى من كتاب ابن الملقن وجامع الأصول.
- 3 في كتب العربية: اللقب: ما أشعر بمدح أو ذم، كزين العابدين ونحوه.
- 4 سورة الشورى آية: 10.
- 5 سورة النساء آية: 59.
- 6 يعني رد الحكم إلى الله: رد الحكم إلى كتابه، ورد الحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد الحكم إليه في حياته، ثم رده إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন প্রকৃত বিচারক এবং বিচার তাঁরই নিকট। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমার কওম যখন কোনো বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়, তারা আমার নিকট আসে। আমি তাদের মাঝে বিচার করে দিই এবং উভয় পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হয়।" তিনি বললেন: "এটি কতই না উত্তম! তোমার সন্তানদের মধ্যে কে কে আছে?" আমি বললাম: "শুরাইহ, মুসলিম এবং আবদুল্লাহ।" তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে বড় কে?" আমি বললাম: "শুরাইহ।" তিনি বললেন: "তবে তুমিই আবু শুরাইহ।" (১. এটি আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন)। তাঁর উক্তি: "আবু শুরাইহ থেকে বর্ণিত" প্রসঙ্গে 'খুলাসাতুত তাহজীব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি হলেন আবু শুরাইহ আল-খুজায়ী, তাঁর নাম খুওয়াইলিদ বিন আমর (২)। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে বিশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বুখারি ও মুসলিম দুটি হাদিসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং ইমাম বুখারি এককভাবে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু সাঈদ আল-মাকবুরি, নাফে বিন জুবাইর এবং একদল বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ বলেন: তিনি ৬৮ হিজরিতে মদীনায়ে ইন্তেকাল করেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন: তাঁর নাম হানী বিন ইয়াযিদ আল-কিন্দি, হাফেজ ইবনে হাজার এমনটিই বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন: আল-হারিস আদ-দাব্বাবি, যেমনটি মিয়াযি বলেছেন। তাঁর উক্তি: "উপনাম দেওয়া হয়" - উপনাম (কুনিয়াত) হলো যা পিতা (আবু) বা মাতা (উম্মু) এবং অনুরূপ শব্দ দিয়ে শুরু হয়। আর উপাধি (লাকাব) হলো যা এমন নয় (৩), যেমন যাইনুল আবেদিন এবং এই জাতীয় শব্দ।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন প্রকৃত বিচারক এবং বিচার তাঁরই নিকট।" তিনি মহান পবিত্র আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত বিচারক। তিনি দুনিয়াতে তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁর সেই ওহীর মাধ্যমে বিচার করেন যা তিনি তাঁর নবী ও রাসুলদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে আল্লাহর বিচার নেই, যা তিনি তাঁর নবীর ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের অধিকাংশ আলেমের জন্য এর অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা সহজ করে দিয়েছেন; কেননা এই উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। আলেমরা যদিও কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তবে তাদের মধ্যে সত্যে উপনীত হওয়া ব্যক্তি অবশ্যই একজন। যাকে আল্লাহ তাআলা প্রখর বোধশক্তি দান করেছেন এবং এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তিনি আলেমদের উক্তি থেকে সঠিকটি বুঝতে সক্ষম হন, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় তার জন্য তা সহজ করে দেন। এটি কতই না মহান দান! আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

তাঁর উক্তি: "দুনিয়া ও আখিরাতে বিচার তাঁরই নিকট" যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন: {তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন, তার ফয়সালা আল্লাহর নিকট} (৪)। এবং তিনি বলেন: {অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখো। এটিই কল্যাণকর এবং পরিণামে অতি উত্তম} (৫)। সুতরাং আল্লাহর দিকে বিচার ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাঁর কিতাবের দিকে বিচার ফিরিয়ে দেওয়া, আর রাসুলের দিকে বিচার ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাঁর জীবদ্দশায় সশরীরে তাঁর নিকট এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নতের নিকট বিচার নিয়ে যাওয়া। (৬)

১. সহীহ: আবু দাউদ: কিতাবুল আদাব (৪৯৫৫); মন্দ নাম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত অধ্যায়।
আন-নাসায়ী: কিতাব আদাবুল কাদা (৮/২২৬): অধ্যায়: যদি তারা কোনো ব্যক্তিকে বিচারক

নিযুক্ত করে এবং সে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়। আলবানী একে 'ইরওয়াউল গালীল' (২৬১৫) এবং 'সহীহুল জামি' (১৮৪১) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

২. খুলাসাতুত তাহজীবের টীকায় রয়েছে: বলা হয়েছে: আমর বিন খুওয়াইলিদ। আরও বলা হয়েছে: হানী বিন আমর। আরও বলা হয়েছে: খুওয়াইলিদ বিন শুরাইহ বিন আমর। ইবনে মুলাক্কিনের কুনইয়া বিষয়ক গ্রন্থ এবং জামিউল উসূল-এ এভাবেই রয়েছে।

৩. আরবি ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে আছে: উপাধি (লাকাব) হলো যা প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ করে, যেমন যাইনুল আবেদিন এবং এই জাতীয় শব্দ।

৪. সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১০।

৫. সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯।

৬. অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বিচার ফিরিয়ে দেওয়া হলো: তাঁর কিতাবের নিকট বিচার ফিরিয়ে দেওয়া। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার ফিরিয়ে দেওয়া হলো: তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি তাঁর নিকট বিচার পেশ করা, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর বিচার তাঁর সুন্নতের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া।

(ص: 432)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

1 وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله " 2. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. ولهذا سأل له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكماً في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبلة من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيئات. 3

فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ قال: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح "4 رواه أبو داود وغيره.

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا}

5.

والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة، ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة.

قوله: "فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا! ". فالمعنى- والله أعلم- أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا وهذا هو الصلح؛ لأن مداراة على الرضى لا على الإلزام. ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي

1 تقدم تخريجه برقم (340) .

2 الترمذي: الأحكام (1327) ، وأبو داود: الأفضية (3592) ، وأحمد (230/5)

، (242/5، 236/5) ، والدارمي: المقدمة (168) .

3 وبخلاف الصنف الآخر: الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم فيحفظونها متونا وشروحا مهما كانت معقدة وطويلة، ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله

ورسوله، فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماذا حرم الناس من خير وهدى وعز وسلطان
بهذا العزل لكتاب الله وسنة رسوله عن وظيفتها.

4 النسائي: آداب القضاة (5387) ، وأبو داود: الأدب (4955) .

5 سورة النساء آية: 40.

1 নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআযকে যখন ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন: "তুমি কিসের মাধ্যমে ফয়সালা করবে? তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা। তিনি বললেন: যদি না পাও? তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা। তিনি বললেন: যদি না পাও? তিনি বললেন: আমি আমার মতামত দিয়ে ইজতিহাদ করব। তখন তিনি বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।" 2. মুআয ছিলেন আহকাম, হালাল-হারাম এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিধান সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। এই কারণেই তাঁর জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ হয়েছিল যখন তিনি আল্লাহর কিতাব বা তাঁর রাসূলের সুন্নাহতে কোনো বিষয়ের বিধান খুঁজে পেতেন না। এটি বর্তমান সময়ের এবং এর আগের সেই অবহেলাকারী ব্যক্তিদের বিপরীত, যারা কিতাব ও সুন্নাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে তাদের জন্য ইজতিহাদ করা বৈধ, অথচ তা কতই না সুদূরপরাহত! 3 অতঃপর তিনি বললেন: "আমার কওম যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ করে তখন তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই এবং উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। তিনি বললেন: এটি কতই না উত্তম! তোমার সন্তানদের মধ্যে কে কে আছে? তিনি বললেন: শুরাইহ, মুসলিম এবং আব্দুল্লাহ। তিনি বললেন: তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম: শুরাইহ। তিনি বললেন: তাহলে তুমি আবু শুরাইহ।" 4 এটি আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আর কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ছাড়া আর কেউ ফয়সালা করবেন না যখন তিনি বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য নেমে আসবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ফয়সালা করবেন। তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির কোনো আমলই গোপন থাকে না: {নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, আর যদি তা কোনো নেক আমল হয় তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দান করেন} 5। কিয়ামতের দিন ফয়সালা মূলত হবে নেকি এবং গুনাহের মাধ্যমে। মজলুমের জন্য জালেমের নেকি থেকে তার ওপর কৃত জুলুমের সমপরিমাণ নিয়ে নেওয়া হবে যদি তার নেকি থাকে। আর

যদি তার নেকি না থাকে, তবে মজলুমের গুনাহ থেকে নিয়ে জালেমের গুনাহের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এর ওপর অণু পরিমাণও বাড়ানো হবে না এবং কারও প্রাপ্য হক থেকে অণু পরিমাণও কমানো হবে না।

তাঁর উক্তি: "আমার কওম যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ করে তখন তারা আমার কাছে আসে, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করি এবং উভয় পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হয়। তিনি বললেন: এটি কতই না উত্তম!" এর অর্থ হলো—আল্লাহই ভালো জানেন—আবু শুরাইহর কওম যখন জানতে পারল যে তিনি ইনসাফকারী এবং তাদের মধ্যে ন্যায়ের অন্বেষণকারী এবং উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির বিষয়ে অবগত, তখন তিনি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন। আর এটাই হলো সমঝোতা (সুলহ); কারণ এর মূল ভিত্তি হলো সন্তুষ্টির ওপর, বাধ্যবাধকতার ওপর নয়। এটি কোনো গণক বা ইহুদি-খ্রিস্টান আহলে কিতাবদের মতো নয়, কিংবা জাহেলি যুগের নেতা ও পূর্বপুরুষদের প্রথা ও বিধানের ওপর নির্ভরশীল নয় যা...

1 আগে নং (৩৪০) এ এর তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

2 তিরমিযী: আল-আহকাম (১৩২৭), আবু দাউদ: আল-আকদিয়া (৩৫৯২), আহমাদ (৫/২৩০, ৫/২৩৬, ৫/২৪২), দারেমী: আল-মুকাদ্দিমা (১৬৮)।

3 এটি অন্য এক শ্রেণীর বিপরীত: যারা মানুষের কথা ও মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং সেগুলো মতন ও শরহ হিসেবে মুখস্থ করে—তা যতই জটিল ও দীর্ঘ হোক না কেন—অতঃপর সেগুলোকে ইবাদত ও আহকামের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের ওপর প্রাধান্য দেয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যমে মানুষ কতই না কল্যাণ, হিদায়াত, মর্যাদা ও শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

4 নাসাঈ: আদাবুল কুদাত (৫৩৮৭), আবু দাউদ: আল-আদাব (৪৯৫৫)।

5 সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪০।

تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. 1

فيه مسائل:

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد معناه.

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله المستعان.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فما لك من الولد؟ قال: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح ". فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم.

1 في قرّة العيون: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب، ونحوهم من سوائف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب؛ لما فيه من النهي العديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: 5: 44 (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. اهـ. والنص الصريح في إبطال حكم السوائف من حكام البدو غير المتدينين هو قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك كنوه "بأبي الحكم"، فأنكرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ولفظ "الحكم" بفتحيتين لا ينهى عنه في الإسلام؛ لقوله تعالى:

(فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ صَلَاحٍ وَإِصْلَاحٍ، وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ.

যা কিতাব ও সুন্নাহর বিধানের পরিপন্থী, যেমনটি আজ অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে; বিশেষ করে সেইসব তাগুতদের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর বিধান বা তাঁর রাসূলের বিধানের প্রতি কোনো ভ্রক্ষেপ করে না। বরং তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য হলো তা-ই যা তারা নিজেদের খেয়ালখুশি ও মতামতের ভিত্তিতে ফয়সালা করে। ১

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির সম্মান করা, যদিও এর দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য না হয়।

দ্বিতীয়ত: এই কারণে নাম পরিবর্তন করা।

তৃতীয়ত: কুনিয়াতের (উপনাম) জন্য জ্যেষ্ঠ সন্তানকে নির্বাচন করা।

এমন কিছু মুকাল্লিদও (অন্ধ অনুসারী) এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা এমন ব্যক্তির তাকলীদ করে যার তাকলীদ করা বৈধ নয়। ফলে তারা তাদের মুকাল্লিদের কথার ওপর নির্ভর করে এবং কিতাব ও সুন্নাহর মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ সঠিক বিষয়টি বর্জন করে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমার কয়টি সন্তান?" তিনি বললেন: "শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ।" তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে বড় কে?" আমি বললাম: "শুরাইহ।" তিনি বললেন: "তাহলে তুমি আবু শুরাইহ।" এতে সাধারণত কুনিয়াত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এই বিষয়টি একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

১ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: মূর্খ মরুবাসী আরব ও তাদের মতো অন্যদের বাপ-দাদাদের প্রাচীন প্রথা এবং খেয়ালখুশি অনুযায়ী ফয়সালা করার বিষয়টি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ এ ব্যাপারে অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর পরিপন্থী বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফির) [সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪]। এটি একটি ব্যাপক বিষয়। কিছু মানুষ বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে নিজের

রায় ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী ফয়সালা করে, আবার কেউ কেউ এক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে এবং তারা যেভাবে ফয়সালা করত সেভাবেই ফয়সালা করে। এটি কুফর যখন তা স্থায়ী রূপ নেয় এবং এমন ব্যক্তিদের ওপর বিজয়ী হয় যারা মানুষের মতপার্থক্যের সময় ফয়সালার জন্য তাদের দিকে প্রত্যাভর্তন করে। (সমাপ্ত)। অধার্মিক বেদুইন শাসকদের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ফয়সালা বাতিল করার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী: (তারা কি তবে জাহেলিয়াতের বিধান প্রত্যাশা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?)। আবু শুরাইহ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে একজন বিচারক ছিলেন, তাই তাকে "আবু আল-হাকাম" বলে সম্বোধন করা হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই উপাধি অপছন্দ করেন এবং তা পরিবর্তন করে দেন। আর "আল-হাকাম" শব্দটি ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: (তবে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন হাকাম এবং তার পরিবার থেকে একজন হাকাম নিযুক্ত করো)। এর কারণ হলো, সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মীমাংসা ও সংশোধনের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন।

(ص: 433) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: "من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول"
 وقول الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ
 وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} 1.

قوله: "باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول" أي فقد كفر.

1 سورة التوبة آية: 65.

পরিচ্ছেদ: "যে ব্যক্তি এমন কিছু নিয়ে উপহাস করে যাতে আল্লাহর স্মরণ, কুরআন অথবা রাসূলের উল্লেখ রয়েছে"

এবং মহান আল্লাহর বাণী: "আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে?'" ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি এমন কিছু নিয়ে উপহাস করে যাতে আল্লাহর স্মরণ, কুরআন অথবা রাসূলের উল্লেখ রয়েছে" অর্থাৎ সে কুফরি করল।

১ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫।

(ص: 434) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "وقول الله تعالى: {وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} .

قال العباد ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: " قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء؟ أرغبنا بطونا1 وأكذبنا ألسنا. وأجبنا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، فقال: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} . وإن رجليه ليسفعا² الحجارة، وما يلتفت إليه

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم "3.

عن ابن عمر ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اتَّعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ".

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: " قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله

1 في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير: "ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا".

2 سفع الطائر ضريبته- كمنع- لطمها بجناحيه، وسفع فلان فلانا لطمه وضربه، والمعنى أن الحجارة تضرب رجليه من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك.

3 النسعة- بكسر النون وسكون الميملة سير مضفور يجعل زماناً للبعير وغيره (*) .
(*) قوله: (النسعة بكسر النون وسكون الميملة سير مضفور يجعل زماناً للبعير وغيره) . أقول في قوله: يجعل زماناً للبعير نظر، والصواب أن النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام. قال في القاموس: (النسع بالكسر سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النعال، يشد به الرحال، والقطعة منه نسعة، وسبي نسعا لطوله. انتهى المقصود.

তাঁর বক্তব্য: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?}।"
ইমাম ইমাদ ইবনে কাসীর (রহিমাল্লাহু) তাঁর তাফসীরে বলেছেন: আবু মা'শার আল-মাদানী মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরায়ী ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন: "জনৈক মুনাফিক ব্যক্তি বলল: আমি আমাদের এই ক্বারী সাহেবদের মতো কাউকে দেখিনি; যারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেটুক, সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে বেশি ভীর। এই সংবাদটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি যাত্রা শুরু করে তাঁর উটনীতে আরোহণ করেছিলেন। তখন লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা করছিলাম এবং পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য মুসাফিরদের মতো গল্প-গুজব করছিলাম। তখন তিনি বললেন: {তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা অজুহাত পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে ক্ষমা করি, তবে অন্য একটি দলকে অবশ্যই শাস্তি দেব, কারণ তারা ছিল অপরাধী।} সেই সময় লোকটির দুই পা পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করছিলেন না। আর সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উটনীর লাগামের রশি ধরে ঝুলে ছিল।" ৩।

ইবনে উমর, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ থেকে বর্ণিত—তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে গেছে—নিশ্চয়ই তাবুক যুদ্ধে এক ব্যক্তি বলেছিল: "আমরা আমাদের এই ক্বারী সাহেবদের মতো পেটুক, মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের

ময়দানে ভীৰু আর কাউকে দেখিনি।" সে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ক্বারী সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছিল। তখন আওফ বিন মালিক তাকে বললেন: "তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি একজন মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ সংবাদ দেব।" এরপর আওফ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খবর দিতে গিয়ে দেখলেন যে কুরআন (নাযিল হয়ে) তাঁর আগেই পৌঁছে গেছে। তখন সেই লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল যখন তিনি যাত্রা শুরু করে উটনীতে আরোহণ করেছেন। সে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা করছিলাম এবং পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য মুসাফিরদের মতো কথা বলছিলাম।" ইবনে উমর বলেন: "আমি যেন আজও তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উটনীর লাগামের রশি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, আর পাথর তার দুই পা ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল, আর সে বলছিল: আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলছিলেন: {তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা অজুহাত পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।} তিনি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলেন না এবং এর অতিরিক্ত কিছু তাকে বলছিলেন না।"

আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বলেন: আমাকে হিশাম বিন সা'দ, যায়েদ বিন আসলাম থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন: "তাবুক যুদ্ধের এক মজলিসে এক ব্যক্তি বলল: আমরা আমাদের এই ক্বারী সাহেবদের মতো পেটুক, মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে ভীৰু আর কাউকে দেখিনি। তখন মজলিসের এক ব্যক্তি বলল: তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি একজন মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ সংবাদ দেব। অতঃপর এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ-এর নিকট পৌঁছাল..."

১ ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীরের তাফসীরে রয়েছে: "আমি আমাদের এই ক্বারী সাহেবদের কেবল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেটুক হিসেবেই দেখছি।"

২ পাখির ক্ষেত্রে 'সাফা' অর্থ ডানা দিয়ে আঘাত করা। 'সাফা ফুলানুন ফুলানান' অর্থ সে তাকে চড়় মেরেছে বা আঘাত করেছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত চলার কারণে পাথর তার পায়ে আঘাত করছিল এবং সে সেদিকে খেয়াল করার মতো অবস্থায় ছিল না।

৩ 'নিসআহ'—নুন বর্ণের নিচে কাসরা (জের) এবং সীন বর্ণের সুকুন যোগে—হলো চামড়ার তৈরি বিনুনি করা ফিতা যা উট ও অন্যান্য পশুর লাগাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (*) তাঁর বক্তব্য: (নিসআহ... যা উটের লাগাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়) এতে কিছুটা দ্বিমত আছে। সঠিক হলো এই যে, 'নিসআহ' হলো এমন রশি যা দিয়ে হাওদা (সাওয়ারির আসন) বাঁধা হয়, একে সরাসরি লাগাম বলা যায় না। 'আল-কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'নিস' (জের যোগে) হলো চওড়া করে বোনা ফিতা যা জুতার ফিতার মতো দেখায়, যা দিয়ে উটের হাওদা বাঁধা হয়। এর এক একটি টুকরোকে 'নিসআহ' বলা হয়। লম্বা হওয়ার কারণে একে 'নিস' নামকরণ করা হয়েছে। ইঙ্গিত বিষয় সমাপ্ত।

(ص: 435)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بحَقْبِ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {وآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} 1 " 2. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا.

وقال ابن إسحاق: "وقد كان جماعة من المنافقين منهم: ودیعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلبية يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتل العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأننا بكم غدا

مقرنين في الجبال، إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة؛ وأنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن

لمقاتلتكم هذه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعبار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلت: كذا وكذا وكذا، فأنطلق إليهم عمار، فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله واقف على راحلته- فجعل يقول وهو آخذ بحلقها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حبيب: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عنده أي بقوله تعالى: {نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً} 3 في هذه الآية: مخشي ابن حبيب فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يُعلم بمكانه، فقتل يوم اليبامة فلم يوجد له أثر". وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: "كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إني أسع آية أنا أعني بها تقشعر منها الجلود، وتجل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليبامة، فمأ أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره".

1 سورة التوبة آية: 65-66.

2 حسن: رواه ابن جرير (10/ 119) ، وابن أبي حاتم (4/ 64) عن ابن عمر وإسناد ابن أبي حاتم حسن، كما قال الشيخ مقبل في الصحيح البسند ص (71) . قال الدوسري: وأما روايات محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقاتادة فهي مرسلة، وقد أخرجها ابن جرير (10/ 119 ، 120) .

3 سورة التوبة آية: 66.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন অবতীর্ণ হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন: আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের জিনের পেটির সাথে ঝুলে থাকতে দেখেছি, আর পাথর তার পায়ে আঘাত করছিল। সে বলছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কেবল হাসি-তামাশা ও খেলাধুলা করছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলছিলেন: "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।" ১২।

লাইস এটি হিশাম ইবনে সা'দ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন: "মুনাফিকদের একটি দল ছিল যাদের মধ্যে ছিল: বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে আউফ-এর ভাই ওয়াদিআহ ইবনে সাবিত এবং বনু সালামার মিত্র আশজা গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে মাখশি ইবনে হুমাইয়ার বলা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তখন তারা একে অপরকে ইঙ্গিত করে বলছিল: তোমরা কি রোমানদের (বনু আসফার) যুদ্ধকে আরবদের আপসের যুদ্ধের মতো মনে করো? আল্লাহর কসম, কালই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

তোমরা পাহাড়ের গায়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আছো—এটি তারা মুমিনদের মনে আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চারের জন্য বলছিল। তখন মাখশি ইবনে হুমাইয়ার বলল: আল্লাহর কসম, আমি বরং এটাই পছন্দ করতাম যে আমাদের প্রত্যেকের পিঠে যেন একশত করে বেদ্রাঘাত করা হয়, আর যেন আমাদের এই কথাবার্তার কারণে আমাদের সম্পর্কে কোনো কুরআন নাযিল না হয়। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইবনে ইয়াসিরকে বললেন: এই লোকগুলোকে ধরো, কারণ তারা (পাপে) দগ্ন হয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করো তারা কী বলেছে? যদি তারা অস্বীকার করে তবে বলো: না, বরং তোমরা অমুক অমুক কথা বলেছ। আমাদের তাদের কাছে গিয়ে তা বললেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ক্ষমা চাইতে লাগল। ওয়াদিআহ ইবনে সাবিত—যখন রাসূলুল্লাহ তাঁর সওয়ারির ওপর ছিলেন—তার সওয়ারির পেটি ধরে বলতে লাগল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কেবল হাসি-তামাশা ও খেলাধুলা করছিলাম। তখন মাখশি ইবনে হুমাইয়ার বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার নাম এবং আমার পিতার নাম আমাকে অপদস্থ করেছে। মহান আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে: {যদি আমি তোমাদের মধ্যে একদলকে ক্ষমা করি, তবে অন্য একদলকে আজাব দেব} ৩ এই আয়াতে: মাখশি ইবনে হুমাইয়ার, যার নাম পরবর্তীতে আবদুর রহমান রাখা হয়। সে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিল যেন সে এমনভাবে শহীদ হয় যে তার কবরের কোনো হদিস পাওয়া না যায়। পরবর্তীতে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন এবং তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

ইকরিমাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন: "সেই লোকগুলোর মধ্যে একজন যাকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন বলে ধারণা করা হয়, সে বলত: হে আল্লাহ! আমি এমন এক আয়াত শুনছি যার

মাধ্যমে আমাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা শুনে চামড়া শিউরে ওঠে এবং অন্তর কেঁপে ওঠে।
হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু যেন আপনার পথে শাহাদাতের মাধ্যমে হয়, কেউ যেন বলতে না পারে
যে আমি তাকে গোসল দিয়েছি, কাফন পরিয়েছি বা দাফন করেছি। বর্ণনাকারী বলেন: সে
ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল এবং অন্য সবার খোঁজ পাওয়া গেলেও তার কোনো সন্ধান
পাওয়া যায়নি।"

১ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৬৫-৬৬।

২ হাসান: ইবনে জারীর (১০/১১৯) এবং ইবনে আবি হাতিম (৪/৬৪) ইবনে উমর থেকে বর্ণনা
করেছেন। ইবনে আবি হাতিমের সনদটি হাসান, যেমনটি শেখ মুকবিল 'আস-সহীহুল মুসনাদ'
(পৃ. ৭১)-এ বলেছেন। আদ-দাওসারী বলেন: মুহাম্মদ ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং
কাতাদাহ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো মুরসাল, যা ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন (১০/১১৯,
১২০)।

৩ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৬৬।

(ص: 436) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقوله: { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } 1 أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها
{ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ } أي مخشي بن حمير { نَعَذَّبُ طَائِفَةً } أي لا يعفى عن
جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم { إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ } 2 أي بهذه المقالة
الفاجرة الخاطئة. انتهى.

قال شيخ الإسلام: " وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم: { قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }
3 وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا
يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم
بعد إيمانكم؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم

الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين".

وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له؛ بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرًا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. كقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} 4 - إلى قوله -: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 5.

فنفي الإيمان عن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سبوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان". انتهى.

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به 6 وأشدّها خطراً

1 سورة التوبة آية: 66.

2 سورة الدخان آية: 37.

3 سورة التوبة آية: 66.

4 سورة النور آية: 47.

5 سورة النور آية: 51.

6 ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله، وعدم احترامهم لأجله قوله: (ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله) أقول: هذا القول فيه إجمال، والصواب التفصيل فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام؛ لأنه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به، وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به، أما إن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كاللباس أو

حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع، أو لما يشبه ذلك، فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام؛ لأنه لا يرجع إلى الدين، وإنما يرجع إلى أمور أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

এবং তাঁর বাণী: {তোমরা অজুহাত পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কুফরি করেছ} ১ অর্থাৎ এই কথার মাধ্যমে যা দিয়ে তোমরা উপহাস করেছ। {যদি আমি তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে ক্ষমা করি} অর্থাৎ মাখশি বিন হুমাইরকে {তবে অন্য একটি দলকে শাস্তি দেব} অর্থাৎ তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করা হবে না, বরং তোমাদের এক অংশকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। {নিশ্চয় তারা ছিল অপরাধী} ২ অর্থাৎ এই পাপাচারী ও ভুল কথার কারণে। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "আল্লাহ তাআলা তাকে (রাসূলকে) নির্দেশ দিয়েছেন তাদের বলতে: {তোমরা ঈমান আনার পর কুফরি করেছ} ৩। আর যারা বলে যে, তারা তাদের অন্তরে আগে থেকেই কুফরি থাকা সত্ত্বেও মুখে ঈমান প্রকাশ করার পর পুনরায় কুফরি করেছে—এ কথা সঠিক নয়; কারণ অন্তরে কুফরি থাকা অবস্থায় মুখে ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথেই কুফরি বিদ্যমান থাকে, তাই 'তোমরা ঈমানের পর কুফরি করেছ' বলা যায় না; কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা সর্বদা কাফিরই ছিল। আর যদি এর অর্থ করা হয় যে তোমরা ঈমান প্রকাশের পর কুফরি প্রকাশ করেছ, তবে তারা তো তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য মানুষের সামনে কুফরি প্রকাশ করেনি, আর তারা তাদের ঘনিষ্ঠদের সাথে সর্বদা এমনই ছিল। সুতরাং এই শব্দগুলো তারা সর্বদা মুনাফিক ছিল—একথা নির্দেশ করে না।"

তিনি (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত করুন) অন্য এক স্থানে বলেছেন: তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরি করেছে, যদিও তারা বলেছিল: আমরা বিশ্বাসের সাথে কুফরি কথা বলিনি; বরং আমরা কেবল হাসি-তামাশা ও খেলাচ্ছলে কথা বলছিলাম। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে উপহাস করা কুফরি। আর এটি কেবল তারাই করতে পারে যারা এ কথার দ্বারা অন্তরকে প্রশস্ত করেছে। যদি তার অন্তরে ঈমান থাকত তবে তা তাকে এ ধরনের কথা বলা থেকে অবশ্যই বিরত রাখত। আর কুরআন স্পষ্ট করে যে, অন্তরের ঈমান তার চাহিদা অনুযায়ী বাহ্যিক আমলকে অবধারিত করে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: {আর তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি, এরপর তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়} ৪ —এই বাণী পর্যন্ত—: {মুমিনদের কথা তো কেবল এই

যে, যখন তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম} ৫।

সুতরাং যারা রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের থেকে তিনি ঈমানকে অস্বীকার করেছেন, এবং সংবাদ দিয়েছেন যে মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে বিচার করার জন্য ডাকা হয়, তারা শ্রবণ করে ও আনুগত্য করে। এতে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এটি ঈমানের অপরিহার্য দাবিগুলোর অন্তর্ভুক্ত।" সমাপ্ত।

এতে রয়েছে: এর বর্ণনা যে, মানুষ কখনো এমন কোনো কথা বলার মাধ্যমে বা এমন কোনো কাজ করার মাধ্যমে কাফির হয়ে যেতে পারে ৬ যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

১ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৬৬।

২ সূরা আদ-দুখান আয়াত: ৩৭।

৩ সূরা আত-তাওবাহ আয়াত: ৬৬।

৪ সূরা আন-নূর আয়াত: ৪৭।

৫ সূরা আন-নূর আয়াত: ৫১।

৬ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো ইলম (জ্ঞান) এবং আহলে ইলমদের (জ্ঞানী) নিয়ে উপহাস করা এবং এ কারণে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। তাঁর কথা: (এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো ইলম এবং আহলে ইলমদের নিয়ে উপহাস করা এবং তাদের সম্মান না করা)—আমি বলি: এই বক্তব্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, আর সঠিক বিষয় হলো বিস্তারিত বর্ণনা করা: যদি উপহাস করা হয় শারয়ী ইলম বা আলেমদের নিয়ে তাদের ইলমের কারণে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তা ইসলাম থেকে বিচ্যুতি (মুরতাদ হওয়া); কারণ এটি আল্লাহ যা মহিমাম্বিত করেছেন তাকে খাটো করা এবং অবজ্ঞা করা, যার সাথে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও অস্বীকার করা সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যদি আলেমদের নিয়ে উপহাস করার কারণ অন্য কিছু হয়, যেমন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা পার্থিব বিষয়ের প্রতি কারো কারো অতি আগ্রহ, অথবা মানুষের মাঝে প্রচলিত এমন কোনো প্রথা যা শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলোর বিপরীত চলা—তবে এই ধরনের উপহাস ইসলাম থেকে বিচ্যুতি (মুরতাদ হওয়া) নয়; কারণ এটি দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা সবচেয়ে ভালো জানেন।

فيه مسائل:

الأولى: وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر.

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان.

الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.

إرادات القلوب. فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر؛ فإن

الله تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: "

أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على

نفسه " 1. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

1 أخرجه البخاري تعليقاً (1/ 109) . ووصله ابن أبي خيثمة في تاريخه، وكذا محمد

بن نصر البروزي في كتاب الإيمان له، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه كما قال

الحافظ في الفتح (1/ 110) .

এতে কতিপয় মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যে ব্যক্তি এটি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে সে কাফির।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তিই এই কাজ করবে, তার ক্ষেত্রেই এই আয়াতের এই তাফসীর প্রযোজ্য হবে, সে যেই হোক না কেন।

তৃতীয়ত: চোগলখুরি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নসীহতের (কল্যাণকামিতার) মধ্যে পার্থক্য।

চতুর্থত: আল্লাহ যে ক্ষমা পছন্দ করেন এবং আল্লাহর শত্রুদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য।

পঞ্চমত: কিছু ওজর বা ওজরখাহি এমন রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

হৃদয়ের সংকল্পসমূহ; যা এমন এক সমুদ্রের মতো যার কোনো তীর নেই। এটি বড় নিফাক থেকে ভীতি অর্জনে সহায়তা করে; কেননা আল্লাহ তাআলা এই ব্যক্তিদের জন্য ঈমান সাব্যস্ত করেছিলেন তারা যা বলেছিল তা বলার আগে। যেমন ইবনে আবি মুলাইকাহ বলেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন" ১। আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।

১. ইমাম বুখারী এটি তালীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন (১/১০৯)। আর ইবনে আবি খাইসামাহ তাঁর তারিখে এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল-মারওয়ায়ী তাঁর কিতাবুল ঈমান-এ এবং আবু যুরআহ আদ-দিমাশকী তাঁর তারিখে এটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি হাফেজ ইবনে হাজার আল-ফাতহ গ্রন্থে (১/১১০) উল্লেখ করেছেন।

(ص: 437) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} 1.

قال مجاهد: " هذا بعلمي وأنا محقق به ". وقال ابن عباس: "يريد من عندي".
وقوله: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي} 2. قال قتادة: " على علم مني بوجه المكاسب ".

কোলে: "بَاب قول الله تعالى: {وَلَكِنَّ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ} " الآية. ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية، وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي.

কোলে: "قال مجاهد: " هذا بعلي وأنا محقوق به ". وقال ابن عباس: " يريد من عندي ". وقوله: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي} . قال قتادة: " على علم مني بوجه المكاسب ". وقال آخرون: " على علم من الله أني له أهل ". وهذا معنى قول مجاهد: أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ .

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى.

قال العباد ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: {إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ} 3. " يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه

1 سورة فصلت آية: 50.

2 سورة القصص آية: 78.

3 سورة الزمر آية: 49.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আর তাকে স্পর্শ করা দুঃখ-কষ্টের পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, তবে সে অবশ্যই বলবে, 'এটা আমারই প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রবের নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয় তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।' অতঃপর আমি কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠোর আযাব আস্বাদন করাব।} ১।

মুজাহিদ বলেন: "এটা আমার আমলের কারণে এবং আমি এর যোগ্য।" ইবনে আব্বাস বলেন: "তার উদ্দেশ্য হলো এটি আমার পক্ষ থেকে।"

এবং তাঁর বাণী: {সে বলল, 'আমি এটা প্রাপ্ত হয়েছি কেবল আমার কাছে থাকা জ্ঞানের কারণে'}। ২। কাতাদাহ বলেন: "উপার্জনের পন্থাসমূহ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের কারণে।"

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {আর তাকে স্পর্শ করা দুঃখ-কষ্টের পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই...}" আয়াত।

গ্রন্থকার—আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন—ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের পক্ষ থেকে এই আয়াতের এবং এর পরবর্তী অংশের অর্থ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তা অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক।

তাঁর উক্তি: "মুজাহিদ বলেন: 'এটা আমার আমলের কারণে এবং আমি এর যোগ্য।' ইবনে আব্বাস বলেন: 'তার উদ্দেশ্য হলো এটি আমার পক্ষ থেকে।' এবং তাঁর বাণী: {সে বলল, 'আমি এটা প্রাপ্ত হয়েছি কেবল আমার কাছে থাকা জ্ঞানের কারণে'}। কাতাদাহ বলেন: 'উপার্জনের পন্থাসমূহ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের কারণে।' অন্যরা বলেন: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে যে আমি এর যোগ্য।' আর এটাই মুজাহিদের উক্তির অর্থ: 'আমি এটা আভিজাত্যের কারণে প্রাপ্ত হয়েছি'।"

তারা যা উল্লেখ করেছেন তাতে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং এগুলো একই মূল অর্থের বিভিন্ন দিক মাত্র।

ইমাদ ইবনে কাসীর (রাহিমাল্লাহ) মহান আল্লাহর বাণী: {যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, 'আমি এটা কেবল জ্ঞানের কারণে প্রাপ্ত হয়েছি', বরং এটি একটি পরীক্ষা} ৩। এর ব্যাখ্যায় বলেন: "তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ বিপদের সময় মহান আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাভর্তন করে..."

১. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫০।

২. সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৮।

৩. সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৯।

ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى و {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ} أي لما يعلم الله من استحقاق له، ولولا أنني عند الله حظيظ لما خولني هذا¹. قال تعالى: {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ} 2 أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك {بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ} 3 أي اختبار {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} 4 فلهذا يقولون ما يقولون، ويدعون ما يدعون {قَدْ قَالَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} 5 أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم، وادعى هذه الدعوى كثير من سلف من الأمم {فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} 6 أي فما صح قولهم، ولا نفعهم جمعهم، وما كانوا يكسبون.

كما قال تعالى مخبرا عن قارون: {إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ} 7. وقال تعالى: {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ} 8". اهـ.

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ثلاثة ... " 9 الحديث. 10

1 في تفسير ابن كثير زيادة: قال قتادة: "على علم عندي: على خير عندي".

2 سورة الزمر آية: 49.

3 في ابن كثير: "مع علمنا بذلك فهي فتنة".

4 سورة الأنعام آية: 37.

5 سورة الزمر آية: 50.

6 سورة الحجر آية: 84.

7 سورة القصص آية: 76-77-78.

8 سورة سبأ آية: 35.

9 البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3464) : باب حديث أبرص وأعشى وأقرع في

نبي إسرائيل. ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (2964) (10) .

10 وقد حذفناه من الشرح منعاً للتكرار.

এবং তাকে ডাকে, তারপর যখন তিনি তাকে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন সে সীমা লঙ্ঘন করে ও অবাধ্য হয় এবং বলে, {সে বলল, আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা তো আমার জ্ঞানের কারণেই} অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে আমি এর যোগ্য, আর আমি আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদাবান না হলে তিনি আমাকে এটি দান করতেন না। ১। মহান আল্লাহ বলেছেন: {বরং এটি একটি পরীক্ষা} ২ অর্থাৎ বিষয়টি তেমন নয় যেমন সে দাবি করেছে, বরং আমরা তাকে এই নিয়ামত দান করেছি যেন তাকে পরীক্ষা করতে পারি যা আমরা তাকে দান করেছি সে বিষয়ে—সে কি আনুগত্য করবে না কি অবাধ্য হবে? এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও {বরং এটি একটি পরীক্ষা} ৩ অর্থাৎ যাচাই {কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না} ৪ এ কারণেই তারা যা বলে তা বলে এবং যা দাবি করার তা দাবি করে। {তাদের পূর্ববর্তীরাও এ কথা বলেছিল} ৫ অর্থাৎ এই উক্তিটি বলেছিল এবং এই ধারণা পোষণ করেছিল এবং এই দাবি করেছিল বিগত জাতিগুলোর অনেকে {ফলে তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোনো কাজে আসেনি} ৬ অর্থাৎ তাদের কথা সঠিক ছিল না, আর তাদের সঞ্চয় এবং তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

যেমন মহান আল্লাহ কারুন সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেছেন: {যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, তুমি দস্তুর করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিকদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। আর তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। সে বলল, আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা তো আমার নিকটস্থ জ্ঞানের কারণেই। সে

কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা তার চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল এবং লোকসংখ্যায় অধিক ছিল? আর অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না} ৭। এবং মহান আল্লাহ বলেছেন: {এবং তারা বলেছিল, আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক এবং আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না} ৮। সমাপ্ত। "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই তিনজন ... " ৯ হাদীসটি। ১০

১ ইবনে কাসীরের তাফসীরে অতিরিক্ত রয়েছে: কাতাদাহ বলেন: "আমার নিকটস্থ জ্ঞানের কারণে: অর্থাৎ আমার নিকট থাকা কল্যাণের কারণে।"

২ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৪৯।

৩ ইবনে কাসীরে রয়েছে: "এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সেটি একটি পরীক্ষা।"

৪ সূরা আল-আনআম আয়াত: ৩৭।

৫ সূরা আয-যুমার আয়াত: ৫০।

৬ সূরা আল-হিজর আয়াত: ৮৪।

৭ সূরা আল-কাসাস আয়াত: ৭৬-৭৭-৭৮।

৮ সূরা সাবা আয়াত: ৩৫।

৯ বুখারী: আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের হাদীস অধ্যায় (৩৪৬৪): বনী ইসরাঈলের শ্বেতী রোগী, অন্ধ ও টেকো ব্যক্তির হাদীস সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এবং মুসলিম: যুহদ ও কোমলতা সংক্রান্ত অধ্যায় (২৯৬৪) (১০)।

১০ পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আমরা এটি ব্যাখ্যা থেকে বাদ দিয়েছি।

(ص: 439) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

"أخرجاه" أي البخاري ومسلم. والناقة العشاء- بضم العين وفتح الشين وبالماء- هي الحامل.

قوله: "فأنتج" وفي رواية: "فنتج" معناه تولى نتاجها، والنتاج للناقة كالقابلة للبرأة. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأني المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عشاء، وقال: بارك الله لك فيها. قال فأني الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأني الأعشى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأني المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغيرا أتبلغ به في سفري، فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص قوله: "ولد هذا" هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى "أنتج" في الناقة، فالبولد والنتاج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان، وذلك لغيره. وقوله: "انقطعت بي الحبال" هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: هي الأسباب. قوله: "لا أجهدك" معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذ، أو تطلب من مالي. ذكره النووي. وهذا الحديث عظيم، وفيه معتبر: فإن الأولين جحدا نعمة الله، فبا أقرا لله بنعمة، ولا نسباً النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فيها فحل عليهما السخط. وأما الأعشى

"তাঁরা উভয়ে এটি বর্ণনা করেছেন" অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম। আর 'উশারা' উটনী—আইন বর্ণে পেশ, শীন বর্ণে জবর এবং দীর্ঘস্বর সহকারে—হলো গর্ভবতী উটনী।

তাঁর বাণী: "অতঃপর উৎপাদন করলো" এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "অতঃপর তা জন্ম নিলো", এর অর্থ হলো তিনি তার বাচ্চা প্রসবে তদারকি করলেন। আর উটনীর ক্ষেত্রে প্রসব সহায়তাকারী নারীর ক্ষেত্রে ধাত্রীর ন্যায়।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "সুন্দর রঙ এবং সুন্দর চামড়া; আর আমার থেকে যেন সেই রোগ চলে যায় যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" তিনি তখন তাকে স্পর্শ করলেন এবং তার থেকে সেই ঘৃণা উদ্বেককারী রোগ চলে গেল। তাকে সুন্দর রঙ ও সুন্দর চামড়া দান করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "উট অথবা গরু"— বর্ণনাকারী ইসহাক এখানে সন্দেহ পোষণ করেছেন। অতঃপর তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেওয়া হলো এবং তিনি বললেন: "আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন।" অতঃপর তিনি টাক মাথার ব্যক্তির কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "সুন্দর চুল; আর আমার থেকে যেন তা চলে যায় যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" তিনি তাকে স্পর্শ করলেন এবং তার থেকে তা চলে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "গরু অথবা উট।" তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেওয়া হলো এবং তিনি বললেন: "আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন।" অতঃপর তিনি অন্ধ ব্যক্তির কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি মানুষের দেখা পাই।" তিনি তাকে স্পর্শ করলেন এবং আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশি প্রিয়?" সে বললো: "ছাগল।" অতঃপর তাকে বাচ্চা প্রসবকারী একটি ছাগল দেওয়া হলো। অতঃপর উট ও গাভী বাচ্চা উৎপাদন করলো এবং ছাগলটিও বাচ্চা জন্ম দিলো। ফলে একজনের উটে উপত্যকা ভরে গেল, অন্যজনের গরুতে উপত্যকা ভরে গেল এবং অপরজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। তিনি বলেন: এরপর তিনি কুষ্ঠ রোগীর কাছে তার সেই পূর্বের রূপ ও আকৃতিতে আসলেন। তিনি বললেন: "আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, আমার সফরে সমস্ত উপায়-উপকরণ শেষ হয়ে গেছে, আজ আল্লাহ ছাড়া আর তোমার সাহায্য ছাড়া আমার গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো উপায় নেই। আমি তোমার কাছে সেই সত্তার দোহাই দিয়ে একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রঙ, সুন্দর চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন, যাতে আমি আমার সফরে

গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি।" তখন সে বললো: "অনেক হক ও দায়িত্ব রয়েছে।" তিনি বললেন: "আমি যেন তোমাকে চিনি; তুমি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলে না?"

তাঁর বাণী: "এ জন বাচ্চা জন্মালো" এটি লাম বর্ণে তাশদীদ সহকারে, অর্থাৎ তিনি এর জন্মদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। এটি উটনীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত "উৎপাদন করা" শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত। সুতরাং বাচ্চা প্রসব সহায়তাকারী এবং ধাত্রী একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি পশুর ক্ষেত্রে এবং অন্যটি মানুষের ক্ষেত্রে।

এবং তাঁর বাণী: "আমার উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে", এটি নুকতাহীন 'হা' এবং এক নুকতাহীন 'বা' যোগে (আল-হিবাল): যার অর্থ হলো উপায়-উপকরণ। তাঁর বাণী: "আমি তোমাকে কষ্টে ফেলবো না", এর অর্থ হলো: তুমি আমার সম্পদ থেকে যা গ্রহণ করবে বা যা চাইবে তা ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি তোমার ওপর কোনো কঠোরতা বা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবো না। ইমাম নববী এটি উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীসটি অত্যন্ত মহিমাম্বিত এবং এতে শিক্ষা রয়েছে: প্রথম দুইজন আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করেছিল, তারা আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়নি এবং নেয়ামতকে তার প্রকৃত দাতার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেনি, আর তারা এতে আল্লাহর হকও আদায় করেনি; ফলে তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হলো। আর অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে...

(ص: 440) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فأعترف بنعمة الله، ونسبها إلى من أنعم عليه بها، وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يجب.

يقدرك الناس فقيراً، فأعطاك الله عز وجل المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله

إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك " أخرجاه. فيه مسائل:

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 1 " أصل الشكر هو الاعتراف بأنعام المنعم على وجه الخضوع له، والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحداً كما يجحد النكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها، وأقر بها ولم يجحداً، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه، لم يشكره أيضاً، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها، وخضع للمنعم بها، وأحبه ورضي به وعنه، واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب، وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له".

قوله: "قدرني الناس" بكراهة رؤيته وقربه منهم.

1 في مدارج السالكين ج 2 ص 135-144.

অতঃপর তিনি আল্লাহর নেয়ামত স্বীকার করলেন এবং যিনি তাকে এটি দান করেছেন তাঁর দিকে তা সম্পৃক্ত করলেন, আর এতে আল্লাহর হুক আদায় করলেন। ফলে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিকারী হলেন, যেহেতু তিনি শুকরিয়ার সেই তিনটি স্তম্ভ পূর্ণ করেছেন যা ছাড়া শুকরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর সেগুলো হলো: নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান, তা দাতার দিকে সম্পৃক্ত করা এবং তা আবশ্যকীয় খাতে ব্যয় করা।

মানুষ তোমাকে দরিদ্র বলে ঘৃণা করত, অতঃপর আল্লাহ মহান তোমাকে সম্পদ দান করলেন। সে বলল: আমি তো এই সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষদের থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন: যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি টেকোর কাছে তার অবয়বে আসলেন এবং তাকে ঠিক তেমনটিই বললেন যেমনটি একে বলেছিলেন, আর সেও ঠিক তেমন উত্তরই দিল যেমনটি এ দিয়েছিল। তিনি বললেন: যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন: আর তিনি অন্ধ ব্যক্তির কাছে তার অবয়বে আসলেন এবং বললেন: আমি এক মিসকিন ও মুসাফির ব্যক্তি, আমার সফরে আমার সমস্ত উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং আজ আল্লাহ ব্যতীত এবং অতঃপর আপনার সাহায্য ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছানোর আর কোনো পথ নেই। আমি আপনার কাছে সেই সত্তার দোহাই দিয়ে একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমি আমার সফরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি। সে বলল: আমি অন্ধ ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং আপনি যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন আর যা ইচ্ছা ছেড়ে দিন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি যা কিছু গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আজ আমি আপনাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেব না। তিনি বললেন: তোমার সম্পদ তোমার কাছেই রাখো, তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন)।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: ১ "শুকরিয়ার মূল হলো দাতার প্রতি বিনয়, নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি নেয়ামত সম্পর্কে অবগত নয় বরং সে বিষয়ে অজ্ঞ, সে তার শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি নেয়ামত সম্পর্কে জানে কিন্তু নেয়ামত দানকারীকে চেনে না, সেও তার শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি নেয়ামত ও নেয়ামত দানকারী উভয়কেই চেনে কিন্তু তা অস্বীকার করে, যেমনটি অস্বীকারকারী ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত নেয়ামতকে অস্বীকার করে, তবে সে তা কুফরি (অস্বীকার) করল। আর যে ব্যক্তি নেয়ামত ও নেয়ামত দানকারীকে চেনে এবং তা স্বীকারও করে, অস্বীকার করে না, কিন্তু তাঁর প্রতি বিনয় প্রকাশ করে না এবং তাঁকে ভালোবাসে না কিংবা তাঁর প্রতি ও তাঁর বিধানে সন্তুষ্ট নয়, সেও তার শুকরিয়া আদায় করল না। আর যে ব্যক্তি নেয়ামত চেনে, নেয়ামত দানকারীকে চেনে, তা স্বীকার করে, নেয়ামত

দানকারীর প্রতি বিনয় প্রকাশ করে, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর প্রতি ও তাঁর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে এবং নেয়ামতকে তাঁর প্রিয় ও আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে, সেই হলো প্রকৃত শুকরিয়া আদায়কারী। সুতরাং শুকরিয়ার ক্ষেত্রে অন্তরের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল থাকা আবশ্যিক, আর তা হলো নেয়ামত দানকারীর প্রতি ঝোঁক, তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর কাছে মস্তক অবনত করা।"

তাঁর উক্তি: "মানুষ আমাকে ঘৃণা করত" অর্থ হলো তাকে দেখা এবং তার নিকটে থাকাকে তারা অপছন্দ করত।

১ মাদারিজুস সালিকিন, ২য় খণ্ড, ১৩৫-১৪৪ পৃষ্ঠা।

(ص: 441)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما معنى: "ليقولن هذا لي".

الثالثة: ما معنى قوله: "إنما أوتيته على علم عندي".

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.

প্রথমত: আয়াতটির ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত: ‘সে অবশ্যই বলবে, এটি আমারই প্রাপ্য’—এই কথার অর্থ কী।

তৃতীয়ত: তার এই উক্তির অর্থ কী: ‘আমি তো এটি লাভ করেছি আমার নিকটস্থ ইলমের কারণে’।

চতুর্থত: এই বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্যে নিহিত মহান শিক্ষাগুলো।

باب: "قول الله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} 1.

قوله "باب قول الله: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} .

قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لها ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سيّئه عبد الحارث فإنه يعيش، فسبته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره " 2 3. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بنदार عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاً، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً 4.

1 سورة الأعراف آية: 190.

2 ضعيف: أحمد (5/ 11) . والترمذي: كتاب التفسير (3077) باب: ومن سورة الأعراف. والحاكم (2/ 545) . وابن جرير (15513) . وضعفه الحافظ ابن كثير

(274 /2) . وضعفه الألباني في الضعيفة (342) وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري (13 /309) .

3 الترمذي: تفسير القرآن (3077) ، وأحمد (11/5) .

4 قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري. وقد وثقه ابن معين. ولكن قال حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتبر عن أبيه عن الحسن عن سيرة مرفوعاً. فالله أعلم.

الثاني: أنه قد روي من قول سيرة نفسه، وليس مرفوعاً. كما قال ابن جرير. الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا. فلو كان هذا عنده عن سيرة مرفوعاً لبا عدل عنه- ثم ساق ابن كثير الروايات عن الحسن بمثل ما روى ابن جرير عنه، ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن: أنه فسر الآية بذلك; وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبا عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه. فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب أو وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. والله أعلم اهـ. وقال الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل: ((وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سقى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، وإنما نزلت الآية في المشركين على ظاهرها)). اهـ.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে একটি সুঠাম সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁকে যা দান করা হয়েছিল তাতে তাঁর জন্য অংশীদার স্থির করল; বস্তুত তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্বে} ১।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে একটি সুঠাম সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁকে যা দান করা হয়েছিল তাতে তাঁর জন্য অংশীদার স্থির করল; বস্তুত তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্ব}।

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুস সামাদ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন উমর ইবনে ইব্রাহিম, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ, হাসান থেকে, তিনি সামুরাহ থেকে, তিনি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যখন হাওয়া সন্তান প্রসব করলেন, তখন ইবলিস তাঁর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল—আর তাঁর কোনো সন্তানই বেঁচে থাকত না। তখন সে বলল: তুমি এর নাম রাখো 'আবদুল হারিস', তবেই সে বেঁচে থাকবে। অতঃপর তিনি তার নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন এবং সে জীবিত থাকল। আর এটি ছিল শয়তানের প্ররোচনা ও আদেশের অন্তর্ভুক্ত" ২ ৩। অনুরূপভাবে ইবনে জারির এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বাশশার বুন্দার থেকে, তিনি আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস থেকে। তিরমিজি এই আয়াতের তাফসিরে এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না থেকে, তিনি আবদুস সামাদ থেকে, এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান গরিব হাদিস, উমর ইবনে ইব্রাহিমের হাদিস ছাড়া এটি আমাদের জানা নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি আবদুস সামাদ থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু মারফু (নবির বাণী হিসেবে) বর্ণনা করেননি। হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এটি আবদুস সামাদের হাদিস থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ, তবে তাঁরা (বুখারি ও মুসলিম) এটি উদ্ধৃত করেননি। ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি হাতিম তাঁর তাফসিরে আবু যুরআহ আর-রাজি থেকে, তিনি হিলাল ইবনে ফাইয়াদ থেকে, তিনি উমর ইবনে ইব্রাহিম থেকে মারফু হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন ৪।

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৯০।

২ জয়িফ (দুর্বল): আহমাদ (৫/১১), তিরমিজি: কিতাবুত তাফসির (৩০৭৭) পরিচ্ছেদ: সূরা আল-আরাফ থেকে, হাকিম (২/৫৪৫), ইবনে জারির (১৫৫১৩)। হাফেজ ইবনে কাসির এটিকে দুর্বল বলেছেন (২/২৭৪)। আলবানি 'আদ-দায়িফাহ' (৩৪২) গ্রন্থে এটিকে দুর্বল বলেছেন। তাবারির তাফসিরে শেখ আহমাদ শাকিরের টীকা (১৩/৩০৯) দ্রষ্টব্য।

৩ তিরমিজি: তাফসিরুল কুরআন (৩০৭৭) এবং আহমাদ (৫/১১)।

৪ হাফেজ ইবনে কাসির বলেন: উদ্দেশ্য হলো, এই হাদিসটি তিনটি কারণে ঋণটিযুক্ত: প্রথমত: এই উমর ইবনে ইব্রাহিম হলেন বসরী। ইবনে মাইন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কিন্তু আবু হাতিম আর-রাজি বলেছেন: তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তবে ইবনে মারদুওয়াই এটি মুতামির থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি সামুরাহ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত: এটি স্বয়ং সামুরাহর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, মারফু হিসেবে নয়, যেমনটি ইবনে জারির বলেছেন।

তৃতীয়ত: হাসান (বাসরি) নিজে এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটি ছাড়া অন্যভাবে করেছেন। যদি এটি তাঁর কাছে সামুরাহ থেকে মারফু হিসেবে সাব্যস্ত থাকত, তবে তিনি তা পরিহার করতেন না। অতঃপর ইবনে কাসির হাসান থেকে বর্ণিত সেই রেওয়াযাতগুলো উল্লেখ করেছেন যা ইবনে জারির তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেন: এগুলো হাসানের পক্ষ থেকে সহিহ সনদ। তিনি এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং আয়াতটি সেদিকেই বহন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি এই হাদিসটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকত, তবে তিনি বা অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হতেন না, বিশেষ করে তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারির কারণে। এটি আপনাকে নির্দেশ করে যে এটি সাহাবির ওপর স্থগিত (মাওকুফ)। সম্ভবত তিনি এটি আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন কাব অথবা ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বা অন্য কেউ, যা ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত আসবে। তবে আমরা মারফু বর্ণনার দায়ভার থেকে মুক্ত হলাম। আল্লাহই ভালো জানেন। সমাপ্ত। এবং ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলেন: "আদমের প্রতি তারা যা আরোপ করেছে যে তিনি তাঁর সন্তানের নাম আবদুল হারিস রেখেছিলেন, তা একটি বানোয়াট ও মিথ্যা উপকথা, যা দ্বীনহীন ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদের তৈরি। এর কোনো সনদ কখনো বিশুদ্ধ হয়নি। বরং এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।" সমাপ্ত।

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} 1 قال: " كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن آدم ". وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثني يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: " هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهوّدوا ونصّروا ". وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله.

قال العباد ابن كثير في تفسيره: وأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم الله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله " {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: " فأتاهما الشيطان فقال: هل تدریان ما یولد لکما؟ أم هل تدریان ما یكون، أبهیمة أم لا؟ وزین لهما الباطل، إنه لغوي مبين؛ وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بی لم یخرج سویا، ومات کما مات الأول. فسمیا ولدهما عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: " {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ". وذكر مثله عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس. ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبیر، ومن الطبقة الثانية: قتادة والسدي وجماعة من الخلف؛ ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا یحصون كثرة.

ইবনে জারীর বলেছেন: ইবনে ওয়াকী আমাদের বর্ণনা করেছেন, সুহাইল ইবনে ইউসুফ আমরের সূত্রে হাসান [আল-বাসরী] থেকে {তারা উভয়ই তাকে শরিক করল সেই বস্তুতে যা

তিনি তাদের দান করেছেন} ১ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "এটি কোনো এক ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ছিল এবং এটি আদমের ক্ষেত্রে ছিল না।" এবং বিশর ইবনে মুয়ায আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইয়াযীদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলতেন: "তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান; আল্লাহ তাদের সন্তান দান করেছেন, আর তারা তাদের ইহুদি ও খ্রিস্টান বানিয়েছে।" এবং এটি হাসানের (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে একটি সহীহ সনদ।

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর তাঁর তাফসিরে বলেছেন: আর বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে: মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক দাউদ ইবনুল হুসাইন থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "হাওয়া আদমের (আলাইহিস সালাম) গর্ভে সন্তান ধারণ করতেন এবং তিনি তাদের আল্লাহর জন্য নিবেদন করতেন এবং তাদের নাম রাখতেন আবদুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ এবং অনুরূপ। কিন্তু তারা মারা যেত। তখন ইবলিস তাদের নিকট এসে বলল: 'তোমরা যদি তার নাম আমার দেওয়া নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে রাখতে, তবে সে বেঁচে থাকত।' অতঃপর তিনি এক পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন এবং তিনি তার নাম রাখলেন আবদুল হারিস। আর এই ব্যাপারেই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন: {তিনিই সেই সন্তা যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন} আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" এবং আল-আওফী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: "শয়তান তাদের নিকট এসে বলল: 'তোমাদের কী জন্ম হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কি তোমরা জানো? অথবা সেটি কী হবে, তা কি কোনো চতুষ্পদ জন্তু হবে নাকি অন্য কিছু?' সে তাদের জন্য বাতিলকে সুশোভিত করল; নিশ্চয়ই সে এক প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী। ইতিপূর্বে তিনি দুটি সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন এবং তারা মারা গিয়েছিল। শয়তান তাদের বলল: 'তোমরা যদি আমার নামে তার নামকরণ না করো, তবে সে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হবে না এবং পূর্বের সন্তানদের মতো মারা যাবে।' তখন তারা তাদের সন্তানের নাম রাখল আবদুল হারিস। আর এটাই আল্লাহর বাণী: {অতঃপর যখন তিনি তাদের একটি সুস্থ-সবল সন্তান দান করলেন, তারা আল্লাহর দানকৃত বিষয়ে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করল; অথচ তারা যা শরিক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।}"

এবং সাঈদ ইবনে জুবায়েরের সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের একদল সাথী যেমন মুজাহিদ, ইকরিমাহ এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের তাঁর থেকে এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তর থেকে

কাতাদাহ, সুদী এবং পরবর্তী একদল আলেম এটি বর্ণনা করেছেন; এছাড়া মুফাসসিরদের মধ্য থেকে এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্য থেকে অসংখ্য দল এটি বর্ণনা করেছেন।

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৯০।

(ص: 443)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال العباد ابن كثير: وكان أصله - والله أعلم - مأخوذ من أهل الكتاب 1. قلت: وهذا بعيد جدا.

قوله: "قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب". ابن حزم: هو عالم الأندلس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري. صاحب التصانيف، توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة. وله اثنتان وسبعون سنة.

وعبد المطلب هذا: هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام.

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك في الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدتهم لعبادته وحده، وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم

من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: {إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} 2 فهذه هي العبودية العامة. وأما

1 قال ابن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب، أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المشركون من ذريته، ولهذا قال: (فتعالى الله عما يشركون).
فائدة: قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ- أطال الله حياته لنفع المسلمين- ((أما قوله تعالى في آخر الآية: (فتعالى الله عما يشركون) فليس المراد به آدم وحواء؛ لأن الكلام قد تم قبله، وهذا ابتداء كلام مستأنف، وإنما المراد به المشركون، وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله: (فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما) هو القول المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن)). اهـ.
2 سورة مريم آية: 93.

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর বলেন: আর এর মূল উৎস—আল্লাহই ভালো জানেন—আহলে কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

আমি বলছি: এটি অত্যন্ত দূরবর্তী বিষয়।

তাঁর উক্তি: "ইবনে হাযম বলেন: তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে দাসত্ব প্রকাশ পায় এমন প্রতিটি নাম হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যেমন আবদে আমর এবং আবদে কাবা এবং এই জাতীয় নামসমূহ, তবে আবদুল মুত্তালিব ব্যতীত।"

ইবনে হাযম: তিনি হলেন আন্দালুসের আলেম, আবু মুহাম্মদ আলী বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন হাযম আল-কুরতুবী আল-জাহেরী। তিনি বহু কিতাবের রচয়িতা, চারশত ছাপ্পান্ন হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর।

আর এই আবদুল মুত্তালিব: তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা। তিনি হলেন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন আন-নাদর বিন কিনানাহ বিন খুজাইমাহ

বিন মুদরিকাহ বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নিজার বিন মাদ বিন আদনান-এর পুত্র।
আদনানের উর্ধ্বে যারা আছেন তাদের বংশলতিকার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে
কোনো সন্দেহ নেই যে তারা ইব্রাহিম খলীল ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের বংশধর।
তিনি (রহিমাল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বা দাসত্ব প্রকাশক প্রতিটি নাম হারাম হওয়ার
ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন; কারণ এটি রুবুবিয়াহ এবং উলুহিয়াহর ক্ষেত্রে
শিরক। কেননা সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস, তিনি তাদের একমাত্র তাঁর
ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহতে তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদ সাব্যস্ত
করার জন্য অনুগত করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করেছে এবং তাঁর
রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহতে তাঁর একত্ববাদ মেনে নিয়েছে, আবার তাদের মধ্যে কেউ তাঁর
উলুহিয়াহতে শিরক করেছে যদিও তারা তাঁর রুবুবিয়াহ, নামসমূহ ও গুণাবলী স্বীকার
করেছে। আর তাদের ওপর আল্লাহর তাকদীরী বিধানসমূহ অবশ্যই কার্যকর হবে, যেমন
আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের
কাছে দাস হিসেবে উপস্থিত হবে না} ২ সুতরাং এটি হলো সাধারণ দাসত্ব। আর...

১ ইবনে কাসীর বলেন: আর এই বর্ণনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে—আল্লাহই ভালো
জানেন—এগুলো আহলে কিতাবদের বর্ণনা। আর আমরা এই বিষয়ে হাসান বসরীর মাযহাবের
ওপর রয়েছি যে, এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য আদম ও হাওয়া নন, বরং তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা
মুশরিক তারা। একারণেই তিনি বলেছেন: (সুতরাং তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অতি
উর্ধ্বে)।

ফায়দা: আমাদের শায়খ আল্লামা শেখ আব্দুল্লাহ বিন হাসান আল আশ-শায়খ—মুসলিমদের
উপকারের জন্য আল্লাহ তাঁর হায়াত বৃদ্ধি করুন—বলেন: "আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলার
বাণী: (فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) - সুতরাং তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অতি উর্ধ্বে) এর
দ্বারা আদম ও হাওয়া উদ্দেশ্য নন; কারণ এর পূর্বেই কথা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, এবং এটি
একটি নতুন বাক্য। বরং এর দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য। আর ব্যাখ্যাকারী (রহিমাল্লাহ) তাঁর এই
বক্তব্যে যা উল্লেখ করেছেন: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا) - অতঃপর তিনি যখন
তাদেরকে একটি নেক সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁকে যা দান করেছেন তাতে তাঁর জন্য
অংশীদার নির্ধারণ করল) এটিই নির্ভরযোগ্য মত যা কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত
হয়।" সমাপ্ত।

العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} 1 ونحوها.

قوله: "حاشا عبد المطلب" هذا استثناء من العيوم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبه هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاشماً تزوج فيهم امرأة، فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله، وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته²، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبداً للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به³ فلم يبق للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا ابن عبد المطلب" 4 5. وقد صار معظماً في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه.

وعن ابن عباس في الآية قال: "لما تغشاها آدم حملت، فأتاها إبليس. فقال: إني صاحبك الذي أخرجتك من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سبياه عبد الحارث. فأبياً أن يطيعاه، فخرج ميتاً. ثم حملت، فأتاها فقال مثل قوله، فأبياً أن يطيعاه فخرج ميتاً. ثم

حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسميها عبد الحارث. فذلك قوله: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} ". رواه ابن أبي حاتم.

وله بسند صحيح عن قتادة قال: " شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته ".
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: {لئن آتيتنا صالحاً} 6 قال: " أشفقاً أن لا يكون إنساناً " وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرّة السنية في مولد خير البرية: " كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر عاماً، ثم ذهب إلى المدينة ليبتار منها تمراً لأهله، فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حملٌ على الصحيح ". انتهى.
قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لهما أوضاعته أمه في كفالة جده عبد المطلب.

1 سورة الزمر آية: 36.

2 وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة، فولدت له شيبه. ومات هاشم في الشام فبقي شيبه بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين حتى ذهب عنه المطلب إليه وأحضره إلى مكة.

3 واسمه العلم: شيبه الحمد.

4 البخاري: الجهاد والسير (2864)، ومسلم: الجهاد والسير (1776)، والترمذي: الجهاد (1688)، وأحمد (280/4، 281/4).

5 روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب- وسأله رجل من قيس-: أفرتم عن رسول الله يوم حنين؟ فقال: " لكن رسول الله لم يفر. كانت هوزان رماة وأنا لها حملنا عليهم انكشفوا، فأكبنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأن أبا سفيان أخذ بزمامها يقول: " أنا

النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرک". وكنّا إذا حمي البأس اتقينّا
برسول الله. وأن الشجاع الذي يحاذي به".
6 سورة الأعراف آية: 189.

বিশেষ দাসত্ব (আল-উবুদিয়্যাহ আল-খাসসাহ) ইখলাস ও আনুগত্যের অধিকারীদের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন?" ১ এবং এর সমজাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহ।

তাঁর বক্তব্য: "আবদুল মুত্তালিব ব্যতীত", এটি 'কুল্লু' (সব) শব্দ থেকে প্রাপ্ত সাধারণ বিধানের একটি ব্যতিক্রম। কারণ এই নামে নামকরণ করার মধ্যে কোনো বাধা নেই; কেননা এর মূল হলো দাসত্বের অধীনতা। মূল ঘটনা হলো, হাশেমের ভাই মুত্তালিব মদিনায় আসেন। আর তাঁর ভাতিজা শাইবা (আবদুল মুত্তালিব) তাঁর মাতুল গোষ্ঠী খাজরাজ বংশীয় বনু নাজ্জারের মাঝে বেড়ে উঠছিলেন; কারণ হাশেম তাঁদের মধ্যে এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভেই এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি তাঁর মাতুলদের কাছে বড় হলেন এবং ভালো-মন্দ পার্থক্যের বয়সে পৌঁছালেন, তখন তাঁর চাচা মুত্তালিব তাকে তাঁর পিতার শহর ও গোত্র মক্কায় নিয়ে যান। ২ তিনি যখন তাকে মক্কায় নিয়ে আসলেন, তখন শাইবা তাঁর সওয়ারির পিছনে বসা ছিলেন। মক্কাবাসী তাকে দেখে ভাবলেন যে সে মুত্তালিবের গোলাম বা দাস, কারণ ভ্রমণের কারণে তাঁর গায়ের রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তারা বলল: "এটি মুত্তালিবের দাস (আবদুল মুত্তালিব)"। অতঃপর এই নামটিই তাঁর সাথে সঁটে গেল এবং এটাই তাঁর নাম হয়ে দাঁড়াল, ফলে তাঁকে এই নাম ব্যতীত আর স্মরণ করা হতো না বা ডাকা হতো না। ৩ ফলে এর মূল অর্থ আর অবশিষ্ট থাকল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর"। ৪ ৫ তিনি কুরাইশ ও আরবদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি তাঁর জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশদের নেতা ও তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন। তিনিই যমযম কূপ খনন করেছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের একজন, যিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন।

আর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "যখন আদম তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি গর্ভবতী হলেন। তখন ইবলিস তাঁদের কাছে এল

এবং বলল: আমিই তোমাদের সেই সাথী যে তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলাম। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করবে অন্যথায় আমি তাঁর (গর্ভস্থ সন্তানের) মাথায় হরিণের শিং গজিয়ে দেব, যা তোমার পেট চিরে বের হয়ে আসবে। আমি এটা করব, আমি সেটা করব—এভাবে সে তাঁদের ভয় দেখাতে লাগল। সে বলল: তোমরা তাঁর নাম রাখো 'আবদুল হারিস'। তাঁরা তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন, ফলে সন্তানটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলো। পুনরায় তিনি গর্ভবতী হলেন, সে আবার এসে একই কথা বলল, তাঁরা তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন এবং সন্তানটি মৃত ভূমিষ্ঠ হলো। এরপর তিনি আবার গর্ভবতী হলেন এবং সে এসে পুনরায় একই কথা বলল। এবার তাঁদের মনে সন্তানের প্রতি মমতা জাগল, ফলে তাঁরা তাঁর নাম রাখলেন 'আবদুল হারিস'। আর এটাই হলো আল্লাহর সেই বাণী: {অতঃপর তিনি তাঁদের যা দান করলেন তাতে তাঁরা তাঁর শরীক নির্ধারণ করল}। ইবনে আবি হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর (ইবনে আবি হাতিমের) কিতাবে কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "তাঁরা তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।"

তাঁর (ইবনে আবি হাতিমের) কিতাবে মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর বাণী: {যদি আপনি আমাদের একটি সুস্থ-সবল সন্তান দান করেন} ৬ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: "তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে সে মানুষ হবে না।" হাসান বসরী, সাঈদ এবং অন্যান্যদের থেকেও একই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ সালাহউদ্দীন আল-আলাই 'আদ-দুররাতুস সানিয়াহ ফি মাওলিদি খাইরিল বারিয়াহ' গ্রন্থে বলেছেন: "আমেনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে গর্ভবতী হন, তখন তাঁর পিতা আবদুল্লাহর বয়স ছিল প্রায় আঠারো বছর। অতঃপর তিনি তাঁর পরিবারের জন্য খেজুর সংগ্রহ করতে মদিনায় যান এবং সেখানে তাঁর মাতুল গোষ্ঠী বনু আদি ইবনে নাজ্জারের কাছে মৃত্যু বরণ করেন। আর সঠিক মতানুসারে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে ছিলেন।" সমাপ্ত।

আমি বলি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন তাঁর মাতা ভূমিষ্ঠ করলেন, তখন তিনি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে চলে যান।

২ তাঁর মা সালমার পিতা আমর বিন যায়েদ আল-খাজরাজী আন-নাজ্জারী হাশেমের নিকট এই শর্ত দিয়েছিলেন যে, তিনি মদিনাতেই সন্তান প্রসব করবেন, ফলে তিনি শাইবা-কে প্রসব করেন। হাশেম শামে (সিরিয়া) ইন্তেকাল করলে শাইবা তাঁর মাতুল গোষ্ঠী বনু আদি বিন নাজ্জারের কাছে মদিনায় সাত বছর অবস্থান করেন। অবশেষে তাঁর চাচা মুত্তালিব তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন।

৩ আর তাঁর আসল নাম ছিল: শাইবাতুল হামদ।

৪ বুখারী: আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার (২৮৬৪), মুসলিম: আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার (১৭৭৬), তিরমিযী: আল-জিহাদ (১৬৮৮), আহমাদ (৪/২৮০, ৪/২৮১)।

৫ বুখারী ও মুসলিম বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণনা করেছেন—কায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমরা কি হুনাইনের দিন রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে? তিনি বললেন: "কিন্তু রাসূলুল্লাহ পালাননি। হাওয়াযেন গোত্র ছিল তীরন্দাজ, যখন আমরা তাঁদের আক্রমণ করলাম তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমরা গনিমতের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন তারা আমাদের ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর উপবিষ্ট দেখলাম, আর আবু সুফিয়ান সেটির লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি বলছিলেন: "আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। হে আল্লাহ! আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন।" যখন যুদ্ধ তীব্র হতো, তখন আমরা রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী সে-ই হতো, যে তাঁর সমান্তরালে থাকতে পারত।"

৬ সূরা আল-আ'রাফ আয়াত: ১৮৯।

(ص: 445)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل: وهو حمل. توفي بالمدينة، وكان قد قدمها ليبتار تمرا، وقيل: بل مر بها راجعا من الشام، وعاش خمسة وعشرين سنة. قال الواقدي:

"وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم. وقيل: ابن أربع سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب". اهـ.

قوله: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية". قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى.

قوله: "وله بسند صحيح عن قتادة قال: "شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته". قال شيخنا رحمه الله: "إن هذا الشرك في مجرد تسمية، لم يقصدا حقيقته التي يريدان إبليس، وهو محل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنيها عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته".

হাফিজ আয-যাহাবী বলেন: "তাঁর পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল আটশ মাস, আবার বলা হয়েছে এর চেয়েও কম, আবার বলা হয়েছে: তিনি তখন গর্ভে ছিলেন। তিনি মদীনায়ে ইন্তেকাল করেন, আর সেখানে তিনি খেজুর সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন, আবার বলা হয়েছে: বরং তিনি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সেখানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন, আর তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। আল-ওয়াকিদী বলেন: 'তাঁর বয়স ও মৃত্যুর ব্যাপারে এটিই সবচেয়ে সাব্যস্ত উক্তি।' আর তাঁর মা আমিনা আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তাঁর পিতার মাতুল গোষ্ঠী বনু আদি বিন নাজ্জার থেকে মক্কায় ফিরছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর একশত দিন। আবার বলা হয়েছে: চার বছর। যখন তাঁর মা মারা গেলেন, তখন তাঁর দাসী উম্মে আয়মান তাঁকে তাঁর দাদার কাছে নিয়ে যান। তিনি তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে ছিলেন যতক্ষণ না তাঁর দাদা ইন্তেকাল করেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল আট বছর, আর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করে যান।"

সমাপ্ত।

তাঁর বক্তব্য: "আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।" আমরা ইতিপূর্বে অর্থের দিক থেকে ইবনে আব্বাস থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছি।

তাঁর বক্তব্য: "আর সহীহ সনদে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'তার আনুগত্যে শরিক ছিল, কিন্তু তার ইবাদতে নয়'।" আমাদের শায়খ রহিমাল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই এই শরিক কেবল নাম রাখার ক্ষেত্রে ছিল, তারা এর সেই প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য করেননি যা ইবলিস চেয়েছিল। এটি একটি উত্তম ব্যাখ্যা যা স্পষ্ট করে যে, পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের পুত্রের নাম 'আবদুল হারিস' রাখা কেবল নাম রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব উদ্দেশ্য করেননি। আর এটিই কাতাদাহ-এর এই বাণীর মর্ম: 'তার আনুগত্যে শরিক ছিল কিন্তু তার ইবাদতে নয়'।"

(ص: 446) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله 1.

الثانية: تفسير الآية.

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.

الرابعة: إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.

1 كتسمية عبد علي وعبد الحسين وغلالم الحسين، وعبد النبي وعبد الرسول.

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব প্রকাশ করে এমন সকল নাম রাখা হারাম। ১

দ্বিতীয়: আয়াতের তাফসীর।

তৃতীয়: এই শিরক কেবল নামকরণের ক্ষেত্রেই হয়েছে, যার প্রকৃত বাস্তবতা উদ্দেশ্য ছিল না।

চতুর্থ: আল্লাহ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে সুস্থ-স্বাভাবিক কন্যা সন্তান দান করা নেয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম: সালাফগণ আনুগত্যের শিরক এবং ইবাদতের শিরকের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করেছেন।

১ যেমন—আব্দু আলী, আব্দু আল-হুসাইন, গোলাম আল-হুসাইন, আব্দুন নবী এবং আব্দুর রাসূল নাম রাখা।

(ص: 446)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} 1 الآية.

قوله: "باب قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} " 2 الآية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر " 3. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه.

وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله 4. وزاد بعد قوله: " يحب الوتر-: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن؛ الرحيم؛ الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق،

البارئ، المصور، القهار، الغفار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط،
الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير،
الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب،
الجليل، الكريم، الرقيب،

1 سورة الأعراف آية: 180.

2 في قرّة عيون الموحدين: أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل
بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا، والأعمال
الصالحة.

3 البخاري: الشروط (2736) ، ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2677)
، والترمذي: الدعوات (3506) ، وابن ماجه: الدعاء (3860) ، وأحمد (258/2،
314/2).

4 البخاري: كتاب التوحيد (7392) : باب إن لله مائة اسم إلا واحدا.

আল্লাহ তাআলার বাণী সম্পর্কে অধ্যায়: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে অতি সুন্দর নামসমূহ।
অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো; আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামসমূহের
বিকৃতি ঘটায়।" ১ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত).

তাঁর উক্তি: "আল্লাহ তাআলার বাণী সম্পর্কে অধ্যায়: 'আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে অতি সুন্দর
নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো; আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর
নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়।'" ২ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, এক কম একশত। যে ব্যক্তি এগুলো
আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন।"
৩। ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের সহীহদ্বয়ে এটি সুফিয়ান বিন উয়াইনার হাদীস থেকে বর্ণনা

করেছেন। আর ইমাম বুখারি এটি আবু ইয়ামান থেকে, তিনি আবু যিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং আল-জাওয়াজানি এটি সাফওয়ান বিন সালিহ থেকে, তিনি ওয়ালিদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি শুআইব থেকে তার সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ৪। আর তিনি "বেজোড় ভালোবাসেন" উক্তির পর বৃদ্ধি করেছেন: তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই; পরম করুণাময়, অতি দয়ালু, অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদানকারী, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপশালী, অহংকারের অধিকারী, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ধাবনকারী, রূপদানকারী, মহাপরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল, মহা দাতা, জীবিকাদাতা, বিজয়দানকারী, সর্বজ্ঞ, সংকীর্ণকারী, প্রশস্তকারী, অবনতকারী, উন্নীতকারী, সম্মানদানকারী, লাঞ্ছনাকারী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মীমাংসাকারী, ন্যায়বিচারক, পরম সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত, পরম ধৈর্যশীল, সুমহান, পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী, সুউচ্চ, সুমহান, সংরক্ষণকারী, আহারদাতা, হিসাব গ্রহণকারী, মহিমাম্বিত, পরম দয়ালু, তত্ত্বাবধায়ক,

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮০।

২ 'কুররাতু উয়ুনিল মুওয়াহহিদীন'-এ আছে: তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) এই শিরোনামের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন যারা মৃত ব্যক্তিদের মাধ্যমে উসিলা ধরে, আর এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, সুউচ্চ গুণাবলি এবং নেক আমলের মাধ্যমে উসিলা ধরাই শরীয়তসম্মত।

৩ বুখারি: আশ-শুরত (২৭৩৬), মুসলিম: আয-যিকর ওয়াদ-দুআ ওয়াত-তাওবাহ ওয়াল-ইস্তিগফার (২৬৭৭), তিরমিজি: আদ-দাওয়াত (৩৫০৬), ইবনে মাজাহ: আদ-দুআ (৩৮৬০), আহমাদ (২/২৫৮, ২/৩১৪)।

৪ বুখারি: কিতাবুত তাওহিদ (৭৩৯২): অধ্যায়: নিশ্চয় আল্লাহর এক কম একশত নাম রয়েছে।

المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي،
المتين، الولي الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم،
الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر،
الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو،
البرءوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المعطي،
المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور " 1.
ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة 2، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء
إلا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا
الحديث مدرج فيه. وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا
ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد
اللغوي والله أعلم.

هذا ما ذكره العباد ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست
منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن
مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن
مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن
فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك؛ ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل
فيّ قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو
علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن
العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي وغمي. إلا أذهب الله همه
وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً. فقيل: يا رسول الله: ألا نتعلمها؟ فقال: بلى. ينبغي لمن
سبعها أن يتعلمها " 3. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه.

- 1 الترمذي: الدعوات (3507) ، وابن ماجه: الدعاء (3861) .
- 2 ضعيف: الترمذي: كتاب الدعوات (3507) : باب رقم (83) . وقال: حديث غريب. وابن حبان (2384- موارد) ، والحاكم (16 /1) . وأشار إلى ضعفه ابن تيمية في الفتاوى (482 /22) ، وابن كثير في تفسيره (269 /2) ، وابن حزم في المحلى (31 /8) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1943) ، والأرنأؤوط في تخريج جامع الأصول (4 /174 ، 175) .
- 3 صحيح: أحمد (391 /1) ، وابن حبان (2372- موارد) . وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد (166 /1) ، وفي شفاء العليل (274) ، وصححه الألباني في الصحيحة (199) .

সাড়াদানকারী, সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়, প্রেমময়, মহিমাম্বিত, পুনরুত্থানকারী, সাক্ষী, সত্য, তত্ত্বাবধায়ক, শক্তিশালী, সুদৃঢ়, অভিভাবক, প্রশংসিত, গণনা ও সংরক্ষণকারী, সূচনাকারী, পুনরায় সৃষ্টিকারী, জীবনদানকারী, মৃত্যুদানকারী, চিরঞ্জীব, অটল ও ধারক, প্রাপ্তিমান, মহামহিমাম্বিত, এক, অদ্বিতীয়, অনন্য, অমুখাপেক্ষী, ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান, অগ্রবর্তীকারী, পশ্চাৎবর্তীকারী, প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, অধিপতি, সুউচ্চ, কল্যাণকামী, তওবা কবুলকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু, রাজত্বের মালিক, মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী, ন্যায়নিষ্ঠ, একত্রকারী, অভাবমুক্ত, অভাবমোচনকারী, দানকারী, প্রতিরোধকারী, অনিষ্টকারী, উপকারকারী, নূর (জ্যোতি), পথপ্রদর্শক, অপূর্ব উদ্ভাবক, চিরস্থায়ী, উত্তরাধিকারী, সঠিক পথনির্দেশক, ধৈর্যশীল।" ১. অতঃপর তিরমিযী বলেন: এই হাদীসটি গরীব (সূত্রে একক)।

আবু হুরায়রা থেকে এটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে ২, তবে অনেক বর্ণনার মধ্যে কেবল এই হাদীসটিতেই নামসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাফেয়গণের (হাদীস বিশারদ) একদল যার ওপর নির্ভর করেছেন তা হলো—এই হাদীসে নামসমূহের বর্ণনাটি 'মুদরাজ' (বর্ণনাকারীর নিজস্ব সংযোজন)। এটি মূলত যেভাবে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম ও আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ আস-সানআনী যুহায়ের ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে একাধিক

আহলে ইলম (বিদ্বান) থেকে সংবাদ পৌঁছেছে যে তাঁরা এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা এই নামগুলো কুরআন থেকে সংগ্রহ করেছেন; যেমনটি জাফর ইবনে মুহাম্মদ, সুফিয়ান ও ভাষাবিদ আবু য়ায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এটিই ইমাদ ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: জেনে রাখা উচিত যে, আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ) কেবল নিরানব্বইটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ হলো যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে, তিনি ফুদাইল ইবনে মারযুক থেকে, তিনি আবু সালামা আল-জুহানী থেকে, তিনি কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে এবং তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যখনই কোনো দুশ্চিন্তা বা দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং সে বলে: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার সন্তান, আপনার দাসীর সন্তান; আমার নসীব আপনার হাতে, আমার ওপর আপনার নির্দেশ কার্যকর, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি আপনার কাছে আপনার সেই প্রত্যেকটি নামের উসিলায় প্রার্থনা করছি—যে নাম আপনি নিজের জন্য রেখেছেন, অথবা আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন—আপনি মহান কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারক এবং আমার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের দূরকারী বানিয়ে দিন।' তখন আল্লাহ অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দেন এবং তার পরিবর্তে সেখানে আনন্দ দান করেন। বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এটি শিখে নেব না? তিনি বললেন: অবশ্যই, যে ব্যক্তি এটি শুনবে তার উচিত এটি শিখে নেওয়া।" ৩। এটি আবু হাতিম এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

১. তিরমিযী: আদ-দাওয়াত (৩৫০৭), এবং ইবনে মাজাহ: আদ-দুয়া (৩৮৬১)।

২. যঈফ (দুর্বল): তিরমিযী: কিতাবুদ দাওয়াত (৩৫০৭): অধ্যায় নম্বর (৮৩)। তিনি বলেছেন: হাদীসটি গরীব। ইবনে হিব্বান (২৩৮৪- মাওয়ারিদ), এবং হাকেম (১/১৬)। ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়াতে (২২/৪৮২), ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে (২/২৬৯) এবং ইবনে হাযম আল-মুহাল্লাতে (৮/৩১) এর দুর্বলতার দিকে ইশারা করেছেন। আলবানী একে যঈফ আল-জামি'-তে (১৯৪৩) এবং আরনাউত তখরীজ জামিউল উসূল-এ (৪/১৭৪, ১৭৫) যঈফ বলেছেন।

৩. সহীহ: আহমাদ (১/৩৯১), এবং ইবনে হিব্বান (২৩৭২- মাওয়ারিদ)। ইবনুল কাইয়িম বাদাইউল ফাওয়াইদ (১/১৬৬) ও শিফাউল আলীল (২৭৪)-এ একে সহীহ বলেছেন এবং আলবানী আস-সহীহাহ (১৯৯)-তে একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 448)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} 1. قال: "إلحاد الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله". وقال ابن جريج عن مجاهد: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}. قال: "اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز".

وقال قتادة: "يلحدون: يشركون". وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: "الإلحاد التكذيب".

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والهيل والجور والانحراف. ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإش... راء والتعطيل والنكران وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عبادة، ودلت على كماله جل وعلا.

وقال رحمه الله: "فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كالإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محبودها ومذمومها.

حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا. وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا". انتهى.

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم: إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} 2. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذي حذوه

1 سورة الأعراف آية: 180.

2 سورة الشورى آية: 11.

আউফী ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেন: {এবং যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায়, তাদেরকে বর্জন করো} ১। তিনি বলেন: "মুলাহিদদের বিকৃতি হলো এই যে, তারা আল্লাহর নামসমূহের মধ্য থেকে 'লাত' নামকরণ করেছিল।" ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন: {এবং যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায়, তাদেরকে বর্জন করো}। তিনি বলেন: "তারা 'আল্লাহ' থেকে 'লাত' এবং 'আযীয' থেকে 'উযযা' শব্দ গ্রহণ করেছে।"

কাতাদাহ বলেন: "তারা বিকৃতি ঘটায় অর্থাৎ তারা শিরক করে।" আলী ইবনে আবু তালহা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন: "ইলহাদ হলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।"

আরবদের পরিভাষায় 'ইলহাদ'-এর মূল অর্থ হলো: উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া, ঝোঁকা, অবিচার ও বিচ্যুতি। কবরের 'লাহদ' বা বগলী খোদাইকেও এই কারণে 'লাহদ' বলা হয়; কারণ এটি গর্তের সোজা দিক থেকে কিবলার দিকে বিচ্যুত হয়ে একপাশে থাকে। ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) বলেন:

আর এতে ইলহাদের প্রকৃত রূপ হলো শিরক, গুণাবলী অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বিচ্যুত হওয়া ...

রব্ব তাআলার সকল নামই এমন নাম ও গুণাবলী যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করেছেন এবং তা তাঁর মহান মর্যাদার পূর্ণতার ওপর প্রমাণ বহন করে। তিনি (রহিমাল্লাহ) আরও বলেন: "ইলহাদ হয় হয় সেগুলোকে সরাসরি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে, অথবা সেগুলোর অর্থ অস্বীকার ও গুণহীন করার মাধ্যমে, অথবা সেগুলোকে সঠিক অর্থ থেকে বিকৃত করে অপব্যাক্যার মাধ্যমে সত্য থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যমে, অথবা সেগুলোকে সৃষ্টিজগত বা মাখলুকের নাম হিসেবে নির্ধারণ করার মাধ্যমে; যেমনটি 'আহলুল ইত্তিহাদ' (সর্বশ্বরবাদী) করে থাকে। কেননা তারা এগুলোকে এই মহাবিশ্বের প্রশংসিত ও নিন্দিত সবকিছুর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এমনকি তাদের প্রধান ব্যক্তি বলেছে: 'তিনিই ওই সত্তা যাকে বুদ্ধি, শরীয়ত এবং প্রথাগতভাবে প্রশংসিত প্রতিটি নামের অর্থে নামকরণ করা হয় এবং বুদ্ধি, শরীয়ত ও প্রথাগতভাবে প্রতিটি নিন্দিত নামের অর্থেও নামকরণ করা হয়।'

তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ তাআলা অনেক উচ্ছে এবং অতি মহান।" সমাপ্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো: আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর মর্যাদা ও মহত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সেগুলোকে সাব্যস্ত করা। এটি হবে কোনো সাদৃশ্য প্রদান (তামসীল) ছাড়া সাব্যস্ত করা এবং কোনো গুণহীনতা বা অস্বীকার (তাতেল) ছাড়া পবিত্রতা ঘোষণা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা} ২। আর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আলোচনা হলো সত্তার (যাত) আলোচনার একটি শাখা, যা সত্তার আলোচনার অনুরূপই হয়ে থাকে।

১ সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৮০।

২ সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১।

ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن الله ذاتاً حقيقة لا تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئاً مما وصف الله نفسه أو وصفه به رسوله، أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 1.

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أيضاً:
"فائدة جلية"

ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام:
أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود.

الثاني: ما يرجع إلى صفاته ونعوته، كالعليم والقدير، والسميع والبصير.

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله، كالخالق والرازق.

الرابع: التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والسلام.

الخامس: - ولم يذكره أكثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان، نحو المجيد العظيم الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة، من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة، فبِه "استمجد البرخ والعفار" 2، وأمجد الناقة، علفها. ومنه "رب العرش المجيد" صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وكثرته ودوامه. فأتي في هذا المطلوب باسم يقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو

راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي: " أَلْظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " 3. ومنه: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام " 4. فهذا سؤال له توسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو

فيه مسائل:

الأولى: إثبات الأسماء.

الثانية: كونها حسنى.

الثالثة: الأمر بدعائه بها.

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحددين.

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها.

السادسة: وعيد من ألحد.

المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعاً عند المسئول! وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغنى الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقتزنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأملله فإنه أشرف المعارف.

2 البرخ: شجر سريع الوري والاشتعال. والعفار- كسحاب- شجر يتخذ منه الزناد، والبراد: كثرت النار؛ ويضرب المثل للكثرة.

3 صحيح: الترمذي: كتاب الدعوات (3524 ، 3525) باب رقم (92) ، أحمد (1/ 177) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف [3/ 167]) من حديث أنس رضي الله عنه. وصححه الألباني في الصحيحة (1536) لطرقه وشواهده.

4 صحيح: جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم.. أخرجه أحمد (3/ 120 ، 158 ، 245 ، 265) ، وأبوداود: كتاب الصلاة (1495) باب الدعاء، والترمذي: كتاب الدعوات (3544) باب خلق الله مائة رحمة، والنسائي: كتاب السهو (3/ 53) باب الدعاء بعد الذكر، وابن ماجة: كتاب الدعاء (3858) باب اسم الله الأعظم.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (1/ 503 ، 504) ، وابن حبان (2382- موارد) .

وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (5/ 36 ، 37) .

এর উদাহরণ হলো, যেমন এটি জানা আবশ্যিক যে আল্লাহ সত্তাগতভাবে সত্য এবং তাঁর সত্তা কোনো সৃষ্টির সত্তার সদৃশ নয়, তেমনি তাঁর গুণাবলিও সত্য এবং সেগুলো কোনো সৃষ্টির গুণের সদৃশ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ নিজের জন্য যে বর্ণনা দিয়েছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কোনো কিছু অস্বীকার করল অথবা সেটির প্রকাশ্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা করল, তবে সে একজন জাহিমি এবং সে মুমিনদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথের অনুসরণ করল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর যে ব্যক্তি তার কাছে হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে যায় এবং তাকে জাহান্নামে দক্ষ করব। আর সেটি কতই না মন্দ আবাস।" ১।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম -রহিমাহুল্লাহ তাআলা- আরও বলেছেন:

"একটি মহান ফায়দা (উপকারিতা)"

প্রতিপালক তাবারাকা ওয়া তাআলার জন্য যে সকল গুণ বা সংবাদ বর্ণিত হয়, সেগুলো কয়েক প্রকার:

প্রথমত: যা সরাসরি সত্তার দিকে ফিরে যায়, যেমন তোমার বলা সত্তা ও বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত: যা তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ফিরে যায়, যেমন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

第三ত: যা তাঁর কার্যাবলির দিকে ফিরে যায়, যেমন স্রষ্টা ও রিযিকদাতা।

চতুর্থত: নিছক পবিত্রতা প্রকাশকারী, তবে এর মধ্যে অবশ্যই ইতিবাচক গুণ থাকা আবশ্যিক; কারণ নিছক অভাব বা শূন্যতার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই। যেমন অতি পবিত্র ও শান্তিদাতা।

পঞ্চমত: -যা অধিকাংশ মানুষ উল্লেখ করেননি- এটি এমন নাম যা অনেকগুলো গুণের সমষ্টিকে নির্দেশ করে এবং কোনো নির্দিষ্ট গুণে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একাধিক অর্থের ওপর দালালত করে। যেমন মহিমাম্বিত, সুমহান, অমুখাপেক্ষী; কেননা মহিমাম্বিত (আল-মাজিদ) তিনিই যিনি পূর্ণতার বহুবিধ গুণে গুণাম্বিত এবং এই শব্দটি এরই ওপর দালালত করে। কারণ এটি প্রশস্ততা, আধিক্য ও প্রাচুর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ থেকেই এসেছে "মারখ ও আফার নামক গাছ দুটি থেকে অনেক আগুন নির্গত হয়েছে" ২, এবং "উটকে অনেক খাদ্য দিয়ে হুষ্টপুষ্ট করেছে"। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো "মহান আরশের প্রতিপালক", যা আরশের প্রশস্ততা, বিশালতা ও মর্যাদার কারণে আরশের বিশেষণ হিসেবে এসেছে। লক্ষ্য করুন, এই নামটি কীভাবে আল্লাহর রাসূলের ওপর দরুদ পাঠের প্রার্থনার সাথে যুক্ত হয়ে এসেছে যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এটি আরও বেশি কিছু চাওয়ার এবং দান-সদকার প্রশস্ততা, আধিক্য ও স্থায়িত্ব প্রার্থনার স্থান। তাই এই প্রার্থিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন একটি নাম আনা হয়েছে যা এর দাবি রাখে; যেমন আপনি বলেন: আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর রহম করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এটি মূলত তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট অসিলা করার অন্তর্ভুক্ত, আর এটি তাঁর নিকট সবচাইতে নিকটবর্তী ও প্রিয় অসিলাসমূহের অন্যতম। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো তিরমিযির সেই হাদিসটি: "তোমরা 'হে মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী' পাঠ আঁকড়ে ধরো" ৩।

এবং এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই অসিলায় যে, সকল প্রশংসা আপনারই, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি পরম দানশীল, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, হে মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী" ৪। এটি হলো তাঁর প্রশংসা এবং তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই—এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা ও অসিলা করা।

এর মধ্যে কয়েকটি মাসয়ালা রয়েছে:

প্রথম: নামসমূহ সাব্যস্ত করা।

দ্বিতীয়: সেগুলো সুন্দর হওয়া।

তৃতীয়: সেই নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকার নির্দেশ।

চতুর্থ: জাহেল ও ধর্মত্যাগীদের বর্জন করা যারা এগুলোর বিরোধিতা করে।

পঞ্চম: এ ক্ষেত্রে ইলহাদ বা বিচ্যুতির ব্যাখ্যা।

ষষ্ঠ: যারা ইলহাদ করে তাদের জন্য কঠোর হুশিয়ারি।

আল-মান্নান (পরম দানশীল); এটি হলো তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট অসিলা করা। আর দোয়ার কবুলিয়তের জন্য এটি কতই না উপযুক্ত এবং প্রার্থিত সত্তার নিকট এর মর্যাদা কতই না মহান! এটি তাওহীদের অন্যতম এক মহান অধ্যায়।

ষষ্ঠত: এমন গুণ যা একটি নামের সাথে অন্য নাম অথবা একটি গুণের সাথে অন্য গুণের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়। এটি পৃথক দুটি গুণের চেয়ে অতিরিক্ত একটি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত, ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান, প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত। কুরআনে এভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাম ও গুণাবলি জোড়ায় জোড়ায় এসেছে। কেননা 'অভাবমুক্ত হওয়া' একটি পূর্ণতার গুণ এবং 'প্রশংসিত হওয়া'ও একটি পূর্ণতার গুণ, আর উভয়ের সম্মিলন একটি স্বতন্ত্র পূর্ণতা। সুতরাং তাঁর প্রশংসা রয়েছে তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে, প্রশংসা রয়েছে তাঁর প্রশংসিত হওয়ার কারণে এবং প্রশংসা রয়েছে এই উভয়ের মিলনের কারণে। অনুরূপভাবে ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান, প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত এবং পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়—এই নামগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করুন, কারণ এটি হলো ইলমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয়।

১ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১১৫।

২ মারখ: খুব দ্রুত আগুন জ্বলে ওঠে এমন গাছ। আর আফার: এক প্রকার গাছ যা দিয়ে চকমকি তৈরি করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো: আগুনের আধিক্য; এটি প্রাচুর্যের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩ সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুদ দাওয়াত (৩৫২৪, ৩৫২৫) অধ্যায় নম্বর (৯২), আহমদ (১/১৭৭), এবং নাসায়ী ফিল কুবরা (যেমন তুহফাতুল আশরাফ [৩/১৬৭]-এ রয়েছে) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আলবানী একে সহীহাহ (১৫৩৬)-তে এর বিভিন্ন সূত্র ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন।

৪ সহীহ: আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের অংশ। তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে বসে ছিলাম এবং এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল, অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহ...। আহমদ (৩/১২০, ১৫৮, ২৪৫, ২৬৫), আবু দাউদ: কিতাবুস সালাত (表达), তিরমিযী: কিতাবুদ দাওয়াত (৩৫৪৪), নাসায়ী: কিতাবুস সাহ (৩/৫৩), ইবনে মাজাহ: কিতাবুদ দুআ (৩৮৫৮)। হাকেম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন (১/৫০৩, ৫০৪), ইবনে হিব্বান (২৩৮২)। আরনাউত শারহুস সুন্নাহর তাখরীজে (৫/৩৬, ৩৭) একে সহীহ বলেছেন।

(ص: 450)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب "لا يقال " السلام على الله "
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " كنّا إذا كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

قوله: "باب لا يقال: السلام على الله".
قوله: "في الصحيح عن ابن مسعود إلخ". هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " كنّا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عبادة; السلام على فلان وفلان " 1. الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: " فإن الله هو السلام ومنه السلام " 2. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت

1 البخاري: كتاب صفة الصلاة (835) : باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، ومسلم: كتاب الصلاة (402) (58) : باب التشهد في الصلاة: باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي، وابن ماجة: في إقامة الصلاة (899) : باب ما جاء في التشهد من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

2 الترمذي: في الصلاة (289) : باب ما جاء في التشهد. من حديث الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه النسائي أيضا (237 /2 ، 238) من هذا الطريق أيضا.

পরিচ্ছেদ: "আল্লাহর ওপর সালাম বর্ষিত হোক" বলা যাবে না
সহিহ (হাদিস গ্রন্থে) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:
"আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতাম..."

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর ওপর সালাম বর্ষিত হোক বলা যাবে না।"
তাঁর উক্তি: "সহিহে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত..." ইত্যাদি। এই হাদিসটি ইমাম বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ শাকিক ইবনে সালামাহ-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন: "আমরা যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাতে বসতাম, তখন বলতাম: তাঁর বান্দাদের আগে আল্লাহর ওপর সালাম বর্ষিত হোক; অমুক ও অমুকের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।" ১। হাদিসটির শেষে শেষ তাশাহুদের কথা উল্লেখ আছে। এটি ইমাম তিরমিজি আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ-এর সূত্রে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।
আর হাদিসে এর কারণ হিসেবে এই উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজেই সালাম এবং তাঁর থেকেই সালাম আসে।" ২। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফরজ সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন এবং বলতেন: "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম এবং আপনার থেকেই সালাম আসে, আপনি বরকতময়..."

১. বুখারি: কিতাবুস সিফাতুস সালাত (৮৩৫): পরিচ্ছেদ: তাশাহহুদের পর যে দোয়া পছন্দ করা হয় এবং তা ওয়াজিব নয়। মুসলিম: কিতাবুস সালাত (৪০২) (৫৮): পরিচ্ছেদ: সালাতে তাশাহহুদ: নবীর ওপর দরুদ পাঠের পর দোয়ার ইখতিয়ার। ইবনে মাজাহ: ফি ইকামাতুস সালাত (৮৯৯): পরিচ্ছেদ: তাশাহহুদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে; শাকিক ইবনে সালামাহ-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

২. তিরমিজি: আস-সালাত (২৮৯): পরিচ্ছেদ: তাশাহহুদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে; আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। ইমাম নাসাঈ-ও (২/ ২৩৭, ২৩৮) একই সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 451)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ " 1.

الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عبادة، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام " 2.

وفي الحديث: " إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى " 3.

وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة 4. كما قال تعالى: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ} 5.

ومعنى قوله: "إن الله هو السلام" إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص.

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: "السلام اسم مصدر. وهو من ألفاظ الدعاء. يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران:

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم ونحو ذلك. فاختير في هذا المعنى من أسبائه عز وجل اسم "السلام" دون غيره من الأسماء.

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتي منكراً، فيقول المسلم: "سلام عليكم"، ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءً. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولين. فكل

1 أحمد (145/6) .

2 مسلم: الصلاة (402) ، والنسائي: السهو (1298) ، وأبو داود: الصلاة (968) ، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (899) ، وأحمد (382/1 ، 413/1) ، والدارمي: الصلاة (1340) .

3 أخرجه مسلم: كتاب المساجد (591) (135) : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. من حديث ثوبان رضي الله عنه.

4 منكر. جزء من حديث طويل رواه ابن أبي الدنيا، وأبو نعيم معضلاً. ورفع منكر كما قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 271) .

5 سورة يس آية: 58.

১। হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী।

সালাতে আমরা বলতাম: তাঁর বান্দাদের আগে আল্লাহর ওপর সালাম হোক, অমুক ও অমুকের ওপর সালাম হোক। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমরা বলো না: আল্লাহর ওপর সালাম হোক; কেননা আল্লাহ নিজেই আস-সালাম ২।

আর হাদিসে এসেছে: "নিশ্চয়ই এটি জান্নাতবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের বরকতময় ও সুউচ্চ রবের প্রতি অভিবাদন" ৩।

আর আল-কুরআনে এমন দলিল রয়েছে যা নির্দেশ করে যে, বরকতময় ও সুউচ্চ রব জান্নাতে তাদের প্রতি সালাম প্রদান করবেন ৪। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {পরম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে বলা হবে—সালাম} ৫।

তাঁর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন আস-সালাম"-এর অর্থ হলো, আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি এবং যাবতীয় সাদৃশ্য থেকে মুক্ত। সুতরাং তিনি সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এবং সকল খুঁত ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম 'বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন: "আস-সালাম একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) বিশেষ্য। এটি দোয়ার শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। এটি সৃষ্টি এবং সংবাদ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এর সংবাদের দিকটি সৃষ্টিগত দিকের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, আর অভিবাদনের সময় কাজীকৃত সালামের অর্থ এটাই। এ বিষয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে:

প্রথম: এখানে 'সালাম' অর্থ মহান আল্লাহ। বক্তব্যের অর্থ হলো: তাঁর বরকত তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হোক—এই জাতীয় কিছু। তাই এ অর্থে মহান আল্লাহর অন্যান্য নামের পরিবর্তে কেবল 'আস-সালাম' নামটিই পছন্দ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়: সালাম হলো 'সালামত' (নিরাপত্তা) অর্থে একটি মাসদার, যা অভিবাদনের সময় চাওয়া হয় বা দোয়া করা হয়। এ মতাবলম্বীদের যুক্তি হলো: এটি অনির্দিষ্ট (নাকিরা) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন একজন মুসলিম বলে: 'সালামুন আলাইকুম'। এটি যদি আল্লাহর নামসমূহের একটি হতো তবে এভাবে ব্যবহৃত হতো না। তাদের আরও যুক্তি হলো: সালামের উদ্দেশ্য কেবল এই অর্থ (আল্লাহর নাম) হওয়া নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো সংবাদ ও দোয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তার বার্তা প্রদান করা।"

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: চূড়ান্ত কথা হলো, সত্য উভয় মতের সমষ্টির মধ্যেই নিহিত। প্রতিটি...

১ আহমদ (৬/১৪৫)।

২ মুসলিম: আস-সালাত (৪০২), আন-নাসায়ী: আস-সাহউ (১২৯৮), আবু দাউদ: আস-সালাত (৯৬৮), ইবন মাজাহ: ইকামাতুস সালাত ওয়াস সুন্নাতু ফিহা (৮৯৯), আহমদ (১/৩৮২, ১/৪১৩), আদ-দারিমি: আস-সালাত (১৩৪০)।

৩ মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল মাসাজিদ (৫৯১) (১৩৫): সালাতের পর জিকির করার মুস্তাহাব হওয়া এবং এর পদ্ধতির বর্ণনা অনুচ্ছেদ। সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস থেকে।

৪ মুনকার (পরিত্যক্ত)। এটি ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং আবু নুআইম কর্তৃক মু'দাল হিসেবে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ। আল-মুনজিরি 'আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব' (৪/২৭১) গ্রন্থে যেমনটি বলেছেন, এর মারফু হিসেবে বর্ণনাটি মুনকার।

৫ সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৫৮।

(ص: 452)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب "قول: "اللهم اغفر لي إن شئت"
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقل أحدكم:
اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكروه له
" 1.

قوله: "باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت".
يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب.

1 البخاري: الدعوات (6339) ، ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
(2679) ، والترمذي: الدعوات (3497) ، وأبو داود: الصلاة (1483) ، وأحمد
(486/2، 463/2) ، ومالك: النداء للصلاة (494) .

পরিচ্ছেদ: "হে আল্লাহ! যদি আপনি চান তবে আমাকে ক্ষমা করুন" এ কথা বলা প্রসঙ্গে

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন; বরং সে যেন প্রার্থনায় দৃঢ়তা অবলম্বন করে, কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।" ১।

তাঁর কথা: "পরিচ্ছেদ: 'হে আল্লাহ! যদি আপনি চান তবে আমাকে ক্ষমা করুন' এ কথা বলা প্রসঙ্গে।"

এর অর্থ হলো, এটি করা বৈধ নয়, যেহেতু এই অধ্যায়ের হাদিসে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

১. বুখারী: আদ-দাওয়াত (৬৩৩৯), মুসলিম: আয-যিকর ওয়াদ-দু'আ ওয়াত-তাওবাহ ওয়াল-ইস্তিগফার (২৬৭৯), তিরমিযী: আদ-দাওয়াত (৩৪৯৭), আবু দাউদ: আস-সালাত (১৪৮৩), আহমাদ (২/৪৬৩, ২/৪৮৬), মালিক: আন-নিদা লিস-সালাত (৪৯৪)।

(ص: 453)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فإن الله لا مكروه له ". بخلاف العبد؛ فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسئول؛ مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين؛ فإنه -تعالى- لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه، وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام.

وفي الحديث: " يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يمينه؛ وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه " 1 2. يعطي تعالى لحكمة وينع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئاً عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه:

ويعظم في عين الصغير صغارها... ويصغر في عين العظيم العظائم

وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة وينع أكثر، ويعطي كرهاً، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله تعالى عبادة فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة

1 البخاري: التوحيد (7419) ، ومسلم: الزكاة (993) ، والترمذي: تفسير القرآن (3045) ، وابن ماجه: المقدمة (197) ، وأحمد (313/2، 500/2) .

2 رواه البخاري في عدة مواضع من الجامع، ومسلم عن أبي هريرة وفيه زيادة: "وكان عرشه على الماء" بعد "خلق السماوات والأرض". وفي تفسير سورة هود من البخاري أول الحديث: "أنفق أنفق عليك، وقال: "يد الله ملأى... الحديث" قال الحافظ في الفتح: " وترد رواية: "يمين الله" على من فسر اليد هنا بالنعمة، وأبعد منه من فسرهما بالخزائن ". اهـ. ومعنى: "يغيضها" ينقصها، يقال: غاض الماء إذا نقص. ومعنى: "سحاء" أي دائمة الصب والعطاء الكبير.

তাঁর উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করে, কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।" বান্দার বিষয়টি এর বিপরীত;

কেননা সে কখনো যাচনাকারীর প্রয়োজন পূরণ করে তার নিজের প্রয়োজনে, অথবা তার ভয়ে বা আশায়, ফলে সে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে দান করে। তাই সৃষ্টির কাছে কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থনাকারীর জন্য উচিত হলো তার প্রয়োজন পূরণ হওয়াকে যাচনাকারীর ইচ্ছার ওপর স্থগিত রাখা; এই ভয়ে যে, সে হয়তো অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে দিচ্ছে। কিন্তু রব্বুল আলামীনের বিষয়টি এর বিপরীত; কারণ তাঁর ক্ষেত্রে এটি শোভনীয় নয়, কেননা তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং তিনি অসীম দানশীল ও দয়ালু। তারা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, মুহূর্তের জন্যও তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, আর তাঁর দান হলো কেবল কথা (নির্দেশ)।

এবং হাদিসে এসেছে: "আল্লাহর ডান হাত প্রাচুর্যে পূর্ণ, কোনো ব্যয়ই তা কমাতে পারে না, দিন-রাত তা অবিরাম বর্ষণ করে। তোমরা কি দেখেছ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে তিনি যা ব্যয় করেছেন? তবুও তাঁর ডান হাতে যা আছে তা কমেনি। আর তাঁর অন্য হাতে রয়েছে পাল্লা, তিনি তা অবনমিত করেন এবং উন্নীত করেন।" ১ ২। মহান আল্লাহ হিকমতের কারণে দান করেন এবং হিকমতের কারণেই বঞ্চিত করেন, আর তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় তার জন্য উচিত হলো দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করা, কেননা তিনি তাঁর বান্দাকে কোনো কিছু অনিচ্ছায় দেন না এবং কোনো প্রার্থনাই তাঁর কাছে বড় নয়। জনৈক কবি যার প্রশংসা করছিলেন তার সম্পর্কে বলেছেন:

ছোট ব্যক্তির চোখে ছোট বিষয়গুলোও বড় হয়ে দেখা দেয় ... আর মহান ব্যক্তির চোখে বড় বিষয়গুলোও ছোট হয়ে যায়

আর এটি দুনিয়াদারদের অন্তরে যা আছে সে অনুযায়ী, অন্যথায় বান্দা মাঝে মাঝে দান করে কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই বাধা দেয়, আর সে অনিচ্ছায় দান করে এবং কৃপণতাই তার ওপর প্রবল। তার এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তার দান খুব একটা মহৎ কিছু নয়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যা দান করেন তা চিরস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন, শুক্রাণু জরায়ুতে স্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি চাওয়ার আগেই অনুগ্রহ দান করতে থাকেন।

১ বুখারি: আত-তাওহিদ (৭৪১৯), মুসলিম: আজ-যাকাত (৯৯৩), তিরমিযি: তাফসীরুল কুরআন (৩০৪৫), ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমা (১৯৭), আহমাদ (২/৩১৩, ২/৫০০)।

২ ইমাম বুখারি আল-জামি'র একাধিক স্থানে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তাতে "আসমান ও জমিন সৃষ্টির" পরে "আর তাঁর আরশ

ছিল পানির ওপর" অতিরিক্ত অংশটি রয়েছে। আর বুখারির সূরা হুদ-এর তাফসীরে হাদিসটির শুরুতে রয়েছে: "তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার ওপর ব্যয় করব, এবং তিনি বলেছেন: আল্লাহর হাত প্রাচুর্যে পূর্ণ ... হাদিসটি"। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন: "আর 'আল্লাহর ডান হাত' সম্বলিত বর্ণনাটি সেই ব্যক্তির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে যে এখানে 'হাত' দ্বারা নেয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাখ্যা করেছে, আর যে ব্যক্তি এর দ্বারা 'ভাণ্ডার' উদ্দেশ্য নিয়েছে তার ব্যাখ্যা আরও বেশি দূরবর্তী (অগ্রহণযোগ্য)।" সমাপ্ত। আর "يغنيها" শব্দের অর্থ হলো তা হ্রাস করা বা কমিয়ে দেওয়া। আর "سحاء" শব্দের অর্থ হলো নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ এবং প্রচুর দান।

(ص: 454)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

في الرحم. فنعمة على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمة حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى، ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

قال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} 1. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأل له حكمة وعلم بها يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأل عبده لوقته المقدر، أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. ولمسلم: "وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه " 2.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء.

الثانية: بيان العلة في ذلك.

الثالثة: قوله: " ليعزم المسألة".

الرابعة: إعظام الرغبة.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

وقوله: "وليسلم: "وليعظم الرغبة" أي في سؤاله ربه حاجته; فإنه يعطي العظام

كرماً وجوداً وإحساناً. فالله تعالى لا يتعاطيه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده

بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق؛ لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه

بذله بخلاف رب العالمين، فإن عطائه كلام {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ} 3. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.

1 سورة النحل آية: 53.

2 مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2679) .

3 سورة يس آية: 82.

জরায়ুতে। সুতরাং মায়ের পেটে থাকা জ্রণের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে, তিনি তাকে সর্বোত্তমভাবে লালন-পালন করেন। অতঃপর যখন তার মা তাকে প্রসব করে, তখন তিনি তার পিতামাতাকে তার প্রতি দয়াপরবশ করে দেন এবং তিনি স্বীয় নেয়ামতসমূহ দ্বারা তাকে লালন-পালন করেন যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ শক্তিতে (যৌবনে) পৌঁছায়। সে তার সারা জীবন আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে বিচরণ করে। এরপর যদি তার জীবন ঈমান ও তাকওয়ার ওপর অতিবাহিত হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যু দান করার পর তাঁর নেয়ামতসমূহ দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ নিরূপণ করতে পারে না; যা আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর দুনিয়াতে বান্দা যা কিছু নেয়ামত লাভ করে, যদিও তার কিছু অংশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবুও তা আল্লাহর অনুমতি, ইচ্ছা এবং তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলাই সমস্ত নেয়ামতের জন্য প্রশংসিত। কেননা

তিনিই তা চেয়েছেন, নির্ধারণ করেছেন এবং স্বীয় মহত্ত্ব, উদারতা ও করুণা থেকে তা জারি করেছেন। অতএব সকল নেয়ামত তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং সকল উত্তম প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। অতঃপর যখন তোমাদেরকে কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁর কাছেই ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো।" ১। আর মহান আল্লাহ কখনও তাঁর বান্দা কিছু চাইলে তাকে তা প্রদান করা থেকে বিরত রাখেন কোনো হিকমত (প্রজ্ঞা) এবং বান্দার জন্য প্রদান করা বা না করার মধ্যে কোনটি কল্যাণকর সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের কারণে। আবার কখনও বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তিনি নির্ধারিত সময়ের জন্য বিলম্বিত করেন অথবা তাকে তার চেয়ে বেশি দান করার জন্য বিলম্ব করেন। সুতরাং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ অত্যন্ত বরকতময়।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: "এবং সে যেন তার আকাঙ্ক্ষাকে জোরালো করে; কারণ আল্লাহ যা দান করেন তার কোনো কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়।" ২।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: দোয়ায় কোনো শর্তারোপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: তাঁর বাণী: "সে যেন দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করে"।

চতুর্থত: আকাঙ্ক্ষাকে জোরালো করা।

পঞ্চমত: এ নির্দেশের কারণ বর্ণনা।

আর তাঁর বাণী: "মুসলিমে রয়েছে: 'সে যেন তার আকাঙ্ক্ষাকে জোরালো করে'", অর্থাৎ তার প্রয়োজনে সে যেন তার রবের কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাকে বড় করে; কারণ তিনি স্বীয় দানশীলতা, মহানুভবতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে অতি মহান বস্তুসমূহ দান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ যা দান করেন, কোনো কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়; অর্থাৎ তাঁর নিকট কোনো কিছুই অতি মহান নয়, যদিও তা সৃষ্টির দৃষ্টিতে অনেক বড় মনে হয়। কারণ সৃষ্টির কাছে যখন কেউ চায়, তখন সে কেবল তাই চায় যা প্রদান করা দাতার জন্য সহজ হয়, কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিষয়টি তেমন নয়। কেননা তাঁর দান তো কেবল কালাম (বাণী): "তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান, তখন তাকে কেবল বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।" ৩। সুতরাং সেই সত্তা অত্যন্ত পবিত্র, সৃষ্টিজগত যাঁর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারে না; তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই।

১ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৩।

২ মুসলিম: যিকর, দোয়া, তাওবা ও ইস্তিগফার অধ্যায় (২৬৭৯)।

৩ সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৮২।

(ص: 455)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب " لا يقول عبدي وأمتي

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، " لا يقل أحدكم
أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي،
وليقل فتاي وفتاتي وغلامي " 1.

قوله: "باب لا يقول: عبدي وأمتي".

ذكر الحديث الذي في الصحيح "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال:

" لا يقولن أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك. وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل
أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ".

هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها
تحقيقاً للتوحيد، وسداً لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله
تعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره شاركة في الاسم، فينهى عنه لذلك.
وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. وإنما المعنى أن
هذا مآل له. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسماً لمادة

التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقاً للتوحيد، وبعداً عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى، وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. وهو قوله: "سيدي ومولاي" وكذا قوله: "ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي"؛ لأن العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله. قال الله تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} 2. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى وأدباً وبعداً عن الشرك وتحقيقاً للتوحيد. وأرشدهم إلى أن يقولوا: "فتاي وفتاتي وغلامي". وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أُمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصاً في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه، خصوصاً ما يقرب من الشرك لفظاً وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق.

1 البخاري: كتاب العتق (2552) : باب كراهية التطاول على الرقيق. ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب (2449) (15) باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد.

2 سورة مريم آية: 93.

পরিচ্ছেদ: "আমার দাস এবং আমার দাসী বলবে না"

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন না বলে: তোমার রবকে আহ্বার করাও, তোমার রবকে অজু করাও; বরং সে যেন বলে: আমার সাইয়্যিদ (নেতা) এবং আমার মাওলা (অভিভাবক/মনিব)। আর তোমাদের কেউ যেন না বলে: আমার দাস এবং আমার দাসী; বরং সে যেন বলে: আমার যুবক, আমার যুবতী এবং আমার গোলাম।" ১।

তাঁর বাণী: "পরিচ্ছেদ: আমার দাস এবং আমার দাসী বলবে না।"

সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে: তোমার রবকে আহাৰ করাও, তোমার রবকে অজু করাও। বরং সে যেন বলে: আমার সাইয়্যিদ এবং আমার মাওলা। আর তোমাদের কেউ যেন না বলে: আমার দাস এবং আমার দাসী; বরং সে যেন বলে: আমার যুবক, আমার যুবতী এবং আমার গোলাম।"

এই নিষিদ্ধ শব্দগুলো যদিও ভাষাগতভাবে ব্যবহার করা হয়, তবুও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদকে সুসংহত করার জন্য এবং শিরকের পথসমূহ বন্ধ করার জন্য এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন; কারণ এগুলোর মধ্যে শাব্দিক অংশীদারিত্ব বিদ্যমান। কেননা আল্লাহ তাআলাই হলেন সমস্ত বান্দার রব (প্রভু)। তাই যখন এই শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন সে নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার হয়ে যায়, এজন্যই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও এর দ্বারা রুবুবিয়াত বা প্রভুত্বে অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্য নয় যা আল্লাহ তাআলার গুণ। বরং এর অর্থ হলো সে ব্যক্তি তার মালিক। এই বিবেচনাতেই তার ওপর এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং এ থেকে নিষেধ করার উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে অংশীদারিত্বের বিষয়টি সমূলে উৎপাটন করা, তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এমনকি শব্দের ক্ষেত্রেও শিরক থেকে দূরে থাকা। এটি শরীয়তের সর্বোত্তম উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে রব তাআলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সৃষ্টিজীবের সাথে তাঁর সদৃশ হওয়া থেকে দূরে রাখার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন শব্দের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যা এই শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। আর তা হলো তাঁর বাণী: "আমার সাইয়্যিদ এবং আমার মাওলা"। একইভাবে তাঁর বাণী: "তোমাদের কেউ যেন আমার দাস এবং আমার দাসী না বলে"; কারণ সকল দাসই আল্লাহর দাস এবং সকল দাসীই আল্লাহর দাসী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দাস হিসেবে উপস্থিত হবে না।} ২। সুতরাং এই দুটি শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ব্যবহারের মধ্যে শাব্দিক অংশীদারিত্ব রয়েছে, তাই তিনি আল্লাহ তাআলার সম্মানার্থে, আদব রক্ষার্থে, শিরক থেকে দূরে থাকতে এবং তাওহীদকে সুসংহত করতে তাঁদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর তাঁদেরকে "আমার যুবক, আমার যুবতী এবং আমার গোলাম" বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

তাওহীদের মর্যাদাকে সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের কাছে এমন সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন যাতে তাদের কল্যাণ রয়েছে এবং দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি তৈরি করে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তাদের নিষেধ করেছেন। সুতরাং এমন কোনো কল্যাণ নেই যা তিনি তাদের দেখাননি, বিশেষ করে তাওহীদ অর্জনের ক্ষেত্রে; আর এমন কোনো অনিষ্ট নেই যা থেকে তিনি তাদের সতর্ক করেননি, বিশেষ করে যা শাব্দিকভাবে শিরকের নিকটবর্তী হয় যদিও তা উদ্দেশ্য না থাকে। আর আল্লাহর মাধ্যমেই তাওফিক বা সাফল্য অর্জিত হয়।

১ বুখারী: কিতাবুল ইতক (২৫৫২): পরিচ্ছেদ: দাসের ওপর অহংকার প্রদর্শন অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে। মুসলিম: কিতাবুল আলফায় মিনাল আদব (২৪৪৯) (১৫): পরিচ্ছেদ: আব্দ, আমাহ, মাওলা এবং সাইয়্যিদ শব্দ ব্যবহারের বিধান।
২ সূরা মারইয়াম আয়াত: ৯৩।

(ص: 456)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.

الثانية: لا يقول العبد: ربي، ولا يقال له: أطعم ربك.

الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي، وفتاتي، وغلامي.

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي.

الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.

এতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে:

প্রথমত: ‘আমার গোলাম’ এবং ‘আমার দাসী’ বলা থেকে নিষেধ।

দ্বিতীয়ত: দাস ‘আমার রব’ বলবে না, আর তাকে এও বলা যাবে না যে: ‘তোমার রবকে আহ্বার করাও’।

তৃতীয়ত: প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে (মালিককে) ‘আমার যুবক’, ‘আমার যুবতী’ এবং ‘আমার বালক’ বলতে শেখানো।

চতুর্থত: দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (দাসকে) ‘আমার সাইয়িদ’ এবং ‘আমার মাওলা’ বলতে শেখানো।

পঞ্চমত: মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন করা, আর তা হলো এমনকি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাওহীদের প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(ص: 456)فتح البجيد شرح كتاب التوحيد

باب " لا يرد من سأل بالله

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل بالله فأعطوه.

قوله: "باب لا يرد من سأل بالله".

ظاهر الحديث 1 النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوباً، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصاً إذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسئول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة.

والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديده وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّبُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } 2. وقال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ } 3. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

1 تقدم تخريجه برقم (301) .

2 سورة البقرة آية: 267-268.

3 سورة الحديد آية: 7.

পরিচ্ছেদ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না" ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায়, তাকে তোমরা দান করো।"

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।"

হাদীসটির (১) বাহ্যিক অর্থ হলো, আল্লাহর দোহাই দিয়ে কেউ কিছু চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে এই ব্যাপক বিধানটি কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য দলিলের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সুতরাং প্রার্থনাকারী যদি এমন কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করে যেখানে তার অধিকার রয়েছে—যেমন বাইতুল মাল—তবে তাকে উত্তর দেওয়া এবং তার প্রয়োজন ও প্রাপ্য অনুযায়ী দান করা ওয়াজিব বা আবশ্যিক। একইভাবে কোনো অভাবী ব্যক্তি যদি এমন কারো কাছে চায় যার কাছে অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, তবে তার অবস্থা ও প্রার্থনার ধরন অনুযায়ী তাকে দান করা ওয়াজিব। বিশেষ করে যদি এমন কারো কাছে চাওয়া হয় যার কাছে অতিরিক্ত সম্পদ নেই, তবে সেক্ষেত্রে দাতার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কিছু দান করা

মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়, যদি তা দাতা বা তার পরিবারের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়। আর যদি প্রার্থনাকারী একান্ত নিরুপায় হয়, তবে তার নিরুপায় অবস্থা দূর করার মতো দান করা ওয়াজিব।

ব্যয় করার বা ইনফাকের মর্যাদা দ্বীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। মানুষের স্বভাবজাত দানশীলতা ও বদান্যতা এবং এর বিপরীত কার্পণ্য ও কৃপণতার পার্থক্যের কারণে এই ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। প্রথম গুণটি (দানশীলতা) কুরআন ও সুন্নাহতে প্রশংসিত, আর দ্বিতীয়টি (কার্পণ্য) উভয় স্থানেই নিন্দিত। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ব্যয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এর মহান উপকারিতা, অন্যের প্রতি এর প্রভাব এবং বিপুল সওয়াবের কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো। তোমরা এর মধ্য থেকে নিচমানের বা মন্দ কিছু দেওয়ার সংকল্প করো না, যা তোমরা নিজেরা চোখ বন্ধ করা ছাড়া গ্রহণ করতে চাও না। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশীল কাজের নির্দেশ দেয়; আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।} (২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: {এবং ব্যয় করো তা থেকে যাতে তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন।} (৩)। আর এই ব্যয় করা হলো পুণ্যের সেই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: {পুণ্য কেবল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে নিহিত নয়...}

১. এর উৎস বা তাখরীজ পূর্বে ৩০১ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

২. সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত: ২৬৭-২৬৮।

৩. সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৭।

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ { 1 الآية. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة. ذلك- والله أعلم- لتعدي نفعه. وذكره -تعالى- في الأعمال التي أمر بها عباده، وتعبدتهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} 2.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 3. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى: {وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا} 4. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للأخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق.

قوله: " من دعاكم فأجيبوه ". هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله: " ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ". ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف؛ فإن المكافأة على المعروف من البروة التي يحبها الله ورسوله، كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، كما يقع كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو

والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون
السيئة بالحسنة طاعة لله

1 سورة البقرة آية: 177.

2 سورة الأحزاب آية: 35.

3 سورة الحشر آية: 9.

4 سورة الإنسان آية: 8-9.

"কিন্তু পুণ্য হলো সেই ব্যক্তির, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি; আর যে সম্পদ দান করেছে তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ভালোবাসার টানে নিকটাত্মীয়দের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের, মুসাফিরদের এবং যাপ্ণকারীদের..." ১ আয়াত। তিনি এটি উল্লেখ করেছেন ঈমানের মূলনীতিগুলো বর্ণনার পর এবং সালাত বর্ণনার আগে। তা — আল্লাহই ভালো জানেন — এর উপকারিতা অন্যের কাছে পৌঁছে যাওয়ার (সামাজিক ব্যাপ্তি) কারণে। মহান আল্লাহ এটিকে সেই সকল আমলের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন যার নির্দেশ তিনি তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তাদের ইবাদত নির্দিষ্ট করেছেন এবং যার ওপর মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হিফায়তকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফায়তকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী—আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" ২।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের এমনকি নারীদেরও সদকা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; এটি ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর নসিহত এবং তাদের জন্য যা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী হবে সেটির প্রতি উৎসাহ প্রদান স্বরূপ। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আনসারদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাদের ত্যাগ ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুণের জন্য প্রশংসা করেছেন; মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: "আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদের

প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। আর যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" ৩। অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, যেমনটি এই সম্মানিত আয়াত থেকে বোঝা যায়। মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন: "আর তারা খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদের খাবার দান করে। (তারা বলে:) আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাওয়াই, আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" ৪।

সদকার ফযিলত সম্পর্কে আয়াত ও হাদিস অনেক। যার প্রচেষ্টা আখিরাতের জন্য, সে এই বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং অন্যকেও আগ্রহী করে। আর আল্লাহর কাছেই তাওফিক প্রার্থনা করছি। তাঁর বাণী: "যে তোমাদের দাওয়াত দেয়, তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও।" এটি মুসলমানদের একে অপরের ওপর হকের অন্তর্ভুক্ত: কোনো মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করা। আর এটি মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার অন্যতম কারণ।

তাঁর বাণী: "যে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করে, তোমরা তার বিনিময় দাও।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উপকারের বিনিময় প্রদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন; কেননা উপকারের প্রতিদান দেওয়া সেই বীরত্ব ও সৌজন্যের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, যেমনটি এই হাদিস প্রমাণ করে। নীচ প্রকৃতির মানুষ ছাড়া কেউ উপকারের বিনিময় দিতে অবহেলা করে না। এমনকি কিছু নীচ লোক রয়েছে যারা উপকারের বদলে অপকার করে, যা অনেকের ক্ষেত্রেই অহরহ ঘটে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এটি তাকওয়া ও ঈমানওয়ালাদের অবস্থার বিপরীত, কারণ তারা আল্লাহর আনুগত্যে মন্দের মোকাবিলা ভালোর মাধ্যমে করেন।

১ সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭।

২ সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৫।

৩ সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯।

৪ সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৮-৯।

ومحبة لها يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ
أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ {
1. وقال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} 2. وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى
السعادة.

لم تجدوا ما تكفئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه "3. رواه أبو داود
والنسائي بسند صحيح.

فيه مسائل:

الأولى: إعادة من استعاذ بالله.

الثانية: إعطاء من سأل الله.

الثالثة: إجابة الدعوة.

الرابعة: المكافأة على الصنعة.

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.

السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه.

قوله: " فإن لم تجدوا ما تكفئونه فادعوا له ". أرشدكم صلى الله عليه وسلم إلى أن

الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه.

قوله: "تروا- بضم التاء تظنوا- أنكم قد كافأتموه" ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى

تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: "حتى تعلموا" 4. فتعين

الثاني للتصريح به. وفيه: "من سألكم بالله فأجيبوه" 5. أي إلى ما سأل. فيكون

بمعنى: أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نُهيك عن ابن عباس: "من سألكم بوجه

الله فأعطوه" 6. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: "ومن سألكم بالله"

7، كما في حديث ابن عمر.

1 سورة المؤمنون آية: 96-97.

2 سورة فصلت آية: 34-35.

3 النسائي: الزكاة (2567) ، وأبو داود: الزكاة (1672) ، وأحمد (99/2، 127/2) .

4 أبو داود: كتاب الأدب (5109) : باب في الرجل يستعيز من الرجل من حديث ابن عمر.

5 عند أبي داود: "ومن سألكم بالله فأعطوه".

6 أبو داود: كتاب الأدب (5108) : باب في الرجل يستعيز من الرجل من حديث ابن عباس. ولفظه: "من سألكم بالله فأعطوه".

7 أبو داود: كتاب الأدب (5108) : باب في الرجل يستعيز من الرجل من حديث ابن عباس. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

এবং তারা তাদের জন্য যা পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মন্দের মোকাবিলা করুন সেই পন্থায় যা উত্তম; তারা যা বর্ণনা করে সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। আর বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" ১। এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "মন্দের মোকাবিলা করুন সেই পন্থায় যা উত্তম; তারা যা বর্ণনা করে সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। আর ধৈর্যশীলরা ছাড়া অন্য কেউ এর অধিকারী হয় না এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া অন্য কেউ এর অধিকারী হয় না।" ২। আর তারাই তারা, যাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হয়েছে।

"যদি তোমরা তাকে প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দুআ করো, যতক্ষণ না তোমরা মনে করো যে তোমরা তাকে প্রতিদান দিয়ে দিয়েছ।" ৩। এটি আবু দাউদ ও নাসায়ী সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহর দোহাই দিয়ে যে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দেওয়া।

দ্বিতীয়: আল্লাহর দোহাই দিয়ে যে সাহায্য চায় তাকে দান করা।

তৃতীয়: দাওয়াত কবুল করা।

第四: উপকারের প্রতিদান দেওয়া।

পঞ্চম: যে ব্যক্তি প্রতিদান দিতে অক্ষম, তার জন্য দুআই হলো প্রতিদান।

ষষ্ঠ: তাঁর বাণী: "যতক্ষণ না তোমরা মনে করো যে তোমরা তাকে প্রতিদান দিয়ে দিয়েছ।"

তাঁর বাণী: "যদি তোমরা তাকে প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তবে তার জন্য দুআ করো।" নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদান দিতে অক্ষম তার ক্ষেত্রে দুআই হলো উপকারের প্রতিদান; সুতরাং সে তার উপকারের ধরন অনুযায়ী তার জন্য দুআ করবে।

তাঁর বাণী: "তুরূ—ত-তে পেশ দিয়ে, যার অর্থ তোমরা ধারণা করো—যে তোমরা তাকে প্রতিদান দিয়ে দিয়েছ।" এর আরেকটি সম্ভাবনা হলো এটি 'তারাদ'—ত-তে জবর দিয়ে—হতে পারে যার অর্থ তোমরা জানতে পারো। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত ইবনে উমরের হাদিস: "যতক্ষণ না তোমরা জানতে পারো" ৪—এটি তাকেই সমর্থন করে। ফলে দ্বিতীয় অর্থটিই সুনিশ্চিত হয় কারণ এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে আরও আছে: "যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে কিছু চায় তাকে সাড়া দাও।" ৫। অর্থাৎ সে যা চেয়েছে তা পূরণ করো। সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে: তাকে দান করো। আবু দাউদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আবু নুহাইকের বর্ণনায় আছে: "যে আল্লাহর চেহারার উসিলায় তোমাদের কাছে কিছু চায় তাকে দান করো।" ৬। আর এই হাদিসের ওবায়দুল্লাহ আল-কাওয়ারিরির বর্ণনায় আছে: "আর যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে কিছু চায়," ৭; যেমনটি ইবনে উমরের হাদিসে রয়েছে।

১ সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯৬-৯৭।

২ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৪-৩৫।

৩ নাসায়ি: জাকাত (২৫৬৭), আবু দাউদ: জাকাত (১৬৭২), আহমাদ (২/৯৯, ২/১২৭)।

৪ আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫১০৯): পরিচ্ছেদ: কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির থেকে আশ্রয় চাওয়া সম্পর্কে, ইবনে উমরের হাদিস থেকে।

৫ আবু দাউদ-এ রয়েছে: "আর যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে কিছু চায় তাকে দান করো।"

৬ আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫১০৮): পরিচ্ছেদ: কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির থেকে আশ্রয় চাওয়া সম্পর্কে, ইবনে আব্বাসের হাদিস থেকে। এর শব্দ হলো: "যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে কিছু চায় তাকে দান করো।"

৭ আবু দাউদ: কিতাবুল আদব (৫১০৮): পরিচ্ছেদ: কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির থেকে আশ্রয় চাওয়া সম্পর্কে, ইবনে আব্বাসের হাদিস থেকে। এটি ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসেও এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 458)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يسأل بوجه الله إلا الجنة "
1. رواه أبو داود.

قوله: "باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة".
ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: " لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ".

1 ضعيف: أبو داود: كتاب الزكاة (1671) : باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل.
وضعه ابن القطان وغيره كما في فيض القدير (2/ 220) . وضعه الألباني في ضعيف
الجامع (6366) .

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া যাবে না

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা যাবে না।" ১. আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া যাবে না।" এতে জাবিরের বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে; আবু দাউদ জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা যাবে না।"

১ যঈফ: আবু দাউদ: যাকাত অধ্যায় (১৬৭১): মহান আল্লাহর চেহারার অসিলায় চাওয়ার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক পরিচ্ছেদ। ইবনুল কাত্তান এবং অন্যান্যরা একে দুর্বল বলেছেন যেমনটি ফায়জুল কদীরে (২/ ২২০) বর্ণিত হয়েছে। আলবানী একে যঈফ আল-জামি‘ (৬৩৬৬) গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

(ص: 459)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك غضب عليّ فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي". وفي آخره: "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل عليّ غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا

بِالله " 1 2. والحديث المروي في الأذكار: " اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد
" - 3 وفي آخره -: " أعوذ بنور وجهك

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.

الثانية: إثبات صفة الوجه.

الذي أشرقت له السماوات والأرض ". وفي حديث آخر: " أعوذ بوجه الله الكريم،
وباسم الله العظيم، وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت، أي
رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة " 4. وأمثال ذلك
في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان.

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من
الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى
الجنة كما في الحديث الصحيح: " اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول
وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل " 5. بخلاف ما يختص
بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من
أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى.
والله أعلم.

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله
تعالى؛ فإنه صفة كمال، وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع
الصفات أو بعضها. فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا
كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً: الإيمان بما وصف الله به نفسه في
كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله
وعظمته، فيثبتون له ما أثبتته لنفسه في كتابه، وأثبتته له رسوله صلى الله عليه وسلم

وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفأها فقد سلبه الكمال.

- 1 ضعيف: رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر، وقال الهيثمي (6/35) بعد أن عزاه للطبراني: "وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات". والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (3/130). وضعفه الألباني في تخريج فقه السيرة لمحمد الغزالي ص (135، 136).
- 2 رواه ابن إسحاق والطبراني عن عبد الله بن جعفر.
- 3 ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (8027) عن أبي أمامة. وقال الهيثمي (10/117): "وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه" ا. هـ.
- 4 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (805)، والترمذي: فضائل القرآن (2883)، وأحمد (4/183).
- 5 صحيح: جزء من حديث أخرجه أحمد (3/474)، (6/134، 146، 147)، أبو داود: الصلاة (792)، وابن ماجه: كتاب الدعاء (3846): باب الجوامع من الدعاء من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه ابن حبان (2413- موارد)، والحاكم (1/521، 522)، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (1542) وصحيح الجامع (1287).

এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে: তাহলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়েফ থেকে ফেরার সময় যখন তায়েফবাসী এবং তায়েফে অবস্থানরত মক্কাবাসীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন তিনি যে দোয়াটি করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং মানুষের কাছে আমার তুচ্ছতার অভিযোগ করছি। আপনিই দুর্বলদের রব এবং আপনিই আমার রব। আপনি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করছেন? এমন কোনো দূরের ব্যক্তির কাছে যে আমার সাথে রুঢ় আচরণ করে, নাকি এমন কোনো শত্রুর কাছে যাকে আপনি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছেন?"

যদি আপনি আমার ওপর রাগান্বিত না হন, তবে আমি কোনো কিছু পেরোয়া করি না; তবে আপনার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাওয়াই আমার জন্য প্রশস্ততর।" এর শেষে রয়েছে: "আমি আপনার মুখমণ্ডলের সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার মাধ্যমে অন্ধকারসমূহ আলোকিত হয়েছে এবং যার ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়সমূহ সুনিশ্চিত হয়েছে—যেন আপনার ক্রোধ আমার ওপর আপতিত না হয় অথবা আপনার অসন্তুষ্টি আমার ওপর নেমে না আসে। আপনার সন্তুষ্টি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই।" ১২। আর জিকিরের বর্ণনায় আসা হাদিসটি হলো: "হে আল্লাহ! স্মরণ করার জন্য আপনিই সর্বাধিক হকের অধিকারী এবং ইবাদত পাওয়ার জন্য আপনিই সর্বাধিক হকের অধিকারী" - ৩ এবং এর শেষে রয়েছে: "আমি আপনার মুখমণ্ডলের নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি: মহান লক্ষ্যসমূহ ব্যতীত অন্য কিছু অর্জনের জন্য আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে চাওয়া নিষেধ।

দ্বিতীয়টি: আল্লাহর মুখমণ্ডলের সিফাত বা গুণ সাব্যস্তকরণ।

যার মাধ্যমে আসমান ও জমিন আলোকিত হয়েছে।" অন্য একটি হাদিসে এসেছে: "আমি আল্লাহর সম্মানিত মুখমণ্ডলের উসিলায়, আল্লাহর মহান নামের উসিলায় এবং তাঁর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় অনিষ্টকারী বিষধর প্রাণী ও বদ নজর থেকে এবং আপনার সৃষ্টি করা যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি। হে আমার রব! আমি এই দিনের অনিষ্ট থেকে এবং এর পরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" ৪।

সহিহ বা হাসান সনদে বর্ণিত মারফু হাদিসসমূহে এ জাতীয় আরও বর্ণনা রয়েছে।

উত্তর হলো: এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা মূলত জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য অথবা জান্নাত লাভে প্রতিবন্ধক এমন আমল থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা। সুতরাং আল্লাহর মুখমণ্ডলের উসিলায় এবং তাঁর মুখমণ্ডলের নূরের উসিলায় জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে, যেমনটি সহিহ হাদিসে এসেছে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত এবং যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় এমন কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি; আর আপনার কাছে জাহান্নাম এবং যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয় এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" ৫।

পক্ষান্তরে যা শুধুমাত্র দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন—দুনিয়া অর্জনের লোভে অর্থ-সম্পদ, রিজিক ও জীবনযাত্রার প্রশস্ততা চাওয়া, যেখানে আখেরাতের আমলে সহায়তার কোনো উদ্দেশ্য নেই;

এমন বিষয় ভিন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদিসটি আল্লাহর মুখমণ্ডলের উসিলায় দুনিয়াবী প্রয়োজন চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে। এমতাবস্থায় হাদিসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, যা সুস্পষ্ট। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অধ্যায়ের এই হাদিসটি কুরআন ও সুন্নাহর সেই সকল মুতাওয়াতির দলিলের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহর জন্য মুখমণ্ডল সাব্যস্ত করে। কেননা এটি একটি পূর্ণতার গুণ, আর এটি অস্বীকার করা চরম ত্রুটি এবং অপূর্ণ সত্তার সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের নামান্তর—যেমনটি তারা (মুআত্তিলা) করে থাকে আল্লাহর সকল বা কিছু গুণ অস্বীকার করার মাধ্যমে। ফলে তারা যা থেকে পলায়ন করতে চেয়েছিল, তার চেয়েও বড় বিপদে নিপতিত হয়েছে। জালিমরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অতি উচ্চ এবং মহান। সালাফ ও খালাফসহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথ হলো: আল্লাহ নিজের কিতাবে নিজের যে গুণ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহতে তাঁর যে গুণ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ওপর আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী করে ঈমান আনা। সুতরাং তাঁরা আল্লাহর জন্য সেই সব গুণ সাব্যস্ত করেন যা তিনি নিজের জন্য তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহর জন্য সৃষ্টির সাদৃশ্যকে অস্বীকার করেন। রবের সত্তা যেমন অন্য কোনো সত্তার মতো নয়, ঠিক তেমনি তাঁর গুণাবলিও অন্য কোনো গুণের মতো নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করল, সে মূলত আল্লাহর পূর্ণতাকেই অস্বীকার করল।

১ দুর্বল: তাবারানি তাঁর 'আল-কাবির'-এ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হাইসামি (৬/৩৫) তাবারানির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এতে ইবনে ইসহাক রয়েছেন যিনি একজন মুদাল্লিস কিন্তু বিশ্বস্ত, আর বাকি বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত।" হাদিসটিকে আরনাউত 'জাদুল মাআদ' (৩/১৩০)-এর তাহকিকে দুর্বল বলেছেন। আলবানি 'ফিকহুস সিরাহ' (পৃষ্ঠা ১৩৫, ১৩৬)-এর তাহকিকে এটি দুর্বল বলেছেন।

২ এটি ইবনে ইসহাক এবং তাবারানি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩ দুর্বল: তাবারানি 'আল-কাবির' (৮০২৭) গ্রন্থে আবু উমামাহ থেকে এটি বের করেছেন। হাইসামি (১০/১১৭) বলেন, "এতে ফাদাল ইবনে জুবায়ের রয়েছেন, যিনি দুর্বল এবং তাঁর দুর্বলতার ওপর ঐক্যমত রয়েছে।"

৪ মুসলিম: সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরুহা (৮০৫), তিরমিজি: ফাদাইলুল কুরআন (২৮৮৩), আহমদ (৪/১৮৩)।

৫ সহিহ: একটি হাদিসের অংশ বিশেষ, যা আহমদ (৩/৪৭৪, ৬/১৩৪, ১৪৬, ১৪৭), আবু দাউদ: আস-সালাত (৭৯২), ইবনে মাজাহ: কিতাবুদ দোয়া (৩৮৪৬): আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত দোয়াগুলোর পরিচ্ছেদ। ইবনে হিব্বান (২৪১৩-মাওয়ারিদ), হাকেম (১/৫২১, ৫২২) একে সহিহ বলেছেন এবং জাহাবি তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। আলবানি 'আস-সাহিহাহ' (১৫৪২) এবং 'সহিহুল জামে' (১২৮৭) গ্রন্থে একে সহিহ বলেছেন।

(ص: 460)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: ما جاء في "لو"

...

باب: " ما جاء في اللّو"

وقول الله تعالى: {يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} 1.

قوله: "باب ما جاء في اللّو".

أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، كالمصائب إذا جرى بها القدر لها فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات، مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر، والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على "لو"، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفاً كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر:

رَأَيْتَ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مَبَارَكًا ... شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلَهُ
وَقَوْلَهُ: "وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا
هَاهُنَا}."

قَالَ بَعْضُ الْمَنَافِقِينَ يَوْمَ أَحَدٍ؛ لَخَوْفِهِمْ وَجَزَعِهِمْ وَخَوَرِهِمْ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: "لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ اشْتَدَّ الْخَوْفُ

1 سورة آل عمران آية: 154.

পরিচ্ছেদ: "যদি" (লাউ) বলা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

...

পরিচ্ছেদ: "যদি" বলা সম্পর্কে যা এসেছে

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা বলে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোনো অধিকার আছে?' বল, 'নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন করে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'এ বিষয়ে আমাদের কোনো অধিকার থাকলে এখানে আমরা নিহত হতাম না।'}

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: 'যদি' বলা সম্পর্কে যা এসেছে।"

অর্থাৎ অপছন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন তাকদির অনুযায়ী কোনো বিপদ ঘটলে এ কথা বলার প্রতি যে সতর্কবাণী ও নিষেধাজ্ঞা এসেছে; কারণ এর মাধ্যমে সবার না করা এবং যা অতিবাহিত হয়েছে অথচ যা আর সংশোধন করা সম্ভব নয় তার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তাকদিরের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং আবশ্যকীয় দাসত্ব (উবুদিয়াহ) পালন করা ওয়াজিব, আর তা হলো বান্দার উপর আপতিত অপ্রীতিকর বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা। আর তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের ছয়টি মূল স্তম্ভের অন্যতম। লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) 'লাউ'

শব্দটির শুরুতে আলিফ-লাম (আদাউতুত তারিফ) যুক্ত করেছেন। এটি এই স্থানে তার সমজাতীয় শব্দগুলোর মতো নির্দিষ্টকরণ (তারিফ) অর্থ প্রকাশ করছে না; কারণ এখানে শব্দটিই উদ্দেশ্য, যেমনটি কবি বলেছেন:

আমি আল-ওয়ালিদ ইবনুল ইয়াজিদকে বরকতময় হিসেবে দেখেছি ... খেলাফতের গুরুভার বহনে তিনি ছিলেন সুদৃঢ় কাঁধের অধিকারী

এবং তাঁর উক্তি: "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা বলে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোনো অধিকার আছে?' বল, 'নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন করে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'এ বিষয়ে আমাদের কোনো অধিকার থাকলে এখানে আমরা নিহত হতাম না।'}"

উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু মুনাফিক তাদের ভয়, অস্থিরতা ও দুর্বলতার কারণে এ কথা বলেছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন: ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর পিতা

থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

যুবায়ের (রা.) বলেছেন: "আমি নিজেকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দেখেছি যখন ভয় অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল

১. সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৪।

(ص: 461)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

علينا أرسل الله علينا

وقوله: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} 1.

النوم. فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما

أسعته إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك

أنزل الله عز وجل: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} لقول معتب " 2. رواه ابن أبي حاتم.

قال الله تعالى: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} 3 أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه.

وقوله: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} الآية. قال العباد ابن كثير: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} : أي لو سبعوا مشورتنا عليهم بالعودة وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: {قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} 4 أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم، ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: "نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه" يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: "غشينَا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل يسقط سيفي وأخذه ويسقط وأخذه. قال: والطائفة الأخرى - المنافقون - ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه، وأخذله للحق، {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل". قوله: {قَدْ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ} يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} 5.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخدل يوم أحد وقال: "يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان؟" أو كما قال.. انخدل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا

فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي

1 سورة آل عمران آية: 168.

2 حسن: رواه ابن إسحاق كما قال ابن كثير في تفسيره (1/ 418). وابن جرير (4/ 94) عن الزبير بسند حسن: وانظر النهج السديد (532).

3 سورة آل عمران آية: 154.

4 سورة آل عمران آية: 168.

5 سورة آل عمران آية: 154.

আমাদের ওপর আল্লাহ আমাদের ওপর পাঠিয়েছেন

এবং তাঁর বাণী: "যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, অথচ নিজেরা (লড়াইয়ে না গিয়ে)

বসে ছিল: 'তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হত না'।" ১।

তন্দ্রা। আমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যার চিবুক তার বুকের ওপর নুয়ে পড়েনি।

তিনি বলেন: আল্লাহর কসম, আমি মুআত্তিব বিন কুশাইরের কথা শুনছিলাম যা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল: 'যদি আমাদের হাতে কোনো কিছু থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত

হতাম না।' আমি এটি তার কাছ থেকে মুখস্থ রাখলাম এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ

করলেন: "তারা বলে, যদি এই বিষয়ে আমাদের কোনো অধিকার থাকত, তবে আমরা এখানে

নিহত হতাম না।" এটি মুআত্তিবের উক্তির কারণে। ২। ইবনে আবি হাতিম এটি বর্ণনা

করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে, তবুও যাদের ভাগ্যে মৃত্যু

অবধারিত ছিল তারা তাদের বধ্যভূমিতে বেরিয়ে আসত।" ৩। অর্থাৎ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ

থেকে একটি পূর্বনির্ধারিত তকদীর এবং চূড়ান্ত ও অনিবার্য ফয়সালা, যা থেকে পলায়ন বা

নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো পথ নেই।

এবং তাঁর বাণী: "যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, অথচ নিজেরা বসে ছিল: 'তারা যদি

আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হত না'।"—আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

ইমাদ ইবনে কাসীর বলেন: "যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, অথচ নিজেরা বসে ছিল: 'তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হত না'": অর্থাৎ তারা যদি ঘরে বসে থাকা এবং যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ শুনত, তবে যারা নিহত হয়েছে তাদের সাথে তারা নিহত হত না। মহান আল্লাহ বলেন: "বলুন, তবে তোমরা নিজেদের থেকে মৃত্যুকে প্রতিহত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" ৪। অর্থাৎ যদি ঘরে বসে থাকা মানুষকে হত্যা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করত, তবে তোমাদের উচিত হবে কখনো না মরা। অথচ মৃত্যু তোমাদের কাছে আসবেই, এমনকি তোমরা সুউচ্চ দুর্গে অবস্থান করলেও। সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদের থেকে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখো। মুজাহিদ জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: "এই আয়াত আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।" অর্থাৎ সেই-ই এটি বলেছিল। বাইহাকী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা বলেন: "উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন আমাদের ওপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন হয়েছিল। আমার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা ধরছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল আর আমি ধরছিলাম। তিনি বলেন: আর অন্য দলটি—অর্থাৎ মুনাফিকরা—যাদের চিন্তা ছিল কেবল নিজেদের নিয়ে; তারা ছিল সবচেয়ে ভীরা, আতঙ্কিত এবং সত্যের প্রতি সবচেয়ে বিমুখ। 'তারা আল্লাহ সম্বন্ধে জাহেলী যুগের ন্যায় অন্যায় ধারণা পোষণ করছিল।' তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ে নিমজ্জিত ছিল।" আল্লাহর বাণী: "তাদের নিজেদের চিন্তা তাদের ব্যাকুল করে দিয়েছিল" অর্থাৎ অস্থিরতা, বিচলিত অবস্থা ও ভয়ের কারণে তাদের ওপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন হয়নি। "তারা আল্লাহ সম্বন্ধে জাহেলী যুগের ন্যায় অন্যায় ধারণা পোষণ করছিল।" ৫।

শাইখুল ইসলাম (রহ.) বলেন: "যখন তিনি উহুদ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করলেন, তখন বললেন: যখন সে উহুদের দিন পিছুটান দিল এবং বলল: 'সে আমার মত ও তার মত বর্জন করে কিশোরদের মত গ্রহণ করল?' অথবা তিনি যেমনটি বলেছিলেন... তার সাথে বহু লোক পিছুটান দিল, যাদের অনেকেই ইতিপূর্বে নিফাক করেনি। তারা মুসলিম ছিল এবং তাদের সাথে ঈমান ছিল, যা সেই আলোর মতো যার উদাহরণ আল্লাহ দিয়েছেন। যদি তারা এই পরীক্ষা ও নিফাকের পূর্বে মারা যেত, তবে তারা ইসলামের ওপরই মারা যেত। তবে তারা সেই প্রকৃত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না যারা পরীক্ষিত হওয়ার পর পরীক্ষায় অবিচল থাকে, আর না তারা সেই প্রকৃত মুনাফিক ছিল যারা পরীক্ষার কারণে ঈমান

থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আমাদের যামানার অনেক বা অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা এমনই, যখন তারা এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যা...

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৮।

২. হাসান: ইবনে ইসহাক এটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি ইবনে কাসীর তার তাফসীরে (১/৪১৮) উল্লেখ করেছেন। এবং ইবনে জারীর (৪/৯৪) জুবায়ের থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন; দেখুন নাহজ আস-সাদীদ (৫৩২)।

৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৪।

৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৮।

৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৪।

(ص: 462)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يتضعض فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا، فقليل لهم: {لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} 1 أي الإيمان البطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى، كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب". انتهى.

قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة.

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو، من إعانتهم العدو على المسلمين، والطعن في الدين، وإظهار العداوة والشماتة، وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام، وذهاب أهله، وغير ذلك مما يطول ذكره. والله المستعان.

قوله: "في الصحيح" أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أحرص.. الحديث" 2.

وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان " 3.

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وتبأه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، أحرص على ما ينفعك". أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد. فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله.

قوله: "ولا تعجزن" النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز

1 سورة الحجرات آية: 14.

2 جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه. مسلم: كتاب القدر (2664) (34) باب في الأمر بالقوة وترك العجز...

এতে ঈমানদারগণ বিচলিত হয়ে পড়েন, তাদের ঈমান অনেক কমে যায় এবং তাদের অনেকে মুনাফিকি করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মত্যাগ প্রকাশ করে যখন শত্রু প্রবল হয়। আমরা এবং অন্যরা এর মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যাতে শিক্ষা রয়েছে। আর যখন শান্তি ও নিরাপত্তা থাকে অথবা যখন মুসলিমরা তাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী থাকে, তখন তারা মুসলিম হিসেবে থাকে এবং তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে রাসূলগণের ওপর বিশ্বাসী থাকে। কিন্তু এটি এমন ঈমান যা পরীক্ষার সময় অটল থাকে না। আর এ কারণেই এদের মধ্যে ফরজ কার্যাবলি ত্যাগ করা এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এরা হলো তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলেছিল 'আমরা ঈমান এনেছি', তখন তাদের বলা হয়েছিল: {তোমরা ঈমান আনোনি, বরং বলো আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কেননা ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি} ১। অর্থাৎ সেই নিরঙ্কুশ ঈমান যার অধিকারীরাই প্রকৃত মুমিন; কারণ আল্লাহর কিতাবে যখন সাধারণভাবে ঈমানের কথা বলা হয়, তখন এটাই উদ্দেশ্য থাকে, যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ঈমানকে হৃদয়ে বিচলিত করে দেয় এমন পরীক্ষার সময় তাদের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় না।" সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "আমরা এবং অন্যরা এর মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যাতে শিক্ষা রয়েছে।"

আমি বলব: আমরাও শত্রুর বিজয়ের সময় অনুরূপ শিক্ষণীয় বিষয় দেখেছি, যেমন মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করা, দ্বীনকে নিয়ে কটাক্ষ করা, শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ করা এবং ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে ও এর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো—এ ছাড়া আরও অনেক কিছু যা বর্ণনা করা দীর্ঘ হবে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

তাঁর উক্তি: "সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তুমি যত্নবান হও... হাদিসটি" ২।

"আর যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে, তবে বলো না: 'যদি আমি এমন করতাম তবে এমন এমন হতো', বরং বলো: 'এটি আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন'; কারণ 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়" ৩।

লেখক (রাহিমাল্লাহ) এই হাদিসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার উপকারে আসে এমন বিষয়ে যত্নবান হও।" অর্থাৎ তোমার জীবন ও পরকালীন জীবনে। এর উদ্দেশ্য হলো এমন সব উপায়-উপকরণ গ্রহণে যত্নবান হওয়া যা বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারে আসে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও মুবাহ হিসেবে শরয়ি বিধান করেছেন। আর উপায়-উপকরণ গ্রহণের সময় বান্দা অন্য সব বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে যাতে তার উপায় সফল হয় ও তা উপকারে আসে। এবং এ ক্ষেত্রে তার নির্ভরতা হবে আল্লাহ তাআলার ওপর; কারণ আল্লাহ তাআলাই উপায় ও ফলাফল সৃষ্টি করেছেন। কোনো উপায়ই তার উপকারে আসবে না যদি না আল্লাহ তাকে এর দ্বারা উপকৃত করেন। সুতরাং উপায় গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নির্ভরতা হবে আল্লাহর ওপর। উপায় গ্রহণ করা সুন্নাত এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করা তাওহীদ। যখন কেউ এ দুটির সমন্বয় করবে, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

তাঁর উক্তি: "এবং তুমি অক্ষমতা প্রকাশ করো না" এখানে নুন হলো নুনে তাকিদ খফিফাহ (লঘু তাকিদসূচক নুন), তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অক্ষমতা থেকে নিষেধ করেছেন...

১. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৪।

২. আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল কদর (২৬৬৪) (৩৪) শক্তি অর্জন ও অক্ষমতা ত্যাগের নির্দেশ বিষয়ক পরিচ্ছেদ ...

৩. মুসলিম: আল-কদর (২৬৬৪), ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমাহ (৭৯), আহমাদ (২/৩৬৬, ২/৩৭০)।

وذمه، والعجز مذموم شرعاً وعقلاً، وفي الحديث: " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني " 1 2. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: لو أتي فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قد قَدَّرَ الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضى به، واحتساب الثواب عليه.

قوله: "فإن" "لو" تفتح عمل الشيطان" أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضى، والصبر واجب، والإيمان بالقدر فرض، قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} 3.

قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ". وقال الإمام أحمد: "ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من القرآن".

قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه- ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور، ولا تجزع عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب، وإلا فلا استحباب، ونهى عن العجز وقال: " إن الله يلوم على العجز " 4. والعاجر ضد "الذين هم ينتصرون" فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمرٌ أمرٌ بفعله، فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز. وأمرٌ أصيب به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء- ابن المقفع أو غيره:- الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه.

- 1 ضعيف: أخرجه أحمد (124 /4) والترمذي: كتاب صفة القيامة (2459) : باب رقم (25) . وابن ماجة: كتاب الزهد (4260) : باب ذكر الموت والاستعداد له من حديث شداد بن أوس. وصححه الحاكم على شرط البخاري (57 /1) وتعقبه الذهبي بقوله: "لا والله وأبو بكر واه" ا. هـ. أي أبو بكر بن أبي مريم، وضعفه الألباني في تخريج رياض الصالحين (67) .
- 2 رواه أحمد والترمذي- وحسنه-، والحاكم وقال: " صحيح على شرط البخاري "، وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو واه. وهذا من حديث شداد بن أوس. وهو عندهم بدون كلمة "الأماني".
- 3 سورة الحديد آية: 22-23.
- 4 ضعيف: أخرجه أحمد (25 /6) . وأبو داود: كتاب الأقضية (3627) : باب الرجل يحلف على حقه. من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب (137) ، وضعيف الجامع (1759) .

এবং তিনি তার নিন্দা করেছেন; আর অক্ষমতা শরিয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। হাদিসে এসেছে: "বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করেছে। আর অক্ষম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করেছে এবং আল্লাহর কাছে অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে" ১ ২। সুতরাং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদিসে তাকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যখন তার অপছন্দনীয় কোনো কিছু ঘটে তখন সে যেন না বলে: 'যদি আমি এমন করতাম তবে তেমন তেমন হতো'; বরং সে বলবে: 'আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা-ই করেছেন।' অর্থাৎ, এটি আল্লাহর ফয়সালা, আর তাকদিরের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করা ওয়াজিব।

তাঁর উক্তি: "কেননা 'যদি' শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়"—অর্থাৎ, এতে গত হয়ে যাওয়া বিষয়ের প্রতি আক্ষেপ, অনুশোচনা এবং তাকদিরকে তিরস্কার করা হয়, যা ধৈর্য ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী। অথচ ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব এবং তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা

ফরজ; আল্লাহ তাআলা বলেন: {পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যে বিপদই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য ব্যথিত না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত (অহংকার) না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না} ৩।

আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "ঈমানের ক্ষেত্রে ধৈর্যের স্থান হলো শরীরের মাথায় ন্যায়।" ইমাম আহমাদ বলেন: "আল্লাহ তাআলা কুরআনের নব্বইটি স্থানে ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন।"

শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) এ অধ্যায়ের হাদিসটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করার পর এর অর্থ সম্পর্কে বলেন: আদিষ্ট বিষয়ে অক্ষম হয়ো না এবং নির্ধারিত তাকদিরে বিচলিত হয়ো না। মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে উভয় মন্দকেই একত্রে ধারণ করে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপকারী বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর (শরিয়তের) নির্দেশ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে, অন্যথায় তা মুস্তাহাব। তিনি অক্ষমতা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করেন" ৪। আর অক্ষম ব্যক্তি তাদের বিপরীত যারা "প্রতিরোধ করে বা জয়ী হয়"। সুতরাং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ এবং অক্ষমতা থেকে নিষেধ করা অনেক স্থানেই বর্ণিত হয়েছে; কারণ মানুষ দুটি বিষয়ের মধ্যে থাকে: এক, এমন বিষয় যা করার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো তা পালন করা, তাতে যত্নশীল হওয়া, আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং অক্ষমতা প্রদর্শন না করা। দুই, এমন বিষয় যা তার ওপর আপতিত হয় যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই; এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং বিচলিত না হওয়া। এজন্য কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি—ইবনে মুকাফফা বা অন্য কেউ— বলেছেন: বিষয়সমূহ দুই প্রকার; এমন বিষয় যার প্রতিকারের উপায় আছে, তাই তাতে অক্ষম হয়ো না। আর এমন বিষয় যার কোনো প্রতিকার নেই, তাই তাতে বিচলিত হয়ো না।

১ যঈফ: আহমাদ (৪/ ১২৪), তিরমিজি: কেয়ামতের বর্ণনা অধ্যায় (২৪৫৯): পরিচ্ছেদ নম্বর (২৫)। ইবনে মাজাহ: যুহুদ অধ্যায় (৪২৬০): মৃত্যু এবং তার প্রস্তুতির আলোচনা পরিচ্ছেদ; শাদ্দাদ ইবনে আউসের হাদিস থেকে। হাকেম একে বুখারির শর্তানুযায়ী সহিহ বলেছেন (১/ ৫৭) এবং যাহাবি তার সমালোচনা করে বলেছেন: "না আল্লাহর কসম, আবু বকর দুর্বল

(ওয়াহি)"। অর্থাৎ আবু বকর ইবনে আবি মারইয়াম। আলবানি 'তাখরিজু রিয়াদুস সালিহীন' (৬৭)-এ একে যঈফ বলেছেন।

২ আহমাদ ও তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন—এবং তিনি একে হাসান বলেছেন—এবং হাকেম বলেছেন: "বুখারির শর্তানুযায়ী সহিহ", আর যাহাবি তার সমালোচনা করে বলেছেন যে এতে ইবনে আবি মারইয়াম রয়েছে এবং সে দুর্বল। এটি শাদ্দাদ ইবনে আউসের হাদিস। তাদের বর্ণনায় এতে "অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা" শব্দটি নেই।

৩ সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২২-২৩।

৪ যঈফ: আহমাদ (৬/ ২৫)। আবু দাউদ: বিচারকার্য অধ্যায় (৩৬২৭): নিজের হকের ওপর শপথ করা ব্যক্তি পরিচ্ছেদ। আউফ ইবনে মালিক আল-আশজায়ি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস থেকে। আলবানি 'তাখরিজুল কালিমিত তায়্যিব' (১৩৭) এবং 'যঈফুল জামে' (১৭৫৯)-এ একে যঈফ বলেছেন।

(ص: 464)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به، وأحبه له؛ فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة. وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: فالأفعال مثل قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا} 1. ومثل قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} 2. ومثل قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} 3. ومثل قوله تعالى: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} 4 إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران.

الثانية: النهي الصريح عن قول: " لو " إذا أصابك شيء.

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع، مع الاستعانة بالله.

السادسة: النهي عن ضد ذلك، وهو العجز.

والقسم الثاني. ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب. كما قال تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} 5. والآية قبلها، فالحسنة في هاتين الآيتين: النعم. والسيئة: المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله: " فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم، فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ} 6. ولهذا قال آدم لموسى: "أتلومني على أمر قَدَرَهُ اللهُ عليّ قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى" 7؛ لأن موسى قال له: "لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة" 8. فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنباً. وأما كونه لأجل الذنب- كما يظنه طوائف من الناس- فليس مراداً بالحديث؛ فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس". انتهى.

1 سورة الأنعام آية: 160.

2 سورة الإسراء آية: 7.

3 سورة الشورى آية: 40.

4 سورة البقرة آية: 81.

5 سورة النساء آية: 79.

6 سورة التغابن آية: 11.

7 البخاري: كتاب القدر (6614) : باب تحاج آدم وموسى عند الله. ومسلم: كتاب القدر (2652) باب حجاج آدم وموسى عليها السلام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

8 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب.

এটি সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে মুমিনের নিকট: যাতে উপায় বা সামর্থ্য আছে তা হলো যা আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার জন্য পছন্দ করেছেন; কেননা আল্লাহ তাকে কেবল তা-ই নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তার সামর্থ্য রয়েছে, যেহেতু আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। আর তিনি তাকে এমন প্রতিটি কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তার সামর্থ্য রয়েছে। আর যাতে তার কোনো উপায় নেই তা হলো যা তার নিজের কর্ম ব্যতিরেকে তার উপর আপতিত হয়। 'হাসানাত' (কল্যাণ/সওয়াব) এবং 'সাইয়িয়াত' (অকল্যাণ/পাপ) শব্দটি দুটি প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রথমটি হলো আমল বা কর্মসমূহ, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল নিয়ে আসবে, তার জন্য তার দশগুণ প্রতিদান রয়েছে এবং যে কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফলই দেওয়া হবে।" ১। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "যদি তোমরা ভালো কাজ করো, তবে নিজেদের জন্যই ভালো করবে, আর যদি তোমরা মন্দ কাজ করো, তবে তাও নিজেদের জন্যই।" ২। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।" ৩। এবং মহান আল্লাহর বাণী: "হ্যাঁ, যে মন্দ উপার্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে" ৪—এই জাতীয় আরও অনেক আয়াত রয়েছে, আর আল্লাহই অধিক ভালো জানেন। এতে কয়েকটি মাসআলা (বিষয়) রয়েছে:

প্রথম: আল-ইমরান সূরার আয়াত দুটির ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়: কোনো কিছু আপতিত হলে 'যদি' (লাও) বলা থেকে স্পষ্ট নিষেধ।

তৃতীয়: বিষয়টির কারণ দর্শানো যে, তা শয়তানের কাজের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

চতুর্থ: উত্তম কথার প্রতি দিকনির্দেশনা।

পঞ্চম: আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার পাশাপাশি উপকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়ার নির্দেশ।

ষষ্ঠ: এর বিপরীত বিষয় অর্থাৎ অক্ষমতা বা অলসতা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ।

আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো: যা বান্দার নিজের কর্ম ছাড়াই তার উপর আপতিত হয় যেমন নেয়ামতসমূহ এবং বিপদ-আপদ। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমার কাছে যে কল্যাণ আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ তোমার ওপর আপতিত হয় তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে।" ৫। এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতটিও। এই আয়াতদ্বয়ে 'হাসানাহ' বলতে নেয়ামত এবং 'সাইয়িয়াহ' বলতে বিপদ-আপদ বোঝানো হয়েছে। এটিই হলো দুটি প্রকারের দ্বিতীয়টি।

আমার মনে হয় শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) এ স্থানে এটি উল্লেখ করেছিলেন, সম্ভবত পাণ্ডুলিপি অনুলিপিকারক তা বাদ দিয়ে গেছেন, আর আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।

এরপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "মানুষকে যখন কোনো কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তাকে তাকদিরের দিকে তাকাতে বলা হয়নি, বরং যখন তার উপর এমন সব বিপদ আপতিত হয় যা প্রতিরোধে তার কোনো উপায় থাকে না (তখন তাকদিরের প্রতি তাকাতে হবে)। সুতরাং মানুষের কর্মের মাধ্যমে হোক বা তাদের কর্ম ব্যতিরেকে হোক, যা তোমার ওপর আপতিত হয়, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো, সন্তুষ্ট থাকো এবং আত্মসমর্পণ করো। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন।" ৬। এই কারণেই আদম মূসাকে বলেছিলেন:

"তুমি কি আমাকে এমন এক বিষয়ে তিরস্কার করছ যা আমি সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন? এভাবে আদম মূসার ওপর তর্কে জয়ী হলেন" ৭; কারণ মূসা তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি কেন আমাদেরকে এবং নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে আনলে?" ৮। সুতরাং তিনি তাঁকে সেই বিপদের জন্য তিরস্কার করেছিলেন যা তাঁর কাজের কারণে ঘটেছিল, তা কেবল গুনাহ হওয়ার কারণে নয়। আর এটি গুনাহের কারণে হওয়া— যেমনটি মানুষের একদল মনে করে থাকে—তা এই হাদিসের উদ্দেশ্য নয়; কারণ আদম আলাইহিস সালাম সেই গুনাহ থেকে তওবা করেছিলেন। আর গুনাহ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি

সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই। আর তওবাকারীকে তিরস্কার করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ।" সমাপ্ত।

১ সূরা আল-আনআম আয়াত: ১৬০।

২ সূরা আল-ইসরা আয়াত: ৭।

৩ সূরা আশ-শূরা আয়াত: ৪০।

৪ সূরা আল-বাকারা আয়াত: ৮১।

৫ সূরা আন-নিসা আয়াত: ৭৯।

৬ সূরা আত-তাগাবুন আয়াত: ১১।

৭ বুখারি: তাকদির অধ্যায় (৬৬১৪): আল্লাহর নিকট আদম ও মূসার বিতর্কের অনুচ্ছেদ।

মুসলিম: তাকদির অধ্যায় (২৬৫২): আদম ও মূসা আলাইহিমা স সালাম-এর বিতর্কের অনুচ্ছেদ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস থেকে।

৮ বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিজি উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 465)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: تضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإيمان:

أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة.

الثاني: أنه يحب مقتضى أسبائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجبيل يحب الجمال؛ وعليه يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين.

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض.

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاذه. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكما له كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص؛ فإنه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع.

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنبا هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجمع له مقام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} 1. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى. ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبد الله وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه، المستعين بالله ضد العاجز. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمه الأمور بيده ومصدرها منه ومردّها إليه.

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز. وهو مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه العجز إلى "لو" ولا فائدة من "لو" هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، قلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر، ومشية الرب النافذة التي توجب وجوب

المقدور، وإن انتفت امتنع وجودة؛ ولهذا قال: "فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل" 2. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب، وحالة فواته، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار، والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق.

1 سورة الفاتحة آية: 5.

2 مسلم: القدر (2664) ، وابن ماجه: المقدمة (79) ، وأحمد (366/2) .

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: এই হাদিসটি ঈমানের মূলনীতিসমূহের মধ্য থেকে মহান কিছু মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে:

প্রথমত: আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা ভালোবাসার গুণে গুণান্বিত এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলির দাবি এবং যা সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ভালোবাসেন। সুতরাং তিনি শক্তিশালী এবং শক্তিশালী মুমিনকে ভালোবাসেন; তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন; তিনি সুন্দর এবং সৌন্দর্য ভালোবাসেন; তিনি সর্বজ্ঞ এবং আলেমদের ভালোবাসেন; তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন; তিনি মুমিন এবং মুমিনদের ভালোবাসেন; তিনি অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন; তিনি ধৈর্যশীল এবং ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন; তিনি কৃতজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞদের ভালোবাসেন।

এগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে: মুমিনদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার মধ্যে তারতম্য রয়েছে; ফলে তিনি তাদের কাউকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভালোবাসেন।

এগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে: মানুষের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে তার ইহকাল ও পরকালে যা তাকে উপকার দেবে সে বিষয়ের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মধ্যে। আর প্রবল আগ্রহ (হিরস) হলো প্রচেষ্টা ব্যয় করা এবং সাধ্যের সবটুকু চেলে দেওয়া। সুতরাং আগ্রহী ব্যক্তি যখন এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তার উপকারে আসবে, তখন তার সেই আগ্রহ প্রশংসনীয় হয়। আর তার পূর্ণতা নিহিত রয়েছে এই দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে: আগ্রহী হওয়া এবং তার সেই আগ্রহ এমন বিষয়ের প্রতি হওয়া যা তাকে উপকার দেবে। যদি সে এমন কিছুর প্রতি আগ্রহী হয় যা তাকে উপকার দেয় না, অথবা যা তাকে উপকার দেয় তা আগ্রহ বা প্রচেষ্টা ছাড়াই করে, তবে তার যতটুকু ঘাটতি থাকল সেই অনুযায়ী তার পূর্ণতা কমবে। সুতরাং যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে উপকারি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়ার মধ্যে।

যেহেতু মানুষের প্রবল আগ্রহ ও কর্ম আল্লাহর সাহায্য, ইচ্ছা ও তাওফিকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়, তাই তাকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তার মধ্যে

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই" ১ - এই

অবস্থানের প্রতিফলন ঘটে। কারণ তার উপকারি বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ আল্লাহর ইবাদতস্বরূপ। আর তা তাঁর সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হয় না, তাই আল্লাহ তাকে তাঁর ইবাদত করার ও তাঁর সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং উপকারি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী ও আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি হলো অক্ষম ব্যক্তির বিপরীত। এটি তাকদির কার্যকর হওয়ার পূর্বে মানুষের জন্য এমন এক বিষয়ের নির্দেশনা যা পাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত; আর তা হলো বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং সেই সত্তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাঁর হাতে যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং যাঁর কাছ থেকেই সবকিছুর শুরু ও যাঁর কাছেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন।

আর তার জন্য যা নির্ধারিত ছিল না তা যদি সে হারিয়ে ফেলে, তবে তার অবস্থা হবে দুই ধরনের: প্রথমটি হলো অক্ষমতা, যা শয়তানের কর্মের চাবিকাঠি। ফলে অক্ষমতা তাকে 'যদি'র দিকে নিয়ে যায়। আর এখানে 'যদি'র কোনো ফায়দা নেই, বরং এটি তিরস্কার, অক্ষমতা, অসন্তুষ্টি, অনুশোচনা ও দুঃখ-বেদনার চাবিকাঠি—যার সবকিছুই শয়তানের কাজ। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তার আমল এভাবে শুরু করতে নিষেধ করেছেন। আর তাকে দ্বিতীয় অবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন, যা হলো তাকদিরের দিকে তাকানো এবং তা লক্ষ্য করা। আর তা হলো এই যে, যদি তার জন্য তা নির্ধারিত হতো তবে তা হাতছাড়া হতো না এবং কেউ তাকে এ বিষয়ে পরাস্ত করতে পারত না। সুতরাং এখানে তাকদির প্রত্যক্ষ করা এবং রবের কার্যকরী ইচ্ছাকে অবলোকন করার চেয়ে বেশি উপকারি আর কিছু অবশিষ্ট নেই, যা নির্ধারিত বিষয় ঘটা আবশ্যিক করে তোলে। আর তা (আল্লাহর ইচ্ছা) না থাকলে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে। একারণেই তিনি বলেছেন: "যদি কোনো বিষয় তোমাকে পরাস্ত করে, তবে বলো না: 'যদি আমি এমন করতাম তবে এমন এমন হতো', বরং বলো: 'আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা, আর তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন'।" ২। অতএব, তিনি তাকে উভয় অবস্থাতেই উপকারি বিষয়ের দিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন: উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার অবস্থায় এবং তা অর্জিত না হওয়ার অবস্থায়। একারণেই এই হাদিসটি এমন একটি বিষয় যা থেকে বান্দা কখনোই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, বরং সে এটার প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। এটি তাকদির, উপার্জন, ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া ও না হওয়ার উভয় অবস্থায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে দাসত্ব কায়েম করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর আল্লাহর মাধ্যমেই তাওফিক অর্জিত হয়।

১ সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৫।

২ মুসলিম: আল-কদর (২৬৬৪), ইবনু মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমা (৭৯), আহমাদ (২/৩৬৬)।

(ص: 466)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

"باب النهي عن سب الرياح"

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوا
الرياح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما
فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها، وشر ما أمرت به
" 1. صححه الترمذي.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن سب الرياح.

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.

الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة.

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.

قوله: "باب النهي عن سب الرياح".

" عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوا
الرياح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما
فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها، وشر ما أمرت به
". صححه الترمذي."

لأنها- أي الرياح- إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسببتها مسببة للفاعل، وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعبادة، فنهى أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: "إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به" 2. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الرياح إذا هبت، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: "اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها، وشر ما أمرت به".

ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافاً لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حُرِّموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان.

1 صحيح: الترمذي: كتاب الفتن (2252) : باب ما جاء في النهي عن سب الرياح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأحمد (123/5) . وصححه الألباني لشواهد وطرقه في صحيح الجامع (7192) .

2 الترمذي: الفتن (2252) ، وأحمد (123/5) .

বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ সম্পর্কিত অধ্যায়

উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। সুতরাং যখন তোমরা এমন কিছু দেখ যা তোমরা অপছন্দ করো, তখন বলো: হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের অনিষ্ট, এর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" ১. ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: বাতাসকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা।

সেকেন্ড: মানুষ যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখে তখন তাকে উপকারী বাক্য বলার নির্দেশনা প্রদান।

তৃতীয়: বাতাস যে আদিষ্ট (আল্লাহর হুকুমের অধীন), সেই বিষয়ে নির্দেশনা।

চতুর্থ: বাতাস কখনো কল্যাণের জন্য আদিষ্ট হয়, আবার কখনো অকল্যাণের জন্য আদিষ্ট হয়।

তাঁর বক্তব্য: "বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ সম্পর্কিত অধ্যায়।"

"উবাই ইবনে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। সুতরাং যখন তোমরা এমন কিছু দেখ যা তোমরা অপছন্দ করো, তখন বলো: হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের অনিষ্ট, এর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।"

কারণ এটি—অর্থাৎ বাতাস—মহান আল্লাহর সৃষ্টি, অস্তিত্ব দান এবং আদেশের ফলেই প্রবাহিত হয়। যেহেতু তিনিই একে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং একে আদেশ করেন, তাই বাতাসকে গালি দেওয়া মানে এর কর্তাকেই গালি দেওয়া, আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা, যেমনটি ইতিপূর্বে কাল বা সময়কে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এটি তার সদৃশ। আর আল্লাহ, তাঁর দ্বীন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন সে সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ এমন কাজ করে না। তাই মহান আল্লাহ ঈমানদারদের সেই কথা বলা থেকে নিষেধ করেছেন যা অজ্ঞ ও রুঢ় স্বভাবের লোকেরা বলে থাকে। আর বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় যা বলা আবশ্যিক সেদিকে তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা এমন কিছু দেখ যা তোমরা অপছন্দ করো, তখন বলো: হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি।" অর্থাৎ যখন বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তোমরা তার মধ্যে এমন কিছু দেখ যা তোমরা অপছন্দ করো, তবে তোমরা তাওহীদের সাথে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যাও এবং বলো: "হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ

প্রার্থনা করছি। আর আমরা আপনার কাছে এই বাতাসের অনিষ্ট, এর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং এটি যা নিয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর দাসত্ব এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, এর মাধ্যমে অনিষ্টতা দূর করা এবং তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত লাভের পথে অগ্রসর হওয়া। এটাই হলো তাওহীদপন্থী ও ঈমানদার ব্যক্তিদের অবস্থা; পক্ষান্তরে ফাসেক ও অবাধ্যদের অবস্থা এর বিপরীত, যারা তাওহীদের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা মূলত ঈমানের প্রকৃত হাকীকত।

১ সহীহ: তিরমিযী: কিতাবুল ফিতান (২২৫২): বাতাসকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমদ (৫/১২৩)। আলবানী তাঁর 'সহীহুল জামি' (৭১৯২) গ্রন্থে এর সমর্থক বর্ণনা ও সূত্রের কারণে একে সহীহ বলেছেন।

২ তিরমিযী: ফিতান (২২৫২), আহমদ (৫/১২৩)।

(ص: 467)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: قول الله تعالى: {ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نَاصِئَةٌ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} 1.

قوله: "باب قول الله تعالى: {ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نَاصِئَةٌ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ} الآية".

وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: {ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ} . يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، ولهذا قال: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف {يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} ، كما قال تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا} 2.

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، وأن الإسلام

1 سورة آل عمران آية: 154.

2 سورة الفتح آية: 12.

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {অতঃপর তিনি তোমাদের ওপর দুঃখ-কষ্টের পর প্রশান্তি হিসেবে তন্দ্রা অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর অন্য দল যারা শুধু নিজেদের নিয়েই চিন্তিত ছিল, তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগের মতো অসত্য ধারণা করছিল। তারা বলছিল, 'এই বিষয় কি আমাদের কোনো অধিকার আছে?' বলুন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে।' তারা যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তা তাদের মনে লুকিয়ে রাখে। তারা বলে, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বলুন, 'তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তারা নিজেদের বধ্যভূমির দিকে বেরিয়ে আসত। আর এটি এ জন্য যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরের কালিমা দূর করবেন। আর অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।' ১।

লেখকের উক্তি: "পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: {তারা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা করছিল, যা ছিল জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগের ধারণার মতো। তারা বলছিল, এ বিষয়ে কি আমাদের কোনো অধিকার আছে?} আয়াতের শেষ পর্যন্ত।"

আর এই আয়াতটি মহান আল্লাহ উহুদ যুদ্ধের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করেছেন: {অতঃপর তিনি তোমাদের ওপর দুঃখ-কষ্টের পর প্রশান্তি হিসেবে তন্দ্রা অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল।} অর্থাৎ যারা ঈমানদার, অবিচল এবং সত্যিকারে তাওয়াঙ্কুলকারী ছিল; তারা এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাহায্য করবেন এবং তাঁর কাজ্জিত লক্ষ্য পূর্ণ করবেন। এজন্যই তিনি বলেছেন: {আর অন্য দল যারা শুধু নিজেদের নিয়েই চিন্তিত ছিল} অর্থাৎ অস্থিরতা, উদ্বেগ ও ভয়ের কারণে তাদের তন্দ্রা আচ্ছন্ন করছিল না, {তারা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা করছিল যা জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগের ধারণার মতো।} যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: {বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল এবং মুমিনগণ কখনোই তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারবে না, আর এটি তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করা হয়েছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক ধ্বংসোন্মুখ জাতি।} ২। একইভাবে এরাও বিশ্বাস করেছিল যে, যখন মুশরিকরা সেই মুহূর্তে বিজয়ী হয়েছিল, তখন তারা ভেবেছিল এটিই চূড়ান্ত ফয়সালা এবং ইসলাম

১ সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৪।

২ সূরা আল ফাতহ, আয়াত: ১২।

(ص: 468)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة.

عن ابن جريج قال: " قيل لعبد الله بن أبي: قُتل بنو الخزرج اليوم. قال: وهل لنا من الأمور من شيء؟ ".

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد:1: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضحل وأنه يسلبه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له

وقوله: {الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} 2.

قال ابن القيم في الآية الأولى: " فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحده ووعد الصديق. فمن ظن أنه يُدِيلُ الباطل على الحق إدالة مستقرة يضحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة،

فيه. ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: " {وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 3. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية- وهو المنسوب إلى أهل الجهل- وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق بأسبائه الحسنی وصفاته العليا، وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحده

وتفردة بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون.

فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده، ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يُدِيل الشرك على التوحيد، والباطل على الحق إدالة مستقرة، يضلحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكباله وصفاته ونعوته؛ فإن حدة وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يُذل حزبه وجنده، وأن تكون

1 زاد المعاد (ج 2 ص 103-106) وقد بسط القول في ذلك أيضا في إغاثة اللهفان.

2 سورة الفتح آية: 6.

3 سورة الفتح آية: 6.

তিনি এবং তাঁর পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছেন, আর এটাই হলো সংশয়বাদী ও সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিদের অবস্থা; যখন কোনো ভয়াবহ বিষয় ঘটে, তখন তাদের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিষয়গুলো সৃষ্টি হয়।

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে বলা হলো: আজ খায়রাজ গোত্রের লোকেরা নিহত হয়েছে। সে বলল: আমাদের কি এই বিষয়ে কোনো করণীয় ছিল?"

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম -রাহিমাহুল্লাহ তাআলা- উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলি যা অন্তর্ভুক্ত করে সে সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন ১: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শানে সমীচীন নয় এমন এই ধারণার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন না, এবং তাঁর মিশন বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তিনি তাঁকে হত্যার জন্য সোপর্দ করবেন। আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাদের এই ধারণা দ্বারা যে, তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর ফয়সালা ও তকদির অনুযায়ী হয়নি এবং এতে তাঁর কোনো হিকমত বা প্রজ্ঞা নেই।

এবং তাঁর বাণী: {যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ পরিণাম} ২।

ইবনুল কাইয়িম প্রথম আয়াতের ক্ষেত্রে বলেন: "এই ধারণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন না, এবং তাঁর মিশন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাঁর ওপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর তকদির ও হিকমত অনুযায়ী হয়নি; ফলে একে হিকমত অস্বীকার করা, তকদির অস্বীকার করা এবং রাসূলের মিশন পূর্ণ হওয়া ও আল্লাহ তাঁকে সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার বিষয়টিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এটাই হলো সেই মন্দ ধারণা যা মুনাফিক ও মুশরিকরা সূরা আল-ফাতহ-এ পোষণ করেছিল। আর এটি কেবল এজন্যই মন্দ ধারণা ছিল কারণ এটি ছিল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা যা তাঁর শানে, তাঁর হিকমত, তাঁর প্রশংসা এবং তাঁর সত্য ওয়াদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তিনি বাতিলের জন্য হকের ওপর এমন এক স্থায়ী বিজয় দান করবেন যার ফলে হক বিলুপ্ত হয়ে যাবে, অথবা যে ব্যক্তি যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহর ফয়সালা ও তকদিরে হয়েছে বলে অস্বীকার করে, অথবা অস্বীকার করে যে তাঁর তকদিরে এমন কোনো সুগভীর হিকমত রয়েছে যার জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য, বরং দাবি করে যে তা কেবল নিছক ইচ্ছামাত্র,

এতে। সুতরাং একে হিকমত অস্বীকার করা, তকদির অস্বীকার করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশন পূর্ণ হওয়া ও তাঁকে সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার বিষয়টিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এটাই হলো সেই মন্দ ধারণা যা মুনাফিক ও মুশরিকরা সূরা আল-ফাতহ-এ পোষণ করেছিল যেখানে তিনি বলেন: " {এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ পরিণাম, আর আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস} ৩। আর এটিই ছিল মন্দ ধারণা ও জাহেলি ধারণা—যা মূর্থদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত—এবং সত্য-বহির্ভূত ধারণা; কারণ এটি ছিল তাঁর সুন্দর নামসমূহ, সুউচ্চ গুণাবলি এবং সমস্ত দোষ ও মন্দ থেকে মুক্ত তাঁর পবিত্র সত্তার শানে অসমীচীন ধারণা। আর এটি তাঁর হিকমত, প্রশংসা এবং রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতে তাঁর এককত্বের পরিপন্থী, এবং তাঁর সেই সত্য ওয়াদার বিপরীত যা তিনি ভঙ্গ করেন না, এবং তাঁর সেই বাণীরও বিপরীত যা তিনি তাঁর রাসূলদের ব্যাপারে আগে থেকেই নির্ধারণ করেছেন যে, তিনি তাঁদের সাহায্য

করবেন এবং তাঁদের অপদস্থ করবেন না, আর তাঁর বাহিনীর জন্য যে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি তাঁর রাসূলদের সাহায্য করবেন না, তাঁর মিশন পূর্ণ করবেন না, এবং তাঁদেরকে সমর্থন দেবেন না, আর তিনি তাঁর দলকে সাহায্য করবেন না, তাঁদের উন্নত করবেন না এবং তাঁদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী ও জয়যুক্ত করবেন না, এবং তিনি তাঁর দ্বীন ও কিতাবকে সাহায্য করবেন না, আর তিনি তাওহীদের ওপর শিরককে এবং হকের ওপর বাতিলকে এমন স্থায়ী বিজয় দান করবেন যার ফলে তাওহীদ ও হক এমনভাবে বিলুপ্ত হবে যে তা আর কখনোই দাঁড়াতে পারবে না—সে আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল। সে আল্লাহকে তাঁর মহিমা, পূর্ণতা, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী বিষয়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করল; কেননা তাঁর প্রশংসা, তাঁর মর্যাদা, তাঁর হিকমত এবং তাঁর উলুহিয়াত তা হতে অস্বীকার করে, এবং তাঁর দল ও বাহিনীকে অপদস্থ করতে এবং বিজয় হতে অস্বীকার করে...

১ যাদুল মাআদ (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৬)। ইগাসাতুল লাহফান গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২ সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৬।

৩ সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৬।

(ص: 469)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحده، فليعتن
اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو

فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون
كذا وكذا، فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم؟
فإن تنج منها تنج من ذي عظمة... وإلا فأني لا إخالك ناجياً

النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به
ذلك فبما عرفه ولا عرف أسبائه ولا عرف صفاته وكبأله. وكذلك من أنكر أن يكون
ذلك بقضائه وقدره، فبما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر
أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محبودة يستحق الحمد
عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته، وغاية مطلوبه هي أحب
إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها، لا يخرج تقديرها
عن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فبما قدرها سدى ولا شاءها
عبثاً ولا خلقها باطلاً. {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} 1.
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله
بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسبائه وصفاته، وعرف موجب
حكمته وحده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن
جوّز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسانهم وإخلاصهم، ويسوي بينهم وبين أعدائه
فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا
يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملًا كالأنعام، فقد ظن به ظن
السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى
المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقهم حقيقة ما اختلفوا فيه،
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن
به ظن السوء.

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره،
ويبطله عليه فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية آل عمران.

الثانية: تفسير آية الفتح.

بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة
له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد
أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، ويجريها على
أيديهم ليضلوا بها عبادة، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في
طاعته فيخلده في الجحيم

1 سورة ص آية: 27.

এটিই হলো কাফিরদের ধারণা; সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের ধ্বংস বা দুর্ভোগ।
আর অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে—তাদের নিজেদের বিষয়ে
এবং আল্লাহ অন্যদের সাথে যা করেন সে বিষয়ে। এ থেকে কেবল তারাই মুক্তি পায় যারা
আল্লাহকে, তাঁর নামসমূহকে, তাঁর গুণাবলিকে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রশংসার আবশ্যিকতাকে
চিনেছে। অতএব, নিজের কল্যাণকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং
আল্লাহর কাছে তওবা করা ও তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে মন্দ ধারণা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা
করা। আপনি যদি যে কাউকে অনুসন্ধান করেন, তবে দেখতে পাবেন যে তার মধ্যে তাকদিরের
ওপর হঠকারিতা ও আপত্তি এবং তার প্রতি তিরস্কার রয়েছে, আর এই ধারণা যে, বিষয়টি এমন
এমন হওয়া উচিত ছিল। কেউ এতে অল্প লিপ্ত, আবার কেউ অধিক। সুতরাং নিজের আত্মাকে
অনুসন্ধান করুন, আপনি কি এ থেকে মুক্ত?
যদি আপনি এ থেকে রক্ষা পান, তবে একটি মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেলেন ... অন্যথায় আমি
আপনাকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে মনে করি না।

তাঁর সাথে শিরককারী ও অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপনকারী শত্রুদের জন্য স্থায়ী সাহায্য ও চিরস্থায়ী বিজয় [আল্লাহ দান করবেন]। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে, সে তাঁকে চিনতে পারেনি, তাঁর নামসমূহকে চিনতে পারেনি এবং তাঁর গুণাবলি ও তাঁর পূর্ণতাকেও চিনতে পারেনি। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি অস্বীকার করে যে তা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদির অনুযায়ী হয়, সে তাঁকে চিনতে পারেনি এবং তাঁর রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব), রাজত্ব ও মহত্ত্বকেও চিনতে পারেনি। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি অস্বীকার করে যে, আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তা এক সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞা এবং প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের কারণে—যার জন্য তিনি প্রশংসার হকদার—বরং মনে করে যে তা কেবল প্রজ্ঞাহীন এক ইচ্ছা থেকে নিঃসৃত হয়েছে; অথচ সেই কাজ্জিত উদ্দেশ্যটি তা না হওয়ার চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আর সেই অপ্রিয় মাধ্যমগুলো যা তাকে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোর তাকদির বা নির্ধারণ প্রজ্ঞার বাইরে নয়; কারণ সেগুলো এমন কিছুর দিকে ধাবিত করে যা তিনি পছন্দ করেন, যদিও সেই মাধ্যমগুলো তাঁর কাছে অপছন্দনীয় হতে পারে। অতএব তিনি এগুলোকে অনর্থক নির্ধারণ করেননি, বৃথা ইচ্ছা করেননি এবং অনর্থক সৃষ্টি করেননি। "এটিই তাদের ধারণা যারা কুফরি করেছে; অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের ধ্বংস বা দুর্ভোগ।" ১।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ও মন্দ ধারণা পোষণ করে—তাদের নিজেদের বিষয়ে এবং আল্লাহ অন্যদের সাথে যা করেন সে বিষয়ে। এ থেকে কেবল তারাই মুক্তি পায় যারা আল্লাহকে চিনেছে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলিকে চিনেছে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রশংসার আবশ্যিকতাকে চিনেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হলো এবং তাঁর করুণা থেকে আশাহত হলো, সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করল। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের (আওলিয়া) তাদের ইহসান ও ইখলাস সত্ত্বেও শাস্তি দিতে পারেন এবং তাদেরকে ও তাঁর শত্রুদেরকে সমান করে দেবেন, সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করল। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতকে অনর্থক ছেড়ে দেবেন, তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ থেকে মুক্ত রাখবেন, তাদের কাছে তাঁর রাসুলদের পাঠাবেন না এবং তাদের ওপর তাঁর কিতাবসমূহ নাজিল করবেন না, বরং তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেবেন, সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করল। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মৃত্যুর পর সওয়াব ও আজাবের জন্য এমন এক আবাসে একত্রিত করবেন না যেখানে নেককারকে তার নেক কাজের বদলা এবং বদকারকে তার বদ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে, আর তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য সেই বিষয়ের হাকিকত স্পষ্ট করবেন না যা নিয়ে তারা মতভেদ করত এবং বিশ্বাসীর

কাছে তাঁর সত্যতা ও তাঁর রাসুলদের সত্যতা এবং তাঁর শত্রুরা যে মিথ্যাবাদী ছিল তা প্রকাশ করবেন না, তবে সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করল।

আর যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তার সেই নেক আমল নষ্ট করে দেবেন যা সে কেবল তাঁর সম্ভূতির জন্য তাঁর আদেশ পালনার্থে করেছে এবং তা বাতিল করে দেবেন, তবে সে মন্দ ধারণা পোষণ করল। এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: আল-ইমরান সূরার আয়াতের তাফসির।

দ্বিতীয়: আল-ফাতহ সূরার আয়াতের তাফসির।

বান্দার পক্ষ থেকে কোনো কারণ ছাড়াই, এবং এই যে আল্লাহ তাকে এমন বিষয়ের জন্য শাস্তি দেবেন যাতে তার কোনো হাত নেই, কোনো ইখতিয়ার (পছন্দ) নেই, কোনো ক্ষমতা নেই এবং তা অর্জনে কোনো ইচ্ছাও নেই; বরং আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন স্বয়ং আল্লাহর নিজের কৃত কর্মের জন্য যা তিনি তার সাথে করেছেন; অথবা তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, এটা তাঁর জন্য সম্ভব যে তিনি তাঁর ওপর মিথ্যারোপকারী শত্রুদেরকে সেই মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে সাহায্য করবেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর নবী ও রাসুলদের সাহায্য করেন, এবং তা শত্রুদের হাতে প্রকাশ করবেন যাতে তারা তাঁর বান্দাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সবকিছুই উত্তম হওয়া সম্ভব—এমনকি যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করেছে তাকে শাস্তি দেওয়া এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী করাও।

১. সূরা সদ, আয়াত: ২৭।

(ص: 470) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

في أسفل سافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعبادة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهرة باطل وتشبيهه

وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً بعيدة، وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه، وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي¹ أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسبائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل؛ بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال: إنه قادر ولم يبين، وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء.

1 يقال: كلمة محجية: مخالفة المعنى للفظ. وهي إما من معنى الناحية، وتقديرها أنها جاءت من غير حجاها، أو من معنى الفطنة وهي الأحجية والأحجوة. قال صاحب المثل السائر: وأما اللغز والأحجية فإنهما شيء واحد، وهو كل معنى يستخرج بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازاً. ولا يفهم منه غرضه. انتهى من هامش الأصل نقلاً عن سر الليال.

আসফালা সাফিলীনে (নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করবেন), এবং তাকে নেয়ামত দান করবেন যে ব্যক্তি তাঁর শত্রুতা এবং তাঁর রাসূলগণের ও তাঁর দ্বীনের শত্রুতা করে জীবন অতিবাহিত করেছে, অতঃপর তাকে সর্বোচ্চ ইল্লিয়ীনে উন্নীত করবেন। আল্লাহর নিকট সৌন্দর্যের বিচারে উভয় বিষয়টিই সমান, এবং সত্য সংবাদ ব্যতিরেকে এ দুটির একটির অসম্ভাব্যতা ও অপরটির সংঘটন সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। অন্যথায়, বিবেক বা বুদ্ধি এ দুটির একটির মন্দ হওয়া এবং অন্যটির সুন্দর হওয়ার ফয়সালা দিতে পারে না—তবে সে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা

পোষণ করল। আর যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাবলি সম্পর্কে এমন সংবাদ দিয়েছেন যার বাহ্যিক দিকটি বাতিল, সাদৃশ্য প্রদান ও উপমা প্রদানের নামান্তর, এবং তিনি সত্যকে বর্জন করেছেন ও তা প্রকাশ করেননি, বরং তার প্রতি কেবল দূরবর্তী ইঙ্গিত ও রহস্যময় ইশারা করেছেন এবং তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি, অথচ সর্বদা সাদৃশ্য, উপমা ও বাতিলের কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন; আর তিনি তাঁর সৃষ্টির নিকট থেকে এটাই চেয়েছেন যে তারা যেন তাঁর কালামকে তার নির্ধারিত স্থান থেকে বিচ্যুত করতে এবং এর অপব্যখ্যা করতে নিজেদের মেধা, শক্তি ও চিন্তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে, এবং তারা যেন এর জন্য এমন সব কষ্টকল্পিত সম্ভাবনা ও ব্যাখ্যার সন্ধান করে যা স্পষ্ট বর্ণনা ও প্রকাশের তুলনায় ধাঁধা ও রহস্যের সঙ্গেই অধিক সদৃশ; আর তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলি জানার ক্ষেত্রে তাদেরকে তাঁর কিতাবের পরিবর্তে তাদের নিজেদের বিবেক ও মতামতের ওপর সোপর্দ করেছেন, বরং তিনি তাদের নিকট থেকে এটাই চেয়েছেন যে তারা যেন তাঁর কালামকে তাদের নিজেদের ভাষা ও সম্বোধনের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ না করে, অথচ তিনি তাদের সামনে সেই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম ছিলেন যা ব্যক্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাদেরকে এমন সব শব্দ থেকে রেহাই দিতে পারতেন যা তাদের বাতিল বিশ্বাসে নিপতিত করে, কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং তিনি তাদেরকে হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত পথে পরিচালিত করেছেন—তবে সে আল্লাহর ব্যাপারে চরম মন্দ ধারণা পোষণ করল। কেননা সে যদি বলে: আল্লাহ স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন না যেমনটি সে এবং তার পূর্বসূরীরা ব্যক্ত করেছে, তবে সে তাঁর ক্ষমতার ব্যাপারে অক্ষমতার ধারণা পোষণ করল। আর যদি সে বলে: তিনি সক্ষম ছিলেন কিন্তু তা বর্ণনা করেননি, বরং সুস্পষ্ট বর্ণনা ও সত্য ব্যক্ত করা থেকে বিমুখ হয়ে এমন পথ অবলম্বন করেছেন যা বিভ্রান্তি তৈরি করে, বরং অসম্ভব বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত করে, তবে সে আল্লাহর প্রজ্ঞা ও করুণার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

১ বলা হয়: রহস্যময় বাক্য: যার অর্থ শব্দের বিপরীত। এটি হয় দিক বা প্রান্তের অর্থ থেকে উদ্ভূত, যার সারকথা হলো এটি তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিপরীত থেকে এসেছে, অথবা এটি বিচক্ষণতা বা মেধা থেকে উদ্ভূত যা ধাঁধা বা হেঁয়ালি বোঝায়। ‘আল-মাসালুস সাইর’ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন: ধাঁধা ও রহস্য মূলত একই বিষয়; আর তা হলো এমন প্রতিটি অর্থ যা অনুমান ও আন্দাজের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়, শব্দের প্রকৃত বা রূপক অর্থগত কোনো নির্দেশনার

মাধ্যমে নয়। এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা অনুধাবন করা যায় না। মূল গ্রন্থের ঢাকা থেকে সমাপ্ত, ‘সিররুল লায়ালি’ এর বরাতে।

(ص: 471)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاد وتكوينه، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل، ولا يوصف حينئذ بالقدره على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء.

ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات، ولا عدد السماوات ولا النجوم، ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سميع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة، ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، ولا قال، ولا يقول، ولا له أمر ولا نهى يقوم به، فقد ظن به ظن السوء.

আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে এবং তার পূর্বসূরীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, এবং হিদায়াত ও সত্য তাদের কথা ও বাচনেই নিহিত, আর আল্লাহর কালামের প্রকাশ্য অর্থ থেকে কেবল সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য, উপমা ও ভ্রষ্টতাই গ্রহণ করা যায়, এবং এই লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তদের কথার প্রকাশ্য রূপই হলো হিদায়াত ও সত্য—তবে এটি

আল্লাহর প্রতি নিকৃষ্টতম ধারণা। এদের সকলেই আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা আল্লাহর প্রতি জাহিলিয়াত যুগের ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণকারী। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁর রাজত্বে এমন কিছু ঘটে যা তিনি চান না অথবা তিনি তা সৃষ্টি ও অস্তিত্বে আনতে সক্ষম নন, তবে সে আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করল। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তিনি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত কোনো কাজ করা থেকে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং সে সময় তাঁকে কাজ করার ক্ষমতায় গুণান্বিত করা যেত না, অতঃপর সক্ষম না থাকা অবস্থায় পরে সক্ষম হয়েছেন—তবে সে তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তিনি শোনে না, দেখে না এবং বিদ্যমান বস্তুসমূহ সম্পর্কে জানে না, আসমানসমূহের সংখ্যা বা নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে অবগত নন, এবং আদম সন্তান ও তাদের নড়াচড়া ও কাজকর্ম সম্পর্কে জানে না, আর বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন কোনো কিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত নন—তবে সে তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করল। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁর কোনো শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান ও ইচ্ছা নেই, এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কালাম (কথা) নেই, আর তিনি তাঁর সৃষ্টির কারো সাথে কথা বলেন না এবং কখনোই কথা বলেননি, তিনি কিছু বলেননি এবং বলেন না, আর তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো আদেশ বা নিষেধ নেই—তবে সে তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করল।

(ص: 472) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومن ظن به أنه ليس فوق سبأواته على عرشه بأئن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين؛ وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال: سبحان ربي الأسفل كان كمن قال: سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به سوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى، ولا يغضب ولا يسخط، ولا يوالي ولا يعادي، ولا يقرب من أحد من خلقه، ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن سوء.
ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين، أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العبر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الأبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن سوء.
ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعبادة أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، ويتوصلون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم، فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته، كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته، وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن سوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن سوء.
ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم، ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن سوء.

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرغبة، وتضرع إليه وسأله واستعان به،
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما
هو أهله.

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه، وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به
خلاف ما تقتضيه حكمته وحده، وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله.

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি তাঁর আসমানসমূহের উপরে তাঁর
আরশের ওপর তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক হয়ে নেই; এবং তাঁর সত্তার সাথে আরশের সম্পর্ক
ঠিক তেমনই যেমন অতি নিম্নতম স্তরের সাথে তাঁর সম্পর্ক, কিংবা এমন সব স্থানের সাথে যার
উল্লেখ করতে মানুষ অনীহা বোধ করে; আর তিনি নিচেও ঠিক তেমনই যেমন তিনি উপরে;
এবং যে ব্যক্তি বলে: ‘আমার অতি নিম্নতম রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’ সে যেন ঐ ব্যক্তির
ন্যায় হলো যে বলল: ‘আমার অতি উচ্চতম রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’, তবে সে তাঁর
সম্পর্কে অতি জঘন্য ও নিকৃষ্টতম ধারণা পোষণ করল।

তৃতীয়: এই সংবাদ প্রদান করা যে, তা এমন বহু প্রকারের যা গণনা করে শেষ করা যায় না।
চতুর্থ: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ব্যতীত কেউ এ
থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তিনি কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ভালোবাসেন, এবং তিনি
বিপর্যয়কে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসেন যেভাবে তিনি ঈমান, নেক আমল, আনুগত্য ও
সংশোধনকে ভালোবাসেন, তবে সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল। আর যে ব্যক্তি
তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা করে যে, তিনি ভালোবাসেন না এবং সন্তুষ্ট হন না, রাগান্বিত হন না
এবং অসন্তুষ্ট হন না, বন্ধুত্ব করেন না এবং শত্রুতা পোষণ করেন না, তাঁর সৃষ্টির কারও
নিকটবর্তী হন না এবং তাঁর নিকটবর্তীও কেউ হতে পারে না, আর তাঁর সত্তার সান্নিধ্য লাভের
ক্ষেত্রে শয়তানদের সত্তা এবং তাঁর নিকটতম ফেরেশতা ও সফলকাম বন্ধুদের সত্তা সমান, তবে
সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি দুটি বিপরীত বিষয়ের মধ্যে সমতা বিধান
করেন, অথবা সব দিক থেকে সমান দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন, কিংবা দীর্ঘ জীবনের
একনিষ্ঠ ও সঠিক ইবাদতসমূহকে পরবর্তী একটি মাত্র কবীরা গুনাহর কারণে ধ্বংস করে

দেন—যার ফলে সেই আমলকারীকে ঐ কবীরা গুনাহর কারণে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে দণ্ড করবেন এবং তার সমস্ত আমল বাতিল করে দেবেন আর তাকে আজাবে চিরস্থায়ী করবেন ঠিক সেভাবেই যেভাবে ঐ ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী করবেন যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি এবং নিজের সারা জীবন তাঁর অসন্তুষ্টি এবং তাঁর রাসূলগণ ও তাঁর দ্বীনের শত্রুতায় ব্যয় করেছে—তবে সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, তাঁর কোনো সন্তান বা অংশীদার আছে, অথবা তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারে, কিংবা তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে এমন কোনো মাধ্যম আছে যারা তাদের হাজতসমূহ তাঁর কাছে পেশ করে, আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর পরিবর্তে এমন সব অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন যাদের মাধ্যমে তারা তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করবে এবং যাদেরকে তাঁর কাছে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করবে, আর তাদেরকে তাঁর ও নিজেদের মাঝে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে আহ্বান করবে, তাদের ভয় করবে ও তাদের কাছে আশা পোষণ করবে, তবে সে তাঁর সম্পর্কে অতি জঘন্য ও নিকৃষ্টতম ধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, তাঁর অবাধ্যতা ও তাঁর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমেও তা অর্জন করা সম্ভব যা তাঁর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবে সে তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর চাহিদার পরিপন্থী ধারণা করল, যা মূলত মন্দ ধারণা। আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, কেউ যদি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করে তবে তিনি তাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দেবেন না, অথবা কেউ যদি তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে তিনি তাকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করবেন না, তবে সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি তাঁর বান্দার ওপর কোনো অপরাধ ছাড়াই রাগান্বিত হন, তাকে শাস্তি দেন এবং বঞ্চিত করেন, যেখানে বান্দার পক্ষ থেকে কোনো কারণ নেই বরং কেবল তাঁর নিছক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই একমাত্র কারণ, তবে সে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

আর যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে ধারণা করে যে, যদি সে আশা ও ভয়ের সাথে তাঁর কাছে সত্যনিষ্ঠ হয়, তাঁর নিকট বিনয় প্রকাশ করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর সাহায্য চায় এবং তাঁর ওপর ভরসা করে, তবুও তিনি তাকে ব্যর্থ করবেন এবং সে যা চেয়েছে তা তাকে দেবেন না, তবে সে

তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল এবং তিনি যে মর্যাদার অধিকারী তার পরিপন্থী ধারণা করল।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে তাঁর অবাধ্য হলে তিনি তাকে সেভাবেই পুরস্কৃত করবেন যেভাবে আনুগত্য করলে করতেন এবং সে তার দোয়ায় তাঁর নিকট তাই প্রার্থনা করে, তবে সে তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রশংসার চাহিদার বিপরীত ধারণা করল, যা তাঁর শানের খেলাফ এবং যা তিনি করেন না।

(ص: 473) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه، ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن سوء.

فأكثر الخلق بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق وظن سوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسي تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها، رأى ذلك فيها كامنا كيون النار في الزناد، فأقبح زناد من شئت ينبئك شرارة عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا "وتعتبا" على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟

فإن تنج منها تنج من ذي عزيمة... وإلا فأني لا إخالك ناجيا

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن سوء، وليظن سوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر،

المركبة على الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين الغني الحبيد، الذي له الغنى التام، والحمد التام، والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماءه كلها حسنى.

فلا تظنن بربك ظن سوء ... فإن الله أولى بالجميل

ولا تظنن بنفسك قط خيرا ... فكيف بظالم جان جهول

وقل: يأنفس مأوى كل سوء ... أترجو الخير من ميت بخيل

وظن بنفسك السوأى ... تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل

وما بك من تقى فيها وخير ... فتلك مواهب الرب الجليل

وليس لها ولا منها ولكن ... ن الرحمن فأشكر للدليل اهـ.

قوله: {الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} 1. قال ابن جرير في تفسيره: {وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} الظانين بالله أنه لن

ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يُظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة

الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول -

تعالى ذكره-: على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن

دائرة السوء. يعني دائرة العذاب تدور عليهم به.

واختلف القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراء الكوفة {دَائِرَةُ السَّوْءِ} بفتح

السين. وقرأ بعض قراء البصرة "دائرة السوء" بالضم. وكان الفراء يقول: الفتح

أفشى في السين. وقلّ ما تقول العرب "دائرة السوء" بضم السين.

وقوله: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ} 1 يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم. يقول:

وأبعدهم فأقصاهم من رحمته {وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ} 1 يقول: وأعد لهم جهنم

يصلونها يوم القيامة {وَسَاءَتْ مَصِيرًا} يقول: وساءت جهنم منزلاً يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات.

وقال العباد ابن كثير -رحمه الله تعالى-: {وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} 1 أي يتهمون الله في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال تعالى: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} . وذكر في معنى الآية الأخرى نحو ما ذكره ابن جرير -رحمهما الله تعالى-.

قوله: " قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- " الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجة في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره.

1 سورة الفتح آية: 6.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে যে, যখন সে তাঁকে রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে, অতঃপর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাঁকে ছেড়ে কোনো ফেরেশতা অথবা কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের নিকট দুআ করবে—এই আশায় যে তারা তাকে তার রবের নিকট উপকৃত করবে এবং তাঁর আজাব থেকে তাকে মুক্তি দেবে, তবে সে আল্লাহর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করল।

বস্তুত অধিকাংশ সৃষ্টি বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেছেন সে ছাড়া তারা সকলেই আল্লাহর সম্পর্কে সত্যের পরিপন্থী ও মন্দ ধারণা পোষণ করে। কেননা অধিকাংশ আদম সন্তানই বিশ্বাস করে যে, তার প্রাপ্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং তার ভাগ্য অপূর্ণ রাখা হয়েছে; আর আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন এবং তাকে যা দান করেছেন, সে তার চেয়েও বেশি কিছুই যোগ্য ছিল। তার অবস্থার ভাষা বলে: 'আমার রব আমার প্রতি জুলুম করেছেন এবং আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন।' তার নফস এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, যদিও সে তার জিহ্বা দ্বারা তা অস্বীকার করে এবং স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। আর যে ব্যক্তি নিজের নফস অনুসন্ধান করবে এবং তার অন্তরের গভীর রহস্যগুলো জানবে, সে একে

সেখানে সুপ্ত অবস্থায় দেখতে পাবে যেমনটি চকমকি পাথরের মাঝে আগুন সুপ্ত থাকে। সুতরাং আপনি যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা করে দেখুন, তার স্ফুলিঙ্গ আপনাকে বলে দেবে তার চকমকিতে কী লুকায়িত রয়েছে। যদি আপনি যাকে খুশি তাকেই অনুসন্ধান করেন তবে তার মাঝে তাকদীরের বিরুদ্ধে হঠকারিতা ও অনুযোগ দেখতে পাবেন এবং তাকদীরের ওপর তার তিরস্কার লক্ষ্য করবেন; সে যা ঘটে গেছে তার বিপরীত কিছু প্রস্তাব করে এবং ভাবে যে এমনটি না হয়ে তেমন হওয়া উচিত ছিল। কেউ এটা অল্প করে আবার কেউ বেশি করে; সুতরাং আপনি আপনার নিজের নফসকে অনুসন্ধান করুন, আপনি কি তা থেকে মুক্ত?

যদি তুমি এ থেকে মুক্তি পাও তবে এক মহা বিপদ হতে মুক্তি পেলো ... অন্যথায় আমি তোমাকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে মনে করি না

সুতরাং নিজের কল্যাণকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণের কারণে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। তার উচিত বরং নিজের নফস সম্পর্কেই মন্দ ধারণা পোষণ করা, যা প্রতিটি মন্দের মূল এবং সকল অনিশ্চয়ের উৎস, যা অজ্ঞতা ও অন্যায়ে ওপর গঠিত। উত্তম ফয়সালাকারী, পরম ন্যায়বিচারক, পরম দয়ালু, অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত আল্লাহর তুলনায় নফসই মন্দ ধারণার অধিক যোগ্য। সেই আল্লাহ যিনি নিরঙ্কুশ অভাবমুক্ত, পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী এবং নিখুঁত হিকমতের অধিকারী; যিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলি, কর্মসমূহ এবং নামসমূহের দিক থেকে সকল মন্দ হতে পবিত্র। তাঁর সত্তার জন্য প্রতিটি দিক থেকে নিরঙ্কুশ পূর্ণতা রয়েছে, তাঁর সিফাত বা গুণাবলিও তদ্রূপ, এবং তাঁর সকল কাজই হিকমত, কল্যাণ, রহমত ও ন্যায়বিচারে ভরপুর, আর তাঁর সকল নামই সুন্দরতম।

আপনার রব সম্পর্কে কখনো মন্দ ধারণা করবেন না ... কেননা আল্লাহ তো সর্বোত্তম আচরণের অধিক যোগ্য

আপনার নিজের নফস সম্পর্কে কখনো সুধারণা পোষণ করবেন না ... কেননা তা তো এক অজ্ঞ ও অপরাধী জালেম

বলুন: হে নফস, তুই সকল মন্দের আবাস ... তুই কি কোনো কৃপণ মৃতের নিকট কল্যাণ আশা করিস?

নিজের নফস সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখুন ... আপনি একে এমনই পাবেন এবং এর থেকে কল্যাণ পাওয়া অসম্ভব সমতুল্য

আপনার মাঝে যে তাকওয়া এবং কল্যাণ রয়েছে ... তা তো মহান রবেরই দান

তা নফসের নিজস্ব নয় এবং তা থেকে উদ্ধৃতও নয়, বরং ... তা দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই পথপ্রদর্শকের শুকরিয়া আদায় করুন।

তাঁর বাণী: {যারা আল্লাহর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণকারী}। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে বলেন: {এবং তিনি মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষদের শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে}। তারা আল্লাহর সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে যে, তিনি আপনাকে এবং আপনার সাথে থাকা ঈমানদারদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না, এবং তিনি তাঁর কালেমাকে বিজয়ী করবেন না যাতে তা অস্বীকারকারীদের বাণীর ওপর উচ্চতর হয়। আর এটিই ছিল তাদের সেই মন্দ ধারণা যা আল্লাহ এই স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: সেই সকল মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষদের ওপর যারা এই রূপ ধারণা পোষণ করেছে, তাদের ওপরই মন্দের আবর্তন আপতিত হবে। অর্থাৎ আজাবের আবর্তন তাদের ওপরই আপতিত হবে।

আর ক্বারীগণ এর কিরাআতের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন: কুফার অধিকাংশ ক্বারী 'সীন' অক্ষরে ফাতহা দিয়ে 'দাইরাতুস সাও' পড়েছেন। আর বসরার কিছু ক্বারী 'সীন' অক্ষরে জম্ম দিয়ে 'দাইরাতুস সু' পড়েছেন। আর ফাররা বলতেন: ফাতহা দিয়ে পড়াটিই সীন অক্ষরে অধিক প্রচলিত। আর আরবরা 'সীন' অক্ষরে জম্ম দিয়ে 'দাইরাতুস সু' খুব কমই বলে থাকে।

আর তাঁর বাণী: {এবং আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন ও তাদের লানত করেছেন} অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে ক্রোধ দ্বারা তাদের পাকড়াও করেছেন এবং তাদের লানত করেছেন। তিনি বলছেন: তিনি তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন। {এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন} তিনি বলছেন: তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি রেখেছেন যেখানে তারা কিয়ামতের দিন প্রবেশ করবে। {আর তা কতই না মন্দ আবাস} তিনি বলছেন: জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ এক আবাসস্থল যেখানে এই সকল মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষরা ফিরে যাবে।

ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: {এবং তিনি মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষদের শাস্তি দেবেন যারা আল্লাহর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে} অর্থাৎ তারা আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাঁকে অভিযুক্ত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁরা সকলে নিহত হবেন এবং সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবেন; এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তাদের ওপরই মন্দের

আবর্তন আপতিত হবে}। আর তিনি এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তাই উল্লেখ করেছেন যা ইবনে জারীর (রহিমাল্লাহ) উল্লেখ করেছেন।

তাঁর উক্তি: "ইবনুল কাইয়িম (রহিমাল্লাহ) বলেছেন"—মূল পাঠে গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন, তা আমি তাঁর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

১. সূরা আল-ফাতহ আয়াত: ৬।

(ص: 474)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في منكري القدر "

وقال ابن عمر: " والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر ". ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره " 1. رواه مسلم.

قوله: "باب ما جاء في منكري القدر" أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك.

1 مسلم: الإيمان (8) ، والترمذي: الإيمان (2610) ، والنسائي: الإيمان وشرائعه (4990) ، وأبو داود: السنة (4695) ، وابن ماجه: المقدمة (63) ، وأحمد (27/1) ، (28/1) .

পরিচ্ছেদ: তকদীর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

ইবনে উমর বলেন: "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে ইবনে উমরের প্রাণ, যদি তাদের কারো নিকট ওলুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে, অতঃপর সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়, আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে তকদীরের ওপর ঈমান আনে।" এরপর তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক)-এর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন: "ঈমান হলো এই যে, আপনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদেরকে, পরকালকে এবং তকদীরের ভালো ও মন্দের ওপর ঈমান আনবেন।" ১. এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "তকদীর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে পরিচ্ছেদ" অর্থাৎ এতে বর্ণিত কঠোর হুঁশিয়ারি এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ।

১ মুসলিম: ঈমান (৮), তিরমিযী: ঈমান (২৬১০), নাসাই: ঈমান ও তার বিধানসমূহ (৪৯৯০), আবু দাউদ: সুন্নাহ (৪৬৯৫), ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (৬৩), আহমাদ (১/২৭, ১/২৮)।

(ص: 475)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

أخرج أبو داود عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم " 2 1 .
وعن عمر مولى غُفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة - وهو ابن اليمان - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال " 4 3 .

قوله: "وقول ابن عمر: والذي نفسي بيده" إلخ. حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: "كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فأنطلقت أنا وحيد بن عبد الرحمن الحميري حاجين، أو معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ فوق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم⁵ يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف،

1 حسن: أبو داود: كتاب السنة (4691: باب في القدر وحسنه الألباني في السنة لابن أبي عاصم (338، 339) لشواهده وطرقه الكثيرة فليراجع.

2 قال في عون المعبود (ج 4 ص 357) قال الخطابي: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصدين، وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله، والشر إلى غيره. اهـ. وقال المنذري: هذا منقطع. أبو حازم - سلمة بن دينار - لم يسمع من ابن عمر. وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر، ليس فيها شيء يثبت - اهـ.

3 حسن: أحمد (406 / 5 ، 407) وأبو داود: كتاب السنة (4692) : باب في القدر. وحسنه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (329) .

4 قال المنذري: عمر مولى غفرة - بضم الغين وسكون الفاء - لا يحتج بحديثه. ورجل من الأنصار مجهول، وقد روي من طرق أخرى عن حذيفة. ولا يثبت.

5 يقال: اقتفرت الأثر، أي تتبعته وقفوته. فمعنى يتقفرون العلم أي يتطلبونه.

আবু দাউদ আব্দুল আজিজ ইবনে আবি হাজিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "কাদারিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজক (মাজুস)। যদি তারা অসুস্থ হয়, তবে তোমরা তাদের দেখতে যেও না; আর যদি তারা মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।" ১২।

উমর মাওলা গুফরা থেকে, তিনি জনৈক আনসারী ব্যক্তি থেকে, তিনি হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক উম্মতেরই অগ্নিপূজক (মাজুস) থাকে, আর এই উম্মতের অগ্নিপূজক হলো তারা যারা বলে: তাকদীর বলতে কিছু নেই। তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তোমরা তার জানাযায় উপস্থিত হয়ো না এবং কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেও না। তারা হলো দাজ্জালের অনুসারী, আর আল্লাহর ওপর এটি অবধারিত যে তিনি তাদের দাজ্জালের সাথে মিলিত করবেন।" ৩৪।

তাঁর উক্তি: "এবং ইবনে উমরের উক্তি: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম" ইত্যাদি। ইবনে উমরের এই হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেছেন: "বসরায় তাকদীর সম্পর্কে প্রথম কথা বলেছিল মাবাদ আল-জুহানি। তখন আমি এবং হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হিমযারি হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা বললাম: যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর সাথে আমাদের দেখা হতো, তবে তাকদীর সম্পর্কে এরা যা বলে সে বিষয়ে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। এরপর আল্লাহ তাআলা মসজিদে প্রবেশের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে আমাদের সাক্ষাতের তাওফীক দিলেন। আমি এবং আমার সাথী তাঁকে দুই দিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমি ধারণা করেছিলাম যে আমার সাথী কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে। তাই আমি বললাম: হে আবু আব্দুর রহমান, নিশ্চয়ই আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা কুরআন পাঠ করে এবং সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে ৫ তারা দাবি করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং সবকিছুই আকস্মিকভাবে বা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই ঘটে।

১ হাসান: আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬৯১: তাকদীর অধ্যায়)। আলবানী একে 'সুন্নাহ লি-ইবনে আবি আসিম' (৩৩৮, ৩৩৯) গ্রন্থে এর অনেক শাহেদ ও সূত্রের কারণে হাসান বলেছেন, যা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

২ 'আউনুল মাবুদ' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৭) বলা হয়েছে, খাতাবি বলেছেন: তাদের মাযহাব বা মতবাদ দ্বিত্ববাদে বিশ্বাসী অগ্নিপূজকদের (মাজুস) মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণেই তাদের অগ্নিপূজক বলা হয়েছে। অগ্নিপূজকরা দুটি মূল সত্তায় বিশ্বাস করে: আলো ও অন্ধকার। তারা দাবি করে যে, কল্যাণ আলোর কাজ এবং অকল্যাণ অন্ধকারের কাজ। অনুরূপভাবে কাদারিয়া সম্প্রদায়ও কল্যাণকে আল্লাহর দিকে এবং অকল্যাণকে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে। আল-মুনযিরি বলেছেন: এই হাদীসের সূত্রটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি)। আবু হাজিম—সালামাহ ইবনে দীনার—ইবনে উমর থেকে সরাসরি শোনেননি। এই হাদীসটি ইবনে উমর থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনোটিই সাব্যস্ত নয়।

৩ হাসান: আহমাদ (৫/৪০৬, ৪০৭) এবং আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬৯২): তাকদীর অধ্যায়। আলবানী একে 'তাখরিজুস সুন্নাহ লি-ইবনে আবি আসিম' (৩২৯) গ্রন্থে হাসান বলেছেন।

৪ আল-মুনযিরি বলেছেন: উমর মাওলা গুফরা—গাইন বর্ণে পেশ এবং ফা বর্ণে সুকুন সহ—এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। আর আনসারী ব্যক্তিটি অজ্ঞাত (মাজহুল)। হাদীসটি হুজায়ফা থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সাব্যস্ত নয়।

৫ বলা হয়: 'ইকতাফারতু আল-আসার', অর্থাৎ আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। সুতরাং 'ইয়াতাক্বাফফারুনাল ইলম' অর্থ হলো তারা জ্ঞান অনুসন্ধান করে বা খুঁজে বেড়ায়।

(ص: 476)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ أَوْلَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، حَتَّى يَوْمَ الْقَدَرِ.

ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت ثلاثا. وفي رواية: مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " 1.

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبهه من قال الله فيهم: { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ } 3 الآية.

قوله: "وعن عبادة" قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه

1 مسلم: كتاب الإيمان (8) (1) : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وأبو داود: كتاب السنة (4695) : باب في القدر، والترمذي: كتاب الإيمان (2610) : باب ما

جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام، والنسائي: كتاب الإيمان (97 / 8) : باب نعت الإسلام وابن ماجة في المقدمة (63) : باب في الإيمان. 3 سورة البقرة آية: 85.

তিনি বললেন: যখন তুমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাদের জানিয়ে দাও যে আমি তাদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমার থেকে মুক্ত। সেই সত্তার শপথ যার নামে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর শপথ করেন, যদি তাদের কারো কাছে ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তা তার থেকে কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে।

অতঃপর তিনি বললেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: "একদা আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন যার পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল কুচকুচে কালো, তার মাঝে সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে চিনতেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী (সা.)-এর নিকট বসলেন এবং তার দুই হাঁটু নবী (সা.)-এর দুই হাঁটুর সাথে মিলালেন এবং তার দুই হাতের তালু নবী (সা.)-এর দুই উরুর ওপর রাখলেন। এবং তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ দিন। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন: ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং বাইতুল্লাহর হজ করা যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তার ওপর আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি তাকে প্রশ্নও করছেন আবার তার সত্যতাও স্বীকার করছেন। তিনি বললেন: তবে আমাকে ঈমান সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন: তা হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন: তবে আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন: তা হলো এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাকে দেখছো, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে জেনে রেখো তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন: তবে আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন: এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নন। তিনি বললেন: তবে এর

আলামতসমূহ সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন। তিনি বললেন: দাসী তার মালিককে জন্ম দেবে এবং তুমি দেখতে পাবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র মেঘপালকরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তিনি বলেন: অতঃপর লোকটি চলে গেলেন। আমি তিন দিন (অন্য বর্ণনায়: দীর্ঘ সময়) অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি বললেন: হে ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলেন? আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: ইনি ছিলেন জিবরাঈল, তোমাদের নিকট তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।"

১।

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা হলো উল্লেখিত ঈমানের ছয়টি মূল স্তম্ভের একটি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে না, সে দ্বীনের একটি মূল ভিত্তি বর্জন করল এবং তা অস্বীকার করল। সে ওই ব্যক্তিদের সদৃশ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে?" ৩ (আয়াতের অংশ)।

তার বক্তব্য: "এবং উবাদাহ থেকে বর্ণিত" - এটি ইতোপূর্বে তাওহীদের ফজিলত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তার এই হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন

১ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান (৮) (১): ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়; আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৬৯৫): তাকদীর সংক্রান্ত অধ্যায়; তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান (২৬১০): নবী (সা.)-এর কাছে জিবরাঈলের ঈমান ও ইসলামের বর্ণনা সংক্রান্ত অধ্যায়; নাসাঈ: কিতাবুল ঈমান (৮/ ৯৭): ইসলামের গুণাবলি সংক্রান্ত অধ্যায় এবং ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (৬৩): ঈমান সংক্রান্ত অধ্যায়।

৩ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫।

الإمام أحمد بكماله¹ قال: حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد؛ حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار" ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء ابن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال: حسن صحيح وغريب².

وفي هذا الحديث ونحوه: بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بها كان ويكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

34.

1 المسند (ج 5 ص 317) وهو عند أبي داود أخصر مما عند أحمد، ومن طريق جعفر بن مسافر الهذلي أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي جميلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه الحديث. وسكت عنه المنذري.

2 صحيح: أحمد (5/ 317) وأبو داود: كتاب السنة (4700) : باب في القدر. وأما رواية الترمذي فهي عنده في موضعين. كتاب القدر (2155) : باب [17] وقال: حديث غريب. كتاب التفسير (3319) : باب ومن سورة ن وقال: حديث حسن

غريب. وفي الباب عن ابن عباس، وصححه الألباني لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم (102 ، 103 ، 104 ، 105) .

3 سورة الطلاق آية: 12.

4 في قرّة العيون: والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدلل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، كما في الآية.

ইমাম আহমাদ তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে বলেন: হাসান ইবনে সাওয়ার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, লাইস আমাদের নিকট মুয়াবিয়া থেকে, তিনি আইয়ুব ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন; উবাদাহ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনে উবাদাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি উবাদাহর নিকট প্রবেশ করলাম যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে মৃত্যুর আলামত দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি বললাম: হে পিতা, আমাকে অসিয়ত করুন এবং আমার উপকারে সচেষ্ট হোন। তখন তিনি বললেন: আমাকে বসিয়ে দাও। তিনি বললেন: হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাবে না এবং আল্লাহ সম্পর্কে ইলমের হাকীকতে পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনবে। আমি বললাম: হে পিতা, আমি কীভাবে জানব তাকদীরের ভালো ও মন্দ কী? তিনি বললেন: তুমি বিশ্বাস করবে যে, যা তোমাকে ছেড়ে গেছে তা তোমাকে আক্রান্ত করার ছিল না, আর যা তোমাকে আক্রান্ত করেছে তা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার ছিল না। হে বৎস, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম; অতঃপর তিনি তাকে বললেন: লেখো। ফলে সেই মুহূর্তেই কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। হে বৎস, তুমি যদি এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করো, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তিরমিযী এটি আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে ওয়ালিদ ইবনে উবাদাহ হয়ে তাঁর পিতার সূত্রে নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান সহীহ ও গরীব।

এই হাদীস এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলোতে আল্লাহ তাআলার ইলম বা জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু ঘটেছে ও ঘটবে তা পরিবেষ্টন করার বর্ণনা রয়েছে, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: {আল্লাহই সেই সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী থেকেও অনুরূপ। তাদের মাঝে নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সকল

বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।} ৩৪।

১. আল-মুসনাদ (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১৭)। এটি আবু দাউদে আহমাদের বর্ণনার চেয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। জাফর ইবনে মুসাফির আল-হুজালী সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান থেকে, তিনি ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ থেকে, তিনি ইব্রাহিম ইবনে আবি জামিলা থেকে, তিনি আবু হাফসা থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাদাহ ইবনে সামিত তাঁর পুত্রকে এই হাদীসটি বলেছিলেন। আল-মুনযিরি এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

২. সহীহ: আহমাদ (৫/৩১৭) এবং আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৭০০): তাকদীর অধ্যায়। আর তিরমিযীর বর্ণনাটি তাঁর কিতাবে দুটি স্থানে রয়েছে। কিতাবুল কাদার (২১৫৫): অধ্যায় [১৭] এবং তিনি বলেছেন: এটি গরীব হাদীস। কিতাবুত তাফসীর (৩৩১৯): সূরা নূন-এর তাফসীর এবং তিনি বলেছেন: এটি হাসান গরীব হাদীস। এই বিষয়ে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে এবং আলবানী ইবনে আবি আসিমের 'আস-সুন্নাহ' (১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫) গ্রন্থে এর বিভিন্ন সূত্র ও সমর্থক বর্ণনার ভিত্তিতে একে সহীহ বলেছেন।

৩. সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২।

৪. কুররাতুল উয়ুন-এ বলা হয়েছে: তাকদীর প্রমাণের বিষয়ে আয়াতসমূহ অনেক। আলেমগণ তাকদীর প্রমাণের জন্য আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞানের ব্যাপকতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমনটি এই আয়াতে রয়েছে।

(ص: 478)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: "القدر قدرة الرحمن".
واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله.
والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفأة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ)-কে যখন তাকদির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "তাকদির হলো রহমানের কুদরত (ক্ষমতা)"। ইবন আকিল (রাহিমাল্লাহ) ইমাম আহমাদের এই উক্তিটিকে চমৎকার বলে অভিহিত করেছেন।

এর অর্থ হলো: আল্লাহর কুদরতকে কোনো কিছুই প্রতিহত করতে পারে না; আর যারা তাকদির অস্বীকারকারী, তারা মূলত আল্লাহর কুদরতের পূর্ণতাকেই অস্বীকার করেছে।

(ص: 479)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.

الثانية: بيان كيفية الإيمان.

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.

الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.

السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.

تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: " ناظروهم بالعلم، فإن

أقروا به خصوا وإن جحدوه كفروا".

قوله: "وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمى" وهو أبو بسر - بالسين المهملة،

وبالباء المضبوطة-. ويقال: أبو بشر- بالشين المعجمة وكسر الباء- وبعضهم صح

الأول. واسمه: عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود: قال: " لو أن الله عذب أهل

سبأواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا

لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار " 1. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت، قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك 2. وأخرجه ابن ماجه.

وقال العباد ابن كثير رحمه الله: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره " 3. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره.

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. - زاد ابن وهب -: وكان عرشه على الماء " 4. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر، وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار 5.

- 1 مسلم: الجنائز (947) ، والترمذي: الجنائز (1029) ، والنسائي: الجنائز (1991) ، وأحمد (231/6، 97/6، 40/6، 32/6، 266/3) .
- 2 قال في عون المعبود (ج 4 ص 362) فيصير الحديث مرفوعاً. قال المنذري: وفي إسناده أبو سفيان الشيباني، وثقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه أحمد وغيره.
- 3 صحيح: الترمذي: كتاب القدر (2145) : باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. وابن ماجة في المقدمة (81) ; باب في القدر والطيالسي (1/ 22) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (7460) .
- 4 مسلم: كتاب القدر (2653) (16) : باب حجج آدم وموسى عليهما السلام. والترمذي: كتاب القدر (2156) : باب رقم [15] .
- 5 في قرّة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب -تعالى وتقدس-.

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: তাকদীরের ওপর ঈমান আনার আবশ্যিকতা বা ফরজের বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত: ঈমান আনার পদ্ধতির বর্ণনা।

তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর ঈমান আনবে না, তার আমল বাতিল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা।

চতুর্থত: এই সংবাদ দেওয়া যে, কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না সে এর ওপর ঈমান আনে।

পঞ্চমত: আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তার উল্লেখ।

ষষ্ঠত: সেই মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়।

সপ্তমত: যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর ঈমান আনে না, তার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা।

তিনি সুউচ্চ ও মহান, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন: "তোমরা তাদের সাথে ইলমের (জ্ঞানের) ভিত্তিতে বিতর্ক করো। যদি তারা তা স্বীকার করে নেয়, তবে তারা তর্কে হেরে যাবে; আর যদি তারা তা অস্বীকার করে, তবে তারা কাফির হয়ে যাবে।"

তাঁর উক্তি: "মুসনাদ ও সুনানে আবু দাউদে ইবনে আদ-দাইলামী থেকে বর্ণিত", তিনি হলেন আবু বিসর -সীন বর্ণ দিয়ে এবং বা-এর পেশ দিয়ে। তাকে আবু বিশর-ও বলা হয় -শীন বর্ণ এবং বা-এর যের দিয়ে- এবং কেউ কেউ প্রথমটিকে সঠিক বলেছেন। তাঁর নাম: আবদুল্লাহ ইবনে ফিরোজ। আবু দাউদের শব্দ হলো: তিনি বলেন: "যদি আল্লাহ তাঁর আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীদের শাস্তি দেন, তবে তিনি তাদের ওপর জুলুম না করেই তা দেবেন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাদের আমলের তুলনায় তাঁর রহমত তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ হবে। যদি তুমি ওহুদ পাহাড়ের সমান সোনাও ব্যয় করো, আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা কবুল করবেন না যতক্ষণ না তুমি তাকদীরের ওপর ঈমান আনবে এবং জানবে যে, তোমার কাছে যা পৌঁছেছে তা তোমাকে ভুল করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা তোমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে তা তোমার কাছে পৌঁছানোর ছিল না। যদি তুমি এর ব্যতিক্রম বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণ করো, তবে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" তিনি বলেন: এরপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে গেলাম, তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। তারপর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে গেলাম, তিনিও অনুরূপ বললেন। এরপর য়ায়েদ ইবনে সাবিতের কাছে গেলাম, তিনি আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করলেন। এটি ইবনে মাজাহ-ও বর্ণনা করেছেন।

ইমাদ ইবনে কাসীর রহ. সুফিয়ান থেকে, তিনি মনসুর থেকে, তিনি রিবয়ী ইবনে হিরশ থেকে এবং তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো বান্দা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনে: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন; মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনা; এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনা।"

তিরমিযীও এভাবে নয়র ইবনে শুমাইল থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি মনসুর থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু দাউদ তায়ালিসি শু'বা থেকে, তিনি রিবয়ী থেকে এবং তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা আবু হানী আল-খাওলানী থেকে, তিনি আবু আবদুর রহমান আল-হুবালী থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিজগতের তাকদীরসমূহ লিখে রেখেছেন। -ইবনে ওয়াহাব যোগ করেছেন-: এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।" তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান গরীব হাদিস।

এই সমস্ত হাদিস ও এর সমার্থক বর্ণনাগুলোতে তাকদীরের ওপর ঈমান না আনার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। আর এগুলো মুতাজিলা ও অন্যদের মতো তাকদীর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দলিল। তাদের মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হলো: গুনাহগারদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী করা, আর তারা যা বিশ্বাস করে তা কবীরা গুনাহ ও বড় বিদআতগুলোর অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহর মুতাওয়াতির দলিলসমূহ দিয়ে হুজ্জত কায়েম করি যাতে তাকদীর সাব্যস্ত করা হয়েছে, তবে তারা যদি তওবা না করে তবে তারা নিজেদের ওপরই জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার ফয়সালা করে নিয়েছে। এটি তাদের নিজস্ব মাযহাব অনুযায়ীই তাদের ওপর আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তারা তাকদীর সাব্যস্তকরণ এবং কবীরা গুনাহকারী মুওয়াহহিদদের (একত্ববাদীদের) জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর মুতাওয়াতির দলিলের বিরোধিতা করেছে।

১. মুসলিম: জানাযা অধ্যায় (৯৪৭), তিরমিযী: জানাযা (১০২৯), নাসাঈ: জানাযা (১৯৯১), আহমাদ (৩/২৬৬, ৬/৩২, ৬/৪০, ৬/৯৭, ৬/২৩১)।

২. আওনুল মাবুদ-এ বলা হয়েছে (৪র্থ খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা) যে এটি মারফু হাদিস হিসেবে গণ্য হবে। মুনিযিরী বলেন: এর সনদে আবু সুফিয়ান আল-শাইবানী রয়েছেন, ইবনে মাজিন ও অন্যান্যরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে আহমাদ ও অন্যান্যরা তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

৩. সহীহ: তিরমিযী: তাকদীর অধ্যায় (২১৪৫): তাকদীরের ভালো ও মন্দের ওপর ঈমান আনা অনুচ্ছেদ। ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (৮১); তাকদীর অনুচ্ছেদ এবং তায়ালিসি (১/২২)। আলবানী একে সহীহুল জামে গ্রন্থে (৭৪৬০) সহীহ বলেছেন।

৪. মুসলিম: তাকদীর অধ্যায় (২৬৫৩) (১৬): আদম ও মুসা আলাইহিমা সালামের বিতর্ক অনুচ্ছেদ। তিরমিযী: তাকদীর অধ্যায় (২১৫৬): অনুচ্ছেদ নম্বর [১৫]।

৫. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে আছে: তারা যা বিশ্বাস করে তা কবীরা গুনাহ ও বড় বিদআতগুলোর অন্যতম। তাদের অনেকেই রবের গুণাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে জাহমিয়াদের সাথে একমত হয়েছে।

(ص: 480)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
التاسعة: إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.

অষ্টম: আলেমদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে সংশয় নিরসনে সালাফগণের রীতি।
নবম: আলেমগণ তাকে এমন উত্তর দিয়েছেন যা তার সংশয় দূর করে দেয়, আর তা এই যে, তাঁরা কথাটিকে কেবল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

(ص: 480)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في المصورين"
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة " 1. أخرجه.

ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " 2.

ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم " 3.

ولهما عنه مرفوعاً: " من صور صورة في الدنيا، كُفِّ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ " 4.

قوله: "باب ما جاء في المصورين" أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ} 5. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهياً لخلق الله. فصار ما صورة عذاباً له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب.

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه، وصرف له شيئاً من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عُصي الله تعالى به.

ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك

1 البخاري: التوحيد (7559) ، ومسلم: اللباس والزينة (2111) ، وأحمد (232/2) .

2 البخاري: كتاب اللباس (5954) : باب ما وطئ من التصوير. ومسلم: كتاب اللباس والزينة (2106) (92) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان.

3 أخرجه البخاري بنحوه: كتاب البيوع (2225) : باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح. ومسلم: كتاب اللباس والزينة (2110) (99) : باب تحريم تصوير صورة الحيوان واللفظ له.

4 البخاري: التعبير (7042) ، ومسلم: اللباس والزينة (2110) ، والترمذي: اللباس (1751) ، والنسائي: الزينة (5358، 5359) ، وأبو داود: الأدب (5024) ، وأحمد (241/1، 216/1) .

5 مسلم: الجنائز (969) ، والترمذي: الجنائز (1049) ، والنسائي: الجنائز (2031) ، وأبو داود: الجنائز (3218) ، وأحمد (96/1) .
5 سورة السجدة آية: 7-8-9.

অধ্যায়: চিত্রকরদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার সংকল্প করে? তারা পারলে একটি অণু সৃষ্টি করুক, অথবা তারা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক, অথবা একটি যব সৃষ্টি করুক।" ১. তাঁরা উভয়ই (বুখারী ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁদের উভয়ের বর্ণনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর আযাব হবে তাদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য গ্রহণ করে।" ২।

তাঁদের উভয়ের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "প্রত্যেক চিত্রকরই জাহান্নামে যাবে। সে

যতটি ছবি তৈরি করেছে, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা দ্বারা তাকে জাহান্নামে আযাব দেওয়া হবে।" ৩।

তাদের উভয়ের বর্ণনায় তাঁর (ইবনে আব্বাস) থেকেই মারফু সূত্রে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো ছবি তৈরি করবে, তাকে কিয়ামতের দিন তাতে প্রাণ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।" ৪।

তাঁর কথা: "চিত্রকরদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান শাস্তি ও আযাব সম্পর্কে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণ উল্লেখ করেছেন: আর তা হলো আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য অবলম্বন করা; কারণ সৃষ্টি ও আদেশ একমাত্র আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর রব এবং অধিপতি। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন এবং তাতে রুহ বা প্রাণ সঞ্চার করেছেন যার মাধ্যমে জীবন লাভ হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং মাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশধারা এক তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে তৈরি করেছেন। তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" ৫। সুতরাং চিত্রকর যখন আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মতো কোনো মানুষ বা পশুর প্রতিকৃতি তৈরি করে, তখন সে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য অবলম্বনকারী হয়ে যায়। ফলে সে যা চিত্রায়ন করেছে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য আযাবের কারণ হবে এবং তাকে তাতে প্রাণ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা করতে পারবে না। ফলে সে হবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর আযাবপ্রাপ্ত; কারণ তার গুনাহ অন্যতম কবীরা গুনাহ।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি প্রাণীর প্রতিকৃতি যে তৈরি করে তার অবস্থা যদি এই হয়, তবে সেই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যে সৃষ্টিকে রাব্বুল আলামীনের সমতুল্য করে এবং তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করে? আর সে (সৃষ্টির) জন্য এমন ইবাদত নিবেদন করে যা আল্লাহ কেবলমাত্র তাঁর একার জন্যই সৃষ্টি করেছেন—যাতে বান্দা এমন সব কাজের মাধ্যমে তাঁরই ইবাদত করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, যা অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়? সুতরাং সৃষ্টির অধিকার এমন কাউকে দেওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমান করা যে তার যোগ্য নয়, এবং আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ে একক তাতে অন্যকে অংশীদার করা হলো আল্লাহর

অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গুনাহ। এ কারণেই তিনি তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এই শিরককে বর্ণনা করার জন্য।

১ বুখারী: আত-তাওহীদ (৭৫৫৯), এবং মুসলিম: আল-লিবাস ওয়ায-যীনাহ (২১১১), এবং আহমাদ (২/২৩২)।

২ বুখারী: কিতাবুল লিবাস (৫৯৫৪): ছবিযুক্ত বিছানাপত্র মাড়ানো অনুচ্ছেদ। এবং মুসলিম: কিতাবুল লিবাস ওয়ায-যীনাহ (২১০৬) (৯২): প্রাণীর ছবি তৈরির হারাম হওয়া অনুচ্ছেদ।

৩ বুখারী কর্তৃক অনুরূপ বর্ণিত: কিতাবুল বুয়ু' (২২২৫): প্রাণহীন ছবির ক্রয়-বিক্রয় অনুচ্ছেদ। এবং মুসলিম: কিতাবুল লিবাস ওয়ায-যীনাহ (২১১০) (৯৯): প্রাণীর ছবি তৈরির হারাম হওয়া অনুচ্ছেদ এবং শব্দাবলী মুসলিমের।

৪ বুখারী: আত-তাবীর (৭০৪২), মুসলিম: আল-লিবাস ওয়ায-যীনাহ (২১১০), তিরমিযী: আল-লিবাস (১৭৫১), নাসাঈ: আয-যীনাহ (৫৩৫৮, ৫৩৫৯), আবু দাউদ: আল-আদব (৫০২৪), এবং আহমাদ (১/২১৬, ১/২৪১)।

৫ মুসলিম: আল-জানায়েয (৯৬৯), তিরমিযী: আল-জানায়েয (১০৪৯), নাসাঈ: আল-জানায়েয (২০৩১), আবু দাউদ: আল-জানায়েয (৩২১৮), এবং আহমাদ (১/৯৬)।

৫ সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ৭-৮-৯।

(ص: 481)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

والنهي عنه، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنبى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جهد التوحيد، واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب! {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 1. {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}

2. قوله: "ولمسلم عن أبي الهيثاج الأسدي- حيآن بن حصين- قال: قال لي علي رضي الله عنه" هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
قوله: " " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته "3.

1 سورة النساء آية: 48.

2 سورة الحج آية: 31.

3 في قرّة العيون: فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها 2: 59 (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) . فأكثرُوا التصوير واستعملوه وأكثرُوا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا، وزعموه ديناً، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات، تعظيماً للأموات وغلوا، وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده.

এবং তা থেকে নিষেধ করা, এবং আল্লাহর জন্য সকল প্রকার ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলগণকে এবং যারা তাঁদের আনুগত্য করেছে তাদের মুক্তি দিয়েছেন, আর যারা তাওহীদকে অস্বীকার করেছে এবং শিরক ও অংশীদার সাব্যস্ত করার ওপর অটল ছিল তাদের ধ্বংস করেছেন; সুতরাং এটি কতই না বড় গুনাহ! {নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, এবং এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন} ১। {আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল} ২। তাঁর উক্তি: "এবং মুসলিম (বর্ণনা করেছেন) আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদী — হাইয়্যান ইবনে হুসাইন— থেকে, তিনি বলেন: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন" তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।
তাঁর উক্তি: "আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাব না যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো: তুমি কোনো প্রতিকৃতি ছাড়বে না যা তুমি মিটিয়ে দেবে না, আর কোনো উঁচু কবর ছাড়বে না যা তুমি সমান করে দেবে না" ৩।

১ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮।

২ সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩১।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়গুলোর অস্বীকৃতি এবং তা বিলুপ্ত করার ব্যাপারে যা সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা এটাই ২: ৫৯ (অতঃপর যালিমরা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল)। তারা প্রতিকৃতি তৈরি ও ব্যবহারের আধিক্য ঘটাল এবং কবরের ওপর নির্মাণকাজে বাড়াবাড়ি করল, সেগুলোকে সুশোভিত করল এবং সেগুলোকে প্রতিমা বানিয়ে নিল, আর তারা এটাকে দীন বলে দাবি করল। অথচ এটি মৃতদের প্রতি অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ির কারণে এবং আল্লাহর ইবাদতের বিভিন্ন প্রকার যা কেবল তাঁরই প্রাপ্য ছিল, তা অন্যের জন্য করার কারণে সবচেয়ে বড় গর্হিত কাজ ও গুরুতর পাপ।

(ص: 482)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমটি: ছবি অঙ্কনকারীদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

(ص: 483)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثانية: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله. لقوله: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي "1.

فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله. وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لها. فصرفوا لها جلّ العبادة: من الدعاء والاستعانة والاستغاثة، والتضرع لها، والذبح لها، والنذور، وغير ذلك من كل شرك محظور.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 2 ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم. رأى أحدهما مضاداً للآخر، مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسبونها مشاهد مضاهة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيداً، وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها.

كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي- فذكر حديث الباب- وحديث ثمامة بن شُفْيٍ وهو عند مسلم أيضاً قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بدردس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها "3. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت؛ ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه.

1 البخاري: اللباس (5953) ، ومسلم: اللباس والزينة (2111) ، وأحمد (232/2) ، (259/2) .

2 في إغاثة اللفهان الجزء الأول.

3 مسلم: الجنائز (968) ، والنسائي: الجنائز (2030) ، وأبو داود: الجنائز (3219) .

দ্বিতীয়: কারণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আর তা হলো আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। আল্লাহর বাণীর কারণে: "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে যায়?" ১।

এতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে একারণেই পাঠিয়েছিলেন। আর ছবি তৈরির বিষয়টি হলো আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করার কারণে। আর কবর সমান করার বিষয়টি হলো, কবর উঁচুকরণের মধ্যে কবরস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে যে ফিতনা ও তাদের অতি-সম্মান প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকে, যা শিরকের অন্যতম মাধ্যম ও উপকরণ। সুতরাং এই বিষয়গুলো এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করা দ্বীনের কল্যাণ, উদ্দেশ্য ও ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। যখন এই বিষয়গুলোতে শিথিলতা দেখা দিল, তখন নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সংঘটিত হলো এবং কবরস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে ফিতনা প্রকট হলো। কবরগুলো সেগুলোকে সম্মানকারী ইবাদতকারীদের গন্তব্যস্থলে পরিণত হলো। ফলে তারা কবরের জন্য অধিকাংশ ইবাদত নিবেদন করতে শুরু করল: যেমন দুআ, সাহায্য প্রার্থনা, উদ্ধার প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয় করা, কবরের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, মানত করা এবং নিষিদ্ধ শিরকের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল কাজ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ২ যে ব্যক্তি কবর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর সাহাবীগণ যে পদ্ধতির ওপর ছিলেন, তার সাথে বর্তমানকালের অধিকাংশ মানুষের অবস্থার তুলনা করবে, সে দেখতে পাবে যে একটি অপরটির বিপরীত এবং সাংঘর্ষিক, যা কখনোই একত্রে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, অথচ এরা কবরের কাছে এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায়

করে। তিনি কবরকে মসজিদে রূপান্তর করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং আল্লাহর ঘরগুলোর সাদৃশ্য করার জন্য সেগুলোকে 'মাশহাদ' (স্মৃতিসৌধ) নামকরণ করে। তিনি কবরের ওপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা কবরের ওপর চেরাগ জ্বালানোর জন্য সম্পদ ওয়াকফ করে। তিনি কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা সেগুলোকে উৎসব ও ইবাদতের স্থানে পরিণত করে এবং সেখানে ঈদের সমাবেশের মতো বা তার চেয়েও বড় সমাবেশ করে; অথচ তিনি কবর সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন— অতঃপর তিনি এই অধ্যায়ের হাদীসটি উল্লেখ করেন—এবং সুমামা বিন শুফাই-এর হাদীসটি, যা ইমাম মুসলিমের নিকটও রয়েছে, তিনি বলেন: "আমরা রোম সাম্রাজ্যের দারাদাস নামক স্থানে ফাদালা বিন উবাইদের সাথে ছিলাম। আমাদের এক সাথী মারা গেলে ফাদালা তার কবরটি সমান করার নির্দেশ দিলেন এবং তা সমান করা হলো। এরপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কবর সমান করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।" ৩। অথচ এই লোকেরা এই হাদীস দুটির বিরোধিতায় চরম বাড়াবাড়ি করে এবং কবরগুলোকে ঘরের মতো মাটি থেকে উঁচু করে; এবং তার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করে। অথচ তিনি (রাসূল) কবর প্লাস্টার করতে এবং তার ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

১. বুখারী: পোশাক অধ্যায় (৫৯৫৩), মুসলিম: পোশাক ও অলঙ্কার অধ্যায় (২১১১), আহমাদ (২/২৩২, ২/২৫৯)।

২. ইগাসাতুল লাহফান, প্রথম খণ্ড।

৩. মুসলিম: জানাযা অধ্যায় (৯৬৮), নাসাঈ: জানাযা অধ্যায় (২০৩০), আবু দাউদ: জানাযা অধ্যায় (৩২১৯)।

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: " فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة ".
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً.

তৃতীয়ত: তাঁর ক্ষমতা এবং তাদের অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেহেতু তিনি বলেছেন:
"তবে তারা যেন একটি অণু অথবা একটি শস্যদানা অথবা একটি যব সৃষ্টি করে।"
চতুর্থত: স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যে, তারা মানুষের মধ্যে সবচাইতে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

(ص: 485)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.

পঞ্চম: আল্লাহ প্রতিটি প্রতিকৃতির সংখ্যার সমপরিমাণ প্রাণ সৃষ্টি করবেন, যার মাধ্যমে
জাহান্নামে চিত্রকরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

(ص: 486)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.

ষষ্ঠত: তাকে তাতে রুহ ফুঁক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে।

(ص: 487)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.

كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يعقد عليه، وأن يبني عليه " 1. ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها " 2. قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزداد عليها غير ترابها.

كما روى أبو داود عن جابر أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يجصص القبر، أو يكتب عليه، أو يزداد عليه " 3. وهؤلاء يزيّدون عليه الآجر والجص والأحجار 4.

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم.

والمقصود: أن هؤلاء المعظّمين للقبور المتخذينها أعياداً، الموقدين عليها السرج؛ الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.

قال أبو محمد المقدسي: " ولو أُبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعاً للبال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام.

قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا "

5. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ

صورهم، والتمسح بها والصلاة عندها". انتهى.

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاباً. ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه "مناسك حج المشاهد" مضاهاةً منه القبور بالبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام، فأنظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده، من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره.

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعياداً. ومنها: السفر إليها. ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعُبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيتها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. ومنها: النذر لها ولسدنتها. ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، ويستنزل غيث السماء، وتفرج الكروب، وتقضى الحوائج، وينصر المظلوم، ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله بأخذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها.

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبوره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرءون منهم، كما قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا} 6. قال الله تعالى للمشركين: {فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ} 7. وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ

قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا
لَيْسَ لِي بِحَقِّ { 8 الآية وقال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ
أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ } 9.

ومنها: 10 إِمَاتة السنن وإحياء البدع.

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع
التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب، والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه
في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيرة ولا قريباً منه.

ومنها: 11 أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو
تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له، والترحم عليه، والاستغفار له، وسؤال
العافية له؛

فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى البيت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا
الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالبيت، ودعاء والدعاء به، وسؤاله
حوائجهم، واستنزال البركة منه، ونصرة لهم على الأعداء، ونحو ذلك. فصاروا
مسيئين إلى أنفسهم وإلى البيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى
الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في
زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هُجراً، ومن أعظم الهجر: الشرك
عندها قولاً وفعلًا.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: " زوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت " 12 13.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور
المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا
ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر " 14. رواه أحمد والترمذي وحسنه 15.

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُمتِه، وعليهم إياها. هل تجد فيها شيئاً مما يعتمدُه أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحبوا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة، وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا 16 ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة.

وفي الترمذي وغيره: "الدعاء هو العبادة" 17. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها، والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" 18. وإسناده جيد ورواته ثقات مشيرين إلى قوله: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً". أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم.

ثم إن 19 في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفسد العظيمة التي لا يعليها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيره على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بيت إيلام.

فمن المفسد: اتخاذها أعياداً والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلاً واستلامها، وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها، والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، وقضاء الدين، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع

الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض، وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين!! فتراهم حول القبر رُكَّعا وسجدا يبتغون فضلا من البيت ورضوانا، وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله- بل للشيطان- ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من البيت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انثوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام. رأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عرفوا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرايين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاً ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجك كل عام.

هذا ولم نتجاوز فيها حكيناه عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال، ويدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور، سد

الذريعة إلى هذا المحذور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. اهـ كلامه -رحمه الله تعالى-20.

- 1 مسلم: الجنائز (970) ، والترمذي: الجنائز (1052) ، والنسائي: الجنائز (2028) ، وأبو داود: الجنائز (3225) ، وأحمد (339/3، 295/3) .
 - 2 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) ؛ باب في البناء على القبر بلفظ: "نهى أن يقعد على القبر وأن يتجصص ويبنى عليه". والترمذي: كتاب الجنائز (1052) . بلفظ: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبني عليها، وأن توطأ". وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (204) .
 - 3 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) ؛ باب في البناء على القبر. وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص (204) .
 - 4 اختصر المؤلف كلام ابن القيم هنا وحذف منه ما يأتي: "ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبني القبر بآجر، وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره، وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرا. وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضربوا على قبره فسطاطا. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا". اهـ إغاثة اللفهان "ج 1 ص 103".
 - 5 البخاري: الجنائز (1330) ، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) ، والنسائي: المساجد (703) ، وأحمد (218/1، 34/6، 80/6، 121/6، 146/6، 252/6، 255/6، 274/6) ، والدارمي: الصلاة (1403) .
 - 6 سورة الفرقان آية: 17-18.
 - 7 سورة الفرقان آية: 19.
 - 8 سورة البائدة آية: 116.
-

9 سورة سبأ آية: 40-41.

10 اختصر المؤلف من كلام ابن القيم ما يأتي: ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرَج عليها. ومنها: محادة الله ورسوله، ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم.

11 زاد في الإغاثة: ومنها: أن ذلك يتضمن عبارة المشاهد وخراب المساجد، ودين الله الذي بعث به رسوله بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وخربوا المساجد.

12 جزء من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم: كتاب الجنائز (976) (108) : باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. وتقدم تخريجه برقم [180] .

13 حذف المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم حديث علي عند الإمام أحمد: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة".

14 الترمذي: كتاب الجنائز (1053) : باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص (197) وفي ضعيف الجامع (3371) . والحديث لم يروه الإمام أحمد كما قال المؤلف.

15 حذف المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورو القبور؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". رواه ابن ماجة. وحديث أبي سعيد: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرة". رواه الإمام أحمد.

16 قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: "رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو".

17 صحيح: أبو داود: كتاب الصلاة (1479) : باب الدعاء، والترمذي: كتاب الدعوات (3372) : باب في فضل الدعاء، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (30 / 9) ، وابن ماجة: كتاب الدعاء (3828) : باب فضل الدعاء، وأحمد (267 / 4)

من حديث النعمان [بن] بشير رضي الله عنه. وصححه الترمذي، وابن حبان (2396)، والحاكم (1/ 490، 491)، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3401). وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة (1384).
18 أبو داود: المناسك (2042)، وأحمد (2/ 284، 2/ 337، 2/ 367، 2/ 378، 2/ 388).

19 الذي في نسخ إغاثة اللفهان التي بأيدينا المخطوطة والمطبوعة أن قول المؤلف رحمه الله: "ثم إن في تعظيم القبور" إلخ فصل متقدم قبل ما نقله المؤلف هنا.
20 اختصره المؤلف -رحمه الله تعالى-، وتصرف فيه بالتقديم والتأخير على حسب ما بيدنا من نسخ إغاثة اللفهان. والله يرحم الجميع ويغفر لنا ولهم.

সপ্তম (শিক্ষা): কবর পাওয়া গেলে তা মিটিয়ে ফেলার (সমান করার) নির্দেশ।

যেমনটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" 1.

আর কবরের ওপর লিখতে নিষেধ করেছেন, যেমনটি আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন জাবের (রাযি.) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ: "কবর চুনকাম করতে এবং তার ওপর লিখতে নিষেধ করেছেন।" 2.

ইমাম তিরমিযী বলেন: "এটি হাসান সহীহ হাদীস।" অথচ এই (কবর পূজারী) লোকেরা কবরের ওপর ফলক স্থাপন করে এবং তাতে কুরআন ও অন্যান্য কিছু লেখে; অথচ কবরের নিজস্ব মাটি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমনটি আবু দাউদ জাবের (রাযি.) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "কবর চুনকাম করতে, তার ওপর লিখতে বা তার ওপর (মাটি বা অন্য কিছু) বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেছেন।" 3.

আর এই লোকেরা কবরের ওপর ইট, চুন এবং পাথর বৃদ্ধি করে।

4.

ইব্রাহীম নাখায়ী বলেন: "তাঁরা তাঁদের কবরের ওপর ইট ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন।"

উদ্দেশ্য হলো: যারা কবরের সম্মান প্রদর্শনকারী, সেগুলোকে উৎসবের স্থান (ঈদ) বানায় এবং সেখানে প্রদীপ জ্বালায়; যারা কবরের ওপর মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করে— তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার পরিপন্থী কাজ করছে এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা এবং সেখানে প্রদীপ জ্বালানো, যা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ফকীহগণ স্পষ্টভাবে একে হারাম বলেছেন।

আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী বলেন: "যদি কবরের ওপর প্রদীপ জ্বালানো বৈধ হতো, তবে যে এটি করে তার ওপর লানত (অভিশাপ) দেওয়া হতো না। তাছাড়া এতে কোনো উপকার ছাড়াই অর্থের অপচয় হয় এবং কবরের অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করা হয় যা মূর্তিপূজার সদৃশ। তিনি বলেন: এই হাদীসের কারণে কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: 'আল্লাহ ইহুদী ও নাসারাদের ওপর লানত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তর করেছিল। তারা যা করেছিল সে সম্পর্কে তিনি (উম্মতকে) সতর্ক করেছেন'।"

5.

(মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

তাছাড়া কবরের পাশে সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করা মূর্তিকে সিজদাহ করা ও তার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আমরা বর্ণনা করেছি যে, মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল মৃত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি বানিয়ে সম্মান প্রদর্শন, তা স্পর্শ করা এবং তার নিকট সালাত আদায়ের মাধ্যমে।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

এই পথভ্রষ্ট মুশরিকদের বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা কবরের জন্য হজের প্রথা চালু করেছে। তারা কবরের জন্য হজের নিয়মাবলি (মানাসিক) তৈরি করেছে; এমনকি তাদের মধ্যে কোনো কোনো চরমপন্থী এই বিষয়ে একটি কিতাবও রচনা করেছে এবং তার নাম দিয়েছে "মানাসিকে হাজ্জিল মাশাহেদ" (মাযার হজের নিয়মাবলি)। এর মাধ্যমে তারা কবরকে বায়তুল্লাহর (পবিত্র কাবার) সমতুল্য করেছে। এটি যে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুতি এবং মূর্তিপূজারীদের ধর্মে প্রবেশ করা, তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের ব্যাপারে যা শরীয়তসম্মত করেছেন এবং তাঁর যা উদ্দেশ্য ছিল (পূর্বোক্ত নিষেধাবলী), আর এই লোকেরা যা প্রথা বানিয়েছে এবং তাদের যা উদ্দেশ্য— এর মধ্যে কত বিশাল ব্যবধান! নিঃসন্দেহে এর মধ্যে এমন ফাসাদ (বিপর্যয়) রয়েছে যা গণনা করা অসম্ভব।

তার মধ্যে কয়েকটি হলো: কবরের এমন সম্মান প্রদর্শন যা ফিতনায় ফেলে দেয়। কবরকে উৎসবের স্থানে (ঈদ) পরিণত করা। কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা। কবরের পাশে অবস্থান (এতেকাফ), সেখানে বসবাস, পর্দা ঝোলানো এবং খাদেম নিয়োগের মাধ্যমে মূর্তিপূজারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা। এদের অনুসারীরা কবরের পাশে অবস্থান করাকে মসজিদুল হারামের পাশে অবস্থানের চেয়ে উত্তম মনে করে। তারা কবরের খেদমত করাকে মসজিদের খেদমত করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কবরের ওপর ঝোলানো চেরাগ কোনো রাতে নিভে গেলে খাদেমের ওপর ধ্বংস অনিবার্য বলে তারা মনে করে। কবর ও তার খাদেমদের নামে মানত করা। মুশরিকদের এই বিশ্বাস করা যে, কবরের উসিলায় বিপদ দূর হয়, শত্রুর ওপর বিজয় লাভ হয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল হয়, দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়, হাজত পূরণ হয় এবং মজলুম সাহায্য পায় ইত্যাদি। কবরকে মসজিদে রূপান্তর ও প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লানতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। সেখানে সংঘটিত হওয়া বড় শিরক।

মৃত ব্যক্তির মুশরিকদের কর্মকাণ্ডে কষ্ট পায়। কারণ তারা কবরের কাছে যা করে তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট পায় এবং তারা একে চূড়ান্ত অপছন্দ করে। যেমন মসীহ (আ.) নাসারাদের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন। তেমনি অন্যান্য নবী, ওলী ও মাশায়েখগণও তাদের কবরের পাশে নাসারাদের মতো কর্মকাণ্ডে ঘৃণা করেন। কিয়ামতের দিন তারা এদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন: {যেদিন তিনি তাদের এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত তাদের একত্রিত করবেন...} 6. {তোমরা যা বলতে তারা তো তা অস্বীকার করেছে}

7. {হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে...} 8.

{এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত?...} 9.

১০ম: সুন্নাতকে মিটিয়ে দেওয়া এবং বিদআতকে জীবিত করা।

অন্যতম: সর্বোত্তম স্থানের চেয়ে কবরকে প্রাধান্য দেওয়া। কবর পূজারীরা অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে কবরের পাশে যেভাবে পড়ে থাকে, তা তারা মসজিদেও করে না।

১১তম: রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতের যে বিধান দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হলো পরকালকে স্মরণ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তার প্রতি ইহসান করা। ফলে যিয়ারতকারী নিজের এবং মৃত ব্যক্তির উপকার করে। কিন্তু এই মুশরিকরা বিষয়টিকে উল্টে দিয়েছে। তারা যিয়ারতের উদ্দেশ্য বানিয়েছে মৃত ব্যক্তির সাথে শিরক করা এবং তার কাছে হাজত পূরণ চাওয়া। ফলে তারা নিজেদের এবং মৃত ব্যক্তির ক্ষতি করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরুতে পুরুষদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন পথ বন্ধ করার জন্য। অতঃপর যখন তাওহীদ সুদৃঢ় হলো, তখন তিনি অনুমোতি দিলেন এবং ‘হুজর’ (অসার কথা) বলতে নিষেধ করলেন। কবরের পাশে শিরক করাই হলো সবচেয়ে বড় অসারতা।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত: "কবর যিয়ারত করো, কারণ তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" 12. 13.

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার কবরসমূহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের অনুগামী।" 14.

আহমাদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান বলেছেন। 15.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে যিয়ারত শিখিয়েছেন, সেখানে কি শিরকপন্থীদের কর্মকাণ্ডের কোনো চিহ্ন আছে? ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: "এই উম্মতের শেষ অংশ ততক্ষণ সংশোধিত হবে না, যতক্ষণ না প্রথম অংশ যা দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল তা দ্বারা সংশোধিত হয়।" সালাফে সালাহীন তাওহীদকে একনিষ্ঠ করেছিলেন। তাঁদের কেউ যখন নবী ﷺ-কে সালাম দিতেন এবং দুআ করতে চাইতেন, তখন কিবলার দিকে মুখ করতেন এবং কবরের দেয়ালের দিকে পিঠ দিতেন। 16.

চার ইমামই বলেছেন দুআর সময় কিবলামুখী হতে, কারণ দুআ একটি ইবাদত।

তিরমিযীতে বর্ণিত: "দুআ-ই হলো ইবাদত।" 17.

আবু দাউদে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসব (ঈদ) বানিও না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়।" 18.

এর সনদ উত্তম। কবরের সম্মান প্রদর্শনে এমন বিপর্যয় রয়েছে যা তাওহীদের ওপর আঘাত

হানে। তার মধ্যে রয়েছে: কবরকে উৎসব বানানো, কবরের দিকে সালাত পড়া, তওয়াফ করা, চুম্বন করা, গাল ঘষা এবং মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য, রিযিক ও বিপদ মুক্তি চাওয়া— যা মূর্তিপূজারীরা মূর্তির কাছে চাইত। যদি আপনি তাদের দেখেন যখন তারা দূর থেকে কবর দেখে সওয়ারি থেকে নেমে পড়ে, যমীন চুম্বন করে, মাথা নগ্ন করে এবং উচ্চস্বরে কান্না করে! তারা মূর্তির জন্য কুরবানী দেয় এবং তাদের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়। আপনি যদি তাদের দেখেন, তবে দেখবেন তারা একে অপরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছে! এটিই নূহ (আ.)-এর কওমের মূর্তিপূজার সূচনা ছিল। যে ব্যক্তি সামান্য জ্ঞান রাখে সে জানে যে, এই নিষিদ্ধ কাজের পথ বন্ধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অনুসরণেই হিদায়াত এবং বিরোধিতায় পথভ্রষ্টতা। (রহিমাছল্লাহর বক্তব্য সমাপ্ত)। 20.

-
1. মুসলিম: জানায়েয (৯৭০), তিরমিযী: (১০৫২), নাসাঈ: (২০২৮), আবু দাউদ: (৩২২৫), আহমাদ (৩/২৯৫, ৩/৩৩৯)।
 2. সহীহ: আবু দাউদ: (৩২২৫); তিরমিযী: (১০৫২)। আলবানী একে সহীহ বলেছেন।
 3. সহীহ: আবু দাউদ: (৩২২৫)। আলবানী একে সহীহ বলেছেন।
 4. লেখক এখানে ইবনুল কাইয়িমের কথা সংক্ষেপ করেছেন এবং কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। ইবনুল কাইয়িম বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয কবরের ওপর ইট ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন।
 5. বুখারী: জানায়েয (১৩৩০), মুসলিম: মাসাজিদ (৫৩১)।
 6. সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ১৭-১৮।
 7. সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ১৯।
 8. সূরা আল-মায়দাহ আয়াত: ১১৬।
 9. সূরা সাবা আয়াত: ৪০-৪১।
 10. লেখক ইবনুল কাইয়িমের কথা থেকে ইহুদী-নাসারাদের সাদৃশ্য ও আল্লাহ-রাসুলের বিরোধিতার অংশটি সংক্ষেপ করেছেন।
 11. 'ইগাছাতুল লাহফান' গ্রন্থে যোগ করা হয়েছে যে, মাযার আবাদ করা মানে মসজিদ ধ্বংস করা। রাফেজীরা (শিয়া) মসজিদ ধ্বংস করে মাযার আবাদ করে।
 12. মুসলিম: (৯৭৬)। নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাওয়ার হাদীস।
-

13. লেখক আলীর (রাযি.) একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করেননি।
14. তিরমিযী: (১০৫৩)। আলবানী একে যঈফ বলেছেন। এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেননি।
15. লেখক ইবনে মাসউদ ও আবু সাঈদের যিয়ারত সংক্রান্ত হাদীস দুটি বাদ দিয়েছেন।
16. ইবনুল কাইয়িম বলেন: সালামা বিন ওয়ারদান বলেন, আমি আনাস বিন মালিককে দেখেছি নবী ﷺ-কে সালাম দিয়ে পিঠ কবরের দিকে দিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুআ করতে।
17. সহীহ: আবু দাউদ: (১৪৭৯), তিরমিযী: (৩৩৭২), ইবনে মাজাহ: (৩৮২৮), আহমাদ: (৪/২৬৭)।
18. আবু দাউদ: মানাসিক (২০৪২), আহমাদ: (২/২৮৪)।
19. 'ইগাছাতুল লাহফান' গ্রন্থে এই অংশটি একটু আগে বর্ণিত হয়েছে।
20. লেখক মূল কিতাব থেকে বিষয়বস্তু ঠিক রেখে কিছু আগে-পিছে ও সংক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ সবার ওপর রহম করুন।

(ص: 488) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: " ما جاء في كثرة الحلف "

وقول الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } 1.

عن أبي هريرة رضي الله عنه سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، مباحة للكسب " 2. أخرجاه.

قوله: "باب ما جاء في كثرة الحلف" أي من النهي عنه والوعيد. "وقول الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }".

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف

أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف، وعدم التعظيم لله، وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، محقة للكسب ". أخرجاه ". أي البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى: أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طبعاً في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى، فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأساً. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضحلال وذهاب وعقاب.

1 سورة المائدة آية: 89.

2 البخاري: البيوع (2087) ، ومسلم: المساقاة (1606) ، والنسائي: البيوع (4461) ، وأبو داود: البيوع (3335) ، وأحمد (242/2، 413/2) .

পরিচ্ছেদ: "অধিক কসম করার বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে"

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহ হিফায়ত করো} ১।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "কসম পণ্য বিক্রয়ে সহায়ক হলেও তা উপার্জনকে ধ্বংসকারী" ২। এটি তাঁরা উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: অধিক কসম করার বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে" অর্থাৎ এ থেকে নিষেধ এবং এর পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন। "এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহ হিফায়ত করো}"।

ইবনে জারীর বলেন: তোমরা কাফফারা আদায় না করে তা (কসম) ছেড়ে দিও না। অন্যান্য মুফাসসিরগণ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হলো কসম করো না। অন্যান্যেরা বলেছেন: তোমাদের কসমসমূহ ভঙ্গ করা থেকে হিফায়ত করো, সুতরাং তা ভঙ্গ করো না। আর লেখক এই আয়াতের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত অর্থটিই উদ্দেশ্য করেছেন, কেননা এই দুই মত একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিক কসম করার অনিবার্য ফল হলো অধিক হারে কসম ভঙ্গ করা, যা আল্লাহর প্রতি অসম্মান ও যথাযথ মর্যাদাবোধের অভাব নির্দেশ করে। এছাড়াও এটি ওয়াজিব তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী অথবা তাওহীদের মূল বিষয়েরই পরিপন্থী হতে পারে।

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'কসম পণ্য বিক্রয়ে সহায়ক হলেও তা উপার্জনকে ধ্বংসকারী'। এটি তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন"। অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম। এছাড়াও আবু দাউদ ও নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো: যখন বিক্রেতা তার পণ্যের ওপর কসম করে যে, তাকে এর জন্য এত এত মূল্য দেওয়া হয়েছে অথবা সে এটি এত এত মূল্যে ক্রয় করেছে, আর ক্রেতা তাকে কসমের কারণে সত্যবাদী মনে করে পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে তা ক্রয় করে নেয়, অথচ বিক্রেতা মিথ্যাবাদী এবং সে কেবল অতিরিক্ত লাভের লোভে কসম করেছে, তবে সে মহান আল্লাহর অবাধ্য হলো। ফলস্বরূপ তাকে বরকত মিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে। যখন তার উপার্জনের বরকত চলে যাবে, তখন কসমের মাধ্যমে অর্জিত সেই অতিরিক্ত লাভের চেয়েও বড় ধরনের ঘাটতি তার ওপর আপতিত হবে। এমনকি কখনও কখনও ঐ পণ্যের পুরো মূল্যই নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। আর নাফরমান ব্যক্তির নিকট দুনিয়া চাকচিক্যময় মনে হলেও এর পরিণাম হলো বিলুপ্তি, বিনাশ এবং শাস্তি।

১ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৮৯।

২ বুখারী: কেনাবেচা (২০৮৭), মুসলিম: মুসাকাত (১৬০৬), নাসায়ী: কেনাবেচা (৪৪৬১), আবু দাউদ: কেনাবেচা (৩৩৩৫), আহমাদ (২/২৪২, ২/৪১৩)।

قوله: "وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشبِط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا ببيئته، ولا يبيع إلا ببيئته " 1. رواه الطبراني بسند صحيح".

وسلمان: لعلة سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السبط وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " سلمان منا أهل البيت 2، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا، وأبا ذر، وسلمان، والمقداد 3". أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على ثلاثين ألفا يخطب بهم في عبادة يفترش نصفها ويلبس نصفها. وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه قال أبو عبيدة: سنة ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.

قوله: "ثلاثة لا يكلمهم الله" 3 نفي كلام الرب -تعالى وتقدس- عن هؤلاء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشبِط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل " الله" بضاعته لا يشتري إلا ببيئته، ولا يبيع إلا ببيئته ". رواه الطبراني بسند صحيح. العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به. فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} 4. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا. وذلك في القرآن كثير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا قالوا لنا يعني النفاة: فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله

1 صحيح: الطبراني في الكبير (6111) وفي الصغير (21 /2) . وقال الهيثمي في المجمع (78 /4) : "ورواته محتج بهم في الصحيح" اهـ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3067) .

2 ضعيف: هذا الحديث هو في الأصل حديثان إلا أن المصنف جعلهما حديثاً واحداً. أما الأول: منها بلفظ: "سلمان منا أهل البيت". أخرجه الطبراني في الكبير (6040) . والحاكم (598 /3) وإسناده ضعيف جداً، وضعفه العجلوني في كشف الخفاء، وضعفه جداً الألباني في ضعيف الجامع (3272) . أما الثاني: بلفظ: "إن الله أمرني بحب أربعة ... الحديث". أخرجه الترمذي: كتاب المناقب (3718) باب (21) ، وابن ماجة في المقدمة (149) وغيرهما، وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1566) .

3 في قرّة العيون: هذا وعيد شديد في حقهم؛ لأنه قد تواتر أنه -تعالى- يكلم أهل الإيمان ويكلّمونه في عرصات القيامة. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام.

4 سورة يس آية: 82.

তাঁর বক্তব্য: "এবং সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'তিন ব্যক্তি, আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে; সে আল্লাহর নামে শপথ করা

ছাড়া ক্রয় করে না এবং আল্লাহর নামে শপথ করা ছাড়া বিক্রয় করে না।' ১। তাবারানি এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।"

আর সালমান: সম্ভবত তিনি হলেন সালমান আল-ফারসি আবু আবদুল্লাহ; তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় আগমনের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর থেকে আবু উসমান আন-নাহদি, শুরাহবিল বিন আস-সিমত এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত^২, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার সাহাবীদের মধ্যে চারজনকে ভালোবাসেন: আলী, আবু যার, সালমান এবং মিকদাদ।" এটি তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। হাসান বলেন: সালমান ত্রিশ হাজার লোকের আমির ছিলেন, তিনি একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন, যার অর্ধেক তিনি বিছাতেন এবং অর্ধেক পরিধান করতেন। তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আবু উবাইদাহ বলেন: ছত্রিশ হিজরীতে তিনশত পঞ্চাশ বছর বয়সে। আর এটিও সম্ভব যে তিনি সালমান বিন আমির বিন আউস আদ-দাক্বি।

তাঁর বক্তব্য: "তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না" ৩ এটি এই পাপিষ্ঠদের থেকে মহান ও পবিত্র রবের কথা বলাকে নাকচ করা বুঝায়।

তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী দরিদ্র এবং সেই ব্যক্তি যে 'আল্লাহকে' তার পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে; সে আল্লাহর নামে শপথ করা ছাড়া ক্রয় করে না এবং আল্লাহর নামে শপথ করা ছাড়া বিক্রয় করে না।

তাবারানি এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে এই বক্তব্য একথার দলিল যে, তিনি তাঁর অনুগতদের সাথে কথা বলবেন। আর কথা বলা তাঁর পূর্ণতার গুণাবলির অন্যতম। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণাদি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রকট। আর এটিই হলো মুহাক্কিক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অভিমত যে, আল্লাহর সাথে তাঁর কার্যাবলি বিদ্যমান। আর তাঁর কাজ তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় এবং তিনি অনাদিকাল থেকেই এই গুণে গুণান্বিত। সুতরাং এটি একক কার্যাবলি হিসেবে নতুন কিন্তু প্রজাতি হিসেবে অনাদি, যেমনটি হাদীস বিশারদ ইমামগণ এবং শাফেয়ী, আহমাদ ও অন্যান্য দলের অনুসারীগণ বলে থাকেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: {নিশ্চয়ই তাঁর নির্দেশ হলো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন:

'হও', ফলে তা হয়ে যায়} ৪। এখানে ভবিষ্যৎ নির্দেশক বর্ণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্দেশক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যদি তারা আমাদের বলে—অর্থাৎ গুণাবলী অস্বীকারকারীরা: এর ফলে তো আল্লাহর সত্তায় নতুন বিষয় (হাওয়াদিস) বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরা বলব: আপনাদের আগে সালাফ ও ইমামদের মধ্যে কে এটি অস্বীকার করেছেন? কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ এবং সুস্পষ্ট বিবেকবুদ্ধি তো এটিই সাব্যস্ত করে। আর 'হাওয়াদিস' শব্দটি অস্পষ্ট; কখনও এটি দ্বারা খুঁত বা ত্রুটি উদ্দেশ্য হতে পারে, আর আল্লাহ

১ সহীহ: তাবারানি 'আল-কাবীর' (৬১১১) এবং 'আস-সাগীর' (২/২১) গ্রন্থে। হাইসামি 'আল-মাজমা' (৪/৭৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।" আলবানী 'সহীহুল জামি' (৩০৬৭) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

২ যঈফ: এই হাদীসটি মূলত দুটি হাদীস, তবে লেখক সেগুলোকে একটি হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম অংশ: "সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।" তাবারানি 'আল-কাবীর' (৬০৪০) এবং হাকেম (৩/৫৯৮) এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আজলুনি 'কাশফুল খাফা' গ্রন্থে এবং আলবানী 'যঈফুল জামি' (৩২৭২) গ্রন্থে একে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। দ্বিতীয় অংশ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন... হাদীসটি।" এটি তিরমিজি: মানাকিব অধ্যায় (৩৭১৮), অনুচ্ছেদ ২১ এবং ইবনে মাজাহ মুকাদ্দিমায় (১৪৯) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। এর সনদ যঈফ। আলবানী 'যঈফুল জামি' (১৫৬৬) গ্রন্থে একে যঈফ বলেছেন।

৩ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: এটি তাদের ব্যাপারে একটি কঠোর হুমকি; কারণ এটি মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে মুমিনদের সাথে কথা বলবেন এবং তারাও তাঁর সাথে কথা বলবে। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট। এতে আল্লাহর কথা বলার গুণ অস্বীকারকারী জাহমিয়া ও আশআরিয়াদের খণ্ডন রয়েছে।

৪ সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৮২।

تعالى منزّه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك: مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكليماً إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة". اهـ.

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها وإيجاده لها بشيئته وأمره. والله أعلم.

قوله: "ولا يزيكهم ولهم عذاب أليم". لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات.

قوله: "أشيط زان" صغرة تحقيرا له¹؛ وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجور، وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه؛ بخلاف الشاب، فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم، ولومها على المعصية فينتهي ويراجع.

وكذا العائل المستكبر ليست له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. و"العائل" الفقير، لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.

قوله: "ورجل جعل الله بضاعته" بنصب الاسم الشريف، أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيدة ضعيف وأعماله ضعيفة، بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من

تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية. ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه.
قوله: "وفي الصحيح" أي صحيح مسلم. وأخرجه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري بلفظ "خيركم" 2.

- 1 تصغير أشبط; وهو الذي بشعره شبط أي شيب.
- 2 بل رواه باللفظين، فرواية: "خير أمتي أهل قرني" في فضائل الصحابة. ورواية: "خيركم" في عدة مواضع منه.

মহান আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র, তবে তিনি তাঁর কালাম (কথা), কাজ এবং এই জাতীয় যা ইচ্ছা করেন তা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে: যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর সঠিক অভিমত হলো ইলম এবং হাদিস বিশারদগণের কথা, যারা বলেন: আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন কথা বলা বন্ধ করেননি (অর্থাৎ তিনি অনাদিকাল থেকেই ইচ্ছানুযায়ী কথা বলেন), যেমনটি ইবনুল মুবারক, আহমাদ বিন হাম্বল এবং সুন্নাহর অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন।" সমাপ্ত।

আমি বলি: মহান আল্লাহর সাথে নতুন বিষয়াবলি (হাওয়াদিস) সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো: সেগুলোর ওপর তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের মাধ্যমে সেগুলো সৃষ্টি করা। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাঁর উক্তি: "এবং তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" যেহেতু তাদের গুনাহ বড় ছিল, তাই তাদের শাস্তিও বড় হয়েছে। ফলে তাদের এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত কঠিন শাস্তি।

তাঁর উক্তি: "বৃদ্ধ ব্যভিচারী" তাকে তুচ্ছ করার জন্য এখানে ক্ষুদ্রতাবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; কারণ তার ক্ষেত্রে গুনাহের তাড়না দুর্বল ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, তাকে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী বিষয় ছিল: পাপাচার ও অশ্লীলতার প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি ভয়ের অভাব। গুনাহের তাড়না দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তা সম্পাদন করা শাস্তিকে আরও কঠোর করে দেয়; পক্ষান্তরে

যুবকের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ কামনার তীব্র তাড়না আল্লাহর প্রতি ভয় থাকা সত্ত্বেও তাকে পরাভূত করতে পারে। এরপর হয়তো সে অনুশোচনা নিয়ে নিজের কাছে ফিরে আসে এবং গুনাহের জন্য নিজেকে তিরস্কার করে, ফলে সে বিরত হয় এবং ফিরে আসে।

একইভাবে অহংকারী অভাবী ব্যক্তি, তার মধ্যে অহংকার করার মতো কোনো চালিকাশক্তি নেই; কারণ অহংকারের কারণ সাধারণত হয় প্রচুর ধন-সম্পদ, নেয়ামত এবং নেতৃত্ব। আর "আয়িল" অর্থ হলো অভাবী, তার অহংকার করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং কোনো কারণ ছাড়াই তার এই অহংকার প্রমাণ করে যে, অহংকার তার প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে এবং তার অন্তরে প্রোথিত রয়েছে। তাই এই নিন্দনীয় স্বভাবের কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও তা করার কারণে তার শাস্তি বড় হয়েছে, যা কিনা অন্যতম বড় গুনাহ।

তাঁর উক্তি: "এবং এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার পণ্য বানিয়ে নিয়েছে" সম্মানীত নামের (আল্লাহর) নসব যোগে পড়ার অর্থ হলো তাঁর নামে কসম করা; সে এটিকে তার পণ্য বানিয়ে নিয়েছে কারণ সে সর্বদা এটি করে এবং এটি তার ওপর প্রবল হয়ে আছে। আর এই আমলগুলো প্রমাণ করে যে, এর কর্তা যদি মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) হয়েও থাকে, তবে তার তাওহীদ দুর্বল এবং তার আমলও দুর্বল। এটি নির্ভর করে তার অন্তরে কী বিদ্যমান এবং তার জিহ্বা ও কাজে সেই সব বড় গুনাহগুলো প্রকাশ পাওয়ার ওপর, অথচ সেগুলোর তাড়না ছিল যৎসামান্য। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহর কাছে এমন সব কাজ থেকে আশ্রয় চাই যা আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন না এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট নন।

তাঁর উক্তি: "এবং সহীহ গ্রন্থে" অর্থাৎ সহীহ মুসলিমে। এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম" শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন।

১. 'আশমাত' শব্দের ক্ষুদ্রতাবাচক রূপ; যার চুলে পক্কতা বা শুভ্রতা দেখা দিয়েছে।

২. বরং তিনি উভয় শব্দেই এটি বর্ণনা করেছেন। "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা" এই বর্ণনাটি সাহাবীগণের মর্যাদাপর্বে রয়েছে। আর "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম" বর্ণনাটি গ্রন্থের বেশ কয়েক জায়গায় রয়েছে।

قوله: "عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم- قال عمران؟ فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السِّن " 1.

قوله: "خير أمتي قرني" لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون، ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء.

"ثم الذين يلونهم" فضّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب.

قوله: " فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ " هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة. الثالث دون الأولين في الفضل، لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم، ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين، وكثرة الأهواء.

فقال: " ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون " لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريرهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم.

قوله: "ويخونون ولا يؤتمنون" يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. "وينذرون ولا يوفون" أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.

قوله: "ويظهر فيهم السمن" لرغبتهم في الدنيا، ونيل شهواتهم والتنعيم بها،
وغفلتهم

1 البخاري: المناقب (3650) ، ومسلم: فضائل الصحابة (2535) ، والترمذي:
الفتن (2221) ، والنسائي: الأيمان والنذور (3809) ، وأبو داود: السنة (4657) ،
وأحمد (440/4، 427/4) .

তাঁর কথা: "ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হলো আমার প্রজন্ম, তারপর যারা তাদের পরবর্তী, তারপর যারা তাদের পরবর্তী—ইমরান বলেন: আমি জানি না তিনি তাঁর প্রজন্মের পর দুইবার না তিনবার উল্লেখ করেছিলেন?—তারপর তোমাদের পরে এমন একদল লোক আসবে যারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য দিতে বলা হবে না, তারা খিয়ানত করবে এবং তাদের আমানতদার মনে করা হবে না, তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না, আর তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে'।" ১।

তাঁর কথা: "'আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হলো আমার প্রজন্ম'—এটি সেই প্রজন্মের লোকদের জ্ঞান, ঈমান এবং সৎকাজের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে, যাতে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে এবং আমলকারীরা পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ফলে সেখানে কল্যাণ জয়ী হয়েছিল এবং এর অনুসারী বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর মন্দ ও মন্দের অনুসারী কমে গিয়েছিল। সেখানে ইসলাম ও ঈমান মর্যাদা লাভ করেছিল এবং জ্ঞান ও আলেমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'তারপর যারা তাদের পরবর্তী'—তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তাদের মাঝে ইসলামের প্রকাশ, ইসলামের দিকে আহ্বানকারী, ইসলামের প্রতি আগ্রহী এবং ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আধিক্যের কারণে। আর তাদের মাঝে যেসব বিদআত প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, গুরুতর মনে করা হয়েছিল এবং দূরীভূত করা হয়েছিল, যেমন খারেজি, কাদারিয়া ও রাফেজিদের বিদআত। এই বিদআতগুলো যদিও প্রকাশ পেয়েছিল, তবে এগুলোর অনুসারীরা চরম লাঞ্ছনা, ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং তাদের মধ্যে যারা একগুঁয়েমি করেছে ও তওবা করেনি তাদের হত্যার শিকার হয়েছিল।

তাঁর কথা: "আমি জানি না তিনি তাঁর প্রজন্মের পর দুইবার না তিনবার উল্লেখ করেছিলেন?"—এটি হাদিস বর্ণনাকারী ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে একটি সংশয়। বর্ণনাসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো: শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম তিনটি; তৃতীয়টি শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে প্রথম দুইটির নিচে, কারণ তাতে বিদআতের আধিক্য ছিল। তবে আলেমদের প্রাচুর্য ছিল, ইসলাম বিজয়ী ছিল এবং জিহাদ চালু ছিল। অতঃপর তিনি তিন প্রজন্মের পর দ্বীনের ক্ষেত্রে যে বিমুখতা এবং প্রবৃত্তির আধিক্য ঘটবে তা উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন: "অতঃপর তোমাদের পরে এমন একদল লোক আসবে যারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য দিতে বলা হবে না"—সাক্ষ্যদানের বিষয়টিকে তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে এবং সত্য অনুসন্ধানের তাদের সদিচ্ছা না থাকার কারণে; আর এটি তাদের দ্বীনদারির স্বল্পতা এবং ইসলামের দুর্বলতার দরুন।

তাঁর কথা: "তারা খিয়ানত করবে এবং তাদের আমানতদার মনে করা হবে না"—এটি প্রমাণ করে যে, তাদের অনেকের বা অধিকাংশের ওপর খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রবল হবে। 'তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না' অর্থাৎ তারা তাদের ওপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা আদায় করবে না। সুতরাং এই নিন্দনীয় কাজগুলোর প্রকাশ তাদের ইসলামের দুর্বলতা এবং ঈমানের অভাব নির্দেশ করে।

তাঁর কথা: "আর তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে"—দুনিয়ার প্রতি তাদের আসক্তি, নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া এবং তাদের উদাসীনতার কারণে।"

১. বুখারি: আল-মানাকিব (৩৬৫০), মুসলিম: ফাদায়িলুস সাহাবা (২৫৩৫), তিরমিজি: আল-ফিতান (২২২১), নাসায়ি: আল-আইমান ওয়ান নুযুর (৩৮০৯), আবু দাউদ: আস-সুন্নাহ (৪৬৫৭), আহমাদ (৪/৪২৭, ৪/৪৪০)।

عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس: " لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم "1. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك

وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته "2.

وقال إبراهيم: " " كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار " .
والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف3.
قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع، وصنفوا في ذلك نظماً ونثراً فنعوذ بالله من موجبات غضبه.

قوله: " وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته "4".

قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداءً؛ لقلّة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر. والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف. فكان الناس على حذر.

قوله: "قال إبراهيم -هو النخعي-: " كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار "

1 البخاري: الفتن (7068) ، والترمذي: الفتن (2206) ، وأحمد (132/3 ، 177/3)

2 البخاري: المناقب (3651) ، ومسلم: فضائل الصحابة (2533) ، والترمذي:
المناقب (3859) ، وابن ماجه: الأحكام (2362) ، وأحمد (1/378 ، 1/417 ،
1/442) .

3 في قرّة العيون: فحدث التفرق والاختلاف في الدين، أو حدث الغلو في أهل البيت
من بني بويه في المشرق، لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور وغلوا في
أربابها، وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين،
ومذهبهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عدة، وكثر الاختلاف والخوض في
أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد
المعروف منكراً والمنكر معروفاً، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.
4 في قرّة العيون: في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك.

পরকাল এবং তার জন্য আমল করা সম্পর্কে। আনাস (রা.)-এর হাদিসে রয়েছে: "মানুষের
ওপর এমন কোনো কাল আসবে না যার পরবর্তী সময়টি তার চেয়ে নিকৃষ্ট হবে না, যতক্ষণ না
তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।" ১। আনাস (রা.) বলেন: আমি এটি তোমাদের
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। অতঃপর উম্মতের মধ্যে মন্দ কাজ বাড়তেই
থাকে, এমনকি শিরক প্রকাশ পায়।

এবং এতে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের লোকরা, তারপর তাদের পরবর্তী লোকরা, তারপর তাদের
পরবর্তী লোকরা, তারপর তাদের পরবর্তী লোকরা। এরপর এমন এক কওম আসবে যাদের
একজনের সাক্ষ্য তার কসমের আগে আসবে এবং তার কসম তার সাক্ষ্যের আগে আসবে।"
২।

এবং ইব্রাহিম বলেন: "আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন তারা (আমাদের অভিভাবকরা)
আমাদের সাক্ষ্য ও অঙ্গীকারের বিষয়ে প্রহার করতেন।"

আর তাদের অনেকের মধ্যেই বিদআত ছেয়ে গেছে, এমনকি যারা ইলমের সাথে সম্পর্কিত
এবং শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনায় নেতৃস্থানীয় তাদের মধ্যেও। ৩।

আমি বলি: বরং তারা শিরক, পথভ্রষ্টতা এবং বিদআতের দিকে আহ্বান করেছে এবং এ বিষয়ে কাব্য ও গদ্যে কিতাব রচনা করেছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর ক্রোধের কারণসমূহ থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাঁর বক্তব্য: "এবং এতে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের লোকরা, তারপর তাদের পরবর্তী লোকরা, তারপর তাদের পরবর্তী লোকরা, এরপর এমন এক কওম আসবে যাদের একজনের সাক্ষ্য তার কসমের আগে আসবে এবং তার কসম তার সাক্ষ্যের আগে আসবে।' ৪।"

আমি বলি: এটি সেই ব্যক্তির অবস্থা যে নিজের আগ্রহকে দুনিয়ার দিকে নিবিষ্ট করেছে এবং পরকাল ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহর প্রতি ভীতি কম থাকার কারণে এবং এ বিষয়ে ভ্রমশ্রম না করার দরুন সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। আর অধিকাংশের ক্ষেত্রে এটিই প্রবল। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়। যদি এটি ইসলামের প্রথম যুগেই ঘটে থাকে, তবে তার পরবর্তী সময়ে তো এর বহুগুণ বেশি ঘটবে। তাই মানুষ সতর্ক ছিল। তাঁর বক্তব্য: "ইব্রাহিম—যিনি আন-নাখয়ী—বলেন: 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন তারা আমাদের সাক্ষ্য ও অঙ্গীকারের বিষয়ে প্রহার করতেন'।"

১ বুখারি: ফিতনা (৭০৬৮), তিরমিজি: ফিতনা (২২০৬), আহমাদ (৩/১৩২, ৩/১৭৭)।

২ বুখারি: মানাকিব (৩৬৫১), মুসলিম: সাহাবীগণের মর্যাদা (২৫৩৩), তিরমিজি: মানাকিব (৩৮৫৯), ইবনে মাজাহ: আহকাম (২৩৬২), আহমাদ (১/৩৭৮, ১/৪১৭, ১/৪৪২)।

৩ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: ফলে দ্বীনের মধ্যে বিভেদ ও মতভেদ সৃষ্টি হলো, অথবা প্রাচ্যে বনী বুওয়াইহদের শাসনামলে আহলে বায়তদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন দেখা দিল; তারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করল এবং কবরের অধিবাসীদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করল। কারামিতা রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করল এবং তাদের মধ্যে কুফর ও দ্বীনি বিধানের নাস্তিকতা প্রকাশ পেল। তাদের মাযহাব সুপরিচিত। তাদের মধ্যে এমন সব বিদআত দেখা দিল যা গণনা করা দীর্ঘ বিষয়। দ্বীনের মূলনীতি নিয়ে বিতর্ক ও অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেল। তবে আহলে সুন্নাহ সর্বদা হকের ওপর অটল ছিলেন, কিন্তু বিদআত ও কুপ্রবৃত্তি এতই বেড়ে গেল যে শেষ পর্যন্ত সুপরিচিত নেক কাজ অপছন্দনীয় হয়ে গেল এবং অপছন্দনীয় মন্দ কাজ সুপরিচিত প্রথা পরিণত হলো। এর ওপরই ছোটরা বেড়ে উঠল এবং বড়রা বার্ষিক্যে উপনীত হলো।

৪ কুররাতুল উয়ুন-এ রয়েছে: এই হাদিসে প্রমাণিত হয় যে সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে তিনটি—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(ص: 493)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وذلك لكثرة علم التابعين، وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم، وقيامهم بوظيفة فيه مسائل:

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة.

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.

السادسة: ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث.

السابعة: أن الذين يشهدون ولا يستشهدون.

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به.

وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل

الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

আর এটি তাবেয়ীদের ইলমের প্রাচুর্য, তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা, তাঁদের প্রতিপালক সম্পর্কে তাঁদের মারিফাত (পরিচয়) এবং তাঁদের দায়িত্ব পালনের আধিক্যের কারণে।

এতে বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: শপথসমূহ হিফায়ত বা রক্ষার নির্দেশ।

দ্বিতীয়: এই সংবাদ প্রদান যে, কসম পণ্যের কাটতি বাড়ালেও তা বরকত মিটিয়ে দেয়।
তৃতীয়: সেই ব্যক্তির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি, যে কসম করা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করে না।
চতুর্থ: এই বিষয়ের প্রতি সতর্কীকরণ যে, প্ররোচনা কম থাকা সত্ত্বেও গুনাহ বড় হয়ে থাকে।
পঞ্চম: তাদের নিন্দা যারা কসম করতে বলা ছাড়াই কসম করে।
ষষ্ঠ: তিন বা চার প্রজন্মের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা এবং পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।
সপ্তম: যারা সাক্ষ্য দিতে বলা ছাড়াই সাক্ষ্য দেয়।
অষ্টম: সালাফগণ সাক্ষ্য প্রদান ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে ছোটদের প্রহার করতেন।
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ; কেননা এটি সর্বোত্তম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর মধ্যে ছোটদেরকে তাদের প্রতিপালকের আনুগত্যের ওপর অভ্যস্ত করা এবং যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে তাদের বারণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

(ص: 493) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: "ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
وقوله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} 1.

قوله: "باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} الآية".
قال العباد ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق،
والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} .

ولا تعارض بين هذا وقوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} 2، وبين قوله: {ذَلِكَ
كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا

1 سورة النحل آية: 91.

2 سورة البقرة آية: 224.

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর জিম্মা এবং তাঁর নবীর জিম্মা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে
এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা অঙ্গীকার করো
এবং তোমরা শপথগুলো সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের
উপর জামিনদার করেছ} ১।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর জিম্মা এবং তাঁর রাসূলের জিম্মা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং
মহান আল্লাহর বাণী: {আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন তোমরা অঙ্গীকার করো এবং
তোমরা শপথগুলো সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের উপর
জামিনদার করেছ} আয়াতটি"।

আল-ইমাদ ইবনে কাসীর বলেন: এটি আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত আদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর তা
হলো অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং সুদৃঢ় শপথসমূহ রক্ষা করা। একারণেই তিনি
বলেছেন: {আর তোমরা শপথগুলো সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না}। এর সাথে তাঁর এই
বাণীর কোনো বৈপরীত্য নেই: {আর তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহকে প্রতিবন্ধক
বানিও না} ২, এবং তাঁর এই বাণীর মাঝে: {এটি তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা
শপথ করবে, আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো...

১ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৯১।

২ সূরা আল-বাকারা আয়াত: ২২৪।

أَيُّمَانَكُمْ} 1 أي لا تتركوها بلا تكفير. وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إني والله" -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها - وفي رواية -: وكفرت عن يميني " 2. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة " 3. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} 4 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها.

قوله: "عن بريدة" هو ابن الحصيب الأسلمي. وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم.

قوله: "قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى " فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربع مائة ونحوها. والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاز عما نهى عنه.

اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال-: فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف

قوله: "ومن معه من المسلمين خيرا" أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا: من الرفق بهم، والإحسان إليهم، وخفض الجناح لهم، وترك التعاضم عليهم.
 قوله: "اغزوا باسم الله" هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له.
 قلت: فتكون الباء في "بسم الله" هنا للاستعانة والتوكل على الله.
 قوله: "قاتلوا من كفر بالله" هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. وقد

1 سورة المائدة آية: 89.

2 البخاري: كفارات الأيمان (6721)، ومسلم: الأيمان (1649)، وابن ماجه: الكفارات (2107)، وأحمد (401/4).

3 مسلم: فضائل الصحابة (2530)، وأبو داود: الفرائض (2925)، وأحمد (83/4).

4 سورة النحل آية: 91.

{তোমাদের শপথগুলো} ১ অর্থাৎ তোমরা তা কাফফারা প্রদান করা ব্যতীত ছেড়ে দিও না। আর সহীহাইন-এ বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই: "আল্লাহর কসম -ইনশাআল্লাহ- আমি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখি, তবে আমি যা উত্তম তাই করি এবং আমার শপথ ভঙ্গ করার জন্য কাফফারা দিয়ে দেই" - অন্য বর্ণনায় এসেছে: "এবং আমার শপথের জন্য কাফফারা আদায় করি" ২। এই সবকিছুর সাথে এখানে উল্লিখিত আয়াতের কোনো বিরোধ নেই, আর তা হলো {আর তোমরা সুদৃঢ় করার পর শপথগুলো ভঙ্গ করো না}; কারণ এই শপথগুলো দ্বারা ওইসব শপথকে বোঝানো হয়েছে যা অঙ্গীকার ও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, ওইসব শপথ নয় যা কেবল কোনো কাজ করতে উৎসাহিত করতে বা বিরত রাখতে করা হয়। এই কারণেই মুজাহিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: এর অর্থ হলো জাহেলী যুগের অঙ্গীকার। এর সমর্থনে ইমাম আহমাদ জুবায়ের বিন মুতঈম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইসলামে (জাহেলী কায়দার) কোনো চুক্তি নেই; আর জাহেলী

যুগে যে চুক্তি ছিল ইসলাম তার গুরুত্বকে কেবল বৃদ্ধিই করেছে" ৩। অনুরূপভাবে মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো ইসলাম আসার পর জাহেলী যুগের লোকদের করা সেই চুক্তির আর প্রয়োজন নেই; কারণ ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরাই তাদের পূর্বতন রীতিনীতির বিপরীতে যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলার বাণী: {নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো} ৪ এটি শপথ সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গকারীদের জন্য এক প্রকার হুমকি ও ধমকি।

তাঁর বক্তব্য: "বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত" তিনি হলেন ইবনুল হুসাইব আল-আসলামী। এই হাদীসটি তাঁর পুত্র সুলাইমান তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথা 'আল-মুফহিম' গ্রন্থে বলা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বড় বাহিনী বা ছোট সেনাদলের ওপর কোনো সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিতেন।" এতে ফিকহ শাস্ত্রের সেনাপতি নিয়োগ ও তাদের উপদেশ প্রদানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

হারবী বলেন: 'সারিয়্যাহ' বা ছোট সেনাদল হলো: ওই অশ্বারোহী বাহিনী যাদের সংখ্যা চারশত বা এর কাছাকাছি হয়। আর 'জাইশ' বা বড় বাহিনী হলো যার সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হয়। আর আল্লাহর তাকওয়া হলো: তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। আমি (গ্রন্থকার) বলি: আর তা আল্লাহর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

তোমরা যুদ্ধ করো এবং গণীমতের মালে খেয়ানত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না। যখন তুমি মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমার শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করো—সেগুলোর মধ্যে তারা যেটিই গ্রহণ করবে তুমি তা মেনে নাও এবং তাদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকো।

তাঁর বক্তব্য: "এবং তাঁর সাথে থাকা মুসলিমদের সাথে কল্যাণকামী হওয়ার (উপদেশ দিলেন)" অর্থাৎ তিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন যেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন: যেমন তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের সাথে ইহসান করা, তাদের সাথে বিনয়ী থাকা এবং তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির না করা।

তাঁর বক্তব্য: "আল্লাহর নামে যুদ্ধ শুরু করো" এর অর্থ হলো—তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে যুদ্ধের কাজ শুরু করো। আমি (গ্রন্থকার) বলি: এখানে "বিসমিল্লাহ" বা আল্লাহর নামে—এর 'বা' বর্ণটি সাহায্য প্রার্থনা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াঙ্কুল বা ভরসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য: "যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো" এই সাধারণ হুকুমটি যুদ্ধরত সকল কাফির ও অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে। আর অবশ্যই...

১ সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত: ৮৯।

২ আল-বুখারী: শপথের কাফফারা (৬৭২১), মুসলিম: শপথ (১৬৪৯), ইবনে মাজাহ: কাফফারা (২১০৭), আহমাদ (৪/৪০১)।

৩ মুসলিম: সাহাবীদের মর্যাদা (২৫৩০), আবু দাউদ: মিরাস (২৯২৫), আহমাদ (৪/৮৩)।

৪ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৯১।

(ص: 495)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلاً به: "ولا تقتلوا وليداً". وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالباً. وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد.

قوله: "ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا". الغلول: الأخذ من الغنينة من غير قسمتها. والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل، كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، وفي كراهية المثلة. قوله: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال -أو خصال-". الرواية بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى خلال والخصال واحد.

قوله: " فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ". قيدناه عن يوثق بعلمه وتقيدته بنصب "أيتهن" على أن يعمل فيها "أجابوك" لا على إسقاط حرف الجر. و "ما" زائدة. ويكون تقدير الكلام: فألى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: جئتكَ إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر. قلت: فيكون في ناصب "أيتهن" وجهان: ذكرهما الشارح. الأول: منصوب على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض.

عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفبيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فأسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قوله: "ثم ادعهم إلى الإسلام" كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. "ثم ادعهم" بزيادة "ثم" والصواب إسقاطها. كما روي في غير كتاب مسلم، كمصنف أبي داود، وكتاب الأموال لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله: "ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين" يعني المدينة. وكان في أول

তাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সাথে চুক্তি রয়েছে, এবং সন্ন্যাসী, নারী ও যারা সাবালক হয়নি তাদের কথা। এর সাথে সম্পৃক্ত করে তিনি বলেছেন: "আর তোমরা কোনো শিশুকে হত্যা করো না।" সন্ন্যাসী ও নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ সাধারণত তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বা যুদ্ধের পরিকল্পনা থাকে, তবে তাদের হত্যা করা হবে। আমি বলি: তেমনভাবে শিশু ও সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাঁর বাণী: "তোমরা খিয়ানত করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না এবং মৃতদেহ বিকৃত করো না।" গুলুল বা খিয়ানত হলো: বণ্টনের আগেই গনীমতের মাল থেকে কিছু গ্রহণ করা। গদর বা

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো: অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা। আর এখানে তামসিল বা বিকৃত করা বলতে বোঝানো হয়েছে: নিহত ব্যক্তিকে বীভৎস করা, যেমন তার নাক ও কান কেটে ফেলা এবং তাকে নিয়ে উপহাস করা। গুলুল এবং গদর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই, এবং অঙ্গ বিকৃতি মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারেও কোনো দ্বিমত নেই।

তাঁর বাণী: "যখন তুমি মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমার শত্রুর মোকাবিলা করবে, তখন তাদের তিনটি বিষয়ের—অথবা গুণের—দিকে আহ্বান জানাও।" এখানে বর্ণনায় শব্দের বিষয়ে যে সন্দেহ দেখা যাচ্ছে, তা কোনো কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে। খিলাল এবং খিসাল উভয় শব্দের অর্থ একই।

তাঁর বাণী: "তারা এগুলোর মধ্যে যেটিতেই সাড়া দিক, তা তাদের থেকে কবুল করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো।" আমরা এটি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করেছি যার জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখা যায়, তিনি "আইয়্যাতুহুন্না" শব্দটিকে যবর (নাসাব) দিয়ে পড়েছেন এই যুক্তিতে যে, "আজাবুক" শব্দটি এর ওপর আমল করবে, কোনো অব্যয় বিলুপ্ত হওয়ার কারণে নয়। আর এখানে "মা" শব্দটি অতিরিক্ত। বাক্যের মর্মার্থ হবে: তারা যেটির প্রতিই সাড়া দিক না কেন, তা তাদের থেকে গ্রহণ করো। যেমন আপনি বলেন: আমি তোমার কাছে এই বিষয়ে বা ঐ বিষয়ে এসেছি, যেখানে দ্বিতীয় বিষয়টি অব্যয় যোগে যুক্ত হয়।

আমি বলি: "আইয়্যাতুহুন্না" শব্দটিকে যবর বা নাসাব প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে যা ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন। প্রথমত: ইশতিগালের ভিত্তিতে মানসুব হওয়া। দ্বিতীয়ত: অব্যয় বা হরফে জার বিলুপ্ত হওয়ার (নাযউল খাফিজ) কারণে।

তাদের থেকে, অতঃপর তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও। যদি তারা সাড়া দেয় তবে তা কবুল করো। অতঃপর তাদের নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে মুহাজিরদের আবাসভূমির দিকে চলে আসার আহ্বান জানাও। তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা যদি তা করে তবে মুহাজিরদের জন্য যা অধিকার রয়েছে তাদের জন্যও তা থাকবে এবং মুহাজিরদের ওপর যা দায়িত্ব রয়েছে তাদের ওপরও তা থাকবে। যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দাও যে তারা মুসলিম মরুবাসীদের মতো গণ্য হবে, তাদের ওপর মহান আল্লাহর বিধান জারি হবে। তবে তারা গনীমত এবং ফাই-এর মাল থেকে কিছুই পাবে না যতক্ষণ না তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদের কাছে জিজয়া দাবি করো। যদি তারা তাতে সাড়া দেয় তবে তা কবুল করো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। আর যদি তারা অস্বীকার করে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করো। তাঁর বাণী: "অতঃপর তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও"—ইমাম মুসলিমের কিতাবের সকল কপিতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। "অতঃপর তাদের দাওয়াত দাও" বাক্যে "অতঃপর" শব্দটি অতিরিক্ত এবং সঠিক হলো এটি বাদ দেওয়া। যেমনটি ইমাম মুসলিমের কিতাব ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যেমন আবু দাউদের মুসান্নাফ এবং আবু উবাইদের কিতাবুল আমওয়াল; কারণ এখান থেকেই তিনটি গুণের ব্যাখ্যার সূচনা হয়েছে। এবং তাঁর বাণী: "অতঃপর তাদের মুহাজিরদের আবাসভূমির দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানাও" অর্থাৎ মদীনা। আর এটি ছিল ইসলামের শুরুর দিকে।

(ص: 496)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم 1. قوله: "فإن أبوا أن يتحولوا" يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يُعطى من الخمس ولا من الفياء شيئاً. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب، فلم ير لهم من الفياء شيئاً، وإنما لهم الصدقة البأخوذة من أغنيائهم فتد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده؛ ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين البالين، وجوزا صرفهما للضعيف. قوله: "فإن هم أبوا فأسألهم الجزية". فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو غيره؛ كتابياً كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء. وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه،

وتؤخذ من المجوس. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. وقال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " 2.

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون

1 في قرّة العيون: وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص عليه الفقهاء في كتبهم اهـ. يعني إذا غلبت المعاصي وأهلها ولم يقدر ولا يجد سبيلاً للإنكار عليهم. أما إذا وجد السبيل لإقامة الحجة، فإن بقاءه يكون واجباً لتبليغ الدين خصوصاً إذا كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، ويوجد من يسمع له ويصغي إليه وينتفع بدعوته. والله الموفق.

2 الترمذي: الطلاق (1184) ، وأبو داود: الطلاق (2194) ، وابن ماجه: الطلاق (2039) . رواه مالك في الموطأ (1/ 278) في الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. وله شواهد تقويه، وراجع جامع الأصول (2/ 660 ، 661) بتحقيق الأرنؤوط.

ইসলামে প্রবেশকারী প্রত্যেকের জন্য মদিনায় হিজরত ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ, এবং এটি নির্দেশ করে যে মক্কাবাসী এবং অন্যদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর হিজরত ওয়াজিব ১।

তাঁর বাণী: "যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে" এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু হিজরত করেনি এবং জিহাদ করেনি, তাকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বা ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) থেকে কিছুই দেওয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) গ্রাম্য আরবদের (বেদুইন) ক্ষেত্রে এই হাদিসটি গ্রহণ করেছেন; তাই তিনি তাদের জন্য ফায় থেকে কোনো অংশ সাব্যস্ত করেননি। বরং তাদের জন্য কেবল সেই সদকা (যাকাত) বরাদ্দ যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি তাঁর মতে

জিহাদকারী এবং মুসলিম সৈন্যদের সদকায় কোনো অধিকার নেই; প্রতিটি সম্পদের ব্যয়খাত তার নির্দিষ্ট হকদারদের জন্য নির্ধারিত। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) উভয় প্রকার সম্পদের মাঝে সমতা বিধান করেছেন এবং দুর্বলদের জন্য উভয়টি ব্যয় করা বৈধ করেছেন।

তাঁর বাণী: "যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিজিয়া দাবি করো"। এতে ইমাম মালিক, তাঁর অনুসারীগণ এবং আওজায়ীর জন্য দলিল রয়েছে যে, প্রত্যেক কাফিরের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে: সে আরব হোক বা অনারব; আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ। ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এই মত পোষণ করেছেন যে, আরবের মুশরিক এবং তাদের মাজুস (অগ্নিউপাসক) ব্যতীত সকলের কাছ থেকে জিজিয়া নেওয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: কেবল আহলে কিতাবদের থেকেই তা নেওয়া হবে, তারা আরব হোক বা অনারব। ইমাম আহমদের মাযহাবের প্রকাশ্য মতও এটিই, তবে মাজুসদের থেকেও নেওয়া হবে। আমি বলছি: কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন: "তাদের সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় আচরণ করো" ২।

জিজিয়ার নির্ধারিত পরিমাণ নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন: ইমাম মালিক বলেছেন: স্বর্ণ ব্যবহারকারীদের ওপর চার দিনার এবং রৌপ্য ব্যবহারকারীদের ওপর চল্লিশ দিরহাম। আর দুর্বল বা অভাবী ব্যক্তির থেকে কি তা কমানো হবে কি না? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সবার ওপর এক দিনার। ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এবং কুফাবাসীগণ বলেছেন: ধনীর ওপর আটচল্লিশ

১ 'কুররাতুল উয়ুন'-এ রয়েছে: অনুরূপভাবে যখন কোনো জনপদে পাপাচার প্রকাশ পায়। ফকিহগণ তাঁদের কিতাবসমূহে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন (সংক্ষেপিত)। অর্থাৎ যখন পাপাচার ও পাপাচারীরা প্রবল হয়ে ওঠে এবং সেগুলোর প্রতিবাদ করার সামর্থ্য বা কোনো পথ না থাকে। তবে যদি হুজ্জত (প্রমাণ) কায়েম করার সুযোগ থাকে, তবে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করা ওয়াজিব হবে; বিশেষ করে যদি সে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং এমন লোক পায় যারা তার কথা শুনবে, মনোযোগ দিবে এবং তার দাওয়াত দ্বারা উপকৃত হবে। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

২ তিরমিজি: তালাক (১১৮৪), আবু দাউদ: তালাক (২১৯৪), ইবনে মাজাহ: তালাক (২০৩৯)। ইমাম মালিক এটি মুয়াত্তায় (১/২৭৮) যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: 'আহলে কিতাব ও

মাজুসদের জিজিয়া' পরিচ্ছেদ। এর শক্তিশালী করার মতো আরও সাক্ষী রয়েছে; দেখুন জামিউল উসুল (২/৬৬০, ৬৬১), আরনাউতের তাহকীক।

(ص: 497)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

درهماً، والوسط أربعة وعشرون درهماً. والفقير اثنا عشر درهماً. وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله:

وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجر... وس فإن هم سلبوا الجزية أصدد

على الأدون اثني عشر درهماً افرضن... وأربعة من بعد عشرين زيد

لأوسطهم حالاً ومن كان موسراً... ثمانية مع أربعين لتنقد

وتسقط عن صبيانهم ونسائهم... وشيخ لهم فان وأعنى ومقعد

وذو الفقر والمجنون أو عبد مسلم... ومن وجبت منهم عليه فيهتدي

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما

تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد

المسلمين أو حربهم..

قوله: "وإذا حاصرت أهل حصن" الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء

وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك

وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد

حكم حكماً معيناً في المجتهديات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو

المخطئ.

لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟" 1. رواه مسلم.

فيه مسائل:

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً.

الثالثة: قوله: "اغزوا بسم الله في سبيل الله".

الرابعة: قوله: "قاتلوا من كفر بالله".

الخامسة: قوله: "استعن بالله وقاتلهم".

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.

قوله: " " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه " .

الحديث". الذمة العهد، وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده،

وخفرتة أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كجملة

الأعراب. فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من

نقض عهد الله تعالى. والله أعلم.

قوله: "وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال 2 ذكر فيه أن مذهب مالك

يجمع

1 مسلم: الجهاد والسير (1731) ، والترمذي: الديات (1408) والسير (1617) ،

وأبو داود: الجهاد (2613) ، وابن ماجه: الجهاد (2858) ، وأحمد (358/5) ،

والدارمي: السير (2439) .

2 ليس في نسخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحذر.

দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্য চব্বিশ দিরহাম এবং দরিদ্রের জন্য বারো দিরহাম। এটি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত।

ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ আস-সারসারী আল-হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

ইয়াহুদি, নাসারা এবং মাজুসি সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করো ... যদি তারা জিজয়া প্রদান করে তবে বিরত থাকো।

নিম্নবিত্তের ওপর বারো দিরহাম ধার্য করো ... আর বিশের পর আরও চার (চব্বিশ) বৃদ্ধি করো।

তাদের মধ্যবিত্তদের অবস্থার জন্য, আর যে সচ্ছল ... তার থেকে আটচল্লিশ দিরহাম নগদ আদায় করো।

তাদের শিশু ও নারীদের ওপর থেকে এটি রহিত হবে ... এবং তাদের অতি বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গুদের থেকেও।

দরিদ্র, উন্মাদ বা মুসলিম দাস ... আর যাদের ওপর এটি ওয়াজিব হয়েছে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

ইমাম মালিক এবং অধিকাংশ আলেমদের মতে, এটি কেবল স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন পুরুষদের ওপর প্রযোজ্য, অন্যদের ওপর নয়। এটি কেবল তাদের থেকেই নেওয়া হবে যারা মুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন, যারা দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাদের থেকে নয়। তাদের মুসলিম ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক।

তাঁর উক্তি: "যখন তুমি কোনো দুর্গের অধিবাসীদের ঘেরাও করবে"—এই বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত সেই সকল ফকিহ ও উসুলবিদদের জন্য দলিল যারা বলেন: ইজতিহাদমূলক বিষয়ে সত্যে উপনীত ব্যক্তি কেবল একজনই হন। এটি ইমাম মালিক ও অন্যদের পরিচিত মাযহাব। এর মাধ্যমে দলিলের দিকটি হলো, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট বিধান রেখেছেন; সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে সে সত্যে উপনীত, আর যে করবে না সে ভুলকারী।

তাদের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর নবীর নিরাপত্তা রয়েছে; কিন্তু তোমরা তাদের জন্য তোমাদের নিরাপত্তা এবং তোমাদের সাথীদের নিরাপত্তা নির্ধারণ করো। কেননা তোমাদের ও তোমাদের সাথীদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করা আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর নবীর নিরাপত্তা ভঙ্গ করার চেয়ে হালকা বিষয়। আর যখন তুমি কোনো দুর্গের অধিবাসীদের ঘেরাও করবে এবং তারা চাইবে যে তুমি তাদের আল্লাহর ফয়সালার ওপর চুক্তিবদ্ধ করো, তবে তুমি তাদের আল্লাহর ফয়সালার ওপর চুক্তিবদ্ধ করো না, বরং তোমার ফয়সালার ওপর চুক্তিবদ্ধ করো। কেননা তুমি

জানো না যে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাটি তুমি সঠিকভাবে করতে পারবে কি না? ১. মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: আল্লাহর জিদ্দাদারি, তাঁর নবীর জিদ্দাদারি এবং মুসলিমদের জিদ্দাদারির মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয়ত: দুটি আশঙ্কাজনক বিষয়ের মধ্যে যেটি কম ঝুঁকিপূর্ণ সেটির প্রতি নির্দেশনা।

তৃতীয়ত: তাঁর বাণী: "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো।"

চতুর্থত: তাঁর বাণী: "যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

পঞ্চমত: তাঁর বাণী: "আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

ষষ্ঠত: আল্লাহর বিধান এবং আলেমদের বিধানের মধ্যে পার্থক্য।

তাঁর বাণী: "যখন তুমি কোনো দুর্গের অধিবাসীদের ঘেরাও করবে এবং তারা চাইবে যে তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও তাঁর নবীর নিরাপত্তা নির্ধারণ করো..." হাদিস। 'জিদ্দাহ' অর্থ অঙ্গীকার বা নিরাপত্তা। আর 'তাখফার' অর্থ ভঙ্গ করা। বলা হয়ে থাকে, 'আখফারতু আর-রাজুল' যখন তুমি কারো অঙ্গীকার ভঙ্গ করো; আর 'খাফারতুল' অর্থ তাকে নিরাপত্তা দান করা। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূরণের গুরুত্ব জানে না—যেমন বেদুঈনরা—তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করার আশঙ্কা রয়েছে। যেন তিনি বলছেন: যদি কোনো সীমালঙ্ঘনকারীর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়ার ঘটনা ঘটে, তবে সৃষ্টির অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চেয়ে হালকা বিষয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাঁর বাণী: "নাফে'র উক্তি, যখন তাকে যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল" ২। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইমাম মালিকের মাযহাব বিষয়গুলোকে একত্রিত করে...

১. মুসলিম: জিহাদ ও সিয়ার (১৭৩১), তিরমিযী: দিয়াত (১৪০৮) ও সিয়ার (১৬১৭), আবু দাউদ: জিহাদ (২৬১৩), ইবনে মাজাহ: জিহাদ (২৮৫৮), আহমাদ (৫/৩৫৮), দারেমি: সিয়ার (২৪৩৯)।

২. আমাদের হাতে থাকা মূল পাঠের পাণ্ডুলিপিগুলোতে নাফে'র এই উক্তিটি নেই, সুতরাং এটি যাচাই করা প্রয়োজন।

بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوْا، ولا تلتبس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتبس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.

أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا. والله أعلم.

যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াতের বিষয়ে হাদিসসমূহের মধ্যকার আলোচনা। তিনি বলেন: আর তা হলো ইমাম মালিক বলেছেন: কাফিরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার আগে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না এবং তাদের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ নেওয়া হবে না, যদি না তাদের কাছে ইতিপূর্বেই দাওয়াত পৌঁছে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের অসতর্ক অবস্থার সুযোগ নেওয়া বৈধ। আর মালিক যে মতটি গ্রহণ করেছেন সেটিই সঠিক; কারণ দাওয়াতের উপকারিতা হলো শত্রু যেন জানতে পারে যে, মুসলিমরা দুনিয়া বা গোত্রীয় আভিজাত্যের জন্য যুদ্ধ করে না, বরং তারা কেবল দ্বীনের জন্যই যুদ্ধ করে। যখন তারা এ বিষয়টি জানবে

সপ্তম: প্রয়োজনের সময় সাহাবীর এমন কোনো ফায়সালা করা যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে তা আল্লাহর বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না।

তবে সম্ভবত এটি তাদের সত্যের প্রতি অনুগত হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে তারা যদি মুসলিমদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তারা মনে করতে পারে যে তারা রাজত্ব ও দুনিয়ার মোহে যুদ্ধ করছে, ফলে তাদের ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাবে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

باب: " ما جاء في الإقسام على الله "

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك " 1. رواه مسلم.

قوله: "باب ما جاء في الإقسام على الله".

ذكر المصنف فيه حديث "جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك ". رواه مسلم."

1 440- مسلم: كتاب البر والصلة (2621) (137): باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى.

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামে কসম করার বিবরণ

জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এক ব্যক্তি বলল: আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বললেন: সে কে, যে আমার নামে কসম খেয়ে বলছে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।" ১। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তাঁর উক্তি: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর নামে কসম করার বিবরণ"।

গ্রন্থকার এতে জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এক ব্যক্তি বলল: আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুক

ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বললেন: সে কে, যে আমার নামে কসম খেয়ে বলছে যে আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার আমলকে নিষ্ফল করে দিয়েছি।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১৪৪০- মুসলিম: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ (২৬২১) (১৩৭) : আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে মানুষকে নিরাশ করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

(ص: 499)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

قوله: "يتألى" أي يحلف. والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة- وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار- قال: " دخلت مسجد المدينة فننادني شيخ قال: يا يمامي، تعال، وما أعرفه؛ قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه، قال: فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال: اقصر، فقال: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا، فقبض أرواحهما، فاجتبعاه عنده؛ فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب، قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ". ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: " كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب،

والآخر مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي أبعث عليّ رقيباً؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقبضت أرواحهما، فاجتمعاً عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار ".
قوله: " وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد " يشير إلى قوله في هذا الحديث: "أحدهما مجتهد في العبادة". وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: " قلت: يا رسول الله، وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك

1 حسن: البغوي في شرح السنة (4187) من طريق عكرمة بن عمار عن ضمير بن جوس عن أبي هريرة، وحسن إسناده الأرناؤوط في تخريجه لشرح السنة هناك. وأبو داود كتاب الأدب (4901) : باب في النهي عن البغي وأخرجه أيضاً أحمد (2/ 323 ، 363) .

তাঁর উক্তি: "ইতাআল্লা" অর্থাৎ সে কসম করে। আর "আল-আলিয়াহ" শব্দটি তাশদীদসহ যার অর্থ কসম। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস হতে এটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম বাগাউয়ী 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ইকরিমা বিন আম্মার থেকে বর্ণিত সনদে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "আমি মদীনার মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন এক বৃদ্ধ লোক আমাকে ডেকে বললেন: হে ইয়ামামী, এদিকে আসো। আমি তাকে চিনতাম না। তিনি বললেন: তুমি কখনো কোনো ব্যক্তিকে বলো না যে, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।' আমি বললাম: আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন, আপনি কে? তিনি বললেন: আবু হুরায়রা। আমি বললাম: নিশ্চয়ই এটি এমন একটি কথা যা আমাদের কেউ তার পরিবারের কারো সাথে রাগান্বিত হলে অথবা তার স্ত্রী বা সেবককে বলে থাকে। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি ছিল যারা একে অপরকে ভালোবাসত। তাদের একজন ইবাদতে

খুব পরিশ্রমী ছিল এবং অন্যজন যেন পাপী ছিল। পরিশ্রমী ব্যক্তিটি তাকে বলতে লাগল: তুমি যা করছো তা থেকে বিরত হও। সে (পাপী ব্যক্তিটি) বলল: আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও। একদিন সে তাকে একটি বড় পাপে লিপ্ত দেখতে পেল এবং বলল: বিরত হও। সে বলল: আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও, তুমি কি আমার ওপর পাহারাদার হিসেবে প্রেরিত হয়েছে? তখন সে বলল: আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। বর্ণনাকারী বলেন: আল্লাহ তাদের উভয়ের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন এবং তাদের প্রাণ হরণ করলেন। অতঃপর তারা তাঁর নিকট একত্রিত হলো। তিনি পাপী ব্যক্তিকে বললেন: আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর অন্যজনকে বললেন: তুমি কি আমার বান্দার ওপর আমার রহমতকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখো? সে বলল: না, হে আমার রব। তিনি বললেন: একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে এমন একটি কথা বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস করে দিয়েছে।" আবু দাউদ তাঁর সুনানে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাঁর শব্দগুলো হলো: "বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ছিল। তাদের একজন পাপ করত এবং অন্যজন ইবাদতে পরিশ্রমী ছিল। ইবাদতকারী ব্যক্তি সবসময় অন্যজনকে পাপে লিপ্ত দেখতে পেত এবং বলত: বিরত হও। একদিন সে তাকে একটি পাপে লিপ্ত দেখতে পেয়ে বলল: বিরত হও। সে বলল: আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও, তুমি কি আমার ওপর পাহারাদার হিসেবে প্রেরিত হয়েছে? সে বলল: আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর তাদের প্রাণ হরণ করা হলো এবং তারা রাব্বুল আলামীনের নিকট একত্রিত হলো। তিনি এই ইবাদতকারীকে বললেন: তুমি কি আমার সম্পর্কে অবগত ছিলে? নাকি আমার হাতে যা রয়েছে তার ওপর তোমার ক্ষমতা ছিল? অতঃপর তিনি পাপী ব্যক্তিকে বললেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। আর অন্যজনকে বললেন: একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।"

তাঁর উক্তি: "এবং আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কথাটি বলা ব্যক্তি একজন ইবাদতকারী ছিল" এটি এই হাদীসের সেই উক্তির দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে বলা হয়েছে: "তাদের একজন ইবাদতে পরিশ্রমী ছিল।" আর এই হাদীসসমূহে জিহ্বার বিপদের বর্ণনা রয়েছে, যা কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়, যেমনটি মুআয

রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে এসেছে: "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যা বলি সে কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারাক

১ হাসান: বাগাউয়ী শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৪১৮৭), ইকরিমা বিন আম্মার হতে যমযম বিন জাওস এর সূত্রে, আবু হুরায়রা থেকে। আর আরনাউত শারহুস সুন্নাহ-এর তাহকীকে এর সনদকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ কিতাবুল আদব (৪৯০১): যুলুমের নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়। এটি ইমাম আহমাদও বর্ণনা করেছেন (২/৩২৩, ৩৬৩)।

(ص: 500)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

أَمْكَ يَا مَعَاذُ، وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا
حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " 1 2. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فِيهِ مَسَائِلُ:
الأولى: التحذير من التألي على الله.
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شِرَاك نَعْلِهِ.
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
الرابعة: فيه شاهد لقوله: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ" إلخ.
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.

1 صحيح: رواه أحمد (5/ 231 ، 237) . والترمذي: كتاب الإيمان (2616) : باب ما
جاء في حرمة الصلاة. وابن ماجه: كتاب الفتن (3973) : باب كف اللسان في الفتنة.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5012) .

2 رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي قرة العيون:
وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ
ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه".

"হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে হারাক! মানুষের জিহ্বার উপার্জিত ফসল ছাড়া আর কি কোনো
কিছু তাদেরকে উপুড় করে—অথবা তিনি বলেছেন: তাদের নাকের ভরে—জাহান্নামে নিক্ষেপ
করবে?" ১২। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:
প্রথম: আল্লাহর ওপর কসম খেয়ে তাঁর হয়ে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া থেকে সতর্ক করা।
দ্বিতীয়: জাহান্নাম আমাদের কারো নিকট তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে হওয়া।
তৃতীয়: জান্নাতও ঠিক তেমনই।
চতুর্থ: এতে তাঁর এই বাণীর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে"
ইত্যাদি।

পঞ্চম: কোনো ব্যক্তিকে এমন একটি কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হতে পারে, যা তার নিকট
সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১ সহীহ: এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ (৫/২৩১, ২৩৭); তিরমিজি: ঈমান অধ্যায় (২৬১৬),
পরিচ্ছেদ: সালাতের মর্যাদা; এবং ইবনে মাজাহ: ফিতনা অধ্যায় (৩৯৭৩), পরিচ্ছেদ: ফিতনার
সময় জিহ্বা সংযত রাখা। আলবানি 'সহীহুল জামি' (৫০১২) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।
২ আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন: হাসান সহীহ।
'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে: এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অর্থ
নিহিত রয়েছে: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে যা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সে
বিষয়ে সে কোনো ধারণাই রাখে না, ফলে আল্লাহ এর কারণে তার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের
দিন পর্যন্ত নিজের অসম্পত্তি লিখে দেন।"

باب: لا يستشفع بالله على خلقه

عن جُبَيْر بن مطعم رضي الله عنه قال: " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نُهِكت الأنفس، وجاع العيال، وهلك الأموال، فاستسق لنا ربك، فإننا نستشفع بالله عليك، وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! سبحان الله! فما زال

قوله: "باب لا يستشفع بالله على خلقه".

وذكر الحديث 1 وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه: "عن جُبَيْر بن محمد بن جُبَيْر بن مطعم عن أبيه عن جده قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلك الأنعام، فاستسق الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على

1 يعني أن المصنف ساق حديث جُبَيْر بن مطعم ناسباً له إلى أبي داود ولكنه اختصره.

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সৃষ্টির কাছে তাঁকে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করা যাবে না
জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একজন বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করুন; কেননা আমরা আল্লাহর মাধ্যমে আপনার নিকট এবং আপনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সুপারিশ কামনা করছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! তিনি অনবরত তাসবিহ পাঠ করতে থাকলেন...

তাঁর বক্তব্য: "পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সৃষ্টির কাছে তাঁকে সুপারিশকারী পেশ করা যাবে না।" তিনি হাদিসটি ১ উল্লেখ করেছেন এবং আবু দাউদ তাঁর সুনানে যে পাঠটি বর্ণনা করেছেন তা গ্রন্থকার (রহিমাল্লাহ) কর্তৃক উল্লিখিত পাঠের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ। আর তার শব্দগুলো হলো: "জুবাইর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জনৈক বেদুইন এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের প্রাণ সংকটে নিপতিত হয়েছে, পরিবার-পরিজন ধ্বংসের মুখে, ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং গবাদি পশু হালাক হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করুন; কেননা আমরা আল্লাহর নিকট আপনার মাধ্যমে এবং আপনার নিকট আল্লাহর মাধ্যমে সুপারিশ করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমার দুর্ভোগ হোক! তুমি কি জানো তুমি কী বলছ? এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাসবিহ পাঠ করতে শুরু করলেন। তিনি অনবরত তাসবিহ পাঠ করতে থাকলেন, এমনকি সাহাবীদের চেহারা তার প্রভাব ফুটে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন: তোমার দুর্ভোগ হোক! নিশ্চয়ই আল্লাহর মাধ্যমে কারো কাছে সুপারিশ করা যায় না...

১ অর্থাৎ গ্রন্থকার জুবাইর ইবনে মুতয়িমের হাদিসটি আবু দাউদের দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 502) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافاً للمعتلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم، كالأشاعرة ونحوهم ممن أُلحد في أسماء الله وصفاته، وصرفها عن المعنى الذي وضعت له، ودلت عليه من إثبات صفات الله -تعالى- التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك

فيه مسائل:

الأولى: إنكاره على من قال: " نستشفع بالله عليك".

الثانية: تغييره تغيراً عُرِفَ في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.

بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل.

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مفتاح دار السعادة - بعد كلام سبق فيها يُعرّف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته- قال بعد ذلك:

" والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء؛ فيجول في أقطارها وملكوها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحيد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين؛ وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها: من جبر كسير، وإغناء فقير؛ وشفاء مريض، وتفريج كرب، ومغفرة ذنب، وكشف ضر ونصر مظلوم، وهداية حيران، وتعليم جاهل، ورد آبق، وأمان خائف، وإجارة مستجير، ومدد لضعيف، وإغاثة لملهوف، وإعانة لعاجز، وانتقام من ظالم، وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل، والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سماع شيء منها عن سماع غيره، ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيئته خاشعاً لعظمته عانياً لعزته، فيسجد

بين يدي الملك الحق المبين، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم الزيد، فهذا سفر القلب، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته، فيأله من سفر ما أبركه وأروحه! وأعظم

সাহাবী, তাবেয়ী এবং ইমামগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সে অনুযায়ী 'ইস্তিওয়া' হলো আরশের উপর উঠা, যা মুয়াত্তিলা, জাহমিয়া, মুতাযিলা এবং তাদের থেকে গ্রহণকারী যেমন আশায়েরা ও তাদের সমমনাদের মতের বিপরীত, যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং সেগুলোকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অথচ সেই অর্থগুলোই আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তাঁর পূর্ণতা নির্দেশ করে, যেমনটি সালফে সালেহীন, ইমামগণ এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা তাঁদের অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন। কেননা তাঁরা আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূল তাঁর জন্য যে সকল পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহর মহিমা ও গান্ধীর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন ব্যতিরেকে সাব্যস্ত করেছেন এবং কোনো প্রকার অস্বীকার ব্যতিরেকে পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: যে ব্যক্তি বলেছিল: "আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ চাচ্ছি", তার প্রতি রাসূলুল্লাহর অস্বীকৃতি।

দ্বিতীয়: এই কথাটির কারণে রাসূলুল্লাহর চেহারা এমন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যা তাঁর সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) 'মিফতাহ দারিস সাআদাহ' গ্রন্থে—সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বান্দার নিজের ও তার রবের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনার পর—বলেছেন:

"দ্বিতীয়টি হলো: এই পর্যায় অতিক্রম করে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দেখা; তখন তার জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে যায়; ফলে সে তার প্রান্তরে, তার রাজত্বে এবং ফেরেশতাদের মাঝে বিচরণ করে। এরপর একের পর এক দরজা খুলে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত অন্তরের সেই যাত্রা দয়াময় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে সে আরশের প্রশস্ততা, বিশালতা, মহিমা, মর্যাদা ও উচ্চতা প্রত্যক্ষ করে। সে দেখতে পায় যে, আরশের তুলনায় সাত আকাশ ও সাত জমিন এক বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো। সে আরও দেখতে পায় যে, ফেরেশতার

আরশকে ঘিরে রয়েছে এবং উচ্চস্বরে তাসবীহ, তাহমীদ, তাকদীস এবং তাকবীর পাঠ করছে। আরশের উপর থেকে রাজ্যসমূহ ও এমনসব বাহিনীর পরিচালনার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যাদের কথা তাদের রব ও মালিক ছাড়া কেউ জানে না। সেখান থেকে আদেশ নেমে আসে কোনো জাতিকে জীবিত করার এবং অন্যকে মৃত্যু দেওয়ার, কাউকে সম্মানিত করার এবং কাউকে লাঞ্চিত করার; রাজত্ব দান করার এবং রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার, নিয়ামত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়ার। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের ফয়সালা হয়: যেমন কোনো ভগ্ন হৃদয়কে জোড়া দেওয়া, কোনো অভাবীকে ধনী করা, অসুস্থকে সুস্থ করা, বিপদ দূর করা, গুনাহ মাফ করা, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা, মজলুমকে সাহায্য করা, পথহারাকে পথ দেখানো, জাহিলকে শিক্ষা দেওয়া, পলাতককে ফিরিয়ে আনা, ভীত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করা, আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া, দুর্বলকে সাহায্য করা, আতের আতনাদ শোনা, অক্ষমকে সহায়তা করা, জালেমের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া এবং সীমালঙ্ঘন প্রতিরোধ করা। এগুলো ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা ও দয়ার মাঝে আবর্তিত এমন সব রাজকীয় নির্দেশ যা বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রান্তে কার্যকর হয়। কোনো একটি কথা শোনা তাঁকে অন্য কোনো কথা শোনা থেকে বিমুখ করে না এবং ভাষার ভিন্নতা ও প্রয়োজনের আধিক্য সত্ত্বেও একই সময়ে করা অসংখ্য প্রার্থনা তাঁকে বিভ্রান্ত করে না। প্রার্থনাকারীদের বারবার আকুতি তাঁকে বিরক্ত করে না এবং তাঁর ভাণ্ডার থেকে একটি অণু পরিমাণও কমে না। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন অন্তর দয়াময় আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাঁর মহিমার কাছে নত হয় এবং তাঁর সম্মানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সে সত্য ও সুস্পষ্ট অধিপতির সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে—এমন এক সিজদা যা থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সে আর মাথা তুলবে না। এটাই হলো অন্তরের সফর, অথচ সে তার নিজ দেশ ও আবাসস্থলেই অবস্থান করছে। এটি আল্লাহর অন্যতম মহান নিদর্শন এবং তাঁর সৃষ্টির এক বিস্ময়কর কাজ। কতই না বরকতময় ও প্রশান্তিদায়ক সেই সফর! কতই না মহান সেই যাত্রা!"

الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: " نستشفع بك على الله".

الرابعة: التنبيه على تفسير سبحانه الله.

الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.

ثمرته وربحه! وأجل منفعته وأحسن عاقبته! سفر هو حياة الأرواح، ومفتاح السعادة، وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب". اهـ كلامه رحمه الله.

وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتبر من المدينة: " لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك " 1 2. وأما البيت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. وهذا هو الذي يشرع في حق البيت، وأما دعاؤه فلم يشرع،

بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه؛ كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} 3. فبين الله تعالى أن دعاء من لا

يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} 4.

فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم، لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم ينقل عن أحد منهم ولا

عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه 5 لما خرج ليستسقي بالناس خرج

بالبعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستسقي؛ لأنه حي حاضر يدعو ربه 6. فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه

والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والبيت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء البيت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص، وبهم أليق، وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق.

1 ضعيف: جزء من حديث ابن عمر أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العبرة فأذن له فقال ... الحديث. أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة (1498) : باب الدعاء، والترمذي: كتاب الدعوات (3562) : باب رقم (121) ، وابن ماجة: كتاب المناسك (2894) : باب فضل دعاء الحاج وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في تخريج المشكاة (2248) ، وضعيف الجامع (6292) .

2 رواه أبو داود وأحمد في المسند (ج 1 ص 29 و ج 2 ص 59) عن عبد الله بن عمر "أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العبرة، فأذن له. فقال: يا أخي أشركنا في صالح دعائك؛ ولا تنسنا". قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: "ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس" لقوله: يا أخي.

3 سورة فاطر آية: 13-14.

4 سورة الأحقاف آية: 6.

5 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (1010) : باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. من حديث أنس رضي الله عنه.

6 رواه البخاري. وقد حصل ذلك في عام الرمادة سنة ثمان عشرة، ودام القحط تسعة أشهر. قال الحافظ في الفتح (ج 2 ص 339) : وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج بإسناده أن

العباس لما استسقى به عمر قال: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة؛ وقد توجه القوم إليك لي مكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث". فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس.

তৃতীয়: তিনি তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করেননি: "আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ কামনা করি।"

চতুর্থ: 'সুবহানাল্লাহ' এর তাফসীরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পঞ্চম: মুসলিমগণ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা (ইস্তিসকা) কামনা করে থাকেন।

এর ফল ও লাভ! এর মহান উপকারিতা এবং সর্বোত্তম পরিণাম! এটি এমন এক সফর যা রুহসমূহের জীবন, সুখের চাবিকাঠি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য গনিমত; এটি সেই সফরের মতো নয় যা শাস্তির একটি অংশ মাত্র।" তাঁর কথা এখানেই শেষ (রাহিমাহুল্লাহ)।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর মাধ্যমে সুপারিশ কামনার (ইস্তিশফা) উদ্দেশ্য হলো তাঁর দোয়া প্রার্থনা করা। এটি কেবল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এমন প্রত্যেক জীবিত নেককার ব্যক্তি যার দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা হয়, তার কাছে সাহায্যপ্রার্থীর জন্য ব্যক্তিগত বা সাধারণ প্রয়োজনে দোয়া চাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই।

যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরকে বলেছিলেন যখন তিনি মদিনা থেকে উমরা করার ইচ্ছা করেছিলেন: "হে আমার ভাই, তোমার নেক দোয়ায় আমাদের ভুলে যেও না।" ১

২। আর মৃতের ক্ষেত্রে বিধান হলো কেবল তার জানাজায়, কবরের পাশে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তার জন্য দোয়া করা। মৃতের ক্ষেত্রে কেবল এটিই শরীয়তসম্মত। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে ডাকা বা তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা শরীয়তসম্মত নয়, বরং কিতাব ও সুন্নাহ তা থেকে নিষেধ করার এবং এর ওপর কঠোর হুঁশিয়ারির প্রমাণ দেয়; যেমন মহান আল্লাহ বলেন: {যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এই শিরককে অস্বীকার করবে।} ৩। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, যে শুনতে পায় না এবং সাড়াও দেয় না তাকে ডাকা শিরক, যা

কিয়ামতের দিন আহ্বানকৃত ব্যক্তিগণ অস্বীকার করবে। অর্থাৎ তারা একে অস্বীকার করবে এবং যে এরূপ করেছে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, যেমন সূরা আহকাফের আয়াতে রয়েছে: {যখন মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।} ৪। অতএব প্রত্যেক মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি শুনতে পায় না, সাড়াও দেয় না এবং কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম), বিশেষ করে অগ্রবর্তী ব্যক্তিবর্গ যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন—তাদের কারোর থেকেই এমনটি বর্ণিত হয়নি যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর কাছে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করেছেন, এমনকি দুর্ভিক্ষের সময়ও নয়। যেমন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল ৫ যখন তিনি বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য লোকজনকে নিয়ে বের হয়েছিলেন; তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন এবং তাঁকে বৃষ্টির দোয়া করতে বলেছিলেন। কারণ তিনি জীবিত এবং উপস্থিত থেকে তাঁর রবের কাছে দোয়া করবেন। ৬। যদি মৃত্যুর পর কারো উসিলায় বৃষ্টির দোয়া করা বৈধ হতো, তবে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং অগ্রবর্তী সাহাবাগণ অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা নিতেন। এর মাধ্যমে জীবিত ও মৃতের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়; কারণ জীবিতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো তার দোয়া প্রার্থনা করা যখন সে উপস্থিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করেছিল এমন একজনের দোয়া চাওয়ার মাধ্যমে যে দোয়া করে এবং রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে, আর তারাও তাদের রবের কাছে দোয়া করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত সীমা লঙ্ঘন করে এমন কিছু করে যা বিধিবদ্ধ নয়, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছে। যদি মৃত ব্যক্তিকে ডাকা কল্যাণকর হতো, তবে সাহাবাগণ এতে অগ্রগামী হতেন এবং এর প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হতেন, এটি তাদের জন্যই বেশি শোভনীয় ছিল এবং তারা এর হক সম্পর্কে অধিক অবগত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পায়, আর যে তা বর্জন করে নিজের যুক্তির ওপর নির্ভর করে সে ধ্বংস হয়। আল্লাহর মাধ্যমেই তাওফিক অর্জিত হয়।

১ দুর্বল: ইবনে উমরের হাদিসের অংশ যে উমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরার অনুমতি চাইলেন এবং তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন ... হাদিসটি। এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ: সালাত অধ্যায় (১৪৯৮): দোয়া অনুচ্ছেদ; তিরমিজি: দোয়া অধ্যায় (৩৫৬২): ১২১ নং অনুচ্ছেদ; এবং ইবনে মাজাহ: হজ্জের নিয়মাবলী অধ্যায় (২৮৯৪): হাজীর

দোয়ার মর্যাদা অনুচ্ছেদ; এর সনদ দুর্বল। আলবানি একে মিশকাতের তাহকীকে (২২৪৮) এবং জয়ীফ আল-জামি'-এ (৬২৯২) দুর্বল বলেছেন।

২ আবু দাউদ এবং আহমাদ মুসনাদে (১ম খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা এবং ২য় খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা) আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "উমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর বললেন: হে আমার ভাই, তোমার নেক দোয়ায় আমাদের শরিক করো এবং আমাদের ভুলে যেও না।" আব্দুর রাজ্জাক তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: উমর বলেছিলেন: "নবীজির 'হে আমার ভাই' বলার বিপরীতে পৃথিবী যা কিছু ওপর সূর্য উদিত হয় তা পেলেও আমি এতটা খুশি হতাম না।"

৩ সূরা ফাতির আয়াত: ১৩-১৪।

৪ সূরা আহকাফ আয়াত: ৬।

৫ সহীহ বুখারী: বৃষ্টির প্রার্থনা অধ্যায় (১০১০): মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হলে ইমামের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করা অনুচ্ছেদ। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদিস থেকে।

৬ বুখারী বর্ণনা করেছেন। আর এটি আঠারো হিজরি সনের 'রমাদাহ' (দুর্ভিক্ষ) বছরে ঘটেছিল এবং অনাবৃষ্টি নয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী'তে (২য় খণ্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠা) বলেছেন: যুবাইর বিন বাক্কর 'আল-আনসাব' গ্রন্থে আব্বাস এই ঘটনায় যে দোয়াটি করেছিলেন তার ধরন এবং সময়কাল বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস যখন উমরের আত্মানে বৃষ্টির দোয়া করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ, কোনো বিপদ কেবল গুনাহর কারণেই নাজিল হয় না এবং তওবা ছাড়া তা অপসারিত হয় না। আপনার নবীর সাথে আমার সম্পর্কের কারণে এই কওম আপনার দিকে আমার মাধ্যমে মনোনিবেশ করেছে। এই যে আমাদের হাত গুনাহর কারণে আপনার দিকে উত্তোলিত এবং আমাদের কপাল তওবার মাধ্যমে আপনার প্রতি অবনত, অতএব আমাদের বৃষ্টি দান করুন।" এরপর আকাশ পাহাড়ের ন্যায় মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করল এমনকি জমিন উর্বর হলো এবং মানুষ স্বস্তিতে জীবনযাপন করল।

باب: " ما جاء في حياية النبي صلى الله عليه وسلم حى التوحيد، وسده طرق
الشرك"

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه 1 قال: " انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا:
وأفضلنا

"قوله: باب ما جاء في حياية المصطفى صلى الله عليه وسلم حى التوحيد، وسده طرق
الشرك".

حيايته صلى الله عليه وسلم حى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي
يُضلل

1 قال في أسد الغابة: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وفدان بن
الحريش.. العامري ثم الكعبي ثم من بني الحريش، وهو بطن من بني عامر بن
صعصة، له صحبة. سكن البصرة- ثم ساق بسنده إلى مطرف بن عبد الله بن
الشخير عن أبيه أنه قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من
بني عامر؛ فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا، وأنت والدنا، وأنت أفضلنا علينا فضلا،
وأنت أطولنا علينا طولا، وأنت الجفنة الغراء، وأنت وأنت. فقال: قولوا بقولكم، ولا
يستهيونكم الشيطان". وقولهم: "أنت الجفنة الغراء". كانت العرب تدعو السيد
الطعام (جفنة) ؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها، فسمي بأسبها. و (الغراء) البيضاء
أي أنها مملوءة بالشحم والدهن. قاله أبو السعادات في النهاية.

পরিচ্ছেদ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের সীমানা রক্ষা এবং শিরকের
পথসমূহ বন্ধ করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

আবদুল্লাহ ইবনুল শিখখীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি বনু আমির গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমরা বললাম: আপনি আমাদের সাইয়্যিদ (নেতা)। তিনি বললেন: সাইয়্যিদ হলেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। আমরা বললাম: আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ...

"তাঁর বাণী: পরিচ্ছেদ: মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের সীমানা রক্ষা এবং শিরকের পথসমূহ বন্ধ করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে।"

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের সীমানাকে এমন সকল কথা ও কাজ থেকে রক্ষা করা যা একে কলুষিত করে এবং বিলীন করে দেয়...

১ 'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আবদুল্লাহ ইবনুল শিখখীর ইবনে আউফ ইবনে কাব ইবনে ওয়াফদান ইবনুল হারিশ... আল-আমিরি, অতঃপর আল-কাবি, অতঃপর বনু হারিশ বংশোদ্ভূত, যা বনু আমির বিন সা'সা'আ-র একটি শাখা। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বসরায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সনদে মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল শিখখীর থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি বনু আমির গোত্রের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাইয়্যিদ (নেতা), আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ এবং আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল, আপনি উজ্জ্বল বড় পাত্র, এবং আপনি এই, আপনি সেই। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক কথা বলো, শয়তান যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে।" আর তাদের কথা: "আপনি উজ্জ্বল বড় পাত্র"। আরবরা সেই নেতাকে 'জাফনাহ' (বড় পাত্র) বলে ডাকত যে প্রচুর মানুষকে অন্তর্দান করত; কারণ সে এটি স্থাপন করত এবং তাতে মানুষকে খাওয়াতো, ফলে তাকে এর নামেই নামকরণ করা হয়েছে। আর 'গাররা' অর্থ সাদা, অর্থাৎ যা চর্বি ও তেল দ্বারা পরিপূর্ণ। এটি আবুস সা'আদাত 'আন-নিহায়াহ' গ্রন্থে বলেছেন।

معها التوحيد أو ينقص 1، وكذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " 2 وتقدم. وقوله: " إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل " 3 ونحو ذلك. ونهى عن التمدح وشد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: " ويملك قطعت عنق صاحبك " 4 الحديث. أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه: " أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك - ثلاثا " 5 وقال: " إذا لقيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب " 6 أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذا الحديث: "نهى عن أن يقولوا: أنت سيدنا. وقال: السيد الله تبارك وتعالى". ونهاهم أن يقولوا: "وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا" وقال: " لا يستجريكم الشيطان ".

وكذلك قوله في حديث أنس: " أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا " إلخ. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله 7، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ". رواه النسائي بسند جيد.

فيه مسائل:

الأولى: تحذير الناس من الغلو.

الثانية: ما ينبغي أن يقول مَنْ قيل له: أنت سيدنا.

المدح للممدوح بمدحه- ولو بها هو فيه- من عمل الشيطان؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم

إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال
الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام
الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما
يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة الممدح من
العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثماً، فمقام
العبودية يقتضي كراهة الممدح

-
- 1 في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب- على اختصاره- على أكثر ذلك، والنهي عما
ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه باباً باباً.
 - 2 تقدم تخريجه برقم (160) .
 - 3 447- تقدم تخريجه برقم (135) .
 - 4 البخاري: الشهادات (2662) ، ومسلم: الزهد والرقائق (3000) ، وأبو داود:
الأدب (4805) ، وابن ماجه: الأدب (3744) ، وأحمد (45/5، 47/5) .
 - 5 البخاري: الشهادات (2662) والأدب (6061) ، ومسلم: الزهد والرقائق (3000)
، وأبو داود: الأدب (4805) ، وأحمد (41/5) .
 - 6 مسلم: كتاب الزهد (2002) (69) : باب النهي عن الممدح إذا كان فيه إفراط
والترمذي: كتاب الزهد (2393) : باب ما جاء في كراهية الممدحة والمداحين. وابن
ماجة: كتاب الأدب (3742) : باب الممدح. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً: كتاب
الأدب (4804) : باب في كراهية التمداح.
 - 7 رواه مسلم من حديث أبي سعد وأبي هريرة، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

তাওহীদের মূল বিষয়গুলো এর সাথে থাকে অথবা তা হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত অনেক সহীহ সুন্নাহ রয়েছে, যেমন তাঁর বাণী: "তোমরা
আমার অতি প্রশংসা করো না যেভাবে খ্রিস্টানরা মরিয়ম-তনয়ের অতি প্রশংসা করেছে। আমি

কেবল একজন বান্দা, সুতরাং তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" এটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর আরও বাণী: "নিশ্চয়ই আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) করা যাবে না, বরং সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে কেবল মহান আল্লাহর কাছে।" এবং এই জাতীয় অন্যান্য বাণী। তিনি একে অপরের অতি প্রশংসা করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং এ বিষয়ে কঠোর উক্তি করেছেন, যেমনটি তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে একজন মানুষের প্রশংসা করেছিল: "তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তোমার সাথীর ঘাড় কেটে দিয়েছ।" হাদীসটি পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ এটি আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকরা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল, তখন তিনি তাকে বললেন: তুমি তোমার সাথীর ঘাড় কেটে দিয়েছ—একথাটি তিনি তিনবার বললেন।" এবং তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা অতি প্রশংসাকারীদের দেখা পাবে, তখন তাদের মুখে মাটি ছুড়ে মারো।" এটি মুসলিম, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ মিকদাদ বিন আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসে রয়েছে: "তিনি তাদের এই কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে: আপনি আমাদের সাইয়েদ (মালিক/নেতা)। এবং তিনি বলেছেন: সাইয়েদ হলেন বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহ।" এবং তিনি তাদের এই কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে: "আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে মহান।" আর তিনি বলেছেন: "শয়তান যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে।" অনুরূপভাবে আনাস (রা.)-এর হাদীসে তাঁর বাণী: "কিছু লোক বলল: হে আল্লাহর রাসূল, হে আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের শ্রেষ্ঠতমের পুত্র" ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন যে মানুষ তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁর প্রশংসা করুক, পাছে তা তাদের চরমপন্থা বা অতিশয়োক্তির (ঘুলুউ) দিকে নিয়ে যায়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে মুখোমুখি হওয়া...

এবং আমাদের সাইয়েদ ও আমাদের সাইয়েদ-তনয়। অতঃপর তিনি বললেন: হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক কথা বলো, শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে। আমি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি পছন্দ করি না যে তোমরা আমাকে আমার সেই মর্যাদার উপরে উন্নীত করো যা মহান আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। নাসায়ী এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম: মানুষকে অতিশয়োক্তি (ঘুলুউ) থেকে সতর্ক করা।

দ্বিতীয়: যাকে 'আপনি আমাদের সাইয়েদ' বলা হয়েছে তার কী বলা উচিত।

প্রশংসাকারীর পক্ষ থেকে প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসা করা—যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান গুণের কারণেই হোক—শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত; কারণ প্রশংসার প্রতি ভালোবাসা প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে আত্মঅহংকারের জন্ম দেয়, যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। কেননা ইবাদত ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ না তার মূল কেন্দ্রের ওপর তা আবর্তিত হয়, আর তা হলো চরম ভালোবাসার সাথে চরম হীনতা ও বিনয়। আর হীনতার পূর্ণতা দাবি করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভয় এবং বিনয় প্রকাশ করা, এবং নিজেকে কেবল আত্মনিন্দা ও প্রতিপালকের হকের ক্ষেত্রে নিজেকে তিরস্কার করার স্তরে রাখা। অনুরূপভাবে ভালোবাসা ততক্ষণ পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না সে তা-ই ভালোবাসে যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তা অপছন্দ করে যা আল্লাহ অপছন্দ করেন—চাই তা কথা, কাজ বা ইচ্ছা যাই হোক না কেন। আর বান্দার নিজের জন্য প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তার কাছ থেকে যা পছন্দ করেন তার পরিপন্থী। আর প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রশংসিত ব্যক্তিকে তার নিজের সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে, ফলে সে গুনাহগার হয়। সুতরাং দাসত্বের মর্যাদা প্রশংসা অপছন্দ করাকেই দাবি করে।

১. কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: এই কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এর অধিকাংশ বিষয় এবং তাওহীদের পরিপন্থী বা তাওহীদকে দুর্বলকারী বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে ব্যক্তি এটি গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং এর প্রতিটি অধ্যায় যা ধারণ করে তা জানবে সে এটি বুঝতে পারবে।

২. এর তথ্যসূত্র পূর্বে ১৬০ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৩. ৪৪৭- এর তথ্যসূত্র পূর্বে ১৩৫ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৪. বুখারী: শাহাদাত (২৬৬২), মুসলিম: যুহদ ওয়ার রাকায়েক (৩০০০), আবু দাউদ: আদব (৪৮০৫), ইবনে মাজাহ: আদব (৩৭৪৪), আহমাদ (৫/৪৫, ৫/৪৭)।

৫. বুখারী: শাহাদাত (২৬৬২) ও আদব (৬০৬১), মুসলিম: যুহদ ওয়ার রাকায়েক (৩০০০), আবু দাউদ: আদব (৪৮০৫), আহমাদ (৫/৪১)।

৬. মুসলিম: কিতাবু যুহদ (২০০২) (৬৯): অতিপ্রশংসার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়;

তিরমিযী: কিতাবু যুহদ (২৩৯৩): প্রশংসা ও প্রশংসাকারীদের অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়;

ইবনে মাজাহ: কিতাবুল আদব (৩৭৪২): প্রশংসা বিষয়ক অধ্যায়। হাদীসটি আবু দাউদও

বর্ণনা করেছেন: কিতাবুল আদব (৪৮০৪): অতিপ্রশংসার অপছন্দনীয়তা বিষয়ক অধ্যায়।

৭. মুসলিম আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বানও এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 506) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

رأساً، والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فبتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاضد في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئاً منها عذبتة" 1 2. وفي الحديث:

1 مسلم: البر والصلة والآداب (2620)، وأبو داود: اللباس (4090)، وأحمد (442/2).

2 رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. (*) بإسناد رجاله رجال الصحيح. (*) قوله: (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ. أقول: وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء".

সম্পূর্ণরূপে, এবং এটি থেকে নিষেধ করা হয়েছে এই মাকামকে রক্ষা করার জন্য। সুতরাং যখনই কোনো বান্দা আল্লাহর প্রতি হীনমুনাযতা ও ভালোবাসা একনিষ্ঠ করে, তখনই তার আমলসমূহ বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়। আর যখন সে এগুলোর মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করায় যা একে কলুষিত করে, তখন তার দাসত্বের মর্যাদায় ত্রুটি বা বিপর্যয় দেখা দেয়। আর যদি

প্রশংসা তাকে নিজের অন্তরে অহংকার ও আত্মমুগ্ধতার দিকে নিয়ে যায়, তবে সে এমন এক গুরুতর বিষয়ে পতিত হলো যা বিশেষ দাসত্বের পরিপন্থী, যেমনটি হাদিসে এসেছে: "অহংকার আমার চাদর এবং মহিমা আমার লুঙ্গি; সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুটির কোনোটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" ১ ২। এবং হাদিসে রয়েছে:

১ মুসলিম: আল-বিররু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব (২৬২০), আবু দাউদ: আল-লিবাস (৪০৯০), এবং আহমদ (২/৪৪২)।

২ আহমদ এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেছেন। (*) এমন সনদে যার বর্ণনাকারীগণ সহিহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। (*) তাঁর উক্তি: (আহমদ এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেছেন) ইত্যাদি। আমি বলব: মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, এবং যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(ص: 507)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الثالثة: قوله: " لا يستجريكم الشيطان "، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
الرابعة: قوله: " ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ".
" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " 1 2. وهذه الآفات قد تكون محبة المديح سببا لها وسلبا إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المديح إلى أن ينزل المدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية

والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح، صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم، وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده، أو يضعفه من الشرك ووسائله. " {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} 3، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات، وحسنة من أعظم الحسنات!

وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: "اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم، ونقل عن مالك. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: "يا سيدنا" قال: "السيد الله تبارك وتعالى" 4. وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم" 5 6. وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتمييمي: سيد كندة، ولا يقال: الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك، والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق". انتهى.

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: {قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا} 7: "أي إلهاً وسيداً". وقال في قول الله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} 8: "أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد". وقال أبو وائل: "هو السيد الذي انتهى سؤدده". وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم". فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعداً به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم.

1 مسلم: الإيمان (91) ، والترمذي: البر والصلة (1998، 1999) ، وأبو داود: اللباس (4091) ، وابن ماجه: المقدمة (59) والزهد (4173) ، وأحمد (412/1، 416/1) .

2 في قرّة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة والرسالة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها. وقد أخبر الله تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه. صلوات الله وسلامه عليه.

3 سورة البقرة آية: 59.

4 تقدم تخريجه برقم (450) .

5 البخاري: الجهاد والسير (3043) ، ومسلم: الجهاد والسير (1768) ، وأبو داود: الأدب (5215) ، وأحمد (71/3، 22/3) .

6 قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آتياً على حمار قد أسندوه؛ لأنه كان مريضاً من جرح أصابه من المشركين في الخندق. وقد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم، وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد، فكان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحده، فأمرهم أن يقوموا لينزلوه، ولأنه جاء لهذه القضية، فأراد أن يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم رضي الله عنهم.

7 سورة الأنعام آية: 164.

8 سورة الإخلاص آية: 2.

তৃতীয়ত: তাঁর বাণী: "শয়তান যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে", যদিও তারা সত্য ছাড়া কিছু বলেনি।

চতুর্থত: তাঁর বাণী: "আমি পছন্দ করি না যে তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার উপরে উন্নীত করো।"

"যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" ১২। এই ব্যাধিগুলোর ক্ষেত্রে প্রশংসার প্রতি ভালোবাসা একটি কারণ এবং সোপান হতে পারে। আর আত্মমুগ্ধতা নেক আমলসমূহকে সেভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে গ্রাস করে। আর প্রশংসাকারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রশংসা তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সে প্রশংসিত ব্যক্তিকে এমন মর্যদায় আসীন করে যার সে উপযুক্ত নয়। যেমনটি তাদের কবিতাগুলোতে অতিরঞ্জনের (গুলু) ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এবং তিনি তাঁর উম্মতকে এ থেকে সতর্ক করেছেন যাতে তারা এতে পতিত না হয়। কিন্তু অনেকেই এতে পতিত হয়েছে এমনকি তারা রুবুবিয়াত (প্রতিপালন), উলুহিয়াত (উপাসনা) এবং রাজত্বে শিরক করার কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, যার কিছু ইঙ্গিত পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যখন আল্লাহ তাঁর দাসত্বের (উবুদিয়াহ) মকামকে পূর্ণতা দান করেছেন, তখন তিনি প্রশংসিত হওয়া অপছন্দ করতেন— যাতে এই মকামের হেফাযত হয়। আর তিনি উম্মতকে তা বর্জন করার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাদের কল্যাণ কামনায় এবং তাওহীদের মকামকে এমন কিছু থেকে রক্ষা করার জন্য যা তাকে কলুষিত করে অথবা শিরক ও এর মাধ্যমসমূহের দ্বারা তাকে দুর্বল করে দেয়। "অতঃপর যালিমরা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা দিয়ে তা বদলে দিল।" ৩, তারা মনে করল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে নিষেধ করেছেন তা পালন করাই হচ্ছে সর্বোত্তম নৈকট্য এবং মহত্তম পুণ্যগুলোর অন্যতম!

আর বান্দাকে 'সাইয়েদ' (নেতা/প্রভু) নামে অভিহিত করার বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 'বাদাউল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে বলেছেন: "মানুষের ক্ষেত্রে 'সাইয়েদ' শব্দ প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে মানুষের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল এটি নিষেধ করেছেন এবং তা ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন যখন তাঁকে 'হে আমাদের সাইয়েদ' বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: 'সাইয়েদ হচ্ছেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা।' ৪। আর একদল এটি জায়েয বলেছেন এবং তারা আনসারদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী দ্বারা দলিল দিয়েছেন: 'তোমরা তোমাদের সাইয়েদের (নেতার) দিকে দাঁড়িয়ে যাও।' ৫ ৬। আর এটি প্রথম হাদিসের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। তারা বলেন: সাইয়েদ হচ্ছে এমন নাম যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তাই তামিমি গোত্রের কাউকে 'কিনদাহ গোত্রের সাইয়েদ' বলা যাবে না, আবার

রাজাকে 'মানুষের সাইয়েদ' বলা যাবে না। তিনি বলেন: এর ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর ক্ষেত্রে এই নামটি প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তবে এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে; কেননা 'সাইয়েদ' যখন আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা মালিক (অধিপতি), মাওলা (অভিভাবক) এবং রব (প্রতিপালক)-এর অর্থে হয়, যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত অর্থের মতো নয়।" সমাপ্ত।

আমি বলছি: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী: "বলুন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব তালাশ করব?" ৭ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন: "অর্থাৎ অন্য কোনো উপাস্য ও সাইয়েদ।" আর আল্লাহ তায়ালার বাণী: "আল্লাহ্‌স সামাদ" ৮ এর বিষয়ে তিনি বলেছেন: "তিনি এমন সাইয়েদ বা নেতা যিনি সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণতা লাভ করেছেন।" আবু ওয়াইল বলেছেন: "তিনি সেই সাইয়েদ যাঁর নেতৃত্বের কোনো শেষ নেই।" আর আনসারদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "তোমরা তোমাদের সাইয়েদের দিকে দাঁড়িয়ে যাও" দ্বারা তাঁদের দলিলের ক্ষেত্রে কথা হলো: বাহ্যত এটি প্রতীয়মান হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দকে সরাসরি সম্বোধন করে এটি বলেননি। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, আল্লাহই ভালো জানেন।

১ মুসলিম: ঈমান (৯১), তিরমিযী: বির ও সিলাহ (১৯৯৮, ১৯৯৯), আবু দাউদ: লিবাস (৪০৯১), ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (৫৯) ও যুহুদ (৪১৭৩), আহমাদ (১/৪১২, ১/৪১৬)।

২ 'কুররাতুল উয়ুন' গ্রন্থে রয়েছে: বান্দার সর্বোচ্চ স্তর হলো এই দুটি গুণ: বিশেষ দাসত্ব এবং রিসালাত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এর পূর্ণতম রূপ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা খবর দিয়েছেন যে তিনি ও তাঁর ফেরেশতারা তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করেন এবং তিনি তাঁর সর্বোত্তম ও অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন, তাঁর বক্ষ প্রশস্ত করেছেন, তাঁর বোঝা লাঘব করেছেন এবং তাঁর স্মরণকে সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, তাশাহুদ ও খুতবায় তাঁর উল্লেখ ছাড়া আল্লাহর উল্লেখ হয় না। তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৩ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ৫৯।

৪ এর তাখরীজ ৪৫০ নম্বরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৫ বুখারী: জিহাদ ও সিয়ার (৩০৪৩), মুসলিম: জিহাদ ও সিয়ার (১৭৬৮), আবু দাউদ: আদব (৫২১৫), আহমাদ (৩/২২, ৩/৭১)।

৬ তিনি এটি বলেছিলেন যখন সা'দ ইবনে মুআযকে একটি গাধার পিঠে আসতে দেখেছিলেন যাকে লোকেরা ধরে রেখেছিল; কেননা তিনি খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের তীরের আঘাতে আহত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বনু কুরাইজার ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য ডেকেছিলেন যখন তারা অবরোধের শিকার হওয়ার পর সা'দের ফয়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই উক্তিটি ছিল একারণে যে, তিনি (সা'দ) অসুস্থ ছিলেন এবং একা গাধা থেকে নামতে পারছিলেন না, তাই তিনি তাদের তাঁকে নামিয়ে আনার জন্য দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। আর যেহেতু তিনি এই বিচারকার্য সম্পন্ন করতে এসেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জন্য এই ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করতে। আর সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আউস গোত্রের সাইয়েদ বা প্রধান।

৭ সূরা আল-আন'আম আয়াত: ১৬৪।

৮ সূরা আল-ইখলাস আয়াত: ২।

(ص: 507)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

باب: ما جاء في قول الله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} 1.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع.

قوله: "باب قول الله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ

পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে: {তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, অথচ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অত্যন্ত উর্ধ্বে।}

১।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আহলে কিতাবদের একজন পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: হে মুহাম্মদ, আমরা (আমাদের কিতাবে) পাই যে আল্লাহ আসমানসমূহকে একটি আঙুলের ওপর এবং জমিনসমূহকে একটি আঙুলের ওপর রাখবেন,

তাঁর উক্তি: "মহান আল্লাহর বাণী সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ: {তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে...}"

১ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭।

(ص: 508)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } "أَيُّ مَنْ
الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

قَالَ الْعَبَادُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَقُولُ تَعَالَى: مَا قَدَرُ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ
حَتَّى عَبْدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، وَهُوَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالِكُ
لِكُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي قُرَيْشٍ. وَقَالَ
السُّدِّيُّ: "مَا عَظَمَ حَقَّ عَظَمَتِهِ". وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: "لَوْ قَدَرُوا حَقَّ قَدْرِهِ مَا
كَذَّبُوهُ". وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "هُمْ الْكَفَّارُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا

بقدره الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير، فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره".

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية¹، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف... وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه. والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه.

1 البخاري: كتاب التفسير (4811) : باب وما قدروا الله حق قدره كتاب التوحيد: (7414 ، 7415) : باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي (7451) باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا (7513) باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم: كتاب صفات المنافقين (2786) (69) : كتاب صفة القيامة والجنة والنار. وأحمد (1/ 457) . والترمذي: كتاب التفسير (3238) : باب ومن سورة الزمر.

"কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তিনি তার থেকে উর্ধ্বে।" অর্থাৎ এই বরকতময় আয়াতের অর্থ বিষয়ক হাদিস ও আসারসমূহ।

ইমাদ ইবনে কাসীর -রাহিমাহুল্লাহ তাআলা- বলেন: আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি যেহেতু তারা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদত করেছে। অথচ তিনি সেই মহান যার চেয়ে মহান আর কেউ নেই, যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছুর মালিক এবং সবকিছু তাঁর দমন ও ক্ষমতার অধীনে। মুজাহিদ বলেন: এটি কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সুদ্দি বলেন: "তারা তাঁর যথাযথ বড়ত্ব স্বীকার করেনি"। মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেন: "যদি তারা তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিত, তবে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত না"। আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন: "তারা হলো সেই কাফের যারা তাদের ওপর আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ

সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, সে আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দিল। আর যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস করল না, সে আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দিল না।"

এই আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে^১, এগুলোর ক্ষেত্রে এবং এই জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে সালাফদের মায়হাব হলো, যেভাবে এসেছে সেভাবেই সেগুলোকে অতিবাহিত করা, কোনো ধরনের ধরণ গঠন বা বিকৃতি ছাড়াই ... এবং তিনি ইবনে মাসউদের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেমনটি লেখক -রাহিমাহুল্লাহ- এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: বুখারি তাঁর সহিহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে এটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিজি এবং নাসায়ি সকলেই সুলায়মান ইবনে মিহরান—যিনি আমাশ হিসেবে পরিচিত—থেকে, তিনি ইব্রাহিম থেকে, তিনি উবাইদাহ থেকে এবং তিনি ইবনে মাসউদ থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১ বুখারি: কিতাবুত তাফসির (৪৮১১): পরিচ্ছেদ: "তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি"। কিতাবুত তাওহিদ: (৭৪১৪, ৭৪১৫): পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: "যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি"। (৭৪৫১) পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে বিচ্যুত হওয়া থেকে ধরে রাখেন"। (৭৫১৩) পরিচ্ছেদ: কিয়ামতের দিন নবিগণ ও অন্যদের সাথে মহান রবের কথোপকথন। মুসলিম: মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য অধ্যায় (২৭৮৬) (৬৯): কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা অধ্যায়। আহমদ (১/৪৫৭)। তিরমিজি: কিতাবুত তাফসির (৩২৩৮): পরিচ্ছেদ: সুরা আজ-জুমার থেকে।

(ص: 509) فتح المجدد شرح كتاب التوحيد

والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.
فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجره تصديقا لقول
الحبر. ثم قرأ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} 1. وفي

رواية لمسلم: " والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا البالك أنا الله " 2.

وفي رواية للبخاري: " يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع " 3. أخرجاه.

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: " جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم أبلك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} 4 الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به.

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة 5 عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: " مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذة - وأشار بالسبابة - والأرض على ذة، والجبال على ذة، وسائر الخلق على ذة؟ كل ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} 6. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به. وقال: " حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".

ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ " 7. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر.

-
- 1 البخاري: تفسير القرآن (4811) ، ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2786) ، والترمذي: تفسير القرآن (3238) ، وأحمد (457/1، 429/1) .
 - 2 البخاري: التوحيد (7414، 7415) ، ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2786) ، وأحمد (378/1) .
 - 3 البخاري: تفسير القرآن (4811) والتوحيد (7513) ، ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2786) ، وأحمد (457/1) .
 - 4 مسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2786) ، وأحمد (378/1) .
 - 5 اسمه يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق من السابعة روى له الترمذي والنسائي أيضاً.
 - 6 الترمذي: تفسير القرآن (3240) ، وأحمد (251/1) .
 - 7 البخاري: الرقاق (6519) ، ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2787) ، وابن ماجه: المقدمة (192) ، وأحمد (374/2) ، والدارمي: الرقاق (2799) .

...এবং বৃক্ষরাজি একটি আঙুলের ওপর, পানি একটি আঙুলের ওপর, মাটি একটি আঙুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিজগত একটি আঙুলের ওপর থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন: আমিই সম্রাট। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই যাজকের কথার সত্যতা সমর্থন করে হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: {তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, আর কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে} ১। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: "আর পাহাড় ও বৃক্ষরাজি একটি আঙুলের ওপর থাকবে, অতঃপর তিনি সেগুলোকে ঝাঁকুনি দেবেন এবং বলবেন: আমিই অধিপতি, আমিই আল্লাহ" ২।

বুখারির এক বর্ণনায় রয়েছে: "তিনি আসমানসমূহকে একটি আঙুলের ওপর, পানি ও মাটিকে একটি আঙুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিজগতকে একটি আঙুলের ওপর রাখবেন" ৩। তাঁরা উভয়ই এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন: মুআবিয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন: "আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল: হে আবুল কাসিম! আপনার কাছে কি এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে একটি আঙুলের ওপর রাখবেন, আসমানসমূহকে একটি আঙুলের ওপর, যমিনসমূহকে একটি আঙুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে একটি আঙুলের ওপর, মাটিকে একটি আঙুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সকল সৃষ্টিকে একটি আঙুলের ওপর রাখবেন? অতঃপর তিনি বলবেন: আমিই সম্রাট। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাজকের কথার সত্যতা সমর্থন করে হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা গেল। তিনি বলেন: তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি} ৪ আয়াতটি। বুখারি, মুসলিম এবং নাসায়ি আ'মাশের সূত্রে বিভিন্ন পথে এটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন: হুসাইন ইবন হাসান আল-আশকার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু কুদাইনা ৫ আমাদের নিকট আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু যুহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা থাকাকালে জনৈক ইহুদি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং বলল: হে আবুল কাসিম! আপনি কী বলেন সেই দিন সম্পর্কে, যেদিন আল্লাহ আসমানসমূহকে এর ওপর রাখবেন—এবং সে তার তর্জনী আঙুল দিয়ে ইশারা করল—আর যমিনকে এর ওপর, পাহাড়কে এর ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিজগতকে এর ওপর রাখবেন? সে তার আঙুলগুলো দিয়ে ইশারা করছিল। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: {তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি} ৬। অনুরূপভাবে তিরমিযি তাফসীর অধ্যায়ে তাঁর সনদে আবু যুহা মুসলিম ইবন সাবিহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: 'এটি হাসান সহিহ গারিব হাদিস, আমরা কেবল এই সূত্রেই এটি জানি'।"

অতঃপর বুখারি বলেন: সাঈদ ইবন উফাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, লাইস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন মুসাফির আমাদের নিকট ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ যমিনকে তাঁর হাতের মুষ্টিতে নেবেন এবং আসমানকে তাঁর ডান হাত দিয়ে গুটিয়ে নেবেন, অতঃপর বলবেন: আমিই সম্রাট, পৃথিবীর রাজন্যবর্গ আজ কোথায়?" ৭। তিনি এককভাবে এই সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন, আর মুসলিম ভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

১. বুখারি: তাফসীরুল কুরআন (৪৮১১), মুসলিম: সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার (২৭৮৬), তিরমিযি: তাফসীরুল কুরআন (৩২৩৮), আহমাদ (১/৪২৯, ১/৪৫৭)।
২. বুখারি: আত-তাওহিদ (৭৪১৪, ৭৪১৫), মুসলিম: সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার (২৭৮৬), আহমাদ (১/৩৭৮)।
৩. বুখারি: তাফসীরুল কুরআন (৪৮১১) এবং আত-তাওহিদ (৭৫১৩), মুসলিম: সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার (২৭৮৬), আহমাদ (১/৪৫৭)।
৪. মুসলিম: সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার (২৭৮৬), আহমাদ (১/৩৭৮)।
৫. তাঁর নাম ইয়াহইয়া ইবনুল মুহাল্লাব আল-বাজালি আল-কুফি। হাফেজ ইবন হাজার তাকরিবুত তাহযিব-এ বলেন: তিনি সপ্তম স্তরের একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী, তিরমিযি ও নাসায়িও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।
৬. তিরমিযি: তাফসীরুল কুরআন (৩২৪০), আহমাদ (১/২৫১)।
৭. বুখারি: আর-রিকাক (৬৫১৯), মুসলিম: সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাহ ওয়ান নার (২৭৮৭), ইবন মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমাহ (১৯২), আহমাদ (২/৩৭৪), দারেমি: আর-রিকাক (২৭৯৯)।

(ص: 510) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: " يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ " 1.

وروي عن ابن عباس قال: " ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، إلا كخردلة في يد أحدكم ".

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عبي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع، وتكون السماء بيينه، ثم يقول: أنا الملك" 2 تفرد به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر.

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} 3 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجذ الرب تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به " 4 اهـ.

قوله: "ولمسلم عن ابن عمر - الحديث" كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السماء بيينه" 5. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم.

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما السماوات السبع في الكرسي، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس".

قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض " 6. وعن ابن مسعود قال: " بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ". أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله 7. مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته 8. وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان.

- 1 مسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2788) ، وابن ماجه: المقدمة (198) .
 - 2 البخاري: التوحيد (7415) ، ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (2786) ، والترمذي: تفسير القرآن (3238) ، وأحمد (378/1) .
 - 3 سورة الزمر آية: 67.
 - 4 صحيح: أحمد (72 / 2) وابن خزيمة في التوحيد ص (71) وابن أبي عاصم في السنة (546) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (546) .
 - 5 أحمد (195/1) .
 - 6 صحيح: رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (رقم 58- الكويت) ، والذهبي في العلو (150- مختصر الألباني) ، والبيهقي في الأسماء والصفات ص (510) من حديث أبي ذر. وصححه الألباني في الصحيحة (109) ، ومختصر العلو (ص 130) .
-

7 حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد ص (105 ، 106 ، 376 ، 377) . ورواه
 الذهبي في العلو (64) ، والبيهقي في الأساء (ص 401) وإسناده حسن، وصححه ابن
 القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص (100) الذهبي في العلو أيضا. وقال الهيثمي
 في المجمع (86 / 1): " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ". اهـ.
 8 في قرة العيون: وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده، ولا يصلح منها شيء
 لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا لمن دونهما.

মুসলিমে ইবনে উমর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহ
 গুটিয়ে নেবেন, এরপর তিনি সেগুলো তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। এরপর বলবেন: আমিই
 রাজাধিরাজ, প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়? এরপর তিনি সাত জমিন গুটিয়ে
 নেবেন, এরপর সেগুলো তাঁর বাম হাতে গ্রহণ করবেন এবং বলবেন: আমিই রাজাধিরাজ,
 প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?" 1.

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "রহমানের হাতের তালুতে সাত আসমান ও
 সাত জমিন তোমাদের কারো হাতের একটি সরিষার দানার মতোই।"

ইমাম বুখারী অন্য স্থানে বলেছেন: মুকাদ্দাম বিন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন,
 তিনি কাসেম বিন ইয়াহইয়া থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি
 ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জমিনসমূহ একটি আঙুলের
 ওপর মুঠিবদ্ধ করবেন এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে থাকবে, এরপর বলবেন: আমিই
 রাজাধিরাজ।" 2 এককভাবে তিনি এই সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম এটি
 অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ এটি অন্য সূত্রে এই প্রসঙ্গের চেয়ে আরও বিস্তারিত ও দীর্ঘভাবে বর্ণনা
 করেছেন। তিনি বলেছেন: আফফান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ বিন
 সালামাহ থেকে, তিনি ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি তালহা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন
 মিকসাম থেকে এবং তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিস্বারে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {আর তারা
 আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে

এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।} 3 তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে সেটি নাড়াচ্ছিলেন এবং হাত সামনে-পিছে করছিলেন। প্রতিপালক তাআলা নিজের মহিমা বর্ণনা করছিলেন: আমি প্রতাপশালী, আমি অহংকারী (সর্বশ্রেষ্ঠ), আমি রাজাধিরাজ, আমি মহাপরাক্রমশালী, আমি অতিশয় দয়ালু। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মিস্কারটি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, আমরা ভাবলাম এটি তাঁকে নিয়ে পড়ে যাবে।" 4 সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "মুসলিমে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হাদিসটি"—অনুরূপ বর্ণনা মুসলিমের রেওয়ায়েতেও রয়েছে। হুমাইদী বলেছেন, এটি অধিক পূর্ণাঙ্গ। এটি মুসলিমের নিকট সালিমের সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী এটি উবায়দুল্লাহর সূত্রে নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন জমিনসমূহ মুষ্ঠিবদ্ধ করবেন এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে থাকবে।" 5 আর মুসলিম এটি উবায়দুল্লাহ বিন মিকসামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এই হাদিসগুলো এবং এই জাতীয় অন্যান্য বর্ণনা আল্লাহর মহানুভবতা, তাঁর সুমহান ক্ষমতা এবং তাঁর সৃষ্টির বিশালতার প্রমাণ দেয়।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন: ইউনুস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওয়াহাব আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কুরসীর তুলনায় সাত আসমান কেবল একটি ঢালের মধ্যে রাখা সাতটি দিরহামের মতো।"

তিনি বলেন: আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আরশের তুলনায় কুরসী হলো একটি মরুপ্রান্তরে পড়ে থাকা লোহার একটি আংটার মতো।" 6.

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "পার্থিব আসমান এবং এর পরবর্তী আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ। প্রতি দুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তম আসমান ও কুরসীর মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী ও পানির মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ। আরশ পানির উপরে অবস্থিত এবং আল্লাহ আরশের উপরে আছেন, তোমাদের কোনো আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।" ইবনে মাহদী এটি হাম্মাদ বিন

সালামাহর সূত্রে আসিম থেকে, তিনি যির থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।
7.

সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর গুণাবলি এবং তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়াবলির মাধ্যমে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এগুলোর সবই তাঁর পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় দেয় এবং প্রমাণ করে যে, একমাত্র তিনিই উপাস্য, তাঁর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতে কোনো শরিক নেই। ৪ এগুলো আল্লাহর জন্য তাঁর মর্যাদা ও মহিমা অনুযায়ী গুণাবলি সাব্যস্ত করার প্রমাণ দেয়—এমন সাব্যস্তকরণ যা সদৃশকরণ (তামসীল) মুক্ত এবং এমন পবিত্রতা ঘোষণা যা গুণাবলি অস্বীকার (তা’তীল) মুক্ত। এটিই কিতাব ও সুন্নাহর নস বা ভাষ্যসমূহের নির্দেশিত পথ এবং এর ওপরই উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন ও ইসলাম ও ঈমানের ওপর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তারা অবিচল ছিলেন।

1 মুসলিম: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (২৭৮৮), এবং ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমা (১৯৮)।

2 বুখারী: তাওহীদ (৭৪১৫), এবং মুসলিম: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা (২৭৮৬), এবং তিরমিযী: তাফসীরুল কুরআন (৩২৩৮), এবং আহমাদ (১/৩৭৮)।

3 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭।

4 সহীহ: আহমাদ (২/৭২), ইবনে খুযাইমা তাওহীদ গ্রন্থে পৃ. (৭১), ইবনে আবি আসিম আস-সুন্নাহ গ্রন্থে (৫৪৬)। আলবানী ইবনে আবি আসিমের কিতাব সুন্নাহর তাখরীজে (৫৪৬) যেমনটি বলেছেন, এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

5 আহমাদ (১/১৯৫)।

6 সহীহ: ইবনে আবি শায়বাহ কিতাবুল আরশ গ্রন্থে (নং ৫৮- কুয়েত) এটি বর্ণনা করেছেন, যাহাবী আল-উলু গ্রন্থে (১৫০- আলবানীর মুখতাসার), এবং বায়হাকী আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে পৃ. (৫১০) আবু যারের হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন। আলবানী আস-সহীহাহ (১০৯) এবং মুখতাসারুল উলু (পৃ. ১৩০) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

7 হাসান: ইবনে খুযাইমা তাওহীদ গ্রন্থে (পৃ. ১০৫, ১০৬, ৩৭৬, ৩৭৭) এটি বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী আল-উলু (৬৪) গ্রন্থে এবং বায়হাকী আল-আসমা (পৃ. ৪০১) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান। ইবনে কাইয়িম ইজতিমাউল জুযুশ আল-ইসলামিয়াহ (পৃ. ১০০) গ্রন্থে এবং যাহাবী আল-উলু গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। হাইসামী আল-মাজমা’ (১/৮৬) গ্রন্থে

বলেছেন: "তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।" সমাপ্ত।

৪ কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: ইবাদত কেবল তাঁর জন্যই সাজে, তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণিত হোক। ইবাদতের সামান্যতম অংশও কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবীর জন্য অথবা তাঁদের নিম্নস্তরের কারো জন্য করা বৈধ নয়।

(ص: 511)فتح المجید شرح کتاب التوحید

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد، وإنها تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقاً بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين، وأتم به النعمة فبلغ ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى-. قال: وله طرق.

البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فأمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} 1. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بـ ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجحدوا

শিষ্টা من الصفات، ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى-: " وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} 2. وقوله تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَتَوَفِّيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ} 3. وقوله تعالى: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} 4. وقوله تعالى:

1 سورة آل عمران آية: 7.

2 سورة فاطر آية: 10.

3 سورة آل عمران آية: 55.

4 سورة النساء آية: 158.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি তাঁর মহিমা ও প্রতাপের সাথে মানানসইভাবে বর্ণনা করার মাধ্যমে যেভাবে তাঁর রবের মহিমা বর্ণনা করেছেন, এই সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে নিহিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করুন। ইয়াহুদীরা আল্লাহর এমন সব গুণাবলি সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছে যা তাঁর মহানত্বের প্রমাণ দেয়, তাতে তিনি তাদের সত্যয়ন করেছেন। আর আল্লাহর তাঁর আরশের উপরে সুউচ্চ হওয়ার যে প্রমাণ এতে রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগুলোর কোনোটির ক্ষেত্রেও বলেননি যে: এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এবং এগুলো আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য প্রদানের প্রমাণ দেয়। যদি এটিই সত্য হতো, তবে তাঁর বিশ্বস্ত আমানতদার তা তাঁর উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতেন। কারণ আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন, অতঃপর তিনি পৌঁছে দিয়েছেন

মাসউদী আসিম থেকে, তিনি আবু ওয়ায়েল থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফেজ যাহাবী (রাহিমাল্লাহু তা'আলা) বলেছেন: এর একাধিক সূত্র রয়েছে। সুস্পষ্ট পয়গাম। আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর বর্ষিত হোক। সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁর রবের পূর্ণতার গুণাবলি এবং প্রতাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং আল্লাহর কিতাব ও তাতে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করেছেন; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে: আমরা এতে ঈমান এনেছি, এ সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে।" ১। একইভাবে উত্তমভাবে তাঁদের অনুসারী তাবেয়ীগণ এবং তাঁদের অনুসারীগণ, এবং মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণ সবাই আল্লাহকে সেই গুণেই গুণান্বিত করেছেন যার দ্বারা তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং যার দ্বারা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে গুণান্বিত করেছেন। তাঁরা গুণাবলির কোনো কিছুই অস্বীকার করেননি। তাঁদের কেউই এ কথা বলেননি যে: এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়, কিংবা এগুলো সাব্যস্ত করলে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বরং যারা এমন কথা বলেছে তাঁরা তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন এবং এই সংশয়গুলো খণ্ডন করে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট পরিচিত ও বিদ্যমান।

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাল্লাহু তা'আলা) বলেছেন: "এটি আল্লাহর কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ, আর সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্য এবং সকল ইমামদের কথা, এর সবই এমন স্পষ্ট প্রমাণ বা প্রকাশ্য দলিলে পরিপূর্ণ যে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপরে। তিনি আরশের উপরে, আসমানসমূহের উপরে এবং তাঁর আরশের উপরে উঠেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: {তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎ কাজ তাকে উপরে উঠিয়ে নেয়।} ২। এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী: {যখন আল্লাহ বললেন: হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার দিকে তুলে নেব।} ৩। এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী: {বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।} ৪। এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী:

১ সূরা আল-ইমরান আয়াত: ৭।

২ সূরা ফাতির আয়াত: ১০।

৩ সূরা আল-ইমরান আয়াত: ৫৫।

৪ সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৫৮।

(ص: 512) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

{ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} 1 وقوله تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} 2. وقوله تلى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} 3. وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} 4. وقوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} 5. وقوله: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} 6 الآية. فذكر التوحيديين في هذه الآية. قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} 7. وقوله تعالى: {تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 8. وقوله تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً} 9. وقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبيراً} 9. وقوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} 10. وقوله تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} 11.

تَعْدُونَ} 10. وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} 11. فذكر عيوم عليه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: {أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ} 12.

1 سورة الماعراج آية: 3-4.

2 سورة السجدة آية: 5.

3 سورة النحل آية: 50.

4 سورة البقرة آية: 29.

5 سورة الأعراف آية: 54.

6 سورة يونس آية: 3.

7 سورة الرعد آية: 2.

8 سورة طه آية: 4-5.

9 سورة الفرقان آية: 58-59.

10 سورة السجدة آية: 4-5.

11 سورة الحديد آية: 4.

12 سورة الملك آية: 16-17.

{যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী; ফেরেশতারা এবং রুহ তাঁর দিকে আরোহণ করে।} ১ এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁরই দিকে আরোহণ করে।} ২। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে রয়েছেন।} ৩। এবং মহান আল্লাহর বাণী:

{তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য জমিনে যা কিছু আছে তা সব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে উঠলেন এবং সেগুলোকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন।} ৪। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। তিনি রাতকে দিন দিয়ে আবৃত করেন, যা একে দ্রুত অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়।} ৫। এবং তাঁর বাণী: {নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। তিনি যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই।} ৬ আয়াত। এই আয়াতে তিনি উভয় প্রকার তাওহীদ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী: {আল্লাহই আসমানসমূহকে স্তম্ভহীনভাবে উপরে তুলেছেন, যা তোমরা দেখতে পাও; অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন।} ৭। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {এটি তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি জমিন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময় আরশের উপর উঠেছেন।} ৮। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর তুমি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করো, যাঁর মৃত্যু নেই। আর তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো। আর তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট খবরদার। যিনি আসমান ও জমিন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। তিনি পরম করুণাময়, সুতরাং তাঁর সম্পর্কে তুমি কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো।} ৯। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আল্লাহই আসমান ও জমিন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তোমরা কি তবুও উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁরই দিকে এমন একদিনে আরোহণ করে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।} ১০। এবং তাঁর বাণী: {তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা জমিনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আসমান থেকে নাজিল হয় এবং যা তাতে আরোহণ করে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।} ১১। এখানে তিনি তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা, তাঁর কুদরতের ব্যাপকতা, তাঁর পরিবেষ্টনের ব্যাপকতা এবং তাঁর দর্শনের ব্যাপকতা উল্লেখ করেছেন। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে,

যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন না? এমতাবস্থায় তা কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।} ১২।

১ সূরা আল-মারিজ আয়াত: ৩-৪।

২ সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ৫।

৩ সূরা আন-নাহল আয়াত: ৫০।

৪ সূরা আল-বাকারাহ আয়াত: ২৯।

৫ সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৫৪।

৬ সূরা ইউনুস আয়াত: ৩।

৭ সূরা আর-রা'দ আয়াত: ২।

৮ সূরা ত্বা-হা আয়াত: ৪-৫।

৯ সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ৫৮-৫৯।

১০ সূরা আস-সাজদাহ আয়াত: ৪-৫।

১১ সূরা আল-হাদীদ আয়াত: ৪।

১২ সূরা আল-মুলক আয়াত: ১৬-১৭।

(ص: 513)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وقوله تعالى: {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} 1. وقوله: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} 2. وقوله تعالى: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا} 3. انتهى كلامه رحمه الله.

قلت: وقد ذكر الأئمة -رحمهم الله تعالى- فيها صنغوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أمر سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 4. قالت: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر". رواه ابن المنذر

واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى- أنه قال: لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق". وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: "يا أبا عبد الله" الله "الرحمن على العرش استوى" كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرّحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف؟ و"كيف" عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه". رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضاً، ولفظه: قال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية، قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد "استوى" علا على العرش. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 5 أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أي علا وارتفع.

1 سورة فصلت آية: 42.

2 سورة الزمر آية: 1.

3 سورة غافر آية: 36-37.

4 سورة طه آية: 5.

5 سورة طه آية: 5.

এবং মহান আল্লাহর বাণী: {এটি প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ} ১।
এবং তাঁর বাণী: {এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে}
২। এবং মহান আল্লাহর বাণী: {আর ফেরাউন বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ
প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি অবলম্বনসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, আসমানসমূহের
অবলম্বনসমূহ পর্যন্ত; অতঃপর আমি যেন মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, যদিও আমি তাকে
অবশ্যই মিথ্যাবাদী মনে করি} ৩"। তাঁর (রহিমাল্লাহ) কথা এখানেই শেষ।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: ইমামগণ —আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন— আল্লাহর
গুণাবলি অস্বীকারকারী জাহমিয়াহ, মুতাজিলা, আশারিয়া এবং তাদের অনুরূপ দলগুলোর
খণ্ডনে যা কিছু রচনা করেছেন, তাতে সাহাবী এবং তাবিঈগণের বাণীসমূহ উল্লেখ করেছেন।
তারই একটি উদাহরণ হলো হাফেজ যাহাবী 'কিতাবুল উলু' ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ সনদে নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি
মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বলেন: {রাহমান আরশের উপর উঠেছেন} ৪। তিনি বলেন:
"উঠা (ইস্তিওয়া) অজ্ঞাত নয়, এর ধরণ অবোধগম্য, এর স্বীকৃতি প্রদান করা ঈমান এবং একে
অস্বীকার করা কুফর।" এটি ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন।

এবং লালকাযী ও অন্যান্যরা সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (যাহাবী) বলেন:
সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (রহিমাল্লাহ তাআলা) থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: যখন
রাবিআহ ইবনে আবি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: তিনি (আল্লাহ) কীভাবে
উঠেছেন? তিনি উত্তরে বলেন: "উঠা (ইস্তিওয়া) অজ্ঞাত নয়, এর ধরণ অবোধগম্য; আল্লাহর
পক্ষ থেকে এসেছে রিসালাত (বার্তা), রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া, আর আমাদের দায়িত্ব
হলো তা সত্য বলে মেনে নেওয়া।" ইবনে ওয়াহাব বলেন: আমরা মালিকের কাছে ছিলাম,
এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বলল: "হে আবু আবদুল্লাহ! 'রাহমান আরশের উপর
উঠেছেন', তিনি কীভাবে উঠেছেন?" তখন মালিক (রহিমাল্লাহ) মাথা নিচু করলেন এবং তিনি
ঘামাতে লাগলেন। এরপর তিনি বললেন: "রাহমান আরশের উপর উঠেছেন যেমনটি তিনি
নিজের বর্ণনা দিয়েছেন; 'কীভাবে' তা বলা যাবে না এবং 'কীভাবে' এর বিষয়টি তাঁর ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য নয়। তুমি একজন বিদআতী, একে বের করে দাও।" বায়হাকী ইবনে ওয়াহাব থেকে সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া থেকেও বর্ণনা করেছেন, যার শব্দসমূহ হলো: তিনি বলেন: "উঠা (ইস্তিওয়া) অজ্ঞাত নয়, এর ধরণ অবোধগম্য, এতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।" যাহাবী বলেন: লক্ষ্য করুন, তারা কীভাবে আল্লাহর জন্য আরশের ওপর ওঠাকে সাব্যস্ত করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে এটি একটি জানা বিষয় যার শব্দের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, এবং তারা এর ধরণ বা পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছেন। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন: মুজাহিদ বলেছেন, "উঠেছেন" অর্থাৎ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়াহ বলেন: আমি একাধিক মুফাসসিরকে বলতে শুনেছি যে, {রাহমান আরশের উপর উঠেছেন} ৫ অর্থাৎ তিনি উপরে উঠেছেন। মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী মহান আল্লাহর বাণী {রাহমান আরশের উপর উঠেছেন} এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তিনি সমুন্নত হয়েছেন এবং উপরে উঠেছেন।

১ সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২।

২ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১।

৩ সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬-৩৭।

৪ সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫।

৫ সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫।

(ص: 514)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه

شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرين
وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمين

وتحمله ملائكة شداد... ملائكة الإله مسومينا
وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق، قال:
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: " نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش
استوى، بأتين من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية ". قال الدارمي: حدثنا الحسن
بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك: قيل له: "
كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بأتين من خلقه ".
وقد تقدم قول الأوزاعي: " كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله - تعالى ذكره -
بأتين من خلقه، ونؤمن بها وردت به السنة ".

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله
استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله
تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله:
" الله في السماء وعليه في كل مكان ". ثم قال في هذا الكتاب: " أجمع المسلمون من
أهل السنة أن معنى قوله: { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ } 1 ونحو ذلك من القرآن: أن
ذلك عليه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ". وهذا لفظه في
كتابه.

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبتته الله في كتابه على
لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة
المخلوقين، ولم يمثّلوا ولم يكيّفوا، كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.
وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه: هو

1 سورة الحديد آية: 4.

এবং এর প্রমাণাদি সাহাবী, তাবীঈ এবং তাঁদের অনুসারীদের বক্তব্যে বিদ্যমান। এর মধ্যে
রয়েছে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি

আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য ... আর জাহান্নাম হলো কাফেরদের আবাসস্থল আর আরশ পানির ওপর ভাসমান ... এবং আরশের ওপরে রয়েছেন বিশ্বজগতের রব আর তা বহন করে শক্তিশালী ফেরেশতারা ... মাবুদের চিহ্নিত ফেরেশতাগণ দারেমী, হাকেম এবং বায়হাকী বিশুদ্ধতম সনদে আলী বিন হুসাইন বিন শাকীক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ বিন মুবারককে বলতে শুনেছি: "আমরা আমাদের রবকে এভাবে চিনি যে, তিনি তাঁর সাত আসমানের উপরে আরশের ওপর উঠেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক। আর আমরা তা বলি না যা জাহমিয়াহরা বলেছিল।" দারেমী বলেন: আমাদের নিকট হাসান বিন সাবাহ আল-বাযযার বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট আলী বিন হুসাইন বিন শাকীক ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন: তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: "আমরা আমাদের রবকে কীভাবে চিনব? তিনি বললেন: তিনি সপ্তম আসমানের উপরে আরশের ওপর আছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক।"

ইমাম আওয়াজির উক্তি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে: "আমরা - যখন তাবিঈগণ পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন - বলতাম: নিশ্চয়ই আল্লাহ -তাঁর স্মরণ সুউচ্চ হোক- তাঁর সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক, এবং সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি।"

আবু আমর আত-তালামাক্কী 'আল-উসুল' গ্রন্থে বলেছেন: আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁর সত্তাসহ আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আরও বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ একমত হয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে আরশের ওপর উঠেছেন, রূপক অর্থে নয়। অতঃপর তিনি তাঁর সনদে ইমাম মালিকের উক্তি উল্লেখ করেছেন: "আল্লাহ আসমানে আছেন এবং তাঁর জ্ঞান সব জায়গায় আছে।" অতঃপর তিনি এই গ্রন্থে বলেছেন: "আহলুস সুন্নাহর মুসলিমগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর বাণী: {তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন} ১ এবং কুরআনের এ জাতীয় আয়াতের অর্থ হলো: তা হচ্ছে তাঁর জ্ঞান। আর আল্লাহ তাঁর সত্তাসহ আসমানসমূহের উপরে আরশের ওপর উঠেছেন যেভাবে তিনি চেয়েছেন।" এটিই তাঁর কিতাবের ভাষা।

সাহাবী, তাবিঈ এবং ইমামদের কথায় এটি ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়; আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের মুখে যা সাব্যস্ত করেছেন, তাঁরা তা প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত করেছেন যা আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা তাঁর থেকে মাখলুকের সাদৃশ্যকে অস্বীকার করেছেন, আর তাঁরা কোনো উদাহরণ দেননি এবং কোনো ধরণও বর্ণনা করেননি, যেমনটি আমরা এই অধ্যায়ে তাঁদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছি।

হাফেজ যাহাবী বলেছেন: আল্লাহ আরশের উপরে থাকার বিষয়টি যিনি অস্বীকার করেছেন, তাঁর বক্তব্য প্রথম যখন শোনা গিয়েছিল, তা হলো—

১. সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪।

(ص: 515)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الجعد بن درهم. وكذلك أنكر جميع الصفات. وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة، ومالك والليث بن سعد والثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي الجوهري- ببغداد- حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول: "كنا- والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته". أخرج البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات.

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة

خمسائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم " 1. أخرجه أبو داود وغيره.

ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} 2 " اهـ من فتح الباري.

قوله: "عن العباس بن عبد المطلب" ساقه المصنف رحمه الله مختصراً، والذي في سنن أبي داود: عن العباس بن عبد المطلب قال: "كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله

1 ضعيف: أبو داود: كتاب السنة (4723) ، (4724) ، (4725) : باب في الجهمية والترمذي: كتاب التفسير (3320) : باب ومن سورة الحاقة. وابن ماجة في المقدمة (193) : باب فيما أنكرت الجهمية. وأحمد (1/ 206 ، 207) وغيرهم. وضعفه الذهبي في العلو ص (49 ، 50) . وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (577) .

2 سورة الشورى آية: 11.

জা'দ ইবনে দিরহাম। আর একইভাবে সে সমস্ত সিফাত (বৈশিষ্ট্য) অস্বীকার করেছিল। তাকে খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাসরি হত্যা করেন এবং তার ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। অতঃপর তার কাছ থেকে এই মতবাদ গ্রহণ করে জাহমিয়াদের ইমাম জাহম ইবনে সাফওয়ান, সে এটি প্রকাশ করে এবং এর সপক্ষে বিভিন্ন সংশয়যুক্ত দলিল পেশ করে। এটি ছিল তাবিঈদের যুগের শেষ সময়ে। ফলে তৎকালীন যুগের ইমামগণ যেমন আল-আওয়াঈ, আবু হানিফা, মালিক, লাইস ইবনে সাদ, আস-সাওরি, হাম্মাদ ইবনে যাইদ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, ইবনুল মুবারক এবং তাঁদের পরবর্তী হিদায়াতের ইমামগণ তার এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই মতবাদ প্রকাশ পাওয়ার সময় ১৫০ হিজরির দিকে শামবাসীদের ইমাম আল-আওয়াঈ বলেন:

আব্দুল ওয়াসি আল-আবহারি আমাদের তার সনদে আবু বকর আল-বাইহাকি থেকে সংবাদ দিয়েছেন: আমাদের আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিয জানিয়েছেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-জাওহারি—বাগদাদে—সংবাদ দিয়েছেন: ইব্রাহিম ইবনুল হাইসাম আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন: মুহাম্মাদ ইবনে কাসির আল-মাসিসি আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন: আমি আল-আওয়াসিকে বলতে শুনেছি: "যখন তাবিঈগণ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তখন আমরা বলতাম: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে। আর আমরা তাঁর সেসব সিফাতের প্রতি ঈমান রাখি যা সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে।" আল-বাইহাকি এটি 'আস-সিফাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ইমাম।

ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: "আল্লাহর এমন কিছু নাম ও সিফাত রয়েছে যা প্রত্যাখ্যান করা কারো জন্য বৈধ নয়। আর যার কাছে দলিল সাব্যস্ত হওয়ার পর সে এর বিরোধিতা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তবে দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অজ্ঞতার কারণে তাকে ক্ষমা করা হবে,

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কি জানো আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: উভয়ের মধ্যে পাঁচশ বছরের পথ চলার দূরত্ব রয়েছে। আর এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ। প্রতিটি আসমানের পুরুত্ব পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তম আসমান এবং আরশের মাঝখানে একটি সমুদ্র রয়েছে যার তলদেশ ও উপরিভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ তাআলা তার উপরে রয়েছেন। আদম সন্তানের কোনো আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।" ১. আবু দাউদ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

আর আমরা এই সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করি এবং তাঁর থেকে সদৃশ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করি, যেমনটি তিনি নিজের সত্তা থেকে অস্বীকার করে বলেছেন: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" ২। —ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত।

তাঁর উক্তি: "আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত" - লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। আর যা সুন্নাতে আবু দাউদে রয়েছে: আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি বাতহা নামক স্থানে এক দল লোকের সাথে ছিলাম যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছিলেন

১. যঈফ: আবু দাউদ: কিতাবুস সুন্নাহ (৪৭২৩), (৪৭২৪), (৪৭২৫): জাহমিয়া পরিচ্ছেদ;
 তিরমিযী: কিতাবুত তাফসির (৩৩২০): সূরা আল-হাক্কাহ পরিচ্ছেদ; ইবনে মাজাহ: মুকাদ্দিমাহ
 (১৯৩): জাহমিয়ারা যা অস্বীকার করেছে সেই পরিচ্ছেদ; আহমাদ (১/২০৬, ২০৭) এবং
 অন্যান্য। আয-যাহাবি একে 'আল-উলুওয়' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৯, ৫০) যঈফ বলেছেন। আলবানী
 ইবনে আবি আসিমের 'আস-সুন্নাহ'র তাহকীকে (৫৭৭) একে যঈফ বলেছেন।
 ২. সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১।

(ص: 516)فتح البعيد شرح كتاب التوحيد

صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: "ما تسمون هذه؟" قالوا: السحاب. قال: "والمزن" قالوا: والمزن. قال: و"العنان". قالوا. والعنان- قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداً- قال: "هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟" قالوا: لا ندري. قال: "إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلى كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك" 1. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحافظ الذهبي: "رواه أبو داود بإسناد حسن" 2. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: "ما بين

1 الترمذي: تفسير القرآن (3320)، وأبو داود: السنة (4723)، وابن ماجه: المقدمة (193).

2 في إسنادة الوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه. وقد ساقه أبو داود من غير طريق الوليد. وقال العلامة ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد؛ فإن الوليد لم ينفرده به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سبأ. ومن طريقه رواه أبو داود. ورواه أيضاً عمرو بن أبي قيس عن سبأ. ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس. اهـ. ورواه ابن ماجة من حديث الوليد بن أبي ثور عن سبأ. وأي ذنب للوليد في هذا؛ وأي تعلق عليه؟ وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علتة المؤثرة عند القوم اهـ.

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে একটি মেঘখণ্ড অতিক্রম করছিল, তখন তিনি সেটির দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমরা একে কী নামে ডাকো?" তারা বলল: আস-সাহাব (মেঘ)। তিনি বললেন: "এবং আল-মুজন?" তারা বলল: এবং আল-মুজন। তিনি বললেন: "এবং আল-আনান?" তারা বলল: এবং আল-আনান—আবু দাউদ বলেন: আমি 'আনান' শব্দটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারিনি—তিনি বললেন: "তোমরা কি জানো আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু?" তারা বলল: আমরা জানি না। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই এ দুইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক, দুই বা তিনাত্তর বছরের পথ। তারপর তার উপরের আসমানটিও অনুরূপ, এভাবে তিনি সাতটি আসমান গণনা করলেন। তারপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে, যার নিম্নভাগ ও উপরিভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। তারপর তার উপরে আটটি পাহাড়ি ছাগল (আকৃতির ফেরেশতা) রয়েছে, যাদের খুর ও হাঁটুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। তারপর তাদের পিঠের ওপর রয়েছে আরশ, যার নিম্নভাগ ও উপরিভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। তারপর মহান আল্লাহ তার উপরে রয়েছেন" ১। আর এটি তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিজি বলেছেন: "হাসান গরিব"। হাফিজ যাহাবি বলেছেন: "আবু দাউদ এটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন" ২। তিরমিজি আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে রয়েছে: "এর মধ্যবর্তী..."

১ তিরমিজি: তাফসিরুল কুরআন (৩৩২০), আবু দাউদ: আস-সুন্নাহ (৪৭২৩), এবং ইবনে মাজাহ: আল-মুকাদ্দিমা (১৯৩)।

২ এর সনদে ওয়ালিদ বিন আবি সাওর রয়েছে, যার হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। তবে আবু দাউদ এটি ওয়ালিদ ব্যতীত অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 'তাহজিব সুন্নাহে আবি দাউদ'-এ বলেছেন: ওয়ালিদ বিন আবি সাওর-এর কারণে হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করা অসার; কারণ ওয়ালিদ এটি বর্ণনায় একাকী নন, বরং ইব্রাহিম বিন তাহমানও সিমাক থেকে তার অনুসরণ করেছেন। এই সূত্রেই আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। আমর বিন আবি কাইসও সিমাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এটি আবদ বিন হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান বিন সাদ থেকে, তিনি আমর বিন আবি কাইস থেকে। আর ইবনে মাজাহ এটি ওয়ালিদ বিন আবি সাওর থেকে সিমাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ওয়ালিদের কী দোষ এবং তার ওপর কিসের দায়? তার একমাত্র দোষ হলো তিনি জাহমিয়াদের মতবাদের পরিপন্থী বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা ওই সম্প্রদায়ের কাছে একটি কার্যকর ত্রুটি।

(ص: 517)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

سَاءَ إِلَى سَاءٍ خَمْسَاءَةٌ عَامٌ " . وَلَا مَنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَن تَقْدِيرَ ذَلِكَ بِخَمْسَاءَةٍ عَامٍ هُوَ عَلَى سِيرِ الْقَافِلَةِ مَثَلًا ، وَنِيفَ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى سِيرِ الْبَرِيدِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَقَالَ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ مِصْرَ عَشْرُونَ يَوْمًا بِاعْتِبَارِ سِيرِ الْعَادَةِ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِاعْتِبَارِ سِيرِ الْبَرِيدِ . وَرَوَى شَرِيكَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَمَّاكَ فَوْقَهُ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ 1 .

(1) في قرّة العيون: قلت: وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. وقد ابتدأ المصنف -رحمه الله تعالى- هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية؛ لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا

التوحيد، وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوه عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه، وأعطاه القدرة على الدعوة إليه، والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عن خاض في هذه العلوم، وأحسنوا الظن بأهل الكلام، وظنوا أنهم على شيء، فقبلوا ما وجدوه عنهم، فقرروا مذهب الجهمية، وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام، فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار. وغيرهم. وبالله التوفيق. فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- بقوله:.

والعلم أقسام ثلاث ما لها ... من رابع والحق ذو تبيان
علم بأوصاف الإله وفعل ... وكذلك الأسماء للرحمن
والأمر والنهي الذي هو دينه ... وجزاء يوم البعاد الثاني
وصلى الله على سيد المرسلين، وإمام المتقين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

এক আসমান হতে অন্য আসমান পর্যন্ত পাঁচশত বছরের পথ। আর এর মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই; কারণ এর পরিমাপ পাঁচশত বছর হওয়া হলো যেমন কাফেলার চলার গতিতে, আর সত্তর বছরের কিছু বেশি সময় হওয়া হলো ডাক-বাহকের (দ্রুতগামী বাহন) চলার গতিতে; কারণ এটি বলা সঠিক যে: আমাদের এবং মিশরের মাঝে সাধারণ চলার গতিতে বিশ দিনের পথ, আর ডাক-বাহকের চলার গতিতে তিন দিনের পথ। আর শারীক এই হাদিসের কিছু অংশ

সিমা হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এখানেই তাঁর কথা শেষ।

(১) কুররাতুল উয়ুন গ্রন্থে রয়েছে: আমি বলছি: এই হাদিসটির সপক্ষে সহীহাইন এবং অন্যান্য কিতাবে সমর্থনকারী বর্ণনা রয়েছে, সাথে কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনাও এর ওপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যারা একে দুর্বল বলেছেন তাদের কথা কোনো গুরুত্ব নেই। মুসান্নিফ -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন- এই মহান গ্রন্থটি তাওহীদুল উলুহিয়াহ বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করেছেন; কারণ পরবর্তীকালের উম্মতের অধিকাংশ লোক এই তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল এবং তারা শিরক ও অংশীদার সাব্যস্ত করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে এসেছিল যা এর পরিপন্থী। তাই তিনি সেই তাওহীদ বর্ণনার কাজ শুরু করেন যার দিকে রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে সেই শিরক হতে নিষেধ করেছেন যা এই তাওহীদের পরিপন্থী। সুতরাং এই তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়াই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক কাজ তার জন্য যাকে আল্লাহ এটি বোঝার তৌফিক দান করেছেন এবং এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সামর্থ্য দান করেছেন, আর আল্লাহর ইবাদতে যারা শিরক করে তাঁর বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এই তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যেমনটি আপনি এই অধ্যায়গুলোতে দেখছেন। এরপর তিনি তাঁর কিতাবটি তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ) দিয়ে শেষ করেছেন; কারণ সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই এই ইলমের প্রতি কোনো মনোযোগ নেই যাতে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবিদাররা লিপ্ত হয়েছে। আর যারা ইলমের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তারা তাদের থেকে গ্রহণ করেছে যারা এই বিজ্ঞানে লিপ্ত হয়েছে এবং তারা ইলমুল কালামের (যুক্তিবিদ্যার) অনুসারীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করেছে এবং তারা ধারণা করেছে যে তারা সঠিক কিছুর ওপর আছে। ফলে তারা তাদের নিকট যা পেয়েছে তা-ই গ্রহণ করেছে এবং তারা জাহমিয়াদের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদে বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তারা কিতাব ও সুন্নাহর নসসমূহ এবং উম্মতের সালাফ ও পূর্ববর্তী হাদীস ও তাফসীরের ইমামগণ যা মেনে চলতেন তার বিরোধিতা করেছে। আহলুস সুন্নাহ সর্বদাই এর ওপর অটল ছিলেন কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। অতঃপর আল্লাহ এই ইমামকে তাওহীদের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানার হেদায়াত দান করেন এবং তিনি দলিলের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা তাঁর তৌফিক এবং সত্যের দিকে

হেদায়াত দানের জন্য, যখন ইসলামের চরম অসহায়ত্ব বিরাজ করছিল এবং জনপদ ও শহরসমূহের যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আল্লাহর নিকটই তাওফিক প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই এই গ্রন্থে তাওহীদের সেই তিন প্রকারের সমাবেশ ঘটেছে যার দিকে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন- তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন:

আর ইলম হলো তিন প্রকার যার নেই কোনো ... চতুর্থ ভাগ, আর সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ইলাহর গুণাবলি ও কার্যাবলি সম্পর্কিত ইলম ... আর অনুরূপভাবে রহমানের নামসমূহ আর আদেশ ও নিষেধ যা তাঁর দ্বীন ... এবং পরকালে প্রত্যাবর্তনের দিনে তাঁর প্রতিদান আর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক রাসূলগণের সরদার এবং মুত্তাকীদের ইমাম মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর ওপর।

(ص: 518)فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} 1.

الثانية: إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، لم ينكروها ولم يتأولوها.

الثالثة: أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخبر هذا العلم العظيم.

الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى. والأرضين في الأخرى.

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال.

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

الثامنة: قوله: " كخردلة في كف أحدكم ".

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء.

العاشر: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء.

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء.

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي.

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء.

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء.

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات، والأحاديث

الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له

شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهد التي

يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها.

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف

بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه

وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه.

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش.

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض.

الثامنة عشرة: كثف كل سماء مائة سنة.

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة. والله

أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كامل مقابلة وتصحيحاً وقراءة على يد شيخنا العلامة المحقق الفهامة، بقية أهل الاستقامة: الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن آل الشيخ - متع الله بحياته - سنة 1362.

نبذة مختصرة من ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن
مؤلف فتح البعيد

قال الشيخ ابن بشر في كتاب "عنوان المجد" في حوادث سنة 1241: وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير، البحر الزاخر الغزير، مفيد الطالبين، المحفوف بعناية رب العالمين، جامع أنواع العلوم الشرعية، ومحقق العلوم الدينية، والأحاديث النبوية، والآثار السلفية، وارث العلم كابراً عن كابر، الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخاً أكابر، قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفقي فرق الأنام الموحدين، وناصر سنة سيد المرسلين، الموفق للصواب في الجواب؛ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قدم على الإمام تركي بن عبد الله -قدس الله روحه-، ففرح وأكرمه غاية الإكرام، واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعالم، فعظوه وقاموا بهما يستحقه من الإعظام، وبذل نفسه للطالبين وانتفع بعلمه كثير من

المستفيدين - ثم ذكر العلماء الأفاضل من آل الشيخ وغيرهم الذي استفادوا من الشيخ وانتفعوا بعلمه وتخرجوا عليه، وهم جملة كثيرة. ثم قال: فضربت إليه آباط الإبل من أقطار نجد والأحساء، وظهرت آثار البركات من تعليبه وفشا. كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين وفشا، ولاح وميض برقه حين غشى، فكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا سميع الدعاء، يا إله الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجزيهم عنا وعن المسلمين

أحسن ما جزييت من دعا إلى توحيدك، وأن تجعل العلم النافع فيهم وفي عقبهم
باقياً إلى يوم لقائك وشهودك.

وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع، أكثرها ردا
على أهل البقالات، ومن غلط منهم في الصفات، وله مصنف فيما يحل ويحرم من
الحرير، فمن طالعه دله على علمه الغزير، ردا على من أباح لبس الحرمة الروغان
التي ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان، واختصر شرح التوحيد للشيخ سليمان بن
عبد الله بن شيخ الإسلام الذي سبق ذكره؛ لأنه مات قبل أن يتمه.
وكان كثيراً ما يتعهده أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح، ويعلمهم ما يجب
عليهم من أمر دينهم، ويذكرهم نعمة هذا الدين؛ واجتماع شمل أهل الإسلام
عليهم؛ وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان. والحمد لله أولاً وآخراً،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

1 سورة الزمر آية: 67.

এতে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে:

প্রথম বিষয়: আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যা: "কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে।"

১

দ্বিতীয় বিষয়: এই ইলম (জ্ঞান) এবং এই জাতীয় বিষয়সমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক ইহুদিদের নিকট অবশিষ্ট ছিল; তারা এগুলো অস্বীকার করেনি এবং
এগুলোর অপব্যাখ্যাও করেনি।

তৃতীয় বিষয়: সেই ইহুদি পণ্ডিত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি
উল্লেখ করলেন, তিনি তাকে সত্যায়ন করলেন এবং এটি সমর্থন করে কুরআন নাজিল হলো।

চতুর্থ বিষয়: ইহুদি পণ্ডিত যখন এই মহান ইলমের কথা উল্লেখ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসা।

পঞ্চম বিষয়: স্পষ্টভাবে আল্লাহর দুই হাতের উল্লেখ এবং আসমানসমূহ ডান হাতে ও
জমিনসমূহ অপর হাতে থাকা।

ষষ্ঠ বিষয়: অপর হাতটিকে স্পষ্টভাবে বাম হাত হিসেবে নামকরণ করা।

সপ্তম বিষয়: সেই সময় পরাক্রমশালী ও অহংকারীদের কথা উল্লেখ হওয়া।

অষ্টম বিষয়: তাঁর এই উক্তি: "তোমাদের কারো হাতের তালুতে একটি সরিষার দানার মতো।"

নবম বিষয়: আসমানের তুলনায় কুরসির বিশালতা।

দশম বিষয়: কুরসির তুলনায় আরশের বিশালতা।

একাদশ বিষয়: আরশ, কুরসি ও পানি থেকে ভিন্ন বস্তু।

দ্বাদশ বিষয়: এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু।

ত্রয়োদশ বিষয়: সপ্তম আসমান ও কুরসির মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু।

চতুর্দশ বিষয়: কুরসি ও পানির মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু।

পঞ্চদশ বিষয়: আরশ পানির উপরে অবস্থিত।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি: এতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে আছেন, যেমনটি ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, সহিহ হাদিসসমূহ এবং সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাঁদের অনুসারী সালাফগণের বাণীতে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই হাদিসটির সহিহাইন (বুখারি ও মুসলিম) ও অন্যান্য গ্রন্থে অনেক সাক্ষী ও সমর্থক বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এই হাদিসকে দুর্বল বলেছেন তাদের কথার কোনো গুরুত্ব নেই; কারণ এর সমর্থক বর্ণনা এত বেশি যে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা বা সেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়া অসম্ভব।

এই হাদিসটি এর সদৃশ অন্যান্য হাদিসের ন্যায় আল্লাহর মহানত্ব, তাঁর পূর্ণতা এবং তাঁর সৃষ্টির বিশালতার প্রমাণ দেয়। এটি আরও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সেই সমস্ত পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত যা তিনি নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এটি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল তিনিই অংশীদারহীন একমাত্র উপাস্য হওয়ার অকাট্য দলিল।

ষোড়শ বিষয়: আল্লাহ আরশের উপরে আছেন।

সপ্তদশ বিষয়: আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

অষ্টাদশ বিষয়: প্রতিটি আসমানের পুরুত্ব একশ বছর।

উনবিংশ বিষয়: আসমানসমূহের উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার তলদেশ ও উপরিভাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বছর। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাওফিক আসে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নেতা মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সঙ্গীদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আমাদের শায়খ আল্লামা, গবেষক, বিজ্ঞ মনীষী এবং নেককারদের উত্তরসূরি: শায়খ আবদুল্লাহ বিন আশ-শায়খ হাসান আল আশ-শায়খ -আল্লাহ তাঁর হায়াতকে বরকতময় করুন- এর উপস্থিতিতে পাঠ, মোকাবিলা ও সংশোধনের কাজ ১৩৬২ হিজরিতে সমাপ্ত হয়েছে।

ফাতহুল মাজিদ গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসানের সংক্ষিপ্ত জীবনী
ফাতহুল মাজিদ রচয়িতা

শায়খ ইবনে বিশর তাঁর ‘উনওয়ানুল মাজিদ’ কিতাবে ১২৪১ হিজরির ঘটনাবলীতে লিখেছেন: এই বছর মিশর থেকে এক বিদগ্ধ পণ্ডিত আলেম আগমন করলেন, যিনি ছিলেন জ্ঞানের এক প্রগাঢ় সাগর, তালিবে ইলমদের জন্য পরম উপকারী, জগতসমূহের প্রতিপালকের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বেষ্টিত, শরয়ী জ্ঞানের নানা শাখার সংকলক, দ্বীনি জ্ঞান, নববী হাদিস ও সালাফদের আসারের মহান গবেষক। তিনি ছিলেন বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইলমের অধিকারী, যাঁর পাঠদানের মাধ্যমে কনিষ্ঠ ছাত্ররা বড় শায়খে পরিণত হয়েছে। তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রধান বিচারপতি, একত্ববাদী মাখলুকের ফতোয়া দানকারী এবং সাইয়েদুল মুরসালিনের সুন্নতের সাহায্যকারী, সঠিক উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে তাওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তি; শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব। তিনি ইমাম তুর্কি বিন আবদুল্লাহর -আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন- দরবারে উপস্থিত হলেন। ইমাম এতে আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করলেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল মুসলিম তাঁর আগমানে পরম আনন্দিত হলেন। তারা তাঁকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করলেন এবং তিনি তালিবে ইলমদের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হলেন - এরপর তিনি সেই সকল প্রথিতযশা আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা শায়খের ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন, যাদের সংখ্যা অনেক। এরপর তিনি বলেন: নজদ ও আহসা এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তালিবে ইলমরা তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং তাঁর পাঠদানের বরকত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কেনই বা হবে না? তিনি তো সেই বরকতময় বৃক্ষের সন্তান যার উদিত নূর মুসলিমদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সেই জ্যোতির চমক যখন আবির্ভূত হলো, তখন মনে হচ্ছিল সেই আলোর ঝলকানি যেন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর

নূরের দিকে হেদায়েত দান করেন। হে দোয়ার শ্রবণকারী, হে আসমান ও জমিনের ইলাহ! আমরা আপনার নিকট আপনার সুন্দরতম নামসমূহের ওসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আপনি তাঁদেরকে আমাদের ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন যেমনটি আপনি আপনার তাওহীদের দিকে আহ্বানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এবং আপনি উপকারী ইলমকে তাঁদের মাঝে ও তাঁদের উত্তরসূরীদের মাঝে আপনার সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত জারি রাখুন।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান উসুল (মূলনীতি) এবং ফুরু' (শাখা-প্রশাখা) বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেছেন, যার অধিকাংশই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের এবং সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলীর বিষয়ে যারা ভুল করেছেন তাদের খণ্ডনে লিখিত। রেশমি কাপড় পরিধানের বিধান সম্পর্কেও তাঁর একটি রচনা রয়েছে; যা পাঠ করলে তাঁর ইলমের গভীরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি ছিল তাদের খণ্ডনে যারা 'রোগান' নামক রেশমি কাপড় পরিধান করা বৈধ মনে করেছিল, যে বিপদে বর্তমান সময়ের মানুষ লিপ্ত হয়েছে। তিনি শায়খ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ বিন শাইখুল ইসলাম রচিত কিতাবুত তাওহীদের যে ব্যাখ্যাগ্রন্থটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সংক্ষেপ করেছেন; কারণ শায়খ সুলাইমান সেটি সমাপ্ত করার আগেই শহীদ হয়েছিলেন।

তিনি প্রায়শই নজদ এলাকার অধিবাসীদের নিকট চিঠিপত্র ও নসিহত পাঠাতেন এবং তাদের দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদেরকে এই দ্বীনের নেয়ামত এবং ইসলামি ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যা আল্লাহ এই শেষ জামানায় নজদবাসীদের দান করেছেন। শুরু ও শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমাদের নেতা মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১ সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭।